२য়ঃ খণ্ডঃ।

সটীকং

শ্রীগোবিন্দলীলামৃতম্।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি প্রণীতম্।

শ্রীধাম নবদ্বীপনিবাসি

শ্রীশ্রীশচীনন্দন গোস্বামি ভক্তিরত্নেন অনূদিতং

সংশোধিতঞ্চ।

শ্রীবৃন্দাবনবাসি পরমভাগবত রাজর্ষি রায়

শ্রীযুক্ত বনমালি রায় বাহাদুর ভক্তিভূষণস্য

সম্পূর্ণ সাহায্যেন

শ্রীযুক্ত নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারি কর্ত্তৃক

শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ স্বকীয় "শ্রীদেবকীনন্দনাখ্যযন্ত্রেণ"

মুদ্রিতং প্রকাশিতঞ্চ।

শ্রীচৈতন্যাব্দাঃ ৪২২।

মূল্যঞ্চ সার্দ্ধমুদ্রাত্রয়ং।

ঘুসৃণমদবিলিপ্তোরোজয়োঃ পক্বতালৈ-
র্লসদলকততীনাং পক্বজম্বূফলৈঃ সা।
ত্বয়ি তব দয়িতায়াঃ স্বঙ্গুলীপর্ব্বকাণা-
মুপমিতিমভিধত্তে পক্বখর্জ্জূরকৈশ্চ ॥ ১০০ ॥

কৃষ্ণং বিনা সুলীলঃ কোবা ব্রজবনমৃতে ক্ব বা লীলা।
ভণ্যত ইতি দাত্যূহৈঃ,
কোবা কোবা ক্ব বা ক্ব বা বিরুতৈঃ ॥ ১০১ ॥

সা প্রাবৃট্‌লক্ষ্মীঃ ত্বয়ি ত্বন্নিমিত্তে বিষয়ে বা তব দয়িতায়াঃ কুঙ্কুমমৃগমদ-লিপ্তয়োঃ কুচয়োরুপমিতিং, পক্বতালৈঃ ; লসদলকততীনামুপমিতিং, পক্বজম্বূ-ফলৈঃ ; স্বঙ্গুলীপর্ব্বকাণামুপমিতিং পক্বখর্জ্জূরকৈরভিধত্তে ॥ ১০০ ॥

কৃষ্ণং বিনা সুলীলঃ শোভনলীলাকর্ত্তা কঃ ? ন কোঽপীত্যর্থঃ। ব্রজবনং বিনা ক্ব বা কুত্র লীলা ? এতাদৃশী লীলা ন ক্বাপীত্যর্থঃ। দাত্যূহৈঃ বিরুতৈঃ-বিশিষ্টশব্দৈঃ কোবা কোবা ক্ববা ক্ববা ইতি ভণ্যতে ॥ ১০১ ॥

কেতকী দ্বারা কিরীট এবং রঙ্গণ সহিত প্রস্ফুটিত যূথিকাপুষ্প, কদম্বপুষ্প, অর্জ্জুন-পুষ্প ও প্রফুল্লিত যূথীসমূহ দ্বারা নানাপ্রকার হার সমর্পণ করিতেছে। ৯৯ ॥

এই বর্ষালক্ষ্মী তোমার নিমিত্ত ত্বদীয় প্রিয়তমা শ্রীরাধিকার কুঙ্কুম ও মৃগ-মদ অর্থাৎ কস্তূরীলিপ্ত স্তনযুগলের সাদৃশ্য, পক্ক তালফল দ্বারা শোভমান অলক্তক শ্রেণীর সাদৃশ্য এবং সুপক্ক জম্বুফল দ্বারা ও সুপক্ক খর্জ্জুর ফল দ্বারা সুন্দর অঙ্গুলিদলের পর্ব্ব (পাব) সকলের উপমান বিধান করিতেছে। ১০০ ॥

অপর শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি সুন্দর লীলাশালী আছে ? এবং বৃন্দাবন ভিন্ন কোন্ স্থানেই বা এতাদৃশী লীলা সম্পন্ন হইয়া থাকে ? এই বিবেচনাতেই দাত্যূহ (ডাহুক পক্ষিগণ) "কোবা কোবা, ক্ববা ক্ববা" অর্থাৎ "কে কোথায় কে কোথায়' এই শব্দ উচ্চারণ করিতেছে। ১০১ ॥

কৃষ্ণং শশ্বৎস্বলীলাঘনরস-বিতরৈঃ প্রাবৃষং সংসৃজন্তং
হিত্বা কে বা পয়োদাঃ ক্বচিদপি চ কদাপ্যম্বুবৃষ্টিং দদানাঃ।
প্রাবৃট্‌কালঃ স কোবা ষড়্‌ঋতুষু গণিতো মাসযুগ্মপ্রমাণঃ
কেকোনাদৈঃ প্রহর্ষাদিতি দিশি দিশি তাং-
তঞ্চ নিন্দন্তি ভেকাঃ॥ ১০২॥

বর্ষায়তে মধুস্রাবো মধু-পালী ঘনায়তে।
পুরঃ কদম্ববাটীয়ং পশ্যাকং দুর্দিনায়তে॥ ১০৩॥

শশ্বৎ স্বস্য লীলয়া ঘনরসস্য ঘনীভূতদাস্যসখ্যবাৎসল্যশৃঙ্গারাদিরসস্য বিতরৈর্বিতরণৈর্দানৈঃ প্রাবৃষং বৃষ্টিং বর্ষাকালং চ সংসৃজন্তং কৃষ্ণং হিত্বা পয়োদাঃ মেঘাঃ কেবা কীদৃশাঃ! ক্বচিদ্দেশে কদা কস্মিন্ বর্ষাদিকালেঽপ্যম্বু-বৃষ্টিং নতু অন্যবৃষ্টিং দদানাঃ। ষড়্‌ঋতুষু মধ্যে গণিতো মাসযুগ্মপ্রমাণঃ স প্রাবৃট্‌ কালঃ কোবা ইতি প্রহর্ষাৎ ভেকাঃ কেকোনাদৈঃ তান্ পয়োদান্ তঞ্চ প্রাবৃট্‌কালং নিন্দন্তি। বর্ষাকালীয়মেঘসমূহকৃতজলবৃষ্টিতোঽপি কৃষ্ণলীলা-বৃষ্টীনামাধিক্যং তাপাদিহারিত্বং সুখাদিজনকত্বং চানুভূয় তান্ তঞ্চ গর্হ-য়ন্তি॥ ১০২॥

মধূনাং স্রাবঃ ক্ষরণং বর্ষমিবাচরতি বর্ষায়তে, মধুপানাং পালী ভ্রমরশ্রেণী

স্বীয় লীলায় ঘনীভূত দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গারাদি রসের বিতরণে যিনি নিরন্তর বর্ষাকাল রচনা করিতেছেন, এতাদৃশ রসদাতা শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া জলদাতা জলধর সকল কে? অর্থাৎ তাহারা ত কোন এক প্রদেশে বর্ষাদি কালেই জল বর্ষণ করে এবং সেই বর্ষাকালই বা কি? যাহা ছয় ঋতুর মধ্যে গণিত ও দুই দুই মাস যাহার প্রমাণ। এই বলিয়াই ভেক-গণ অত্যন্ত হৃষ্টান্তঃকরণে দিক্‌বিদিকে "কে কো" এইরূপ অব্যক্ত ধ্বনিতে সেই জলধরগণকে ও সেই বর্ষাকালকে নিন্দা করিতেছে অর্থাৎ বর্ষাকালীন মেঘসমূহকৃত জলবর্ষণ হইতেও কৃষ্ণলীলাবর্ষণ আধিক্য এবং তাপহারিত্ব ও সুখাদিজনকত্ব বিবেচনা করিয়া মেঘ ও বর্ষাকালকে 'কে কো' নাদে নিন্দা করিতেছে॥ ১০২॥

আর দেখ, এই মধুস্রাব অর্থাৎ বৃক্ষগণের নির্যাস ক্ষরণ বৃষ্টিধারার ন্যায়,

স্বপ্রেষ্ঠয়াসৌ বিলসন্ শিখণ্ডী
শিখণ্ডিনীর্বীক্ষ্য পুরঃ সমেতাঃ ।
আচ্ছাদয়ংস্তাং নিজ-পিঞ্ছতত্যা
নৃত্যত্যসৌ তাঃ পুরতো বিধায় ॥ ১০৪ ॥

ইত্থং পুষ্ণন্ প্রাবৃষেণ্যাং শ্রিয়ং তাং
রাধাশম্পালিঙ্গিতঃ কৃষ্ণমেঘঃ ।
আলীচক্ষুশ্চাতকান্ সুষ্ঠু ধিম্বন্
বিশ্বং সিঞ্চত্যেষ লীলামৃতৈঃ স্বৈঃ ॥ ১০৫ ॥

বর্ণসাম্যাৎ ঘন ইব মেঘ ইবাচরতি ঘনায়তে, ইয়ং কদম্ববাটী দুর্দ্দিনমিবাচরতি। "মেঘাচ্ছন্নেহহ্নি দুর্দিন"মিত্যমরঃ ॥ ১০৩ ॥

অসৌ শিখণ্ডী ময়ূরঃ স্বস্য প্রেষ্ঠয়া প্রিয়য়া সহ বিলসন্ পুরঃ সমেতাঃ মিলিতাঃ শিখণ্ডিনী বীক্ষ্য তাঃ শিখণ্ডিনীঃ পুরতো বিধায় নিজপিঞ্ছতত্যা তাং স্বপ্রেষ্ঠাং শিখণ্ডিনীমাচ্ছাদয়ন্ নৃত্যতি ॥ ১০৪ ॥

রাধৈব শম্পা বিদ্যুৎ তয়ালিঙ্গিতঃ কৃষ্ণমেঘঃ প্রাবৃষেণ্যাং প্রাবৃষি ভবাং তাং শ্রিয়মিত্থং পুষ্ণন্ আলীনাং চক্ষুশ্চাতকান্ ধিম্বন্ প্রীণন্ স্বৈ লীলামৃতৈ বিশ্বং সিঞ্চতি। ভাবার্থে প্রাবৃষ এণ্য প্রত্যয়ঃ ॥ ১০৫ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে সদানন্দবিধায়িন্যাং দ্বাদশসর্গার্থঃ ॥ * ॥

ভ্রমরশ্রেণী—জলধরের ন্যায় এবং এই অগ্রবর্ত্তি কদম্ববাটী—দুর্দ্দিনের ন্যায় আচরণ করিতেছে ॥ ১০৩ ॥

অপর, এই ময়ূর—স্বীয় প্রিয়তমা ময়ূরীর সহিত বিলাস করিতে করিতে সম্মুখে মিলিত অপরাপর ময়ূরী সকলকে অবলোকন পূর্ব্বক তাহাদিগকে অগ্রে করিয়া স্বীয় পিঞ্ছশ্রেণী দ্বারা স্বপ্রিয়াকে আচ্ছাদন করত নৃত্য করিতেছে ॥ ১০৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণরূপ জলধর, শ্রীরাধারূপিণী সৌদামিনী কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া

শ্রীচৈতন্য-পদারবিন্দ-মধুপ শ্রীরূপসেবা-ফলে
দিষ্টে শ্রীরঘুনাথদাসকৃতিনা শ্রীজীব-সঙ্গোদ্গতে।
কাব্যে শ্রীরঘুনাথভট্টবরজে গোবিন্দলীলামৃতে
সর্গো দ্বাদশ এষ গুষ্ঠু নিরগান্মধ্যাহ্নলীলামনু॥ *॥

॥ ১২ ॥ *॥

এই প্রকার বর্ষাকালীন শোভা বিস্তার করত সখীগণের নেত্ররূপ চাতককে প্রীতিযুক্ত করিয়া লীলামৃত দ্বারা বিশ্বকে সিঞ্চন করিতেছেন॥ ১০৫॥

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যমহাপ্রভুর পদারবিন্দের মধুপায়ি ভ্রমর স্বরূপ শ্রীরূপ গোস্বামীর সেবার ফল, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামি কর্তৃক প্রেরিত, শ্রীমজ্জীব গোস্বামীর সঙ্গ হেতু সমুদ্ভূত এবং শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর বর প্রভাবে প্রাদুর্ভূত শ্রীগোবিন্দলীলামৃত মহাকাব্যে মধ্যাহ্নলীলানামক দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত হইল।

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ।

—:*:—

ততস্তৈরাগতঃ কৃষ্ণঃ সীমাং কাননভাগয়োঃ।
তচ্ছোভামাহ কান্তায়ৈ ঋতুযুগ্ম-শ্রিয়ান্বিতাম্॥ ১॥
নির্যদ্বর্ষাখ্যবাল্যোদ্যচ্ছরত্তরুণিমাঙ্কুরা।
কিশোরীতনুবদ্ভাতি প্রিয়ে! পশ্যাটবী পুরঃ॥ ২॥
প্রবিগতকুসুমাং কালে, প্রবয়সমিব যূথিকাং হিত্বা।
প্রোদ্যৎকুসুমাং জাতীং, মুগ্ধামিব সংমিলত্যসৌ ভ্রমরঃ॥৩

কৃষ্ণস্তৈঃ স্বজনৈঃ সহ প্রাবৃট্শারদীয়কাননভাগয়োঃ সীমামাগতঃ ঋতুযুগ্ময়োঃ প্রাবৃট্শরদোঃ শ্রিয়াম্বিতাং তচ্ছোভাং বনশোভাং কান্তায়ৈ আহ॥১॥

হেপ্রিয়ে কিশোর্য্যাস্তনুবৎ অটবী ভাতি, পশ্য। উভয়সাম্যমাহ নির্যৎ নির্গচ্ছৎ বর্ষাখ্যং বাল্যং যস্যাঃ সা চাসৌ উদ্যচ্ছরদ্রূপতরুণিমাঙ্কুরো যস্যাঃ সা চ॥ ২॥

কালে প্রবয়সং প্রাপ্তবৃদ্ধাবস্থাং অতঃ প্রকর্ষেণ বিগতং রহিতং কুসুমং ঋতুকালো যস্যাস্তাং। প্রবিগতকুসুমাং নারীমিব। প্রবয়সং সময়াতীতাং

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ স্বজন সকলের সহিত বর্ষা ও শরৎকালীন কাননের দুই বিভাগের সীমায় অর্থাৎ উভয় ঋতুর সন্ধিতে মনোজ্ঞ কাননে উপস্থিত হইয়া প্রিয়তমা শ্রীরাধার নিকট ঐ ঋতুদ্বয়ের শ্রীযুক্ত বনশোভা বর্ণন করিতে লাগিলেন॥ ১॥

হে প্রিয়ে! এই দেখ, এই অটবী কিশোরীর অর্থাৎ একাদশবর্ষীয়া স্ত্রীর শরীরের ন্যায় শোভা পাইতেছে, কারণ ইহার অঙ্গ হইতে বর্ষানামক বাল্য ও শরৎরূপ তারুণ্যাঙ্কুর উদ্গত হইতেছে॥ ২॥

প্রিয়ে! দেখ, এই ভ্রমর পুষ্পবিহীনা যূথিকাকে বৃদ্ধা নারীর ন্যায় পরি-

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ।

—:*:—

ততস্তৈরাগতঃ কৃষ্ণঃ সীমাং কাননভাগয়োঃ।
তচ্ছোভামাহ কান্তায়ৈ ঋতুযুগ্ম-শ্রিয়ান্বিতাম্ ॥ ১ ॥
নির্যদ্বর্ষাখ্যবাল্যোদ্যচ্ছরত্তরুণিমাঙ্কুরা।
কিশোরীতনুবদ্ভাতি প্রিয়ে! পশ্যাটবী পুরঃ ॥ ২ ॥
প্রবিগতকুসুমাং কালে, প্রবয়সমিব যূথিকাং হিত্বা।
প্রোদ্যৎকুসুমাং জাতীং, মুগ্ধামিব সংমিলত্যসৌ ভ্রমরঃ ॥৩

কৃষ্ণস্তৈঃ স্বজনৈঃ সহ প্রাবৃট্‌শারদীয়কাননভাগয়োঃ সীমামাগতঃ ঋতুযুগ্মযোঃ প্রাবৃট্‌শরদোঃ শ্রিয়ান্বিতাং তচ্ছোভাং বনশোভাং কান্তায়ৈ আহ ॥১॥

হেপ্রিয়ে কিশোর্য্যাস্তনুবৎ অটবী ভাতি, পশ্য। উভয়সাম্যমাহ নির্যৎ নির্গচ্ছৎ বর্ষাখ্যং বাল্যং যস্যাঃ সা চাসৌ উদ্যচ্ছরদ্রূপতরুণিমাঙ্কুরো যস্যাঃ সা চ ॥ ২ ॥

কালে প্রবয়সং প্রাপ্তবৃদ্ধাবস্থাং অতঃ প্রকর্ষেণ বিগতং রহিতং কুসুমং ঋতুকালো যস্যাস্তাং। প্রবিগতকুসুমাং নারীমিব। প্রবয়সং সময়াতীতাং

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ স্বজন সকলের সহিত বর্ষা ও শরৎকালীন কাননের দুই বিভাগের সীমায় অর্থাৎ উভয় ঋতুর সন্ধিতে মনোজ্ঞ কাননে উপস্থিত হইয়া প্রিয়তমা শ্রীরাধার নিকট ঐ ঋতুদ্বয়ের শ্রীযুক্ত বনশোভা বর্ণন করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

হে প্রিয়ে! এই দেখ, এই অটবী কিশোরীর অর্থাৎ একাদশবর্ষীয়া স্ত্রীর শরীরের ন্যায় শোভা পাইতেছে, কারণ ইহার অঙ্গ হইতে বর্ষানামক বাল্য ও শরৎরূপ তারুণ্যাঙ্কুর উদ্গত হইতেছে ॥ ২ ॥

প্রিয়ে! দেখ, এই ভ্রমর পুষ্পবিহীনা যূথিকাকে বৃদ্ধা নারীর ন্যায় পরি-

পরিণতবরগুঞ্জা-পুঞ্জশোণাটবীয়ং
পতিতশিখিশিখণ্ডা কাশপুষ্পৈঃ সিতা ভূঃ।
শিখিভিরপি মূকা বাগ্মিনী হংসপঙ্‌ক্তিঃ
কথয়তি ঋতুলক্ষ্মীং শারদীমাগতাং নঃ ॥ ৪ ॥
সেফালিকাকুসুমপালিমলিঃ সতৃষ্ণো
যাং যাং মুদা স্পৃশতি সংস্খলতি স্ম সা সা।

অতঃ প্রবিগতপুষ্পাং যূথিকাং ত্যক্ত্বা অসৌ ভ্রমরো ভ্রমর ইব কামুক পুরুষ ইব মুগ্ধাং বালিকামতঃ প্রোদ্যৎকুসুমাং প্রোদ্যৎঋতুমুগ্ধাং প্রাপ্তসময়াং অতঃ প্রোদ্যৎকুসুমাং জাতীং সংশ্রয়তি। "ভ্রমরঃ কামুকে ভৃঙ্গে"ইতি। "কুসুমং স্ত্রী-রজোনেত্ররোগয়োঃ ফলপুষ্পয়ো"রিতি চ মেদিনী ॥ ৩ ॥

ইয়মটবী নঃ অস্মভ্যং আগতাং শারদীং ঋতুলক্ষ্মীং কথয়তি। চিহ্নমাহ কীদৃশী অটবী? পরিণতাঃ পক্বা যা বরগুঞ্জাস্তাসাং পুঞ্জেন শোণা রক্তা। ভূশ্চ কথয়তি; কীদৃশী? পতিতানি শিখিনাং ময়ূরাণাং শিখণ্ডানি পুচ্ছানি যত্র সা। পুনঃ কাদৃশী? কাশানাং কাশিয়া ইতি খ্যাতানাং উড্ডীয়পতিতপুষ্পৈঃ সিতা শুক্লা মূকা। শিখিভিরপি কথয়তি। বাগ্মিনী অতিবাক্‌যুতা হংসপঙ্‌ক্তিঃ কথয়তি ॥ ৪ ॥

সতৃষ্ণোঽলির্ভ্রমরঃ যাং যাং সেফালিকাকুসুমপালিং মুদা স্পৃশতি সা সা

ত্যাগ পূর্ব্বক মুগ্ধা নারীর তুল্য প্রস্ফুটিত কুসুমজাতীকে আশ্রয় করিতেছে ॥ ৩ ॥

প্রিয়ে! দেখ, এই অটবী আমাদিগকে সমাগত শরৎ ঋতুর শোভা বলিয়া দিতেছে, কারণ এই অটবী পরিপক্ব সুন্দর গুঞ্জাফলে রক্তবর্ণ, ইহার ভূভাগে ময়ুর সকলের শিখণ্ড (পিচ্ছ) সমূহ নিপতিত এবং ইহার ভূভাগ কাশপুষ্পে শুভ্রবর্ণ তথা মেঘাপগমে ইহাতে ময়ুরগণ নিস্তব্ধ ও হংসী সকল বহুবাক্যযুক্তা হইয়াছে ॥ ৪ ॥

হে সুমুখি! আমি বংশী অন্বেষণ সময়ে যে যে সখীর সমীপে গমন

আলীততিং সুমুখি ! যদ্বদহং তদানীং
যাং যাং সসার চকিতাপসসার সা সা ॥ ৫ ॥
অথাবদৎ কুন্দলতা নিচায়তং
বৃন্দাবনেশৌ ! বনভাগমগ্রতঃ ।
ইমং শরচ্চারুতয়েহ বিশ্রুতং
বয়স্যয়া বাং শরদা বিভূষিতম্ ॥ ৬ ॥
চঞ্চৎখঞ্জনলোচনাম্বুজমুখী লোলালিমালালকা
খেলৎকোককুচা সিতাভ্রসিচয়া রক্তোৎপলৌষ্ঠাধরা ।

সংস্খলতি । হে সুমুখি ! বংশান্বেষণসময়ে যদ্বৎ তদানীং যাং যাং আলীততিং অহং সসার । সা সা চ চকিতা সতী অপসসার পলায়নপরা বভূব তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৫

অথানন্তরং কুন্দলতাহ—হে বৃন্দাবনেশৌ ইহাগ্রতোঽগ্রে ইমং বনভাগং নিচায়তং পশ্যতং, কীদৃশং ? বাং যুবয়োর্বয়স্যয়া সহ শরদা কর্ত্র্যা বিভূষিতং, অতঃ শরচ্চারুতয়া শরদি শরদা চারুরিতি শরচ্চারুস্তস্যা ভাবেন বিশ্রুতং খ্যাতং ॥ ৬ ॥

হে নাথৌ ইয়ং শরৎসখী বাং যুবয়োঃ সেবোৎসুকাস্তে যুবাং পশ্যতং, সখীরূপমাহ—চঞ্চৎখঞ্জনলোচনে যস্যাঃ সা । অম্বুজানি মুখং যস্যাঃ । চঞ্চল-

---

করিয়াছিলাম তাহারা সকলেই চকিত হইয়া যেমন ইতস্ততঃ পলায়নপরা হইয়াছিল, তদ্রূপ এই সতৃষ্ণ ভ্রমর আনন্দসহকারে যে যে সেফালিকা-পুষ্পগুলিকে স্পর্শ করিতেছে, সে সে স্খলিত হইয়া পতিত হইতেছে ॥ ৫ ॥

অনন্তর কুন্দলতা কহিলেন, হে বৃন্দাবনাধীশ্বর শ্রীরাধাকৃষ্ণ ! তোমরা উভয়ে এই অগ্রবর্ত্তি বনভাগ দর্শন কর । কারণ, তোমাদের বয়স্যা শরৎ ঋতু ইহাকে বিভূষিত করিয়াছে, অতএব মনোজ্ঞ শারদীয় শোভায় বিখ্যাত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

হে নাথদ্বয় ! এই শরৎ সখী—তোমাদিগের উভয়ের সেবনার্থ উৎসুক হইয়াছে, কারণ ঐ দেখ, চঞ্চল খঞ্জনই ইহার নয়ন, কমলই বদন, ইতস্ততঃ

কূজৎসারসপালিরম্যরসনা নীলোৎপলোত্তংসিকা
নাথৌ! পশ্যতমত্র বাং শরদিয়ং সেবোৎসুকাস্তে সখী ॥ ৭ ॥
জাতীভিঃ সহরঙ্গণাভিরখিলাঙ্গালঙ্কৃতীঃ কৈরবৈ-
রুত্তংসানবতংসকাংশ্চ সুভগৌ ! রক্তোৎপলেন্দীবরৈঃ ।
শয্যাং কুঞ্জগৃহে স্বয়ং নিপতিতৈঃ সেফালিকাসঞ্চয়ৈ-
র্নির্ম্মায়ার্পয়িতুং শরৎসহচরী বাং বর্ত্ম সংবীক্ষ্যতে ॥ ৮ ॥

ভ্রমরশ্রেণী অলকা যস্যাঃ। খেলন্তঃ কোকাশ্চক্রবাকাঃ কুচৌ যস্যাঃ, সিতঃ শুক্লোমেঘ এব (ইব)সিচয়ঃ বস্ত্রং যস্যাঃ। কূজন্তী সারসপালিঃ সারসশ্রেণী-রম্যা রসনা কাঞ্চী যস্যাঃ। নীলোৎপলানি উত্তংসাঃ কর্ণভূষাঃ যস্যাঃ সা। সখীপক্ষে চঞ্চৎখঞ্জনাবিব লোচনে যস্যাঃ। এবং সর্ব্বত্র জ্ঞেয়ং ॥ ৭ ॥

শরৎ সহচরী ইদং সর্ব্বং নির্ম্মায় বাং যুবাভ্যাং অর্পয়িতুং বর্ত্ম যুবয়োর্বর্ত্ম সংবীক্ষ্যতে। কিং কিং তদাহ—রঙ্গণপুষ্পৈঃ সহ বর্ত্তমানা সহরঙ্গণাস্তাভিঃ জাতীভিরখিলাঙ্গানামলঙ্কৃতীঃ। কৈরবৈঃ কুমুদৈরুত্তংসান্ শিরোভূষণানি। রক্তোৎপলেন্দীবরৈরবতংসকান্ কর্ণভূষণানি সেফালিকাভিঃ শয্যাং ॥ ৮ ॥

চঞ্চল অলিকুলই অলক অর্থাৎ চূর্ণ কুন্তল, ক্রীড়াপর চক্রবাকই স্তন, ধবলবর্ণ মেঘমণ্ডলই বসন, রক্তোৎপলই ওষ্ঠাধর, শব্দায়মান সারসশ্রেণীই রমণীয় চন্দ্রহার এবং নীলোৎপলই কর্ণভূষণ হইয়াছে। (সখীপক্ষে, সখীগণও খঞ্জন-লোচনা ও পদ্মমুখী ইত্যাদি) ॥ ৭ ॥

এবং এই শরৎসহচরী রঙ্গণপুষ্পযুক্ত জাতিপুষ্পে অঙ্গনাগণের অলঙ্কার সমূহ, কুমুদপুষ্প শিরোভূষণ সকল, সুন্দর রক্তোৎপল ও ইন্দীবরে কর্ণভূষণচয় এবং কুঞ্জগৃহে স্বয়ং নিপতিত সেফালিকা পুষ্পনিচয়ে শয্যা রচনা করত তোমাদিগকে অর্পণ করিবার নিমিত্ত পথ নিরীক্ষণ করিতেছে ॥ ৮ ॥

প্রফুল্লসপ্তচ্ছদদান-সৌরভঃ
সিতাম্বুদালীকুথসংবৃতাঙ্গকঃ।
কাশপ্রসূনাবলিচারুচামরঃ
স্মরোন্মদোক্ষালিবিরাববৃংহিতঃ ॥ ৯ ॥
নভোনদৎসারসকিঙ্কিণী-কলঃ
সোঽয়ং শরৎকালমনোজবারণঃ।
স্বনন্মরালাদিকপত্রিনিস্বনদ্-
ঘণ্টাচয়ো দীব্যতি কাননে পুরঃ ॥ ১০ ॥ যুগ্মকম্ ॥

সোঽয়ং শরৎকাল এব মনোজস্য কামস্য বারণো হস্তী পুরঃ কাননে দীব্যতীতি পরশ্লোকস্থেনান্বয়ঃ, কীদৃশঃ প্রফুল্লসপ্তচ্ছদঃ ছাতনা ইত্যাখ্যঃ স এব দানস্য মদস্য সৌরভো যত্র সঃ। সিতাম্বুদশ্রেণী কুথেন কম্বলবিশেষেণ সংবৃতমঙ্গং যস্য সঃ। কাশস্য কাশ ইতি মুঞ্জা ইত্যাখ্যস্য প্রসূনাবলিশ্চারুচামরং যস্য সঃ। স্মরেণ উন্মদা মত্তা উক্ষা বৃষা অলয়ো ভ্রমরাঃ বয়ঃ পক্ষিণ এষাং রাবঃ শব্দ এব বৃংহিতং যত্র সঃ ॥ ৯ ॥

নভোনদৎসারসৈঃ কিঙ্কিণীনাং কলমধুরধ্বনি র্যত্র সঃ। যদ্বা। নভসি-নদন্তঃ সারসা এব কিঙ্কিণ্যস্তাঃ কলয়তীতি সঃ। স্বনন্তো মরালাদিকাঃ হংসাদয়ঃ পত্রিণঃ পক্ষিণ ইব নিস্বনৎশব্দযুক্‌ঘণ্টাসমূহো যস্য সঃ ১০ ॥

আর, এই দেখ কন্দর্পরাজের বিখ্যাত শরৎকালরূপী গজরাজ পুরোবর্ত্তি কাননমধ্যে শোভা পাইতেছে, প্রফুল্ল সপ্তচ্ছদ (ছাতিনা) বৃক্ষের সৌরভই ইহার মদজল, ধবলবর্ণ মেঘশ্রেণীরূপ কম্বলে অঙ্গ আবৃত, কাশকুসুম সমূহই মনোজ্ঞ চামর, কামোন্মত্ত বৃষ, ভ্রমর ও পক্ষিগণের শব্দই বৃংহণ, গগনমার্গে শব্দায়মান সারস সকলই কিঙ্কিণীর অব্যক্ত ধ্বনি এবং শব্দায়মান হংসাদি পক্ষিগণের শব্দই নিনাদিত ঘণ্টানিচয় হইয়াছে ॥ ৯—১০ ॥

কমলা-করলালিতা সদা, পরমহংসসমূহৈকসংশ্রয়া।
বিলসচ্চক্ররুচি র্বভৌ পুরঃ, শরদেষা ভগবত্তনূরিব ॥ ১১॥
অথ তে শুশ্রুবুঃ সর্ব্বে পক্কামৃতফলদ্রুমে।
শুকানাং শারিকাবৃন্দৈ বিতণ্ডাং তদধঃস্থিতাঃ ॥ ১২ ॥
বেদান্তাধ্যাপনাচার্য্যা অনূচানা বয়ং দ্বিজাঃ।
শ্রীভিরাস্পৃষ্টবৃক্ষাণাং পক্কাঃ ফলভক্ষণাৎ ॥ ১৩ ॥

ভগবতস্তনু মূর্ত্তিরিব এষা শরৎ পুরে হগ্রে বভৌ। উভয়সাম্যমাহ কমলায়াঃ লক্ষ্যাঃ করেণ লালিতা সেবিতা। শরৎপক্ষে, কমলস্য পদ্মস্য আকরেণ উৎপাদকেন সরোবরেণ শোভাযুক্তা। পরমহংসাশ্রয়যুগানামেকসংশ্রয়া। পক্ষে, শ্রেষ্ঠহংসপক্ষিণামেকসংশ্রয়া, বিলসচ্চক্ররূপচিহ্নেন চক্রাখ্যাস্ত্রেণ বা রুচি র্যস্যা সা। পক্ষে, চক্রবাকেন ॥ ১১ ॥

অথানন্তরং তে সর্ব্বে পক্কামৃতফলদ্রুমে শুকানাং শারিকাবৃন্দৈঃ সহ বিতণ্ডাং শুশ্রুবুঃ। কিম্ভূতাঃ? তস্য বৃক্ষস্যাধঃ স্থিতাঃ ॥ ১২ ॥

শুকবাক্যং। বয়ং দ্বিজাস্তথাপি বেদান্তশাস্ত্রস্যাধ্যাপনে পাঠনে আচার্য্যাঃ।

ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর বিগ্রহ যেমন লক্ষ্মীর করলালিত, পরমহংসগণের নিত্য আশ্রয় ও বিলাসান্বিত চক্র দ্বারা শোভমান, তদ্রূপ এই শরৎ—কমলাকার অর্থাৎ কমলের উৎপত্তি স্থান তড়াগে সুশোভিত, উৎকৃষ্ট হংস সকলের একমাত্র নিবাসভূমি এবং চক্রবাক পক্ষি দ্বারা শোভা পাইতেছে ॥ ১১ ॥

অতঃপর শুকশারিকাগণের বিতণ্ডাই বর্ণিত হইতেছে—

অনন্তর, শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গল, পৌর্ণমাসী, বৃন্দাদেবী, কুন্দবল্লী ও অন্যান্য সখীসকল বৃক্ষের অধোদেশে অবস্থিত হইয়া অমৃতময় সুপক্ক ফলযুক্ত বৃক্ষের উপরি শারিকাগণের সহিত শুকপক্ষিদিগের বিতণ্ডা শ্রবণ করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

শুকপক্ষী কহিল, আমরা দ্বিজ ও অনূচান অর্থাৎ গুরুর নিকট নিখিল বেদ বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়া বেদান্ত শাস্ত্রের অধ্যাপনা করত আচার্য্য হইয়াছি

বনং বৃন্দাবনেশেন দত্তমেতং প্রতুষ্যতা।
অস্মভ্যং শারিকাস্তস্মাদ্গচ্ছতান্যত্র দাসিকাঃ! ॥ ১৪ ॥
যুগ্মকম্ ॥

প্রভু-দ্বিষঃ প্রজা যূয়ং রাধৈব যদ্বনেশ্বরী।
পুরাণেষ্বিদমেবোক্তং "রাধা বৃন্দাবনে বনে" ॥ ১৫ ॥
শ্রুত্যা কৃষ্ণবনত্বেন মদেতদ্ গীয়তে বনম্।
রাধাতে হি স্মৃতিঃ শ্রুত্যা তদ্বিচারয়ত স্বয়ম্ ॥ ১৬ ॥

তত্রাপি অনূচানাঃ গুরোঃ সকবেদাধ্যাপনকৃতাঃ। "অনূচানঃ প্রবচনে সাঙ্গে হধীতী গুরোস্তু য" ইত্যমরঃ স্ত্রীভিরাসম্যক্স্পৃষ্টবৃক্ষাণাং ফলভক্ষণাৎ পতামঃ ॥ ১৩ ॥

প্রতুষ্যতা বৃন্দাবনেশেন কৃষ্ণেন এতদ্বনমস্মভ্যং দত্তং। তস্মাৎ দাসিকা শারিকা যূয়মন্যত্র গচ্ছত ॥ ১৪ ॥

শারীবাক্যং। প্রজা যূয়ং প্রভোঃ শ্রীরাধায়াঃ দ্বিষঃ। যদবস্মাৎ বনেশ্বরী রাধৈব। অত্র শাস্ত্রপ্রমাণমাহ পুরাণেষ্বিত্যাদি। "রুক্মিণী দ্বারবত্যাস্তু রাধা বৃন্দাবনে বনে" ইত্যাদি ॥ ১৫ ॥

শুকবাক্যং। শ্রুত্যা কৃষ্ণবনত্বেন বৃন্দাবনং গীয়তে যৎ স্বয়ং বিচারয়ত।

কিন্তু এই সকল স্ত্রীগণের সংস্পৃষ্ট, ইহাদের ফল ভোজন করিলে আমরা পতিত হইব ॥ ১৩ ॥

বিশেষতঃ বৃন্দাবনপতি শ্রীকৃষ্ণ সন্তোষ হইয়া এই বন আমাদিগকে সমর্পণ করিয়াছেন, অত এব হে দাসিকা শারিকাগণ! তোমরা অন্যত্র গমন কর ॥ ১৪ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া শারিকা সকল কহিল, অহে শুকগণ! তোমরা সকলে প্রভুর বিদ্বেষি প্রজা, যে হেতু শ্রীরাধাই এই বনের অধীশ্বরী। এবং পুরাণশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, "শ্রীরাধাই বৃন্দাবনের অধীশ্বরী" ॥ ১৫ ॥

অনন্তর শুকসকল বলিল হে শারিকাগণ! শ্রুতিতে যখন এই বনকে

হরেরিয়ং বনেশতা সমস্তলোকবিশ্রুতা।
শ্রুতিস্মৃতিপ্রমাণিকা জগন্মনঃপ্রমোদিকা ॥ ১৭ ॥
নাত্র স্বস্বামিসম্বন্ধো রাধায়াঃ কেবলো বনে।
অপি চাঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ স্তদঙ্গপ্রতিবিম্বকাত্র সৎ ॥ ১৮ ॥

হে শারিকা! "তৎ কিং নো বেথ" ইতি পাঠান্তরং। হি যস্মাৎ শ্রুত্যা স্মৃতি-বাঁধোত তস্মাৎ কৃষ্ণস্যৈবেদং বনং ॥ ১৬ ॥

হরেরিয়ং বনেশতা বনেশ্বরত্বং সমস্তলোকেষু জনেষু চ বিশ্রুতা খ্যাতা কিম্ভূতা শ্রুতিঃ স্মৃতিশ্চ প্রমাণং যস্যাং সা; জগতাং মনঃ প্রমোদো যস্যাং তথাভূতা চ অতঃ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ্যা বেদাদিসম্মত্যাচ শ্রীকৃষ্ণস্যৈব বনেশতা দৃঢ়েত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

বনে শ্রীকৃষ্ণৈকাত্মাধিকারশ্রবণং অসহমানাঃ শার্য্য আহুঃ। অত্র বনে যুষ্মদুক্তং কৃষ্ণস্য স্বস্বামিসম্বন্ধ ইব যঃ শ্রীরাধায়াঃ কেবলঃ স্বস্বামিসম্বন্ধো ন অপি চাঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধো বর্ত্ততে। অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধমাহ—যদস্মাদত্র বনে তস্যাঃ রাধায়াঃ অঙ্গবিম্বতাস্তি। অতোঽস্মদীশ্বর্য্যা এবেদং বনং ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণবন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, তখন তোমরা স্বয়ং তাহা বিচার কর, যখন শ্রুতি প্রমাণে দ্বারা স্মৃতিপ্রমাণ বাধিত হইয়া থাকে তখন শ্রীকৃষ্ণেরই এই বন নিশ্চয় জানিবে ॥ ১৬ ॥

অপর, শ্রীকৃষ্ণই যে এই বনের অধীশ্বর, ইহা সকল লোকেই প্রসিদ্ধ আছে শ্রুতি স্মৃতি ইহার প্রমাণিকা অর্থাৎ প্রমাণকারিণী এবং জগজ্জনের প্রমোদ-স্বরূপা ॥ ১৭ ॥

অনন্তর "বনে শ্রীকৃষ্ণেরই একমাত্র অধিকার" এবম্বিধ শুকের বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া শারিকাগণ কহিতে লাগিল—হে শুক! এই বনে কেবল যে শ্রীকৃষ্ণেরই স্বীয় স্বামিত্ব সম্বন্ধ আছে, শ্রীরাধার স্বস্বামিত্বসম্বন্ধ নাই সত্য, কিন্তু এই বনে তাঁহার অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধও আছে যে হেতু এই বনে শ্রীরাধার অঙ্গপ্রতিবিম্ব বর্ত্তমান রহিয়াছে, অতএব আমাদের ঈশ্বরী শ্রীরাধারই এই বন ॥ ১৮ ॥

অন্তঃকৌটিল্যমালিন্যা বহির্বীক্ষণরঞ্জনাঃ ।
গোপালা ভান্ত্যমী পক্বমহাকালফলোপমাঃ ॥ ১৯ ॥
বাম্যবল্কলসংছন্না দৃঢ়মানাস্থিসংবৃতা ।
নারিকেলফলানাং বা গোপিকানাং রসস্থিতিঃ ॥ ২০ ॥

ইত্থং বনাধিকারবিষয়ে শার্যাঃ শুকান্নির্বচনীকৃত্য শ্রীরাধায়া উৎকর্ষবর্ণনাবেশেন গোপালা ইতি সামান্যেন কৃষ্ণস্য লঘুত্বমুদ্ঘাটয়ন্ত্য আহুরন্তরিতি। পক্বমহাকালফলং মাখালাখ্যং ফলং উপমা যেষাং তেঽমী গোপালা ভান্তি। ফলেন সাম্যমাহ—অন্তর্মধ্যে কৌটিল্যরূপং মালিন্যং যেষাং তে। বহির্বীক্ষণে রঞ্জনা মনোহরাঃ। ফলস্য মধ্যে মালিন্যং রক্তবর্ণস্থ বহিঃ ॥ ১৯ ॥

বাম্যরূপবল্কলেন ত্বচা সংছন্না সম্যগাবৃতা। দৃঢ়মানরূপাস্থিনা সংবৃতা নারিকেলফলানাং বা ইব গোপিকানাং রসস্থিতিরিতি। বা শব্দ ইবার্থে ॥২০॥

এইরূপে বনাধিকার বিষয়ে শারিকাসকল শুকদিগকে নির্ব্বচন করিয়া শ্রীরাধার উৎকর্ষ বর্ণন আবেশে "গোপালক" এই সামান্য শব্দ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের লঘুত্ব উদ্ঘাটন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল—

হে শুক! এই সকল গোপাল দিগের অন্তঃকরণ কুটিলতা ও মলিনতায় পরিপূর্ণ, কিন্তু বাহ্যদৃষ্টিতে ইহারা অতি মনোহর, অতএব সুপক্ব মহাকালের ন্যায় অর্থাৎ মাকাল ফল যেমন ভিতরে কৃষ্ণবর্ণ বাহিরে সুন্দর রক্তবর্ণ তদ্রূপ শোভা পাইতেছে ॥ ১৯ ॥

শুক সকল কহিল হে শারিকাগণ! ব্রজাঙ্গনাদিগের যে রস বিষয়ে অবস্থিতি তাহা শঠতারূপ বল্কলে এবং সুদৃঢ়মানরূপ অস্থিতে সমাচ্ছন্ন, যেমন নারিকেল ফলে জলের অবস্থিতি দুর্ভেদ্য বল্কলে ও সুদৃঢ় অস্থিমালায় আচ্ছাদিত থাকে তদ্রূপ ॥ ২০ ॥

বহিরন্তশ্চৈকরূপা দোষহেয়াংশবর্জ্জিতা।
দ্রাক্ষাফলোৎকরস্যেব স্বামিনো মে রসস্থিতিঃ ॥ ২১ ॥
অন্তঃ সদা রসময়োঽপি বহিঃসমুদ্যৎ-
কৌটিল্যধার্ষ্ট্যবরবল্কলপর্ব্বরুক্ষঃ।
মানাখ্যযন্ত্রণমৃতে ন রসপ্রদোঽসা-
বিক্ষুপ্রকাণ্ড ইব বঃ প্রভুরচ্যুতাখ্যঃ ॥ ২২ ॥

শুকোক্তিঃ মে স্বামিনঃ কৃষ্ণস্য রসস্থিতি দ্রাক্ষাফলসমূহস্যেব সাম্যমাহ— বহিরন্তশ্চৈকরূপা দোষরূপহেয়াংশো বল্কলাষ্ঠ্যাদিস্তেন বর্জ্জিতা। অত্র বহূনামপি শুকানাং কৃষ্ণে মদীয়তা দার্ঢ্যাদেকৈকস্য মে ইত্যেকবচনং ॥ ২১॥

শারীবাক্যং। বো যুষ্মাকং প্রভুরচ্যুতাখ্যঃ অন্তর্মধ্যে সদা রসময়োঽপি বহিঃ সমুদ্যদ্ভিঃ কৌটিল্যধার্ষ্ট্যরূপবরবল্কলপর্ব্বভিঃ রুক্ষঃ নীরসঃ ইক্ষুপ্রকাণ্ডো যন্ত্রজনাং যন্ত্রণং নিষ্পীড়নং বিনা যথা রসপ্রদো ন। তথা মানাখ্যযন্ত্রণং বিনা অসৌ বঃ প্রভুঃ রসপ্রদো ন ভবতি ॥ ২২ ॥

কিন্তু আমাদের স্বামি শ্রীকৃষ্ণের রসাবস্থিতি এমনই যে, যাহার বাহ্য ও অন্তর একরূপ' দোষরূপ হেয়াংশ অর্থাৎ পরিত্যাজ্য অংশ বল্কল ও অষ্ঠ্যাদি (আঁঠী) শূন্য, সুতরাং দ্রাক্ষা ফল সমূহের ন্যায় ॥ ২১ ॥

শারিকা সকল কহিল শুকগণ! তোমাদের প্রভু অচ্যুতের অন্তঃকরণ সর্ব্বদা রসময় হইলেও বহির্ভাগে কুটীলতা ও ধৃষ্টতারূপ অত্যুত্তম বল্কল এবং পর্ব্ব (পাব) সমূহ বর্ত্তমান থাকায় রুক্ষ অর্থাৎ নিরস হইয়াছে অতএব ইক্ষুদণ্ড যেমন নিষ্পেষণ যন্ত্রে নিষ্পেষিত না হইলে স্বীয় রস প্রদান করিতে সক্ষম হয় না তদ্রূপ তোমাদের শ্রীকৃষ্ণও রসিক চূড়ামণি হইলেও মানরূপ যন্ত্র ব্যতিরেকে কখনই রস দানে সক্ষম হইতে পারেন না ॥ ২২ ॥

অন্তঃস্নিগ্ধাদ্বহিঃশাঠ্যবল্কলাৎ স্নেহলম্ভনম্ ।
বাম্যনিষ্পীড়নাদেব কৃষ্ণাৎ কৃষ্ণতিলাদিব ॥ ২৩ ॥
গোপীশ্রেণী জবালীবাসৌরভা বহিরুজ্জ্বলা ।
নীলোৎপলনিভঃ কৃষ্ণঃ সুরুচিঃ সৌরভান্বিতঃ ॥ ২৪ ॥
মঞ্জিষ্ঠেব মদীশা, স্বান্তর্বহিরপি সদৈকরাগেয়ম্ ।
স্ফটিকমণিবদীশস্তে, নবনবসঙ্গাদ্বিভিন্নরাগোঽয়ং ॥ ২৫ ॥

শ্রপ্রাপ্ত্যাং পুনর্দৃষ্টাস্তান্তরমাহ। অন্তঃস্নিগ্ধাৎ বহিঃশাঠ্যরূপবল্কলং যস্য তস্মাৎ কৃষ্ণাৎ অপাদানাৎ বাম্যনিষ্পীড়নাদ্ধেতোরেব স্নেহস্য প্রেম্নো লম্ভনং প্রাপ্তি র্ভবেৎ। কিমিব? কৃষ্ণতিলাৎ যন্ত্রনিষ্পীড়নাদ্ধেতোঃ স্নেহস্য তৈলস্য লম্ভনমিব ॥ ২৩ ॥

শুকবাক্যং। জবাশ্রেণীব গোপীশ্রেণী অসৌরভা গুণহীনা কেবলং বহিরুজ্জ্বলা। কৃষ্ণঃ নীলকমলমিব যথা দ্রষ্টুং সুরুচিস্তথা সদ্গুণযুক্তঃ ॥ ২৪ ॥

শ্রীগোপীভ্যঃ শ্রীকৃষ্ণোৎকর্ষং শ্রুত্বা শার্য্যঃ উদ্ভটাঃ সত্যঃ একৈকং শুকং প্রতি একৈকশঃ আহুঃ। মঞ্জিষ্ঠেব। মদীশা রাধা মঞ্জিষ্ঠারাগো যথা তথান্তর্বহিঃ সদৈকরাগা। তে তব ঈশঃ কৃষ্ণঃ স্ফটিকমণিবৎ নব নব সঙ্গাদ্বিভিন্নরাগঃ ॥ ২৫ ॥

"যন্ত্র নিষ্পীড়ন ভিন্ন রসদানে সক্ষম নহেন" এই রূপ শুকবাক্যকে নিজেরই অনুকূল জ্ঞানে শারিকা গণ কহিতেছেন—

যেমন কৃষ্ণতিলের বহির্দ্দেশে বল্কল ও অন্তরে সুস্নিগ্ধ তৈল বর্ত্তমান থাকে কিন্তু নিষ্পেষণ ব্যতিরেকে সেই তৈল বহির্গত হয় না, তদ্রূপ তোমাদের শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃকরণ স্নিগ্ধ অথচ বাহ্যদেশে শঠতা পূর্ণ, সুতরাং মানরূপ যন্ত্রে নিষ্পেষণ করিলেই স্নেহ বহির্গত হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

শুকগণ কহিল, তোমাদের গোপীগণ, জবাপুষ্প সমূহের ন্যায় সৌরভহীন ও বাহিরে উজ্জ্বল, পরন্তু আমাদের শ্রীকৃষ্ণ, নীলোৎপল সদৃশ সুরুচি ও সৌরভ সম্পন্ন অর্থাৎ সদ্গুণ যুক্ত হয়েন ॥ ২৪ ॥

শারিকা কহিল, মদীশ্বরী শ্রীরাধা মঞ্জিষ্ঠার ন্যায় সর্ব্বদাই অন্তর্বাহ্যে এক-

দাহিতা দৈত্যশলভাঃ প্রজ্বাল্য স্ববলানলম্।
যেন যেনোদ্ধৃতোঽদ্রীশস্তেন সাম্যং ক আপ্নুয়াৎ ॥ ২৬ ॥
ব্রজেশ্বরারাধনতুষ্টবিষ্ণুনা
কৃষ্ণে নিধায়াদ্ভুতশক্তিমাত্মনঃ।
বকীবকাদ্যা নিহতাঃ সুরারয়ঃ
কৃষ্ণেহনভিজ্ঞৈরিহ কীর্ত্তিরর্পিতা ॥ ২৭ ॥

শুকবাক্যং। যেন কৃষ্ণেন স্ববলাগ্নিং প্রজ্বাল্য দৈত্যকীটা দাহিতা ভস্মীকৃতাঃ। যেন গোবর্দ্ধনো ধৃতঃ ॥ ২৬ ॥

শারীবাক্যং। নন্দস্যারাধনেন তুষ্টো যো বিষ্ণুস্তেনাত্মনঃ অদ্ভুতাং শক্তিং কৃষ্ণে নিধায় পূতনাবকাদ্যা নিহতাঃ। ঈদৃশে কৃষ্ণে অজ্ঞৈঃ এতৎ অজানদ্ভিঃ কীর্ত্তিরর্পিতা ॥ ২৭ ॥

রাগ অর্থাৎ একরূপ অনুরাগ, কিন্তু হে শুক! আর তোমার শ্রীকৃষ্ণ, স্ফটিক-মণির ন্যায় নব নব সঙ্গ গুণে বিভিন্ন রাগ অর্থাৎ স্ফটিক মণি যখন যে বর্ণের নিকটে থাকে তখন তাহারই বর্ণে নিজে রঞ্জিত হয় ॥ ২৫ ॥

শুক কহিল, যে শ্রীকৃষ্ণ নিজ সামর্থ্যরূপ অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া দৈত্যরূপ কীট সকলকে ভস্মীভূত করিয়াছেন এবং যিনি গিরিবর গোবর্দ্ধনকেও ধারণ করিয়াছেন,, সেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত কে সাদৃশ্য লাভ করিবে? ॥২৬॥

শারী কহিল, ব্রজরাজ শ্রীনন্দের আরাধনায় শ্রীনারায়ণদেব সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণেতে স্বীয় অদ্ভুতশক্তি আরোপণ করত পূতনা ও বকাসুর প্রভৃতি দেব-শত্রু অসুর বংশকে ধ্বংস করিয়াছিলেন, বস্তুত শ্রীকৃষ্ণ কিছুই করেন নাই কিন্তু অজ্ঞ অর্থাৎ এবিষয়ে অজ্ঞাত ব্যক্তি সকল—শ্রীকৃষ্ণে এই কীর্ত্তি আরোপ করিয়া থাকে মাত্র ২৭ ॥

তুষ্টোঽয়মদ্রি র্বলিভুগ্‌ব্রজস্য
স্বয়ং সমুত্থায় নভস্যতিষ্ঠৎ ।
অধোঽস্য হস্তং বিনিধায় কৃষ্ণো
ধরোদ্ধৃতো কীর্ত্তিমুরীচকার ॥ ২৮ ॥

সৌন্দর্য্যং ললনালিধৈর্য্যদলনং লীলা রমা-স্তম্ভিনী
বীর্য্যং কন্দুকিতাদ্রিবর্য্যমমলাঃ পরে পরার্দ্ধং গুণাঃ ।
শীলং সর্ব্বজনানুরঞ্জনমহো যস্যায়মস্মাদৃশাং
বিশ্বং বিশ্বজনীনকীর্ত্তিরবতু স্বামী জগন্মোহনঃ ॥ ২৯ ॥

ব্রজস্য বলিঃ পূজোপহারস্তদ্ভুক্‌ অয়মদ্রিঃ স্বয়ং সমুত্থায় নভসি আকাশে অতিষ্ঠৎ। অস্যাদ্রেরধঃ হস্তং বিনিধায় কৃষ্ণঃ ধরোদ্ধৃতো কীর্ত্তিং স্বীচকার ॥২৮॥

শুকবাক্যং। অস্মাদৃশাং স্বামী জগন্মোহনঃ বিশ্বমবতু বিশ্বমবতি। কীদৃশঃ? বিশ্বজনীনা বিশ্বজনায় হিতা কীর্ত্তির্যস্য সঃ, অত্র হিতার্থে ঈনঃ। যস্য সৌন্দর্য্যং ললনালেধৈর্য্যং দলতীতি ধৈর্য্যদলনং। লীলা রমায়া লক্ষ্ম্যাঃ স্তম্ভিনী বিস্ময়াদিনা স্তম্ভকারিণী। বীর্য্যং কন্দুকিতঃ কন্দুকীকৃতঃ অদ্রিবর্য্যো গোবর্দ্ধনো যেন তৎ। গুণাঃ পরার্দ্ধতোঽপ্যধিকা অমলাশ্চ। শীলং সর্ব্বজনান্‌ অনুরঞ্জয়তি সুখয়তীতি তৎ॥ ২৯ ॥

এবং এই গিরিবর গোবর্দ্ধন, ব্রজবাসি সকলের বলি অর্থাৎ পূজোপহার ভোগ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া স্বয়ং গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আকাশে অবস্থিত হয়েন, সেই গোবর্দ্ধনের নিম্ন দেশে শ্রীকৃষ্ণ হস্ত স্থাপন করিয়া জগন্মণ্ডলে "আপনার গোবর্দ্ধনধারী" এই নামে কীর্ত্তি বিস্তার করিয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥

অনন্তর শুক কহিল হে শারিকে! যাহার সৌন্দর্য্য, অসংখ্য রমণী কুলের ধৈর্য্য ধন অপহরণ করে, যাঁহার বিশ্ববিখ্যাত কীর্ত্তি, লক্ষ্মীদেবীকে স্তম্ভিত করিয়া-থাকে, যাঁহার বীর্য্য, গিরিবর গোবর্দ্ধনকে বালকগণের ক্রীড়নক অর্থাৎ গেঁড়-

শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়তা স্বরূপতা
সুশীলতা নর্ত্তনগানচাতুরী।
গুণালিসম্পৎ কবিতা চ রাজতে
জগন্মনোমোহন-চিত্তমোহিনী ॥ ৩০ ॥
রসয়তি রাধাকৃষ্ণে
রসয়তি তচ্চরণসেবাতিসৌখ্যম্।

শারীবাক্যং। শ্রীরাধায়াঃ প্রিয়তা প্রেম, "প্রেমা না প্রিয়তা হার্দ্দং প্রেম স্নেহ" ইত্যমরঃ। সুরূপতা সৌন্দর্য্যং, সুশীলতা সুস্বভাবঃ, নর্ত্তনে গানেচ চাতুরী চতুরত্বং, গুণশ্রেণিরূপা সম্পৎ, কবিতাচ পাণ্ডিত্যঞ্চ রাজতে, কীদৃশী সতী? জগন্মনোমোহনঃ শ্রীকৃষ্ণস্তস্য চিত্তমোহিনী ॥ ৩০ ॥

শুকবাক্যং। কৃষ্ণে রসয়তি রসং পরিহাসালিঙ্গনচুম্বনসম্ভোগাদিকং কুর্ব্বতি সতি রাধা তস্য কৃষ্ণস্য চরণয়োঃ সেবারূপমতিসৌখ্যং সুখং রসয়তি আস্বাদয়তি চরণসেবাং করোতীত্যর্থঃ। অস্যাং রাধায়াং রসয়ন্ত্যাং রসং রাগ-

---

ভাঁটা রূপে বিধান করিয়াছে, যাঁহার গুণ সকল পরার্দ্ধ সংখ্যার অধিক অর্থাৎ অনন্ত, যাঁহার স্বভাব সাধারণের অনুরঞ্জন করিতেছে এবং যাঁহার কীর্ত্তি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের হিত বিধান করিতেছে, সেই আমাদের স্বামী জগন্মোহন শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত বিশ্বকে রক্ষা করুন ॥ ২৯ ॥

এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক শারিকা সকল কহিল, হে শুক! শ্রীরাধিকার প্রেম, সৌন্দর্য্য, সুশীলতা, নৃত্য ও গানের চাতুরী, গুণশ্রেণীরূপসম্পত্তি এবং কবিতা অর্থাৎ পাণ্ডিত্য জগন্মনোমোহন শ্রীকৃষ্ণের মনোমোহিনী হইয়া শোভা পাইতেছে ॥ ৩০ ॥

শুক কহিল যেমন মল্লীলতা রস (গুণ) অর্থাৎ স্বীয় সদ্গুণকে বিকাশ করিলে ভ্রমর ঐ বিকসিত লতাতে কেবলমাত্র মধুপানই করিয়া থাকে, কিন্তু মূল, শাখা ও উপশাখাদির কিছুই বৃদ্ধি করিতে পারে না, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ,

অলিরিব মল্ল্যাং মোহস্যাং
রসয়ন্ত্যাং রসয়তি তদধরমাত্রম্ ॥ ৩১ ॥
কৃষ্ণস্য সঙ্গমিহ নাথতি রাধিকা তং
লব্ধং তু নাথতি সুমানবৃষার্কতাপৈঃ ।
তৎপ্রীতিসেবনততেরপি নাথমানা
নাথত্যলং বিপিননীবৃতি তস্য চিত্রম্ ॥ ৩২ ॥

মনুরাগং কুর্ব্বত্যাং সত্যাং স কৃষ্ণস্তস্যা রাধায়া অধরমাত্রং রসয়তি আস্বাদয়তি পদসেবাদিকং তু ন। কস্যাং ক ইব? যথা মল্ল্যাং রসয়ন্ত্যাং রসং গুণং স্বসদ্‌গুণং বিকাশং কুর্ব্বন্ত্যাং অর্থাদ্বিকসন্ত্যাং সত্যাং অলির্ভ্রমরস্তস্যা মধুমাত্রমাস্বাদয়তি নতু মূলশাখোপশাখাদিকং কিমপি তথা। "শৃঙ্গারাদৌ বিষে বীর্য্যে দ্রবে রাগে গুণে রস" ইতি বিশ্বঃ। "দ্রব কেলি পরিহাসা" ইত্যমরঃ। "রস আস্বাদনে" ধাতুঃ ॥ ৩১ ॥

শারীবাক্যং—ইহ বৃন্দাবনে রাধিকা কৃষ্ণস্য সঙ্গং নাথতি যাচতে। লব্ধং তং কৃষ্ণং তু পুনঃ সুমানবৃষার্কতাপৈঃ সুষ্ঠু মান এব জ্যৈষ্ঠসূর্য্যতাপস্তৈর্নাথতি উপতাপয়তি। ততস্য কৃষ্ণস্য প্রীতিসেবাততের্নাথমানা যাচমানা অপি বিপিননীবৃতি বৃন্দাবনদেশে তস্য কৃষ্ণস্য অলং নাথতি নাথ ইব ঈশ্বরীব

পরিহাস, আলিঙ্গন, চুম্বন ও সম্ভোগাদি প্রকাশ করিলে শ্রীরাধা—সেই শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলদ্বয়ের সেবারূপ সুখাতিশয় আস্বাদন করেন অর্থাৎ পদসেবা করেন, পরন্তু শ্রীরাধা অনুরাগ উৎপাদন করিলে শ্রীকৃষ্ণ ঐ শ্রীরাধার কেবল অধর পান মাত্রই করেন, কিন্তু পাদ সম্বাহনাদি কার্য্য কিছুই করেন না ॥ ৩১ ॥

শারী কহিতে লাগিল, হে শুক! এই বৃন্দাবনে শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন প্রার্থনা করেন, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিলে তাঁহাকে প্রগাঢ় মানরূপ জ্যৈষ্ঠমাসীয় রবিতাপে তাপিত করিয়া থাকেন এবং শ্রীরাধা,

যা সরিৎ স্তম্ভিনী বিশ্বাকর্ষিণী সর্ব্বমোহিনী।
সদ্ধর্ম্মোচ্চাটিনী স্ত্রীণাং সা বংশী সঙ্গিনী হরেঃ ॥ ৩৩ ॥
কথয়তু মহিমানং কো নু কৃষ্ণস্য বংশ্যা-
স্তদিতরপুরুষে যা রাগপঙ্কং বিধূয়।
হৃদি জগদবলানাং নাদপীযূষবৃষ্ট্যা
সহজদয়িতকৃষ্ণে রাগমাবিষ্করোতি ॥ ৩৪ ॥

আচরতি ইতি চিত্রং। নাথৃ নাধৃ যাচ্ঞোপতাপৈশ্বর্য্যাশীঃষু "নীবৃজ্জনপদো দেশ" ইত্যমরঃ ॥ ৩২ ॥

শারীবাক্যং। যা বংশী সরিতাং নদীনাং স্তম্ভিনী স্ত্রীণাং সদ্ধর্ম্মোচ্চাটিনী। সা বংশী হরেঃ সঙ্গিনী। সঙ্গদোষেণ সাধূনামপি দুষ্টত্বং স্যাদেব ॥ ৩৩ ॥

শুকবাক্যং। কৃষ্ণস্য বংশ্যা মহিমানং কঃ কথয়তু। যা বংশীনাদপীযূষবৃষ্ট্যা জগদবলানাং হৃদি তদিতরপুরুষেষু তস্মাৎ কৃষ্ণাদিতরেষু পুরুষেষু স্বপতিষু যো রাগ আসক্তিঃ স এব পঙ্কস্তং বিধূয় দূরীকৃত্য সহজদয়িতে কৃষ্ণে "কুর্ব্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং কুশলাঃ স্ব আত্মন্নিত্যপ্রিয়" ইত্যাদ্যুক্ত্যা স্বতঃ প্রসিদ্ধপ্রাণনাথে শ্রীকৃষ্ণে রাগং জনয়তি ॥ ৩৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিসেবা সমূহকে প্রার্থনা করিলেও বৃন্দাবন প্রদেশে সেই শ্রীকৃষ্ণের সমীপে যেন তাঁহার ঈশ্বরীর ন্যায় আচরণ করেন, ইহা অতীব আশ্চর্য্য! ॥ ৩২ ॥

এবং যে বংশী নদীগণকে স্তম্ভিত, চরাচর বিশ্বমণ্ডলকে আকর্ষণ এবং কুলকামিনীগণের কুলধর্ম্মকে উচ্চাটন অর্থাৎ বিদূরিত করিয়া থাকে, সেই দুষ্ট বংশীই ত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গিনী অতএব সঙ্গদোষে সাধুদিগেরও দুষ্টত্ব অর্থাৎ স্বভাব হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

শুক কহিল, হে শারিকাগণ! শ্রীকৃষ্ণের বংশীর মহিমা, কে বর্ণন করিতে পারে? কারণ—যে বংশীধ্বনিরূপ অমৃতবৃষ্টি দ্বারা ত্রিভুবনস্থ অবলাসমূহের

অথ কীরাশ্চ শার্য্যশ্চ স্বেশয়োঃ প্রণয়োন্মদাঃ ।
চক্রুঃ প্রশ্নোত্তরালাপং স্বস্বগোষ্ঠ্যাং মুদা মিথঃ ॥ ৩৫ ॥
বিভ্রৎ করৈকেন নভস্যহার্য্যং
মহেন্দ্র-গর্ব্বাদ্রিমধো হ্যনয়ৎ কঃ ।
কঃ কালিয়াহেঃ ফণবৃন্দরঙ্গে
ননর্ত্ত তং ভো বদ কৃষ্ণ এষঃ ॥ ৩৬ ॥

অথ কীরাশ্চ শার্য্যশ্চ রাধাকৃষ্ণয়োঃ প্রণয়েনোন্মত্তা মিথঃ স্ব স্ব গোষ্ঠ্যাং প্রশ্নোত্তরালাপং চক্রুঃ ॥ ৩৫ ॥

ক একেন করেণ নভস্যহার্য্যং পর্ব্বতং বিভ্রৎ সন্ মহেন্দ্রস্য গর্ব্বরূপমদ্রিং পর্ব্বতমধো হ্যনয়ৎ। অহার্য্যধরপর্ব্বতাঃ অদ্রিগোত্রগিরিগ্রাবাচল শৈল-শিলোচ্চয়া" ইত্যমরঃ। কঃ পুনঃ কালিয়ফণাসমূহরূপরঙ্গভূমৌ ননর্ত্ত। তং বদেতি প্রশ্নং শারীঃ শ্রাবয়তি। কস্মিন্ শুকে কং প্রতি কুর্ব্বতি সতি। এষঃ কৃষ্ণ ইত্যুত্তরং তস্মৈ সোহৃদাৎ ॥ ৩৬ ॥

হৃদয়ে কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য পুরুষে অর্থাৎ নিজ পতিতে আসক্তিরূপ পঙ্ক প্রক্ষালিত করিয়া সহজ দয়িত অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ পতি শ্রীকৃষ্ণে প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মাইয়া দেয় ॥ ৩৪ ॥

অনন্তর শুকগণ ও শারিকাগণ নিজেশ্বর শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রণয়ে উন্মত্ত হইয়া সানন্দান্তঃকরণে আপন আপন সভায় পরস্পর প্রশ্নোত্তরে আলাপ করিতে লাগিল ॥ ৩৫ ॥

এক শুক, অন্য শুককে কহিল হে শুক! বল দেখি, গিরিবর গোবর্দ্ধনকে এক হস্তে গগণমার্গে ধারণ করিয়া কে দেবরাজ মহেন্দ্রের গর্ব্বরূপ পর্ব্বতকে অধঃপাতিত করিয়াছেন? এবং কেই বা কালিয় নাগরাজের ফণামণ্ডলরূপ রঙ্গভূমিতে নৃত্য করিয়াছেন? শুক উত্তর করিল এই কৃষ্ণই করিয়াছেন ॥৩৬॥

নিজ-হৃদি ধৃতবক্ষোজাদ্রিযুগ্মে গরিষ্ঠা-
গিরিধরমপি লীলাম্ভোজবৎ কা বিভর্ত্তি।
ভুজগদমনচেতোবৃত্তিচঞ্চদ্ভুজঙ্গী
শিরসি নটতি কা তং ব্রূহি সা শ্রীল রাধা ॥ ৩৭ ॥
সদৈব মুক্তাশ্চ কথাতিমুক্তা
জাতা বনেঽস্মিন্ পরিফুল্লিতাঙ্গাঃ।

শারী শুকং প্রতি প্রশ্নদ্বয়ং চকার এষ কৃষ্ণ ইতি তদুত্তরং শুকোঽবদৎ। নিজহৃদ্ধৃতস্তনপর্ব্বতযুগ্মোপরি ধৃতগোবর্দ্ধনধরং শ্রীকৃষ্ণং নীলকমলমিব কা বিভর্ত্তি। ভুজগদমনস্য কৃষ্ণস্য চিত্তবৃত্তিঃ সৈব ভুজঙ্গী সর্পী তস্যাঃ শিরসি কা নটতি তাং ব্রূহীতি কস্যাশ্চিৎ শার্য্যাং তথা পৃচ্ছন্ত্যাং কাচিদাহ সা শ্রীরাধেতি ॥ ৩৭ ॥

শুকং শুকঃ। সদৈব মুক্তা ব্রহ্মৈকনিষ্ঠাঃ প্রেমগন্ধরহিতা অপি অস্মিন্ বনে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীবৃন্দাবনবিষয়ে পরিফুল্লতাঙ্গাঃ প্রেমপুষ্টাঃ সন্তো জাতা জন্মপ্রাপ্তাঃ সন্তঃ তৈঃ রসৈঃ প্রেমভিঃ সারঙ্গগণান্ ভক্তগণান্ পুষ্ণন্তি। "সারঙ্গঃ পুংসি হরিণে চাতকে চ মতঙ্গজে। সরলে ত্রিষ্বি"ত্যাদি মেদিনী। আস্তা-

---

শারী কহিল, হে শুক! বল দেখি, স্ব বক্ষঃস্থিত স্তনযুগলরূপ পর্ব্বতোপরি গিরিধর শ্রীকৃষ্ণকেও লীলাকমলের ন্যায় ক্ষুদ্রবোধে কোন্ রমণী ধারণ করিয়া থাকেন? এবং কালিয়মর্দ্দন শ্রীকৃষ্ণের চিত্তবৃত্তিরূপ চঞ্চলা ভুজঙ্গিনীর শিরোদেশেই বা কে নৃত্য করিয়া থাকেন? এই প্রশ্নদ্বয়ে কোন এক শারী কহিল, সে আর কেহই নহে তিনিই শ্রীরাধা ॥ ৩৭ ॥

এক শুকের প্রতি অন্য এক শুক কহিল, নিত্য মুক্ত অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্ম-নিষ্ঠ মুনিগণ প্রেমগন্ধরহিত হইয়াও এই বৃন্দাবনে সম্যক্ প্রফুল্লিতাঙ্গ অর্থাৎ

পুষ্ণন্তি সারঙ্গগণান্ রসৈঃ স্বৈঃ
কস্য প্রভাবাদ্বদ মাধবস্য ॥ ৩৮ ॥

মেষাং জঙ্গমানাময়ং প্রেমবিষয়ঃ, স্থাবরা অপি অতিমুক্তা মাধব্যস্তিনিশবৃক্ষাশ্চ তথা সদৈব মুক্তা ইব পরিফুল্লিতাঙ্গাঃ পত্রপুষ্পাদিপূর্ণা স্তচ্ছলেন প্রেমপুষ্টা-জাতাঃ সন্তঃ স্বৈঃ রসৈ র্মধুভি স্তচ্ছলেন প্রেমভিঃ সারঙ্গগণান্ ভ্রমরগণান্ তচ্ছলেন ভক্তগণান্ পুষ্ণন্তি। কস্য প্রভাবাৎ বদেতি পৃচ্ছন্তং পৃষ্ট আহ। মাধবস্য কৃষ্ণস্য প্রভাবাৎ। "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তী"তি প্রমাণাৎ। স্থাবরপক্ষে তু। বসন্তস্য তচ্ছলেন কৃষ্ণস্যেতার্থঃ। "বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ। প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম" ইত্যাদ্যুক্তেঃ। "অতিমুক্তঃ পুণ্ড্রকঃ স্যাদ্বাসন্তী মাধবীলতে"তি। "তিনিশে স্যন্দনো নেমী রথদ্রুরতিমুক্তক" ইতি চামরঃ ॥ ৩৮ ॥

প্রেমপুষ্ট হওত জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বকীয় রস অর্থাৎ প্রেমদ্বারা ভক্তগণকে পোষণ করিতেছেন, ব্রহ্মনিষ্ঠ মুনিগণের প্রেমবিষয়ক কথা দূরে থাকুক, স্থাবর বৃক্ষ লতাদিও অর্থাৎ মাধবীলতা ও তিনিশ বৃক্ষ প্রভৃতিও নিত্যমুক্ত পুরুষের ন্যায় প্রফুল্লিতাঙ্গ ও পত্র পুষ্পাদিতে পরিপূর্ণ হইয়া অর্থাৎ ঐ পত্র পুষ্পাদিচ্ছলে প্রেমপরিপুষ্ট হইয়া স্বকীয় রস অর্থাৎ মধুচ্ছলে প্রেমদ্বারা সারঙ্গ অর্থাৎ চাতক ও ভ্রমরদিগকে তচ্ছলে ভক্তগণকে পোষণ করিতেছে, বল দেখি এই ব্যাপার কাহার প্রভাবে সঙ্ঘটিত হয়? শুক জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রশ্নকারি শুককে কহিল, ইহা শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবেই হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

সদৈব মুক্তাশ্চ তথাতিমুক্তা
মাধ্বীককারা মধুপালিসঙ্গাঃ।
উৎপদ্য জাতা বদ তত্র হেতুং
কস্যাপি রামানুগতস্য সঙ্গাৎ ॥৩৯॥

এবং শ্রীকৃষ্ণস্যোৎকর্ষং শ্রুত্বা শ্রীরাধাপক্ষপাতিন্যঃ শার্য্যোঽন্তরতিমুদিতা অপি বহিরসহমানাঃ সত্যস্তং নিকর্ষন্ত্য আহুঃ। শারীং শারী। সদৈব মুক্তাঃ সংসারাতীতা অপি মাধ্বীককারা মাধ্বীকং মধু তদ্বৎ সর্ব্বসারত্বাৎ মাধ্বীকং প্রেম তচ্ছলেন মদ্যং কুর্ব্বন্তীতি মাধ্বীককারা উৎপদ্য অতো মধুপালিসঙ্গা মধুপা ইব মধুপাঃ সারগ্রাহিণো ভক্তা স্তচ্ছলেন মদ্যপা স্তেষাং শ্রেণী সঙ্গাজ্জাতা ভবন্তি; তথা অতিমুক্তা মাধবীতি নিশাশ্চ মাধ্বীকং তচ্ছলেন মদ্যং কুর্ব্বন্তীতি তে উৎপদ্য মধুপানাং ভ্রমরাণাং তচ্ছলেন মদ্যপানং শ্রেণী সঙ্গাজ্জাতা ভবন্তি। তত্র হেতুং বদেতি পৃচ্ছন্তী পৃষ্টাহ,—রামানুগতস্য সঙ্গাৎ রামঃ শ্রীবলরাম-স্তস্যানুগতঃ কনিষ্ঠত্বাৎ পশ্চাদ্গতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ। স্থাবরপক্ষেতু। আরামানুগতো বসন্তঃ "একদেশবিকৃতমনন্যবদি"তি বচনাৎ স তু রামানুগতঃ। অতো নাম্না কৃষ্ণমিত্রং শ্লেষেণ কৃষ্ণ এব বসন্ত এব চ রামানুগতো রামা স্ত্রী তদনুগত-স্তৎসঙ্গী বিষয়িজনস্তস্য সঙ্গাৎ। যতো যোষিৎ সঙ্গাৎ মুক্তানামপি ভ্রংশো ভবতি। "ন তথাস্য ভবন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ। যোষিৎসঙ্গাদ্যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গত" ইত্যুক্তেঃ ॥ ৩৯ ॥

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ শুনিতে পাইয়া শ্রীরাধার পক্ষপাতিনী শারী সকল অন্তরে অত্যন্ত আনন্দযুক্ত হইলেও বাহ্যে যেন ঐ উৎকর্ষ সহ্য করিতে না পারিয়াই, এক শারিকার প্রতি অন্য শারী কহিতে লাগিল—

হে শারিকে! যাহারা সংসারাতীত হইয়াও মাধ্বীককার অর্থাৎ মধুকারী এবং মধুপালি সঙ্গ অর্থাৎ মদ্যপায়িদিগের সঙ্গী হইয়া জন্মিয়াছে, তাহাদের এইরূপ হইবার কারণ বল? উত্তর, কোন এক রামানুগত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গহেতুই হইয়া থাকে। স্থাবর পক্ষে—আরাম অর্থাৎ উপবনগত ঋতুরাজ বসন্তের সমাগমেই বৃক্ষগণ অতিমুক্ত অর্থাৎ বৃদ্ধ হইলেও মকরন্দস্রাবী ও ভ্রমরসঙ্গী হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

হৃত্বাংশুকং পশ্যতি কোট্টবীঃ কঃ
সাধ্বীততেঃ কঃ সুকৃতং ভিনত্তি ।
কো বা স্ত্রিয়ং বৎসবৃষৌ চ নিঘ্নন্
ন লজ্জতে তং বদ কৃষ্ণ এষঃ ॥ ৪০ ॥
তাং মাতৃকাং কঃ কিল মাতৃকাবকঃ

কঃ অংশুকং বস্ত্রং হৃত্বা কোট্টবীঃ নগ্নিকাঃ পশ্যতি। কঃ সাধ্বীততেঃ সুকৃতং ভিনত্তি। কো বা স্ত্রিয়মত্র পূতনাং বৎসাসুরং বৃষাসুরঞ্চ ছলেন স্ত্রীবৎস-বৃষাংশ্চ নিঘ্নন্ ন লজ্জতে ? তং বদ। তত্রাহ,—এষ কৃষ্ণঃ ॥ ৪০ ॥

শুকং শুকো দ্বাভ্যাং। কঃ ব্রজে তাং মাতৃকাং নিঘ্নন্ মারয়ন্ মাতৃকায়া মাতৈব মাতৃকা তস্যা অবকো রক্ষকঃ সুখবর্দ্ধকঃ। যো হন্তা যস্য স এব তস্য রক্ষক ইতি বিরোধঃ। অত্র বিরোধাভাসালঙ্কারঃ। প্রথমমাতৃকাশব্দোঽত্র পূতনাবাচকত্বয়া বিরোধবৎ ভাসতে নতু বিরোধঃ, এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ং। বৎসাসুরং নিঘ্নন্ বৎসপালকঃ। ধেনুকং ধেনুকাসুরং নিঘ্নন্ ধেনুকরক্ষকঃ।

(অনন্তর শুক অন্য শুককে কহিল বল দেখি,) কোন ব্যক্তি ললনাগণের বস্ত্র হরণ করিয়া তাহাদিগকে উলাঙ্গিনী অবলোকন করে ? কেই বা সাধ্বীগণের সুকৃত অর্থাৎ পুণ্য নাশ করে ? এবং কোন ব্যক্তিইবা স্ত্রীলোক, বৎস্য ও বৃষকে বধ করিয়াও লজ্জিত নাহয়। উত্তর যে—শ্রীকৃষ্ণ ॥ ৪০ ॥

শুক, অপর শুককে দুই শ্লোকে কহিল—এই বৃন্দাবনে কোনব্যক্তি মাতাকে বধ করিয়া মাতার সুখবর্দ্ধক* হইয়াছেন ? কেই বা বৎসকে বিনাশ করিয়া

---

* "মাতাকে বিনাশ করিয়া মাতার আনন্দ প্রদ" ইত্যাদি স্থলে যিনি হন্তা তিনিই রক্ষক, ইহা অসঙ্গতবিধায় এস্থলে ইহাই বিরোধ। বাস্তবার্থে মাতা অর্থাৎ মাতৃবেশধারিণী পুতনাকে বিনাশ করিয়া মাতা শ্রীযশোদারাণীর সুখ- বর্দ্ধন করিয়াছেন, এইরূপ অপর স্থলেও বুঝিতে হইবে। বৎসাসুরকে বিনাস পূর্ব্বক বৎস রক্ষক, ধেনুকাসুরকে মারিয়া ধেনুরক্ষক এবং বৃষাসুরকে

কো বৎসকং বৎসকপালকো ব্রজে।
কো ধেনুকং ধেনুকরক্ষকোঽপ্যলং
বৃষঞ্চ নিঘ্নন্ বৃষবর্দ্ধনোঽভবৎ ॥ ৪১ ॥
নীতিঃ কুমারীবরণে তদঙ্গ-
হৃদ্বাক্ পরীক্ষেত্যকরোচ্চ তাং কঃ।
সতীত্বমাচ্ছিদ্য মহাসতীত্বং
চক্রেঽবলানাং বদ, তং স কৃষ্ণঃ ॥ ৪২ ॥ যুগ্মকম্ ॥

ধেনুরেব ধেনুকো ধেনুকং বা তেষাং রক্ষকঃ। "স্বার্থিকাঃ প্রকৃতিতো লিঙ্গ-বচনান্যতিবর্ত্তন্তে" ইতি পাণিনীয়সূত্রাৎ স্বার্থে কপ্রত্যয়ে কৃতে নিত্যস্ত্রীধেনু-শব্দস্য পুংস্ত্বং ক্লীবত্বং বা। যদ্বা ধেনূনাং কস্য সুখস্য রক্ষকো বর্দ্ধকঃ। বৃষাসুরং নিঘ্নন্ বৃষং সুকৃতং বর্দ্ধয়তীতি বৃষবর্দ্ধনোঽভবৎ। "পুণ্যশ্রেয়সী সুকৃতং বৃষ" ইত্যমরঃ ॥ ৪১ ॥

কুমারীণাং বরণে বিবাহোদ্যমে তত্তাসাং কুমারীণাং অঙ্গহৃদ্বাক্পরীক্ষা নীতির্ন্যায়ঃ ইতি বিচার্য্য "নন্দগোপসুতং দেবি! পতিং মে কুরুতে নম" ইতি বৃতঃ সন্ তাসাং কুমারীণাং তাং নীতিং কোঽকরোৎ। পুনঃ কঃ অবলানাং সতীত্বমাচ্ছিদ্য মহাসতীত্বং চক্রে। তং বদেতি প্রশ্নোত্তর এষ কৃষ্ণ ইতি ॥৪২॥

বৎসপালক হইয়াছেন? কে ধেনুককে বধ করিয়া ধেনু রক্ষক হইয়াছেন? এবং কেই বা বৃষকে হত্যা করিয়া সুকৃতবর্দ্ধন হইয়াছেন? "কুমারীগণের বিবাহোদ্যম উপস্থিত হইলে উক্ত কুমারীদিগের অঙ্গ মন ও বাক্যের পরীক্ষা করা উচিত" ইহাই নীতিশাস্ত্র, কিন্তু সেই নীতি কে করিয়াছে? এবং অবলাগণের সতীত্ব অপহরণ করিয়া তাহাদিগের মহাসতীত্বই বা কোন্ ব্যক্তি স্থাপন করিয়াছেন? এই প্রশ্নের উত্তর সেই শ্রীকৃষ্ণ ॥ ৪১—৪২ ॥

নাশ করিয়া বৃষরক্ষক হইয়াছেন, ইহাতেই বিরোধ ভঞ্জন হওয়ায় এস্থলে বিরোধাভাস নামক অলঙ্কার হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে বিরোধের ন্যায় প্রকাশ পায় বস্তুতঃ বিরোধ নহে॥

ইতিপটু বিহগানাং বাগ্বিলাসামৃতানি
শ্রবণচষকপূরং তৌ পিবন্তৌ সগন্তৌ।
নিজনিজসুহৃদং তৎ প্রীণনায়াদিশন্তৌ
ততশরদৃতুলক্ষ্মীং চেরতু র্লোকয়ন্তৌ ॥ ৪৩ ॥
পক্কদ্রাক্ষাবলজকং শারীভ্যো ললিতা দদৌ।
কীরেভ্যঃ সুবলঃ প্রাদাৎ পক্কদাড়িমবাটিকাম্ ॥ ৪৪ ॥
নান্দীমুখী তদনু তাববদদ্বনেশৌ
নিধ্যায়তং স্বপুরতো বনভাগমেতম্।

ইত্যনেন পটূনাং নিপুণানাং বিহগানাং পক্ষিণাং বাগ্বিলাসামৃতানি শ্রবণরূপচষকস্য পানপাত্রস্য পূরং পূরণং যথা স্যাৎ তথা পিবন্তৌ সগন্তৌ তৌ রাধাকৃষ্ণৌ। তত্রৈষাং বিহগানাং। দাড়িমবীজাদিভিঃ প্রীণনায় নিজনিজসুহৃদং ললিতাং সুবলঞ্চ দিশন্তৌ ততাং বিস্তৃতাং শরদৃতুলক্ষ্মীং লোকয়ন্তৌ চেরতুঃ ॥ ৪৩ ॥

ললিতা শারীভ্যঃ পক্কদ্রাক্ষাবলজকং দ্রাক্ষাক্ষেত্রং দদৌ। সুবলঃ কীরেভ্যঃ পক্কদাড়িমবাটিকাং প্রাদাৎ ॥ ৪৪ ॥

তদনু তৎপশ্চাৎ নান্দীমুখী তৌ রাধাকৃষ্ণৌ অবদৎ। স্বপুরত এতং

অনন্তর শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় সভ্য সখীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সুনিপুণ পক্ষিদিগের বাক্‌বিন্যাস রূপ অমৃতধারাকে শ্রবণ রূপ পানপাত্রে পরিপূর্ণ করিয়া পান করত, স্ব স্ব সুহৃদ্বর্গ ললিতা ও সুবলাদির প্রতি ঐ সকল পক্ষিকুলকে দাড়িম্ব বীজাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে আদেশ করিয়া বিস্তৃত শারদীয় ঋতু শোভা দর্শন করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥

তখন ললিতা, শারী সকলকে সুপক্ক দ্রাক্ষা ফলের ক্ষেত্র এবং সুবল, শুক সকলকে পক দাড়িম্বের উদ্যান অর্পণ করিলেন ॥ ৪৪ ॥

তদনন্তর নান্দীমুখী,—রাধা ও কৃষ্ণ দুই জনকেই বলিলেন, হে বৃন্দাবনাধীশ্বরি! হে বৃন্দাবনাধীশ্বর! তোমাদের সম্মুখবর্ত্তি এই হেমন্তশস্তম নামক

হেমন্তশস্যুমতয়া প্রথিতং নিজৈঃ সং-

সম্পত্তয়ৈশ্চরণমর্চ্চিতুমুৎসুকং বাম্ ॥ ৪৫ ॥

চিত্রাম্লানকুরণ্টকৈঃ কুরুবকৈঃ ফুল্লৈর্লসৎসৌরভা

মাদ্যত্তিত্তিরি-লাব-ষট্‌পদ-কিখী-কীরা-রবৈর্মঞ্জুলা।

হৃদ্যা পক্বিমনাগরঙ্গরুচকৈঃ শীতা তুষারানিলৈঃ

সেয়ং ভাতি বনস্থলীহ ভবতোঃ পঞ্চেন্দ্রিয়হ্লাদিনী ॥৪৬॥

বনভাগং হেমন্তশস্যমতয়া খ্যাতং নিজৈঃ সংসম্পত্তিসমূহৈ র্বাং যুবয়োশ্চরণ-মর্চ্চিতুমুৎসুকং। নিধ্যায়তং পশ্যতং ॥ ৪৫ ॥

ভবতোঃ পঞ্চেন্দ্রিয়হ্লাদিনী সেয়ং বনস্থলীহ ভাতি। অম্লানকুরণ্টকৈঃ ঝিণ্টীপুষ্পৈশ্চিত্রা নেত্রস্য। ফুল্লৈঃ কুরুবকৈঃ রক্তঝিণ্টীভি র্লসৎসৌরভা নাসায়াঃ। তিত্তির্য্যাদীনাং রবৈঃ শব্দৈঃ মঞ্জুলা কর্ণস্য। তিত্তিরিরিতি। লাবঃ গুড়্‌গুড়িতি, ষট্‌পদো ভ্রমরঃ। কিখী ভিটা সকুলা গৌড়ে প্রসিদ্ধা যস্য পক্ষঃ কর্ণবেদনাং নাশয়তি। কীরাঃ শুকাঃ। পক্বিমনাগরঙ্গরুচকৈঃ নারঙ্গ ইতি বীজপুর ইত্যাখ্যে হৃদ্যা রসনায়াঃ। তুষারো হিমকণা তৎ-সহিতপবনৈস্ত্বচঃ। "সহা কুমারী তরণিরম্লানস্তু মহাসহা। তত্র শোণে কুরুবক স্তত্র পীতে কুরুণ্টকং। নীলাঝিণ্টী দ্বয়োর্বাণা দাসী চার্ত্তগলশ্চ সা। সৈরেয়কস্তু ঝিণ্টী স্যা"দিত্যমরঃ ॥ ৪৬ ॥

বনভাগ দর্শন কর, এই বনভাগ সম্পত্তি অর্থাৎ ফলপুষ্পাদির দ্বারা তোমাদের দুই জনের পদসম্বাহন করিতে উৎসুক হইয়াছেন ॥ ৪৫ ॥

আহা! এই বনস্থলী বিকসিত ঝিণ্টী পুষ্প দ্বারা চিত্রিতা প্রফুল্লিত কুরু-বক কুসুম সমূহে সুন্দর সৌরভশালিনী, মদমত্ত তিত্তির (বসন্ত গৌরপক্ষী) লাব (ছাতার পক্ষী) ভ্রমর, কিখী, (গৌড়দেশ প্রসিদ্ধ পক্ষী) শুক ও পক্ষির রবে মনোহারিণী, সুপক্ব নাগরঙ্গ ফল নিচয়ে হৃদয় গ্রাহিণী এবং তুষার (হিম) যুক্ত সুশীতল অনলে শীতলাঙ্গী হইয়া তোমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের অর্থাৎ চক্ষু কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের আনন্দদায়িনী হইয়াছে ॥ ৪৬ ॥

স্ফুরিতসহচরালীবেষ্টিতোঽম্লানকান্তি-
স্ততকুসুমধনুর্মূর্চ্ছালিগোপীপ্রগীতঃ।
বিকচকুসুমবাণঃ কৃষ্ণ! তে দেহতুল্যো
মুখরিতশুকলীলো ভাতি হেমন্তকালঃ॥ ৪৭ ॥

হে কৃষ্ণ! তে দেহতুল্যো হেমন্তকালো ভাতি। তে দেহপক্ষে স্ফুরিতানাং মুদিতানাং সহচরাণাং সখীনামালীভিঃ শ্রেণীভিঃ বেষ্টিতঃ। কালপক্ষে পীতা ঝিণ্টী তস্যাঃ শ্রেণীভি র্বেষ্টিতঃ। দেহপক্ষে অম্লানা কান্তি র্যস্য সঃ। পক্ষে অম্লানেন ঝিণ্টীপুষ্পেণ শোভা যত্র সঃ। ততো বিস্তৃতং সমৃদ্ধঃ কুসুমধনুঃ কন্দর্পো যস্মাৎ। কালপক্ষেঽপ্যয়মেবার্থঃ। যদ্বা ততানি বিস্তৃতানি কুসুমান্যেব ধনুঃকন্দর্পধনু র্যত্র সঃ। দেহপক্ষে মূর্চ্ছালিনীভি র্গোপীভিঃ প্রগীতঃ। "প্রবীত" ইতি পাঠে প্রকর্ষেণ বেষ্টিতঃ। পক্ষে মূর্চ্ছালিনী হর্ষযুক্তা ফুল্লা গোপী লতাস্তাভিঃ প্রগীতঃ শোভিতঃ। প্রবীতো বেষ্টিতঃ। "গোপী শ্যামা শারিবা স্যা"দিত্যমরঃ। বিকচঃ প্রফুল্লঃ কুসুমবাণঃ কন্দর্পো যতঃ সঃ। অয়মর্থঃ কালপক্ষেঽপি। যদ্বা বিকচানি কুসুমানি এব বাণাঃ কন্দর্পবাণা যত্র সঃ। যদ্বা বিকচানি কুসুমানি যেষাং তথাভূতা বাণাস্তৎপুষ্পবৃক্ষা যত্র সঃ। "নীলা ঝিণ্টী দ্বয়োর্বাণা" ইত্যমরঃ। মুখরিত উচ্চৈর্বহুজল্পকীকৃতঃ শুকঃ শ্রীশুকদেবো যয়া। কিম্বা মুখরিতাঃ

হে কৃষ্ণ! এই হেমন্তকাল তোমার দেহ তুল্য শোভা পাইতেছে দেখ তোমার দেহ যেমন সহচরশ্রেণীতে পরি বেষ্টিত তদ্রূপ এই বসন্তকাল সহচর অর্থাৎ পীত ঝিণ্টী শ্রেণী দ্বারা পরিবেষ্টিত। তোমার দেহ যেমন অম্লান কান্তি যুক্ত তদ্রূপ এই হেমন্ত কাল অম্লান অর্থাৎ আমলপুষ্পসকলে শোভিত, তোমার দেহদ্বারা কুসুমধনু কন্দর্পের যেমন সমৃদ্ধি তদ্রূপ এই হেমন্তকালেও কন্দর্প সমৃদ্ধিশালী তোমার দেহ যেমন হর্ষযুক্ত গোপীগণ কর্ত্তৃক শোভিত তদ্রূপ এই হেমন্ত, ফুল্লা গোপী নাম্নী লতাসমূহে সুশোভিত, তোমার দেহের লাবণ্যে কন্দর্প যেমন প্রফুল্ল এই হেমন্তে কুসুমবাণ কন্দর্প তদ্রূপ প্রফুল্ল

হিমঋতুলক্ষ্মীং মতিমুদিতস্তাম্ ।
হরিরথ কান্তাং, প্রতিকুরুতে স্ম ॥ ৪৮ ॥
রুচিরবিবিধবর্ণাপক্কশাল্যংশুকাঙ্গী
মদকলশুকপালী-নাদনান্দীমুখীব ।
সুমুখি ! পরিণতোচ্চৈর্নাগরঙ্গস্তনীয়ং
কলয় বরনটীবাভাতি হেমন্তলক্ষ্মীঃ ॥ ৪৯ ॥

শুকাঃ পূর্ব্বোক্তশুকা যয়া তাদৃশী লীলা যস্য সঃ। কালপক্ষে মুখরিতশুকানাং লীলা যত্র সঃ ॥ ৪৭ ॥

অতিমুদিতো হরিস্তাং হিমঋতুলক্ষ্মীং কান্তাং রাধাং প্রতি কুরুতে স্ম। উপমানান্তরেণ দর্শ্যতে স্ম ॥ ৪৮ ॥

ইয়ং হেমন্তলক্ষ্মী বরনটী ইহ আভাতি। কীদৃশী ? মনোজ্ঞো বিবিধো বর্ণো যস্যাঃ সা। আপক্কা আ ঈষৎপক্কা বা শালী ধান্যং অংশুকং বস্ত্রং অঙ্গে যস্যাঃ সা। মদকলানাং মদোৎকটানাং শুকশ্রেণীনাং নাদএব নান্দী নাট্যারম্ভে কৃতা স্তুতি র্যস্যাঃ সা। হে সুমুখি ! পরিণতাঃ পক্কাঃ নাগরঙ্গাঃ নারঙ্গ ইত্যাখ্যফলানি স্তনৌ যস্যাঃ সা ॥ ৪৯ ॥

এবং তোমার লীলা যেমন শ্রীশুকদেব কীর্ত্তন করিতেছেন, তদ্রূপ এই হেমন্ত কালেও শুকপক্ষিগণ মহানন্দে কলরব করিতেছে ॥ ৪৭ ॥

অনন্তর, শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত হর্ষান্বিত হইয়া প্রিয়তমা শ্রীরাধার প্রতি পূর্ব্বোক্ত হেমন্ত ঋতুর শোভাকে অন্য এক উপমাদ্বারা প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিতে-ছেন ॥ ॥ ৪৮ ॥

হে প্রিয়ে ! মনোহর ও নানাবিধ বর্ণের সুপক্ক ধান্যই যাহার অঙ্গের বসন, মদমত্ত শুকসকলের উচ্চ ধ্বনিই যাহার মুখে অর্থাৎ নাটকারম্ভ কালে নান্দী (দেবাদির স্তুতিপাঠ) হে সুমুখি ! সুপক্ক নারঙ্গ অর্থাৎ জম্বীর ফলই যাহার কুচযুগল হইয়াছে, সেই এই হেমন্তশোভা উৎকৃষ্ট নাটীর ন্যায় শোভা পাই-তেছে, অবলোকন কর ॥ ৪৯ ॥

ঔষ্ণ্যং হিমর্ত্তুমনু তে হৃদয়াখ্যদুর্গং
ভানোঃ সমাশ্রয়তি সাধ্বি ! তুষারভীত্যা ।
তৎসঙ্গমাদনুপলব্ধবিয়োগদুঃখং
রাত্রিন্দিবং বিলসতি স্তনকোকযুগ্মম্ ॥ ৫০ ॥

হে সাধ্বি ! তুষারস্য হিমস্য ভীত্যা হিমর্ত্তুমনু হিমঋতৌ ভানোঃ সূর্য্যস্য ঔষ্ণ্যং তে হৃদয়াখ্যং দুর্গং সমাশ্রয়তি। তৎসঙ্গমাৎ ভানোরৌষ্ণ্যসঙ্গাৎ। ভানুরস্তীতি বুদ্ধ্যা তব স্তনরূপকোকযুগ্মং অনুপলব্ধং বিয়োগদুঃখং সূর্য্যাভাবজন্যং দ্বয়োর্বিচ্ছেদরূপং যেন তাদৃশং সৎ রাত্রিন্দিবং বিলসতি বিশেষেণ লসতি। "লসদীপ্তৌ" রাত্রৌ চক্রবাকস্য বিয়োগঃ। "কূপোদকং বটচ্ছায়া শ্যামা স্ত্রী ইষ্টকালয়ং। শীতকালে ভবেদুষ্ণং উষ্ণকালে চ শীতলং" ইতি প্রমাণাৎ। "তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভ ইন্দ্রনীলমণিদ্যুতিঃ। দ্ব্যর্থঃ শ্যামস্বরূপস্য কবিভিঃ পরিকীর্ত্তিত" ইতি। "শ্যামা তু কঠিনস্তনী" ইতি চ। তস্যাঃ শীতে উষ্ণত্বং চ প্রসিদ্ধং ॥ ৫০ ॥

হে সাধ্বি ! হিমঋতু অর্থাৎ শীতকালে শ্রীসূর্য্যদেবের উষ্ণতা শীতভয়ে ভীত হইয়া তোমার হৃদয়রূপ দুর্গকে (গড়কে) আশ্রয় করিতেছে, এই নিমিত্তই উষ্ণতার সম্মিলনে স্তনরূপ চক্রবাক যুগল, বিয়োগ দুঃখ দূর করিয়া ঐ হৃদয় দুর্গে দিবানিসি অবস্থিতি করিতেছে, তাৎপর্য্য এই যে চক্রবাক রজনীতে নিজপ্রিয়া চক্রবাকীর সহিত বিযুক্ত হইয়া পৃথক্ স্থানে অবস্থিতি করে ইহাই প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু তোমার স্তন যুগরূপ চক্রবাকযুগল, সূর্য্যের উষ্ণতালাভে দিবারাত্রই মিলিত হইয়া বাস করিতেছে ॥ ৫০ ॥

ঋতাবিহাগ্নেঃ প্রবলোষ্ণভাবা
ভিয়া হিমান্যাঃ পরিতো দ্রবন্তঃ।
কূপাপ্সু কেচিদ্বিনিপত্য লীনাঃ
ক্রোড়ে দ্রুমস্যাদ্রিদরীষু চান্যে ॥ ৫১ ॥
হিমানী ডাকিনী সেয়মলক্ষিতমহর্নিশম্।
ইহ ভানুবৃহদ্ভান্বোঃ প্রপিবত্যৌষ্ণ্যশোণিতম্ ॥ ৫২ ॥
আলিঙ্গ্য কান্তাং তরুণৈঃ শয়ানৈঃ
কুচোষ্ণতাসঙ্গবিভঙ্গদীনৈঃ।

হিমান্যা হিমসমূহস্য ভিয়া ইহ শীতঋতৌ অগ্নেঃ প্রবলোষ্ণভাবাঃ পরিতঃ পলায়নপরাঃ কেচিৎ কূপজলে অন্যেচ বৃক্ষক্রোড়ে পর্ব্বতকন্দরাসু চ বিনিপত্য লীনা অভবন্। "হিমানী হিমসংহতি" রিত্যমরঃ ॥ ৫১ ॥

সেয়ং হিমানী ডাকিনী ইহ ঋতৌ অহর্নিশং সূর্য্যবহ্ন্যোরৌষ্ণ্যশোণিতং প্রপিবতি ॥ ৫২ ॥

কুচোষ্ণতা সঙ্গস্য বিভঙ্গেন দীনৈঃ শয়ানৈ স্তরুণৈরারাধিতোঽর্ক সূর্য্যঃ বিলম্বং কৃত্বা প্রোদ্যন্ উদয়ং কুর্ব্বন্ নিশাবৃদ্ধিং বিধত্তে ॥ ৫৩ ॥

হে প্রিয়ে! এই শীতঋতুতে বহ্নির প্রবল উষ্ণতা হিমধাতুর ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়নপর হইয়া কেহ কেহ কূপজলে, কেহ বৃক্ষক্রোড়ে এবং কেহ কেহ গিরি কন্দরে গিয়া লীন হইয়া রহিয়াছে ইহার তাৎপর্য্য এই যে শীত এমন প্রবল হইয়াছে যে অগ্নিতাপও হ্রাস হইয়াছে এবং শীতকালে কূপোদক, বৃক্ষতল ও গিরি গহ্বরে কিছু কিছু উষ্ণতা বোধ হইয়া থাকে ॥ ৬১ ॥

হে প্রিয়তমে! সেই এই হিমসংহতিরূপা ডাকিনী অলক্ষিতভাবে এই শীতঋতুতে দিনরাত্রি সূর্য্য ও অগ্নির উষ্ণতারূপ শোণিত পান করিতেছে ॥ ৫২ ॥

অপর হে প্রিয়ে! যুবকসকল নিশাকালে শয্যায় শয়ন পূর্ব্বক স্বীয় কান্তাকে আলিঙ্গন করিয়া স্তনদ্বয়ের উষ্ণতা অনুভব করতঃ পরে বিভঙ্গ অর্থাৎ

আরাধিতোঽর্কঃ কৃপয়া বিলম্ব্য
প্রোদ্যন্ বিধত্তে হ্যদ্য নিশাভিবৃদ্ধিম্ ॥৫৩॥
রাসে কুমারীগণ-কুঙ্কুমাঙ্কিত-
স্তনাবলী যাং স্মৃতিমানিনায় নৌ।
সা পক্বনারঙ্গফলালিরগ্রত-
স্তৎস্মারকত্বং স্বগুণং ব্যনক্ত্যসৌ ॥ ৫৪ ॥
অথালোকয়ন্তৌ, পুরোঽরণ্যভাগম্।
সমুৎকৌ নিজেশাববাদীদ্বনেশা ॥ ৫৫ ॥

রাসে কুমারীগণকুঙ্কুমযুক্তস্তনাবলী যাং পক্বনারঙ্গফলাবলিং নৌ আবয়োঃ স্মৃতিং আনিনায় স্মৃতিবিষয়ীভূতাং চকার। ইদানীং অগ্রতঃ সাঽসৌ বনভাগবর্ত্তিনী পক্বনারঙ্গফলালিস্তৎস্মারকত্বং রাসে কুমারীগণস্তনাবলিস্মারকত্বং স্বগুণং স্বধর্ম্মং ব্যনক্তি প্রকাশয়তি ॥ ৫৪ ॥

বনেশা বৃন্দা পুরোঽগ্রে অরণ্যভাগং লোকয়ন্তৌ সমুৎকৌ নিজেশৌ রাধাকৃষ্ণৌ ॥ ৫৫ ॥

আলিঙ্গনাবসানে ঐ উষ্ণতার অভাব হওয়ায় কাতরচিত্ত সূর্য্যদেবকে আরাধনা করিয়াছিল, এই নিমিত্ত সূর্য্যদেব, অনুগ্রহপূর্ব্বক বিলম্ব করিয়া উদিত হওত এই শীতকালের রাত্রিকে দীর্ঘ করিয়াছেন ॥ ৫৩ ॥

রাসক্রীড়ায় কুমারীগণের কঙ্কুমান্বিত স্তনাবলী আমাদিগকে যে সুপক্ক নারঙ্গ ফলের স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল ইদানীং অগ্রবর্ত্তিনী সেই নারঙ্গফলাবলী "স্মরণ করিয়া দেওয়া রূপ" নিজ গুণ স্বধর্ম্মকে প্রকাশ করিতেছে অর্থাৎ স্তনাবলী স্মরণ করাইতেছে ॥ ৫৪ ॥

অনন্তর বৃন্দাবনের অধীশ্বরী বৃন্দাদেবী, শ্রীরাধাকৃষ্ণকে অগ্রবর্ত্তি বনভাগ অবলোকন করিতে সমুৎসুকচিত্ত দর্শন করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৫৫ ॥

প্রবিশদখিলজন্তূৎকম্পরোমাঞ্চকারী
ক্বচিদলঘুনগাধঃকোষ্ণতাশীতহারী।
মৃদুলিতরবিকান্তি দক্ষিণাশাগতার্কঃ
শিশিররুচিরনামা ভাত্যরণ্যৈকদেশঃ ॥ ৫৬ ॥
জবাবন্ধূকাভারুণবরদুকূলং দমনক-
প্রভাচোলীং কুন্দদ্যুতিসিতনিচোলং চ দধতী।

শিশিররুচিরনামা বনৈকদেশো ভাতি। প্রবিশতামখিলজন্তূনাং কম্পাদিকারী। ক্বাপি অলঘূনাং বৃহতাং নগানাং বৃক্ষাণাং অধঃকোষ্ণতা অল্পোষ্ণতা তয়া করণেন শীতহারী। মৃদুলিতা মৃদুলা ইব আচরিতা সূর্য্যস্য কান্তির্যত্র সঃ। দক্ষিণদিগ্‌গতোঽর্কো যত্র সঃ ॥ ৫৬ ॥

শিশির ঋতুলক্ষ্মী বাং যুবাভ্যাং প্রেম্ণা মিলতি। কীদৃশী? জবাবন্ধূকপুষ্পাণামাভয়া কান্ত্যা অরুণবর্ণং বরদুকূলং শ্রেষ্ঠবস্ত্রং দধতী। দমনকপ্রভয়া-

---

হে রাধে! হে কৃষ্ণ! শিশিররুচিরনামক এই বনের এক প্রদেশ শোভা পাইতেছে, আহা! এই বন—প্রবিষ্ট হইবা মাত্র জন্তুগণকে কম্পিত করিতেছে, কোন স্থানে অত্যুচ্চ বৃক্ষসকলের অধঃস্থিত ঈষৎ উষ্ণতায় শীতহরণ করিতেছে, তথা এই অরণ্যে সূর্য্যকিরণও মৃদুলের ন্যায় আচরণ করিতেছে এবং ইহাতে শ্রীসূর্য্যদেবও দক্ষিণদিকে গমন করিতেছেন অর্থাৎ দক্ষিণায়ন হইয়াছে ॥ ৫৬ ॥

এবং এই শীতঋতুর শোভা অধিক আর কি বর্ণন করিব, এই শীতঋতু ও বন্ধূকপুষ্পের প্রভায় অরুণবর্ণ উত্তমবস্ত্র, দমনকের অর্থাৎ দোনাপুষ্পের কান্তিতে কঞ্চুলী (কাঁচুলী) কুন্দপুষ্পের দ্যুতিতে শুক্লবর্ণ উত্তরীয় ধারণ করিয়া ভরদ্বাজ

ভরদ্বাজশ্রেণী-বিরুতিযুতহারীতরুতিভিঃ
স্তুবন্তীব প্রেম্ণা শিশিরঋতুলক্ষ্মী র্মিলতি বাম্ ॥ ৫৭ ॥
নিবিড়দলতরূণাং বাসরাদ্যন্তকালা-
গতরবিকরকোষ্ণে সূর্য্যকান্তাঙ্কিতেঽঙ্কে ।
মৃগততিরুপবিষ্টা মন্দরোমন্থরম্যা
প্রকটপুলকবাষ্পা বাং সমীক্ষ্যাভ্যুপৈতি ॥ ৫৮ ॥

চোলীং কঞ্চুকীং দধতী । কুন্দত্বাতিভিঃ সিতনিচোলং শুক্লোত্তরীয়ং চ দধতী। ভরদ্বাজপক্ষিশ্রেণীনাং বিশিষ্টরুতিভিঃ শব্দৈঃ সহ হারীতপক্ষিরুতিভিঃ স্তুবন্তীব ॥ ৫৭ ॥

নিবিড়ানি দলানি পত্রাণি যেষাং তেষাং তরূণামঙ্কে ক্রোড়ে কীদৃশে ? দিবসস্যাদ্যন্তকালে প্রাতরপরাহ্নে চাগতরবিকিরণেন কোষ্ণে অল্পোষ্ণে। সূর্য্যকান্তমণিনা যুতে উপবিষ্টা মন্দরোমন্থেন তৃণস্য মৃদুচর্ব্বণেন রম্যা মৃগততির্বাং যুবাং সমীক্ষ্য প্রকটপুলকবাষ্পা সতী অভ্যুপৈতি সমীপমায়াতি ॥ ৫৮ ॥

নামক পক্ষিশ্রেণীর উচ্চ ধ্বনির সহিত হারীতপক্ষীর রবদ্বারা স্তব করিতে করিতেই যেন তোমাদের উভয়ের সহিত প্রেম সহকারে সম্মীলিত হইতেছে ॥ ৫৭ ॥

আরও দেখ প্রাতঃকাল ও অপরাহ্নকালীন রবিকিরণে ঈষৎ উষ্ণ এবং সূর্য্যকান্ত মণিযুক্ত নিবিড়তর দলশালি বৃক্ষগণের ক্রোড়-প্রদেশে হরিণসকল মন্দ মন্দ রোমন্থে (তৃণচর্ব্বণে) রমণীয়মূর্ত্তি হইয়া এবং তোমাদের উভয়কে দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রকটিত পুলক ও বাষ্পজালে সমাকীর্ণ হইয়া আগমন করিতেছে ॥ ৫৮ ॥

ঋতাবস্মিন্ তেজঃক্ষতিরনুদিনং প্রাণসুহৃদাং
সরোজানাং নষ্টিঃ স্বসুখসময়াহ্নোঽপি লঘুতা।
তুষারৈশ্চণ্ডাংশোরপি মৃদুভিরুচ্চৈর্বত ! কৃতা
বিনৈকং বিশ্বেশং ভবতি ন হি কঃ কালবশগঃ ॥ ৫৭ ॥
প্রবলশিশিরভীত্যা ভানুরৌষ্ণ্যং স্ববিত্তং
স্তনযুগগিরিদুর্গে বল্লবীনাং ন্যধত্ত।

একং বিশ্বেশং ভগবন্তং বিনা কো বা কালবশগো নহি ভবতি। অন্যা কা বার্ত্তা। বত আশ্চর্য্যং। অস্মিন্ শিশিরঋতৌ মৃদুভিস্তুষারৈশ্চণ্ডাংশোঃ সূর্য্যস্যাপি উচ্চৈস্তেজসঃ ক্ষতিঃ ক্ষয়োঽনুদিনং কৃতা। চণ্ডাংশোঃ প্রাণসুহৃদাং সরোজানাং নষ্টির্নাশঃ কৃতা। স্বসুখসময়দিবসস্য লঘুতা কৃতা ॥ ৫৭ ॥

ভানুঃ প্রবলশিশিরভীত্যা বল্লবীনাং স্তনযুগরূপগিরিদুর্গে স্ববিত্তমৌষ্ণ্যং ন্যধত্ত। অমূভির্বল্লবীভিস্ত্বরিতং তৎ ঔষ্ণ্যং হে কৃষ্ণ! ভোগায় তব ভোগায় কৢপ্তং কৃতং তুভ্যং দত্তং। একস্য স্থাপিতং ধনং অন্যস্মৈ দানে ধর্ম্মাদিবিরুদ্ধিঃ স্যাত্ত-

---

আহা কি আশ্চর্য্য! এক জগৎপতি ভগবান্ ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি কালের বশীভূত না হয়? অন্যের কথা কি! দেখ, এই শীতকালে অতিশয় মৃদুতর হিমকণায় প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ডের তেজঃপুঞ্জ প্রতিদিন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, সূর্য্যদেবের প্রাণসমা সুহৃদ্ কমলিনী বিনষ্ট হইতেছে, তথা সূর্য্যদেবের স্বীয় সুখসময় দিবসও ক্ষয় হইয়া যাইতেছে ॥ ৫৭ ॥

বিশেষতঃ সূর্য্যদেব প্রবল শিশিরের ভয়ে গোপীগণের স্তনযুগলরূপ গিরিদুর্গে উষ্ণতারূপ স্বকীয় ধন ন্যস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন কিন্তু হে কৃষ্ণ! এই সকল গোপী তোমার উপভোগের নিমিত্ত ধন সত্বর তোমাকে সমর্পণ

ত্বরিতমিদমমূভিঃ কৃষ্ণভোগায় কৢপ্তং
প্রভবতি নহি গাঢ়প্রেম্নি ধর্ম্মাদ্যপেক্ষা ॥ ৬০ ॥
ইতি তদ্গিরা প্রমুদিতোঽত্র, শিশিরঋতুজাং বনশ্রিয়ম্।
বকরিপুরথ কলয়ন্ স, তদা ললিতং জগাদ নিজপ্রিয়াম্ ॥ ৬১
ভ্রমদিন্দিন্দিরবৃন্দং, সুন্দরি! শিশিরাগমং দিশত্যত্র।
মন্দাদরমরবিন্দে, বিন্দতি কুন্দে যদানন্দম্ ॥ ৬২।

ত্রাহ। গাঢ়প্রেম্নি ধর্ম্মাদ্যপেক্ষা নহি প্রভবতি প্রভুঃ সমর্থা ন ভবতি। কিম্বা প্রকর্ষেণ নহি ভবতীতি নিষেধস্যৈব প্রকর্ষঃ কিঞ্চিদপি ন ভবতীতি ফলিতার্থঃ ॥ ৬০ ॥

বৃন্দাগিরা প্রমুদিতঃ কৃষ্ণঃ ললিতং যথা স্যাৎ নিজপ্রিয়াং রাধাং জগাদ। শিশিরঋতুজামিতি। কৌমুদ্যাং "ঋত্যকঃ" ইতি সূত্রাং সন্ধে বিকল্পঃ। হরিনামামৃতেচ "ঋরয়াদ্বয়য়ো"রিতি সূত্রাৎ "হিমঋতাবপি তাঃ স্ম ভৃশান্বিদ" ইতি মাঘঃ ॥ ৬১ ॥

হে সুন্দরি অত্র বনপ্রদেশে ভ্রমদিন্দিন্দিরাণাং ভ্রমরাণাং বৃন্দং যদযস্মাৎ অরবিন্দে মন্দাদরং কুন্দে আনন্দঞ্চ বিন্দতি তস্মাৎ শিশিরাগমং দিশতি ॥ ৬২ ॥

করিয়াছেন, "যদি বল একের স্থাপিত ধন অন্যকে দান করিলে ধর্ম্ম বিরুদ্ধ হয়" এই বিষয়ে কহিতেছেন প্রেম গাঢ়তর হইলে ধর্ম্মাদির অপেক্ষা থাকে না, অথবা নিষেধের প্রকর্ষ কিছুই থাকে না ॥ ৬০ ॥

এই রূপে বকরিপু শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাদেবীর বচনে আনন্দিত হইয়া বর্ত্তমান শীতকালে শিশির ঋতুজন্য বনশোভা দর্শন করিয়া স্বপ্রিয়তমা শ্রীরাধাকে সুললিত স্বরে বলিতে লাগিলেন ॥ ৬১ ॥

হে সুন্দরি! দেখ এই বনপ্রদেশে ভ্রমমাণ ভ্রমর সকল, যখন পদ্মপুষ্পে

পশ্যেন্দিরেন্দিন্দিরবৃন্দসংযুতা

দংদহ্যমানং প্রবলৈর্হিমৈর্নিজম্ ।

বিহায় সম্প্রত্যরবিন্দমন্দিরং

কুন্দাবলৌ সুন্দরি ! মন্দিরীয়তি ॥ ৬৩ ॥

হিমানী রাহুসেনানী সূর্য্যং নির্জ্জেতুমক্ষমা ।

তস্মিন্ প্রণয়িনীং জ্ঞাত্বাজ্বালয়ৎ পদ্মিনীততিম্ ॥ ৬৪ ॥

ইন্দিন্দিরবৃন্দেন ভ্রমরসমূহেন সংযুতা ইন্দিরা লক্ষ্মীঃ প্রবলৈর্হিমৈঃ সম্প্রতি দংদহ্যমানং নিজং অরবিন্দমন্দিরং বিহায় ত্যক্ত্বা কুন্দাবলৌ মন্দিরমিব করোতীতি মন্দিরীয়তি। কমলে ভ্রমরৈঃ সহ যা শোভা আসীৎ অধুনা কুন্দপুষ্পে অভূদিত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

রাহোঃ সেনানী হিমানী সূর্য্যং নির্জ্জেতুমসমর্থা তস্মিন্ সূর্য্যে প্রণয়যুক্তাং পদ্মিনীততিং অজ্বালয়ৎ ॥ ৬৪ ॥

আদর পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুন্দকুসুমে হর্ষ লাভ করিতেছে, তখন জানাযায় অবশ্যই শীতঋতুর সমাগম হইতেছে ॥ ৬২ ॥

হে সুন্দরি ! এই দেখ ভ্রমরসকল দ্বারা সংযুতা লক্ষ্মী, স্বীয় মন্দির স্বরূপ অরবিন্দকে সম্প্রতি প্রবলতর হিমরাশিতে অত্যন্ত দগ্ধপ্রায় দর্শন করিয়া কুন্দাবলীকে মন্দিরের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন, অর্থাৎ প্রথমতঃ ভ্রমরদ্বারা কমলে যে শোভা হইয়াছিল, সম্প্রতি কুন্দপুষ্পে সেই শোভা প্রকাশ হইতেছে ॥ ৬৩ ॥

হে প্রিয়ে ! এই দেখ রাহুর সেনাপতিরূপ হিমানী (হিমরাশি), সূর্য্যকে

তোয়োত্থিতায়া ব্রজকন্যকাততেঃ
স্তনাবলী যাং স্মৃতিমানিনায় মে।
পাকোন্মুখী সদ্বদরীফলাবলী
তামত্র সা মৎস্মৃতিমানয়ত্যসৌ॥ ৬৫॥
হরিরথ দয়িতায়া বৃন্দয়ানীয় দত্তৌ
সিতমৃদুলজবান্তর্মঞ্জরীকর্ণপূরৌ।

বস্ত্রাহরণদিনে তোয়াদুত্থিতায়া ব্রজকন্যকাততেঃ স্তনাবলী যাং পাকোন্মুখীং সদ্বদরীফলাবলীং মে মম স্মৃতিং আনিনায় প্রাপয়ামাস। সা অসৌ পাকোন্মুখী সদ্বদরীফলাবলী অত্র বনে তাং স্তনাবলীং মম স্মৃতিং আনয়তি প্রাপয়তি॥ ৬৫॥

হরির্বৃন্দয়া আনীয় দত্তৌ সিতমৃদুলজবা সুগন্ধপুষ্পবিশেষোঽন্তর্মধ্যে যয়োস্তৌ। মঞ্জরীরূপকর্ণপূরৌ কর্ণভূষণে সপুলককরকম্পং যথা স্যাত্তথা দয়ি-

---

পরাজয় করিতে অসমর্থ হইয়া পদ্মিনীকে ঐ সূর্য্যদেবে অত্যন্ত প্রণয়যুক্তা জানিতে পারিয়া উহাকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছে॥ ৬৪॥

হে প্রিয়তমে! আর দেখ, বস্ত্রহরণের দিনে ব্রজকুমারীগণ জল হইতে উত্থিত হইলে তাঁহাদিগের স্তনাবলী যে পাকোন্মুখ উত্তম বদরীফলকে মদীয় স্মৃতিপথে আনয়ন করিয়াছিল, সেই এই পাকোন্মুখী বদরীফলাবলী এই বনে আমাকে সেই স্তনাবলী স্মরণ করাইয়া দিতেছে॥ ৬৫॥

অনন্তর বৃন্দাদেবী, যাহার মধ্যভাগে শ্বেত ও মৃদুল জবা সংযুক্ত রহিয়াছে এতাদৃশ মঞ্জরীনির্ম্মিত কর্ণভূষণ আনয়ন করিয়া সমর্পণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ পুলকিতাঙ্গ ও কম্পিতকরে ঐ কর্ণভূষণ শ্রীরাধার কর্ণযুগলে পরিধান করাইয়াছিলেন

সপুলককরকম্পং কর্ণয়োঃ সংন্যধত্ত
শ্রুতিযুগমনু তস্যৈষাপি কৌন্দাবতংসৌ ॥ ৬৬ ॥
রাধায়াঃ করপঙ্কজেঽথ নিহিতা কৌন্দী মুদা বৃন্দয়া
যা মালা লঘুলোহিতোৎপলকুলস্রগ্‌দীপ্তিমেষা দধে।
সূক্ষ্মেন্দীবরমাল্যরোচিরনয়া কৃষ্ণস্য কণ্ঠেঽর্পিতা
তেনাস্যা হৃদি যোজিতা সপুলকে চাম্পেয়মাল্যদ্যুতিম্ ॥৬৭॥

তায়া রাধায়াঃ কর্ণয়োঃ সংন্যধত্ত। এষা রাধাপি তস্য কৃষ্ণস্য শ্রুতিযুগে তথা কৌন্দাবতংসৌ সংন্যধত্ত ॥ ৬৬ ॥

বৃন্দয়া রাধায়াঃ করপঙ্কজে কৌন্দী কুন্দনির্ম্মিতা যা মালা নিহিতা এষা মালা রাধাকরস্যারুণিম্না লঘুলোহিতোৎপলকুলস্য স্রগ্‌দীপ্তিং দধে। অনয়া রাধয়া কৃষ্ণস্য কণ্ঠে সা মালা অর্পিতা সতী কৃষ্ণাঙ্গকান্ত্যা সূক্ষ্মেন্দীবরস্য নীলোৎপলস্য মাল্যরোচিঃ কান্তিং দধে। তেন কৃষ্ণেন সপুলকে অস্যা রাধায়া হৃদি যোজিতা সা মালা রাধাঙ্গকান্ত্যা চাম্পেয়মাল্যদ্যুতিং দধে। একা কুন্দমালা সংসর্গজন্যবর্ণত্রয়যুক্তা অভূদিত্যর্থঃ ॥ ৬৭ ॥

এবং শ্রীরাধাও শ্রীকৃষ্ণের কর্ণযুগলের ঐ রূপ কুন্দপুষ্পের কর্ণভূষণ পরাইয়া দিলেন ॥ ৬৬ ॥

তৎপরে, বৃন্দাদেবী, শ্রীরাধার করকমলে যে কুন্দরচিত মালা সমর্পণ করিয়াছিলেন সেই মালা তাঁহার করপদ্মের রক্তিমা দ্বারা ঈষৎ রক্তবর্ণ উৎপলমালার প্রভাধারণ করিল, তৎপরে শ্রীরাধাকর্তৃক ঐ মালা শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে অর্পিতা হইলে পুনর্ব্বার উহা সূক্ষ্মতম নীলোৎপলমালার কান্তি ধারণ করিল, তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ পুনর্ব্বার যখন ঐ মালা, শ্রীরাধার কৃষ্ণাঙ্গস্পর্শে পুলকিত হৃদয়ে সংযোজন করিলেন, তখন উহা আবার শ্রীরাধার অঙ্গকান্তিদ্বারা চম্পকমালার কান্তি ধারণ করিল ; কি আশ্চর্য্য ! এক কুন্দপুষ্পের মালা, সংসর্গজন্য ত্রিবিধ বর্ণে সংক্রান্ত হইয়াছে ॥ ৬৭ ॥

স্মেরা বিশাখাহবদদেতদদ্ভুতং
সুকোমলা পশ্যত কুন্দবল্লিকা।
একৈব পুষ্পিণ্যনিশং স্মরোন্মদৈঃ
ক্রমোৎক্রমাভ্যাং ভ্রমরৈঃ প্রপীয়তে ॥ ৬৮ ॥
চিত্রাব্রবীৎ সাধ্বি! ন চিত্রমেতৎ
সৌভদ্রমেষাং রমণং যদস্যাম্।

স্মেরা বিশাখাহ। এতৎ অদ্ভুতং পশ্যত। একৈব সুকোমলা কুন্দবল্লিকা-হনিশং সদা পুষ্পিণী স্মরোন্মদৈঃ স্মরোন্মত্তৈ র্ভ্রমরৈঃ ক্রমোৎক্রমাভ্যাং প্রপীয়তে। ইতি কুন্দবল্লিকেতি পরিহাসাক্ষিপ্তত্ন্নামগোপীপক্ষে। অদ্ভুতং তন্নুলতা-পক্ষে। গোপীপক্ষে তু পুষ্পিণী ঋতুমতী। ভৃঙ্গৈঃ পুরুষৈঃ। অদ্ভুতমতি পরিহাসেন নিন্দা॥ ৬৮ ॥

শ্রীচিত্রা তৎ দ্রঢ়য়ন্তী সতী সমাদধাতি। হে সাধ্বি বিশাখে! অমীষু ভ্রমরেষু অনুরাগবত্যাং অস্যাং কুন্দলতায়াং এষাং ভ্রমরাণামেতৎ রমণং যদাস্যাৎ সৌভদ্রং। স্বার্থেহণ্। সুমঙ্গলং সুখদং বিভাতি তস্মাচ্চিত্রং ন। কথমিব? যথা প্রচেতঃস্বনুরাগবত্যাং বার্ক্ষ্যাং কন্যায়াং প্রচেতসাং রমণং সুমঙ্গলং তথা গোপীপক্ষে তু সুভদ্রেহস্যাঃ পতিস্তস্য রমণং যস্মাদস্যাঃ বিভাতি তস্মা-

তখন হাস্যমুখী বিশাখা কহিলেন, হে বৃন্দাবনাধীশ্বর রাধাকৃষ্ণ! এই আশ্চর্য্য দেখ; একটি সুকোমল কুন্দলতা, পুষ্পিণী অর্থাৎ পুষ্পযুক্তা হইয়াছে কিন্তু কন্দর্পমত্ত ভ্রমরগুলি ক্রমোৎক্রমে অর্থাৎ ক্রমে ও বিপরীতক্রমে ইহাই পান করিতেছে। তাৎপর্য্য। ইহার অর্থান্তর এই যে, কুন্দলতানাম্নী গোপী পুষ্পিণী অর্থাৎ ঋতুমতী, কামুক পুরুষ কর্তৃক অনুলোমবিলোমে (বিপরীতভাবে) উপ-ভুক্তা হইতেছে, ইহা পরিহাস উক্তি॥ ৬৮॥

বিশাখার ঐ বাক্যকে চিত্রা সখী সুদৃঢ় করিয়া সমাধান পূর্ব্বক কহিতে-ছেন, হে সাধ্বি! বিশাখে! এই ভ্রমর সকলের প্রতি অনুরাগবতী এই

বিভাব্যমেতৎ কলানুরাগবত্যাং
প্রচেতসাং মারিষয়েব বার্ক্ষ্যাম্ ॥ ৬৯ ॥

যেষাং ভ্রমরাণাং ইহৈব পুরুষাণাং এতৎ রমণং সৌভদ্রং রমণযুক্তাং ন চিত্রং। সৌভদ্ররমণপাত্র্যাং সৌভদ্ররমণমুচিতমেব ইত্যর্থঃ। এতৎ সর্ব্বং লীলাংশে সিদ্ধান্তস্তু শ্রীকৃষ্ণশক্তীনাং শ্রীকৃষ্ণৈককান্তানাং শ্রীমদ্ব্রজসুন্দরীণাং ঋত্বাদিকঃ সামান্যস্ত্রীধর্ম্মোঽপি পতিসঙ্গশ্চ নাস্তি। তথাহি,—"আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিস্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভির্" ইতি। "শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষ" ইতি। "নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া। মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান দারান্ ব্রজৌকসঃ"। "ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গম" ইত্যাদি প্রমাণানি প্রসিদ্ধানি। ৬৯॥

কুন্দলতায় ভ্রমরগণের এই রমণ (বিহার) যখন সুখপ্রদ রূপে প্রকাশ পাইতেছে তখন ইহা বিচিত্র নয়, যেমন প্রচেতাগণের প্রতি অনুরাগিণী বার্ক্ষীনাম্নী কন্যায় প্রচেতাদিগের রমণ সুমঙ্গল হইয়াছিল, তদ্রূপ। গোপীপক্ষে সুভদ্রনামে ইহার পতি, তাঁহার রমণ যখন ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে তখন এই ভ্রমরগণের অথবা পুরুষগণের এই রমণ সৌভদ্র রমণ ইহাতে আশ্চর্য্য নহে, যে হেতু সৌভদ্র রমণের পাত্রীতে সৌভদ্র রমণই উচিত হয়*। ৬৯॥

---

* তাৎপর্য্য, এই যাহা যাহা বর্ণনকরা হইল, তৎসমুদায় লীলাংশে জানিতে হইবে। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রীকৃষ্ণের একান্তকান্তা শ্রীব্রজসুন্দরীগণের ঋতু প্রভৃতি সামান্য নারীধর্ম্ম ও পতিসঙ্গ সম্ভবই নাই। এই বিষয়ে ব্রহ্মসংহিতার ৩৭ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, যাঁহারা আনন্দ চিন্ময় রসদ্বারা প্রতিভাবিতা এবং হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তি বিশেষ ও নিজপত্নী রূপে প্রতীয়মান সেই সকল গোপীগণের সহিত যিনি গোলোকে নিত্য বাস করিতেছেন, সেই অখিলভূতের আত্মস্বরূপ আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি। এবং উক্ত ব্রহ্মসংহিতার ৫৬ শ্লোকে বলিয়াছেন যে—শ্রীকৃষ্ণের নিত্য ধামে যত ললনাগণ

কৌন্দ্যাললাপ কলয়াদ্ভুতমালি ! ফুল্লান্
স্বান্ স্বান্ নিজান্তিকগতানপি বন্ধুজীবান্ ।

কৌন্দী সর্ব্বাঃ প্রত্যাক্ষিপ্য তাং চিত্রামাললাপ, হে আলি চিত্রে ! অদ্ভুতাং কলয় পশ্য । শতশো ভ্রমর্য্যো ধৈর্য্যরহিতাঃ সত্যঃ ফুল্লানপি নিজান্তিকগতানপি

অতঃপর কুন্দলতা নিখিল সখীগণকে ভৎর্সনা করিয়া চিত্রাদেবীর সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন,—

তাঁহারা সকলেই লক্ষ্মীরূপা, যত পুরুষগণ—সে সকলই পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণরূপ, যত বৃক্ষ, সে সকলই কল্পতরু স্বরূপ, যে ভূমি—সেই চিন্তামণিগণ মণ্ডিতবেদী, যে জল—তাহা অমৃত, যে কথা—তাহাই গান, যে গমন, তাহাই নাট্যরূপ (নৃত্য), তাঁহার বংশীই, প্রিয়তমা সখীস্বরূপা, কারণ ঐবংশিকাই শ্রীকৃষ্ণের সুখস্থিতি শ্রবণ করাইয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণের চিৎ ও আনন্দময় জ্যোতিই চন্দ্র সূর্য্যাদিরূপে জগদ্ভাসক হয়েন অর্থাৎ নিত্য বৃন্দাবনে নিত্য, সত্য ও মুক্তস্বভাব গোবিন্দজ্যোতিই নিত্য চন্দ্র সূর্য্যরূপে সমান সমুদিত আছেন। এবং দশমস্কন্ধের ৩৩ অধ্যায়ে ৩৭ শ্লোকে শ্রীশুক বলিয়াছেন যে, হে রাজন্ ! ব্রজবাসি জন সকল শ্রীভগবানের মায়ায় মোহিত হইয়া ছিলেন অতএব তাঁহার ঐ রূপ আচরণেও তাঁহার প্রতি অসূয়া করেন নাই, ফলতঃ ভগবন্মায়ায় তাঁহারা নিজ ২ পত্নীগণকে স্বস্ব পার্শ্বেই অবস্থিত বোধ করিতেন এই বিষয়ে উজ্জ্বলনীলমণির কৃষ্ণবল্লভাপ্রকরণে ১৯ অঙ্কে বলিয়াছেন,—

মায়াকলিততাদৃক্ স্ত্রী শীলনেনানুসূয়িভিঃ ।
ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ ॥

অস্যার্থঃ। যদিচ গোপিকাসকল পরোঢ়া ছিলেন তথাচ তাঁহাদের পতির সহিত সঙ্গম হয় নাই, অভিসারাদি কালে যোগমায়া কল্পিত তাদৃক্ গোপী মূর্ত্তি গৃহান্তর্বর্ত্তিনী দর্শন করিয়া গোপগণের এরূপ বোধ হইত যে আমার পত্নী আমার গৃহেই আছে, সুতরাং তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়াভাব প্রকাশ করেন নাই। ইত্যাদি বহুবিধ প্রমাণ প্রসিদ্ধ রহিয়াছে।

সংত্যজ্য ধৈর্য্যরহিতা নববন্ধুজীব-
মেকং পিবন্তি তমিমং শতশো ভ্রমর্য্যঃ ॥ ৭০ ॥
চিত্রাহ সারগ্রহিলাতিপূতা
কৃষ্ণত্বিড়ুদ্যন্মধুমাত্রবৃত্তিঃ।

অতএব স্বান্ স্বান্ বন্ধুজীবান্ বন্ধুজীবপুষ্পাণি সংত্যজ্য একমপি তং প্রসিদ্ধং ইমমঙ্গুলীনির্দ্দিষ্টং নবং বন্ধুজীবং পিবন্তি। শ্লিষ্টপক্ষে শতশো ভ্রমর্য্য ইব ভ্রমর্য্যো গোপ্যঃ অর্থাদিমাঃ ফুল্লানপি নিজান্তিকগতান্ নিজগৃহস্থিতানপি স্বান্ স্বানপি বন্ধুজীবান্ বন্ধূনাং নিজনিজকুলানাং জীবনতুল্যানাপ পতীন্ পাণিগ্রাহকান্ সংত্যজ্য একমপি তমিমং বন্ধুজীবং বন্ধুশ্চাসৌ জীবশ্চেতি তং। বধ্নাতে অস্মিন্নিতি বন্ধুঃ জীবস্য বন্ধুঃ বন্ধুজীবঃ রাজদন্তাদিবৎ। তং শ্রীকৃষ্ণং পিবন্তি ভজন্তি ॥ ৭০ ॥

চিত্রা প্রত্যুত্তরমাহ কৃষ্ণস্য ত্বিড়িব ত্বিট্ কান্তি র্যস্যাঃ অতএবাতিপূতা কৃষ্ণমুরলীগানবৎ। পঞ্চমগানে গুর্ব্বী শ্রেষ্ঠা ভৃঙ্গীততিঃ। যত্রাতিশুদ্ধং মধু তত্র সক্তা আসক্তা যতঃ সারগ্রহিলা সারগ্রাহিণী। উদ্যন্তী মধুমাত্রং বৃত্তি-

---

সখি! চিত্রে! আশ্চর্য্য দেখ, শত শত ভ্রমরীসকল অধৈর্য্য হইয়া স্বীয় নিকটস্থ প্রফুল্লিত বন্ধুজীব (বাঁধুলি) সমূহকে পরিত্যাগ করিয়া এই একটী নূতন বন্ধুজীবকে চুম্বন করিতেছে। শ্লেষ পক্ষে। ভ্রমরীস্বরূপ শত শত গোপী, স্বসমীপবর্ত্তি ও নিজগৃহস্থিত স্ব স্ব বন্ধুজীব অর্থাৎ আপন আপন কুলের জীবন তুল্য পতি (পাণিগ্রাহক) গণকে পরিত্যাগ করিয়া বন্ধুজীব শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করিতেছে ॥ ৭০ ॥

চিত্রা প্রত্যুত্তর করিলেন, যাহার কান্তি—কৃষ্ণকান্তি সদৃশ অতএব অন্তঃপবিত্র ও মধুমাত্রই যাহার জীবনোপায় এবং শ্রীকৃষ্ণের বংশীগানের ন্যায় পঞ্চমস্বরে গান করিতে অতি সক্ষমা ভ্রমরীসকল যে স্থানে অতি বিশুদ্ধ মধু রহিয়াছে সেই স্থানেই গিয়া আসক্ত হয়, যে হেতু তাহারা সারগ্রাহিণী—

ভৃঙ্গীততিঃ পঞ্চমগানগুর্ব্বী
যত্রাতিশুদ্ধং মধু তত্র সক্তা ॥ ৭১ ॥
তাং নর্ম্মণাথ দয়িতাং হরিরাবভাসে
রাধে ! তবাতুলগুণৈ বিধুতাভিমানা ।
শ্রীঃ সাপি নার্হতি তবানুগতিং কুতোঽন্যাঃ
শ্রুত্বেতি সাপি হরিণা সহ সংললাপ ॥ ৭২ ॥

জীবনোপায়ো যস্যাঃ সা শ্লিষ্টপক্ষে কৃষ্ণা ত্বিট্ কান্তি র্যস্যাঃ । "তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজু"রিতি । কিম্বা কৃষ্ণস্য ত্বিট্ কান্তি র্যস্যাঃ সকাশাৎ । "তত্রাতিশুশুভে তাভি র্ভগবান্ দেবকীসুত" ইতি । কিম্বা চন্দ্রস্য চন্দ্রিকাবৎ কৃষ্ণস্য ত্বিট্ কান্তিরূপা সা অতিপূতা পঞ্চমগানগুর্ব্বী ভৃঙ্গীততি র্গোপীততিঃ । যত্র মধু মধুবদাস্বাদ্যমানত্বাৎ সর্ব্বসারত্বাচ্চ মধু প্রেম তত্রাসক্তা । যতঃ সারগ্রাহিণী প্রেমমাত্রং বৃত্তিঃ প্রাণধারণং যস্যাঃ সা ॥ ৭১ ॥

অথ হরিস্তাং প্রসিদ্ধাং দয়িতাং শ্রীরাধাং পরিহাসেনাহ । হে রাধে সা প্রসিদ্ধা শ্রীর্লক্ষ্মী রপি তবাতুলগুণৈ র্বিধৃতাভিমানা সতী তবানুগতিং নার্হতি । অন্যাঃ কুতঃ "নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ ! উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ । রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ্যা লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণা"মিত্যাদ্যুক্তেঃ । ইতি শ্রুত্বা সা শ্রীরাধা হরিণা সহ সংললাপ । "সংলাপো ভাষণং মিথঃ" ॥ ৭২ ॥

শ্লেষ পক্ষে । শ্রীকৃষ্ণের কান্তিসদৃশী অথবা যাহা হইতে শ্রীকৃষ্ণেরও কান্তি হয় কিম্বা চন্দ্রের চন্দ্রিকার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের কান্তি স্বরূপা, অতিপবিত্রা, সার গ্রাহিণী অর্থাৎ প্রেমমাত্রই জীবনোপায় ও পঞ্চমগানে নিপুণা ভৃঙ্গীততি অর্থাৎ গোপীসকল যে স্থানে মকরন্দ তুল্য আস্বাদ্য ও সর্ব্ব বস্তুর সারত্ব প্রযুক্ত প্রেমনিরত বর্ত্তমান, তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণে অত্যন্ত আসক্ত হইয়াথাকে ॥ ৭১ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রাণেশ্বরী শ্রীরাধাকে পরিহাস পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন হে রাধে! সেই প্রসিদ্ধা লক্ষ্মীদেবী ত্বদীয় নিরুপম গুণ সমূহে স্বীয়াভিমান পরিত্যাগ করিয়া ও যখন তোমার অনুগামিনী হইতে যোগ্য হইতেছেন না

সা। শ্রীঃ। ত্বং স্ত্রী ॥ ৭৩ ॥*

যৎ ত্বম্। সা শ্রীঃ ॥ ৭৪ ॥

গোপস্ত্রীণাম্। শ্রীত্বং কস্মাৎ ॥ ৭৫ ॥

গোপস্ত্রীশঃ। শ্রীশো যস্মাৎ ॥ ৭৬ ॥

ছন্দোমঞ্জর্য্যাদ্যুক্তচতুরক্ষরাদিচ্ছন্দোবৃদ্ধিক্রমেণাহ—শ্রীরাধাহ—সা শ্রীস্তব স্ত্রী ॥ ৭৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ,—যৎ যস্মাৎ ত্বং সা শ্রীঃ ॥ ৭৪ ॥

শ্রীরাধাহ। গোপস্ত্রীণামস্মাকং শ্রীত্বং লক্ষ্মীত্বং কস্মাৎ ॥ ৭৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ। যস্মাৎ গোপস্ত্রীশোঽহং শ্রীশঃ তস্মাৎ যূয়ং শ্রিয়ঃ ॥ ৭৬ ॥

তখন অন্য স্ত্রীগণ কোথায়? এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিলেন ॥ ৭২ ॥

তৎপর, ছন্দোমঞ্জরী প্রভৃতি ছন্দোগ্রন্থোক্ত "শ্রী" প্রভৃতি একাক্ষর ছন্দ হইতে চতুরক্ষরাদি এক এক বর্ণ বৃদ্ধি করিয়া শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের পরস্পর উত্তর প্রত্যুত্তর সমক্ রূপে নিরূপিত হইতেছে—

শ্রীরাধা কহিলেন,—কৃষ্ণ! সেই লক্ষ্মী তোমার পত্নী ॥ ৭৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন যে হেতু তুমি সেই লক্ষ্মী ॥ ৭৪ ॥

শ্রীরাধা। গোপস্ত্রীগণের লক্ষ্মীত্ব কোথায়? ॥ ৭৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। আমি যখন গোপস্ত্রীর পতি হইয়াও লক্ষ্মীপতি, তখন তোমারা ও লক্ষ্মী ॥ ৭৬ ॥

---

* এই একাক্ষর প্রভৃতি ছন্দঃ, ছন্দোমঞ্জরী আদি ছন্দোগ্রন্থে বিবৃত রহিয়াছে, অতএব তদভিজ্ঞ পণ্ডিতগণের পক্ষে ও তদতিরিক্ত জনসাধারণের অনাবশ্যক বিবেচনায় দেওয়া হইল না।

ব্যক্তস্তে নারীত্বে।
লোলায়া রাগোঽস্যাঃ॥ ৭৭ ॥
সত্যং মে নারীত্বম্।
প্রাপ্তা সা ত্বদ্রূপা॥ ৭৮ ॥
বেণুনাকর্ষিতা।
মৃগ্যপি ত্বৎপ্রিয়া॥ ৭৯ ॥
ত্বৎসদৃগ্লোচনা।
তন্মৃগী মৎপ্রিয়া॥ ৮০ ॥

শ্রীরাধাহ। অস্যা লোলায়াশ্চঞ্চলায়াঃ লক্ষ্যাস্তে নারীত্বে দেবিত্বং বিহায় নররূপস্য তব পত্নীত্বে রাগো ব্যক্তঃ। "যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনা চরত্তপো বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতে"ত্যাদিঃ॥ ৭৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ। ত্বদ্রূপা সা শ্রীঃ সত্যং মে নারীত্বং প্রাপ্তা॥ ৭৮ ॥

শ্রীরাধাহ। বেণুনাকর্ষিতা মৃগী অপি তব প্রিয়া॥ ৭৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ। যস্মান্মৃগী তব লোচনয়োঃ সদৃশে লোচনে যস্যাঃ সা তস্মাৎ মম প্রিয়া॥ ৮০ ॥

শ্রীরাধা। স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে যে তোমার এই চঞ্চলা লক্ষ্মীর নারীত্ব বিষয়ে অর্থাৎ দেবীত্ব ত্যাগ করিয়া নররূপি তোমার পত্নীত্বে অনুরাগ আছে॥ ৭৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। তোমার স্বরূপা সেই লক্ষ্মী সত্যই আমার নারিত্বে প্রাপ্ত হইয়াছে (অর্থাৎ তুমিই সেই লক্ষ্মী)॥ ৭৮ ॥

শ্রীরাধা। বেণুনাদে আকর্ষিতা হরিণীও তোমার প্রিয়া॥ ৭৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। মৃগী যখন তোমার লোচন সদৃশ নয়ন ধারণ করিয়াছে তখন সেই অবশ্যই আমার প্রিয়া॥ ৮০ ॥

কান্ত্যা নাম্না সাম্যং প্রাপ্তা।
ভাস্বৎ-কন্যা সা তে কান্তা ॥ ৮১ ॥
সালীয়ং তে শাখাহীনা।
কান্তেয়ং মে সা ত্বদ্রূপা ॥ ৮২ ॥
বক্ষসি ভৃঙ্গীপঙ্‌ক্তিরিয়ন্তে।
সা স্রজি সুপ্তাস্তে রমণীব ॥ ৮৩ ॥
অলকাবলী-সদৃশীহ তে।
যদসৌ সদা মম তৎপ্রিয়া ॥ ৮৪ ॥

শ্রীরাধাহ। ভাস্বৎকন্যা যমুনা কৃষ্ণকান্ত্যা কৃষ্ণানাম্নাচ সাম্যং প্রাপ্তা ॥ ৮১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ। তে তব যা ইয়ং আলী শাখারহিতা বিশাখা ইয়ং। মে কান্তা সা বিশাখা ত্বদ্রূপা ॥ ৮২ ॥

শ্রীরাধাহ। প্রসিদ্ধেয়ং সা ভৃঙ্গীপঙ্‌ক্তি স্তে রমণীব। স্রজি তে বক্ষসি সুপ্তা আস্তে অত ইয়ং তে রমণী ॥ ৮৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ। অসৌ ভ্রমরপঙ্‌ক্তি র্যদযস্মাং তে অলকাবল্যাঃ সদৃশী যত্তস্মাৎ সদা মম প্রিয়া ॥ ৮৪ ॥

শ্রীরাধা। সূর্য্যতনয়া যমুনা কৃষ্ণকান্তি দ্বারা "কৃষ্ণা" এই নামে তোমার সাম্য প্রাপ্ত হইয়াছে, এজন্য যমুনা তোমার কান্তা ॥ ৮১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। এই আমার যে সখী—শাখারহিতা অর্থাৎ বিশাখা ইনি আমার কান্তা, যে হেতু ইনি তোমার সদৃশী হইয়াছেন ॥ ৮২ ॥

শ্রীরাধা। প্রসিদ্ধ এই ভৃঙ্গী পঙ্‌ক্তি তোমার রমণীর ন্যায়, তোমার বক্ষঃস্থলে শয়ন করিয়া রহিয়াছে অতএব এ তোমারি রমণী ॥ ৮৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। হে রাধে! এই ভৃঙ্গী পঙ্‌ক্তি যখন তোমার অলকাবলীর সদৃশী তখন এ সর্ব্বদা আমার প্রিয়া ॥ ৮৪ ॥

নীলোৎপলমৃদ্বী মূর্তি স্তনুমধ্যা।
সপ্তাহমগমন্তে দধ্রে কথমেষা ॥ ৮৫ ॥
অঙ্গঃ কথমুচ্চৈর্হেমাচলযুগ্মম্।
মৃদ্বী তব মূর্ত্তির্ধত্তে হৃদি নিত্যম্ ॥ ৮৬ ॥
বিয়োগাসহিষ্ণুঃ প্রিয়া সোমরাজী।
কলাভি র্বিভিন্না হৃদি ভ্রাজতে তে ॥ ৮৭ ॥
শশিবদনায়া স্তব নখপঙ্ক্তিঃ।
মনসি ধৃতা মে বহিরপি সাভূৎ ॥ ৮৮ ॥

শ্রীরাধাহ। এষা তে মৃদ্বী মূর্তিঃ অগং গোবর্দ্ধনং কথং দধ্রে ॥ ৮৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ। ময়া সপ্তাহং পর্ব্বতো ধৃত এব মৃদ্বী মূর্ত্তি নিত্যং সুমেরু-যুগ্মং ধত্তে ॥ ৮৬ ॥

শ্রীরাধা। বিয়োগাসহিষ্ণুঃ কলাভির্বিভিন্না প্রিয়া সোমরাজী তত্তুল্যা-স্বর্ণরেখা তে হৃদি বিরাজতে ॥ ৮৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ। মনসি ধৃতা তে নখপঙ্ক্তি র্মে বহিরপি সাভূৎ ॥ ৮৮ ॥

শ্রীরাধা। হে কৃষ্ণ! তোমার এই নীলোৎপল সদৃশী কোমলা ও তনুমধ্যা অর্থাৎ ক্ষীণমধ্যা মূর্ত্তি, কি প্রকারে সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত গিরিবর গোবর্দ্ধনকে ধারণ করিয়াছিল? ॥ ৮৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। আমি ত সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত একটী মাত্র গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকেই ধারণ করিয়াছি কিন্তু ত্বদীয় সুকোমলমূর্ত্তি কি প্রকারে অত্যচ্চ দুইটী সুমেরু অনায়াসে নিয়ত কাল হৃদয়মধ্যে ধারণ করিয়া রহিয়াছে ॥ ৮৬ ॥

শ্রীরাধা। "সোমরাজী" অর্থাৎ তৎসদৃশী সুবর্ণরেখা বিয়োগ সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া কলাচয়ে বিভক্ত হওত তোমার হৃদয়ে প্রিয়ার ন্যায় বিরাজ করিতেছে ॥ ৮৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি চন্দ্রবদনা; ত্বদীয় নখশ্রেণী সর্ব্বদা আমি মনোমধ্যে ধারণ করিয়া থাকি, তাহা এখন বাহিরেও প্রকাশ পাইতেছে ॥ ৮৮ ॥

ব্রততিততিরিয়ং সততমধুমতী।
ভ্রমরযুগপি তে মুদমতিতনুতে ॥ ৮৯ ॥
সদধরমিব তে কিশলয়নিচয়ম্।
বহতি চ কুসুমং স্মিতমিব যদিয়ম্ ॥ ৯০ ॥
কুমারললিতেয়ং কুমারললিতাঙ্গী।
সুমাররণশূরা কুমারজননীব ॥ ৯১ ॥

শ্রীরাধাহ। সদা মধুযুতা ইয়ং ব্রততিততির্লতাশ্রেণী ভ্রমরযুগপি তে তব অতিমুদং তনুতে ॥ ৮৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ। ইয়ং ব্রততিততি র্যস্মাৎ তে সদধরমিব নবপল্লবসমূহং তে স্মিতমিব কুসুমঞ্চ বহতি। অতো মে মুদং তনুতে ॥ ৯০ ॥

শ্রীরাধাহ। কুমারয়তি ক্রীড়তীতি কুমারস্তৎ সম্বোধনং। "কুমার ক্রীড়ায়াং" ধাতুঃ। হে কুমার! ইয়ং ললিতা কুমারে ক্রীড়ায়াং। কিম্বা কুমারস্য ভাবঃ কুমারং ভাবেহণ্ তস্যাণিত্বং কৌমারমিত্যর্থঃ। তদভিব্যাপ্য ললিতং মনোজ্ঞং অঙ্গং যস্যাস্তথাভূতাপি শোভনং যথাস্যাৎ তথা মারস্য কন্দর্পস্য রণে শূরা কুমারজননী পার্ব্বতীব ॥ ৯১ ॥

শ্রীরাধা। নিয়ত মধুযুক্ত এই লতাশ্রেণী ভ্রমরযুক্ত হইয়াও তোমার অত্যন্ত হর্ষ বিস্তার করিতেছে ॥ ৮৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। এই লতাগণ যখন তোমার সুরম্য অধরের ন্যায় নবপল্লব সমূহ এবং তোমার হাস্য সদৃশ পুষ্প শ্রেণীকে বহন করিতেছে তখন এ আমার আনন্দ বিস্তার করিবে না কেন? ॥ ৯০ ॥

শ্রীরাধা। হে কুমার! শ্রীকৃষ্ণ! এই কুমারী ললিতা, কুমারজননী পার্ব্বতীর ন্যায় শোভন মদনসমরে পণ্ডিতা অর্থাৎ পার্ব্বতী যেমন কামদেবের যুদ্ধে তৎপরা তদ্রূপ কুমারী ললিতাও কন্দর্পযুদ্ধে পারদর্শিনী ॥ ৯১ ॥

বচঃসমরশূরা সুকণ্ঠি ! ললিতেয়ম্ ।
সুমাররণহূতা পলায়নপরাস্তে ॥ ৯২ ॥
সৌবর্ণাম্বুজকোষে লগ্না ভাত্যলিপঙ্‌ক্তিঃ ।
বক্ষোজোপরি চিত্রা যদ্বত্তে মদলেখা ॥ ৯৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ। হে সুকণ্ঠি ! ইয়ং ললিতা বচঃসমরে বাগ্‌যুদ্ধে শূরা সুমাররণে হূতা শোভনকন্দর্পযুদ্ধে আহূতা সতী পলায়নপরা আস্তে ভবতি ॥ ৯২ ॥

সর্ব্বেষামেব ব্রজবাসিনাং যথাযোগ্যচেষ্টামাত্রস্য কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যত্বেন শ্রীরাধিকায়া উৎকর্ষশ্রবণেন শ্রীকৃষ্ণস্যাপারসুখং জ্ঞাত্বৈব যথা সখীভিঃ শ্রীরাধিকায়াঃ প্রত্যঙ্গস্যানেকবিধোপমাচাতুর্য্যবৈদগ্ধ্যাদিভঙ্গ্যা শ্রীকৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিঃ ক্রিয়তে ; তথৈব শ্রীরাধিকায়া অবজ্ঞাবোধকবাক্যে ততোঽধিকসুখং জ্ঞাত্বৈব শ্রীরাধয়া প্রশ্নঃ কৃতঃ। তেন স্ববাঞ্ছাপূর্ত্তিং কৃত্বা পুনস্তস্যা বাঙ্‌-মাধুরীমাস্বাদয়িতুং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণঃ পৃচ্ছতি সৌবর্ণেতি শ্রীকৃষ্ণ আহ। তে বক্ষোজোপরি মৃগমদস্য লেখা যদ্বৎ চিত্রা মনোহরা তথা সুবর্ণপদ্মকোষে লগ্না ভ্রমরপঙ্‌ক্তির্ভাতি ॥ ৯৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। হে সুকণ্ঠি ! রাধে ! এই ললিতা কেবল বাগ্‌যুদ্ধেই শূর, কিন্তু কন্দর্পযুদ্ধেই আহূতা হইলে পলায়ন করিয়া থাকে ॥ ৯২ ॥

নিখিল ব্রজবাসিগণের যথাযোগ্য চেষ্টামাত্রই শ্রীকৃষ্ণ-সুখে তৎপর, এই হেতু শ্রীরাধার উৎকর্ষ শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের অসীম সুখ জানিতে পারিয়া যেমন সখীগণ শ্রীরাধিকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নানা প্রকার উপমা, চাতুর্য্য ও বৈদগ্ধ্যাদি-ভঙ্গি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অভিলাষ পূর্ণ করেন, তদ্রূপ শ্রীরাধার অবজ্ঞাবোধক-বাক্যে ততোঽধিক সুখ জানিয়াই শ্রীরাধা প্রশ্ন করেন, তদ্দ্বারা আপনার মনোরথ পূর্ণ করিয়া পুনর্ব্বার শ্রীরাধার বাক্‌মাধুরী আস্বাদন করিবার নিমিত্ত স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—

শ্রীকৃষ্ণ। হে রাধে ! তোমার গৌরবর্ণ স্তনযুগলের উপরিভাগে মৃগমদের

চিত্রপদা তব বাণী ভাতি যথা স্বকৃপাণী।
ইন্দ্রিয়হৃদ্বহিরন্তঃ কৃন্ততি হন্ত তরুণীনাম্ ॥ ৯৪ ॥
গায়তি পঞ্চমমূর্চ্ছৈর্যৎ সহজং পিক এষঃ।
দর্পকরুক্ তরুণীনাং স্যাদিহ কঃ পিকদোষঃ ॥ ৯৫ ॥
বিধর্ম্মশাস্ত্রশংসিকা তবাতুলা সুবংশিকা।
কুকুট্টিনীক্রিয়াপরা জগদ্বধূপ্রমাণিকা ॥ ৯৬ ॥

শ্রীরাধাহ। চিত্রপদা তব বাণী সৈব সুষ্ঠু কৃপাণী শাণিতলঘুখড়্গো ভাতি অল্পার্থে ঙীপ্। সাধর্ম্ম্যমাহ। সা যথা ছেদভেদক্রিয়াভ্যাং বাহ্যমন্তশ্চ কৃন্ততি, তথা তে বাণী বহিরিন্দ্রিয়াণি অন্তঃ হৃৎ হৃদয়ং কৃন্ততি। ইন্দ্রিয়হৃদোঃ সমাহারোহত্র ॥ ৯৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ। এষ পিকঃ যৎ সহজং পঞ্চমস্বরমূর্চ্ছৈ গায়তি। তেন তরুণীনাং দর্পকঃ কন্দর্প স্তজ্জন্যা রুক্ রোগঃ স্যাৎ ইহ স্থলে কঃ পিকস্য দোষঃ তথা মে বাণ্যাঃ কো দোষঃ ॥ ৯৫ ॥

শ্রীরাধাহ। বিগতো ধর্ম্মো লৌকিকো বৈদিকশ্চ যস্মাৎ তৎ। শাস্ত্রং

রেখা যেমন মনোহর, তদ্রূপ সুবর্ণ পদ্মকোষে সংলগ্ন ভ্রমরমালা শোভা পাইয়া থাকে ॥ ৯৩ ॥

শ্রীরাধা। হে কৃষ্ণ! তোমার চিত্রপদা অর্থাৎ বিচিত্র পদবিন্যাসময়ী বংশীধ্বনিরূপিণী বাণী সুশাণিতখড়্গের ন্যায় শোভা পাইতেছে, কারণ; খড়্গ যেরূপ ছেদ ও ভেদ ক্রিয়াদ্বারা অন্তর্দ্দেশ ও বাহ্য ছেদন করে, তদ্রূপ তোমার বাণীও তরুণীদিগের অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়কে ভেদ করিয়া থাকে ॥ ৯৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। হে রাধে! এই কোকিল পঞ্চমস্বরে যে উচ্চ গান করে, তদ্দ্বারাই তরুণীদিগের কন্দর্পজন্য পীড়া উপস্থিত হয়, ইহা কেবল এই কাননস্থ কোকিলের দোষ, কিন্তু আমার বাণীর দোষ কি? ॥ ৯৫ ॥

শ্রীরাধা। হে কৃষ্ণ! লৌকিক ও বৈদিক ধর্ম্মবিহীন শাস্ত্র প্রকাশিকা

যোষিদালিদোষনাশ-হেতুরস্তি বংশিকেহ ।
ধর্ম্মশাস্ত্রশংসিকাদ্য মৎস্পৃহাসমানিকা হি ॥ ৯৭ ॥

শংসিতুং শীলং যস্যাঃ সা। কুৎসিতকুট্টিনীনাং ক্রিয়া সৈব পরা যস্যাঃ সা তে সুষ্ঠু বংশিকা। অসবঃ প্রাণাস্ত ইব বংশিকা অসুবংশিকা বা অতিপ্রিয়ত্বাৎ। অসুঃ অসাধুর্বা বংশিকা। উৎকক্রিয়ায়াঃ সকাশাৎ। জগতাং বধ্বঃ প্রমাণং যস্যাঃ সা ॥ ৯৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ "যেন কেন প্রকারেণ মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়ে" দিত্যাদি ধর্ম্মশাস্ত্রশংসিকা। অন্যদপি পরমধর্ম্মমাহ। যোষিদালিদোষনাশ-হেতুঃ যোষিতাং শ্রেণীনাং কো দোষঃ বংশীধ্বনিনা বিমোহিতাঃ সত্যঃ কৃষ্ণং যান্তি ইত্যাদিরীত্যা স্বস্মিন্ তাসাং দোষং নীত্বা তাসাং দোষনাশা-হেতুঃ। মে যা যাঃ স্পৃহা জায়ন্তে তাসাং সমানিকা সদৃশী সিদ্ধিকর্ত্রী। বা কিম্বা সম্যক্ প্রাপয়িত্রী "নীঞ্ প্রাপণে" আনয়তীতি আনীঃ ক্বিবন্তঃ স্বার্থে কঃ। "স্ত্রীন্যাদাপ্ হ্রস্বো বা" ইতি সূত্রেণ কাপি পরে হ্রস্বঃ। কিম্বা তাসাং সম্যক্ আনিকা জীবয়িত্রী সফলীকর্ত্রী "অন প্রাণনে" ণ্যন্তো বুণ ॥ ৯৭ ॥

তোমার প্রাণতুল্য এই বংশিকা (গর্হিত বংশী) কুৎসিত কুট্টিনীদিগের ন্যায় কুকর্ম্মপরায়ণা, কারণ, ত্রিভুবনের কুলনারীগণই ইহার প্রমাণ অর্থাৎ তাহাদিগকে কুল হইতে চ্যুত করিয়াই তোমার বংশী কুট্টিনীর ন্যায় কার্য্য করিতেছে ॥ ৯৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। হে রাধে! আমার এই বংশী সমস্ত ললনাকুলের দোষ নাশের কারণ স্বরূপ অর্থাৎ তাহাদিগের পাতিব্রত্যকারিণী তথা ধর্ম্মশাস্ত্র অর্থাৎ যে কোন প্রকারে শ্রীকৃষ্ণে মনকে নিবেশ করিবে এই ধর্ম্মশাস্ত্র প্রকাশিকা এবং আমার চিত্তে যে যে বাসনা উপস্থিত হয়, সেই সেই বাসনার সম্পাদনকারিণী। পক্ষান্তরে ললনাকুলের সম্যক্‌রূপে আনিকা অর্থাৎ আনয়ন কর্ত্রী অথবা জীবনপ্রদায়িনী ॥ ৯৭ ॥

কাত্যায়নীব্রতপরা মৃদুলা কন্যকাততিঃ।
সহতে কথমামর্দ্দং মত্তেভসদৃশস্তব ॥ ৯৮ ॥
গণিকা কলিকাপ্রায়া মত্তোঽয়ং ভ্রমরো মহান্।
পুষ্ণাতি তং তদামর্দ্দং সহমানাক্ষতা ন কিম্ ॥ ৯৯ ॥
নবনবকনকক্ষৌণী ভুজগশিশুস্তাপীষ্টা।
ইয়মিহ তনুরোমালীযুগুদরসদৃশী যত্তে ॥ ১০০ ॥

মৃদুলা কন্যকাততিঃ মত্তহস্তিতুল্যস্য তে। আমর্দ্দং কথং কেন প্রকারেণ সহতে ॥ ৯৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ। কলিকাপ্রায়া গণিকা যূথিকাপুষ্পং বেশ্যা চ। অয়ং ভ্রমরো মহান্ মত্তঃ। তত্তস্য মত্তভ্রমরস্য ভৃঙ্গস্য কামুকস্য চ আমর্দ্দং সহমানা সতী অক্ষতা সতী তং মত্তভ্রমরং কামুকঞ্চ ন কিং পুষ্ণাতি অপি তু পুষ্ণাত্যেব "গণিকা যূথিকাম্বষ্ঠা" ইতি। "বারস্ত্রী গণিকা বেশ্যা" ইতি চামরঃ "ভ্রমরঃ কামুকে ভৃঙ্গ" ইতি বিশ্বঃ ॥ ৯৯ ॥

তবেয়ং নবকনকস্য ক্ষৌণী পৃথ্বী যদ্যস্মাৎ তে রোমালীযুক্তোদরসদৃশী

শ্রীরাধা। হে কৃষ্ণ! কাত্যায়নীব্রতপরা গোপকুমারী সকল স্বভাবতঃ কোমলাঙ্গী, কিন্তু তুমি মত্ত গজেন্দ্র সদৃশ, সুতরাং তোমার উৎপীড়ন ঐ কুমারীগণ কি প্রকারে সহ্য করিতে পারিবে? ॥ ৯৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। হে রাধে! যূথিকাপুষ্প, বহুল কোরকবিশিষ্টা এবং এই ভ্রমরও মহামত্ত, তথাপি এই যূথিকা অক্ষতা হইলেও ঐ মত্ত ভ্রমরের উৎপীড়ন সহ্য করিয়া তাহাকে কি পোষণ করে না? অবশ্যই করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে যূথিকা (বেশ্যা) রোমাঞ্চিতাঙ্গী হইয়া বিলাসেচ্ছু কামুক মদপানে উন্মত্ত হইলে ঐ বেশ্যা কামুকের উপদ্রব সহনে অসমর্থা হইয়াও কি কামুককে আশ্রয় প্রদান করে না? অবশ্য আশ্রয় দিয়া থাকে ॥ ৯৯ ॥

শ্রীরাধা। হে কৃষ্ণ! তোমার এই অভিনব সুবর্ণময়ী পৃথিবী, ভুজগশিশু

তব সা প্রিয়াদ্রিহাটক-স্থল্যপি ভুজঙ্গসঙ্গতা ।
যদিয়ং বিভাতি বেণিকাযুক্‌পৃষ্ঠপট্টিকে রতিঃ ॥ ১০১ ॥

কথমিয়ং চকোরবীথিকা
প্রিয় ! বিহায় চন্দ্রসন্নিধিম্ ।
অহনি সঙ্গতেহ খেহন্তিকে
ভ্রমতি নন্দিতা মনোরমা ॥ ১০২ ॥

তস্মাদিয়ং ভুজগশিশোঃ সর্পবালকস্য স্বতং স্বতি গমনং যত্র তথা ভূতাপি ইষ্টা ॥ ১০০ ॥

তবেয়ং সা অদ্রেঃ পর্ব্বতস্য স্বর্ণস্থলী যদযস্মাৎ তে বেণীযুতা পৃষ্ঠ এব পট্টিকা সা ইব তস্মাৎ ভুজঙ্গসঙ্গতাপি প্রিয়া সতী বিভাতি ॥ ১০১ ॥

শ্রীরাধাহ । হে প্রিয় ! ইয়ং নন্দিতা মনোরমা চকোরবীথিকা চন্দ্রসন্নিধিং বিহায় ইহান্তিকে খে আকাশে অহনি সঙ্গতা ভ্রমতি ॥ ১০২ ॥

কালিয়শাবকের গমনাগমনে পরিব্যাপ্ত হইলেও বাঞ্ছনীয়, যে হেতু এই পৃথিবী তোমার অঙ্গস্থিত রোমাবলী সংযুক্ত উদর সদৃশ ॥ ১০০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ হে রাধে ! তোমার এই প্রিয়গিরিবর গোবর্দ্ধনের কনকময় তট প্রদেশ—তোমার বেণীযুক্ত পৃষ্ঠ স্থলীর ন্যায় ভুজগসঙ্গত অর্থাৎ সর্পপরিব্যাপ্ত হইয়া শোভা পাইতেছে ॥ ১০১ ॥

শ্রীরাধা । হেপ্রিয় ! শ্রীকৃষ্ণ ! এই অনিন্দিতা মনোরম চকোর সকল কি নিমিত্ত চন্দ্রসামীপ্য পরিত্যাগ করিয়া দিবায় সমীপস্থ গগনমার্গে ভ্রমণ করিতেছে ? ॥ ১০২ ॥

হিত্বা খেন্দুং ক্ষয়যুজমেষা
দৃষ্ট্বা কল্পং নিজপরিপোষে।
পীত্বা ত্বৎশ্রীমুখবিধুকান্তি-
জ্যোৎস্নাং মত্বা সুখমিহ ভাতি ॥ ১০৩ ॥
প্রশ্নোত্তরাভ্যামথ নর্ম্মভঙ্গ্যা
তত্তৎস্বভাবস্তুতিগর্ভপদ্যৈঃ।
রাধাচ্যুতৌ তৎপ্রণয়াতিনিঘ্নৌ
বিলজ্জয়ামাসতুরালিপালীঃ ॥ ১০৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ। রাধে! খে আকাশে ইন্দুঃ খেন্দুস্তং ক্ষয়যুক্তঃ হিত্বা তে মুখচন্দ্রজ্যোৎস্নাং পীত্বা নিজপরিপোষে কল্পং সমর্থং তে মুখং মত্বা সুখং যথাস্যা-ত্তথা ইহ ভাতি ॥ ১০৩ ॥

তত্তাসাং প্রণয়েনাতিনিঘ্নৌ অত্যায়ত্তৌ রাধাচ্যুতৌ প্রশ্নোত্তরাভ্যাং নর্ম্মভঙ্গ্যা পরিহাসচ্ছলেন তৎ তেষাং স্বভাবস্য স্তুতি র্গর্ব্ভে যেষাং তৈঃ। পদ্যৈ-রালীপালীঃ সখীশ্রেণী র্বিলজ্জয়াসতুঃ। তাদৃশপ্রশ্নোত্তরে সমর্থ্যা-ভাবাৎ ॥ ১০৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। হে প্রিয়ে! এই চকোরীসকল গগনস্থিতচন্দ্রকে ক্ষয়শীল দর্শন করিয়া এবং নিজের পরিপোষণ অর্থাৎ সুধাপান বিষয়ে তোমার বদনকেই সমর্থ জ্ঞানে ত্বদীয় মুখচন্দ্রের জ্যোৎস্না পান করত আনন্দে সহকারে পরিভ্রমণ করিতেছে ॥ ১০৩ ॥

অনন্তর, শ্রীরাধাকৃষ্ণ উভয়ে প্রশ্নোত্তর দ্বারা পরিহাসচ্ছলে সেই সেই সখীদিগের প্রণয়ে উন্মত্ত হইয়া স্বভাবস্তুতিপূর্ণ নানাবিধ পদ্যে সখীগণকে লজ্জিত করিতে লাগিলেন ॥ ১০৪ ॥

পটুবাক্ প্রখরা চণ্ডাপি
বিষমেষু-রণে পলায়তে হূতা ।
তদ্রোৎকান্যাশ্চাস্মা-
ন্নিবারয়তি কা বদাশু ললিতা সা ॥ ১০৫ ॥
বিষমশরাহববিমুখী, কুচযুগকুঙ্কুমমদাগুরুপটীরৈঃ ।
ক্বচিদারাধয়তীষ্টং, দেবং বদ কা ? বিশাখেয়ম্ ॥ ১০৬ ॥

যথা রাধাকৃষ্ণয়োঃ স্বরূপাদিবর্ণনং কৃত্বা নির্বৃতিযুক্তাঃ ললিতাদয়ো ভবন্তি তথা ললিতাদীনাং তৎকৃত্বা রাধাকৃষ্ণৌ ভবতঃ। ইতি কৃষ্ণপ্রশ্নরাধোত্তরাভ্যাং আহ। পটু নিপুণা বাক্ যস্যাঃ প্রখরা চণ্ডী অপি বিষমেষুঃ কন্দর্পস্তস্য রণে আহূতা পলায়তে। তত্র রণে উৎকণ্ঠিতা অন্যাঃ অস্মাৎ রণাৎ যা নিবারয়তি সা কা আশু বদ, তত্রাহ ললিতা ॥ ১০৫ ॥

কন্দর্পযুদ্ধে বিমুখী ক্বচিদভীষ্টদেবং স্বকুচগতৈঃ কুঙ্কুমাদিপটীরৈঃ সুগন্ধচূর্ণৈরারাধয়তি কা ইয়ং ? বিশাখা ॥ ১০৬ ॥

যেমন শ্রীরাধাকৃষ্ণের স্বরূপাদি বর্ণন করিয়া ললিতাদি সখীগণ, সুখানুভব করেন, তদ্রূপ ললিতাদি সখীগণের বর্ণন করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণেরও সুখোদ্গম হয়, এই বিষয় শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রশ্নোত্তরদ্বারা বর্ণিত হইতেছে—শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন হে রাধে! বাক্যনিপুণা প্রখরা ও অত্যন্ত কোপনা হইলেও কোন্ রমণী কন্দর্পযুদ্ধে আহূত হইয়া পলায়ন করে এবং অন্যান্য রমণী, মদন সংগ্রামে উৎসুক হইলে তাহাদিগকে উক্ত সমরে নিষেধ করে, এমন রমণী কে? সত্বর বল, শ্রীরাধা কহিলেন সে ললিতা ॥ ১০৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে রাধে! কন্দর্পযুদ্ধে বিমুখী এবং কখন স্বাভীষ্টদেবকে নিজ কুচযুগগত কুঙ্কুম, মৃগমদ, অগুরু ও পটীর (সুগন্ধচূর্ণ) দ্বারা আরাধনা করে এমন রমণী কে আছে? শ্রীরাধা উত্তর করিলেন, এ বিশাখা ॥ ১০৬ ॥

বল্ল্যপি চংক্রমমাণা, হিত্বান্তিকগং ধবং সুদূরস্থম্।
সমিতা কৃষ্ণতমালং, বিভাতি কা কথয় চম্পকলতেয়ম্
॥ ১০৭ ॥

নানাচিত্রে নিপুণা, বহুবিধশৃঙ্গাররচনাভিঃ।
মৃদুরভিমানাসহনা, সুখয়তি নঃ কেহ চিত্রেয়ম্ ॥১০৮॥
কন্দর্পাগমবিদ্যা, পটুরিহ নিভৃতং স্বশিষ্যস্য।
স্বাঙ্গান্যঙ্গে ন্যস্যতি যা তাং কথয়াশু তুঙ্গবিদ্যেয়ম্ ॥১০৯॥

বল্লী লতা তন্নাম্নীচ চংক্রমমাণা গমনপরা অন্তিকগং ধবং কৃষ্ণং পতিঞ্চ-হিত্বা সুদূরস্থং কৃষ্ণতমালবৃক্ষং শ্রীকৃষ্ণং চ সম্যক্ ইতা প্রাপ্তা কা। বিভাতি। চম্পকলতা ॥ ১০৭ ॥

বহুবিধশৃঙ্গাররচনাভিঃ সহ নানাচিত্রে নিপুণা। মৃদুঃ কোমলা। অভিমানং ন সহতে অভিমানাসহসা কা নোঽস্মান্ সুখয়তি? চিত্রা ॥ ১০৮ ॥

কন্দর্পাগমস্য কন্দর্পশাস্ত্রস্য বিদ্যায়াঃ পটুঃ নিভৃতং যথা স্যাত্তথা স্বশিষ্যস্য স্বস্যান্তস্যাস্তাং বিদ্যাং পঠতঃ অর্থান্মম অঙ্গে যা সাঙ্গানি ন্যস্যতি তাং বদ।

শ্রীকৃষ্ণ। কোন্ বল্লী (লতা) ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়াও সমীপস্থ পতিকে পরিত্যাগ করিয়া সুদূরস্থ কৃষ্ণরূপি তমালকে প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ শোভা পায়? শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন চম্পকলতা। পক্ষান্তরে। কোন্ বল্লীনাম্নী গোপী নিকটবর্ত্তি পতিকে পরিত্যাগ করিয়া সুদূরস্থ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া শোভা পায়? শ্রীরাধা উত্তর করিলেন সে চম্পকলতা নাম্নী গোপী ॥ ১০৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। এমন কেআছে যে নানাবিধ শৃঙ্গার অর্থাৎ বেশ রচনাদ্বারা নানা চিত্র কার্য্যে সুনিপুণা, কোমলস্বভাবা এবং অভিমানে অসহমানা হইয়া আমাদিগের সুখ বিধান করিয়া থাকে। উত্তর—তিনি চিত্রা ॥ ১০৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। কামশাস্ত্রের বিদ্যায় সুপটু এবং নিভৃত স্থানে আমি তাহার

উদয়ে প্রকটিতরাগা, বিশদাপীহ কুটিলা স্বকলায়াম্।
মদনোদয়জননেক্ষা, কা তাং ব্রূহীন্দুলেখেয়ম্ ॥ ১১০ ॥
রঙ্গে নটনৈর্লাস্যৈ, দীব্যন্তী নঃ সুখয়তি সহ নৃত্যে।
বেবেষ্টি দ্রুতগত্যা ; মামপি কেহ বদ রঙ্গদেবীয়ম্ ॥১১১॥

তুঙ্গবিদ্যা। গুরুত্বে প্রমাণং। "সহায়া গুরবঃ শিষ্যা ভুজিষ্যা বান্ধবা স্ত্রিয়ঃ। সত্যং বদামি তে পার্থ ! গোপাঃ কিং মে ভবন্তি ন" ইতি ॥ ১০৯ ॥

উদয়সময়ে প্রকটিতো রাগো যয়া সা। স্বস্যাঃ কলায়াং। গোপীপক্ষে কামকলায়াং। চন্দ্রপক্ষে—ষোড়শভাগরূপকলায়াং ? বিশদাপি সুষ্ঠু কুটিলা। মদনোদয়স্য জননমুৎপত্তিরীক্ষায়াঃ দর্শনাৎ যস্যাঃ সা কা ? ইন্দুলেখা ॥ ১১০ ॥

রঙ্গে রঙ্গভূমৌ সহ নৃত্যে নটনৈর্লাস্যৈ দীব্যন্তী নো ইস্মান্ সুখয়তি। দ্রুতগত্যা মামপি কা বেবেষ্টি। রঙ্গদেবী ॥ ১১১ ॥

সমীপে ঐ কামশাস্ত্র পাঠ করিলে অর্থাৎ ছাত্র হইলে আমার অঙ্গে আপনার অঙ্গ অর্পণ করেন, ইনি কে ? শ্রীরাধা উত্তর করিলেন তিনি তুঙ্গবিদ্যা ॥ ১০৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। উদয় সময়ে যে রাগ অর্থাৎ রক্তিমা প্রকাশ করে এবং নিজের কলার অর্থাৎ ষোড়শ ভাগরূপকলায় নির্মলা হইলেও যে অতিশয় কুটিলা অর্থাৎ প্রথমা ও দ্বিতীয়াদি কলায় বক্রা এবং কামোদ্দীপকতা হেতু যাহার দর্শনমাত্রেই কন্দর্পের উৎপত্তি হয় সে কে ? শ্রীরাধা উত্তর করিলেন সে চন্দ্রকলা শ্লেষ পক্ষে, ইন্দুলেখা নাম্নী গোপী। কারণ, ইন্দুলেখানাম্নী সখীও সঙ্গতি মাত্রে রাগ অর্থাৎ অনুরাগ প্রকাশ করেন, সরলান্তঃকরণা হইয়াও কামকলায় কুটিলা এবং দর্শন মাত্রে কামকে উদ্দীপিত করিয়া থাকেন ॥ ১১০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। রঙ্গভূমিতে নৃত্যবিষয়ে নটন অর্থাৎ পুরুষ নৃত্য এবং লাস্য স্ত্রী নৃত্য দ্বারা স্বয়ং শোভা শালিনী হইয়া আমাদিগকে পরমানন্দ প্রদান করে সে কে ? ইনি রঙ্গদেবী ॥ ১১১ ॥

পাশককেলৌ নিপুণা, চুম্বরকত্নং পণীকৃতং জিত্বা।
মামপি গৃহ্নাত্যজয়ে; দিৎসতি ন হি কা সুদেবীয়ম্॥ ১১২
তৃপ্তাবন্যজনস্য তৃপ্তিময়িতা দুঃখে মহাদুঃখিতা
লব্ধেঃ স্বীয়সুখাদিদুঃখনিচয়ৈ নো হর্ষবাধোদয়াঃ।
স্বেষ্টারাধনতৎপরা ইহ যথা শ্রীবৈষ্ণবশ্রেণয়ঃ
কাস্তা ব্রূহি বিচার্য্য চন্দ্রবদনে! তা মদ্বয়স্যা ইমাঃ॥ ১১৩॥

পাশককেলৌ মাং জিত্বা পণীকৃতং চুম্বকরত্নং ন গৃহ্নাতি। অজয়ে পরাজয়ে চ চুম্বকরত্নং কা নহি দিৎসতি দাতুমিচ্ছতি তাং বদ সুদেবী॥ ১১২॥

অন্যজনস্য তৃপ্তৌ সত্যাং যা তৃপ্তিময়িতা তৃপ্তিং প্রাপ্তাঃ। অন্যজনস্য দুঃখে প্রাপ্তে স্বয়ং মহাদুঃখিতাঃ। স্বীয়সুখসমূহৈ ন হর্ষস্য উদয়ো দুঃখ-সমূহৈর্ন বাধায়াঃ পীড়ায়াঃ উদয়ো যাসাং তাঃ। স্বেষ্টস্য রাধনে তৎপরাঃ। ইহ স্থানে তাঃ কাঃ হে চন্দ্রবদনে ব্রূহি! শ্রীরাধাহ—ইমা ললিতাদয়ো মদ্বয়স্যাঃ যথা শ্রীবৈষ্ণবশ্রেণয়ঃ, ইত্যনেন বৈষ্ণবমাত্রস্য গ্রহণাৎ সকলবৈষ্ণবেষু সূক্ষ্মরূপেণ এতেষাং গুণানাং স্থিতানুমানং। স্থূলরূপেণ তু শ্রীনারদপ্রহ্লাদা-দিষু সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধং, সনাতনগোস্বামিপ্রভৃতিষু গুরুপরম্পরয়া শ্রুতং অধুনা শ্রীগৌরভক্তগণেষু ক্বাপি ক্বাপি অন্যভগবদ্ভক্তেষু চ ক্বাপি ক্বাপি দৃষ্টং ভাগ্যবশাৎ যথার্থানুভবং ভবতি॥ ১১৩॥

শ্রীকৃষ্ণ। অক্ষে ক্রীড়ায় আমাকেও জয় করিয়া পণীকৃত (স্বীকৃত) চুম্বক রত্ন গ্রহণ করে না? এবং কোন্ নিপুণাই বা পরাজিত হইয়া চুম্বন রত্নাদিতে অভিলাষ করে না, বল দেখি সে কে? শ্রীরাধা উত্তর করিলেন সুদেবী॥ ১১২॥

শ্রীকৃষ্ণ। অন্য জনের তৃপ্তি হইলে যাহারা পরিতৃপ্ত হয়, অন্যের দুঃখ হইলে যাহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া থাকে এবং যাহাদের নিজের বিবিধ সুখ উপস্থিত হইলেও হর্ষোদয় হয়না এবং দুঃখ উপস্থিত হইলে ও মনোব্যথা হয় না তথা এই বৃন্দাবনে শ্রীমদ্বৈষ্ণবগণের ন্যায় স্বীয় ইষ্ট দেবের সেবায়

ইত্থং দীব্যন্নবিকলকলাশালিসীমন্তিনীনাং
নর্ম্মচ্ছদ্মাধরকুচকরস্পর্শপুষ্পার্চ্চনাদ্যৈঃ ।
বল্লীনাং বা কিশলয়ফলাস্বাদমত্তঃ পিকেশো
ভ্রামং ভ্রামং স্ম কিল ললিতানন্দদং কুঞ্জমাপ ॥ ১১৪ ॥
শ্রীচৈতন্য-পদারবিন্দমধুপশ্রীরূপসেবাফলে
দিষ্টে শ্রীরঘুনাথদাসকৃতিনা শ্রীজীবসঙ্গোদ্গতে ।
কাব্যে শ্রীরঘুনাথভট্টবরজে গোবিন্দলীলামৃতে ।
সর্গোঽগাদ্গণিতস্ত্রয়োদশতয়া মধ্যাহ্নলীলামনু ॥

স কৃষ্ণঃ বল্লীনাং কিশলয়াদিফলাস্বাদেন মত্তকোকিলো বা ইব দীব্যন্নবিকলকলাশালিন্যঃ পূর্ণকলাযুক্তা যাঃ সীমন্তিন্যস্তাসাং ব্রজসুন্দরীণাং নর্ম্মচ্ছদ্মেনাধরকুচকরস্পর্শপুষ্পার্চ্চনাদ্যৈ ভ্রামং ভ্রামং ললিতানন্দদাখ্যং কুঞ্জং প্রাপ ॥ ১১৪ ॥

গোবিন্দলীলামৃতস্য মধ্যাহ্নলীলায়াং ত্রয়োদশতয়া গণিতঃ সর্গঃ সমাপ্তোঽভূৎ । ইতি সদানন্দবিধায়িন্যাং ত্রয়োদশসর্গার্থঃ ॥

তৎপর হয়, হে চন্দ্রবদনে ! বিচারপূর্ব্বক বল দেখি এ সকল ব্যক্তি কে ? শ্রীরাধা কহিলেন এই সকল আমার বয়স্যা ললিতা প্রভৃতি ॥ ১১৩ ॥

যাহা হউক এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ, চতুঃষষ্টিকলা পূর্ণ সীমন্তিনী ব্রজঙ্গনাদিগকে পরিহাসচ্ছলে ক্রীড়া করত নবপল্লব ও ফলের রসাস্বাদে বসন্তমদে সমুন্মত্ত কোকিলসকলের ন্যায় অধরচুম্বন, কুচমর্দ্দন ও পুষ্পবিহারাদিচ্ছলে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে ২ ললিতানন্দদ নামক কুঞ্জে গমন করিলেন ॥ ১১৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যমহাপ্রভুর পদারবিন্দের মধুপায়ি ভ্রমর স্বরূপ শ্রীরূপ গোস্বামীর সেবার ফল শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামি কর্তৃক প্রেরিত, শ্রীমজ্জীব গোস্বামীর সঙ্গ হেতু সমুদ্ভুত এবং শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর বর প্রভাবে প্রাদুর্ভূত শ্রীগোবিন্দলীলামৃত কাব্যে মধ্যাহ্নলীলাময় নামক ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত হইল ॥

চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ।

অথালিবর্গাননসৌরভাহৃত-
স্তালিভির্মুখাব্জেষু পতন্নিবারিতঃ।
বিন্দন্ স রাধাবদনাম্বুজং রুবং-
স্তদ্গন্ধমত্তঃ পরিতোঽলিরঞ্চতি ॥ ১ ॥

নেত্রান্তোদ্ধুবনৈশ্চ কঙ্কণঝণৎকারোর্ম্মিসন্তর্জ্জনৈ-
স্ত্রাসাদ্দোলিতপাণিপদ্মধুবনৈঃ ক্ষিপ্তোঽপি ভৃঙ্গো যদা।
লোভান্নাপসসার তর্হ্যপসৃতা শ্রীরাধিকা শ্রীহরেঃ
সংব্যানাঞ্চলসংবৃতাস্যকমলা পার্শ্বে নিলীয় স্থিতা ॥ ২ ॥

অথালিবর্গাণামাননসৌরভেণাহৃতঃ আকৃষ্টঃ অলিঃ আলীনাং মুখাম্বুজেষু পতন্ তাভিঃ আলিভি নিবারিতঃ সন্ সোঽলিঃ রাধামুখাম্বুজং বিন্দন্ তদ্গন্ধমত্তো রুবন্ পরিতোঽঞ্চতি ॥ ১ ॥

শ্রীরাধিকা ত্রাসাৎ নেত্রান্তোদ্ধুবনৈ স্তথা কঙ্কণঝণৎকারোর্ম্মিভিঃ সহ সংতর্জ্জনৈ স্তথা দোলিতপাণিপদ্মধুবনৈঃ ক্ষিপ্তোঽপি ভ্রমরঃ যদা লোভাৎ ন অপসসার। তদা অপসৃতা পলায়িতা রাধা হরেঃ সংব্যানমুত্তরীয়বস্ত্রং তস্যাঞ্চলেন আবৃতমুখী কৃষ্ণপার্শ্বে নিলীয় স্থিতা ॥ ২ ॥

অনন্তর সখীবৃন্দের আননসৌরভে আকৃষ্ট হইয়া একটী ভ্রমর তাঁহাদিগের বদনকমলে পতিত হইতেছিল কিন্তু সখীগণ তাহাকে নিবারণ করায় সে শ্রীরাধার মুখপদ্ম লাভ করত তৎসৌরভে উন্মত্ত হইয়া গুন্ গুন্ স্বরে ধ্বনি করিতে করিতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল ॥ ১ ॥

শ্রীরাধা ত্রাসহেতু নয়নপ্রান্ত সঙ্কোচ ও কঙ্কণের ঝণৎকার সহ তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া সন্দোলিত করস্থ লীলা কমলের সঞ্চালনে ভ্রমরকে তাড়না করিলেও যখন ঐ ভ্রমর শ্রীরাধার বদনকমলস্থ মধুলোভে গমন করিল না

তস্মিন্ গতে পদ্মবনীমলৌ চলে
তামাহুরাল্যঃ সখি ! মা ভয়ং কুরু ।
নিবারিতোঽস্মাভিরসৌ রুবন্ শঠঃ
পদ্মালিমুৎকো মধুসূদনো গতঃ ॥ ৩ ॥
আঢ্যঙ্করণ্যা সুভগঙ্করণ্যা
স্থূলঙ্করণ্যা প্রণয়োচ্চলক্ষ্ম্যা ।

তস্মিন্ চলে চঞ্চলে অলৌ ভ্রমরে পদ্মবনীং গতে সতি আল্য স্তাং রাধামাহুঃ । হে সখি ! ভয়ং মা কুরু । অস্মাভির্ব্বারিতো মধুসূদনোঽপি পদ্মালিং-গতঃ ॥ ৩ ॥

সখীভি র্মধুসূদনো ভ্রমরঃ পদ্মশ্রেণীং গতঃ ইত্যুক্তে রাধা তু মধুসূদনঃ কৃষ্ণঃ পদ্মালিং চন্দ্রাবলীং গত ইতি বুদ্ধ্বা প্রণয়স্যোচ্চলক্ষ্ম্যা তাবৎ সমরে তাঃ সখ্যঃ কৃষ্ণেন বারিতাঃ কীদৃশেন কৃষ্ণেন ইঙ্গিতজ্ঞেন ইঙ্গিতে নেত্রান্তক্রিয়ায়াং জ্ঞঃ পণ্ডিতস্তেন ইতি বিশেষণাদিঙ্গিতেন বারিতা ইতি বোধ্যং । যদ্বা । ইঙ্গিতমেব জ্ঞঃ স্বক্রিয়াকুশলস্তেনেতি করণেন বারিতাঃ ।

তখন শ্রীরাধা পলায়ন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের উত্তরীয় বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা বদন আবৃত করত তদীয় পার্শ্বে লুক্কায়িত ভাবে অবস্থিত হইয়া রহিলেন ॥ ২ ॥

অনন্তর ঐ চঞ্চল ভ্রমর পদ্মবনে গমন করিলে সখীসকল শ্রীরাধাকে বলিলেন “সখি রাধে ! তুমি আর ভয় করিও না আমাদের কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া ঐ শঠ মধুসূদন (ভ্রমর শ্লেষে কৃষ্ণ) পদ্মবনে গমন করিয়াছেন” ॥ ৩ ॥

অনন্তর “মধুসূদন (ভ্রমর) পদ্ম শ্রেণীতে গমন করিয়াছে” সখীগণ এই কথা কহিলে শ্রীরাধার বোধ হইল যে মধুসূদন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ পদ্মালি অর্থাৎ পদ্মার সখী চন্দ্রাবলীতে উপগত হইয়াছেন, অতএব আঢ্যঙ্করণী, সুভগঙ্করণী

অন্ধঙ্করণ্যা দ্যুতিতঃ পুরস্থং স্বং
নাঙ্গীকৃতা সাপ্যনুসন্দধে তম্ ॥ ৪ ॥
তাবৎ কৃষ্ণেন তাঃ সখ্য ইঙ্গিতজ্ঞেন বারিতাঃ ।
তৎপক্ষং জগৃহুঃ সখ্যা বিস্মিতাঃ প্রেমচেষ্টিতৈঃ ॥ ৫ ॥
প্রেমবৈচিত্ত্যবিভ্রান্তা কান্তা কান্তান্তরং গতম্ ।
কান্তং মত্বা ততোঽভ্যেত্য রুষ্টা প্রাহ ধনিষ্ঠিকাম্ ॥ ৬ ॥

ইঙ্গিতেনৈব বারিতা ইতি পাঠঃ সুবোধঃ । কীদৃশ্যা অত্যাং ধনান্ধতং করণাৎ অঙ্গং স্থূলং অন্ধং করণ্যা অঙ্গীকৃতা সা রাধা পুরস্থং তং দয়িতং কৃষ্ণং ন অনুসন্দধে ॥ ৪ ॥

সখ্যাঃ রাধায়াঃ প্রেমচেষ্টিতৈর্বিস্মিতাশ্চ । তৎ তস্য কৃষ্ণস্য পক্ষং জগৃহুঃ । অত্রৈব কৃষ্ণোঽস্তীতি উক্ত্বা রাধাং ন নিবারয়ামাসুঃ ॥ ৫ ॥

প্রেম্না বৈচিত্ত্যাঃ বিচিত্ততা তেন বিভ্রান্তা ভ্রান্তিযুক্তা কান্তা রাধা কান্তং কৃষ্ণং কান্তান্তরং চন্দ্রাবলীং গতং মত্বা রুষ্টা ততোঽভ্যেত্য ধনিষ্ঠাকান্তিকং আগত্য তাং আহ ॥ ৬ ॥

তমস্তমঙ্করণী উন্নত প্রণয়সম্পূর্ত্তিদ্বারা শ্রীরাধা অন্ধীকৃত হইয়া সমীপস্থ শ্রীকৃষ্ণকেও অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না ॥ ৪ ॥

এমন সময়ে ইঙ্গিত বিষয়ে সুনিপুণ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ইঙ্গিতদ্বারা সখীগণ নিবারিত এবং শ্রীরাধার প্রেমচেষ্টায় বিস্মিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণেরই পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন অর্থাৎ "শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানেই আছেন" এই বলিয়া শ্রীরাধাকে নিবারণ করিলেন না ॥ ৫ ॥

তখন কান্তা শ্রীরাধা প্রেমবৈচিত্ত্যে বিভ্রান্তর হইয়া কান্ত শ্রীকৃষ্ণ, কান্তান্তর অর্থাৎ চন্দ্রাবলীর সমীপে গমন করিয়াছেন" এই বোধে ক্রোধপ্রকাশ পূর্ব্বক তথা হইতে গমন করিয়া ধনিষ্ঠার নিকট গিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

ধনিষ্ঠে ! ধৃষ্টস্তে ক নু কপটনাটীনটিনট-
স্ত্বদর্থং স্বপ্রেয়ান্ কুসুমমবচেতুং সখি ! গতঃ ।
গতোহয়ং পদ্মালীং কপটিনি ! স তামানয়তি চে-
স্তু ভবিষ্যত্যপ্যেষা তব মুখরুচা নির্জ্জিতরুচিঃ ॥ ৭ ॥
দোষোহত্র তে নাস্ত্যহমেব মূঢ়া
শ্রুত্বাপি যাতং গহনে সশৈব্যম্ ।

নু ভো ধনিষ্ঠে ! তে স ধৃষ্টঃ কৃষ্ণঃ ক কুত্র গতঃ। কথম্ভূতঃ ? কপটরূপায়াং নাট্যাং নটস্য ভাবো নটী তস্যাং অর্থাৎ কপটনাট্যে নটত্বাতি নটিঃ ই প্রত্যয়ঃ চন্দ্রাবলী তস্যা নটঃ কিম্বা হে ধনিষ্ঠে ! হে কপটনাটীনটি ! তব নটঃ, সা আহ। অয়ং প্রেয়ান্ তব প্রিয়ঃ কৃষ্ণঃ ত্বদর্থং কুসুমমবচেতুং পদ্মালিং গতঃ ইতি শ্রুত্বা শ্রীরাধাহ—হে কপটিনি! স তাং পদ্মালীমানয়তি চেৎ তদা কিং ভবিষ্যতি। স আহ—রাধে! এষা পদ্মালিরপি তব মুখরুচা নির্জিতরুচি র্ভবিষ্যতি। অত্র ধনিষ্ঠা পদ্মালীতি পদ্মশ্রেণীং কথয়তি শ্রীরাধা তু তাং পদ্মা আলী যস্যাঃ পদ্মায়া আলীবা চন্দ্রাবলীতি বুধ্যতি ॥ ৭ ॥
শ্রীরাধাহ। তে দোষো নাস্তি। গহনে সশৈব্যং যাতং তং

ধনিষ্ঠে! কপটনাট্যের নটী চন্দ্রাবলীর নট কিম্বা তুমি যে কপট নটী তোমার সেই নট ধৃষ্ট (কৃষ্ণ) কোথায় গিয়াছেন, ধনিষ্ঠা কহিলেন, সখি! রাধে! তোমার নিজ প্রিয়তম কৃষ্ণ তোমার নিমিত্ত পুষ্পচয়ন করিতে পদ্মালীতে [পদ্মবনে) গমন করিয়াছেন এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধা কহিলেন হে কপটিনি! তিনি যদি সেই পদ্মালীকে অর্থাৎ চন্দ্রাবলীকে আনয়ন করেন তখন কি হইবে। তদুত্তরে কহিলেন সেই পদ্মালী অর্থাৎ পদ্মাসখী চন্দ্রাবলী তোমার বদন কান্তিতে মলিনকান্তি হইবে অর্থাৎ তোমার বদনশোভায় তাহার শোভা সমুদায় বিনষ্ট হইয়া যাইবে ॥ ৭ ॥
শ্রীরাধা কহিলেন, হে ধনিষ্ঠে! এ বিষয়ে তোমার কোন দোষ নাই, আমিই মূঢ়া (জ্ঞানশূন্যা) যে হেতু, "শ্রীকৃষ্ণ শৈব্যার সহিত নিবিড় কাননে গমন

বিশ্রভ্য বাণ্যাং তব কূটদূত্যা
যদাগতা তস্য শঠস্য পার্শ্বম্ ॥ ৮ ॥
ধনিষ্ঠৈবাপ্যস্মৎহৃদয়সদৃশী বঞ্চয়তি নঃ
সচাপ্যস্মানস্মন্ বিলসতি তয়া মৎপ্রিয়বনে।
ইদঞ্চাপ্যস্মাকং নয়নবিষয়ং সম্প্রতি গতং
চিরং জীবেদ্যোঽস্মিন্ জগতি স হি বা
পশ্যতি ন কিম্ ॥ ৯ ॥

শ্রুত্বাপি কূটদূত্যাঃ তব বাণ্যাং বিশ্রভ্য শঠস্য পার্শ্বমাগতাহমেব ভ্রান্তা ॥ ৮ ॥

অতিদুঃখেন কামপ্যনালোক্যাধোমুখী চিন্তাকুলা সত্যাহ ধনিষ্ঠেত্যাদি। শ্লোকদ্বয়ং। অস্মৎহৃদয়সদৃশী এষা ধনিষ্ঠাপি নো অস্মান বঞ্চয়তি। স চ কৃষ্ণোঽপ্যস্মান্ অসান্ ক্ষিপন্ অস্মান্ ত্যক্ত্বা ইত্যর্থঃ, তয়া পদ্মাল্যা সহ মৎপ্রিয়বনে বিলসতি, ইদঞ্চ মম কুঞ্জমধ্যে মম প্রতিপক্ষয়া মৎপ্রিয়স্য রমণং অস্মাকমপি নয়নবিষয়ং গতং প্রাপ্তং। ইহ জগতি চিরজীবী জনঃ কিম্বা নহি পশ্যতি। ততো মরণমেব শ্রেয় ইতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

করিয়াছেন” ইহ শ্রবণ করিয়াও কপটিনী দূতী যে তুমি তোমার কথায় বিশ্বাস করিয়া সেই শঠ শ্রীকৃষ্ণের সমীপে আসিয়া ভ্রান্তা হইয়াছি ॥ ৮ ॥

অনন্তর শ্রীরাধা কাহাকেও দর্শন করিতে না পাইয়া অতি দুঃখে অধোবদনে চিন্তাকুলা হইয়া বলিতে লাগিলেন, হা কষ্ট! আমার হৃদয়সদৃশী এই ধনিষ্ঠাও আমাদিগকে বঞ্চনা করিতেছে এবং শ্রীকৃষ্ণও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সেই পদ্মালীর সঙ্গে আমারই প্রিয়বনে বিলাস করিতেছেন। হায়! আমার বিপক্ষার সহিত আমার প্রিয়ের রমণ, তাহাও কি না আমার নেত্র গোচর হইল, কি দুঃখ! এইজগতে চিরজীবি জন কিইনা না দেখিতে পায়? অর্থাৎ চিরজীবিনী হইলে আমাকে আরও না কত দেখিতে হইবে অতএব সম্প্রতি আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ ॥ ৯ ॥

ইদং কিং সোঢ়ব্যং ভবতি যদয়ং মৎপ্রিয়সরো-
নিকুঞ্জে পদ্মালীং ক্বচিদপি নিধায়াত্র নিভৃতম্।
সমানাস্যাপাস্মান্ ক্ষণমহহ সন্দর্শ্য শঠধী-
র্মুধালাপারম্ভং ন ইহ স বিহায়াগমদমূম্॥ ১০॥
ললিতা প্রাহ তদ্ধার্ষ্ট্যং ময়া দৃষ্টং মুহুঃ সখি!।
নাবৈষি সরলা তত্ত্বমেহি যামঃ স্বমন্দিরম্॥ ১১॥
ইতি তাং ললিতা পাণৌ ধৃত্বা চক্রে গৃহোন্মুখীম্।
সাপি তদ্বিরহাদ্ভীতা দীনার্ত্তোৎকা জগাদ তাম্॥ ১২॥

নন্বেবং কিমর্থং বদসি চেত্তত্রাহ—অহহ ইতি খেদে। অয়ং কৃষ্ণঃ অত্র মৎকুণ্ডস্য কুঞ্জে ক্বাপি নিগূঢ়স্থানে পদ্মালীং নিভৃতং নিধায় স্থাপয়িত্বা অস্মান্ সমানায্য ক্ষণং মুধালাপারম্ভং সংদর্শ্য আচরিত্বা। শঠধী নোঽস্মান্ বিহায় ত্যক্ত্বা অমূং পদ্মালিমগমৎ। যং ইদং কিং সোঢ়ব্যং ভবতি ন সোঢ়ব্য-মিতি ভাবঃ॥ ১০॥

কৃষ্ণস্য ধার্ষ্ট্যং ময়া মুহুর্দৃষ্টং, সরলা ত্বং তৎ ন জানাসি। এহি স্বমন্দিরং যামঃ॥ ১১॥

ইত্যুক্ত্বা ললিতা পাণৌ ধৃত্বা তাং রাধাং গৃহোন্মুখীং চক্রে। সা রাধাঽপি

আহা কি জন্য এপ্রকার বলিতেছ, যদি ইহা বল তাহাতে শ্রীরাধা কহিলেন, হায় কি দুঃখের কথা! এই শঠবুদ্ধি শ্রীকৃষ্ণ মদীয় কুণ্ডের (রাধাকুণ্ডের) তীরবর্ত্তি কুঞ্জে কোন নিভৃতস্থানে পদ্মালী চন্দ্রাবলীকে লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়া আমাদিগকে এখানে আনয়ন পূর্ব্বক মিথ্যা আলাপ করত আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া এই যে পদ্মালীতে (চন্দ্রাবলীতে) উপগত হইয়াছেন, ইহা কি কাহারও সহ্য হয়?॥ ১০॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া ললিতা কহিলেন সখি! আমি শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার ধৃষ্টতা অনেকবার দেখিয়াছি, তুমি সরলা তাহা কিছুই জান না, আইস আমরা স্বগৃহে গমন করি॥ ১১॥

ইহা বলিয়া ললিতা শ্রীরাধার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে গৃহগমনে

দৃষ্টান্ দোষান্ন গৃহ্লাতি চিন্তয়ত্যসতো গুণান্।
দিদৃক্ষতে তাদৃশং তং বামং চেতঃ করোমি কিম্॥ ১৩॥
স্ত্রীততের্ন ক্বচিৎ কামজাপ্যূর্জ্জিতা
লালসাবল্লরী দৃশ্যতে বাহ্যগা।
ষষ্টিকাধান্যজাতেরিবেতীরিতা
সা তয়া তাং সখীং রাধিকা ব্যাহরৎ॥ ১৪॥

তদ্বিরহাদ্ভীতা তত এব দীনার্ত্তা উৎকণ্ঠিতা সতী তাং ললিতাং জগাদ॥ ১২॥

অসতো হবিদ্যমানানপি গুণান্ চিন্তয়তি। দৃষ্টানপি দোষান্ ন গৃহ্লাতি। তত্র হেতুমাহ বামং চেতঃ তাদৃশং উক্তপ্রকারং তং কৃষ্ণং দিদৃক্ষতে। তত্র কিং করোমি॥ ১৩॥

ষষ্টিকাধান্যং "ষটীধান" ইতি প্রসিদ্ধং তস্য জাতে র্ধান্যং পক্কমপি যথা পত্রাবৃতং তিষ্ঠতি নহি বহির্গতং ভবতি। তথা স্ত্রীততেঃ কামজা কামজন্যা ঊর্জ্জিতা বর্দ্ধিতাপি লালসাবল্লরী ক্বচিদপি বাহ্যগা ভূত্বা ন দৃশ্যতে। ইতি

উন্মুখী করিলেন শ্রীরাধাও শ্রীকৃষ্ণবিরহে ভীতা, দীনা, আর্ত্তা ও উৎকণ্ঠিত হইয়া ললিতাকে কহিলেন॥ ১২॥

সখি! ললিতে! কৃষ্ণ যখন অবিদ্যমান গুণসকলকে চিন্তা করিতেছে এবং দৃষ্ট দোষ সকল গ্রহণ করিতেছে না তখন আমার এই বাম কুটিলচিত্ত উক্ত প্রকার সেই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছে, তাহাতে আমি কি করিব?॥ ১৩॥

ষষ্টিকাধান্য (শাটী নামক ধান্য) জাতির পক্কধান্যও যেমন পত্রাবৃত হইয়া থাকে কিন্তু বহির্গত হয় না, তদ্রূপ স্ত্রীগণের কামজন্য বর্দ্ধিতা লালসালতাও বহির্গত হইয়া কখনও দৃশ্য হয় না অর্থাৎ অন্তরে কামোদ্রেক হইলেও বাহে

ত্যজ ব্যর্থাং নারীচয়নয়কথাং কর্ণতুদনীং
বিনির্যান্তি প্রাণাঃ স্ফুটতি মম হৃদ্ ঘূর্ণতি বপুঃ।
ব্রজেন্নাশং মানো ব্রজতু মহিমা হ্রীশ্চ সধৃতিঃ
সখি! ত্বাং বন্দে হা হৃদয়দয়িতং দর্শয় লঘু ॥ ১৫ ॥
সারল্যং তে বিবিধরমণীলম্পটো ধৃষ্টভূপ-
শ্চাপল্যং চাপ্যনুপমমিদং ক্বাপি রামাস্বদৃষ্টম্।

সঞ্চিন্ত্য তয়া ললিতয়া ঈরিতা—সখি! নিজহৃদয়বৃত্তিং কথয়েতি প্রেরিতা সতী সা রাধিকা তাং সখীং ললিতাং ব্যাহরৎ অবদৎ ॥ ১৪ ॥

কিমাহ। ব্যর্থাং নারীসমূহস্য নীতিকথাং কর্ণতুদনীং কর্ণব্যথাকরীং ত্যজ। কর্ণব্যথায়াং হেতুমাহ। প্রাণা বিনির্যান্তি। হৃৎ স্ফুটতি। বপুর্ঘূর্ণতি। এবং চেৎ মানাদি ন স্থাস্যতি তত্রাহ—মানো নাশং ব্রজেৎ। বিধ্যর্থে লিঙ্ ব্রজত্বিত্যর্থঃ। ধৃত্যা সহ মহিমা মহত্ত্বং হ্রীর্লজ্জা চ ব্রজতু দূরীভবতু। হা ইতি কষ্টে। হে সখি ত্বাং বন্দে লঘু শীঘ্রং হৃদয়দয়িতং কৃষ্ণং দর্শয় ॥ ১৫ ॥

শ্রীললিতাহ—স ধৃষ্টানাং রাজা তত্রাপি বিবিধরমণীষু লম্পটঃ। তে

প্রকাশ করে না এই চিন্তা করিয়া ললিতা কর্তৃক প্রেরিতা অর্থাৎ হে সখি! স্বীয় চিত্তবৃত্তি বল এইরূপ ললিতা কর্তৃক প্রেরিত হইয়া শ্রীরাধা, ললিতাকে বলিলেন ॥ ১৪ ॥

সখি ললিতে! নারীগণের কর্ণব্যথাকারি বিফল নীতিকথা পরিত্যাগ কর, কারণ এই সকল কথায় আমার প্রাণ বহির্গত, হৃদয় বিদীর্ণ এবং দেহ বিঘূর্ণিত হইতেছে, যদি বল এই প্রকার হইলে মানাদি থাকিবে না। তদুত্তরে পুনর্ব্বার কহিলেন মান বিনাশ প্রাপ্ত হউক এবং ধৈর্য্যের সহিত মহত্ত্ব ও লজ্জা দূরে গমন করুক হায়! ললিতে তোমাকে বন্দনা করি, শীঘ্র প্রাণপ্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে আনিয়া দেখাও ॥ ১৫ ॥

ললিতা কহিলেন, সখি রাধে! শ্রীকৃষ্ণ ধৃষ্টগণের রাজা, তাহাতে আবার

আলোক্যেতোঽপ্যধিকমহহো বঞ্চয়িষ্যত্যসৌ ত্বাং
ত্বচ্চারিত্রৈর্বয়মিহ হতাঃ কিং পুনর্হংসি বাস্মান্ ॥ ১৬ ॥
ইতোঽপি কা সাস্ত্যধিকাত্র বঞ্চনা
যয়া শঠোঽস্মান্ স কদর্থয়িষ্যতি।
ইত্যালপন্তী প্রিয়মৈক্ষতাগ্রতঃ
সালিঙ্গ্য কাঞ্চিদ্দয়িতাং সমাগতম্ ॥ ১৭ ॥

সারল্যং ঋজুতাং তথা তে চাপল্যঞ্চ রামাসু ক্বাপ্যদৃষ্টমনুপমঞ্চ চালোক্যাসৌ কৃষ্ণস্ত্বামিতোঽপ্যধিকং বঞ্চয়িষ্যতি ত্বচ্চারিত্রৈঃ স্বার্থেঽন্। তব চরিত্রৈর্হতা বয়ং কিম্বা পুনরস্মান্ হংসি ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রুত্বা শ্রীরাধাতিকাতরা সত্যাহ ইতোঽপীতি পদ্যার্দ্ধং। ইতোঽপ্যধিকা সা কা বঞ্চনাস্তি যয়া বঞ্চনয়া স অস্মান্ অতোঽধিকং কদর্থয়িষ্যতি। ইত্যালপন্তী সতী সা রাধা অগ্রতঃ কাঞ্চিদ্দয়িতামালিঙ্গ্য সমাগতং প্রিয়ং শ্রীকৃষ্ণং ঐক্ষত ॥ ১৭ ॥

বিবিধ রমণী সকলে লম্পটযুক্ত, তোমার সরলতা ও চপলতা কোনও রমণীগণে লক্ষিত হয় না, অতএব নিরুপম চাপল্য সন্দর্শন করিয়া ইহা অপেক্ষা আরও তোমাকে বঞ্চনা করিবেন, হায়! ত্বদীয় চরিত্রে আমরা হত হত হইয়াছি আর বিনষ্ট করিও না ॥ ১৬ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধা অত্যন্ত কাতর হইয়া কহিলেন সখি! ইহা অপেক্ষাও কি আর প্রবঞ্চনা আছে, যদ্দ্বারা তিনি আমাকে অধিক কদর্থনা করিবেন? এই রূপে আলাপ করিয়া শ্রীরাধা নিকটে কোন কান্তাকে আলিঙ্গন করিয়া সমাগত প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনকরিয়া পাইলেন ॥ ১৭ ॥

তাং বীক্ষ্য পশ্চাদ্দয়িতোপগূঢ়াং
স্বসম্মুখীনাং প্রতিকুর্ব্বতীং স্বম্।
পদ্মাসখীত্বেন বিনির্ণয়ন্তী
হ্রিয়েৰ্ষ্যয়া সা বিমুখী চকম্পে ॥ ১৮ ॥
বল্লূয়ন্তীং সমীক্ষ্যামূং মন্তূয়ন্তীহ রাধিকা।
সা কুন্দলতয়াভাষি কৃষ্ণেনেরিতয়া দৃশা ॥ ১৯ ॥

তাং দয়িতালিঙ্গিতাং নায়িকাং কীদৃশীং। পশ্চাৎ পৃষ্ঠদেশে দয়িতেনালিঙ্গিতাং। শ্রীকৃষ্ণস্যাঙ্গে স্বপ্রতিবিম্বস্য তথৈব দর্শনাৎ। অতএব স্বসম্মুখীনাং স্বসম্মুখে স্থিতানাং স্বংপ্রতি কুর্ব্বতীং স্বসদৃশচেষ্টাং কুর্ব্বতীং তাং বীক্ষ্য সা রাধা পদ্মাসখীত্বেন বিনির্ণয়ন্তী হ্রিয়েৰ্ষ্যয়া বিমুখী সতী ক্রোধেন চকম্পে ॥ ১৮ ॥

বল্লূয়ন্তীং বিরাজতীমমূং দয়িতবক্ষোলগ্নাং সমীক্ষ্য মন্তূয়ন্তী রুষ্যন্তী সতী সা রাধা ইহ সময়ে কৃষ্ণেন দৃশা ঈরিতয়া প্রেরিতয়া কুন্দলতয়াভাষি। "বল্লূ ভূজামাধুর্য্যয়োঃ" মাধুর্য্যং শোভা। "মন্তু রোষে"। এতৌ কণ্ড্বাদিধাতূ ॥ ১৯ ॥

অনন্তর প্রিয়তমের সহিত আলিঙ্গিত কান্তাকে এমত ভাবে দর্শন করিতে পাইলেন যে কান্তা সে কান্তা যেন প্রিয় কর্ত্তৃক পৃষ্ঠদেশে আলিঙ্গিত হইয়া রহিয়াছে যে হেতু কৃষ্ণাঙ্গে নিজ প্রতিবিম্বের ঐ রূপ দর্শন হইয়া থাকে, অতএব আপনার সন্মুখস্থ স্বীয় চেষ্টাতুল্য চেষ্টাকারিণী প্রতিবিম্বরূপা সেই কান্তাকে সন্দর্শন পূর্ব্বক শ্রীরাধা পদ্মাসখীত্ব (চন্দ্রাবলী) রূপে নিশ্চয় করত লজ্জা ও ও ঈর্ষায় বিমুখী হইয়া ক্রোধভরে কম্পিত হইতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

অনন্তর শ্রীরাধা যখন আপনার প্রতিবিম্বকে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে সংলগ্ন দর্শন করিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিতেছিলেন এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণের নয়ন ভঙ্গী দ্বারা প্রেরিত হইয়া কুন্দলতা শ্রীরাধাকে কহিলেন ॥ ১৯ ॥

কান্তং দ্রষ্টুং সমুৎকা ত্বমাগতং তং সমুৎসুকম্।
দ্রুতং মিল কথং জাতাস্যকস্মাদ্বিমুখী রুষা ॥ ২০ ॥
সাপ্যাহ তাং হরের্বক্ষস্যমূং কিং ত্বং ন পশ্যসি।
যাং প্রদর্শয়িতুং গেহাদানীতাহং ত্বয়া শঠে! ॥ ২১ ॥
কৃষ্ণোঽব্রবীদযাং মনুষে ন সৈষা
কাপ্যাগতৈকাত্র ময়ানুযুক্তা।
রাধাবয়স্যা বনদেবতাস্মী-
ত্যুক্ত্বা বলান্মাং পরিরভ্য সাস্তে ॥ ২২ ॥

হে সখি কান্তং কৃষ্ণং দ্রষ্টুমুৎকণ্ঠিতা ত্বং ত্বাং দ্রষ্টুমুৎসুকমাগতং তং দ্রুতং মিল। কস্মাৎ হেতো রুষা বিমুখী জাতাসি ॥ ২০ ॥

সা রাধা তামাহ,—হরের্বক্ষসি অমূং পদ্মালিং কিং ন পশ্যসি? হে শঠে! যাং কৃষ্ণবক্ষস্থাং পদ্মালীং প্রদর্শয়িতুমহং ত্বয়াত্রানীতাস্মি ॥ ২১ ॥

শ্রীরাধাং কৃষ্ণ আহ। হে রাধে! যাং মনুষে এষা সা পদ্মালী ন, এষা কাপ্যনির্বচনীয়া একা সত্যাগতা ময়া অনুযুক্তা দৃষ্টৈবাহং রাধাসখী বনদেবতা ইত্যুক্ত্বা বলাৎ মাং পরিরভ্যালিঙ্গ্যাত্র মদ্বক্ষসি সাস্তে ॥ ২২ ॥

সখি! রাধে! তুমি কান্তকে দর্শন করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলে, তিনিও তোমাকে দেখিবার নিমিত্ত উৎসুক চিত্তে সমাগত হইয়াছেন, অবিলম্বে তাঁহার সহিত মিলিত হও, কি নিমিত্ত ক্রোধে বিমুখী হইতেছ ॥২০॥

শ্রীরাধা কহিলেন, হে শঠে! যাহাকে দেখাইবার নিমিত্ত তুমি আমাকে গৃহ হইতে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছ? শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে এই পদ্মাসখীকে [চন্দ্রাবলীকে] কি দেখিতে পাইতেছ না? ॥ ২১ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন হে রাধে! তুমি যাহাকে মনে মনে ভাবনা করিতেছ এ সে পদ্মাসখী চন্দ্রাবলী নহে এ কোন একটী অনির্ব্বচনীয়া অদৃষ্টচরী সতী আগমন পূর্ব্বক "আমি রাধাসখী বনদেবতা" এই

আলিঙ্গ্য সংচুম্ব্য চ মাং স্ববিদ্যয়া
পৃষ্ঠেন লগ্নোরসি মে তথাসকৌ।
যথা ন নিঃসারয়িতুং ক্ষমোঽস্ম্যমুং
স্বয়ং চ নিঃসর্ত্তুমপি প্রযত্নতঃ ॥ ২৩ ॥
প্রার্থিতাপি ময়া নৈষা মাং জহাত্যতিকামুকী।
বারয়ৈনাং নিজসখীং বলান্মাং পীড়য়ত্যসৌ ॥ ২৪ ॥
লগ্নায়াং ললিতায়াং তচ্ছ্রুতৌ সাসীদধোমুখী।
সকৃষ্ণা জহসুঃ সভ্যাঃ কুন্দবল্লী জগাদ তাম্ ॥ ২৫ ॥

অসকৌ বনদেবতা মামালিঙ্গ্য সংচুম্ব্য চ স্ববিদ্যয়া মে উরসি পৃষ্ঠেন পৃষ্ঠদেশেন তথা লগ্না; যথা অহমমূং দেবতাং প্রযত্নতোঽপি নিঃসারয়িতুং ন ক্ষমোঽস্মি। স্বয়ং চাসৌ প্রযত্নতোঽপি নিঃসর্ত্তুং সমর্থা ন ভবতি ॥ ২৩ ॥

এষা মাং ন জহাতি এনাং বারয় ॥ ২৪ ॥

তত্তস্যাঃ রাধায়াঃ শ্রুতৌ কর্ণে ললিতায়াং লগ্নায়াং কৃষ্ণাঙ্গে তবৈব প্রতিবিম্বং চন্দ্রাবলী ন ইতি কথয়ন্ত্যাং সত্যাং সা রাধা অধোমুখী আসীৎ। সকৃষ্ণাঃ সভ্যাঃ সখ্যো জহসুঃ, কুন্দলতা রাধাং জগাদ ॥ ২৫ ॥

বলিয়া বল পূর্ব্বক আমাকে আলিঙ্গন করত এই মদীয় বক্ষঃস্থলে অবস্থিতি করিতেছে ॥ ২২ ॥

এবং এই বনদেবতা আমাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া স্বীয় বিদ্যাদ্বারা মদীয় বক্ষঃস্থলে পৃষ্ঠদেশ দিয়া এরূপে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছেন যে, আমি এই দেবতাকে যত্ন করিয়াও নিঃসারিত করিতে পারিতেছিনা এবং ঐ দেবতা নিজেও যত্ন করিয়া বহির্গত হইতে পারিতেছেন না ॥ ২৩ ॥

হে রাধে! আমি প্রার্থনা করিলেও এই কামুকী আমাকে পরিত্যাগ তেছে না, তুমি আপনার নিজ সখীকে নিষেধ কর এ আমাকে বল পূর্ব্বক পীড়িত করিতেছে ॥ ২৪ ॥

অনন্তর ললিতা শ্রীরাধায় কর্ণে সংলগ্না হইয়া "কৃষ্ণাঙ্গে তোমারই প্রতি-

নৈবাক্ষিলগ্নং দয়িতং বিলোকসে
ছায়াং নিজামন্যজনীঞ্চ মন্যসে।
সর্ব্বত্র চন্দ্রাবলিকাং বিশঙ্কসে
চিত্রং তবেদং প্রণয়াখ্যনর্ত্তনম্ ॥ ২৬ ॥
অথাহ বৃন্দা ব্রজমঙ্গলাকরা-
বালেপচিত্রৈরুচিরাং সুবিস্তৃতাম্।
বসন্তলীলোৎসবরঙ্গবেদিকা-
স্থলীমিমাং পশ্যতমগ্রতঃ স্থিতাম্ ॥ ২৭ ॥

নেত্রগোচরং কৃষ্ণং ন বিলোকয়সে। নিজাং ছায়ামন্যাং মন্যসে ॥ ২৬ ॥
হে ব্রজমঙ্গলাকরৌ। আলেপানাং অগুরুপ্রভৃতীনাং চিত্রৈর্নানাবিধৈ-রুচিরামগ্রতঃ স্থিতাং বসন্তলীলোৎসবস্য রঙ্গো যত্র তাং বেদিকাস্থলীং পশ্যতং ॥ ২৭ ॥

বিম্ব এ চন্দ্রাবলী নয়” এই কথা বলায় শ্রীরাধা অধোমুখী হইলেন, তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য সখীসকলে হাস্য করিতে থাকিলে, কুন্দলতা শ্রীরাধাকে কহিলেন ॥ ২৫ ॥

সখি রাধে! নয়ন সংলগ্ন প্রিয়তমকে দেখিতে পাইতেছ না। স্বীয় ছায়াকে অন্য জন জ্ঞান করিতেছ এবং সর্ব্বত্র চন্দ্রাবলী বলিয়া আশঙ্কা করিতেছ, যাহা হউক, তোমার এই প্রণয় নামক নর্ত্তন অতি আশ্চর্য্য ॥ ২৬ ॥

তৎপর বৃন্দা কহিলেন হে ব্রজমঙ্গলাকর রাধাকৃষ্ণ! আপনারা নিকট-বর্ত্তি অগুরুআদি আলেপ সকলের নানাবিধ চিত্র দ্বারা মনোহর এই বসন্ত-লীলোৎসবের রঙ্গবেদিকা দর্শন করুন যাহা অগুরু কেশর প্রভৃতির পৃথক্

অগুরুঘুসৃণকস্তূরীন্দুসচ্চন্দনানাং
পৃথগপৃথগুদঞ্চৎ কর্দ্দমাম্ভঃপ্রপূর্ণৈঃ।
বিবিধমণিচিতাম্বুক্ষেপযন্ত্রৈর্বিরাজ-
দ্বিততবদনকুম্ভৈরন্বিতাং শাতকুম্ভৈঃ॥ ২৮॥
সৈন্দূরকার্পূরকপৌষ্পকন্দুকৈঃ
শরাসনৈর্বাণচয়ৈশ্চ কৌসুমৈঃ।
তাম্বূলমাল্যৈঃ কুসুমাম্বুচন্দনৈ-
রাপূর্ণসৌবর্ণকভাজনৈর্যুতাম্॥ ২৯॥

বেদীং কীদৃশীং? অগুরুকেশরাদীনাং পৃথক্ ভিন্নমপৃথক্ মিশ্রিতঞ্চ যথা তথা উদঞ্চতঃ কর্দ্দমস্য জলেন প্রপূর্ণৈঃ শাতকুম্ভৈঃ স্বর্ণকৃতৈর্বিবিধমণি-নির্ম্মিতাম্বুক্ষেপযন্ত্রে বিরাজন্তি তেষাং সংযোগাদতিশোভমানানি বিততানি বিস্তৃতানি বদনানি ঝটিতি জলগ্রহণার্থং যেষাং তৈঃ কুম্ভৈরন্বিতাম্॥ ২৮॥

সিন্দুরাদিকৃতৈস্ত্রিবিধৈঃ কন্দূকৈস্তথা পুষ্পকৃতধনুর্বাণৈস্তথা তাম্বূলৈর্মাল্যৈঃ কুসুমৈরম্বুভিশ্চন্দনৈরেতৈর্ভোগযোগ্যৈঃ পঞ্চভিশ্চাপূর্ণৈঃ স্বর্ণপাত্রৈর্যুতাং বেদীং॥ ২৯॥

ও মিশ্রিত উদ্গত কর্দ্দমের জলদ্বারা পরিপূর্ণ স্বর্ণ কলস, যাহাদের বিস্তৃত মুখ বিবিধ মণিনির্ম্মিত জলক্ষেপ যন্ত্র সকলে শোভমান, তৎসমুদায় দ্বারা শোভিত। আর সিন্দূর, কর্পূর পুষ্প নির্ম্মিত কন্দূক তথা পুষ্পকৃত ধনুর্ব্বাণ এবং তাম্বূল, মাল্য, কুসুমবাসিত জল ও চন্দন প্রভৃতি ভোগযোগ্য পূর্ণ পঞ্চ স্বর্ণপাত্রযুক্ত বেদী দ্বারা অন্বিত এবং কর্পূর, কুঙ্কুম, মৃগমদ, অগুরু ও চন্দন এই পঞ্চ দ্রব্যের পঙ্ক ও চূর্ণ সকল দ্বারা সমধিক পরিপূরিত এবং নিশ্বাস বায়ু দ্বারাও যাহার ভগ্ন হয়

কর্পূরকুঙ্কুমমদাগুরুচন্দনানাং
পঙ্কৈশ্চ চূর্ণনিকরৈরতিপূরিতাভিঃ।
শ্বাসাভিলব্যমৃদুজাতুষকূপিকাভি-
রাপূর্ণহৈমততভাজনবৃন্দযুক্তাম্ ॥ ৩০ ॥

চতুর্ভিঃ কুলকং ॥

আরুহ্য তাং শ্রীরমণীচয়োভবং-
স্তদৈকতঃ শ্রীরমণোঽপ্যথৈকতঃ।
গৃহীততত্তজ্জলযন্ত্রকাদিকঃ
পরস্পরং প্রেমভরাদরীরমৎ ॥ ৩১ ॥

কর্পূরাদীনাং পঙ্কৈঃ চূর্ণনিকরৈশ্চ কাশ্চিৎ পঙ্কৈঃ কাশ্চিৎ চূর্ণৈরিতি ভেদেনাতিপূরিতাভিঃ শ্বাসেনাপি অভিলব্যা ভেদ্যাঃ শোষ্যা বা ভেত্তুং শোষয়িতুং বা শক্যাঃ। মৃদ্ব্যঃ কোমলাশ্চ যা জাতুষ্যো জতুনির্ম্মিতাঃ কূপিকাস্তাভিরাপূর্ণানাং স্বর্ণকৃতবিস্তৃতভাজনানাং বৃন্দৈর্যুক্তাং ॥ ৩০ ॥

শ্রীরমণীসমূহস্তাং বেদিকাস্থলীমারুহ্য একতো ভবন্ সন্ শ্রীকৃষ্ণোঽপি তামারুহ্য একতো ভবন্ সন্ গৃহীতং তত্তৎ পূর্ব্বোক্তজলযন্ত্রাদিকং আদিশব্দেন কর্পূরাদিপঙ্কপূরিতচূর্ণপূরিতদ্বিবিধজাতুষ্যাকূপ্যশ্চ এতং সর্ব্বং ক্রীড়াযোগ্যং বস্তু যেন স নারীচয়ো রমণশ্চ প্রেমাতিশয়াৎ পরস্পরং অরীরমৎ ॥ ৩১ ॥

এমন জাতুষ অর্থাৎ জতু (লাক্ষা) নির্ম্মিতকূপিকা (কুস্কুমা) সমূহ দ্বারা স্বর্ণনির্ম্মিত পাত্র সকলে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে ॥ ২৭—৩০ ॥

অনন্তর পরম সুন্দরী রমণীগণ এবং শোভমান রমণ শ্রীকৃষ্ণ সেই বেদিকাস্থলীতে আরোহণ পূর্ব্বক উভয়েই তাহায় এক এক পার্শ্বে অবস্থিতি হইয়া ক্রীড়াযোগ্য পূর্ব্বোক্তজলযন্ত্র অর্থাৎ পিচকারী এবং কর্পূরাদি পঙ্কপূরিত ও চূর্ণ পূরিত প্রভৃতি গ্রহণ করত প্রেমাতিশয়ে পরস্পর ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

বিধৃতলঘুসিতাংশুকৌ রম্যতাম্বূলপূর্ণাননৌ
রতিপতি-রণযান্ত্রিকত্বং গতৌ তোয়যন্ত্রৈর্ধৃতৈঃ ।
চলনিশিতকটাক্ষকন্দর্পনারাচ-বৃষ্ট্যা সমং
বিসৃজত ইহ যন্ত্রমুক্তাম্বুবৃষ্টিং মুদা তৌ মিথঃ ॥ ৩২ ॥
ক্লিন্নাতিসূক্ষ্মবসনান্তরুদীর্ণতত্ত-
দঙ্গাবলী মধুরিমামৃতসংপ্রবাহৈঃ ।
সংসিক্তকান্তনয়নাব্জমনস্তটীকা-
স্তুষ্ট্যাপি তৈরতিনিষিক্তবিতৃপ্তনেত্রাঃ ॥ ৩৩ ॥

তৌ শ্রীরমণীগণরমণৌ, বিধৃতং লঘুশুক্লবর্ণমংশুকং বস্ত্রং যাভ্যাং তৌ, রম্যাণি তাম্বূলপূর্ণানি আননানি যয়োস্তৌ। ধৃতৈস্তোয়যন্ত্রৈঃ রতিপতেঃ কামস্য রণযান্ত্রিকত্বং গতৌ। চঞ্চলকটাক্ষা এব কন্দর্পস্য নারাচা বাণাস্তেষাং বৃষ্ট্যা সমং যন্ত্রমুক্তাম্বুবৃষ্টিং বিসৃজতঃ ॥ ৩২ ॥

তত্র শ্রীরাধাদিব্রজসুন্দরীণাং ক্রীড়াসৌষ্ঠবং বর্ণয়তি চতুর্ভিঃ। তাঃ কণস্তুতাঃ ক্লিন্নাতিসূক্ষ্মবসনস্যান্তর্মধ্যে উদীর্ণাঙ্গাবলীনাং মধুরিমামৃতস্য সংপ্রবাহৈঃ সংসিক্তকান্তস্য নয়নাব্জে মনস্তটীকা যাভিস্তাঃ। তস্য কান্তস্য তৈস্তাদৃশামৃতসংপ্রবাহৈরতিনিষিক্তানি বিতৃষ্ণান্যতৃপ্তানি বিশেষেণ তৃপ্তানি বা নেত্রাণি যাসাং তাঃ ॥ ৩৩ ॥

আহা ঐ ক্রীড়া কি আশ্চর্য্য মাধুর্য্য! রমণীগণ ও রমণ শ্রীকৃষ্ণ সূক্ষ্ম শুক্লবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক রমণীয় তাম্বূল পূর্ণ বদনে কন্দর্পের রণবিষয়ক যন্ত্রধারক হইয়া সহর্ষে পরস্পর জলযন্ত্র সকল দ্বারা চঞ্চল কটাক্ষ রূপ কামবর্ষণের সহিত যন্ত্রযুক্ত জলধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

শ্রীরাধাপ্রভৃতি ব্রজসুন্দরীগণের তদ্বিষয়ক ক্রীড়া সৌষ্ঠব চারি শ্লোক বর্ণন করিতেছেন যথা—

ব্রজসুন্দরীদিগের আর্দ্র সূক্ষ্মবস্ত্রের মধ্য হইতে অঙ্গ সমূহের মাধুর্য্যরূপ অমৃত প্রবাহে কান্ত শ্রীকৃষ্ণের সংসিক্ত নেত্রকমলে মনোরূপতট সমুদায় সমর্পণ

তাম্বূলচর্ব্বিতদরোচ্ছ্বসিতৈকগণ্ডাঃ
ক্লিন্নালকালিবৃতঘর্ম্মজলাক্তভালাঃ।
বিস্রস্তকেশবিগলৎকুসুমাবলীকা-
লোলৎকচাংসযুগচারুকুচাংশমধ্যাঃ ॥ ৩৪ ॥
বাসোঞ্চলাং বিবিধগন্ধসুচূর্ণপূর্ণাং
কাঞ্চ্যান্তিরঃসুদৃঢ়শৃঙ্খলিতাং দধানাঃ।
কন্দর্পদীপনসনর্ম্মমনোজ্ঞগানাঃ
কৃষ্ণাভিষিক্তিনিজগুপ্তিষু সাবধানাঃ ॥ ৩৫ ॥

তাম্বূলচর্ব্বিতেন দরোচ্ছ্বসিতং স্বল্পোচ্চমেকং গণ্ডং যাসাং তাঃ। ক্লিন্নাল-কাভি র্বৃতং চ তৎঘর্ম্মসমূহেনাক্তং যুক্তঞ্চ ভালং কপোলং যাসাং তাঃ। বিস্রস্ত-কেশেভ্যো বিগলন্তী কুসুমাবলী যাসাং তাঃ। লোলন্তশ্চলন্তঃ কচাঃ কেশা-অংসযুগে স্কন্ধযুগে চারুকুচাংশে কুচয়োরুপরিভাগে মধ্যে তনুমধ্যে চ যাসাং তাঃ ॥ ৩৪ ॥

বিবিধগন্ধদ্রব্যাণাং সুচূর্ণৈঃ পূর্ণাং বাসোঽঞ্চলীং পরিহিতবস্ত্রপ্রান্তভাগং। কীদৃশীং কাঞ্চ্যান্তিরোভূত্বা বক্রীভূয় সুদৃঢ়শৃঙ্খলিতাং সুদৃঢ়বদ্ধাং দধানাঃ। কন্দর্পস্য দীপনং যস্মাৎ তথাভূতং নর্ম্মসহিতং মনোজ্ঞং গানং যাসাং তাঃ।

করিলেন এবং কান্ত শ্রীকৃষ্ণেরও ঐ প্রকার দেহমাধুর্য্যরূপ অমৃতপ্রবাহ দ্বারা-ব্রজাঙ্গনাগণের নয়ন সকল, অতিশয় নিষিক্ত হইয়া পরিতৃপ্ত হইতে লাগিল এবং চর্ব্বিত তাম্বূলে যাঁহাদিগের এক গণ্ড কিঞ্চিৎ উচ্চ, আর্দ্র চূর্ণকুন্তল ও ঘর্ম্ম-জলে কপোল দেশ শোভমান, স্খলিত কেশকলাপ হইতে কুসুম সমূহ বিভ্রষ্ট এবং যাহাদের কেশসকল স্কন্ধদ্বয়ে স্তনযুগলের উপরিভাগ ও দেহমধ্যে দোদু-ল্যমান হইতেছে আর নানাবিধ গন্ধ দ্রব্যের চূর্ণসমূহে পরিপূর্ণ, পরিধেয় বসনের অঞ্চলভাগকে চন্দ্রহারের মধ্যে বক্রীভূত ও সুদৃঢ় বদ্ধ করিয়া যাঁহারা ধারণ করিয়াছেন এবং যাঁহারা কন্দর্পোদ্দীপনকারি পরিহাসময় মনোজ্ঞ সঙ্গীত

নানাপ্রকারপটবাস-চয়ান্ ক্ষিপন্ত্যঃ
পৌষ্পাদিকন্দুকগণান্ মৃদুকূপিকাশ্চ।
প্রেম্ণা সুগন্ধসলিলৈর্জলযন্ত্রমুক্তৈঃ
শ্রীরাধিকাপ্রভৃতয়ঃ সিষিচুঃ স্বকান্তম্ ॥ ৩৬ ॥

চতুর্ভিঃ কুলকং ॥

অংসালম্বিতপৌষ্পকার্ম্মুকলতাং বাণাবলীং কৌসুমীং
বংশীং চাতুলতুন্দবন্ধনিহিতাং রত্নাম্বুযন্ত্রং করে।

কৃষ্ণস্যাভিষিক্তিরভিষেকস্তাভ্যো নিজগুপ্তিষু স্বরক্ষাসু সাবধানাঃ ॥ ৩৫ ॥

এবম্ভূতাঃ শ্রীরাধিকাপ্রভৃতয়ো নানাপ্রকারপটবাসস্য সুগন্ধচূর্ণস্য চয়ান্। পৌষ্পসৈন্দূরাদিকন্দুকগণান্ মৃদুজাতুষকূপিকাশ্চ ক্ষিপন্ত্যঃ সত্যো জলযন্ত্রমুক্তৈঃ সুগন্ধসলিলৈঃ প্রেম্ণা স্বকান্তং সিষিচুঃ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীহরিঃ অংসে স্কন্ধে আলম্বিতং পুষ্পধনুর্বিভ্রৎ। অতুলতুন্দবন্ধে তুলনারহিতজঠরপটবন্ধে কৌসুমীং কুসুমকৃতাং বাণাবলীং বংশীঞ্চ বিভ্রৎ করে রত্নাম্বুযন্ত্রং রত্ননির্ম্মিতপিচকারীতি খ্যাতং বিভ্রৎ। পিষ্টাতকৈঃ সুগন্ধচূর্ণৈ-

---

করিতেছেন ও শ্রীকৃষ্ণ জলসেচন করিলে তাহা হইতে যাঁহারা আপন আপন অঙ্গ রক্ষায় সাবধান হইতেছেন এতাদৃশী শ্রীরাধিকা প্রভৃতি ব্রজসুন্দরী সকল নানা প্রকার গন্ধচূর্ণ সমূহ তথা পুষ্পনির্ম্মিতসৈন্দূরাদি কন্দুকনিচয় এবং জতুনির্ম্মিত কূপিকা (কুঙ্কুমা) সকল নিক্ষেপ করত জলযন্ত্র মুক্ত সুগন্ধ সলিল সমূহ দ্বারা প্রেম সহকারে প্রাণবল্লভকে সেচন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩—৩৬ ॥

তৎপর শ্রীকৃষ্ণ, স্কন্ধে আলম্বিত পুষ্পধনু, মনোজ্ঞ উদর বন্ধন বসনমধ্যে কুসুমরচিত বাণশ্রেণী ও বংশী, হস্তে রত্ন নির্ম্মিত জলযন্ত্র [পিচকারী] এবং

বিভ্রৎ শ্রীঘটিকাঞ্চলঞ্চ নিভৃতং পিষ্টাতকৈঃ শ্রীহরিঃ
কান্তা যন্ত্রবিমুক্তগন্ধসলিলৈঃ সিঞ্চন্নিমা দীব্যতি ॥ ৩৭ ॥
একাস্য নিঃসরতি যা জলযন্ত্রধারা
ব্যোমাধ্বনীহ শতধা চ সহস্রধা চ।
আসন্নপাতসময়ে কিল লক্ষধাসৌ
লক্ষ্যেষু পাতসময়ে বত কোটিধা স্যাৎ ॥ ৩৮ ॥
জাতুষ্যো যা গন্ধচূর্ণৈঃ প্রপূর্ণাঃ
ক্ষিপ্তাস্তাভিস্তেন বা কূপিকান্তাঃ।

নিভৃতং পূর্ণং শ্রীযুক্তঘটিকাং চলং চ বিভ্রৎ। যন্ত্রবিমুক্তগন্ধসলিলৈঃ ইমাঃ কান্তাঃ সিঞ্চন্ দীব্যতি ক্রীড়তি ॥ ৩৭ ॥

অস্য কৃষ্ণস্য যা জলযন্ত্রধারা জলযন্ত্রান্নিঃসৃতা জলধারা কিম্বা যন্ত্রস্য জলং জলযন্ত্রঃ রাজদন্তাদিবৎ। তস্য যন্ত্রজলস্য ধারা। একা সতী নিঃসরতি যা ধারা ব্যোমাধ্বনি আকাশমার্গে শতধা চ ততঃ সহস্রধা চ স্যাৎ। অসৌ ধারা আসন্নপাতসময়ে পতনপূর্ব্বক্ষণে লক্ষধা স্যাৎ। লক্ষ্যেষু পাতসময়ে শ্রীব্রজাঙ্গনানামঙ্গেষু পতনসময়ে সা ধারা কোটিধা স্যাৎ। মথুরায়াং জরাসন্ধসেনায়াং শ্রীকৃষ্ণস্য শর ইব জ্ঞেয়ং। শরাদিক্ষেপোদ্দেশ্যং লক্ষ্যং ॥ ৩৮ ॥

তাভিঃ শ্রীরাধিকাদিভিঃ। তেন শ্রীকৃষ্ণেন বা ক্ষিপ্তা যা গন্ধচূর্ণৈঃ প্রপূর্ণাঃ

সুগন্ধ চূর্ণ সমূহে পরিপূর্ণ চঞ্চল ঘটিকা ধারণ পূর্ব্বক যন্ত্রবিমুক্ত সুগন্ধ সলিলদ্বারা এই কান্তাগণকে সেচন করত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণের জলযন্ত্র হইতে একটী জল ধারা নির্গত হইয়া গগণ পথে প্রথমতঃ শত ধারায় ও তৎপরে সহস্রধারায় বিভক্ত হইয়া আসন্নপাতসময়ে অর্থাৎ পতনের পূর্ব্বক্ষণে লক্ষ প্রকার হয় তাহার পর শ্রীব্রজসুন্দরীগণের অঙ্গ সকলে নিপতিত হইবার সময় ঐ ধারা কোটী প্রকারে বিভক্ত হইতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥

তদনন্তর শ্রীরাধাদি ব্রজসুন্দরীগণও শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক সুগন্ধচূর্ণে পরিপূরিত জাতুষ্য অর্থাৎ জতুনির্ম্মিত কুপিকা নিক্ষিপ্ত হইল এবং তাহারা নিক্ষেপবেগে

ভূমৌ পেতুঃ ক্ষেপবেগৈর্বিশীর্ণা-
স্তন্মধ্যস্থা গোলিকালক্ষ্যমাপুঃ ॥ ৩৯ ॥
তাসাং তনৌ কুঙ্কুমবিন্দুজাল-
মধ্যে বিরাজন্মদবিন্দবস্তে।
সুবর্ণবল্লীততিপুষ্পবৃন্দ-
সুপ্তালিসঙ্ঘভ্রমমুন্নয়ন্তি ॥ ৪০ ॥

জাতুষাঃ কুপিকাস্তাঃ ক্ষেপবেগৈর্বিশীর্ণাঃ সত্যঃ ভূমৌ পেতুঃ। তন্মধ্যস্থাঃ সিন্দূরাদিগোলিকালক্ষ্যং শ্রীকৃষ্ণস্যাঙ্গং ব্রজাঙ্গনানামঙ্গঞ্চ পরস্পরমবাপুঃ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্য জলযন্ত্রাদিভিঃ কুঙ্কুমানাং ক্ষেপেঽচিন্ত্যকৌশলযুক্তা জাতুষকুপিকাক্ষেপণেঽপ্যচিন্ত্যকৌশলমাহ—তাসাং শ্রীরাধাদীনাং তনৌ কুঙ্কুমবিন্দুসমূহমধ্যে বিরাজন্তো মৃগমদানাং যে বিন্দবস্তে। সুবর্ণলতাততিষু পুষ্পবৃন্দেষু সুপ্তানামলীনাং ভ্রমরাণাং সঙ্ঘস্য সমূহস্য ভ্রমং ভ্রান্তিমুন্নয়ন্তি প্রকাশয়ন্তি। তাসাং তনুষু স্বর্ণলতাভ্রমস্তনুসংলগ্নকুঙ্কুমবিন্দুষু পুষ্পভ্রমঃ কুঙ্কুমবিন্দুমধ্যসংলগ্নমৃগমদবিন্দুষু ভৃঙ্গভ্রমশ্চ জায়তে। তনুস্বর্ণলতাদীনামেকাকারত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

বিশীর্ণ হইয়া ক্ষিতিতলে পতিত হইল এবং তাহাদের মধ্যস্থিত সিন্দূরাদি গোলিকা লক্ষ্য স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের ও ব্রজসুন্দরীগণের পরস্পর অঙ্গে সংলগ্ন হইয়া গেল ॥ ৩৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণের জল যন্ত্রাদি দ্বারা কুঙ্কুম সকলের ক্ষেপণ বিষয়ে অচিন্ত্যকৌশল যুক্ত জাতুষ্য কূপিকা ক্ষেপণ বিষয়েও অচিন্ত্য কৌশল কহিতেছেন—

শ্রীকৃষ্ণ নিক্ষিপ্ত কুঙ্কুমবিন্দুসকল, শ্রীরাধা প্রভৃতি ব্রজসুন্দরীদিগের অঙ্গসংলগ্ন হইলে ঐ সকলের মধ্যগত মৃগমদের বিন্দুনিচয় স্বর্ণলতায় কুসুমবৃন্দ মধ্যে সুপ্ত ভ্রমরশ্রেণীর ভ্রম উৎপাদন করিতে লাগিল অর্থাৎ স্বর্ণলতায় স্বর্ণবর্ণ

শ্রীরাধিকা প্রথমকীর্ণসুসূক্ষ্মরন্ধ্র-
সদ্যন্ত্রকুঙ্কুমজলামলবিন্দুজালৈঃ।
ব্যাপ্তং পরিস্ফুরতি সংহননং বকারে-
রুদ্যৎসুধাকিরণবিম্বশতৈর্নভো বা ॥ ৪১ ॥
তাঃ ক্ষেপবেগগলিতাবৃতিকূপিকানাং
কর্পূরনাগজপরাগজগোলিকাভিঃ।
লগ্নাভিরঙ্গবসনেষু চ সুগন্ধিতোয়ৈঃ
পঙ্কত্বমেত্য বিচিত্রাঃ শবলাঙ্গভাসঃ ॥ ৪২ ॥

শ্রীরাধায়াঃ প্রথমক্ষিপ্তৈঃ সুসূক্ষ্মরন্ধ্রং ছিদ্রং যত্র তস্য যন্ত্রস্য কুঙ্কুমজলবিন্দু-সমূহৈর্ব্যাপ্তং মুরারেঃ সংহননং শরীরং উদয়সময়ে কুঙ্কুমবর্ণচন্দ্রকিরণৈর্নভ ইব স্ফুরতি বা ইবার্থে ॥ ৪১ ॥

ক্ষেপস্য বেগেন গলিতা গতা আবৃতি র্যাসাং তাসাং কূপিকানাং কর্পূরজ-ন্যাভির্নাগজং সিন্দুরং তজ্জন্যাভিঃ পুষ্পধুলিজন্যাভিশ্চ কিম্বা কর্পূরসিন্দুরাণাং পরাগাশ্চূর্ণস্তজ্জন্যাভির্গোলিকাভিঃ। কীদৃগ্ভিঃ। সুগন্ধিতোয়ৈঃ পঙ্কত্বং

কুসুম মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ ভ্রমর যেমন শোভা পায়, তদ্রূপ ব্রজাঙ্গনাদিগের গৌরবর্ণ দেহস্থিত কুঙ্কুমবিন্দুতে মৃগমদবিন্দু সংলগ্ন হইয়া শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৪০ ॥

শ্রীরাধা প্রথমতঃ সুন্দর সূক্ষ্ম রন্ধ্র বিশিষ্ট জলযন্ত্র দ্বারা কুঙ্কুম জল নিক্ষেপ করিলে, ঐ জলের নির্ম্মল বিন্দু নিচয়ে বকরিপু শ্রীকৃষ্ণের দেহ পরিব্যাপ্ত হইয়া শত শত শশধর বিম্বে সমাকীর্ণ নীলাকাশের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৪১ ॥

অনন্তর নিক্ষেপবেগে আবরণশূন্য কূপিকা (কুঙ্কুমা) সকলের কর্পূর সিন্দূর ও পুষ্পধূলি অথবা কর্পূর সিন্দুরের চূর্ণ জন্য গোলিকা সকল যাহারা

নানাবর্ণৈর্গন্ধচূর্ণৈ র্বিকীর্ণৈ-
রাদৌ ভূর্দ্যৌ র্ব্যানশে দিগ্বিদিক্চ ।
গন্ধাম্বূনাং বৃষ্টিসংছিন্নমূলৈ-
র্লেভে পশ্চাচ্চিত্রচন্দ্রাতপত্বম্ ॥ ৪৩ ॥
তং গন্ধলেপনচলং প্রিয়য়া স্বহস্ত-
স্পর্শোত্থকুট্টমিতয়া কলহায়মানম্ ।

প্রাপ্য তাসামঙ্গে বসনে চ লগ্নাভিস্তা রাধাদয়ঃ শবলাঙ্গবাসো বিচিত্রাঃ। অনেকস্য মিলনং শবলং । অনেকবর্ণযুতা বভূবুরিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

আদৌ বিকীর্ণৈঃ ক্ষিপ্তৈ র্নানাবর্ণৈর্গন্ধচূর্ণৈর্ভূঃ পৃথিবী দ্যৌরাকাশং চ দিগ্বিদিক্ চ ব্যানশে ব্যাপ্তা বভূব । পশ্চাৎ যন্ত্রনির্গতগন্ধজলবৃষ্টিভিঃ সংছিন্নমূলৈস্তৈ র্গন্ধচূর্ণৈশ্চিত্রচন্দ্রাতপত্বং লেভে । তাসাং মধ্যে দ্যৌরেবেতি জ্ঞেয়ং ॥ ৪৩ ॥

স্বস্য কৃষ্ণস্য হস্তস্পর্শেনোত্থঃ কুট্টমিতাখ্যো ভাবো যস্যাস্তয়া প্রিয়য়া রাধয়া গন্ধলেপনেন চলং চঞ্চলং কলহায়মানং তং রমণং কাচিৎ চলাক্ষী

সুগন্ধি জলে পঙ্কত্ব প্রাপ্ত হইয়া ব্রজাঙ্গনাগণের অঙ্গে ও বস্ত্র সংলগ্ন হইয়াছিল তৎসমুদায় দ্বারা শ্রীরাধিকা প্রভৃতি ব্রজসুন্দরী সকলে নানাবিধ বর্ণ বিশিষ্ট হইয়াছিলেন ॥ ৪২ ॥

অপর প্রথমতঃ নানাবিধ বর্ণের গন্ধচূর্ণ বিক্ষিপ্ত হইলে তদ্দ্বারা পৃথিবী, আকাশ ও দিক্ বিদিক্ পরিব্যাপ্ত হইল, অনন্তর যন্ত্রনির্গত গন্ধ জলের বর্ষণে ছিন্নমূল গন্ধচূর্ণ সমূহ দ্বারা যেন বিচিত্র চন্দ্রাতপকে লাভ করিয়াছিল ॥ ৪৩ ॥

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ-করস্পর্শে শ্রীরাধার কুট্টমিত ভাব * উপস্থিত হওয়ায় তিনি শ্রীকৃষ্ণাঙ্গে গন্ধলেপন করিতেছিলেন তাহাতে চঞ্চল শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার

স্তন ও অধরাদিগ্রহণ করায় হৃদয়ে প্রীত হইলেও সম্ভ্রমপ্রযুক্ত ব্যথিতের ন্যায় বাহ্যে ক্রোধ প্রকাশ করা হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকে কুট্টমিত ভাব বলেন ॥

স্তনাধরাদিগ্রহণে হৃৎপ্রীতাবপি সম্ভ্রমাৎ ।
বহিঃ ক্রোধো ব্যথিতবৎ প্রোক্তং কুট্টমিতং বুধৈঃ ॥

কাচিৎ সুগন্ধিসলিলৈর্ঘটিকাত্তমুক্তৈঃ
সিঞ্চন্ত্যুপেত্য নিভৃতং রমণং চলাক্ষী ॥ ৪৪ ॥
যকা সকাভ্যেত্য যতস্ততোবপু-
ষ্যবাকিরৎ সৎপটবাসকান্ হরেঃ।
যকাং তকাং সোঽপ্যবরুধ্য বক্ষসা
তদাননং তৈঃ সমরূষয়ন্ পপৌ ॥ ৪৫ ॥
রাধাং কিরন্তীং পটবাসকান্ মুহু-
র্নিরোধিতাং বীক্ষ্য বকারিণোরসা।

নিভৃতমুপেত্য ঘটিকা ক্ষুদ্রঘটস্তত্রাদ্যৈরাত্তৈ গৃহীতৈঃ পশ্চাৎ মুক্তৈঃ সুগন্ধি-সলিলৈঃ সিঞ্চতি ॥ ৪৪ ॥

যকা সকা যা সা সামান্যা যতস্ততঃ অভ্যেত্যাগত্য হরের্বপুষি সৎপট-বাসকান্ শোভনসুগন্ধচূর্ণান্ অবাকিরৎ। স কৃষ্ণোঽপি যকাং তকাং যাং তামপি বক্ষসাঽবরুদ্ধ্য তৈঃ সুগন্ধচূর্ণৈস্তস্যা আননং সমরূষয়ন্ সজ্যর্ষয়ন্ পপৌ ॥ ৪৫ ॥

মুহুঃ পটবাসকান্ সুগন্ধচূর্ণান্ কিরন্তীং রাধাং বকারিণোরসা নিরোধিতাং

সঙ্গে কলহে প্রবৃত্ত হইলে ঐ সময়ে কোন এক চঞ্চলাক্ষী গোপাঙ্গনা নিভৃতে শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া ক্ষুদ্রঘটদ্বারা গন্ধজলগ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে সেচন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥

তৎপরে যে দিক্ সে দিক্ হইতে যে সে গোপী আগমন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে সুগন্ধচূর্ণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণও তখন যে সে গোপীকে নিজ বক্ষঃস্থলে অবরুদ্ধ করিয়া গন্ধচূর্ণদ্বারা তদীয় বদন বিভূষিত করত তাহা পান করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥

অনন্তর শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণাঙ্গে মুহুর্মুহু গন্ধচূর্ণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলে

সখীচয়েঽকাণ্ডপটায়িতে ঽভিত-
স্তেনাপি পূর্ণত্বমনায়ি বাঞ্ছিতম্ ॥ ৪৬ ॥
কৃষ্ণস্তীক্ষ্ণৈরতনুবিশিখৈর্নর্ম্মমন্ত্রপ্রবীণৈ-
স্তাসামাসীন্মদনবিবশো বিদ্ধমর্ম্মা কটাক্ষৈঃ।
তৎপ্রত্যস্ত্রৈঃ সদরহসিতাপাঙ্গলোকাশুগৈস্তান্
প্রত্যাবর্ত্ত্য ব্যদধদথ তা ব্যাকুলাঃ সোঽপি শশ্বৎ ॥ ৪৭ ॥
মহ্যাং মেঘঃ স চ নরবপুস্তং চ সিঞ্চন্ত্যজস্রং
শম্পাস্তস্মাৎ পৃথগিতলসন্মূর্ত্তয়ো গন্ধবারাম্

বীক্ষ্য সখীজনেঽসময়ে পরিতঃ পটায়িতে পটমিবাচরিতে সর্ব্বদিক্ষু আবরণীভূতে সতি তেন কৃষ্ণেন বাঞ্জিতং পূর্ণত্বমনায়ি ॥ ৪৬ ॥

তাসাং তীক্ষ্ণৈ নর্ম্মমন্ত্রেণ প্রবীণৈঃ কটাক্ষৈঃ কন্দর্পবাণৈ বিদ্ধমর্ম্মা কৃষ্ণো মদনবিবশ আসীৎ। সোঽপি কৃষ্ণঃ দরহসিতেন সহ কটাক্ষবাণৈস্তৎপ্রত্যস্ত্রৈ-স্তান্ প্রত্যাবর্ত্ত্য নিবার্য্য উত্তমনায়িকানাময়ং স্বভাবঃ স্বকৃতকটাক্ষে নায়ক-কটাক্ষপাতে সতি কটাক্ষং ন করোতি তা রাধাদীঃ শশ্বৎ ব্যাকুলা ব্যদধৎ সোঽপি কৃষ্ণঃ শশ্বৎ ব্যাকুলোঽভবৎ ॥ ৪৭ ॥

মহ্যাং মেঘ ইতি চিত্রং স চ মেঘো নরবপুরিত্যাতিচিত্রং। তং মেঘং শম্পা-বিদ্যুতোঽজস্রং সিঞ্চন্তীতি ততোঽপি চিত্রং। তস্মাৎ মেঘাৎ পৃথগিতাঃ

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বক্ষঃস্থলে অবরুদ্ধ করিলেন, এই ব্যাপার দর্শন করিয়া সখীগণ সর্ব্বতোভাবে বস্ত্রের ন্যায় আচরণ অর্থাৎ চতুর্দ্দিকে আবরণ স্বরূপ হইয়া বেষ্টন করিলে তখন শ্রীকৃষ্ণ স্বমনোরথ পরিপূর্ণ করিলেন ॥ ৪৬ ॥

তৎপরে ঐ সকল ব্রজাঙ্গনাদিগের পরিহাসমন্ত্রে প্রবীণ ও তীক্ষ্ণ কটাক্ষ রূপ কন্দর্প বাণ সমূহে মর্ম্ম স্থান বিদ্ধ হওয়ায় মদনে বিবশ হইয়াছিলেন পরে তিনি ও ঈষৎ হাস্যের সহিত প্রতি অস্ত্র স্বরূপ কটাক্ষবাণসমূহ দ্বারা ঐ সকল ব্রজসুন্দরীদিগের কটাক্ষবাণকে নিবারণ করিয়া তাহাদিগকে ব্যাকুল করিলেন এবং আপনিও ব্যাকুল হইয়াপরিলেন ॥ ৪৭ ॥

প্রথমতঃ পৃথিবীতে মেঘ ইহা আশ্চর্য্য, তাহাতে আবার সেই মেঘ,

ধারাসারৈঃ সততমমুনা সিচ্যমানা মুদাস্মিন্
বৃন্দাদীনামপিবদমৃতং নেত্রবাপীহ বর্গঃ ॥ ৪৮ ॥
ক্রীড়ন্নিত্থমসাবমূভিরগমদ্দোলাজবেদ্যান্তিকং
বৃন্দাকুন্দলতে দৃগিঙ্গিতনয়ৈঃ কৃত্বা সহায়ে হসন্
কান্তায়াঃ করপঙ্কজাৎ কৃতপয়ো যন্ত্রাপহারো হরি-
হিন্দোলাম্বুজমারুরোহ স হঠাদাচ্ছিন্নবেণুস্তয়া ॥ ৪৯ ॥

পৃথগিবাচরিতাঃ পৃথগভূতাঃ সত্যো লসন্ত্যো মূর্ত্তয়ো যাসাং তাঃ শম্পা গন্ধবারাং গন্ধজলানাং ধারাসারৈর্ধারাসম্পাতৈস্তং মেঘমজস্রং সিঞ্চন্তি ইতি ততোঽপি চিত্রং। তাঃ কীদৃশ্যঃ তেন মেঘেন তৈর্গন্ধবারাং ধারাসারৈঃ সততং সিচ্যমানাঃ সত্যঃ অস্মিন্ মুদা বৃন্দাদীনাং নেত্রবাপীহবর্গঃ চাতকসমূহোঽমৃতমপিবৎ ইত্যত্র কৃষ্ণো মেঘঃ রাধাদয়ঃ শম্পাঃ ॥ ৪৮ ॥

অসৌ হরিঃ কৃষ্ণোঽমূভিঃ ক্রীড়ন্ হিন্দোলাবেদীনিকটং গত্বা দৃগেঙ্গিতৈর্বৃন্দাকুন্দলতে সহায়ে কৃত্বা রাধাকরাৎ কৃতং জলযন্ত্রস্থাপহরণং যেন সঃ।

নরদেহধারী, ইহাও অতি আশ্চর্য্য, সেই মেঘকে আবার বিদ্যুৎসকল সেচন করিতেছে ইহা পূর্ব্বাপেক্ষাও অত্যাশ্চর্য্য, পুনর্ব্বার ঐ বিদ্যুৎ সকল সেই মেঘ হইতে পৃথক্ হইয়া সবিলাসাঙ্গে শোভা পাইতেছে ও সুগন্ধ জলধারা দ্বারা যে নিরন্তর মেঘকে সেচন করিতেছে ইহা তদপেক্ষাও অতীব আশ্চর্য্য এবং ঐ মেঘে আবার বৃন্দাদির নয়নরূপ চাতকগণ আনন্দসহকারে সর্ব্বদা সুধা পান করিতে লাগিল ॥ ৪৮ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজঙ্গনাগণের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে হিন্দোলাবেদীর সমীপে গমন করত নেত্রভঙ্গিদ্বারা বৃন্দা ও কুন্দলতাকে সহায় করিয়া শ্রীরাধার করকমল হইতে, জলযন্ত্র হরণ করিলেন এবং শ্রীরাধা কর্ত্তৃকও বল

অবদদথ হসন্তী কুন্দবল্লী স্বমস্যৈ
বিসৃজ সুমুখি ! বংশীং কুট্টিনীং মা স্পৃশামূম্ ।
ত্বমপি সলিলযন্ত্রং স্ত্রীধনং মাধবাস্যৈ
ত্বরিতমিতি তয়োক্তং তৌ বিধাতুং প্রবৃত্তৌ ॥ ৫০ ॥
যচ্ছন্নসব্যেন করেণ যন্ত্রকং
সব্যেন গৃহ্ণন্ মুরলীং তয়ার্পিতাম্ ।
তাভ্যাং নিজাভ্যাং স দধার তচ্ছলাৎ
তদ্দ্যুতে তৎকরপঙ্কজে হরিঃ ॥ ৫১ ॥

তয়া রাধয়া চ ছিদ্মো বলাদ্‌গৃহীতো বেণুর্যস্য তথাভূতঃ সন্ হিন্দোলাসুখমারুরোহ ॥ ৪৯ ॥

কুন্দবল্লী অবদৎ হে সুমুখি ! অস্মৈ কৃষ্ণায় কুট্টিনীং বংশীং বিসৃজ । অমূং বংশীং মা স্পৃশ যতঃ কুট্টিনীং । হে মাধব ! ত্বমপ্যস্যৈ রাধায়ৈ স্ত্রীধনং জলযন্ত্রং বিসৃজ । তৌ তয়োক্তং কর্ত্তুং প্রবৃত্তৌ ভবতঃ ॥ ৫০ ॥

হরিরসব্যেন দক্ষিণেন করেণ যন্ত্রং যচ্ছন্, সব্যেন রাধার্পিতাং মুরলীং

পূর্ব্বক তাঁহার বেণু অপহৃত হইল, তখন শ্রীকৃষ্ণ হিন্দোলা পদ্মে আরোহণ করিলেন ॥ ৪৯ ॥

তৎপরে কুন্দলতা হাস্য করিতে ২ শ্রীরাধাকে বলিলেন হে সুমুখি ! তুমি এই বংশী শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ কর, এ কুট্টিনী (কুটনী) অতএব ইহাকে তুমি স্পর্শ করিও না এবং শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, হে মাধব ! তুমিও শ্রীরাধার এই জলযন্ত্র অবিলম্বে শ্রীরাধাকে দাও, এই স্ত্রীধন ইহা স্পর্শ করিও না, কুন্দলতার এই বাক্যে উভয়েই তদ্রূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫০ ॥

তখন শ্রীকৃষ্ণ, দক্ষিণ হস্তে, শ্রীরাধাকে জলযন্ত্র অর্পণ ও বাম হস্তে শ্রীরাধাপ্রদত্ত মুরলী গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া নিজের দুই হস্ত দ্বারা আদান

অধস্তাদ্বৃন্দয়া কুন্দবল্ল্যাচোত্থাপিতাং হরিঃ।
দোলামারোহয়ামাস প্রতীপামপি তাং বলাৎ ॥ ৫২ ॥
হিন্দোলমধ্যং প্রিয়য়া গতেঽচ্যুতে
গায়ন্ত্য উচ্চৈর্মুদিতাস্তদালয়ঃ।
পশ্চাদ্গতাঃ কাশ্চিদথাগ্রতঃ পরা-
হিন্দোলিকান্দোলনমুদ্বিতেনিরে ॥ ৫৩ ॥

গৃহ্ণন্। নিজাভ্যাং তাভ্যাং করাভ্যাং তচ্ছলাৎ দানগ্রহণচ্ছলাৎ তত্তদ্যুতে যন্ত্রবংশীযুতে রাধায়াঃ তে করপঙ্কজে স দধার ॥ ৫১ ॥

অধস্তাদ্বৃন্দয়া কুন্দবল্ল্যা চোত্থাপিতাং প্রতীপাং দোলারোহণেঽনিচ্ছাবতীমপি তাং রাধাং বলাৎ হরি র্দোলামারোহয়ামাস ॥ ৫২ ॥

হিন্দোলমধ্যং রাধাকৃষ্ণে গতে সতি আলয়ঃ কাশ্চিৎ পশ্চাদ্গতাঃ পরাঃ অগ্রতঃ স্থিতাঃ গায়ন্ত্যঃ সত্যো হিন্দোলিকায়াঃ আন্দোলনং উদ্বিতেনিরে কৃতবত্যঃ ॥ ৫৩ ॥

প্রদান ছলে জল যন্ত্র ও বংশীযুক্ত শ্রীরাধার দুইটী করকমল ধারণ করিলেন ॥ ৫১ ॥

তখন বৃন্দা ও কুন্দলতা নিম্নদেশ হইতে দোলারোহণে অনিচ্ছাবতী শ্রীরাধাকে উত্থাপিত করিলে শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্ব্বক তাঁহাকে দোলায় আরোহণ করাইলেন ॥ ৫২ ॥

এইরূপে শ্রীরাধাকৃষ্ণ, উভয়ে হিন্দোলার মধ্যগত হইলে সখীগণ আনন্দচিত্তে উচ্চস্বরে গান করিতে করিতে কেহ কেহ অগ্রভাগে ও কেহ কেহ পশ্চাৎভাগে অবস্থিত হইয়া হিন্দোলা সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন ॥ ৫৩ ॥

হিন্দোলিকায়াং সহসালিবৃন্দৈ-
রান্দোলিতায়াং বলবচ্চলন্ত্যাম্।
উদ্বেল্লিতাঙ্গী কিল চঞ্চলাক্ষী
সালিঙ্গ্য কান্তং ললনা ললম্বে॥ ৫৪॥
তয়োর্ভ্রশ্যৎ কৈশ্যং মিথ ইহ চলৎকুণ্ডলযুগে
তথা চঞ্চৎকাঞ্চীস্তবকপটলং তৎসমুদয়ে।
পরিম্লায়ন্মাল্যদ্বয়মপি চলৎকঙ্কণবরে
দৃঢ়ং দোলান্দোলে সতি সপদি সন্দানিতমভূৎ॥ ৫৫॥

সহসা আলীবৃন্দৈরান্দোলিতায়াং ততএব বলবদতিচলন্ত্যাং হিন্দোলিকায়াং উদ্বেলিতানি অতিচালিতানি অঙ্গানি যস্যাঃ সা ললনা রাধা কান্তমালিঙ্গ্য ললম্বে তং আলম্ব্য স্থিতা॥ ৫৪॥

দৃঢ়ং দোলান্দোলে সতি তয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ ভ্রশ্যৎকৈশ্যং কেশসমূহঃ মিথঃ পরস্পরং চলৎকুণ্ডলযুগে সন্দানিতং সংযুক্তমভূৎ। তথা চঞ্চৎকাঞ্চ্যাঃ স্তবকপটলং স্তবকসমূহস্তৎ সমুদয়ে কাঞ্চীসমুদয়ে সন্দানিতমভূৎ। পরিম্লায়ন্মাল্যদ্বয়ং কঙ্কণবরে সন্দানিতমভূৎ॥ ৫৫॥

তখন সখীগণ সহসা হিন্দোলা সঞ্চালিত করিতে লাগিলে ঐ হিন্দোলা দ্রুতগতি সঞ্চালিত হইতে লাগিল, তাহাতে শ্রীরাধা, কম্পিতাঙ্গী ও চঞ্চলনয়নে প্রাণকান্ত শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহাকে অবলম্বন করিলেন॥ ৫৪॥

অনন্তর হিন্দোলিকা এমন সবেগে সঞ্চালিত হইতে লাগিল যে, শ্রীরাধাকৃষ্ণের কেশপাশ স্খলিত হইয়া পরস্পরের কম্পিত কুণ্ডল যুগলে আবদ্ধ হইল, চঞ্চল চন্দ্রহারের স্তবক সমূহ ঐ চন্দ্রহারসমুদায়ে সংযুক্ত হইল এবং মাল্যযুগল চঞ্চল কঙ্কণে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন হইল॥ ৫৫॥

দোলায়ামতিলোলায়াং রাধা চঞ্চললোচনা।
সখীসাহায্যমিচ্ছন্তী ব্যতর্কি তাভিরিঙ্গিতৈঃ ॥ ৫৬ ॥
তাভির্লোলিতদোলামীশামত্যামতিলোলা-
মাপ্তাত্মেপ্সিতশস্তাং গাঢ়ান্দোলবিহস্তাম্।
স্বালীনাং পরিচর্য্যাং বাঞ্ছন্তীং হৃদি বর্য্যাং
প্রেঙ্খোলীঞ্চ মুহুস্তামাজ্ঞায়ারুরুহুস্তাঃ ॥ ৫৭ ॥
তাম্বূলবীটী র্ললিতা বিশাখয়া
চম্পালিকা সা ব্যজনে চ চিত্রয়া।

রাধা সখীসাহায্যমিচ্ছন্তী তাভিঃ সখীভিরিঙ্গিতৈর্ব্যতর্কি ॥ ৫৬ ॥

বিতর্কমাহ,—তাভিঃ সখীভির্মুহুর্লোলিতা দোলা যস্যাঃ তাং। ঈশা-মীশ্বরীং, আপ্তাত্মেপ্সিতেন প্রাপ্তস্ববাঞ্ছিতেন শস্তাং প্রশস্তাং, গাঢ়ান্দোলেন বিহস্তাং ব্যগ্রাং। হৃদি স্বসখীনাং পরিচর্য্যাং বাঞ্ছন্তীং, যতো বর্য্যাং তাং রাধামাজ্ঞায়। প্রেঙ্খোলীঞ্চাতিলোলামাজ্ঞায় তাঃ সখ্যস্তাং প্রেঙ্খোলীঃ আরুরুহুঃ ॥ ৫৭ ॥

পরিচর্য্যাসামগ্র্যা সহ সখীনাং আরোহণমাহ,—বিশাখয়া সহ ললিতা

হিন্দোলা অত্যন্ত দোলিতে থাকিলে শ্রীরাধা চঞ্চলনেত্রে সখীদিগের সাহায্য ইচ্ছা করিলে, সখীগণ ইঙ্গিত দ্বারা এইরূপ বিতর্ক করিতে লাগি-লেন ॥ ৫৪ ॥

বিতর্ক এই যে, সখীসকল হিন্দোলা মুহুর্মুহু আন্দোলিত করিলে যিনি অত্যন্ত সন্দোলিত হইতেছেন এবং যিনি স্বীয়াভিলাষে প্রশস্তা অর্থাৎ সুস্থ চিত্তা ও প্রগাঢ় আন্দোলনভরে অধীরা হইয়া মনে মনে স্বীয় বয়স্যাগণের পরিচর্য্যা অভিলাষ করিতেছেন! সখীগণ শ্রীরাধার এইরূপ অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া হিন্দোলার উপরে গিয়া আরোহণ করিলেন ॥ ৫৭ ॥

পরিচর্য্যাসামগ্রীর সহিত সখীসকলের দোলারোহণের প্রকার এই যে,

শ্রীতুঙ্গবিদ্যা সহিতেন্দুলেখয়া
পানীয়জাম্বূনদঝার্ঝরীযুগম্ ॥ ৫৮ ॥
সার্দ্ধং সুদেব্যা কিল রঙ্গদেবী
সুগন্ধপঙ্কান্ পটবাসকাংশ্চ ।
প্রেম্না সমুৎকাণ্ঠিমুদা গৃহীত্বা
হিন্দোলিকাং তূর্ণমথারুরোহ ॥ ৫৯ ॥

যুগ্মকম্ ॥

তাভিঃ সেবিতয়োস্তৈস্তৈঃ প্রেষ্ঠয়োর্নয়নেঙ্গিতৈঃ ।
ক্রমাৎ পূর্ব্বাদিদলগা বিরেজুর্ললিতাদয়ঃ ॥ ৬০ ॥

তাম্বূলবীটী গৃহীত্বা হিন্দোলিকামারুরোহ ইতি পরশ্লোকস্থেনান্বয়ঃ । এবমগ্রেঽপি । চিত্রয়া সহ চম্পালিকা ব্যজনে গৃহীত্বারুরোহ । ইন্দুলেখয়া সহ তুঙ্গবিদ্যা পানীয়স্বর্ণপাত্রযুগং ॥ ৫৮ ॥

পটবাসকান্ সুগন্ধচূর্ণান্ ॥ ৫৯ ॥

তাভিস্তৈস্তৈস্তাম্বূলবীটিকাদিভিঃ সেবিতয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োর্নয়নেঙ্গিতৈঃ ললিতাদয়ঃ অষ্টদলকমলাকারদোলায়াঃ পূর্ব্বাদিদলগাঃ সত্যঃ বিরেজুঃ ॥ ৬০ ॥

বিশাখার সহিত ললিতা তাম্বূলবীটিকা, চিত্রার সহিত চম্পকলতা—ব্যজন, ইন্দুলেখার সহিত তুঙ্গবিদ্যা—জলপূর্ণ দুইটী স্বর্ণঝারী এবং সুদেবীর সহিত রঙ্গদেবী উৎকণ্ঠিতা হইয়া সুগন্ধ পঙ্ক ও সুগন্ধি চূর্ণ গ্রহণ পূর্ব্বক আনন্দান্তঃকরণে হিন্দোলিকার উপরে আরোহণ করিলেন ॥ ৫৮—৫৯ ॥

তৎপরে সখীসকল সেই সেই তাম্বূল প্রভৃতি সেব্য বস্তু দ্বারা প্রিয়তম শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরিচর্য্যা করিলেন এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের ইঙ্গিত দ্বারা আদিষ্ট হইয়া ঐ ললিতাদি সখীগণ, যথাক্রমে পূর্ব্বাদি দলে অর্থাৎ অষ্টদল পদ্মের-

তত্রাশ্চর্য্যমভূদেকং রাধাকৃষ্ণৌ পুরঃস্থিতৌ।
যুগপদ্দদৃশুঃ সর্ব্বাঃ স্বস্বাভিমুখতাং গতৌ ॥ ৬১ ॥
পুনরান্দোলনাত্তাভি র্বৃন্দাকুন্দলতাদিভিঃ।
দোলায়ামতিলোলায়াং চিত্রমাসীদিদং পরম্ ॥ ৬২ ॥
তাসাং দলাল্যাং পরিতঃ স্থিতানাং
পার্শ্বে হরিঃ স্বপ্রতিবিম্বদম্ভাৎ।
তিষ্ঠন্নমূভিঃ সহসোপগূঢ়ঃ
শ্রীরাধয়ান্যাভিরপি ব্যলোকি ॥ ৬৩ ॥

তত্রৈকমাশ্চর্য্যমভূৎ। সর্ব্বাঃ সখ্যঃ যুগপদেকদা রাধাকৃষ্ণৌ স্বস্বাভিমুখতাং গতৌ দদৃশুঃ ॥ ৬১ ॥

দোলায়ামিদং পরং চিত্রমভূৎ ॥ ৬২ ॥
চিত্রমাহ দলাল্যাং পরিতঃ স্থিতানাং তাসাং সখীনাং পার্শ্বে হরিঃ স্বপ্রতিবিম্বচ্ছলাত্তিষ্ঠন্ সন্ অমূভিঃ সখীভি সহসা শীঘ্রমুপগূঢ় আলিঙ্গিতোহস্তীতি রাধয়া তথা অন্যাভিশ্চ ব্যলোকি ॥ ৬৩ ॥

আকারে দোলার চতুর্দ্দিকে অবস্থিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥

তখন সেই হিন্দোলিকাতে এই একটী আশ্চর্য্য হইল যে, সকল সখীই এক সময়ে আপন আপন সম্মুখে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে দেখিতে লাগিলেন ॥ ৬১ ॥

অনন্তর বৃন্দা ও কুন্দলতাদি সখীসকল পুনর্ব্বার সেই হিন্দোকাকে আন্দোলিত করিলে তাহাতে অপর এই একটি আশ্চর্য্য প্রকাশ হইল যে সেই অষ্টদলে অবস্থিত সখীগণের পার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণ, প্রতিবিম্বচ্ছলে অবস্থিত হইয়া ঐ সকল সখী কর্ত্তৃক সহসা আলিঙ্গিত হইলেন ইহা দর্শনকরিয়া শ্রীরাধা ও অন্যান্য সখী সকল শ্রীকৃষ্ণকে এক দৃষ্টিতে দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৬২—৬৩ ॥

অনাচ্ছন্নেঽম্ভোদৈ র্দিবসকরবিম্বোপরি স

চেন্নবাম্ভোদব্যূহঃ প্রকটচলাভিঃ স্থবলিতঃ।

মহাবাত্যোদ্‌ভ্রান্তঃ সততমভবিষ্যত্তত ইত-

স্তদা তস্যাঘারেরুপমিতিমলপ্স্যন্ত কবয়ঃ॥ ৬৪॥

রাধাদৃগিঙ্গিতনয়াল্ললিতামঘারি-

রাকৃষ্য দক্ষিণভুজং বিনিধায় তস্যাঃ।

কণ্ঠে পরং ভুজমসৌ দয়িতাংসদেশে

মধ্যে তয়োঃ স বিবভৌ তড়িতোরিবাব্দঃ॥ ৬৫॥

মেঘৈরনাচ্ছন্নে সূর্য্যবিম্বোপরিভাগে প্রকটচপলাভিঃ স্থিরবিদ্যুদ্ভির্যুতঃ স নবমেঘস্য ব্যূহঃ চেৎ যদি মহাবায়ুসমূহেন উদ্ভ্রান্তঃ সন্ ইতস্ততঃ সততমভবিষ্যৎ তদা কবয়স্তস্যাঘারেরুপমিতিমলপ্স্যন্ত দোলাত্র সূর্য্যবিম্বঃ। কৃষ্ণো মেঘঃ। গোপ্যস্তড়িতঃ॥ ৬৪॥

অঘারিঃ রাধাদৃগিঙ্গিতাৎ ললিতামাকৃষ্য তস্যাঃ কণ্ঠে দক্ষিণভুজং বিনিধায় বামং ভুজং রাধাকণ্ঠে নিধায় তড়িতো র্মধ্যে মেঘ ইব বিবভৌ॥ ৬৫॥

এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের আশ্চর্য্য শোভা এই যে, সূর্য্যবিম্বের উপরিভাগে যদি মেঘ সকল দ্বারা আচ্ছাদিত না হয় এবং স্থিরসৌদামিনী সমূহে যদি অভিনব জলধর মণ্ডল সংযুক্ত ও মহাবায়ুসমূহে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ইতস্ততঃ নিয়ত পরিভ্রমণ করে তবেই পণ্ডিত সকল তদ্দ্বারা এই সখীগণবেষ্টিত হিন্দোলিকোপবিষ্ট অঘরিপু শ্রীকৃষ্ণের উপমা লাভ করিতে পারেন॥ ৬৪॥

অঘারি শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার ইঙ্গিতে ললিতাকে আকর্ষণ করিয়া তাঁহার স্কন্ধোপরি দক্ষিণ বাহু এবং শ্রীরাধার স্কন্ধে বাম বাহু অর্পণপূর্ব্বক উভয়ের মধ্যে অবস্থিত হওয়ায় বিদ্যুৎদ্বয়ের মধ্যগত মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন॥ ৬৫॥

কৌন্দ্যব্রবীৎ পশ্যতাল্যো ! জ্যোতিশ্চক্রে চলে পুরঃ।
রাধানুরাধয়োর্মধ্যে পূর্ণোঽয়মুদিতো বিধুঃ ॥ ৬৬ ॥
এবং বিশাখিকাদ্যাস্তাঃ ক্রমাদাকৃষ্য মাধবঃ।
আলিঙ্গ্য দক্ষিণাংসেঽমূ হিন্দোলসুখমন্বভূৎ ॥ ৬৭ ॥
অথাবরুহ্য হিন্দোলাদ্দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং বিরাজিতম্।
বিশাখাললিতাদিভ্যাং শ্রীরাধান্দোলয়ৎ প্রিয়ম্ ॥ ৬৮ ॥

কুন্দলতা অব্রবীৎ—হে আলাঃ ! পশ্যত পুরোঽগ্রে রাধানুরাধয়োঃ শ্রীরাধা-ললিতয়োর্মধ্যে পূর্ণঃ সমস্তকেলিকলাকুশলো বিধুঃ শ্রীকৃষ্ণোঽয়মুদিত উদয়তি ॥ ৬৬ ॥

মাধবঃ এবং ক্রমাৎ তা বিশাখাদ্যা আকৃষ্য দক্ষিণাংসে অমূরালিঙ্গ্য হিন্দোল-সুখমন্বভূৎ ॥ ৬৭ ॥

শ্রীরাধা হিন্দোলাৎ অবরুহ্য দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং বিশাখাললিতাদিভ্যাং বিরাজিতং প্রিয়মান্দোলয়ৎ ॥ ৬৮ ॥

অনন্তর কুন্দলতা কহিলেন অহে সখীগণ ! দেখ পুরোবর্ত্তি চঞ্চল জ্যোতিশ্চক্রে রাধা ও অনুরাধা অর্থাৎ শ্রীরাধা ও ললিতার মধ্যবর্ত্তী এই পূর্ণ অর্থাৎ নিখিল কেলিকলা কুশল বিধু (শ্রীকৃষ্ণ) উদিত হইয়াছেন ॥ ৬৬ ॥

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ যথাক্রমে সেই বিশাখা প্রভৃতি সখীগণকে দক্ষিণস্কন্ধে ধারণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া হিন্দোললীলার সুখানুভব করিতে লাগিলেন ॥ ৬৭ ॥

অনন্তর শ্রীরাধা, হিন্দোলা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক হিন্দোলিকার উপরি বিশাখা ও ললিতাদি দুইটী দুইটী সখীর সহিত বিরাজিত প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে স্থাপন করিয়া আন্দোলিত করিতে লাগিলেন ॥ ৬৮ ॥

ততোঽবরূঢ়া ললিতাদয়স্তদা
রাধেঙ্গিতৈঃ কাঞ্চনবল্লিকাদিকাঃ ।
আরোহয়ামাসুরধঃস্থিতাঃ সখী-
র্হিন্দোলিকাং তাং ক্রমশো বলাচ্ছলৈঃ ॥ ৬৯ ॥
তাসাং দ্বয়ীদ্বয়ীপূর্ণপার্শ্বং তং ক্রমশো মুদা ।
গোবিন্দং দোলয়ামাসু র্গায়ন্ত্যস্তাঃ সরাধিকাঃ ॥ ৭০ ॥
রাধায়াঃ শ্রুতিলগ্নায়াং ললিতায়াং হসন্ত্যসৌ ।
আরুহ্য দোলামালীনাং চকার বহুমণ্ডলীঃ ॥ ৭১ ॥

রাধায়া ইঙ্গিতৈ র্হিন্দোলিকায়া অবরূঢ়া ললিতাদয়ঃ। অধঃস্থিতাঃ কাঞ্চনবল্লিকাদিকাঃ সখীঃ তাং হিন্দোলিকাং ক্রমাৎ বলাচ্ছলৈরারোহয়ামাসুঃ ॥ ৬৯ ॥

সরাধিকাস্তা ললিতাদয়ঃ তাসাং কাঞ্চনবল্লিকাদীনাং দ্বয্যা দ্বয্যা দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং পূর্ণপার্শ্বং তং কৃষ্ণং দোলয়ামাসুঃ ॥ ৭০ ॥

রাধায়াঃ শ্রুতৌ কর্ণে লগ্নায়াং কথয়ন্ত্যাং ললিতায়ামসৌ রাধা হসন্তী দোলামারুহ্যালীনাং বহুমণ্ডলীশ্চকার ॥ ৭১ ॥

তৎপর শ্রীরাধার ইঙ্গিতে ললিতাদি সখীসকল, হিন্দোলিকা হইতে অবতরণ করিয়া কাঞ্চনলতাদি সখীগণকে অধঃস্থিত দর্শন পূর্ব্বক সামর্থ্য প্রদর্শনচ্ছলে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগকে হিন্দোলার উপরি আরোহণ করাইতে লাগিলেন ॥ ৬৯॥

তদনন্তর শ্রীরাধার সহিত ললিতাপ্রভৃতি সখীসকল গান করিতে করিতে ক্রমশঃ ঐ সকল কাঞ্চনলতাদি দুই দুইটি সখী দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বাম ও দক্ষিণ দিক্ পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে দোলাইতে লাগিলেন ॥ ৭০ ।

অনন্তর ললিতা, শ্রীরাধার কর্ণে সংলগ্ন হইয়া সঙ্কেত করায় শ্রীরাধা ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে দোলারোহণ পূর্ব্বক সখীগণের বহুতর মণ্ডলী রচনা করিলেন ॥ ৭১ ॥

তস্যাং স্থিতায়াং প্রিয়বামপার্শ্বে
প্রান্দোলয়ন্তীষু সখীষু দোলাম্।
একং পুনশ্চিত্রমভূদমূষাং
দ্বয়োর্দ্বয়োরাস হরিঃ স মধ্যে ॥ ৭২ ॥
তাপিঞ্ছশ্চেৎ খচরকনকক্ষ্মাভৃদুত্থোঽভবিষ্যৎ
প্রোৎফুল্লাঙ্গ্যা পুরটলতয়া বেষ্টিতাঙ্গঃ পরীতঃ।
তাপিঞ্ছানাং কনককদলীসংযুজাং মণ্ডলীভিঃ
সাম্যং শৌরের্জগতি স তদা তাদৃশস্যাপ্যলপ্স্যৎ ॥৭৩।

তস্যাং রাধায়াং প্রিয়স্য বামপার্শ্বে স্থিতায়াং দোলাং সখীষু প্রান্দোলয়ন্তীষু একং চিত্রং পুনরভূৎ। চিত্রমাহ,—অমূষাং সখীনাং দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে স হরিঃ আস বভূব ॥ ৭২ ॥

জগতি প্রোৎফুল্লাঙ্গ্যা পুরটলতয়া বেষ্টিতাঙ্গস্তাপিঞ্ছস্তমালশ্চেৎ খচর আকাশগামী কনকস্য ক্ষ্মাভৃৎ পর্ব্বতস্তদুত্থোঽভবিষ্যৎ। কনককদলীসংযুজাং তাপিঞ্ছানাং মণ্ডলীভিঃ পরীতো ব্যাপ্তঃ সন্ কনকলতাবেষ্টিতঃ তাপিঞ্ছঃ অভবিষ্যৎ। তদা তাদৃশস্য হরেঃ সাম্যমবাপ্স্যৎ। দোলায়াঃ খচরপর্ব্বতেন। রাধায়াঃ স্বর্ণলতয়া। কৃষ্ণস্য তাপিঞ্ছেন। সখীভিঃ সহ কৃষ্ণস্য মূর্ত্তীনাং স্বর্ণকদলীযুক্ততমালৈঃ সাম্যং ॥ ৭৩ ॥

তৎপরে শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্বে অবস্থিত হইলে সখীগণ হিন্দোলা আন্দোলিত করায় একটী আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছিল। আশ্চর্য্য এই যে, ঐ সখীসকলের দুই দুইটীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ অবস্থিত হইয়াছিলেন ॥ ৭২ ॥

সে যাহা হউক জগন্মধ্যে যদি প্রফুল্ল স্বর্ণলতা দ্বারা বেষ্টিতাঙ্গ তমালবৃক্ষ গগনগামি স্বর্ণপর্ব্বতের উপরিভাগে উৎপন্ন হয় এবং সুবর্ণকদলীসংযুক্ত তমালতরুর মণ্ডলী সকল দ্বারা ব্যাপ্ত কনকবেষ্টিত তমালবৃক্ষ হয় তাহা হইলে দোলারূঢ় শ্রীকৃষ্ণের সাদৃশ্য হইতে পারে ॥ ৭৩ ॥

অথাবরূঢ়াসু বিশাখিকেঙ্গিতৈঃ
সখীষু সখ্যো ললিতাদয়ো মুদা।
রাধাচ্যুতৌ সংভ্রময়ন্ত্য উচ্চকৈঃ
প্রেঙ্খোলিকান্দোলনমাশু চক্রিরে ॥ ৭৪ ॥
ব্যাকুলাং রাধিকাং প্রেক্ষ্য গাঢ়ালিঙ্গিতবল্লভাম্।
স্মেরাস্বালীষু গৃহ্ণংস্তাং হসন্নবরুরোহ সঃ ॥ ৭৫ ॥
আভীরীভিঃ সচ্ছম্পাভিঃ সম্বীতাঙ্গঃ কৃষ্ণাব্দঃ
কৌন্দীবৃন্দাদীনাং চক্ষুর্ব্বাপীহালী-তৃষ্ণাহৃৎ।

বিশাখেঙ্গিতৈঃ সখীষু দোলাতো ভূমাববরূঢ়াসু। ললিতাদয়ঃ সখ্যঃ মুদা রাধাকৃষ্ণৌ সম্যক্ ভ্রময়ন্ত্যঃ প্রেঙ্খোলিকায়া আন্দোলনং উচ্চৈরাশু চক্রিরে ॥ ৭৪ ॥

স কৃষ্ণঃ ব্যাকুলাং রাধিকাং বীক্ষ্য হসন্ তাং গৃহ্ণন্নবরুরোহ ॥ ৭৫ ॥

আভীরীভিঃ সচ্ছম্পাভিঃ শোভনবিদ্যুদ্ভিঃ সম্বীতাঙ্গঃ বেষ্টিতাঙ্গঃ কৃষ্ণমেঘঃ কৌন্দ্যাদীনাং চক্ষুর্ব্বাপীহালী নেত্রচাতকশ্রেণী তস্যাঃ তৃষ্ণাহৃৎ ॥

অতঃপর বিশাখার ইঙ্গিতে সখীগণ হিন্দোলা হইতে ভূমিতে অবতরণ করিলে ললিতা প্রভৃতি সখীসকল আনন্দ সহকারে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে সম্যক্‌রূপে হিন্দোলায় ঘূর্ণিত করিয়া শীঘ্র শীঘ্র প্রেঙ্খোলিকার অর্থাৎ ঝুলনার আন্দোলন করিতে লাগিলেন ॥ ৭৪ ॥

তখন সখীগণ ঈষৎ হাস্য করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ দৃঢ়তর আলিঙ্গিত প্রিয়তমা শ্রীরাধাকে ব্যাকুলিত হইতে দর্শন করিয়া হাস্য করিতে করিতে তাঁহাকে ধারণ পূর্ব্বক হিন্দোলা হইতে অবতারিত করিলেন ॥ ৭৫ ॥

আহা! সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আর কি বর্ণন করিব, দোলালীলায় তৎপর শ্রীকৃষ্ণরূপী নবজলধর গোপাঙ্গনা রূপ সৌদামিনী গণে বেষ্টিতাঙ্গ

লীলাকীলালালী-ধারাপাতৈঃ সিঞ্চন্ বিশ্বং শ্রী-
বৃন্দারণ্যেহসৌ জীয়াদেবং দোলালীলাখেলঃ ॥৭৬॥
অথ তাভিঃ সমং কৃষ্ণো মাধবীকপানকুট্টিমে।
নিবিষ্টঃ শীতলচ্ছায়ে বিশ্রামসুখমন্বভূৎ ॥ ৭৭ ॥
গোপীনামরবিন্দসুন্দরদৃশাং শ্রীকৃষ্ণপার্শ্বদ্বয়া-
দারভ্যাগ্রত এব মণ্ডলতয়া তত্রোপবেশস্থিতিং।
লব্ধানাং পুরতঃ স রাজতি ধৃতালঙ্কারপীতাম্বরো
রত্নালীখচিতো যথা হরিমণিঃ সৌবর্ণহারান্তরে ॥ ৭৮ ॥

লীলারূপকীলালস্য জলস্য শ্রেণীনাং ধারাপাতৈ বিশ্বং সিঞ্চন্ বৃন্দাবনে এবং দোলালীলায়াং খেলা যস্য সোহসৌ কৃষ্ণো জীয়াৎ ॥ ৭৬ ॥

মধুপানবেদিকায়াং নিবিষ্টঃ কৃষ্ণঃ বিশ্রামসুখমন্বভূৎ ॥ ৭৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্য দক্ষিণবামপার্শ্বদ্বয়াদারভ্যাগ্র এব তত্র বেদ্যাং মণ্ডলাকারতয়া উপবেশপূর্ব্বকস্থিতিং লব্ধানাং গোপীনাং পুরতো ধৃতালঙ্কারপীতাম্বরঃ স কৃষ্ণো রাজতি। সৌবর্ণহারমধ্যে রত্নালীখচিতো হরিমণিরিন্দ্রনীলমণিরিব ॥ ৭৮ ॥

হইয়া কুন্দলতা প্রভৃতির নেত্ররূপ চাতকীসকলের তৃষ্ণা হরণ পূর্ব্বক লীলারূপ সলিল নিচয়ের ধারাপাতে বিশ্বকে সেচন করত বৃন্দাবনে জয় যুক্ত হইতেছেন ॥ ৭৬ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রজাঙ্গনাদিগের সহিত সুশীতল ছায়াযুক্ত মাধ্বীক-পানকুট্টিমে অর্থাৎ মধুপানবেদিকায় প্রবেশ করিয়া বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন ॥ ৭৭ ॥

সে যাহা হউক, স্বর্ণ হারের মধ্যে বিবিধ রত্নাবলী খচিত ইন্দ্র নীলমণির যে রূপ শোভা হইয়া থাকে তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের বাম দক্ষিণ উভয় পার্শ্ব হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত মণ্ডলাকারে অবস্থিত কমলনয়না ব্রজসুন্দরী সকলের মধ্যে নানা অলঙ্কার ও পীতাম্বরধারী শ্রীকৃষ্ণ শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৭৮ ॥

অথালয়ঃ স্বকে করে সরোজসঞ্চয়াদ্বরে
নিধায় পঞ্চচামরং চিতা ভরৈর্মুদামরং।
নিবিষ্টমত্র কান্তয়া নিতান্তকেলিতান্তয়া
ন্যবীজয়ন্নিজং প্রিয়ং রুচা জিতস্মরশ্রিয়ম্ ॥ ৭৯ ॥
গতশ্রমেঽস্মিন্ সগণে সখীভিঃ
পদাব্জসম্বাহনবীজনাদ্যৈঃ।
মাধ্বীকপূর্ণং চষকং পুরস্তা-
ত্তয়োঃ সমানীয় দধার বৃন্দা ॥ ৮০ ॥

মুদাং ভরৈশ্চিতা ব্যাপ্তা আলয়ঃ সরোজসমূহাদ্বরে শ্রেষ্ঠে স্বকে করে স্বীয়ে হস্তে অরং শীঘ্রং পঞ্চচামরং বিস্তৃতং নিধায়। অত্র বেদ্যাং নিতান্তকেলিভিস্তান্তয়া ক্ষীণয়া প্রিয়য়া সহ নিবিষ্টং রুচা (নিবিষ্টরুচা) কান্ত্যা জিতা স্মরস্য শ্রীঃ শোভা যেন তং নিজং প্রিয়ং ন্যবীজয়ন্ ॥ ৭৯ ॥

সখীভিঃ পাদসম্বাহনবীজনৈঃ সগণেঽস্মিন্ কৃষ্ণে গতশ্রমে সতি। বৃন্দা মধুপূর্ণং চষকং পানপাত্রমানীয় তয়োরগ্রে দধার ॥ ৮০ ॥

অনন্তর সখীসকল আনন্দ সহকারে পরিব্যাপ্ত হইয়া কমল নিচয় হইতেও উৎকৃষ্টতম নিজকরে শীঘ্র পঞ্চচামর স্থাপন পুর্ব্বক বেদিকা মধ্যে কেলিবিশ্রান্তা প্রিয়তমা শ্রীরাধিকার সহিত প্রবিষ্ট ও স্বশোভায় মদনজয়ি শ্রীকৃষ্ণকে ব্যজন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৭৯ ॥

সখীগণ, পাদসম্বাহন ও চামরব্যজন দ্বারা গণসহ শ্রীকৃষ্ণের শ্রম বিদুরিত করিলে বৃন্দাদেবী মধুপূর্ণ পানপাত্র আনিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের সম্মুখে স্থাপন করিলেন। ৮০ ॥

বিকসিতমনু নৃত্যৎখঞ্জনাভ্যাং বিরাজৎ
কনককমলমেকং নীলরাজীবমন্যৎ।
বরতনুবকশত্রেোঃ পশ্যতোঃ প্রাদুরাসী-
দধিচষকমকস্মাৎ পদ্মযুগ্মং বিচিত্রম্ ॥ ৮১ ॥
নয়নমধুপযুগ্মং রাধিকায়াঃ প্রলুব্ধং
ঝটিতি পতিতমাসীন্নীলপদ্মেঽথ তস্মাৎ।
দ্যুতিভরমধুপূর্ণান্নালমুত্থাতুমাসীৎ
কনককমলমধ্যে তদ্বদেবাচ্যুতস্য ॥ ৮২ ॥

পশ্যতো রাধাকৃষ্ণয়োরধিচষকং চষকমধ্যে অকস্মাৎ বিচিত্রং পদ্মযুগ্মং তয়ো মুখপ্রতিবিম্বযুগ্মং প্রাদুরাসীৎ কীদৃশং? বিকসিতং ফুল্লং অনু লক্ষীভূয় স্বস্মিন্ নৃত্যৎখঞ্জনাভ্যাং বিরাজৎ। একং কনককমলং রাধাবদনং অন্যৎ নীলকমলং কৃষ্ণমুখং ॥ ৮১ ॥

রাধায়াঃ নেত্রভ্রমরযুগ্মং নীলপদ্মে ঝটিতি পতিতমাসীৎ। কান্ত্যতিশয়-মধুভিঃ পূর্ণাৎ তস্মাৎ নীলপদ্মাৎ কৃষ্ণমুখপ্রতিবিম্বাদুত্থাতুং নালং ন সমর্থ-মাসীৎ। তদ্বদচ্যুতস্য নেত্রভ্রমরযুগ্মং কনকপদ্মে রাধামুখপ্রতিবিম্বে পতিতং তস্মাদুত্থাতুং নালং ন সমর্থমভূৎ ॥ ৮২ ॥

তৎপর বরতনু শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়ে ঐ পানপাত্রের প্রতি একসময়ে নেত্র পাত করায় উভয়ের নয়ন তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইল, তাহাতে বোধ হইতে লাগিল যেন নৃত্যকারী দুইটী খঞ্জন শোভিত বিকসিত কনককমল ও অপরটী নীলকমল ঐ পান পাত্র মধ্যে এই দুইটী পদ্ম আবির্ভূত হইল ॥ ৮১ ॥

ঐ সময়ে শ্রীরাধার নয়নরূপ ভ্রমরদ্বয় তৎক্ষণাৎ নীলপদ্মে পতিত হইলে, অতিশয় কান্তিরূপ মধুপূর্ণ নীলপদ্ম অর্থাৎ কৃষ্ণ-বদনরূপ নীলপদ্ম হইতে উত্থিত হইতে যেমন অসমর্থ হইল সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের নয়ন ভ্রমর যুগল স্বর্ণপদ্মে অর্থাৎ রাধামুখের প্রতিবিম্বে পতিত হইয়া উত্থিত হইতে অসমর্থ হইল ॥ ৮২

সৌন্দর্য্যং মধুতাং মুখং চষকতাং মাধ্বীকমাদর্শতাং
নেত্রদ্বন্দ্বমবাপ সন্মধুপতাং সর্ব্বেন্দ্রিয়ং নেত্রতাম্।
অন্যাঙ্গং জড়তাং তয়োঃ সপুলকং চিত্তং স্মরোন্মত্ততাং
সামগ্র্যেব তদেতরেত্থমভবৎ পানক্রিয়াপ্তোন্নতিম্ ॥ ৮৩ ॥
কৌন্দ্যব্রবীৎ পেয়মিদং স্বচক্ষুষা
পীতং যুবাভ্যাং মধু পঙ্কজাননৌ!।
নেত্রোৎপলাস্যাব্জসুবাসিতং দ্বয়ো-
রসজ্ঞয়া পেয়মিদং নিপীয়তাম্ ॥ ৮৪ ॥

তয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ সৌন্দর্য্যং মধুতাং পেয়ত্বমবাপ। মুখং চষকতাং পানপাত্রত্বমবাপ। মাধ্বীকমাদর্শতাং দর্পণত্বমবাপ। নেত্রদ্বন্দ্বং সন্মধুপতাং ভ্রমরত্বমবাপ। সর্ব্বেন্দ্রিয়ং নেত্রতাং নেত্রধর্ম্মং দর্শনেচ্ছারূপমবাপ। অন্যাঙ্গং, ইন্দ্রিয়ভিন্নাঙ্গং সপুলকং জড়তামবাপ। চিত্তং স্মরোন্মত্ততামবাপ। ইত্থমনেন প্রকারেণ মধুপানেনাপ্তা যা উন্নতিস্তাং প্রতি ইতরা সামগ্র্যেব তদাভবৎ। মধুপানজন্যভ্রমাদিকং মধুপানসামগ্র্যেবাভবদিত্যর্থঃ। ৮৩ ॥

হে পঙ্কজাননৌ পেয়মিদং মধু যুবাভ্যাং স্বচক্ষুষা পীতং দ্বয়োঃ যুবয়োর্নেত্রোৎপলাভ্যাং সহ আস্যপদ্মাভ্যাং সুবাসিতমিদং পেয়ং রসনয়া নিপীয়তাং ॥ ৮৪ ॥

তখন শ্রীরাধাকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য—মধুতা অর্থাৎ পেয়ত্ব, মুখ—চষকতা (পানপাত্রত্ব) মধু—আদর্শতা (দর্পণত্ব) নয়নযুগল—সন্মধুপতা (ভ্রমরত্ব) ইন্দ্রিয় সকল নেত্রতা (নেত্রের ধর্ম্মদর্শনেচ্ছা) অন্যাঙ্গ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ভিন্ন অঙ্গ পুলকের সহিত জড়তা এবং চিত্ত মদনোন্মততা প্রাপ্ত হইল, এই প্রকারে পানের উন্নতি সাধনে পূর্ব্ব কথিত ব্যাপার গুলি যেন পৃথক্ পৃথক্ সামগ্রী হইয়া উঠিল ॥ ৮৩

তৎপর কুন্দলতা শ্রীরাধাকৃষ্ণকে বলিলেন হে কমলনয়নে রাধে! হে কমলনয়ন কৃষ্ণ! এই মধু পূর্ব্বে তোমরা উভয়ে নিজ নিজ চক্ষু দ্বারা পান করিয়াছিলে, অধুনা নয়ন কমলে ও বদন কমলে সুবাসিত এই মধু তোমরা দুইজনে রসনা দ্বারা পান কর ॥ ৮৪ ॥

আদায় নিন্যে চষকং বলানুজঃ
পিবেতি কান্তাবদনাব্জসন্নিধিম্।
তির্য্যঙ্মুখী তদ্দয়িতাপি লজ্জয়া
করেণ জগ্রাহ নিজেন তৎকরাৎ ॥ ৮৫ ॥
আবৃত্য বক্ত্রং বসনাঞ্চলেন সা
মাধ্বীকমাঘ্রায় সকৃৎ সুধামুখী।
নিজাধরস্পর্শসুবাসিতীকৃতং
সমর্পয়ামাস করে প্রিয়স্য সা ॥ ৮৬ ॥
প্রিয়াটবীবৃক্ষলতোদ্ভবং প্রিয়ং
প্রিয়াধরস্পর্শসুসৌরভং মধু।
নিজপ্রিয়ালীপরিহাসবাসিতং
প্রিয়ার্পিতং সম্প্রহৃষ্যাপপৌ প্রিয়ঃ ॥ ৮৭ ॥

বলানুজশ্চষকমাদায় পিবেত্যুক্ত্বা কান্তাবদননিকটং নিন্যে। তদ্দয়িতা রাধাপি লজ্জয়া তির্য্যঙ্মুখী সতী তচ্চষকং তৎকরাৎ নিজেন করেণ জগ্রাহ ॥ ৮৫ ॥

সা মাধ্বীকমাঘ্রায় নিজাধরস্পর্শসুবাসিতং মধু প্রিয়স্য করে দদৌ ॥ ৮৬ ॥

প্রিয়াটবী শ্রীবৃন্দাটবী তস্যা বৃক্ষলতাসমুদ্ভবো জন্ম যস্য তৎ প্রিয়ং প্রিয়ায়া অধরস্পর্শসুবাসিতং মধু প্রিয়ঃ সম্প্রহৃষ্যাপপৌ ॥ ৮৭ ॥

রামানুজ শ্রীকৃষ্ণ—চষক অর্থাৎ পানপাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক হে প্রিয়ে! "পান কর" এই কথা বলিয়া প্রিয়তমার মুখকমলের সন্নিকটে লইয়া গেলে শ্রীরাধাও লজ্জায় নতমুখী হইয়া সেই চষক (পানপাত্র) শ্রীকৃষ্ণের হস্ত হইতে নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন ॥ ৮৫ ॥

অনন্তর সুধামুখী শ্রীরাধা বস্ত্রাঞ্চলে বদন আবৃত করতঃ একবার মাত্র মধু আঘ্রাণ পূর্ব্বক স্বীয় অধরস্পর্শে সুবাসিত করিয়া প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের হস্তে অর্পণ করিলেন ॥ ৮৬ ॥

এ মধু প্রিয়াটবী অর্থাৎ বৃন্দাবনস্থ বৃক্ষলতোৎপন্ন হেতু প্রিয়, তথা প্রিয়ার

দয়িতাগুণমেদুরেণ তদ্দয়িতা-পাণিতলেঽমুনার্পিতম্ ।
দয়িতাধরবাসিতং পপৌ দয়িতাপ্যংশুকসংবৃতাননা ॥৮৮॥
তদ্বক্ত্রশেষামৃতমিশ্রিতাসবৈঃ
পূর্ণানি কৃত্বা চষকাণি সাদরম্ ।
বৃন্দা সবৃন্দা সহকুন্দবল্লিকা
ন্যধাৎ সখীনাং পুরতঃ প্রমোদতঃ ॥ ৮৯ ॥
তাভিঃ সখীনাং চষকেষ্বথাগ্রতো-
ন্যস্তেষু কৃষ্ণঃ স্ববিচিত্রবিদ্যয়া ।

দয়িতায়াঃ শ্রীরাধায়াঃ গুণৈর্মেদুরেণ স্নিগ্ধেন অমুনা কৃষ্ণেন দয়িতায়াঃ তস্যা রাধায়াঃ পাণিতলেঽর্পিতং, দয়িতস্য তস্য কৃষ্ণস্যাধরেণ বাসিতং তন্মধু বস্ত্রাবৃতমুখী দয়িতা সা রাধাপি পপৌ ॥ ৮৮ ॥

তয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োর্বক্ত্রশেষামৃতমিশ্রিতাসবৈস্তয়োরধরামৃতশেষমন্যমধুনা সহ মিশ্রিতং কৃত্বা তৈশ্চষকাণি পানপাত্রাণি পূর্ণানি কৃত্বা বৃন্দা বৃন্দেন স্বগণেন কুন্দলতয়া চ সহিতা সতী সখীনাং পুরতো ন্যধাৎ ॥ ৮৯ ॥

তাভির্বৃন্দাদিভিঃ সখীনামগ্রতস্তেষু চষকেষু ন্যস্তেষু সৎসু শ্রীকৃষ্ণঃ স্বস্ত

অধরস্পর্শে সুরভিত ও নিজ প্রিয়াগণের পরিহাসে সুবাসিত এবং শ্রীরাধা কর্ত্তৃক অর্পিত বিধায় প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ সস্পৃহ হইয়া তাহা পান করিতে লাগিলেন ॥ ৮৭ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ, প্রিয়তমা শ্রীরাধার গুণে সাতিশয় স্নিগ্ধ হইয়া স্বীয়-বদনসুবাসিত মধু প্রিয়তমার করকমলে সমর্পণ করিলে শ্রীরাধা—বসনে বদনাবৃত করিয়া প্রিয়তমের মুখসুবাসিত মধু পান করিলেন ॥ ৮৮ ॥

অনন্তর বৃন্দাদেবী—শ্রীরাধাকৃষ্ণের পানাবশিষ্ট মধু দ্বারা চষক সকল পরিপূর্ণ করিয়া সাদরে কুন্দলতার সহিত সখীগণের অগ্রে সমর্পণ করিলেন ॥ ৮৯ ॥

বৃন্দাদি সকলে সখীগণের সম্মুখে চষক (পানপাত্র) অর্পণ করিলে

পার্শ্বেঽখিলানাং যুগপৎ স দক্ষিণে
নালোকি কেনাপি পরিস্ফুরন্নপি ॥ ৯০
সখ্যস্তাঃ কেবলং স্বস্য স্বস্যৈব পার্শ্বমাগতম্।
পায়য়ন্তং পিবন্তঞ্চ মধু তং দদৃশুঃ প্রিয়ম্ ॥ ৯১ ॥
কাদম্বরীমদবিঘূর্ণিতশোণকোণ-
প্রোৎফুল্ললোচনসরোজবিরাজিতানি।

বিচিত্রবিদ্যয়া অখিলানাং সখীনাং দক্ষিণে পার্শ্বে স পরিস্ফুরন্নপি কেনাপি নালোকি ॥ ৯০ ॥

তাঃ সখ্যঃ স্বস্য স্বস্য পার্শ্বমাগতং তং কৃষ্ণং মধু পায়য়ন্তং পিবন্তঞ্চ কেবলং দদৃশুর্নত্বন্যাঃ ॥ ৯১ ॥

অস্য কৃষ্ণস্যাতিপানে তৃট্ তৃষ্ণা তস্যাঃ পরিপূরণায় অমুষাং সুদৃশাং বক্ত্রাণি চষকতাময়ুঃ প্রাপুরিতি পরশ্লোকেনান্বয়ঃ। বক্ত্রাণি বিশিনষ্টি, কাদম্বরী-মদেন বিঘূর্ণিতং চ তৎ শোণবর্ণং কোণঞ্চ যত্র তাদৃশৈঃ প্রোৎফুল্ললোচনৈর্বিরাজিতানি। আমোদেন সৌরভেণ মোদিতানি চ তানি নিমন্ত্রিতষট্-

---

শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় বিচিত্র বিদ্যা দ্বারা নিখিল সখীসমূহের দক্ষিণ পার্শ্বে পরিস্ফুরিত হইয়া বর্ত্তমান থাকিলেন অথচ তাঁহাকে কেহই দর্শন করিতে পাইলেন না ॥ ৯০ ॥

কিন্তু সুধাপানকারিণী সেই সমস্ত সখী আপন আপন শ্রীকৃষ্ণকে মধুপান করাইতেছেন এবং আপনারাও পান করিতেছেন, এইমাত্র দর্শন করিতে পাইলেন ॥ ৯১ ॥

অনন্তর কাদম্বরী (কদম্বপুষ্পরস) পানজনিত মত্ততা দ্বারা বিঘূর্ণিত রক্তবর্ণ নেত্রকোণ যাহাতে বর্ত্তমান তাদৃশ প্রফুল্ল নয়ন সমূহে বিরাজিত এবং সৌরভ দ্বারা অলিকুল যাহাতে আমোদিত ও আহূত হইতেছে, হাস্যচন্দ্রিকার

আমোদমোদিতনিমন্ত্রিতষট্‌পদানি
হাসেন্দু-কান্তিবলিতাধরপল্লবানি ॥ ৯২ ॥
কৃষ্ণস্য নেত্ররসনাস্বদনীয়ভূরি-
সৌন্দর্য্যসল্লবণিমাসবপূরিতানি ।
অস্যাতিপানমনু তৃট্‌পরিপূরণায়
বক্ত্রাণ্যমুশ্চষকতাং সুদৃশামমুষাম্ ॥ ৯৩ ॥

যুগ্মকম্‌ ॥

স্মরযুজাং সরকায় মৃগীদৃশাং
সরকপানমদোন্মদচেতসঃ ।

পদানিচ যত্র তানি। হাসেন্দোঃ কান্তিভির্বলিতানি যুক্তানি অধরপল্লবানি যত্র তানি ॥ ৯২ ॥

কৃষ্ণস্য নেত্রাভ্যাং রসনয়া জিহ্বয়াচ সুষ্ঠু অদনীয়মাস্বাদনীয়মাস্বাদ্যস্বা ভূরি সৌন্দর্য্যং সল্লবণিমা চাসবং মধু তেন পূরিতানি বক্ত্রাণি ॥ ৯৩ ॥

সরকপানমদেনোন্মদচেতসঃ কৃষ্ণস্য সরকায় পানার্থং স্মরযুক্তানাং মৃগী-দৃশাং মুখপঙ্কজে সরকতাং পাণপাত্রতাং অন্বিতে গতে সতি। হরেরধরোঽপি

সম্মিলিত অধরপল্লব যাহাতে সংসক্ত এবং যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের নয়নযুগল ও জিহ্বা দ্বারা সুন্দর আস্বাদনীয় প্রচুরতর সৌন্দর্য্যরূপ প্রশস্ত লাবণ্য এবং আসব অর্থাৎ মধু দ্বারা পরিপূরিত, সখীগণের সেই সকল বদন—শ্রীকৃষ্ণের পান-বিষয়ক তৃষ্ণা পরিপূর্ণ করিবার নিমিত্ত পানপাত্র হইয়াছিল ॥ ৯২—৯৩ ॥

সে যাহা হউক, মধুপান মদে উন্মত্তচিত্ত শ্রীকৃষ্ণের মধুপান নিমিত্ত কামোন্মত্তা মৃগীনেত্রা ব্রজসুন্দরীদিগের বদনকমলই পানপাত্ররূপে পরিণত হইল, শ্রীকৃষ্ণের অধরও ঐ মৃগীলোচনা সকলের পানপাত্র হইয়াছিল অর্থাৎ

সরকতামগয়িতে মুখপঙ্কজে

সরকতাং সমগাদধরো হরেঃ ॥ ৯৪ ॥

মাধ্বীকভেদান্ বিবিধান্ স বৃন্দা

বৃন্দাথ বৃন্দাবন-নাথয়োঃ সা।

নানাবিদংশৈঃ সহিতান্ পুরস্তাৎ

সমর্পয়ামাস তথা সখীনাম্ ॥ ৯৫ ॥

তাংস্তান্ প্রপিবতাং তেষাং পানপায়নমাধুরী।

নেত্রোন্মাদায় বৃন্দাদেশ্চিরায় মদিরায়তে ॥ ৯৬ ॥

তাসাং মৃগীদৃশাং সরকতামগাৎ। কৃষ্ণেন তাসাং মুখপঙ্কজে পীতে সতি তা অপি তস্যাধরং পপুরিত্যর্থঃ। "চষকোঽস্ত্রী পানপাত্রং সরকোঽপ্যনু তর্পণং" ॥ ৯৪ ॥

অথ সা বৃন্দা বৃন্দেন স্বগণেন সহিতা রাধাকৃষ্ণয়োঃ সখীনাঞ্চাগ্রে নানা-বিদংশৈ মধুপানানন্তরভোজ্যৈঃ সহিতান্ বিবিধান্ মাধ্বীকভেদান্ সমর্পয়া-মাস ॥ ৯৫ ॥

তেষাং মিথুনানাং স্বকর্তৃকপানে অন্যকর্তৃকপায়নে মাধুরী বৃন্দাদে-র্নেত্রোন্মাদায় চিরায় মদিরা ইবাচরতি মদিরায়তে ॥ ৯৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ—প্রিয়াগণের বদনকমল পান করিলে তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের অধর পান করিতে লাগিলেন ॥ ৯৪ ॥

তৎপর বৃন্দা স্বগণের সহিত বৃন্দাবনের নাথ শ্রীরাধাকৃষ্ণের ও সখীসকলের সম্মুখে নানাবিধ বিদংশ অর্থাৎ মধুপানানন্তর ভোজ্যবস্তু নিচয়ের সহিত নানাবিধ মাধ্বীক ভেদ সমস্ত সমর্পণ করিলেন ॥ ৯৫ ॥

তখন বৃন্দা কর্তৃক আনীত বিদংশ (মধু পানানন্তর ভোজ্যবস্তু) সমূহ শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণ পরস্পর পরস্পরকে পান করাইলে এবং পান করিলে যে একটী মাধুরী উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা বৃন্দা প্রভৃতি সখীগণের চিরকালের জন্য নেত্রোন্মত্ততার নিমিত্ত মদিরার ন্যায় হইয়াছিল ॥ ৯৬ ॥

অবিরতমধুপানে স্বাদু কান্তা-ধরৌষ্ঠং
সততমধরপানে মধ্বভূত্তদ্বিদংশঃ।
মদনমধুমদাভ্যাং তৃষ্ণয়া পানভাজাং
মিথ ইহ মিথুনানাং নিশ্চয়ো নাস পানে ॥ ৯৭ ॥
মাধবাগত্যনঙ্গোথৈর্মদৈর্মাধবপানজৈ
র্মাধবস্পর্শজৈশ্চাসন্ ব্যাকুলাস্তা বরাঙ্গনাঃ ॥ ৯৮ ॥
স্খলিতবসনভূষাঙ্গাদ্যসম্ভালনং যৎ
স্ফুটহসিতমকাণ্ডেহপ্রশ্নপূর্ব্বোত্তরঞ্চ।

অবিরতমধুপানে কৃতে স্বাদু কান্তাধরোষ্ঠং বিদংশোহভূৎ। সততমধর-পানে কৃতে সতি তন্মধুমদাভ্যাং ইতস্তৃষ্ণয়া মিথঃ পরস্পরং পানভাজাং মিথুনানাং শ্রীকৃষ্ণব্রজসুন্দরীণাং ইহ অধরমধুপানে নিশ্চয়ো নাস ন বভূব॥ কিং মধু কো বিদংশ ইতি কঃ কান্তঃ কা কান্তা ইতি বা নিশ্চয়ো ন বভূব।৯৭

মাধবস্য বসন্তস্যাগতিরাগমনং তজ্জন্যৈরনঙ্গোথৈশ্চ মদৈঃ মাধবপানজৈ-র্মধুপানজৈর্মদৈর্মাধবস্য কৃষ্ণস্য স্পর্শজৈর্মদৈস্তা বরাঙ্গনা ব্যাকুলা আসন্ ॥৯৮॥

বল্লবীনাং বারুণীমদিরাপানজং তদন্তর্মদং পূর্ব্বোক্তং প্রথয়তি। পূর্ব্বোক্তং তত্তদেবাহ,—স্খলিতবসনাদেরসম্ভালনং অদর্শনং অজ্ঞানমিতি যাবৎ। পুনর-

অনন্তর নিরন্তর মধুপান করায় কান্তার সুস্বাদু অধরোষ্ঠ—বিদংশ (মধু-পানান্তে ভোজ্য বস্তু) হইল এবং সতত অধরপান করা হইলে মদনমদ ও মধুমদ হেতু মত্ততা বশতঃ তৃষ্ণায় পরস্পর পান করিতে থাকিলে ব্রজসুন্দরী-দিগের এই অধর মধুপানে নিশ্চয় হয় নাই অর্থাৎ কে মধু, কে বিদংশ, কে কান্ত এবং কেই বা কান্তা ইহার কিছুই বোধ হয় নাই ॥ ৯৭ ॥

ঐ সময়ে বসন্তের সমাগমে মদনজনিত মদ, মধুপান নিমিত্ত মদ এবং কৃষ্ণস্পর্শসঞ্জাত মদ এই ত্রিবিধ মদে উত্তমাঙ্গী ব্রজাঙ্গনাসকল অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন ॥ ৯৮ ॥

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বসন ভূষণ স্খলিত হইতেছে তথাপি অজ্ঞানবশতঃ তাহার

প্রলপিতমনিদানং চোত্থিতং বল্লবীনাং
প্রথয়তি মদমন্তর্ব্বারুণীপানজং তৎ ॥ ৯৯ ॥
নিধুবনমনুপূর্ব্বং যৎ প্রিয়েণ প্রিয়াণাং
স্খলনময়নবাসঃকেশবাচাং বিধেয়ম্।
মধুমদ ইহ কুর্ব্বন্ তদ্বধূনামমূষা-
মকুরুত মুরশত্রোঃ প্রীতিসাহায্যমস্য ॥ ১০০ ॥
উক্তৌ লোহলতা গতৌ স্খলিততা কেশাংশুকে স্রস্ততা
নেত্রান্তেঽরুণতা মুখে সুরভিতা নেত্রে তথোদ্ঘূর্ণতা।

বন্ধনাদিনা অকাণ্ডে কারণং বিনা অসময়ে স্ফুটহসিতং। প্রশ্নং বিনোত্তরং নিদানং কারণং বিনা প্রলপিতং জল্পিতমুত্থিতঞ্চ ॥ ৯৯ ॥

নিধুবনমনু নিধুবনে রহস্যলীলায়াং পূর্ব্বমাদৌ প্রিয়েণ প্রিয়াণাং যৎ অয়নং গমনং তৎ। গমনবাসঃকেশবাচাং চতুর্ণাং স্খলনং বিধেয়ং। ইহ মধুপানকেলৌ মধুমদঃ অমূষাং বধূনাং তৎ তেষাং স্খলনং কুর্ব্বন্ মুররিপোরস্য প্রীত্যাঃ সাহায্যং স্বয়মেবাকুরুত ॥ ১০০ ॥

তদা সুদৃশাং ত্রিসরকোৎপন্না। ত্রিভ্যো বৃক্ষজগুড়জপুষ্পজেভ্যঃ সরকেভ্যো মধুভ্য উৎপন্না যা যা চেষ্টাঽভূৎ সা সা প্রিয়ং কৃষ্ণমধিনোৎ প্রীণয়ামাস সা সা-

প্রতি দৃষ্টিপাত না করা, হাস্যের কারণ না থাকিলেও অসময়ে উচ্চ হাস্য, প্রশ্ন না থাকিলেও উত্তর দান এবং কারণ ব্যতিরেকে প্রলাপবাক্য, বারুণী-পানজন্য মত্ততা, গোপাঙ্গনাদিগের এই সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥ ৯৯ ॥

মধুপান জন্য মত্ততা, রহস্যলীলাতে প্রথমতঃ প্রিয়ের সহিত প্রিয়াগণের গমন, বসন, কেশ ও বচনের স্খলন এবং এই মধুপানকেলিতে গোপসুন্দরী-দিগের উল্লিখিত স্খলনাদি কার্য্য সকল সম্পাদন করত নিজেই শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির সাহায্য করিয়াছিল ॥ ১০০ ॥

অপর বাক্যে গদ্গদতা, গমনে স্খলিততা, কেশ ও বসনে স্রস্ততা, নেত্র-প্রান্তে অরুণতা, বদনে সুগন্ধিতা, নয়নে উদ্ঘূর্ণতা, পরিহাস বচনে প্রস্ফুটতা,

নর্ম্মোক্তৌ স্ফুটতা দৃশি ভ্রমিততা তত্তৎকৃতৌ ধৃষ্টতা
যা যাসীৎ সুদৃশাং তদা ত্রিসরকোৎ-
পন্নাধিনোৎ সা প্রিয়ম্ ॥ ১০১ ॥

কৃষ্ণে ব্রজাম্বুজদৃশাং হৃদি গাঢ়রাগো
নারীস্বভাবজহ্রিয়া বিনিগূহিতো যঃ ।
আড়ম্বরং মধুমদস্য ন সোঢ়ুমীশো
নেত্রোৎপলেষু বহিরেত্য চকার বাসম্ ॥ ১০২ ॥

নবেন মধুপানেন কাচিন্নবকিশোরিকা ।
মদোদ্রেকাদ্‌ভ্রান্তনেত্রা প্রললাপাতিবিহ্বলা ॥ ১০৩ ॥

কা । উক্তৌ কথনে লোহলতা গদ্গদতা । গতৌ স্খলিততা । কেশাংশুকে স্রস্ততা নেত্রান্তে হরুণতা । মুখে সুরভিতা । নেত্রে উদ্ঘূর্ণতা । নর্ম্মোক্তৌ স্ফুটতা । দৃশি ভ্রমিততা । তত্তৎকৃতৌ তত্তল্লীলাদিচেষ্টায়াং ধৃষ্টতা ॥ ১০১ ॥

ব্রজাম্বুজদৃশাং কৃষ্ণে যো গাঢ়রাগঃ স্ত্রীস্বভাবজহ্রিয়া হৃদি বিনিগূহিতো গুপ্তোহস্তি সরাগমধুমদস্যাড়ম্বরং সোঢ়ুং নেশঃ ন সমর্থঃ সন্ বহিরেত্য নেত্রোৎপলেষু বাসং চকার । রাগস্যারুণবর্ণত্বং নেত্রস্য মদজন্যারুণ্যঞ্চ প্রসিদ্ধং ॥ ১১২ ॥

ললল ললিতে! পপপ পশ্য রাধাচ্যুতৌ
সসস সহ বো মমম মণ্ডলৈ র্ভ্রাম্যতঃ।
বিবিবি বিপিনং মমম মহীচ তাভ্যাং সমং
গগগ গগনং ললল লম্বতে হা কথং ॥ ১০৪ ॥
ত্রিস্থত্বরামোদবিকৃষ্টভৃঙ্গ-
বিকস্বরাম্ভোজবিনিন্দিবক্তুঃ।

ললিতে! পশ্য। রাধাচ্যুতৌ বো যুষ্মাকং মণ্ডলৈঃ সহ ভ্রাম্যতঃ। বিপিনং মহীচ তাভ্যাং রাধাচ্যুতাভ্যাং সমং গগনং লম্বতে গচ্ছতি কথং হা ইতি বিস্ময়ে কথমেবং ভবতি। পদমিদমাদৌ সদর্থাভাবাৎ সল্লগ্নার্থং ন। তত্রাপি ললিতাদি শব্দকথনে অধিকলকারাদেঃ স্খলনং সুতরামেব ব্যর্থং ॥ ১০৪ ॥

অব্জিনীষু পদ্মিনীষু সতৃষ্ণভ্রমর ইব লোলল্ললনাসু চঞ্চলগোপীষু সুধৃষ্টক কৃষ্ণো ললাস। কীদৃশঃ কৃষ্ণঃ বিস্থত্বরামোদেন দূরগামিসৌগন্ধেন বিকৃষ্টা

হেতু উদ্‌ভ্রান্ত-লোচনা ও অত্যন্ত বিহ্বলা হইয়া প্রলাপ অর্থাৎ অনর্থক বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন ॥ ১০৩ ॥

প্রলাপ যথা—ললিতে! দেখ শ্রীরাধাকৃষ্ণ তোমাদিগের মণ্ডলের সহিত পরিভ্রমণ করিতেছেন এবং কানন ও পৃথিবীও শ্রীরাধাকৃষ্ণের সহিত আকাশে গমন করিতেছে। হায়! ইহা কিরূপে সম্পন্ন হইল? তাৎপর্য্য—এই শ্লোকে কিশোরীর মদ জন্য প্রলাপ এই যে, "ললিতে" এই কথায় ল ল ল ললিতে! "পশ্য" অর্থাৎ দেখ এই কথায় প প প পশ্য, "সহ" অর্থাৎ সহিত এই কথায় স স স সহ, "বিপিনং" এই কথায় বি বি বি বিপিনং। "মহী" এই কথায় ম ম ম মহী। "গগনং" এই কথায় গ গ গ গগনং এবং "লম্বতে" অর্থাৎ গমন করিতেছে এই কথায় ল ল ল লম্বতে, প্রলাপবশতঃ এইরূপ এক এক বর্ণের তিনবার উচ্চারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ১০৪ ॥

অনন্তর পদ্মিনী সমূহে সতৃষ্ণ ভ্রমরের ন্যায় গোপাঙ্গনাসকলে সুধৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণ

মধ্বাসবেষ্টাধরসীধুপান-
প্রোদ্বুদ্ধকন্দর্পমদাতিলোলঃ ॥ ১০৫ ॥
অন্তর্বিলোলালিসমীরবেল্লৎ-
প্রোৎফুল্লরক্তোৎপলজৈত্রনেত্রঃ।
ললাস লোলল্ললনাস্বধৃষ্ণক্
কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণালিরিবাব্জিনীষু ॥ ১০৬ ॥
যুগ্মকং ॥

মদেরিতাভ্যামথ তৌ সখীভ্যাং
রিরংসয়ান্তশ্চ সুষুপ্সয়া চ।
নিষেবিতাবাসতুরালিপালিঃ
সুষুপ্সয়া কেবলয়াশ্রিতাসীৎ ॥ ১০৭ ॥

আকৃষ্টা ভৃঙ্গা যেন তাদৃশং বিকস্বরং প্রফুল্লমম্ভোজং বিনিন্দিতুং শীলং যস্য তাদৃশং মুখং যস্য সঃ। মধ্বাসবস্য ইষ্টাধরামৃতস্য চ পানেন প্রোদ্বুদ্ধো যঃ কন্দর্প-মদস্তেনাতিলোলঃ। অন্তর্মধ্যে বিলোলোঽলির্যত্র তাদৃশস্য তৎসমীরেণ বায়ুনা বেল্লং চালিতং প্রোৎফুল্লরক্তোৎপলং তস্য জৈত্রং জয়শীলং নেত্রং যস্য সঃ ॥ ১০৫ ॥ ১০৬ ॥

তৌ রাধাকৃষ্ণৌ মদেরিতাভ্যাং সখীভ্যাং সখীরূপাভ্যাং রিরংসা রমণেচ্ছা

বিলাস করিতে লাগিলেন। আহা! বিলাসের মাধুর্য্য এই যে, তৎকালীন বিদূরগামি সৌগন্ধে সমাকৃষ্ট অলিপুঞ্জ পরিব্যাপ্ত প্রফুল্ল পঙ্কজ অপেক্ষাও যাঁহার বদন অত্যন্ত শোভাযুক্ত এবং মধ্বাসব অর্থাৎ অভিলষিত অধরামৃতের পানে প্রবুদ্ধ কামমদ দ্বারা তিনি অতিশয় চঞ্চল এবং তাঁহার নয়ন মধ্যদেশে চঞ্চল ভ্রমরবিশিষ্ট ও বায়ুচালিত রক্তোৎপলের জয়শীল হইয়া শোভা পাইতে লাগিল ॥ ১০৫—১০৬ ॥

অনন্তর শ্রীরাধাকৃষ্ণ মদোন্মত্ত রমণেচ্ছা ও শয়নেচ্ছা রূপ দুইটী সখী

তয়োর্মদোৎপন্ননিগূঢ়লীলা-
স্পৃহাবিদঃ প্রেরণয়াথ কৌন্দ্যাঃ।
কান্তাবতংসার্থমশোকপুষ্প-
গুচ্ছায় গচ্ছত্যরবিন্দনেত্রে ॥ ১০৮ ॥
কান্তাপি ঘূর্ণা পরিপূর্ণিতাক্ষী
সেবাপরালীততিসেব্যমানা।
নিকুঞ্জকুঞ্জাভিধকুঞ্জরাজে
সুষ্বাপ পুষ্পাবলিতল্পভাজি ॥ ১০৯ ॥
যুগ্মকম্ ॥

সুষুপ্সা শয়নেচ্ছা তাভ্যাং নিষেবিতৌ আসতু র্বভূবতুঃ। আলিপালিঃ সখী-শ্রেণী কেবলয়া সুষুপ্সয়াঞ্চিতা যুতাসীৎ ॥ ১০৭ ॥

তয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ মদোৎপন্ননিগূঢ়লীলায়াং যা স্পৃহা তাং জানাতি যা তস্যাঃ কৌন্দ্যাঃ প্রেরণয়া কান্তায়াঃ রাধায়াঃ অবতংসার্থং কর্ণভূষণার্থমশোক-পুষ্পগুচ্ছায় অরবিন্দনেত্রে কৃষ্ণে গচ্ছতি সতি কান্তাপি রাধাপি ঘূর্ণয়া পরি-পূর্ণিতাক্ষী সেবাপরালীনাং ততা সেব্যমানা। পুষ্পাবলিতল্পভাজি নিকুঞ্জ-কুঞ্জাভিধকুঞ্জরাজে। নিকুঞ্জোঽয়ং কুঞ্জাভিধঃ কুঞ্জাকারত্বাৎ নিকুঞ্জকুঞ্জা-ভিধঃ উত্তরপদবিশেষণঃ কর্ম্মধারয়ঃ। স এব কুঞ্জানাং কুঞ্জেষু বা রাজা কুঞ্জরাজঃ। অবধারণপূর্ব্বপদঃ। কিম্বা, নিকুঞ্জেষু মধ্যে কুঞ্জাভিধঃ কুঞ্জরাজঃ

কর্ত্তৃক নিষেবিত অর্থাৎ রমণানন্তর নিদ্রাগত হইলেন, তৎপরে অন্যান্য সখীগণ কেবল নিদ্রায় বিবশ হইয়া শয়ন করিলেন ॥ ১০৭ ॥

পরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মদোৎপন্ন নিগূঢ়লীলাবিষয়িণী স্পৃহার সম্যক্ জ্ঞান-বতী কুন্দলতার প্রেরণায় পঙ্কজনয়ন শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীরাধার কর্ণভূষণ নিমিত্ত অশোক পুষ্পের গুচ্ছ অন্বেষণ করিতে গমন করিলে শ্রীরাধাও ঘূর্ণাদ্বারা পরিপূর্ণিতাক্ষী ও সেবাপরায়ণা সখীগণ কর্ত্তৃক সেব্যমানা হইয়া বিবিধ

গন্ধোত্তমাঃ পরিমলাধিকবাসিতোদ্য-
জ্জৃম্ভোদ্গমাস্যকমলাগলদম্বরাঙ্গ্যঃ ।
ঘূর্ণায়মাননয়নাঃ শয়নাভিলাষাঃ
সখ্যোঽপ্যয়ুস্তত ইতঃ স্খলিতাঙ্ঘ্রিপাতাঃ ॥ ১১০ ॥
তল্পোপকল্পনগৃহীতদলালিকঞ্জ-
কিঞ্জল্কধূলিপরিপিঞ্জরিতান্তরেষু ।

নিকুঞ্জকুঞ্জাভিধকুঞ্জরাজস্তস্মিন্ বিশেষতঃ পদ্মকুল্যবর্ণিতে শ্রীমল্ললিতাকুঞ্জে সুষ্বাপ ॥ ১০৮ ॥ ১০৯ ॥

তথা সখ্যোঽপ্যয়ুঃ কুঞ্জান্ গতাঃ। কথম্ভূতাঃ সত্যঃ গন্ধেন শ্রীমদঙ্গসৌরভেনোত্তমাঃ পরিমলো দূরগামিজনমনোহরগন্ধেনাধিকং যথা স্যাত্তথা বাসিতানি যুক্তানি চ তানি উদ্যন্ জৃম্ভায়া উদ্গমো যেষু তাদৃশানি চেতি কিম্বা পরিমলেনাধিকং বাসিতঃ সন্ উদ্যন্ জৃম্ভোদ্গমো যেষু তাদৃশানি আস্যকমলানি যাসাং তাঃ। গলন্তি অম্বরাণি অঙ্গেভ্যো যাসাং তাঃ। ঘূর্ণিতনেত্রাঃ শয়নেঽভিলাষো যাসাং তাঃ। তত ইতঃ স্খলিতানি চরণানি যাসাং তাঃ ॥ ১১০ ॥

সর্ব্বা বয়স্যাঃ পৃথক্ পৃথগিতাঃ গতাঃ কুঞ্জেষু সুষুপুঃ। কীদৃশেষু? তল্পানাং

কুসুমশয্যান্বিত নিকুঞ্জ নামক কুঞ্জরাজে অর্থাৎ শোভমান ললিতাকুঞ্জে গমন করিয়া তথায় শয়ন করিয়া রহিলেন ॥ ১০৮—১০৯ ॥

তৎপরে অন্যান্য সখীসকলও সৌরভশালিনী সমুদিত জৃম্ভার উদ্গমে অত্যন্ত সুবাসিত বদনা এবং নিদ্রাগমে ঘূর্ণিতনেত্রা হইয়া ইতস্ততঃ চরণবিন্যাস ও স্খলিতগতিতে শয়নাভিলাষে অন্যান্য কুঞ্জে গমন করিলেন ॥ ১১০ ॥

যে শয্যার মধ্যভাগ শয্যারচনার্থ আনীত সুকোমল পত্র নিচয় এবং পদ্ম

সম্বর্ত্তিকাব্জদলপল্লবপুষ্পতল্প-
পুঞ্জেষু চঞ্চদলিগুঞ্জিতমঞ্জুলেষু ॥ ১১১ ॥
গুঞ্জাবলীকুসুমমঞ্জরিচিত্রিতেষু
তাম্বূলগন্ধজলভাজনরাজিতেষু।
কুঞ্জেষু কঞ্জবদনা মদখঞ্জনাক্ষ্যঃ
সর্ব্বাঃ পৃথগ্ পৃথগিতাঃ সুষুপুর্ব্বয়স্যাঃ ॥ ১১২ ॥
যুগ্মকম্ ॥

শয্যানাং উপকল্পনায় করণায় উপকল্পনে বা গৃহীতা যে দলালিঃ কোমলপত্র-সমূহশ্চ কঞ্জানাং পদ্মানাং কিঞ্জল্কাঃ কেশরাশ্চ ধূলয়শ্চ তৈঃ কিম্বা গৃহীতায়া দলালিশ্চ পদ্মকিঞ্জল্কানাং ধূলয়ঃ সূক্ষ্মচূর্ণাশ্চ তাভিঃ পরি সর্ব্বতঃ পিঞ্জরিতং ব্যাপ্তমন্তরং মধ্যং যেষাং তেষু। পুনঃ কীদৃশেষু? নবীনপত্রপদ্মদলপল্লবৈশ্চ পুষ্পশয্যানাং পুঞ্জঃ সমূহো যেষু তেষু। চঞ্চদলীনাং গুঞ্জিতেন মনোজ্ঞেষু ॥১১১॥

গুঞ্জাবলিভিঃ সহ কুসুমমঞ্জরীভিশ্চিত্রিতেষু। তাম্বূলস্য গন্ধজলস্য যথা চন্দনকেশরকস্তূর্য্যাদিগন্ধস্য জলস্য চ ভাজনানি পাত্রাণি তৈ রাজিতেষু ॥১১২॥

শ্রীগোবিন্দলীলামৃতকাব্যস্য মধ্যাহ্নলীলায়াং চতুর্দ্দশতয়া গণিতঃ সর্গঃ সমাপ্তোভূৎ ॥ ১১৩ ॥

ইতি সদানন্দবিধায়িন্যাং চতুর্দ্দশসর্গার্থঃ ॥ ১৪ ॥

কেশর ও তৎরেণুতে পরিব্যাপ্ত, অভিনব কমলচয়ে ও পুষ্প সমূহে সমাকীর্ণ, গুঞ্জিত ভ্রমর শ্রেণীতে শব্দিত, গুঞ্জাবলী ও পুষ্পমঞ্জরী দ্বারা চিত্রিত এবং তাম্বূল ও সুরভিত বারিপূর্ণ পাত্রসমূহে সুশোভিত কুঞ্জমধ্যে এতাদৃশ শয্যায় গিয়া পদ্মবদনা খঞ্জনাক্ষী সখীসকল শয়ন করিলেন ॥ ১১১—১১২ ॥

শ্রীচৈতন্য-পদারবিন্দমধুপশ্রীরূপ-সেবাফলে
দিষ্টে শ্রীরঘুনাথভট্টবরজে শ্রীজীব-সঙ্গোদ্গতে ।
কাব্য শ্রীরঘুনাথদাসকৃতিনা গোবিন্দলীলামৃতে
সর্গোঽগাদ্গণিতশ্চতুর্দ্দশতয়া মধ্যাহ্নলীলাময় ॥ ১১৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর পদারবিন্দের মধুপায়ি ভ্রমর স্বরূপ শ্রীরূপ গোস্বামীর সেবার ফল, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামি কর্ত্তৃক প্রেরিত, শ্রীমজ্জীব গোস্বামীর সঙ্গ হেতু সমুদ্ভূত এবং শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর বর-প্রভাবে প্রাদুর্ভূত শ্রীগোবিন্দলীলামৃত নামক মহাকাব্যে মধ্যাহ্ন লীলাময় চতুর্দ্দশ সর্গ সম্পূর্ণ হইল ॥

পঞ্চদশঃ সর্গঃ।

কঙ্কেল্লিপল্লবকতল্লজকর্ণপূরঃ
কঙ্কেল্লিবল্লিনবকস্তবকাঞ্চিপাণিঃ।
তত্রাগতোঽথ স হরিঃ প্রবিবেশ তূর্ণং
বৃন্দাদৃশোদিতনিকুঞ্জসরোজমুৎকঃ ॥ ১ ॥
রাধাস্বরধুনীং প্রাপ্তে কৃষ্ণমত্তমতঙ্গজে।
উড্ডীয়াপসসারালীমরালীপালিরঞ্জসা ॥ ২ ॥

কঙ্কেল্লিরশোকস্তস্য পল্লবকতল্লজঃ প্রশস্তঃ পল্লবঃ স এব কর্ণপূরঃ কর্ণভূষা যস্য সঃ। কঙ্কেল্লিবল্লিনবকস্তবকেন নবীনপুষ্পগুচ্ছেনাঞ্চী যুক্তঃ পাণির্যস্য সঃ। উৎকো হরিস্তত্রাগতঃ সন্ বৃন্দাদৃশা কথিতং নিকুঞ্জসরোজং নিকুঞ্জোঽয়ং সরোজং সরোজনামা। কিম্বা নিকুঞ্জেষু সরোজং সরোজনামা তং প্রবিবেশ ॥ ১ ॥

রাধাস্বরধুনীং গঙ্গাং কৃষ্ণমত্তমতঙ্গজে প্রাপ্তে সতি সখীশ্রেণীরূপমরালীপালিঃ হংসীশ্রেণী উড্ডীয়াপসসার। কৃষ্ণমাগতং দৃষ্ট্বা রাধানিকটস্থাঃ সখ্যো গতাঃ ॥ ২ ॥

অনন্তর সেই শ্রীকৃষ্ণ—অশোক তরুর প্রশস্ত পল্লবে কর্ণভূষণ এবং অশোকবৃক্ষের অভিনব কুসুমগুচ্ছ হস্তে ধারণ করিয়া উৎসুক চিত্তে তথায় আগমন করিলে বৃন্দার ইঙ্গিতে পূর্ব্বোক্ত সরোজনামক নিকুঞ্জ মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ১ ॥

শ্রীরাধারূপ স্বরধুনীতে (গঙ্গায়) কৃষ্ণরূপমতঙ্গজ আসিয়া উপনীত হইলে সখীশ্রেণীরূপ হংসীশ্রেণী উড্ডীমানা হইয়া প্রস্থান করিল অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে সমাগত দর্শন করিয়া শ্রীরাধার সমীপস্থ সখীগণ স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন ॥২॥

পিবন্নসৌ লোচনপুষ্করেণ
লাবণ্যরূপামৃতমম্বুজাক্ষ্যাঃ ।
ব্যদালয়ৎ কঞ্চুকশৈবলং শ্রী-
করেণ নীবীনলিনীং চ লোলঃ ॥ ৩ ॥
কান্তাপি তন্দ্রাবিনিমীলিতাক্ষী
স্বপ্নে দদর্শ প্রিয়মন্তিকাপ্তম্ ।
নীবীকুচাকর্ষণযত্নবন্তং
তং বারয়ন্তী প্রললাপ বাম্যাৎ ॥ ৪ ॥

লোলোঽসৌ কৃষ্ণঃ রাধায়াং লাবণ্যরূপামৃতং লোচনপুষ্করেণ নেত্রপদ্মেন শ্লেষাৎ শুণ্ডেন পিবন্ করেণ পাণিনাশ্লেষাৎ কঞ্চুকশৈবলং নীবীনলিনীং চ ব্যদালয়ৎ অমোচয়ৎ ॥ ৩ ॥

তন্দ্রয়া নিমীলিতাক্ষী কান্তাপি স্বপ্নে নিকটপ্রাপ্তং নীবীকুচাকর্ষণে যত্নবন্তং প্রিয়ং কৃষ্ণং বাম্যাৎ বারয়ন্তী সতী প্রললাপ ॥ ৪ ॥

তখন শ্রীকৃষ্ণ, নয়নকমলে শ্রীরাধার লাবণ্যামৃত পান করিয়া চঞ্চল চিত্তে কঞ্চুকরূপ শৈবাল ও নীবীরূপ নলিনীকে শ্রীহস্ত দ্বারা অপসারিত করিলেন অর্থাৎ হস্তী যেমন নদীতে অবতরণ পূর্ব্বক প্রথমতঃ জলপিপাসু হইয়া চঞ্চল চিত্তে শুণ্ডাদ্বারা শৈবাল ও পদ্মিনীকে অপসারিত করে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া চঞ্চলচিত্তে কঞ্চুলিকা ও পরিধেয় বস্ত্রের বন্ধনরজ্জু মোচন করিলেন ॥ ৩ ॥

এদিকে কান্তা শ্রীরাধাও তন্দ্রায় নিমীলিতাক্ষী হইয়া স্বপ্নাবস্থায় স্বীয় প্রাণকান্তকে সমীপাগত এবং নীবী ও কুচাকর্ষণে যত্নবান্ অবগত হইয়া প্রতিকূলভাবে নিবারণ করিয়া প্রলাপ বাক্যে প্রয়োগ বলিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

ম ম ম মাপি পিপি স্পৃশ মাং হরে !
কি কি কি কিং বিধাতুমিহেচ্ছসি।
শশয়িতুং দ দ দেহি মম ক্ষণং
ককলিতাক্ষিযুগাস্মি ঘুঘূর্ণয়া ॥ ৫ ॥
স্মিতরুদিতবিমিশ্রং গদ্গদাস্পষ্টবর্ণং
রমণমনু তদেতি ব্যাহরন্তী করাভ্যাম্।
প্রিয়করমতিলোলং বারয়ন্তী প্রবুদ্ধা
প্রিয়মথ তমপশ্যৎ স্বঞ্চ তাদৃক্ক্রিয়ং সা ॥ ৬ ॥

প্রলাপমাহ। মা স্পৃশ মাং, হরে ! কিং বিধাতুমিহ ইচ্ছসি ? শয়িতুং দেহি মম ক্ষণং কলিতাক্ষিযুগাস্মি ঘূর্ণয়া ইতি বক্তব্যে মমমেত্যাদ্যক্ষরাণাং পুনঃ পুনরুচ্চারণং মদাবেশেন প্রলপনং ॥ ৫ ॥

তদা নিদ্রাবস্থায়াং স্মিতরুদিতমুক্তগদ্গদাস্পষ্টবর্ণং যথা স্যাৎ তথা রমণমনুলক্ষীকৃত্যেতি ব্যাহরন্তী সতী অতিলোলং প্রিয়স্য করং করাভ্যাং বারয়ন্তী সা রাধা অথানন্তরং প্রবুদ্ধাপি তং প্রিয়ং তাদৃক্ক্রিয়ং নীবিকঞ্চুকাদিমোচনপরং স্বঞ্চ তাদৃক্ক্রিয়ং স্মিতাদিসহিতপ্রিয়করং বারয়ন্তীমপশ্যৎ ॥ ৬ ॥

প্রলাপ যথা—আমাকে স্পর্শ করিও না, হে কৃষ্ণ! তুমি কি করিতে ইচ্ছা করিতেছ, নিদ্রা যাইতে দাও, এইক্ষণ মাত্র নিদ্রার ঘোরে চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছি। অর্থাৎ "মাপি" বলিতে ম ম ম মাপি। "কিং" বলিতে কি কি কিং। "দেহি" বলিতে দ দ দেহি। "কলিত" বলিতে ক কলিত এবং "ঘূর্ণা" বলিতে ঘুঘূর্ণা। এইরূপে মত্ততাবেশে এক এক বর্ণের বার বার উচ্চারণ করাই প্রলাপ ॥ ৫ ॥

শ্রীরাধা নিদ্রাবস্থাতেই মৃদু মন্দহাস্য, রোদন, গদ্গদ ও অস্ফুট বর্ণ-বিন্যাসপূর্ব্বক হস্তদ্বয় সঞ্চালন করত প্রিয়তমকে নিষেধ করিতে লাগিলেন এবং প্রিয়তমের অতিচঞ্চল হস্তকে স্বীয় কর দ্বারা অপসারিত করিলেন, অনন্তর

মীলিতোন্মীলিতাক্ষী সা স্মরমাধ্বীকমাদিতা ।
স্বপ্নজাগরয়োরাসীৎ সমবাক্ চেষ্টিতাদিকা ॥ ৭ ॥
বিষমেষুরণাদ্বাম্যহ্রীভ্যাং তাং বিমুখীমপি ।
বলাদাক্রম্য নির্জ্জেতুমারব্ধেঽত্যুন্মদেঽচ্যুতে ॥ ৮ ॥
কাঞ্চীং বীক্ষ্যাক্রমামান্ন কাং ভয়াদিব নভোগতম্ ।
মঞ্জীরযুগলং তস্যাঃ ফুৎকরোতীব নিস্বনৎ ॥ ৯ ॥
যুগ্মকম্ ॥

স্বপ্নে যথা স্মিতাদিসহিতপ্রিয়করবারণক্রিয়া তথা জাগরেঽপ্যাসীৎ ॥ ৭ ॥

বিষমেষোঃ কন্দর্পস্য রণাৎ বাম্যহ্রীভ্যাং বিমুখীমপি তাং বলাদাক্রম্য নির্জ্জেতুমত্যুন্মদে অচ্যুতে আরব্ধে সতি । কাঞ্চীং আক্রমাান্ন কাং বীক্ষ্য তস্যাঃ মঞ্জীরযুগলং নভোগতং ভয়াৎ ফুৎকরোতীব নিস্বনৎ নিস্বনতীত্যর্থঃ ॥ ৮—৯ ॥

নিজে জাগরিত হইয়াও সেই কান্তকে তাদৃশ ক্রিয়াসম্পন্ন অর্থাৎ নীবী কঞ্চুকাদি উন্মোচনে তৎপর এবং আপনাকে তাদৃশ ক্রিয়া অর্থাৎ হাস্যাদি সহিত প্রিয়তমের হস্ত নিবারণ করিতে দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

সে যাহা হউক, নিদ্রাভঙ্গের পর শ্রীরাধা নয়নযুগল উন্মীলিত করিয়া কন্দর্প ও মধুপানে উন্মত্তা হওয়ায় তাঁহার স্বপ্ন এবং জাগরণ উভয় অবস্থাতেই বাক্য ও চেষ্টাদি সমূহ সমান হইল অর্থাৎ স্বপ্নে যেমন করসঞ্চালন ও কান্তকে নিষেধ করিয়াছিলেন জাগ্রদবস্থাতেও সেইরূপ করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

অনন্তর শ্রীরাধা মদনসমরে বাম্য ও লজ্জাবশতঃ বিমুখী হইলেও শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় উন্মত্ত হইয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাকে পরাজয় করিতে আরম্ভ করায় আক্রমণ হেতু কাঞ্চীকে (মেখলাকে) মূক দর্শন করিয়া শ্রীরাধার মঞ্জীর (চরণ নূপুর) আকাশগত হইয়া ভয়েই যেন অত্যন্ত ফুৎকার করিতে লাগিল ॥ ৮—৯ ॥

গ্রীবাগ্রহণতো ব্যগ্রঃ কণ্ঠঃ কুণ্ঠোঽপি সুভ্রুবঃ।
বিচিত্রৈঃ কূজিতৈশ্চক্রে সকাকু প্রার্থনং হরৌ ॥ ১০ ॥
পৃথুলভুজগদাভ্যাং বাম্যদুর্গং বিভিদ্যা-
ঽধরনখদশনোরঃপাণিদোরাননাদ্যৈঃ।
দ্রুতমথ স নিজৈস্তৈঃ প্রেষ্ঠসামন্তবীরৈঃ
সুতনু-তনুপুরীং তাং লুণ্ঠয়ামাস কৃষ্ণঃ ॥ ১১ ॥

সুভ্রুবো গ্রীবাগ্রহণাৎ ব্যগ্রঃ কুণ্ঠোঽপি কণ্ঠঃ বিচিত্রৈঃ কূজিতৈঃ শব্দৈঃ সকাকু সবিনয়ং হরৌ প্রার্থনং চক্রে ॥ ১০ ॥

অথ চতুরশিরোমণিগ্রন্থকর্ত্তা রাধাকৃষ্ণয়োঃ শৃঙ্গাররসমতিরহস্যত্বাৎ সাক্ষান্নোক্ত্বা বীররসরূপকেণ বর্ণয়তি পৃথুলেত্যাদিভিঃ। স কৃষ্ণঃ পৃথুল-ভুজরূপগদাভ্যাং বাম্যরূপদুর্গং পুরীরক্ষকভিত্তিং বিভিদ্যাধরাদিভি নিজৈস্তৈঃ প্রেষ্ঠৈঃ সামন্তরূপৈঃ প্রিয়ৈঃ সেনাপতিরূপৈর্বীরৈঃ সুতনো রাধায়াস্তনুরূপাং তাং পুরীং লুণ্ঠয়ামাস। নায়িকয়া কৃতং নায়ককৃতাধরপানাদিবারণং বাম্যং ॥ ১১ ॥

তখন শ্রীকৃষ্ণ, শোভমান ভ্রূ শ্রীরাধার গ্রীবাদেশ ধারণ করিলে তদীয় কণ্ঠ—ব্যগ্র অথচ কুণ্ঠিত হইয়াও আশ্চর্য্য শব্দ করিয়া বিনয় সহকারে শ্রীকৃষ্ণের সমীপে প্রার্থনা করিতে লাগিল ॥ ১০ ॥

অতঃপর চতুরশিরোমণি গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি মহাশয় শ্রীরাধাকৃষ্ণের শৃঙ্গার রস অতিনিগূঢ় বিবেচনায় সাক্ষাৎরূপে বর্ণন না করিয়া বীররসের রূপক-ছলে বর্ণন পূর্ব্বক কহিতেছেন এই যে,—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ অধর, নখ, দশন, বক্ষঃস্থল, হস্তদ্বয়, ভুজযুগল ও বদন প্রভৃতি স্বীয় প্রিয়তম সামন্ত বীরগণ এবং বিশাল বাহুরূপ দুইটী গদা দ্বারা বাম্যরূপ দুর্গ অর্থাৎ পুরীরক্ষিকা ভিত্তিকে ভেদ করিয়া পরমাসুন্দরী শ্রীরাধার তনুরূপ পুরীকে লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

নিখাতগূঢ়রত্নজ্ঞৈরুৎখাতাৎ খনকৈর্নখৈঃ ।
তারুণ্যরত্নং জগৃহে পাণিভ্যাং স্তনকুম্ভতঃ ॥ ১২ ॥
অধরাকুশলৈঃ খাতাদ্বদনেনাধরামৃতম্ ।
বাহুভ্যাং পীড়িতাদঙ্গাৎ স্পর্শরত্নং তু বক্ষসা ॥ ১৩ ॥
করাভ্যাং কুন্তলগ্রাহং তত্তৎস্থানেষু গূহিতম্
চুম্বকাখ্যং বরং রত্নমধরেণাঘবৈরিণঃ ॥ ১৪ ॥
ত্রিভিঃ সন্দানিতকং ॥

কেনাঙ্গেন কিং লুণ্ঠিতং তত্রাহ,—নিখাতং ভূম্যাদৌ খননং কৃত্বা স্থাপিতং গূঢ়রত্নং জানন্তি যে তৈঃ খনকৈর্নখৈস্তাদৃশখনককরূপনখৈরুৎ-খাতাৎ স্তনকুম্ভতঃ অঘবৈরিণঃ পাণিভ্যাং কর্ত্তৃভ্যাং তারুণ্যরত্নং জগৃহে ॥ ১২ ॥

দশনৈঃখাতাৎ অধরাৎ বদনেনাধরামৃতং জগৃহে। বাহুভ্যাং পীড়িতাৎ অঙ্গাৎ বক্ষসা স্পর্শরত্নং জগৃহে ॥ ১৩ ॥

করাভ্যাং কুন্তলগ্রাহং কৃত্বা তত্তৎস্থানেষু গণ্ডদ্বয়ললাটেষু পঞ্চস্থানেষু গূহীতং চুম্বকাখ্যং বরং রত্নং অধরেণ জগৃহে ॥ ১৪ ॥

কোন্ অঙ্গে কি লুণ্ঠিত হইল তদ্বিষয়ে বলিতেছেন,—নিখাত গূঢ় রত্নজ্ঞ অর্থাৎ ভূম্যাদি খনন করিয়া তথায় স্থাপিত গূঢ়রত্নের যে পরিজ্ঞাতা এতাদৃশ খননকারি নখসকল দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের হস্তযুগল শ্রীরাধার স্তনকুম্ভ হইতে যৌবন-রত্ন অপহরণ করিতে লাগিল ॥ ১২ ॥

তৎপরে দশনশ্রেণী দ্বারা নিখাত অধর হইতে শ্রীকৃষ্ণের বদন—শ্রীরাধার অধরামৃত এবং বাহুযুগলে প্রপীড়িত অঙ্গ হইতে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থল শ্রীরাধার স্পর্শরত্ন হরণ করিল ॥ ১৩ ॥

আর শ্রীকৃষ্ণের করযুগল শ্রীরাধার কেশকলাপ গ্রহণ করিলে এবং শ্রীকৃষ্ণের অধর—তদীয় গণ্ডদ্বয় ও ললাট এই পঞ্চ স্থানে গোপন ভাবে রক্ষিত

ত্রপাদংশে ছিন্নেঽমৃতমুখধনে তৈর্বিমুষিতে
চমূনাথং ধার্ষ্ট্যং নখদশনসামন্তসহিতম্।
পুরঃ কৃত্বা ব্যক্তীকৃতনিজমহাপৌরুষমসৌ
মহামারারম্ভং ব্যদধদথ কান্তাপ্যসহনা॥ ১৫॥
আক্রম্য কান্তং নিজপৌরুষং তৎ
প্রদর্শয়ন্ত্যাং হরিবল্লভায়াম্।
কাঞ্চীধ্বনির্দুন্দুভিশব্দ উচ্চৈঃ
শীৎকার আসীদ্বরসিংহনাদঃ॥ ১৬॥

অথ ত্রপাকপদাংশে কবচে ছিন্নে সতি। অমৃতাদিধনে তৈঃ কৃষ্ণাধরাদিভি-র্বিমুষিতে বলাম্নীতে সতি। অসৌ কান্তা শ্রীরাধাপি অসহনা ভূত্বা ব্যক্তীকৃতং নিজং মহাপৌরুষং যেন তং নখদশনরূপসামন্তৈঃ সহিতং ধার্ষ্ট্যং চমূনাথং ধার্ষ্ট্যরূপসেনাপতিমগ্রে কৃত্বা মহামারারম্ভং মহাকন্দর্পযুদ্ধং ব্যদধৎ "দধ ধারণে" ধাতুঃ, ব্যদধাদিত্যর্থঃ॥ ১৫॥

হরিবল্লভায়াং শ্রীরাধায়াং কান্তমাক্রম্য তন্নিজপৌরুষং দর্শয়ন্ত্যাং কাঞ্চীধ্বনি-রূপদুন্দুভিশব্দস্তথা উচ্চৈঃশীৎকাররূপবরসিংহনাদশ্চাসীৎ॥ ১৬॥

চুম্বন নামক শ্রেষ্ঠ রত্নকে হরণ করিয়া লইলে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ অধরদ্বারা শ্রীরাধার এই পঞ্চ স্থানে চুম্বন করিতে লাগিলেন॥ ১৪॥

অনন্তর শ্রীরাধার লজ্জারূপ কবচ ছিন্ন ও মুখধনরূপ অমৃত, শ্রীকৃষ্ণের অধ-রাদি কর্তৃক বলপূর্ব্বক অপহৃত হইলে কান্তা শ্রীরাধা অসহমানা হইয়া নখ ও দশনরূপ সামন্ত সকলের সহিত ধার্ষ্ট্য নামক সেনাপতিকে অগ্রে করিয়া নিজ পরাক্রম প্রকাশ করিয়া মহান্ কন্দর্পযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন॥ ১৫॥

তৎপরে কৃষ্ণকান্তা শ্রীরাধা স্বীয় কান্তকে আক্রমণ পূর্ব্বক স্বকীয় পৌরুষ প্রদর্শন করিলে কাঞ্চীধ্বনিরূপ নিজ দুন্দুভিধ্বনি ও উচ্চ শীৎকাররূপ মহান্ সিংহনাদ হইতে লাগিল॥ ১৬॥

তং কান্তয়াক্রান্তমবেক্ষ্য চঞ্চলং
কান্তাবতংসোদ্ভটনর্ত্তকদ্বয়ম্ ।
মত্বাথ কেনাপ্যজিতং জিতং মুদা
মুক্তাবলীলাসিকয়া ননর্ত্ত তৎ ॥ ১৭ ॥
হৃদধরগতরত্নং যদবদ্দাহৃত্য তস্যা
নিভৃতমঘভিদা স্বে গোপিতং রত্নবৃন্দে ।
রদনখখনকৈস্তৎ সর্ব্বমস্যা গৃহীতং
হৃতমিহ পরবিত্তং স্বার্থনাশীতি সত্যম্ ॥ ১৮ ॥

চঞ্চলং তং কান্তং কান্তয়াক্রান্তমবেক্ষ্য কেনাপ্যজিতং তং কৃষ্ণং জিতং মত্বা মুদা কান্তা অবতংসঃ কর্ণভূষা তদ্রূপোদ্ভটনর্ত্তকদ্বয়ং তদ্বন্যা মুক্তাবলীরূপলাসিকয়া নর্ত্তক্যা সহ ননর্ত্ত। "নর্ত্তকী লাসিকে সমে" ইত্যমরঃ ॥ ১৭ ॥

অঘভিদা তস্যা হৃদধরগতং রত্নং যদবদাহৃত্য স্বে রত্নবৃন্দে গোপিতং তৎ সর্ব্বং অস্যা রদনখখনকৈর্গৃহীতং। ইহ জগতি যৎ পরবিত্তং হৃতং ভবতি। তৎ স্বার্থং নাশয়িতুং শীলং যস্য তথাভূতং ভবতীতি সত্যং ॥ ১৮ ॥

তৎপর চঞ্চল কান্তকে কান্তা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে দর্শন করিয়া যিনি সকলের অজিত অর্থাৎ সমস্ত কর্ত্তৃক পরাজিত হয়েন না সেই কৃষ্ণ পরাজিত হইয়াছেন মনে করিয়া হর্ষভরে কান্তার অবতংস অর্থাৎ কর্ণভূষারূপ দুইটী উদ্ভট নর্ত্তক শ্রীরাধার মুক্তাবলীরূপা নর্ত্তকীর সহিত নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল ॥ ১৭ ॥

অঘহন্তা শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার হৃদয় ও অধরস্থিত যে যে রত্ন রহিয়াছে তৎসমুদয় অপহরণ পূর্ব্বক স্বকীয় রত্ন সমূহের মধ্যে সঙ্গোপন করিয়া রাখিলেন, শ্রীরাধার দশন ও নখরূপ খনক শ্রীকৃষ্ণের রত্নের সহিত ঐ সকল রত্ন পুনরায় গ্রহণ করিল। প্রাকৃত সংসারে এ রূপই রীতি আছে যে, যে জন পরধন অপহরণ করে, ঐ হৃতধন তাহার পূর্ব্ব সঞ্চিত আপন ধনও বিনাশ করিয়া থাকে, ইহা সত্য ॥ ১৮ ॥

মুখকমলরথস্থৌ সুভ্রুবৌ নেত্রবীরৌ
বদননলিনকোষাৎ শ্রীহরের্ভামরন্দম্ ।
নয়নমধুকরাভ্যাং রক্ষিতাল্লুণ্ঠিতো যৌ
দ্রুতমপসৃতবন্তৌ তৌ তয়োঃ সম্মুখত্বে ॥ ১৯ ॥

ইত্থং ধার্ষ্ট্যং প্রকাশয়ন্ত্যা অপি শ্রীরাধায়া লজ্জাসৌকুমার্য্যাদিসহজগুণানামুদয়ং দর্শয়তি, শ্রীহরের্নয়নরূপমধুকরাভ্যাং রক্ষকপুরুষাভ্যাং রক্ষিতাৎ বদনরূপকমলমেব কোষো ভাণ্ডারস্তস্মাৎ ভা শোভা তদ্রূপো মরন্দঃ পুষ্পরস এব রত্নাদি ধনং তৎ লুণ্ঠিতো যৌ সুভ্রুবৌ মুখকমলরথস্থৌ নেত্রবীরৌ তৌ নেত্রবীরৌ তয়ো হরের্নয়নমধুকরয়োঃ সম্মুখত্বে সতি দ্রুতমপসৃতবন্তৌ পলায়িতৌ বভূবতুঃ । ইত্যত্র বীরয়ো র্মধুলুণ্ঠনে সম্ভবাভাবাৎ । মধুনো রত্নাদিধনত্বং পদ্মস্য ধনাধারকত্বাসম্ভবাৎ কোষত্বং ভ্রমরয়োঃ কোষরক্ষকত্বাসম্ভবাৎ রক্ষকপুরুষত্বং ধ্বনিতং, শ্রীকৃষ্ণমুখারবিন্দদর্শনাসক্তে শ্রীরাধানেত্রে শ্রীকৃষ্ণেনালোকিতে সতী লজ্জয়া মুদ্রিতে বভূবতুরিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রীরাধা এইরূপ ধার্ষ্ট্য অবলোকন করিলেও তাঁহার লজ্জা ও সৌকুমার্য্যাদি স্বাভাবিক গুণসমূহের প্রকাশ দেখাইয়া গ্রন্থকর্ত্তা কহিতেছেন,—শ্রীরাধার বদনপদ্মরূপ রথারূঢ় সুন্দর ভ্রূযুক্ত দুইটী নয়নরূপ বীরপুরুষ—শ্রীকৃষ্ণের মুখকমলরূপ সুরক্ষিত ভাণ্ডার হইতে শোভারূপ মকরন্দ অর্থাৎ পুষ্পরসরূপ রত্নাদি ধন লুণ্ঠন করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণের নেত্রভৃঙ্গরূপ দুই জন রক্ষক পুরুষ আগমন করিয়া যেমন সম্মুখীন হইল, অমনি তাহারা পলায়ন করিল। তাৎপর্য্য এই যে শ্রীকৃষ্ণের বদনারবিন্দ অবলোকনে শ্রীরাধার নয়ন যুগল অত্যন্ত আসক্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের প্রতি নেত্রপাত করায় তাহারা লজ্জায় মুদ্রিত হইল ॥ ১৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণনেত্রদ্বয়বীরবর্গ্য-
প্রদর্শনাদেব ভয়াদিবাস্যাঃ ।
অগ্রেসরে নেত্রভটেঽপযাতে
সর্ব্বাঙ্গসৈন্যেঽপি বভূব ভঙ্গঃ ॥ ২০ ॥

তদাস্যাঃ শ্রীভালং শ্রমসলিললোলালকবৃতং
নিতম্বো নিষ্পন্দঃ স্তনযুগলমুচ্ছ্বাসচপলম্ ।
ভুজদ্বন্দ্বং মন্দং নয়নযুগমামীলিতমভূৎ
পরাভূতেতীয়ং সমিতি দয়িতানন্দমতনোৎ ॥ ২১ ॥

স্মরনৃপতিনিদিষ্টা কৃষ্ণমাক্রম্য রাধা
নিজমতিশয়যত্নাৎ পৌরুষং দর্শয়ন্তী ।

শ্রীকৃষ্ণস্য নেত্ররূপবীরস্য দর্শনাদেবাস্যা অগ্রেসরে নেত্রভটে ভয়াদিব অপযাতে পলায়িতে সতি সর্ব্বাঙ্গসৈন্যেঽপি ভঙ্গো বভূব ॥ ২০ ॥

ভঙ্গপ্রকারমাহ,—শ্রীভালং ললাটং শ্রমজলেন লোলালকেন চাবৃতং। নিষ্পন্দশ্চেষ্টারহিতঃ। আ ঈষন্মীলিতং নয়নযুগমভূৎ। ইত্যনেন রূপেণ সমিতি যুদ্ধে পরাভূতা ইয়ং রাধা দয়িতস্যানন্দমতনোৎ ॥ ২১ ॥

আদৌ স্মরনৃপতিনিদিষ্টা রাধা কৃষ্ণমাক্রম্যাতিশয়যত্নাৎ নিজং পৌরুষং

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের দুইটী নয়নরূপ বীরপুরুষের অবলোকন মাত্রে ভীত হইয়াই যেন অগ্রসর শ্রীরাধার নেত্ররূপ ভট পলায়ন পরায়ণ হইলে তদীয় সমস্ত অঙ্গপ্রতঙ্গ রূপ সৈনিক সকলের মধ্যে সুমহান্ রণভঙ্গ উপস্থিত হইল ॥ ২০ ॥

ভঙ্গের প্রকার এই যে ললাটদেশ—শ্রমজলে ও চঞ্চল অলক দ্বারা আবৃত, নিতম্ব—স্পন্দহীন, স্তনযুগল—উচ্ছ্বাসে চপল, ভুজদ্বয়—মন্দ এবং নেত্রদ্বয়—ঈষন্মুদ্রিত হইল, তখন শ্রীরাধা কন্দর্পযুদ্ধে পরাজিতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পরমানন্দ বিস্তার করিলেন ॥ ২১ ॥

শ্রীরাধা, প্রথমতঃ কন্দর্পনৃপতি কর্ত্তৃক আদিষ্টা হইয়া স্বীয় কান্ত শ্রীকৃষ্ণকে

স্মরসমরভরেণ কান্তমাক্রম্য সা শ্রমার্ত্তা
তদিহ নহি বিচিত্রং সাবলা সাবলৈব ॥ ২২ ॥
শ্রমজলকণলিপ্তস্নিগ্ধনিষ্পন্দমূর্ত্তি-
র্গলিতবসনভূষা কম্রতন্দ্রপ্রজল্পা।
প্রিয়হৃদি পরিতাঙ্গী রাধিকা মীলিতাক্ষী
স্থিরতড়িদিব নব্যাম্ভোধরে সা ররাজ ॥ ২৩ ॥
তস্যাঃ শ্বাসোচ্ছলত্তুন্দং মুহুঃ কৃষ্ণোদরং স্পৃশৎ।
কিমানন্দজড়ং তস্যাঃ সেবার্থে চেতয়ত্যমুং ॥ ২৪ ॥

স্বয়ং দর্পবতী সতী সা অকস্মাৎ যত্ন্মাৎ শ্রমার্ত্তা অতএব তদ্বিচিত্রং নহি। চিত্রা ভাবমাহ। যা নাম্না অবলা সা দুর্ব্বলৈব ॥ ২২ ॥

সা রাধা নব্যমেঘে স্থিরবিদ্যুদিব ররাজ। কীদৃশী? শ্রমজলকণৈর্লিপ্তা যুক্তা স্নিগ্ধা নিষ্পন্দা চ মূর্ত্তি র্যস্যাঃ সা। গলিতং বসনাদি যস্যাঃ সা। কৃষ্ণহৃদি ন্যস্তাঙ্গী ॥ ২৩ ॥

তস্যা রাধায়াঃ শ্বাসেনোচ্ছলত্তুন্দমুদরং কৃষ্ণস্যোদরং মুহুরস্পৃশৎ সৎ। তস্যাঃ রাধায়াঃ সেবার্থে সেবার্থমমুমানন্দজড়ং শ্রীকৃষ্ণং চেতয়তি। কিমিতি

আক্রমণ পূর্ব্বক অভিবক্ষে আপন পৌরুষ দেখাইয়াও নিজে যে অকস্মাৎ যুদ্ধশ্রমে শিথিলাঙ্গী হইলেন ইহা আশ্চর্য্য নহে; কারণ যাহার নাম অবলা সে ত স্বভাবতই দুর্ব্বল হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

শ্রীরাধা—যুদ্ধশ্রম জন্য ঘর্ম্মবিন্দুতে লিপ্তা স্নিগ্ধা ও স্পন্দন বিহীনা মূর্ত্তি হইলে তাহার অঙ্গ হইতে বসন, ভূষণ ও অন্যান্য বেশ বিগলিত হইল এবং পুনঃ পুনঃ জল্পনা করিতে করিতে প্রাণকান্তের অঙ্গে আপন অঙ্গ বিন্যাস পূর্ব্বক ঈষন্নিদ্রাগমে কিঞ্চিন্মাত্র মুদ্রিতনয়না হইয়া নবজলধরে স্থিরতরা সৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

শ্রীরাধার উদর শ্বাসবশতঃ উচ্ছলিত হইয়া মুহুর্মুহুঃ শ্রীকৃষ্ণের উদরকে স্পর্শ করিতে লাগিল, বোধ করি ঐ উদর শ্রীরাধার সেবার নিমিত্ত আনন্দজড়

দীপ্ত্যোদয়াদ্যোদিতমাধুরীণাং
স্পর্শেক্ষণেচ্ছা দয়িতাঙ্গকানাম্।
সমাগতালীব হরেমৃগাক্ষ্যা-
স্ত্রানিস্তদৈকা তনুসেবিকাসীৎ ॥ ২৫ ॥
তাভ্যাস্তু সন্ধৌ বিহিতে তদা তয়োঃ
প্রেষ্ঠা প্রিয়ায়াঃ স্বকরাম্বুজন্মনা।

তর্কয়ামি। লোকে রীতিরিয়ং কস্যাপি চেতনার্থমুদ্যতো জনো হস্তেন তস্যোদরং চালয়তি ॥ ২৪ ॥

তদা হরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য দীব্যন্তী তদাত্বোদিতা তৎকালোৎপন্না মাধুরী যেষাং তেষাং দয়িতায়াঃ শ্রীরাধায়া অঙ্গকানামঙ্গানাং স্পর্শে ঈক্ষণে চ যা ইচ্ছা সা। আলীব সমাগতা আসীৎ। মৃগাক্ষ্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ একা ম্লানিস্তনুসেবিকা আসীৎ ॥ ২৫ ॥

তদা তাভ্যাং শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক শ্রীরাধাঙ্গস্পর্শেক্ষণেচ্ছা শ্রীরাধায়াঃ ম্লানিরূপ-তনুসেবিকাভ্যাং তয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ সন্ধৌ বিহিতে অর্থাৎ স্মরক্রীড়ান্তে শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীরাধাঙ্গস্পর্শদর্শনাভিলাষে জাতে সতি শ্রীরাধায়াশ্চ তৎ কায়ন্নিত্বং

শ্রীকৃষ্ণকে চেতন করাইতেছে। সংসারে নিয়মও আছে যে, যদি কেহ নিদ্রিত জনকে জাগাইবার নিমিত্ত উদ্যত হয় তবে প্রথমতঃ স্বীয় হস্তদ্বারা তাহার উপর সঞ্চালন করিয়া নিদ্রিতজনকে জাগ্রত করিয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

শ্রীরাধার শোভমান তৎকালোৎপন্ন মাধুর্য্যময় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্পর্শন ও দর্শন বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের যে অভিলাষ হইয়াছিল তাহাই শ্রীরাধিকার তনুসেবিকা হইল সত্য বটে, পরন্তু মৃগাক্ষী শ্রীরাধার একমাত্র অঙ্গম্লানিই অঙ্গসেবিকা হইল ॥ ২৫ ॥

তৎপর শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক শ্রীরাধার অঙ্গপ্রত্যঙ্গস্পর্শ ও দর্শনেচ্ছা, শ্রীরাধার ম্লানিরূপ তনুসেবিকা এই দুই দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের সন্ধি বিহিত হইলে অর্থাৎ কন্দর্প ক্রীড়ান্তে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাঙ্গস্পর্শ ও দর্শনবিষয়ক অভিলাষ

উত্থায় চক্রে শ্রমতোয়মার্জনং
কৈশ্যালকাল্যম্বরসংবৃতিঞ্চ সঃ ॥ ২৬ ॥
সংপ্রার্থিতো বপুরলঙ্কৃতয়ে তয়া তাং
নৈচ্ছৎ স তাং বিহসিতুং পুরতঃ সখীনাম্।
আম্রেড়িতঃ পুনরিমাং বিদধন্নিষিদ্ধ-
স্তৎস্পর্শসম্মদজবিভ্রময়ানয়োচে ॥ ২৭ ॥

যোগ্যায়াঃ গ্লানৌ জাতায়াং সত্যাঞ্চ স কৃষ্ণঃ উত্থায় স্বকরকমলেন প্রেম্না প্রিয়ায়াঃ শ্রমজলমার্জ্জনং চক্রে কেশশ্রেণী অলকাশ্রেণ্যোরম্বরেণ বস্ত্রেণ মার্জ্জনং সংবৃতিং চক্রে ॥ ২৬ ॥

তয়া রাধয়া স্ববপুষোঽলঙ্কৃতয়ে ভূষার্থং প্রার্থিতঃ স কৃষ্ণস্তামলঙ্কৃতিং নৈচ্ছৎ তত্র কারণমাহ,—সখীনামগ্রে তাং রাধাং বিহসিতুং। পুনস্তয়া স কৃষ্ণ আম্রেড়িতো দ্বিস্ত্রিরুক্তঃ সন্নিমাং বপুরলঙ্কৃতিং বিদধৎ সন্। ততস্যা কৃষ্ণস্য স্পর্শসম্মদেন জাতো বিভ্রমাখ্যো ভাবো যস্যাঃ তয়াঽনয়া রাধয়া নিষিদ্ধঃ সন উচে ॥ ২৭ ॥

হইলে এবং তাহাই করাইবার নিমিত্ত যোগ্যা শ্রীরাধার গ্লানি উৎপন্ন হইলে শ্রীকৃষ্ণ গাত্রোত্থান করিয়া স্বীয় করকমলে প্রেমাবশতঃ কান্তার শ্রমজল মার্জ্জন এবং কেশশ্রেণী ও অলক (চূর্ণকুন্তল) শ্রেণীকে বসনদ্বারা মার্জ্জন ও সম্বরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

অনন্তর শ্রীরাধা স্বীয় অঙ্গের ভূষণার্থ অর্থাৎ স্খলিত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিবার নিমিত্ত নিবেদন করিলে তিনি তাহা করিতে ইচ্ছা করিলেন না। কারণ এই যে, সখী সকলের অগ্রে শ্রীরাধাকে পরিহাস করিবেন, পুনর্ব্বার শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণকে দুই তিন বার বেশরচনা করিতে কহিলে তিনি তাঁহার

ময়া কিং ভূষায়ৈ ত্বমসি রমণ ! প্রার্থিত ইহ
ত্যজ ব্যর্থাং শ্রান্তিং বিরম নহি ভূষা মম মুদে ।
নচাহং শক্তালঙ্করণচয়ভারস্য বহনে
দুনোত্যুদ্ঘূর্ণা মাং ক্ষণমবসরং দেহি শয়িতুম্ ॥

ইতি গদিতমরন্দং প্রেয়সী-বক্ত্রপদ্মাৎ
স্মিতরুদিতসুরম্যান্মীলিতাক্ষাৎ সতৃষ্ণঃ ।

কথং নিষিদ্ধস্তদাহ,—হে রমণ ময়া ভূষায়ৈ কিং ত্বং প্রার্থিতোঽসি নহীতি ইহ ভূষাকরণে ব্যর্থাং শ্রান্তিং ত্যজ বিরম নিবর্ত্তস্ব। মম মুদে আনন্দায় ভূষা ন হি ভবতি। কিমর্থং ? তত্রাহ,—অলঙ্করণসমূহভারস্য বহনেঽহং ন শক্তা। উদ্ঘূর্ণা চ মাং দুনোতি। ক্ষণং শয়িতুং অবসরং দেহি ॥ ২৮ ॥

প্রেয়স্যা বক্ত্রপদ্মাৎ কীদৃশাৎ স্মিতসহিতরুদিতেন সুরম্যাৎ। অস্পষ্ট-

---

বেশরচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শে হর্ষজনিত বিভ্রম* নামক ভাবের উদয় হওয়ায় শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণকে নিষেধ করিয়া কহিলেন ॥২৭॥

হে রমণ ! আমি কি ভূষণ করিবার নিমিত্ত তোমাকে প্রার্থনা করিয়াছিলাম ? কখনই না, এই ভূষাকরণে বৃথা শ্রম পরিত্যাগ কর ; ক্ষান্ত হও, ভূষা আমার হর্ষের নিমিত্ত হইতেছে না, যে হেতু আমি অলঙ্কার সমূহের ভারবহন করিতে সমর্থ হইতেছি না, উদ্ঘূর্ণা আমাকে কষ্ট দিতেছে, ক্ষণকাল আমাকে নিদ্রা যাইতে অবসর দাও ॥ ২৮ ॥

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ সতৃষ্ণ হইয়া প্রেয়সীর হাস্য ও রোদন বশতঃ সুরম্য ও

---

* বল্লভ সমীপে অভিসারকালীন প্রবল মদনাবেগবশতঃ হারমাল্যাদির যে অযথা স্থানে ধারণ তাহার নাম বিভ্রম ॥

হরিরথ স নিপীয়াস্পষ্টবর্ণাত্তদাসী-
দুদিতমদনমত্তঃ সস্মিতো বিস্মিতশ্চ ॥ ২৯ ॥
যুগ্মকম্ ॥

তাবত্তয়োঃ সেবনমাত্রসৌখ্যাঃ
প্রতীক্ষমাণাঃ সময়ং বহিষ্ঠাঃ।
সেবোপচারান্বিতপাণিকঞ্জাঃ
কুঞ্জালয়ং তা বিবিশুঃ প্রিয়াল্যঃ ॥ ৩০ ॥
তাম্বূলশীতলজলামলগন্ধমাল্যৈঃ
পাদাম্বুজাদিমৃদুমর্দ্দনবীজনাদ্যৈঃ।

বর্ণমক্ষরং যত্র তস্মাৎ। গদিতমরন্দং বচনরূপং মধু স সতৃষ্ণো হরির্নিপীয় উদিতেন মদনেন মত্তঃ সস্মিতো বিস্মিতশ্চাসীৎ ॥ ২৯ ॥

তয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ সেবনমাত্রমেব সৌখ্যং যাসাং তাঃ। সেবাসময়ং প্রতীক্ষমাণাঃ প্রিয়াল্যঃ। সেবোপযোগিতাম্বূলাদি পাণিপদ্মে যাসাং তাঃ। কুঞ্জালয়ং বিবিশুঃ ॥ ৩০ ॥

তাভিঃ প্রিয়াভিস্তাম্বূলাদিভিঃ পাদসম্বাহনবীজনাদ্যৈশ্চ নিষেবিতপাদৌ তৌ রাধাকৃষ্ণৌ আমোদং হর্ষং আপতুঃ ॥ ৩১ ॥

অস্ফুট বর্ণময় বদনকমল হইতে নির্গত বাক্যরূপ মধু পান করিয়া সমুদিত মদনে উন্মত্ত, ঈষৎ হাস্যান্বিত ও বিস্মিত হইলেন ॥ ২৯ ॥

সে যাহা হউক শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবামাত্রই যাঁহাদের সুখ সেই সেবাপরায়ণা প্রিয় সখীসকল সেবার সময় প্রতীক্ষা করিয়া কুঞ্জের বাহিরে দণ্ডায়মানা ছিলেন, তখন তাঁহারা রাধাকৃষ্ণের সেবার উপযোগি তাম্বূল প্রভৃতি সেবনীয় বস্তু হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক কুঞ্জভবনে আসিয়া প্রবেশ করিলেন ॥ ৩০ ॥

এবং সখীসকল শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রণয়ে উন্মত্ত হইয়া তাম্বূল, সুশীতল সলিল, সুনির্ম্মল গন্ধ, মাল্য, চরণকমলের মৃদু মর্দ্দন ও চামর ব্যজনাদি কার্য্য

তাভির্নিষেবিতপদৌ প্রণয়োন্মদাভি-
রামোদমাপতুরলং বিগতশ্রমৌ তৌ ॥ ৩১ ॥
সাকূতসস্মিতদৃশা প্রিয়মীরয়ন্তী
কান্তাব্রবীৎ প্রিয় ন শর্ম্ম লভে বিনা যাঃ ।
কুঞ্জেষু কঞ্জবদনা মদবিহ্বলাঙ্গ্যঃ
সখ্যঃ স্বপন্তি রমণানয় তাঃ প্রবোধ্য ॥ ৩২ ॥
তদনিচ্ছন্নপ্যর্থিণাসৌ প্রিয়য়া মুহুরর্থিতঃ ।
নির্যযৌ তা রময়িতুং মত্তেভ ইব পদ্মিনীঃ ॥ ৩৩ ॥

কান্তা রাধা আকূতেন স্বাভিপ্রায়েণ সস্মিতেন চ সহ বর্ত্তমানয়া দৃশা প্রিয়ং ঈরয়ন্তী অব্রবীৎ, যাঃ সখীর্বিনা শর্ম্ম সুখং ন লভে, যাঃ সখ্যঃ কুঞ্জেষু স্বপন্তি হে রমণ ! তাঃ প্রবোধ্য আনয় ॥ ৩২ ॥

অসৌ কৃষ্ণঃ, তৎ শ্রীরাধাং ত্যক্ত্বা তাসু রমণমনিচ্ছন্নপি তয়া প্রিয়য়া মুহুঃ পুনঃ পুনর্নর্ম্মণা অর্থিতঃ সন্ মত্তেভঃ পদ্মিনীরিব তাঃ সখীঃ রময়িতুং নির্যযৌ। মত্তেভ ইব পদ্মিনীরিত্যুক্তে তাসাং রতিজনকং শ্রীকৃষ্ণস্য সামর্থ্যং দর্শিতং। "প্রায়ো বীররতাঃ স্ত্রিয়" ইতি শাস্ত্রোক্তিঃ । বীরঃ সমর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

দ্বারা তাহাদের পাদপদ্ম সেবন করিলে পরমানন্দময় শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরমানন্দ লাভ করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

অনন্তর শ্রীরাধা স্বীয় কোন একটি অভিপ্রায়ের সহিত সহাস্য নয়নভঙ্গি দ্বারা নিজ কান্তকে প্রেরণ করিয়া কহিলেন, হে প্রিয়তম ! আমি যাঁহাদিগের ব্যতীত সুখলাভ করিতে পারি না, সেই কমলাননা সখীসকল মধু পানে বিহ্বলাঙ্গী হইয়া কুঞ্জগৃহে শয়ন করিয়া রহিয়াছে, হে রমণ ! তুমি তাঁহাদিগকে জাগরিত করিয়া আনয়ন করিয়া দাও ॥ ৩২ ॥

যদিও শ্রীরাধাকে পরিত্যাগ করিয়া সখীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রমণ করিতে অভিলাষ নাই, তথাপি প্রিয়তমা পরিহাস ছলে পুনঃপুনঃ প্রার্থনা

কৃষ্ণশ্চক্রে মনসি ললিতাং যামি কিম্বা বিশাখা-
মাদৌ চিত্রামিতি স নিখিলা ভাবয়ংস্তাঃ প্রিয়ালীঃ।
গচ্ছন্ হর্ষাদ্‌যুগপদখিলে প্রাবিশৎ কুঞ্জবৃন্দে
আত্মানং ত্বে নিজবিরচিতে জীবদেহে যথৈকঃ ॥ ৩৪ ॥
তাসাং কুঞ্জেষু সর্ব্বাসাং তেন লীলা মনোহরা।
স্বপ্নজাগরয়োরাসীদ্‌যূথেশায়া যথা পুরা ॥ ৩৫ ॥

কৃষ্ণো মনসি চক্রে, কিমিত্যাহ আদৌ কিং ললিতাং যামি কিম্বা বিশাখাং চিত্রাং বাদৌ যামি ইত্যাদি প্রকারেণ স তা নিখিলাঃ প্রিয়ালীর্ভাবয়ন্ গচ্ছন্ সন্ হর্ষাদখিলে কুঞ্জবৃন্দে যুগপদেকদা প্রাবিশৎ। লীলায়াং ইচ্ছাশক্তেঃ প্রাধান্যাৎ, যদৈব কৃষ্ণমনসি সর্ব্বত্র গন্তুমিচ্ছাভূত্তদৈব স কৃষ্ণস্তাবৎ প্রকাশো হভূদিতি সিদ্ধান্তঃ শ্রীভাগবতাদৌ দৃষ্টঃ। যথা, "কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিত" ইত্যাদি। অত্র দৃষ্টান্তমাহ,—যথা হনন্তে জীবদেহে এক আত্মা পরমাত্মা ॥ ৩৪ ॥

তেন কৃষ্ণেন সহ তাসাং সর্ব্বাসাং কুঞ্জেষু মনোহরা লীলাসীৎ। পুরা পূর্ব্বে যথা যূথেশায়া রাধায়াঃ স্বপ্নদশায়াং কৃষ্ণাগমনাদিকং তথৈব জাগ্রদ্দশায়াং শ্রীকৃষ্ণাগমনবিলাসাদিপরিপাটী অভূৎ তথৈব অত্রাপি অভূদিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

করিলে মদমত্ত হস্তী যেমন পদ্মিনীগণের সহিত রমণ করিবার নিমিত্ত গমন করে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ ঐ সকল সখীদিগকে রমণ করাইবার নিমিত্ত গমন করিলেন ॥ ৩৩ ॥

শ্রীরাধার কুঞ্জ হইতে বহির্গত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ মনে করিলেন, "অগ্রে কি ললিতার নিকট যাইব, কি বিশাখার সমীপে যাইব কিম্বা চিত্রার কাছে গমন করিব" এই প্রকারে প্রত্যেক সখীকে ভাবিতে ভাবিতে যেমন স্বনির্ম্মিত নিখিল জীবদেহে এক আত্মা এক কালীন প্রবেশ করেন, তদ্রূপ এক সময়েই সমস্ত কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩৪ ॥

অনন্তর যূথেশ্বরী শ্রীরাধার যেমন স্বপ্নাবস্থায় কৃষ্ণাগমনাদি ও জাগ্রদাবস্থায়

আলীমল্লীমতল্লীস্তা দোর্যুদ্ধে তৎকৃতে মিথঃ।
জিগায় যুগপৎ সর্ব্বাঃ শ্রীকৃষ্ণো মল্লতল্লজঃ॥ ৩৬॥
তাবচ্ছ্রীরাধিকাকুঞ্জে সেবিতালীজনৈঃ ক্ষণং।
বিশ্রম্য তৈঃ সমায়াতা স্বসরস্তীর্থকুট্টিমম্॥ ৩৭॥

পূর্ব্ববৎ তাং লীলাং বীররসরূপকেণাহ, শ্রীকৃষ্ণএব মল্লতল্লজঃ, আল্যএব মল্লীমতল্ল্যঃ প্রশস্তা মল্ল্যঃ স্ত্রীমল্লরূপাঃ শ্লেষেণ প্রশস্তমল্লিকাপুষ্পতুল্যাঃ তাঃ সর্ব্বাস্তৎকৃতে তদর্থং তাসাং সুখার্থং। মিথঃ পরস্পরং। দোর্যুদ্ধে বাহুযুদ্ধে। কিম্বা তাভিঃ কৃষ্ণেন সহ কৃতে দোর্যুদ্ধে কৃষ্ণএব মল্লতল্লজঃ প্রশস্তমল্লঃ স যুগপদেকদা জিগায়। "মতল্লিকামচর্চ্চিকা প্রকাণ্ডমুদ্ঘতল্লজৌ প্রশস্তবাচকান্যমূনীত্যমরঃ॥ ৩৬॥

তাবৎসময়ে শ্রীরাধিকা আলীজনৈঃ সেবিতা সতী ক্ষণং কুঞ্জে বিশ্রম্য তৈরালীজনৈঃ সহ স্বকুণ্ডস্য তীরস্থবেদিকাং সমায়াতা॥ ৩৭॥

কৃষ্ণাগমনবিলাসাদি পরিপাটী লীলা হইয়াছিল, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সেই সকল সখীগণের কুঞ্জ সমূহে মনোমুগ্ধকারিণী সেই লীলা হইতে লাগিল॥৩৫॥

পূর্ব্ববৎ সেই লীলা বীররসে বলিতেছেন,—প্রশস্তমল্ল শ্রীকৃষ্ণ, প্রশস্ত মল্লস্বরূপিণী সখীসকলের সুখোৎপাদন করাইবার নিমিত্ত বাহুযুদ্ধ দ্বারাই পরস্পর সমস্ত সখীগণকে এক সময় মধ্যে পরাজয় করিলেন॥ ৩৬॥

তখন ঐ সময়ের মধ্যে শ্রীরাধিকা, সখীসকল কর্তৃক সেবিতা হইয়া ক্ষণকাল কুঞ্জে বিশ্রাম করত তাহাদিগের সহিত স্বীয় কুণ্ড অর্থাৎ শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরস্থ বেদিকাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন॥ ৩৭॥

স্বাধীনকান্তকরকারিতভূরিভূষা
সংছাদিতাঙ্গরতিলক্ষণসঞ্চয়াপি।
প্রৌঢ়স্মরাহববিমর্দ্দনসূচকাঙ্গী
ভূয়োভিমার্জ্জিতসমাপ্তমখস্থলীব ॥ ৩৮ ॥
স্বালীং প্রতি প্রণয়রোষবিভঙ্গুরভ্রূ-
র্লজ্জাবিনম্রবদনা স্খলিতাঙ্ঘ্রি পাতা।

তদা তত্র শ্রীরাধাং সা আলীততিরালিশ্রেণী ইতস্ততোঽভ্যুপেত্য মিলিতা ইতি পরশ্লোকেনান্বয়ঃ। তদা তত্র শ্রীরাধামিতি প্রকরণলব্ধং। আলীততিঃ কীদৃশী? স্বাধীনকান্তস্য করেণ কারিতা ভূরিভূষা যয়া সা। সংছাদিতঃ স্বাঙ্গে যো রতিলক্ষণানাং সঞ্চয়ঃ সমূহঃ স যয়া সা। স্বাধীনকান্তকরকারিতভূরিভূষয়া সংছাদিতো রতিলক্ষণসঞ্চয়ো যয়া সা ইত্যেকপদস্থা। এবম্ভূতাপি প্রৌঢ়ে কন্দর্পাহবে কন্দর্পযুদ্ধে যদ্বিমর্দ্দনং স্বকুচাদিবিমর্দ্দনং তস্য সূচকানি অঙ্গানি যস্যাঃ সা। কেব? দৃষ্টান্তমাহ,—সমাপ্তঃ মখঃ যত্র সা স্থলী ভূয়োভিমার্জ্জিতাপি তত্র কৃতং যজ্ঞং যথা সূচয়তি তথেত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

পুনঃ কীদৃশী। স্বস্যাঃ সখীং রাধাং প্রতি প্রণয়গর্ভরোষেণ বিভঙ্গুরে ভ্রুবৌ যস্যাঃ সা। লজ্জয়া বিনম্রং বদনং যস্যাঃ সা। স্খলিতোঽঙ্ঘ্রীনাং পাতঃ

যে স্থানে যজ্ঞ হয় ঐ স্থানকে পুনঃ পুনঃ মার্জ্জন করিলেও যদ্রূপ তাহা যজ্ঞ-স্থান বলিয়া প্রতীত হয়, তদ্রূপ বিলাসান্তে শ্রীকৃষ্ণের করযুগল প্রচুররূপে সখী-সকলের ভূষণচয় যথা স্থানে সংযোজিত এবং নিজাঙ্গে রতি চিহ্ন সমূহ আচ্ছাদিত করিলেও সখীগণ গাঢ়তর কন্দর্প সমরে যে বিমর্দ্দন অর্থাৎ স্বকুচাদির মর্দ্দন, তাহার সূচক অঙ্গ নিচয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং স্ববয়স্যা শ্রীরাধার প্রতি প্রণয়গর্ভ ক্রোধে ভ্রূভঙ্গী, লজ্জায় অধোবদন, গমনে পাদস্খলন, শ্রমবশতঃ

আয়াসবিশ্লথভুজার্দ্ধনিমীলিতাক্ষী
সালীতভিস্তত ইতো মিলিতাভ্যুপেত্য ॥ ৩৯ ॥
যুগ্মকং ॥

কৃষ্ণোঽপি নির্গত্য নিকুঞ্জবৃন্দা-
ন্মিলন্নথৈকো মধুমঙ্গলাদ্যৈঃ ।
স্মেরাননাং বীক্ষ্য হসন্ স কান্তাং
তদন্তিকং তৈঃ সহিতঃ সমায়াৎ ॥ ৪০ ॥
নর্ম্মদ্যূতং দয়িতসভিকং ধূর্ত্তয়া কুন্দবল্ল্যা
তাসাং লজ্জাবিতরণপণং ভোগচিহ্নাবিতানৈঃ ।

পাদপতনং যস্যাঃ সা। আয়াসেন বিশ্লথা ভূজা যস্যাঃ সা। অর্দ্ধং নিমীলিতান্যক্ষীণি যস্যাঃ সা ॥ ৩৯ ॥

কৃষ্ণঃ কুঞ্জবৃন্দান্নির্গত্য একঃ সন্ মধুমঙ্গলাদ্যৈঃ সহ কান্তাং স্মেরাং বীক্ষ্য তস্যা অন্তিকং তৈ র্মধুমঙ্গলাদিভিঃ সহ হসন্ সমায়াৎ ॥ ৪০ ॥

তদা বৃন্দাদীনাং সদসি সভায়াং ধূর্ত্তয়া কুন্দবল্ল্যা সহ তাসাং বল্লবীনাং গোপীনাং নর্ম্মৈব দ্যূতক্রীড়া তৎ আসীৎ । তন্নর্ম্মদ্যূতং কীদৃশং। দয়িতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সভিকঃ সভাপতি র্যত্র তৎ । লজ্জায়া বিতরণমেব পণং দানং যত্র তৎ। পুনঃ কীদৃশং। যস্মিন্ দ্যূতে ধূর্ত্তয়া কুন্দবল্ল্যা ভোগচিহ্নাবিতানৈর্ভোগচিহ্নানাং

ভুজের শৈথিল্য তথা লোচনদ্বয় অর্দ্ধ নিমীলিত করত ইতস্ততঃ নিকটে আগমন করিয়া শ্রীরাধার সঙ্গে মিলিত হইতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ একাকী কুঞ্জসকল হইতে বহির্গত হইয়া মধুমঙ্গলাদি প্রিয়নর্ম্মসখাগণের সহিত মিলিত হওত হাস্যমুখী শ্রীরাধাকে দর্শন করিয়া হাস্য বদনে বয়স্যগণের সঙ্গেই প্রিয়তমা সমীপে উপস্থিত হইলেন ॥ ৪০ ॥

ঐ সময়ে বৃন্দা প্রভৃতির সভায় ধূর্ত্ত স্বভাবা কুন্দলতার সহিত সখীসমূহের পরিহাস রূপ দ্যূতক্রীড়া অর্থাৎ পাশাখেলা উপস্থিত হইলে ঐ দ্যূতক্রীড়ায়

বৃন্দাদীনাং সদসি বল্লবদ্বল্লবীনাং তদাসী-
দযস্মিন্ সর্ব্বাঃ সপদি বিজিতা হ্রেপিতাস্তাস্তয়া সন্ ॥৪১॥
মধুরিপুরতিলীলাগাধপীযূষসিন্ধুঃ
সততদুরবগাহঃ প্রেমতীর্থাবগাহৈঃ।

দৃষ্টানাং কথনাদিনা আ সম্যক্ বিস্তারৈঃ করণৈঃ। "ভোগচিহ্নাভিধানৈ"রিতি পাঠে ভোগচিহ্নানামভিধানৈঃ কথনৈঃ করণৈঃ সর্ব্বা গোপ্যঃ সপদি তৎক্ষণাৎ বিজিতাঃ হ্রেপিতা লজ্জিতাশ্চাসন্। ৪১॥

অথ লীলায়াঃ পরমোৎকর্ষবর্ণনাবেশেন তৎস্পর্শাদাত্মনস্তু ভাগ্যং সূচয়তি অসৌ মধুরিপুরতিলীলৈব অগাধোঽতিগভীরঃ পীযূষসিন্ধুঃ। কীদৃশঃ? কেশশেষাদ্যগম্যা ইত্যুক্তেঃ কবিভির্ব্রহ্মরুদ্রাদিভিরপি অন্যৈশ্চ মহদ্ভিঃ সততং সদৈব দুরবগাহঃ অবগাহিতুং প্রবেষ্টুং দুঃসাধ্যঃ অগম্য ইত্যর্থঃ। পুনঃ কিম্ভূতঃ? আস্তামেষামগম্যতা প্রণয়িবিরললোকৈঃ প্রণয়িষু দাস্যসখ্যবাৎসল্যপ্রেমবৎসু মধ্যে বিরললোকৈর্মধুরপ্রেমবজ্জনৈঃ। কীদৃশৈঃ? প্রেমতীর্থাবগাহৈর্মধুরপ্রেমরূপতীর্থে বগাহো মজ্জনং যেষাং তথাভূতৈস্তৈরেব স্বাদ্যতে আস্বাদ্যতে। "স্বদ আস্বাদনে" ধাতুঃ। এবম্ভূতোঽপি তটস্থৈঃ। অপ্যটুরতি তটস্থেতি পূর্ব্বো-

শ্রীকৃষ্ণ সভাপতি হইলেন লজ্জা বিতরণই ঐ দ্যূতক্রীড়া পন (দান) হইল এবং যে দ্যূতক্রীড়ায় ধূর্ত্ততমা কুন্দলতা কর্ত্তৃক সখীদিগের সম্ভোগচিহ্ন সম্যক্ রূপে প্রকটিত হইলে সকল গোপাঙ্গনাগণ পরাজিত ও লজ্জিত হইলেন ॥ ৪১॥

অনন্তর গ্রন্থকর্ত্তা লীলার পরম উৎকর্ষ বর্ণনের আবেশে ঐ লীলার স্পর্শ হেতু নিজ সৌভাগ্য সূচনা পূর্ব্বক বলিতেছেন, যথা—

মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণের এই মধুর রতিলীলারূপ অগাধ অমৃতসাগর যাহা ব্রহ্ম রুদ্রাদি ও অপরাপর মহজ্জনদিগেরও দুরবগাহ অর্থাৎ প্রবেশ করা দুঃসাধ্য এবং প্রেমরূপ তীর্থে অবগাহন পরায়ণ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসে প্রেমিকজন সকলেই যাহার আস্বাদন করিয়া থাকেন, তাহাতে যে আমা-

প্রণয়িবিরললোকৈঃ স্বাদ্যতেঽসৌ যদন্যৈঃ
কবিভিরপি তটস্থৈঃ স্পৃশ্যতে ভাগ্যমেতৎ ॥ ৪২ ॥
অথ বিবিধবিলাসশ্রান্তিতঃ ক্লান্তিপূর্ণা
অবসরনিজসেবাভিজ্ঞয়োপেত্য তূর্ণং ।
জলমনু জললীলাবাঞ্ছয়াল্যা তদান্ত-
র্হরিহরিদয়িতাল্যশ্চাল্যমানা বভূবুঃ ॥ ৪৩ ॥

ক্তেরস্মাভির্যৎ স্পৃশ্যতে তৎ অযোগ্যানামপি অস্মাকং ভাগ্যং স্পৃশ্যতে। ইত্যাবেশেনাত্মানং ধন্যং মত্বা তটস্থৈরিতি স্বাভাবিকদৈন্যোক্ত্যা অপি বহুবচনং মাদৃশৈঃ তটস্থৈরন্যৈর্বা ॥ ৪২ ॥

অথাবসরসময়ে যা নিজসেবা তত্রাভিজ্ঞয়া জললীলায়াং বাঞ্ছা যস্যাস্তয়াল্যা কিম্বা তাদৃশ্যা জললীলাবাঞ্ছারূপাল্যাঃ। তদা তস্মিন্ কালে অন্তস্তন্মধ্যে। সখীপক্ষে সভামধ্যে। ইচ্ছাপক্ষে অন্তঃকরণে তূর্ণমুপেত্য বিবিধবিলাসেন শ্রান্তিতঃ ক্লান্তিভিঃ পূর্ণাঃ। হরিঃ কৃষ্ণঃ হরিদয়িতা রাধা আল্যো ললিতাদয়স্তে সর্ব্বে জলমনুলক্ষ্য নীয়মানা বভূবুঃ জলক্রীড়ার্থং তয়া প্রেরিতাঃ সন্তো জলমধ্যং জগ্মুরিত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

দিগের মত অরসজ্ঞ তটস্থ ব্যক্তিগণও যে ইহাকে স্পর্শ করিতেছে, ইহার পর আর সৌভাগ্য কি আছে ? ॥ ৪২ ॥

অনন্তর সখীসকল বিবিধ বিলাস শ্রমে শ্রান্ত হইয়াও অবসর প্রাপ্ত স্ব স্ব সেবার বাসনা করিয়া অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ, হরিপ্রিয়া শ্রীরাধা এবং ললিতাদি সখীগণ—সকলেই সরোবরের জল মধ্যে বিহারার্থ গমন করিলেন ॥ ৪৩ ॥

গ্রীবান্তসংযমিতকেলিবিমুক্তকেশাঃ
সংবস্ত্রিতাভিনবশুক্লসুচীনচেলাঃ।
সেবাপরালিনিচয়ৈরবতারিতাতি-
ভারাঙ্গভূষণচয়াঃ সুদৃশো বভুস্তাঃ ॥ ৪৪ ॥
উদ্যৎসুধাংশুশতপুষ্করনিন্দিকান্তিঃ
প্রোদ্যদ্দিবাকরবিকস্বরপুষ্করাক্ষ্যঃ।

অদৌ জলক্রীড়োপযোগিবেষভূষাঞ্চিতা গোপ্যঃ বভুরিত্যাহ,— গ্রীবায়া অন্তে সংযমিতা বদ্ধাঃ কেলিভির্বিমুক্তাঃ কেশা যাসাং তাঃ। সম্বস্ত্রিতানি পরিহিতান্যভিনবানি শুক্লানি সুচীনানি সুসূক্ষ্মাণি চেলানি বস্ত্রাণি যাভিস্তাঃ সেবাপরালিসমূহৈরবতারিতা অতিভারোহঙ্গভূষণসমূহো যাসাং তাঃ। এবম্ভূতাঃ সুদৃশো গোপ্যো বভুঃ ॥ ৪৪ ॥

শ্রান্তো বিলাসশ্রমযুক্তঃ স্বৈরী স্বেচ্ছাচারী বনেচরমদমত্তপুষ্করী আরণ্যমত্তহস্তী শ্রমাকুলিতানাং পুষ্করিণীনাং হস্তিনীনাং ঘটাভিঃ সহ যথা সরসীমবগাহতে তথা স কৃষ্ণঃ করে পুষ্করং পদ্মং যাসাং তাভির্গোপীভিঃ সম্বেষ্টিতঃ প্রিয়া রাধা তস্যা দয়িতাং প্রিয়াং পুষ্করিণীং কুণ্ডং জগাহে ইতি পরশ্লোকেনান্বয়ঃ। কীদৃশঃ কৃষ্ণঃ? উদ্যৎসুধাংশূনাং চন্দ্রাণাং শতং যত্র তৎপুষ্কর

প্রথমতঃ জলক্রীড়ার উপযোগি বেষ ভূষায় গোপীসকল বিভূষিত হইলেন এই বিষয় বর্ণন পূর্ব্বক বলিতেছেন,—জলক্রীড়া সময়ে সখীগণের কেশপাশ লীলাবশতঃ গ্রীবা সমীপে বিগলিত হইল, সকলেই অতিসূক্ষ্ম ও অভিনব শুক্ল বস্ত্র পরিধান করিলেন এবং জলক্রীড়ার্থ যাঁহাদিগের সেবাপরায়ণা সখীগণ অঙ্গ হইতে "যাহা অতিশয় ভার" সেই সমস্ত ভূষণ উন্মোচন করিলে সুলোচনা গোপাঙ্গনা সকল অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥

যাঁহার অঙ্গকান্তি—সমুদিত শত শত শশধর ও পদ্মকে তিরস্কার করে, প্রভাশীল প্রভাকরের করস্পর্শে বিকসিত কমলের ন্যায় যাঁহার নেত্রপদ্ম, মদনের পুষ্পবাণ স্বরূপ কমলশ্রেণীর বিজেতা যাহার কটাক্ষপাত, শ্রান্তিপ্রশা-

কন্দর্পসৌমনসপুষ্করজিৎকটাক্ষঃ

শ্রান্তিপ্রশান্তিকরপুষ্করকেলিলোলঃ ॥ ৪৫ ॥

সম্বেষ্টিতঃ সকলপুষ্করিণীভিরালিঃ

কৃষ্ণঃ প্রিয়াদয়িতপুষ্করিণীং জগাহে ।

শ্রান্তঃ শ্রমাকুলিতপুষ্করিণীঘটাভিঃ

স্বৈরী বনেচরমদোৎকটপুষ্করীব ॥ ৪৬ ॥

যুগ্মকম্ ॥

নেত্রোৎপলাস্যকমলাহ্বলকলোলভৃঙ্গা-

বক্ষোজকোকযুগলা তনুদোর্মৃণালা ।

মাকাশং নিন্দিতুং শীলং যস্যাস্তাদৃশী কান্তিঃ শোভা যস্য সঃ। প্রোদ্যতা বিভাকরেণ সূর্য্যেণ হেতুনা বিকস্বরে বিকশিতে পুষ্করে পদ্মে ইবাক্ষিণী নেত্রে যস্য সঃ। কন্দর্পস্য সৌমনসপুষ্করং কুসুমখড়্গাফলকং জয়তীতি তজ্জিৎ কটাক্ষো যস্য সঃ। শ্রান্তেঃ শ্রমস্য প্রশান্তিকরে নাশকরে পুষ্করকেলৌ জলকেলৌ লোলশ্চঞ্চলঃ। সতৃষ্ণো বা। "লোলশ্চলসতৃষ্ণয়ো"রিতি। "পুষ্করং করিহস্তাগ্রে বাদ্যভাণ্ডমুখে জলে। ব্যোম্নি খড়্গফলে পদ্মে তীর্থৌষধি বিশে-ষয়ো"রিতি চামরঃ ॥ ৪৫—৪৬ ॥

কৃষ্ণস্য নেত্ররূপমত্তগজয়োর্জলকেলিতুষ্ট্যৈ প্রথমত আদৌ গোপীততিঃ সরসী আসীৎ। সরসীসাম্যমাহ,—নেত্রাণ্যুৎপলানি যস্যাঃ সা। আস্যানি

ন্তিকর পদ্মক্রীড়ায় যিনি সতৃষ্ণ, সেই শ্রীকৃষ্ণ—পুষ্করিণী রূপ এই গোপাঙ্গনাগণে সম্যক্ বেষ্টিত হইয়া "পরিশ্রান্ত ও স্বেচ্ছা বিহারশীল বনচারী মদমত্ত উৎকট পুষ্করধারী গজরাজ যে রূপ পরিশ্রান্ত করিণীগণে সমাবৃত হইয়া কমলশ্রেণী বিরাজিত সরোবর অবগাহন করে, সেইরূপ তিনিও কন্দর্পমদে সম্যক্ মত্ত হইয়া পদ্মিনীজাতীয় প্রিয়া সমূহে অবগাহন অর্থাৎ প্রবেশ করি-লেন ॥ ৪৫—৪৬ ॥

জলকেলিতে প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণের নয়নযুগল রূপ মদমত্ত গজরাজ দ্বয়ের

কৃষ্ণাক্ষিমত্তগজয়োর্জ্জলকেলিতুষ্ট্যৈ
গোপীততিঃ প্রথমতঃ সরসী তদাসীৎ ॥ ৪৭ ॥
ভীরুস্বভাবাদজলাবগাহাঃ
কাশ্চিত্তটস্থাঃ সলিলৈর্নিষিচ্য।
বলাদ্গৃহীত্বা বসনেঽপযান্তী-
র্নিন্যু র্হসন্ত্যঃ সলিলান্তরন্যাঃ ॥ ৪৮ ॥
কাশ্চিৎ স্বজানুদ্বয়সে স্থিতা জলে
ভীত্যোরুদঘ্নে প্রিয়-সেকতো পরাঃ।

কমলানি যস্যাঃ সা। অলকা লোকভৃঙ্গা যস্যাং সা। বক্ষোজযুগলানি কোক-যুগলানি যত্র সা। তনবঃ শরীরাণি হস্তাশ্চ মৃণালানি যত্র সা ॥ ৪৭ ॥

ভীরুস্বভাবাৎ জলাবগাহরহিতা অতএব তটস্থাঃ কাশ্চিদ্গোপীরন্যাঃ সলিলস্থা গোপ্যঃ সলিলৈর্নিষিচ্য অতএবাপযান্তীঃ পলায়ন্তীস্তা হসন্ত্যঃ সত্যঃ বলাৎ বসনে গৃহীত্বা সলিলমধ্যে নিন্যুঃ ॥ ৪৮ ॥

হরিঃ স্বস্য নাভিপরিমিতে জলে স্থিতঃ সন্ প্রিয়স্য তস্য হরেঃ সেকতো-

---

জলক্রীড়া বিষয়ে আনন্দ সম্পাদন করিবার নিমিত্ত গোপীসকলই সরোবরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন, যে হেতু নেত্রোৎপল ও মুখপদ্মই কমল, অলকশ্রেণীই ভৃঙ্গপংক্তি, স্তনযুগলেই চক্রবাক দ্বয় এবং দেহলতা ও ভুজলতাই মৃণাল রূপে শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৪৭ ॥

ভীরুস্বভাবপ্রযুক্ত কতিপয় ব্রজসুন্দরী, সরোবরের জলে অবগাহন না করিয়া তীরে অবস্থিতা ছিলেন, জলমধ্যবর্ত্তিনী অন্য অতিপয় ব্রজাঙ্গনা তাঁহাদিগের অঙ্গে জলসেচন করিতে থাকিলে তাঁহারা যখন পলায়ন পরায়ণা হইলেন তখন ঐ জলস্থা গোপী হাস্য করিতে করিতে বলপূর্ব্বক বস্ত্র ধারণ করিয়া তাঁহাদি-গকে জলমধ্যে আনয়ন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮ ॥

কতিপয় গোপাঙ্গনা জানুপরিমিত জলে অবস্থিত এবং অন্যান্য কোন কোন ব্রজাঙ্গনা প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের জলসেচনভয়ে স্বীয় উরুপরিমিত জলে

স্বনাভিমাত্রে সলিলে স্থিতো হরিঃ
সর্ব্বান্যসিঞ্চদ্বিহসন্ বলাজ্জলৈঃ ॥ ৪৯ ॥
ক্লিন্নাতিসূক্ষ্মবসনান্তরুদীর্ণতত্ত-
দঙ্গালিসৌষ্ঠবসরিৎসুষমাপ্সু তাসাম্।
মগ্নং হরের্লসতি নেত্রমদেভযুগ্মং
তস্যাপি তাসু দয়িতাদৃগিভী-ঘটাপি ॥ ৫০ ॥

ভীত্যা স্বস্য জানুপরিমিতে জলে স্থিতাঃ সর্ব্বা গোপী বিহসন্ জলৈ র্বলাৎ অসিঞ্চৎ ॥ ৪৯ ॥

তাসাং ক্লিন্নাতিসূক্ষ্মবস্ত্রমধ্যে উদীর্ণানাং ব্যক্তানাং তত্তদঙ্গালীনাং সৌষ্ঠবরূপসরিতাং শোভারূপাপ্সু হরের্নেত্ররূপমত্তহস্তিযুগ্মং মগ্নং সল্লসতি। তস্য কৃষ্ণস্যাপি তাসু ক্লিন্নাতিসূক্ষ্মবসনান্তরুদীর্ণাঙ্গসৌষ্ঠবসরিৎশোভাপ্সু দয়িতানাং গোপীনাং দৃগ্‌রূপা ইভী হস্তিনী তাসাং ঘটাপি মগ্না সতী লসতি ॥ ৫০ ॥

অবস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ নাভিমাত্র জলে অবস্থিত হওত হাস্যবদনে সেই সকল প্রিয়াদিগকে বলপূর্ব্বক জল দ্বারা সেচন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥

অনন্তর জলসিক্তাঙ্গী সেই সেই ব্রজসুন্দরীদিগের জলক্লিন্ন অতিসূক্ষ্ম বসন মধ্যে সুস্পষ্ট অঙ্গসৌষ্ঠবরূপ নদী সমূহের শোভারূপ জলমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নয়নরূপ মদমত্ত হস্তী দুইটী মগ্ন হইয়া শোভা পাইতে লাগিল এবং শ্রীকৃষ্ণের জলক্লিন্ন বস্ত্র—অঙ্গ সংলগ্ন হইলে তন্মধ্য হইতে নিঃসৃত দেহকান্তিরূপ নদী সমূহের শোভারূপ জলমধ্যে গোপীদিগের দৃষ্টিরূপ করিণীগণ মগ্ন হইয়া অত্যাশ্চর্য্য শোভা পাইতে লাগিল। তাৎপর্য্য এই যে, দেহ জলসিক্ত হওয়ায় পরস্পরের দেহসৌন্দর্য্য পরস্পর দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥

উদ্দামমৃাদনবতিতীর্ষবোঽপি সর্ব্বাঃ
শীতার্ত্তা ইব রুদিতস্মিতাদ্র বক্ত্রাঃ।
আকৃষ্টা যুগপদনেন নাভিদঘ্নে
তোয়ে হমুমমুমভিতঃ স্থিতা বিরেজুঃ ॥ ৫১ ॥
রাজীবরক্তোৎপলপুণ্ডরীক-
কহ্লারনীলোৎপলকৈরবাণাম্।
শ্রবন্মরন্দৈশ্চ পতৎপরাগৈঃ
সৌরভ্যভাজ্যম্ভসি তা বিজহ্রুঃ ॥ ৫২ ॥

উৎ উৎকৃষ্টবাম্যভাবাৎ অনবতিতীর্ষবো জলমধ্যে গন্তুমিচ্ছারহিতাঃ সর্ব্বাঃ শীতার্ত্তা ইব রুদিতেন সস্মিতাদ্র মুখ্যো অমূর্গোপ্যঃ নাভিপরিমিতে জলে অমুনা কৃষ্ণেন যুগপদাকৃষ্টা অমুং কৃষ্ণং মধ্যে কৃত্বা অভিতঃ স্থিতাস্তা বিরেজুঃ ॥ ৫১ ॥

রাজীবাদীনাং শ্রবদ্ভির্মরন্দৈঃ পতদ্ভিঃ পরাগৈঃ পুষ্পধূলিভিঃ সৌরভযুক্তে অম্ভসি তাঃ বিজহ্রুঃ ॥ ৫২ ॥

সে যাহা হউক, তখন সখীসকল বাম্য বশতঃ জলমধ্যে অবতরণে অনিচ্ছুক ও শীতার্ত্ত হইয়াই যেন রোদন করিতে লাগিলেন এবং ঈষৎ হাস্যে আর্দ্রবদনা হওত নাভিপরিমিত জলে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক এক সময়ে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে মধ্যে রাখিয়া সকলে চতুর্দ্দিকে অবস্থিতি করত শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৫১ ॥

তদনন্তর কমল, রক্তোৎপল, শ্বেতকমল, কহ্লার, নীলকমল ও কৈরবের বিগলিত মকরন্দ ও পতিত পুষ্পধূলি কুসুমপরাগে সৌরভান্বিত জলমধ্যে গোপাঙ্গনাগণ বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫২ ॥

নান্দীবৃন্দাধনিষ্ঠাদ্যাঃ স্থিতাস্তীর্থৈককুট্টিমে।
জয়শব্দৈঃ পুষ্পবর্ষৈ রাধাদীনাং জয়েপ্সবঃ॥ ৫৩॥
বটুঃ সুবলকৌন্দীভ্যাং স্থিতস্তীর্থান্যকুট্টিমে।
কৃষ্ণস্য বিজয়ং বাঞ্ছন্ পুষ্পবর্ষাদিকং ব্যধাৎ॥ ৫৪॥
ব্যাত্যুক্ষীপ্রধনং তদা সমভবত্তাভিঃ সমং শ্রীহরে-
র্যত্রাসাং মৃদুসেচনৈঃ স বিদধে প্রোৎসাহবৃদ্ধিং ক্ষণং।
সিঞ্চন্ত্যঃ পরিতো নিরন্তরজলাসারৈরমুং তা ব্যধু-
র্ভীত্যা হ্যধোবদনং করাঙ্গুলিদলৈরুদ্ধাক্ষিনাসাশ্রুতিং॥৫৫॥

নান্দ্যাদয়ো রাধাদীনাং। সুবলকৌন্দীভ্যাং বটুঃ কৃষ্ণস্য বিজয়ং বাঞ্ছন্ পুষ্পবর্ষাদিকং ব্যধাৎ॥ ৫৩—৫৪॥

তাভিঃ সমং হরেঃ ব্যাত্যুক্ষীপ্রধনং পরস্পরজলযুদ্ধং তদা সমভবৎ। যত্র যুদ্ধে স কৃষ্ণঃ আসাং মৃদুসেচনৈঃ স্বস্য প্রোৎসাহবৃদ্ধিং ক্ষণং। স্বস্য মৃদুসেচনৈরাসাং প্রোৎসাহবৃদ্ধিং চ বিদধে। ততঃ পরং তাঃ গোপ্যঃ অমুং কৃষ্ণং নিরন্তরজলধারাসম্পাতৈঃ পরিতঃ সিঞ্চন্ত্যঃ সত্যঃ অমুনা নিরন্তরজলাসারৈর্নিষিক্তাঃ সত্যো ভীত্যা করাঙ্গুলিদলৈঃ রুদ্ধাক্ষিনাসাশ্রুতিমধোবদনং চ ব্যধুঃ। অক্ষিনাসাশ্রুতীনাং রোধং বদনানাং অধস্ত্বং চ ধর্ম্মং ব্যধুরিত্যর্থঃ॥ ৫৫॥

ঐ সময়ে নান্দীমুখী, বৃন্দা ও ধনিষ্ঠা প্রভৃতি সখীসকল সরোবরের একটী কুট্টিমে (বেদীতে) অবস্থিতি পূর্ব্বক শ্রীরাধার জয়াকাঙ্ক্ষা করিয়া "জয় জয়" শব্দ এবং কুসুমবর্ষণ দ্বারা জয় বিধান করিলেন। তথা সুবল ও কুন্দবল্লীর সহিত মধুমঙ্গল—সরোবরের অন্য কুট্টিমে অবস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বিজয়াভিলাষ করত "জয় জয়" শব্দ ও পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন॥ ৫৩—৫৪॥

তৎকালীন ব্রজাঙ্গনাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মহান্ জলযুদ্ধ আরব্ধ হইল, যে যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ, স্বীয় কান্তাদিগের মৃদু মৃদু জল সেচনে ক্ষণকাল নিজের উৎসাহ এবং নিজের মৃদু মৃদু জল সেচন দ্বারা তাহাদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রিয়াগণ নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণকে জলধারায় সেচন করিতে

উরীচকারেব সহস্রনেত্রতাং
তাসাং স সৌন্দর্য্যবিলোকনে হরিঃ।
সহস্রপাদত্বমথান্তিকে গতৌ
সহস্রবাহুত্বমিহোপগূহনে ॥ ৫৬ ॥
এণীদৃশামুদরদঘ্নজলে স্থিতানাং
সেকেঽম্বুভির্বদনপদ্মবিকাশনে চ।

ইহ জলকেলৌ স হরিস্তাসাং সৌন্দর্য্যস্য বিলোকনে সহস্রনেত্রতাং, তাসাং নিকটগতৌ সহস্রপাদত্বং, তাসামুপগূহনে সহস্রবাহুত্বমুরীচকার বভূবেতি শেষঃ। নেত্রাঙ্ঘ্রিবাহূনাং দ্বাভ্যামেবাচিন্ত্যশক্তিতঃ সহস্রেণেব দর্শনগমনালিঙ্গনানি চকার ইত্যর্থঃ। ইব শব্দ এবার্থোঽপি। অত উরীচকার এবেতি বার্থঃ ॥ ৫৬ ॥

কৃষ্ণঃ অম্বুভিঃ সেকে জলসেচনে বিষয়ে। উদরপরিমিতে জলে স্থিতানাং তাসাং মৃগীদৃশাং বদনপদ্মবিকাশনে সংমার্জ্জনেচ স্তনরূপচক্রবাকমিথুনশ্রেণীনাং লালনেঽপি সহস্রবাহুত্বমুরীচকার। পক্ষে সহস্রকিরণত্বং সূর্য্যত্বং

লাগিলে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক তাহারাও অবিরত জলধারায় অভিষিক্ত হইয়া ভয়হেতু হস্তাঙ্গুলিদলে স্ব স্ব নেত্রযুগল, নাসিকা ও শ্রবণদ্বয় সহিত বদন আচ্ছাদন পূর্ব্বক অধোবদনা হইলেন ॥ ৫৫ ॥

এই জলক্রীড়াতে শ্রীকৃষ্ণ কান্তাদিগের সৌন্দর্য্যদর্শন বিষয়ে সহস্রলোচনত্ব, নিকটে আগমন বিষয়ে সহস্র পাদত্ব এবং তাহাদিগের আলিঙ্গন বিষয়ে সহস্রবাহুত্বই যেন অঙ্গীকার করিলেন ॥ ৫৬ ॥

অপর উদর পরিমিত জলে অবস্থিত হরিণাক্ষী ব্রজাঙ্গনাগণের প্রতি জলবর্ষণে মুখপদ্মের বিকাশ বিষয়ে এবং স্তনরূপ চক্রবাকদ্বয়ের লালন বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ সহস্র করত্ব অর্থাৎ সহস্র বাহুতা স্বীকার করিলেন, পক্ষে সহস্রকিরণ

বক্ষোজকোকমিথুনাবলিলালনেঽপি
কৃষ্ণঃ সহস্রকরতামুররীচকার ॥ ৫৭ ॥
সহস্রপাৎ সহস্রাক্ষঃ সহস্রবাহুরীশ্বরঃ।
ইতি শ্রুত্যর্থমপঠৎ কৃষ্ণং বীক্ষ্য মুদা বটুঃ ॥ ৫৮ ॥
সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
হসন্তীতি স্মৃতিং নান্দীমুখী তীরস্থিতাপঠৎ ॥ ৫৯ ॥
উদ্বর্ষন্তী দিশি দিশি তির্য্যক্‌পাতান্
তোয়াসারান্ ব্রজরমণীবল্লীনাম্।

উরীচকার। সূর্য্যস্য জলবর্ষণপদ্মবিকাশনকোকাহ্লাদনৈকাধিকারাৎ। অর্থাৎ যথেষ্টং তত্তচ্চকারেতি ভাবঃ ॥ ৫৭ ॥

বটুঃ কৃষ্ণং তথাভূতং বীক্ষ্য সহস্রপাদাদি শ্রুত্যর্থমপঠৎ ॥ ৫৮ ॥

তীরস্থিতা নান্দীমুখী হসন্তী সর্ব্বতঃ পাণিপাদমিত্যাদি স্মৃতিমপঠৎ ॥ ৫৯ ॥

দিশি দিশি তির্য্যক্‌পাতান্ তোয়স্যাসারান্ ধারাসম্পাতান্ উদ্বর্ষন্তী কার্ষ্ণী মূর্ত্তিঃ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহঃ ব্রজরমণীবল্লীনামবিরতসেকে কেলৌ চ জলধর-

---

সূর্য্যত্ব অঙ্গীকার করিলেন, অর্থাৎ সূর্য্য যেরূপ বারিবর্ষণ, কমলবিকাশন ও চক্রবাকের আনন্দ উৎপাদন করিয়া থাকেন তদ্রূপ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥

তৎপর মধুমঙ্গল—শ্রীকৃষ্ণকে তদবস্থাগত দর্শন করিয়া আনন্দভরে "সহস্রপাৎ সহস্রাক্ষঃ সহস্র বাহুরীশ্বরঃ" অর্থাৎ "ঈশ্বর সহস্র পাদ, সহস্র নয়ন ও সহস্রবাহু" এই শ্রুতির অর্থ পাঠ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৮ ॥

অনন্তর তীরস্থিতা নান্দীমুখী হাস্য করিতে করিতে "সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং" অর্থাৎ যাহার কর, চরণ, নয়ন, মস্তক ও বদন সমস্ত দিকে পরিব্যাপ্ত এই স্মৃতির অর্থ পাঠ করিলেন ॥ ৫৯ ॥

তখন শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি দিগ্বিদিকে বক্রিম ভাবে জলধারা বর্ষণ করায় ব্রজ

ব্যালোলানামবিরতসেকে কেলৌ
কার্ষ্ণীমূর্ত্তি র্জলধরমালা সাসীৎ ॥ ৬০ ॥
পাদপ্রান্তে হৃত্যরুণতয়া কিং তাসাং
যাবৈশ্চেত্থং চিরজলবাসৈ র্যত্নাৎ।

মালা মেঘস্য শ্রেণীবাসীৎ। "কেলৌ" ইত্যত্র "লোলা" ইতি পাঠে মূর্ত্তে-বিশেষণং ॥ ৬০ ॥

এষা জলধরমালা মূর্ত্তিঃ কৃষ্ণঃ তাসাং ব্রজসুন্দরীণাং পাদপ্রান্তে যাবৈ র্যাবক-রঙ্গৈরত্যরুণতয়া কিং স্বতঃসিদ্ধারুণতৈব ভদ্রং, যদ্বা অত্যরুণপাদপ্রান্তে যাবৈঃ কিং ইত্থমনেন প্রকারেণ চিরকালং ব্যাপ্য জলে বাসৈ র্বসতিভি র্যত্না-দাসামুচ্চৈঃ বর্ণদ্বয়োরিত্যেকস্যারুণবর্ণস্য যাবজন্যস্বতঃ সিদ্ধত্বভেদাৎ দ্বিত্বং প্রাপ্তয়োরিতি বর্ণদ্বয়স্য হৃতিং নাশং কৃত্বা মত্তা আসীৎ। তাবৎকালং ব্যাপ্য জলক্রীড়াঽভূৎ। যাবৎকালেন তাসাং চরণয়ো র্যাবকরঙ্গো লুপ্তোঽভূদিত্যর্থঃ। শ্লেষেণ জলধরমালা নাম ছন্দঃ। পাদপ্রান্তে পদ্যস্য চরণানামন্তে বর্ণদ্বয়স্য হৃতিং কৃত্বা মত্তা নাম ছন্দ আসীৎ। অস্য পদ্যস্য প্রথমপাদস্যান্তে চাসাং দ্বিতীয়ে

রমণীরূপা লতার সম্বন্ধে অবিরত সেচন লীলায় মেঘশ্রেণীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল ॥ ৬০ ॥

"এই ব্রজসুন্দরীদিগের পদপ্রান্তে যাবক রঙ্গে যে অতিশয় অরুণবর্ণ তাহা দ্বারা প্রয়োজন কি ? স্বভাবসিদ্ধ অরুণবর্ণই অত্যুৎকৃষ্ট" এই বিবেচনা করিয়া শীঘ্র যত্ন সহকারে এই জলধরমালা কৃষ্ণমূর্ত্তি অর্থাৎ নবমেঘকান্তি-বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ উক্ত দুই বর্ণকেই সুদীর্ঘ জলবাসে অর্থাৎ জলে পাদ স্থাপন করাইয়া বিনষ্ট করিলেন, তাৎপর্য্য এই যে জলক্রীড়ায় গোপীগণকে অধিক ক্ষণ জলে বাস করাইয়া যেন মত্তা অর্থাৎ উন্মত্তপ্রায় হওত তাঁহাদিগের পদ-

কৃত্বা বর্ণদ্বয়-হৃতিমাসাম্মুচ্চৈ-
র্মত্তৈবাসীজ্জলধরমালাপ্যেষা ॥ ৬১ ॥
প্রিয়করমিলিতাম্বুস্পর্শহৃষ্টাপি পর্য্যক্
সততনিপতদম্ভোধারয়োদ্বিগ্নচিত্তা।
শিথিলিতভুজবল্লীশ্রস্তকেশাম্বরস্রক্
জলযুধি বিমুখী সা সুন্দরীপালিরাসীৎ ॥ ৬২ ॥

যত্নাৎ। তৃতীয়ে উচ্চৈঃ। চতুর্থে এষা ইতি বর্ণদ্বয়ং জ্ঞেয়ং। অস্য জলধর-মালাখ্যশ্লোকস্য পাদান্তে বর্ণদ্বয়স্য দানাভাবেঽপি স এবার্থো ভবতীতি কাব্য-কৌশলং। বর্ণদ্বয়াভাবে শ্লোকে যথা,—পাদপ্রান্তেত্যরুণতয়া কিং, যাবৈশেচথং চিরজলবাসৈঃ। কৃত্বা বর্ণদ্বয়হৃতিমাসাং, মত্তৈবাসীজ্জলধরমালা ॥ ৬১ ॥

সা সুন্দরীশ্রেণী। কৃষ্ণকরমিলিতাম্বুস্পর্শেন হৃষ্টাপি। পর্য্যচ্যা চতুর্দ্দিক্ষু চলন্ত্যা। সদা নিপতদম্ভসাং ধারয়া উদ্বিগ্নচিত্তা জলযুদ্ধে বিমুখী আসীৎ ॥৬২॥

প্রান্তের অলক্তক চিহ্ন ধৌত করিলেন এবং স্বাভাবিক অরুণবর্ণও শুক্লপ্রায় হইয়া গেলে। শ্লেষ পক্ষে—পাদপ্রান্তে অর্থাৎ জলধরমালা ছন্দে রচিত শ্লোকের চারিচরণের অন্তে দুইটী করিয়া বর্ণের বিনাশ করিলে জলধরমালা* ছন্দই মত্তা নামক ছন্দ হয় ॥ ৬১ ॥

অনন্তর ব্রজাঙ্গনা সকল শ্রীকৃষ্ণের করমিলিত জল স্পর্শে আহ্লাদিতা হইয়াও চতুর্দ্দিকে সতত নিপতিত জলধারায় উদ্বিগ্নচিত্তা হইলেন, সুতরাং

* "জলধরমালা" ছন্দ এই যে, "মো ভঃ স্মৌচেজ্জলধরমালাব্ধ্যষ্টৈঃ" অর্থাৎ ম, ভ, স, ম, এই চারিটী গণে "জলধরমালা" ছন্দ হয় ॥

মত্তা ছন্দ যথা—"জ্ঞেয়া মত্তা ম, ভ, স, গ সৃষ্টা" অর্থাৎ ম, ভ, স, গ, এই চারিটী গণে "মত্তা" ছন্দ হয়, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত "জলধরমালা" এই শেষের দুইটী করিয়া বর্ণের লোপ করিলে এই ছন্দই "মত্তা" নামক ছন্দ হয়, যেমন তাসাং, যত্নাৎ, উচ্চৈঃ, প্যেষা এই চারিটী পদ লোপ করিলে তাহা মত্তা ছন্দের

জলে বলাদত্যমলে হৃবলানাং
নিরুদ্ধ্য কান্তেন হৃতাম্বরাণাম্।
দলালিদানেন তরঙ্গহস্তৈ-
র্ব্যধায়ি সখ্যং দ্রুতমব্জিনীভিঃ ॥ ৬৩ ॥
ইহ রাধিকাপ্রতিপদং পরাভবৈ-
র্মুখবর্ণযুগ্মবিরহাৎ সখীততেঃ।

অত্যমলে জলে কান্তেন বলান্নিরুদ্ধ্য হৃতাম্বরাণামবলানাং সম্বন্ধেঽব্জিনীভিঃ পদ্মিনীভিঃ তরঙ্গহস্তৈর্দলালিদানেন সখ্যং ব্যধায়ি ॥ ৬৩ ॥

অথানন্তরং ইহ জলক্রীড়ায়াং প্রতিপদং প্রতিক্ষণং পরাভবৈঃ শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃকজলপ্রহারৈঃ সখীততের্মুখবর্ণযুগ্মবিরহাৎ পূর্ব্ববৎ ওষ্ঠাধরাণাং তাম্বূল-রাগস্য স্বতঃসিদ্ধরাগস্য চ। কিম্বা মুখমণ্ডলানাং গৌরবর্ণস্য ওষ্ঠাধরাণাং রাগস্য চ বিচ্ছেদং দৃষ্ট্বা মঞ্জুভাষিণী রাধা দয়িতমপি বিজেতুং জলসেচনে মুহু-রুদ্ধতাভবৎ। শ্লেষেণ মঞ্জুভাষিণী নামছন্দঃ প্রতিপদং পদং পদং চতুর্মু

তাঁহাদিগের ভুজলতা শিথিল, কেশ, বসন ও মালা অঙ্গ হইতে বিগলিত হইল অতএব সুন্দরীগণ জলযুদ্ধে বিমুখী হইলেন ॥ ৬২ ॥

তখন কান্ত শ্রীকৃষ্ণ সেই সুনির্ম্মল জলমধ্যে তাহাদিগকে অবরোধ করিয়া বস্ত্র হরণ করিতে লাগিলে পদ্মিনীগণ তৎক্ষণাৎ তরঙ্গরূপ হস্ত দ্বারা স্বীয় দল-সকল অর্পণ করিয়া তাঁহাদিগের সহিত সখ্য বিধান করিলেন ॥ ৬৩ ॥

অনন্তর জলক্রীড়ায় ক্ষণে ক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক জল প্রহার দ্বারা সখীগণের মুখের বর্ণযুগলের অর্থাৎ পূর্ব্বের ন্যায় ওষ্ঠাধরের তাম্বূল রাগের ও স্বভাবসিদ্ধ

লক্ষণেরও লক্ষ্য হইবে, ইহাতে গ্রন্থকারের কাব্যের অতিশয় কৌশল দেখা যাইতেছে ॥

দয়িতং বিজেতুমপি মঞ্জুভাষিণী
জলসেচনে মুহুরথোদ্ধতাঽভবৎ ॥ ৬৪ ॥
নিবারিতসখীপালোর্ম্মিণঃসংস্পর্দ্ধিনোস্তয়োঃ ।
ঈশয়োর্দ্বন্দ্বযুদ্ধঞ্চাভবদাদৌ জলাঞ্জলি ॥ ৬৫ ॥

পাদেষু মুখে আদৌ বর্ণযুগ্মস্যাক্ষরদ্বয়স্য বিরহাদথোদ্ধতানাম ছন্দোঽভবৎ। বর্ণদ্বয়াভাবেঽপি পদ্যস্যার্থসাম্যং। যথা,—রাধিকা প্রতিপদং পরাভবৈ-র্বর্ণযুগ্ম বিরহাৎ সখীততেঃ। তং বিজেতুমপি মঞ্জুভাষিণী, সেচনে মুহুরথো-দ্ধতাঽভবৎ ॥ ৬৪ ॥

নিবারিতা সখীনাং পালির্যাভ্যাং তথা ভূতয়োর্ম্মিণঃ পরস্পরং সম্যক্

রাগের অথবা মুখমণ্ডলের গৌরবর্ণ ও ওষ্ঠাধরের রক্তিমা অপগত (ধৌত) হইলে মঞ্জুভাষিণী শ্রীরাধা প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকেও পরাজয় করিতে মুহুরথোদ্ধতা(১) অর্থাৎ বারম্বার উদ্ধত হইয়া উঠিলেন ॥ ৬৪ ॥

অনন্তর শ্রীরাধাকৃষ্ণ সখীবৃন্দকে নিবারণ পূর্ব্বক উভয়ে পরস্পর জয়

১। শ্লেষে মঞ্জুভাষিণী নামক ছন্দ ও মুখবর্ণযুগ্মবিরহ অর্থাৎ প্রত্যেক পাদের প্রথম দুই দুইটী বর্ণ লোপ করিলে রথোদ্ধতা ছন্দ হয়। এই শ্লোকে মঞ্জুভাষিণী ছন্দ "স জ সা জ গৌচ যদি মঞ্জুভাষিণী অর্থাৎ স, জ, স, জ, গ এই পাঁচটী গণে মঞ্জুভাষিণী ছন্দ হয়। "রাৎ পরৈর্ণরলগৈ রথোদ্ধতা" অর্থাৎ র, ন, র, ল, গ এই পাঁচটী গণে রথোদ্ধতা ছন্দ হয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত মঞ্জুভাষিণী ছন্দের এই প্রথম দুইটী করিয়া বর্ণ লোপ করিলে উক্ত বিলুপ্ত দ্বিবর্ণা মঞ্জুভাষিণীই রথোদ্ধতা হয় অর্থাৎ তাদৃশ স্থলে রথোদ্ধতার লক্ষণ যাইতে পারে ॥

সখীপাল্যাবৃতৌ সত্যাং করাকরি ভুজাভুজি।
নখানখি চ তৎপশ্চান্মুখামুখি রদারদি ॥ ৬৬ ॥
অন্যোন্যাসঙ্গসংহর্ষাৎ কৃষ্ণমানন্দমন্থরম্।
রাধাং ভাবোদ্গমৈর্লোলাং বীক্ষ্যামুং ললিতাব্রবীৎ ॥৬৭॥
চূড়া পশ্চাদপসৃতবতী কৌস্তুভো বিম্বদম্ভা-
দ্গণ্ডে তেহসৌ শরণমভজৎ কুণ্ডলে কম্পলোলে।

স্পর্দ্ধা জেতুং বিবাদো যয়োস্তয়োরীশয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োর্দ্বন্দ্বযুদ্ধঞ্চাভবৎ। তত্রাদৌ জলেন জলেন প্রহৃত্য যুদ্ধং বৃত্তং জলাজলি অভবৎ ॥ ৬৫ ॥

সখীপালিভিরাবৃতৌ সত্যাং করাকরি ভুজাভুজি নখানখিচ। তৎপশ্চাৎ মুখামুখি রদারদি চেতি ক্রমেণৈতৎ সর্ব্বং যুদ্ধমভবদিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ৬৬ ॥

অন্যোন্যাসঙ্গেন সম্যক্ হর্ষাৎ আনন্দমন্থরং কৃষ্ণং ভাবোদ্গমেন লোলাঞ্চ-রাধাং বীক্ষ্য ললিতাঽমুং রাধামব্রবীৎ ॥ ৬৭ ॥

হে সখি রাধে! যুদ্ধাদ্বিরম। কাতরমমুং কৃষ্ণং মা পীড়য়। কাতরপ্রকার-

---

করিবার নিমিত্ত স্পর্দ্ধা করিয়া প্রথমতঃ জলাজলি অর্থাৎ উভয়ে জলক্ষেপণ-রূপ প্রহার দ্বারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৬৫ ॥

তদনন্তর সখীসকল আসিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আবরণ করিলে প্রথমতঃ তাহাদিগের হস্তাহস্তি, তৎপরে ভুজাভুজি, তৎপরে নখানখি, তৎপরে মুখামুখি এবং তৎপশ্চাৎ দন্তাদন্তি যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ৬৬ ॥

পরস্পর সঙ্গ দ্বারা সম্যক হর্ষহেতু শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দমন্থর অর্থাৎ আনন্দে স্তম্ভিত এবং ভাবোদয়ে শ্রীরাধাকে চঞ্চলা দর্শন করিয়া ললিতা শ্রীরাধাকে কহিলেন ॥ ৬৭ ॥

হে রাধে! যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও, ঐ দেখ শ্রীকৃষ্ণের চূড়া পশ্চাৎদেশে লম্বমান হইয়াছে, কৌস্তুভমণি প্রতিবিম্বচ্ছলে তোমার গণ্ডদেশে আশ্রয় লইয়াছে, অর্থাৎ তোমার গণ্ডদেশে কৌস্তুভমণির ছায়া পতিত হইয়াছে। তথা

লীনঞ্চাসীত্তিলকমলিকে ছিন্নভিন্নস্য মালা
তস্মাদযুদ্ধাদ্বিরম সখি ! মা কাতরং পীড়য়ামুম্ ॥ ৬৮ ॥
ব্যাত্যুক্ষ্যাং সলিলে যদ্বম্মুহুর্জয়পরাজয়ৌ ।
তেষাং জাতৌ ব্যাবহাস্যাং তীরে তৌ সুহৃদাং তথা ॥৬৯॥
আকৃষ্য রাধাং সবলান্মুকুন্দঃ
স্বকণ্ঠদঘ্নেঽম্ভসি তাং নিনায়॥
মগ্নামিবৈনাং পুনরুদ্দধার
তরঙ্গলোলাং নলিনীমিবেভঃ ॥ ৭০ ॥

মাহ। অস্য চূড়া পশ্চাদ্গতা। কৌস্তুভো বিস্বচ্ছলেন তে তব গণ্ডে শরণমভজৎ ॥ ৬৮ ॥

ব্যাত্যুক্ষ্যাং জলযুদ্ধে কৃষ্ণাদীনাং মুহুর্যদ্বৎ জয়পরাজয়ৌ জাতৌ। তথা তীরে তেষাং সুহৃদাং স্ববলাদীনাং ব্যাবহাস্যাং পরস্পরহাস্যবিশেষে তৌ জয়পরাজয়ৌ জাতৌ ॥ ৬৯ ॥

স মুকুন্দো বলাৎ রাধামাকৃষ্য স্বস্য কণ্ঠজলে তাং নিনায়। এনাং রাধাং মগ্নামিব পুনরুদ্দধার। ইভো হস্তী তরঙ্গলোলাং পদ্মিনীমিব ॥ ৭০ ॥

কর্ণযুগলের কুণ্ডলদ্বয় কম্প বশতঃ চঞ্চল, ললাটের তিলক ললাটেই বিলীন এবং গলদেশের মালাও ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে, অতএব হে সখি ! শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় কাতর হইয়াছেন, ইঁহাকে আর পীড়া প্রদান করিও না ॥ ৬৮ ॥

ব্যাত্যুক্ষী অর্থাৎ জলযুদ্ধে জলমধ্যে শ্রীকৃষ্ণাদির যেমন জয় পরাজয় হইল তদ্রূপ সরোবরের তীর প্রদেশেও সুবলাদি সখাসকলের ব্যবহাসী অর্থাৎ পরস্পর হাস্য বিশেষে জয় পরাজয় হইল ॥ ৬৯ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সবলে শ্রীরাধাকে আকর্ষণ করিয়া নিজের কণ্ঠ পরিমিত জলমধ্যে লইয়া গেলেন এবং যেমন হস্তী শুণ্ডাদণ্ড দ্বারা তরঙ্গবেগে চঞ্চলা

তৎকণ্ঠদেশার্পিতদোর্ম্মৃণালা
কেশালিশৈবালবৃতাননাব্জী।
কৃষ্ণেভহস্তোৎকলিতাতিলোলা
রাধাব্জিনীবাম্ভসি সন্ততার ॥ ৭১ ॥

তাবৎপ্রফুল্লকনকাব্জবনে প্রমোদা-
ল্লীনাসু তাসু গলদঘ্নজলে সখীষু।
কান্তা জগাদ দয়িতং প্রিয়মেব যস্যা
যাতা দ্রুতং ক নু গবেষয় তূর্ণমেতাঃ ॥ ৭২ ॥

কৃষ্ণ এব ইভো হস্তী তেন হস্তেন উৎকলিতা উত্থাপ্য ধৃতা সতী রাধারূপ-পদ্মিনী অতিলোলা সতী জলে সংততার। কীদৃশী? তত্তস্য কৃষ্ণেভস্য কণ্ঠদেশেঽর্পিতং ভুজরূপমৃণালং যয়া সা। কেশালিরূপশৈবালেন আবৃতমাননরূপমব্জং যস্যাঃ সা ॥ ৭১ ॥

গলপরিমিতজলে লীনাসু সখীষু তাসাং মুখকমলস্বর্ণকমলয়োরভেদজ্ঞানাৎ তাঃ কুত্রাপি গতাঃ। ইতি মত্বা দয়িতং সা জগাদ। হে প্রিয় তাস্তূর্ণং গবেষয় অন্বেষয় ॥ ৭২ ॥

নলিনীকে একবার জলমগ্ন করিয়া পুনর্ব্বার তাহাকে উত্তোলিত করে তদ্রূপ শ্রীরাধাকে জলমগ্ন করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে উত্তোলিত করিলেন ॥ ৭০ ॥

তৎপর পদ্মিনী যেমন হস্তির হস্তে মজ্জনানন্তর উত্তোলিত হইয়া ভাসমান হইয়া থাকে, তদ্রূপ হস্তিরূপি-শ্রীকৃষ্ণের হস্তে পদ্মিনীরূপা শ্রীরাধা জল হইতে উত্থিত হইয়া চঞ্চলভাবে জলে সন্তরণ করিতে লাগিলেন এবং সন্তরণ কালে শ্রীকৃষ্ণের গলদেশে স্বীয় ভুজরূপ মৃণাল অর্পণ করিলেন, তথা আলুলায়িত কেশপাশরূপ শৈবালসমূহে তাহার বদনকমল আবৃত হইয়া গেল ॥ ৭১ ॥

তখন সখীসকল গণ্ড পরিমিত জলে নিমগ্ন হইলে তাহাদিগের বদনকমল স্বর্ণকমলের সহিত অভেদ হেতু "সখীগণ কোনও স্থানে গমন করিয়াছে" এই

নিধায় তাং তদ্গলমাত্রপুষ্করে
শ্রীপুষ্করাক্ষে প্রবিশত্যথালিকাঃ।
অন্বেষ্টুমস্মিন্ স্ফুটপুষ্করাটবীং
রাধাস লীনা বরপুষ্করাননা ॥ ৭৩ ॥
নাত্যুত্থিতানি জলতঃ কনকাম্বুজানি
ফুল্লাসিতোৎপলযুগাতিবিরাজিতানি।
দৃষ্ট্বা তরঙ্গচলশৈবলসংযুতানি
তৎপানচঞ্চলমতির্মধুসূদনোহভূৎ ॥ ৭৪ ॥

তদ্গলমাত্রপুষ্করে রাধায়াঃ গলমাত্রজলে তাং রাধাং নিধায়। অস্মিন্ শ্রীপুষ্করেক্ষণে কৃষ্ণে আলিকাঃ সখীরন্বেষ্টুং স্ফুটপুষ্করাটবীং প্রবিশতি সতি। বরপুষ্করাননা রাধা লীনা আস লীনা বভূব ॥ ৭৩ ॥

মধুসূদনঃ কৃষ্ণঃ কনকাম্বুজানি দৃষ্ট্বা তত্তেষাং সখীনাং মুখকমলানাং পানে চঞ্চলমতিরভূৎ। কীদৃশানি। জলান্নাত্যুত্থিতানি ফুল্লাসিতোৎপলযুগেনাতি-বিরাজিতানি তরঙ্গৈশ্চঞ্চলানি শৈবলৈঃ সংযুতানি চেতি ॥ ৭৪ ॥

মনে করিয়া শ্রীরাধা কৃষ্ণকে কহিলেন, হে প্রিয়! আমার সখীগণ কোথায় গেল? তুমি তাহাদিগকে অন্বেষণ কর ॥ ৭২ ॥

শ্রীরাধা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ গলপরিমিত জলে শ্রীরাধাকে স্থাপন করিয়া বিকসিত পদ্মবনে সখীসকলকে অন্বেষণ করিতে প্রবেশ করিলে প্রশস্ত কমলাননা শ্রীরাধা জলমধ্যে লীনা হইয়া লুক্কায়িত ভাবে অবস্থিতা রহিলেন ॥ ৭৩ ॥

মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ প্রফুল্ল নীলকমলযুগলে বিরাজিত, তরঙ্গবেগে চঞ্চল শৈবালমালায় সঙ্গত এবং জলমধ্য হইতে ঈষৎ উন্নমিত স্বর্ণকমল শ্রেণী দেখিয়া সখীগণের মুখপদ্ম পানে চঞ্চলমতি হইলেন ॥ ৭৪ ॥

মুখেষু তাসাং কনকারবিন্দ-
বৃন্দায়মানেষু মরন্দপানম্ ।
চক্রে হরিঃ প্রত্যরবিন্দমঞ্চন্
তৃষার্ত্তরোলম্বকদম্বকং বা ॥ ৭৫ ॥
দ্রুতমুপনয়তাস্যং স্বস্ববক্ত্রান্তিকে স্বং
ক্ষণমিহ দয়িতেন দ্বন্দ্বযুদ্ধং সমৃদ্ধম্ ।
নিভৃতমিলিতয়া শ্রীরাধয়াপ্যন্বিতানাং
যুগপদভবদাসামাননাজাননাজি ॥ ৭৬ ॥

তৃষ্ণার্ত্তং রোলম্বকদম্বকং ভ্রমরসমূহঃ প্রত্যরবিন্দং অরবিন্দমরবিন্দং প্রত্যঞ্চন্ গচ্ছন্। বা ইব। হরিস্তাসাং স্বর্ণপদ্মবৃন্দনিবাচরিতেষু মধুপানং চুম্বনাদি চক্রে ॥ ৭৫ ॥

স্বস্ববক্ত্রান্তিকে গোপীনাং স্বস্বমুখসমীপে দ্রুতং সত্বরং স্বীয়ং মুখং উপনয়তা দয়িতেন সহ আসাং সখীনাং ক্ষণং দ্বন্দ্বযুদ্ধং সম্যক্ ঋদ্ধং বৃদ্ধং বর্দ্ধমানমভবৎ। তাসাং কীদৃশানাং? নিভৃতমিলিতয়া রাধয়া সহান্বিতানাং। দ্বন্দ্বযুদ্ধং কীদৃশং? আননাজেন অননাজেন প্রবৃত্তা বৃত্তং যুদ্ধং আননাজাননাজি ॥ ৭৬ ॥

তৃষ্ণাতুর ভ্রমরসমূহ যেমন প্রত্যেক অরবিন্দকে চুম্বন করিতে করিতে গমন করে, তাহার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া সুবর্ণকমল সদৃশ ব্রজসুন্দরীগণের মুখকমলের মধুপান ও চুম্বন করিতে লাগিলেন ॥ ৭৫ ॥

অনন্তর সখীগণ গুপ্তভাবে শ্রীরাধার সহিত সম্মীলিত হইলে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ সখীদিগের স্ব স্ব বদনকান্তিকে নিজ বদন লইয়া গিয়া ক্ষণকাল মুখপদ্মে মুখপদ্মে যুদ্ধারম্ভ করিলেন ॥ ৭৬ ॥

গোপীস্তনাস্ফালনজৈস্তরঙ্গকৈ-
র্লোলাম্বুজান্যুল্ললষট্পদান্যলং ।
আসাং মুখানীব দদর্শ চুম্বনে
বৈমত্যলোলানি চলেক্ষণানি সঃ ॥ ৭৭ ॥
আসাং প্রিয়েণ বলয়াবলিপার্শ্বযুগ্মে
প্রেম্ণা মৃণালকৃতকঙ্কণসন্নিবেশঃ ।
নানাবিলাসবিততিশ্রমজাঙ্গকার্শ্যাৎ
পাতোন্মুখান্ সবলয়ান্ পরিতো রুরোধ ॥ ৭৮ ॥

গোপীস্তনানামাস্ফালনমাঘাতস্তজ্জৈস্তরঙ্গৈঃ কল্লোলাশ্চঞ্চলা ভ্রমরা যত্র তানি লোলাম্বুজানি স কৃষ্ণঃ দদর্শ। কানীব। চুম্বনে চুম্বনসময়ে বৈমত্যেন লোলানি। চঞ্চলে ঈক্ষণে যেষু তানি। আসাং সখীনাং মুখানীব। মুখস্থানী, য়ানি পদ্মানি। নেত্রস্থানীয়াঃ ভ্রমরাঃ ॥ ৭৭ ॥

আসাং বলয়াবলিপার্শ্বযুগ্মে প্রিয়েণ কৃষ্ণেন প্রেম্ণা মৃণালেন কৃতো যঃ কঙ্কণসন্নিবেশঃ। আসাং নানাবিলাসবিততিশ্রমজাঙ্গকার্শ্যাৎ পতনোন্মুখান্ বলয়ান্ রুরোধ ॥ ৭৮ ॥

তখন চুম্বনকালে অনিচ্ছা বশতঃ চঞ্চলনেত্রে শোভিত মুখকমলের ন্যায় ব্রজরামাদিগের স্তনযুগলের আস্ফালনজনিত তরঙ্গমালায় কমলনিচয় দোদুল্যমান হওয়ায় ভ্রমরশ্রেণী তাহাতে নিশ্চয়ভাবে উপবেশন করিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে, এবম্বিধ কমলশ্রেণীকে শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৭৭ ॥

তদনন্তর ব্রজাঙ্গনাগণের নানাপ্রকারে বিলাসে ক্লান্তিবশতঃ অঙ্গ সকল অতিশয় কৃশ হওয়াতে হস্তস্থিত বলয় সমূহ পতনোদ্যত হইলে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমপ্রযুক্ত ঐ বলয় সমূহের পার্শ্বদেশে যে মৃণাল নির্ম্মিত কঙ্কণ পরিধান করাইলেন, তাহা ঐ পতনোন্মুখ বলয়াবলীকে পতন হইতে অবরুদ্ধ করিল ॥ ৭৮ ॥

কুমুদবিসমরালাম্ভোজচক্রোৎপলানি
স্মিতভুজগতিবক্ত্রোরোজনেত্রৈর্বিজিত্য।
নিবিড়কুচনিতম্বাস্ফালনৈঃ কম্পয়িত্বা
জলমপি সরসী সা ক্ষোভিতাসীদ্বধূভিঃ ॥ ৭৯ ॥
লীলাক্ষুভ্যৎ সলিলোত্থৈস্তরঙ্গৈ-
র্বাতোর্ম্মীণাং মিলিতানাং পুরস্তাৎ।
সংঘট্টোহভূন্মিথুনং যত্র বীনাং
স্থাতুং গন্তুং ক্ষমমাসীন্ন লোলম্ ॥ ৮০ ॥

বধূভিঃ স্মিতেন কুমুদং। ভুজেন বিসং মৃণালং। গতিভির্মরালং হংসং। বক্ত্রেণ পদ্মং। উরোজেন চক্রবাকং। নেত্রেণ উৎপলং বিজিত্য কুচনিতম্বানাং আস্ফালনৈর্জলং কম্পয়িত্বা সা সরসী অপি ক্ষোভিতাসীৎ ॥ ৭৯ ॥

লীলাজক্ষুত্তরঙ্গৈঃ সহ পুরস্তান্মিলিতানাং বাতোর্ম্মীণাং সংঘট্টোহভূৎ। যত্র সংঘট্টে বীনাং পক্ষিণাং মিথুনং লোলং সৎ স্থাতুং গন্তুং চ ক্ষমং নাসীৎ ॥৮০॥

তখন বধূগণ ঈষৎ হাস্য দ্বারা কুমুদ, বদন দ্বারা পদ্ম, ভুজ দ্বারা মৃণাল, স্তনযুগল দ্বারা চক্রবাক্ এবং নয়ন দ্বারা উৎপল ও গমন দ্বারা হংসকে জয়, তথা স্তন ও বিশাল নিতম্বের আস্ফালনে জলকেও কম্পিত করিয়া যেন সরোবরকেও বিক্ষোভিত করিলেন ॥ ৭৯ ॥

ঐ সময়ে লীলা বশতঃ বিক্ষুব্ধ সলিল হইতে সমুৎপন্ন তরঙ্গমালার সহিত অগ্রভাগে সম্মিলিত বায়ুপ্রবাহের যে সঙ্ঘট্ট উপস্থিত হইল তাহাতে পক্ষি-মিথুন চঞ্চল হইয়া থাকিতে কিম্বা যাইতে সক্ষম হইল না ॥ ৮০ ॥

তাসাং মুখামৃতরুচামুদয়েঽপি নাপু-
র্বিশ্লেষদুঃখমিহ কোকযুগানি কিন্তু।
তৎসন্নিধৌ প্রবিলসংস্তনকোকযুগ্মা-
ন্যালোক্য বিশ্বসিতধীন্যতিমোদমাপুঃ ॥ ৮১ ॥
রাধামুখেন্দোরুদয়াৎ সরোবরে
ফুল্লেষু নীলোৎপলকৈরবেষ্বপি।

আসাং মুখচন্দ্রাণাং উদয়েঽপি কোকযুগানি প্রকৃতচক্রবাকপক্ষিযুগানি বিশ্লেষদুঃখং নাপুঃ কিন্তু তৎসন্নিধৌ মুখচন্দ্রসমীপে বিশ্বসিতধীনি প্রবিলসৎ-স্তনকোকযুগ্মান্যালোক্যাতিমোদমাপুঃ ॥ ৮১ ॥

রাধামুখচন্দ্রস্যোদয়াৎ রাত্রিবিকাসিনীলোৎপলাদিষু রাত্রিমধুপানজং

অপর ব্রজাঙ্গনাদিগের মুখশশী উদিত হইলেও প্রকৃত চক্রবাক্ যুগল বিরহ দুঃখ লাভ করে নাই, পরন্তু সেই মুখশশী সমীপে বিশ্বস্তবুদ্ধি হইয়া বিলাসবিশিষ্ট স্তনরূপ চক্রবাক্ যুগলকে দর্শন করিয়া আনন্দই লাভ করিল* ॥ ৮১ ॥

কি আশ্চর্য্য! শ্রীরাধিকার মুখচন্দ্রের উদয় হেতু ভ্রমর সকল সরোবরে রাত্রিবিকাসি নীলোৎপল ও শ্বেতোৎপল বা কুমুদাদিতে রাত্রিকালীন মধুপান

* তাৎপর্য্য এই যে, রাত্রিতে চক্রবাক্ ও চক্রবাকী নদীর উভয় পারে অবস্থিত হইয়া পরস্পর বিরহ দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে ব্রজাঙ্গনাদিগের বদনচন্দ্রের উদয়ে রজনী অনুমান করিয়াও বিরহ দুঃখ লাভ করিল না, যেহেতু উক্ত মুখচন্দ্রের নিকটেই যখন স্তনরূপ চক্রবাক্ বিশ্বস্ত হয় নাই, সুতরাং চন্দ্রোদয় হইয়াছে রাত্রি হয় নাই, অতএব সূর্য্যদেবও বিদ্যমান আছেন ইত্যাদি ধ্বনি সুতরাং সূর্য্যদেব থাকিতে আর রাত্রি জন্য বিরহের আশঙ্কা কোথায়?

নিশ্যহ্নি যদ্বন্মধুপানজং সুখং
তদ্বদ্দ্বিরেফাঃ সমকালমাপুঃ ॥ ৮২ ॥
ইন্দিন্দিরাণাং যুগপদ্বিলাসং
কুমুদ্বতীষ্বপ্যরবিন্দিনীষু।
সখীচয়ে পশ্যতি সোঽতিচিত্রং
নীলাব্জষণ্ডে হরিরাসলীনঃ ॥ ৮৩ ॥
অন্বেষণায়াস্য গতাস্তদাল্যো-
নীলাম্বুজান্যস্য মুখানি মত্বা।
আনন্দমত্তাঃ পরিচুম্ব্য হ্রীণাঃ
পরস্পরালোকনতো বভূবুঃ ॥ ৮৪ ॥

সুখং, দিনবিকাসিপদ্মাদিষু দিনমধুপানজং সুখং, দ্বিরেফা ভ্রমরাঃ সমকালমাপুঃ ॥ ৮২ ॥

ইন্দিন্দিরাণাং ভ্রমরাণাং নিশি অহ্নি ফুল্লেষু কুমুদেষু পদ্মেষু চ যুগপদ্বিলাসমিতিচিত্রং সখীচয়ে পশ্যতি সতি। নীলাব্জসমূহে হরির্লীন আস ॥ ৮৩ ॥

অস্যান্বেষণায় গতাঃ আল্যো নীলাম্বুজানি কৃষ্ণমুখানি মত্বা পরিচুম্ব্য সখ্যঃ পরস্পর দর্শনাৎ হ্রীণা লজ্জিতা বভূবুঃ ॥ ৮৪ ॥

জনিত সুখ এবং দিন বিকাসি পদ্ম সকলে দিবা ভাগে মধুপান জনিত সুখ এক সময়ে অনুভব করিতে লাগিল ॥ ৮২ ॥

রাত্রি ও দিবাভাগে বিকাসশীল কুমুদ ও পদ্মসমূহে ভ্রমরসকল এক সময়ে বিলাস করিতেছে সখীগণ এই আশ্চর্য্য সন্দর্শন করিলে শ্রীকৃষ্ণ নীলপদ্ম সকলের মধ্যে গিয়া লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন ॥ ৮৩ ॥

তখন শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত সখীসকল নীলাম্বুজ সমূহকে শ্রীকৃষ্ণের মুখকমল মনে করিয়া চুম্বন করতঃ পরস্পরের দর্শনে লজ্জিত হইলেন ॥ ৮৪ ॥

রাধাস্তু দৈবাৎ প্রিয়বক্ত্রপার্শ্ব-

মাসাদয়ন্তীং প্রবিলোক্য চিত্রা ।

সখীঃ সমাভাসত পশ্যতাল্যঃ

পুরোঽব্জখণ্ডে মহদদ্ভুতং নঃ ॥ ৮৫ ॥

প্রলম্বশৈবালকদম্বসম্বৃতং

মধ্যে নটৎখঞ্জনযুগ্মসদ্ভুতম্ ।

লোলালিমালং চলহেমপঙ্কজং

তথাবিধং চঞ্চতি নীলপঙ্কজম্ ॥ ৮৬ ॥

লসদতনুতরঙ্গৈশ্চাল্যমানং পুরস্তাৎ

কনককমলমেতন্নীলপদ্মে ললাগ ।

চিত্রা প্রিয়বক্ত্রপার্শ্বং রাধামাসাদয়ন্তীং প্রাপ্নুবন্তীং প্রবিলোক্য সখীঃ সমাভাষত । নঃ পুরোঽব্জখণ্ডে মহদদ্ভুতং পশ্যত । হে আল্যঃ ॥ ৮৫ ॥

প্রলম্বশৈবালসমূহবেষ্টিতং মধ্যে নটৎখঞ্জনযুগ্মং যস্য তৎ । লোলা অলিমালা যত্র তথাবিধমদ্ভুতং চলহেমপঙ্কজং রাধামুখং প্রতি তথাবিধং প্রলম্বশৈবালাদি-সংযুতং নীলপঙ্কজং কৃষ্ণমুখং কর্তৃ চঞ্চতি গচ্ছতি ॥ ৮৬ ॥

লসদ্ভিরতনুভি র্বৃহদ্ভিস্তরঙ্গৈশ্চাল্যমানং কনককমলং রাধাবক্ত্রং নীলপদ্মে কৃষ্ণমুখে ললাগ । তস্মান্নীলপদ্মাৎ কৃষ্ণমুখাৎ বিরলিতং পৃথক্ স্থিতমপি

অনন্তর চিত্রা প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের বদন পার্শ্বগতা শ্রীরাধাকে অবস্থান করিতে দেখিয়া সখীসকলে কহিলেন, অহে সখীগণ! আমাদিগের অগ্রভাগে পদ্মখণ্ডে একটী মহান্ আশ্চর্য্য দর্শন কর ॥ ৮৫ ॥

আশ্চর্য্য এই যে, যাহা লম্বমান শৈবাল সমূহে বেষ্টিত, যাহার মধ্যে খঞ্জন-দ্বয় নৃত্য করিতেছে এবং ভ্রমর সকল যাহাতে চঞ্চল হইয়া রহিয়াছে, এতাদৃশ অত্যাশ্চর্য্য চঞ্চল স্বর্ণকমল স্বরূপ শ্রীরাধার বদনের প্রতি প্রলম্ব শৈবালাদি সংযুক্ত নীলাম্বুজ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের বদন ভ্রমণ করিতেছে ॥ ৮৬ ॥

আর দেখ শোভমান বৃহত্তরঙ্গ দ্বারা বিচলিত সুবর্ণ কমল স্বরূপ শ্রীরাধার

বিরলিতমপি তস্মাৎ প্রেরিতং তৈস্তদস্মি-
ন্মুহুরতিচলমাসীৎ সংযুতং চাযুতঞ্চ ॥ ৮৭ ॥
ক্বচিদিহ জলমধ্যাদুত্থিতৌ চক্রবাকৌ
তত উদিতমকস্মাদাবৃণোৎ পদ্মযুগ্মম্।
তদপি সমুদিতং শ্রীহল্লকদ্বন্দ্বমস্মা-
দিতি তদতিশয়োক্ত্যা লেভিরে মোদমাল্যঃ ॥ ৮৮ ॥

তৈরতনুতরঙ্গৈঃ প্রেরিতং তৎ কনককমলং রাধাবক্ত্রং অস্মিন্নীলকমলে কৃষ্ণমুখে অতিচলং যথা স্যাত্তথা সংযুতং অসংযুতং চাসীৎ ॥ ৮৭ ॥

ক্বচিচ্চ জলমধ্যাৎ চক্রবাকৌ স্তনাবুত্থিতৌ ততো জলাদুদিতং পদ্মযুগ্মং কৃষ্ণহস্তযুগ্মং তৌ স্তনাবাবৃণোৎ। সমুদিতং শ্রীহল্লকদ্বন্দ্বং রাধাকরদ্বয়মস্মাৎ চক্রবাকাৎ স্তনদ্বয়াদপি কৃষ্ণহস্তযুগমপাবৃণোৎ দূরমকরোৎ। আল্যঃ ললিতাদয়ঃ অতিশয়োক্ত্যা মোদং লেভিরে। অতিশয়োক্ত্যলঙ্কারেণ চিত্রয়া শৈবালশব্দেন কেশঃ খঞ্জনেন নেত্রমিত্যাদিকং যদুক্তং তৎশ্লোকব্যাখ্যায়ামেব দর্শিতং অত্রাপি চক্রবাকঃ স্তনঃ। পদ্মযুগ্মং কৃষ্ণকরদ্বন্দ্বং। হল্লকং রাধাকরং দর্শিতং। "হল্লকং রক্তসন্ধ্যক"মিত্যমরঃ ॥ ৮৮ ॥

বদন নীলকমল-স্থানীয় শ্রীকৃষ্ণের বদনে সংযুক্ত হইল এবং সেই নীলকমলসদৃশ শ্রীকৃষ্ণবদন হইতে কনককমলরূপ শ্রীরাধার বদন পৃথকরূপে অবস্থিত হইয়াও বৃহত্তরঙ্গমালার বেগবশতঃ ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হওত এই নীলকমলস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণবদনে অত্যন্ত চঞ্চলভাবে সংযুক্ত ও অসংযুক্ত উভয় ভাবেই বর্ত্তমান রহিল ॥ ৮৭ ॥

আর দেখ, কোন এক স্থলে জলমধ্য হইতে স্তনরূপ চক্রবাকদ্বয় উত্থিত হইয়া তৎপর অকস্মাৎ জল হইতেই সমুত্থিত শ্রীকৃষ্ণের হস্তরূপ পদ্মযুগল এই স্তনরূপ চক্রবাকদ্বয়কে আবৃত করিল এবং জলোত্থিত রক্তসন্ধ্যক (রক্তবর্ণ কহ্লার) কুসুমরূপ শ্রীরাধার করযুগল ঐরূপ চক্রবাক সদৃশ স্তন হইতে শ্রীকৃষ্ণের করদ্বয়কে দূর করিল, এই অতিশয়োক্তি ঘটনা দর্শন করিয়া ললিতাদি সখীসকল অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন ॥ ৮৮ ॥

তামাদায়াগতে কৃষ্ণে তাসাং মধ্যেঽথ তন্মুখম্।
বভৌ হেমাব্জমণ্ডল্যা বেষ্টিতং নীলপদ্মবৎ ॥ ৮৯ ॥
জলমণ্ডুকবাদ্যানি কৃষ্ণস্তাভিরবাদয়ৎ।
পটহধ্বনিবৎ ক্বাপি দুন্দুভিধ্বনিবৎ ক্বচিৎ ॥ ৯০ ॥
হরিহরিদয়িতানাং গাত্রসৌরভ্যশৈত্যৈ-
রধিকসুরভিশীতং তোয়মাসীৎ সরস্যাঃ।

কৃষ্ণে তাং রাধাং গৃহীত্বা তাসাং মধ্যে আগতে। তন্মুখং কৃষ্ণমুখং ॥ ৮৯ ॥

তাভিঃ সহ কৃষ্ণঃ জলমণ্ডুকাখ্যবাদ্যান্যবাদয়ৎ। বাদ্যভেদমাহ। ক্বাপি সময়ে পটহধ্বনিবৎ। ক্বচিৎ দুন্দুভিধ্বনিবৎ ॥ ৯০ ॥

গাত্রাণাং সৌরভ্যশৈত্যৈঃ সরস্যাস্তোয়ং জলমধিকসুরভিশীতমাসীৎ অসিতঃ শ্যামঃ সিতঃ শুক্লঃ পিঙ্গলশ্চ এভির্বর্ণৈরঙ্গরাগৈঃ সংস্থা জলং

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে ধারণ পূর্ব্বক সখীসকলের মধ্যগত হইলে কনককমলের মণ্ডলী মধ্যে পরিবেষ্টিত নীলপদ্মের ন্যায় সখীবৃন্দের বদনরূপ স্বর্ণকমলের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বদনরূপ নীলকমল—শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৮৯

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সেই সখীসকলের সহিত জলমণ্ডুক বাদ্য* বাজাইতে লাগিলেন, ঐ বাদ্য কোন সময়ে পটহ (ঢক্কা) ধ্বনির ন্যায় এবং কখনও বা দুন্দুভিধ্বনির সদৃশ হইল ॥ ৯০ ॥

অপর শ্রীকৃষ্ণ এবং কৃষ্ণপ্রিয়া ব্রজসুন্দরীদিগের অঙ্গের সৌরভ্য ও শৈত্য-গুণে সরোবরের জল অতিশয় সুরভি ও শীতল হইল এবং অসিত অর্থাৎ শ্যামবর্ণ মৃগমদ, সিত অর্থাৎ শুক্লবর্ণ চন্দন ও পিঙ্গলবর্ণ কুঙ্কুম এই ত্রিবিধ

* এক হস্তে উত্থাপিত জলকে অপর হস্ত দ্বারা আঘাত করিলে মণ্ডুকবৎ যে শব্দ হয় তাহাকে জলমণ্ডুক কহে।

যথা—জলমেব মণ্ডুকবাদ্যং বাদ্যবিশেষঃ। জলমেকেন পাণিনোত্থাপিতমপরেণ তাড়িতং মণ্ডুকবৎ স্বনতীতি প্রাসঙ্গঃ। মল্লীনাথঃ।

অসিতসিতপিসঙ্গৈঃ কর্ব্বুরং চাঙ্গরাগৈ-
র্ভবতি হি গুণিসঙ্গান্নির্ম্মলানাং গুণাপ্তিঃ ॥ ৯১ ॥
প্রোদ্ভিন্নপদ্মীব সপদ্মিনীগণৈঃ
সংসিচ্যমানঃ করপুষ্করেণ তান্।
সিঞ্চন্ হরিঃ প্রস্ফুটপদ্মিনীবনা-
দুত্তীর্য্য তোয়াদথ তীর্থমাগমৎ ॥ ৯২ ॥

কর্ব্বুরং মিলিতং চিত্রমাসীৎ। দৃষ্টান্তমাহ,—নির্ম্মলানাং স্ফটিকাদীনাং রক্তাদি-গুণিসঙ্গাৎ গুণপ্রাপ্তির্হি নিশ্চিতং ভবতি ॥ ৯১ ॥

পদ্মিনীগণৈঃ সংসিচ্যমানঃ স হরিঃ প্রোদ্ভিন্নপদ্মীব মত্তহস্তীব করপুষ্করেণ তান্ পদ্মিনীগণান্ সিঞ্চন্ স্ফুটং পদ্মিনীনাং বনং যত্র তস্মাৎ তোয়াৎ উত্তীর্য্য তীর্থং ঘাটাখ্যমগমৎ ॥ ৯২ ॥

বর্ণের অঙ্গরাগ দ্বারা ঐ জল কর্ব্বুর অর্থাৎ বিবিধ বিচিত্র বর্ণে যুক্ত হইল। দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন গুণিগণের সংসর্গে নির্গুণ ব্যক্তিরও গুণ প্রাপ্তি হয় এবং নির্ম্মল স্ফাটিক মণিও রক্তবর্ণের সংসর্গে তদীয় রক্তিমা স্বয়ং ধারণ করে তদ্রূপ ॥ ৯১ ॥

অপিচ, পদ্মিনী অর্থাৎ হস্তিনীগণ কর্তৃক শুণ্ডাদণ্ড দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া যেমন পদ্মী অর্থাৎ হস্তিগণও স্বীয় শুণ্ডাদণ্ডে তাহাদিগের অভিষেক করত ঘট্ট প্রদেশে উত্থিত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ পদ্মিনীগণ কর্তৃক পুষ্কর শ্রেণী দ্বারা অভিষিক্ত হওত ঐ পদ্মিনী গোপাঙ্গনাগণকে অভিষিক্ত করিয়া বিকশিত পদ্মসমন্বিত সরোবর হইতে ঘট্ট প্রদেশে উত্থিত হইলেন ॥ ৯২ ॥

সেবালীভিঃ কৃষ্ণকৃষ্ণপ্রিয়াস্তা-
স্তৈস্তৈর্গন্ধোদ্বর্ত্তনৈঃ সেবিতাঙ্গাঃ ।
প্রেম্নাঽন্যোন্যং স্নাপয়িত্বা প্রহর্ষাৎ
স্নাত্বোত্তস্থুর্নীরতস্তীর্থতীরে ॥ ৯৩ ॥
গৌরাঙ্গীণামঙ্গলগ্নাম্বরান্তা-
দ্বারাং ধারা নিষ্পতন্ত্যো বিরেজুঃ ।
যদ্বৎসৌবর্ণাচলক্ষুদ্রশৃঙ্গ-
শ্রেণীলগ্নাচ্ছারদম্ভোদবৃন্দাৎ ॥ ৯৪ ॥

সেবাপরাসখীভিঃ কৃষ্ণেন সহ তাঃ কৃষ্ণপ্রিয়াঃ তৈস্তৈর্গন্ধোদ্বর্ত্তনৈশ্চ সেবিতাঙ্গাঃ প্রেম্না অন্যোন্যং স্নাপয়িত্বা প্রহর্ষাৎ স্নাত্বা নীরতো জলাত্তীর্থস্য তীরে উত্তস্থুঃ ॥ ৯৩ ॥

অত্র তাসামঙ্গান্যেব সৌবর্ণপর্ব্বতস্য ক্ষুদ্রশৃঙ্গাণি তত্র লগ্না শুক্লবস্ত্রমেব শারদমেঘস্তস্মাৎ নিষ্পতন্ত্যো জলধারা বিরেজুঃ ॥ ৯৪ ॥

এবং সেবাপরায়ণা সখীসকল ও শ্রীকৃষ্ণের সহিত কৃষ্ণপ্রিয়াগণ সুগন্ধ তৈলাদি ম্রক্ষণ দ্রব্য দ্বারা স্বীয়াঙ্গ ম্রক্ষিত করিয়াও প্রেমবশে পরস্পর আনন্দসহকারে স্নান করিয়া জল হইতে তীর্থ তীরে উত্থিত হইলেন ॥ ৯৩ ॥

ঐ স্থানে সুবর্ণবর্ণ বিশিষ্ট পর্ব্বতের ক্ষুদ্র শৃঙ্গদেশে সংলগ্ন শারদীয় শুভ্রবর্ণ মেঘ হইতে নিপতিত জলধারা যেরূপ শোভা পাইয়া থাকে, সেইরূপ গৌরাঙ্গী ব্রজাঙ্গনারূপ সৌবর্ণ পর্ব্বতের অঙ্গ লগ্ন শুভ্রবর্ণ মেঘরূপ বস্ত্র হইতে নিপতিত জলধারা সকল শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৯৪ ॥

বিস্রস্তকুন্তলততেঃ শিখরাদ্গলন্ত-
স্তাসাং গুণগ্রথিতমৌক্তিকপাঙ্‌ক্তিতুল্যাঃ।
অন্তর্হৃদীশিতুরলং জলবিন্দবোঽমী
একাবলীনিচয়তামুপলভ্য রেজুঃ॥ ৯৫॥
স্বপ্নেঽপি দুর্লভবিলোকলবস্য তস্য
দিষ্ট্যাপ্তবিঘ্নরহিতেষ্টসুসঙ্গমস্য।
চিত্রং চিরান্মধুরিমামৃতমাপিবন্ত্য-
স্তৃষ্ণাভিবৃদ্ধিমগমন্ দ্বিগুণাং মৃগাক্ষ্যঃ॥ ৯৬॥

তাসাং বিস্রস্তকেশততেরগ্রাৎ গলন্তোঽমী জলবিন্দবঃ গুণেন সূত্রেণ গ্রথিত-মুক্তাশ্রেণীতুল্যাঃ। ঈশিতুঃ কৃষ্ণস্যান্তর্হৃদি একাবল্যা নিচয়তাং সমূহতাং প্রাপ্য রেজুঃ। ক্রমেণৈকৈকমুক্তানির্ম্মিতা মালা একাবলী॥ ৯৫॥

স্বপ্নেঽপি দুর্ল্লভো দর্শনলবো যস্য। ইদানীন্তু দিষ্ট্যা প্রাপ্তো বিঘ্নরহিত ইষ্টো বাঞ্ছিতঃ সুসঙ্গমো যস্য কৃষ্ণস্য মধুরিমামৃতং চিরমাপিবন্ত্যো মৃগাক্ষ্যঃ দ্বিগুণাং তৃষ্ণায়া অভিবৃদ্ধিমগমন্নিতিচিত্রং॥ ৯৬॥

অপর স্নানোত্থিত ব্রজাঙ্গনাগণের আলুলায়িত কেশনিচয়ের অগ্রভাগ হইতে সূত্র গ্রথিত মৌক্তিক শ্রেণীসদৃশ জলবিন্দু সমূহ পতিত হইতে থাকিলে বোধ হইল যেন ঐ সকল জলবিন্দু—প্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে একাবলী নামক হারের সমতা প্রাপ্ত হইয়াই শোভা পাইতেছে॥ ৯৫॥

আহা! কি আশ্চর্য্য! স্বপ্নেও যে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলেশ সুদুর্ল্লভ হইয়া থাকে, অধুনা ভাগ্য বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের সেই বিঘ্নরহিত বাঞ্ছিত সঙ্গ প্রাপ্ত হওয়ায় যদিচ মৃগনয়না ব্রজসুন্দরীসকল শ্রীকৃষ্ণের মধুরিমামৃত চিরকাল পান করিতেছেন তথাপি তাঁহাদিগের তৃষ্ণা দ্বিগুণতর বৃদ্ধিশীল হইয়া উঠিল॥৯৬॥

তাসামসম্ভাবিতদর্শনানাং
দিষ্ট্যাপ্তরত্যাদিকশর্ম্মণোঽপি।
ক্লিন্নাম্বরান্তঃসমুদীর্ণতত্ত-
দঙ্গালিসন্দর্শনজা মুদো যাঃ ॥ ৯৭ ॥
দামানি মাত্রা নিহিতানি যস্যাং
বাল্যেঽপ্যনন্তান্যগমন্ সমন্তাৎ।
বিতস্তিমাত্রত্বমঘদ্বিষোঽস্যাং
তনৌ সমুস্তা ন হি চিত্রমেতৎ ॥ ৯৮ ॥
যুগ্মকং ॥

অঘদ্বিষো যস্যাং তনৌ বাল্যেঽপি মাত্রা যশোদয়া নিহিতানি অনন্তানি দামানি বিতস্তিমাত্রত্বমগমন্। অস্যাং কৈশোরে তনৌ দিষ্টা যাভিঃ সহাপ্তং প্রাপ্তং রত্যাদিনা শর্ম্ম সুখং যেন তস্য কৃষ্ণস্যাসম্ভাবিতং দর্শনং যাসাং তাসাং ক্লিন্নাম্বরস্যান্তর্মধ্যে তত্তদঙ্গালীনাং সন্দর্শনজা দর্শনজন্যা যা মুদঃ তা মুদো সমুঃ স্থানং প্রাপুঃ। এতচ্চিত্রং নহি। তত্তনো বহূনামল্পকরণ-শক্তিমত্ত্বাৎ। অনেন তাসামঙ্গদর্শনজানন্দস্য পরমাবধিত্বং গুরুত্বং বহুত্বঞ্চ দর্শিতং ॥ ৯৭—৯৮ ॥

অপিচ, বাল্যকালেও যে অঘরিপু শ্রীকৃষ্ণের শরীরে জননী যশোদা অসংখ্য সুদীর্ঘ রজ্জু নিহিত করিলেও সেই অনন্ত রজ্জুসকল বিতস্তি পরিমাণ মাত্র হইয়াছিল ইহা তত আশ্চর্য্য নহে, কারণ যে ব্রজাঙ্গনাগণের দর্শনও অসম্ভব সেই ব্রজাঙ্গনাদিগের জলক্লিন্ন অম্বর মধ্যে সম্যক্ প্রকাশমান অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দর্শন করিয়া সম্যক্‌রূপে প্রাপ্তরতি শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর কালে হৃদয়ে যে আনন্দ উদিত হইয়াছিল, তাহা যে, পরিমাণ প্রাপ্ত হয় নাই ইহাই অত্যন্ত আশ্চর্য্যতম ॥ ৯৭—৯৮ ॥

আলীচয়েন পরিমার্জ্জিতদেহকেশ-
শ্চীনাংশুকৈঃ পরিহিতোদ্গমনীয়চেলঃ।
কৃষ্ণশ্চ কৃষ্ণরমণীনিচয়ঃ সসভ্যঃ
শ্রীপদ্মমন্দিরমিতো দ্রুতমারুরোহ ॥ ৯৯ ॥
অনল্পৈরাকল্পৈঃ কুসুমরচিতৈর্ভূষণচয়ৈ-
র্নিবিষ্টং তং যাম্যে কমলগৃহসৎকুট্টিমবরে।
নিজপ্রাণপ্রেষ্ঠং প্রণয়পরিপাটীঘটনয়া
স্বয়ং শ্রীরাধালীনিচয়সহিতা মণ্ডয়তি সা ॥ ১০০ ॥

আলীচয়েন চীনাংশুকৈঃ সূক্ষ্মবস্ত্রৈঃ পরিমার্জ্জিতো দেহঃ কেশশ্চ যস্য সঃ। পরিহিতং উদ্গমনীয়চেলং। পরিধানোত্তরীয়বসনযুগং যেন সঃ। ইত্থম্ভূতঃ সন্ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণরমণীচয়শ্চ সভ্যেন বৃন্দাদিনা সহিতঃ সন্ ইতঃ শ্রীকুণ্ডতটাৎ শ্রীপদ্মমন্দিরমারুরোহ। "শ্রীপদ্মমন্দিরং নাম নৈঋর্ত্যাং রাজতে দল"মিত্যুক্ত শ্রীললিতাকুঞ্জস্য নৈঋর্তকোণকুঞ্জং ॥ ৯৯ ॥

যাম্যে দক্ষিণদিশায়াং কমলগৃহস্য সৎকুট্টিমবরে শোভনবেদ্যাং নিবিষ্টং তং নিজপ্রাণপ্রিয়ং অনল্পৈরাকল্পৈঃ কুসুমরচিতৈ ভূষণচয়ৈঃ প্রণয়পরিপাটী-ঘটনয়া সখীভিঃ সহসা স্বয়ং রাধা মণ্ডয়তি ॥ ১০০ ॥

তৎপর সখীসকল সূক্ষ্ম বসনে শ্রীকৃষ্ণের এবং ব্রজসুন্দরীগণের দেহ ও কেশপাশ মার্জ্জন তথা পরিধেয় ও উত্তরীয় বসন পরিধান করাইয়া দিলে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীবৃন্দ—বৃন্দাদি সভ্যগণের সহিত শ্রীকুণ্ডের তট হইতে নৈঋত কোণাবস্থিত শ্রীপদ্ম মন্দির নামক কুঞ্জের সমীপে আগমন করত আরোহণ করিলেন ॥ ৯৯ ॥

তদনন্তর নিজ প্রাণপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণ দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তি কমলগৃহের শোভন বেদীর উপরে উপবিষ্ট হইলে সখীদিগের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীরাধা প্রীতি-পূর্ব্বক সবিশেষ পরিপাটী ঘটনা প্রদর্শন করত কুসুম রচিত ভূষণসমূহ দ্বারা তাঁহাকে বিভূষিত করিতে লাগিলেন ॥ ১০০ ॥

ধূপৈরাগুরবৈর্বিশুষ্কসুরভীন্ শ্রীকঙ্কতীশোধিতান্
মল্লীগর্ভকবেষ্টিতান্ স্বদয়িতস্যোদ্যম্য বদ্ধা কচান্।
যাতীরঙ্গণযূথিকাবকুলসদ্গাঙ্গেয়যূথীকৃতৈ-
র্গুচ্ছোৎপল্লবকেতকীদললসচ্চাম্পেয়বর্হান্বিতৈঃ ॥১০১॥
গুঞ্জামৌক্তিকমালাযুগ্মবিলসৎপার্শ্বদ্বয়ৈর্মাল্যকৈ-
রূদ্ধোর্দ্ধক্রমবেষ্টিতাং স্তবকযুক্পিঞ্ছৈর্লসৎশেখরাং।

মণ্ডনপ্রকারমাহ,—শ্রীরাধা স্বদয়িতস্য কৃষ্ণস্য কচান্ অগুরুকৃতৈর্ধূপৈ-র্বিশুষ্কসুরভীন্ কৃত্বা ততঃ শ্রীকঙ্কত্যা শোধিতান্ মল্লীপুষ্পগর্ভকেণ বেষ্টিতান্ কৃত্বা চ উদ্যম্য ঊর্দ্ধীকৃত্য বদ্ধা চূড়াং ব্যধাদিতি পরশ্লোকেনান্বয়ঃ। "কেশমধ্যে তু গর্ভক" ইত্যমরঃ। চূড়াং কীদৃশীং। জাতীরঙ্গণাদিপুষ্পকৃতৈর্মাল্যৈকর্মালাভিঃ কীদৃশীভিঃ পুষ্পগুচ্ছ উত উৎকৃষ্টপল্লবকেতকীদলেন সহ লসচ্চাম্পেয়-বর্হানিতৈঃ ॥ ১০১ ॥

গুঞ্জায়াস্তথা মৌক্তিকস্য চ মাল্যযুগ্মেন বিলসৎ পার্শ্বদ্বয়ং যেষাং তৈ-র্মাল্যকৈরূর্দ্ধোর্দ্ধক্রমেণ বেষ্টিতাং। পুষ্পস্তবকেন যুক্ পিঞ্ছৈর্লসৎশেখর-মগ্রভাগো যস্যাস্তাং। মূলদেশেঽতিস্থূলাং। সুসূক্ষ্মাগ্রাং। কৃষ্টমাকৃষ্টমলিবৃন্দং যয়া তাং। চামরডামরীং চামরতুল্যাং। অলিকগাং ললাটগাং। অত্র ইদ-মায়াতং। আদৌ জাতিপুষ্পমালা তস্যাঃ পার্শ্বদ্বয়ে গুঞ্জামুক্তয়োর্মালা

ভূষণের প্রকার এই যে, শ্রীরাধা স্বপ্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের অগুরু নির্ম্মিত ধূপ দ্বারা কেশকলাপ বিশুষ্ক ও সৌরভযুক্ত করিয়া প্রথমতঃ সুন্দর চিরুণী দ্বারা বিশোধিত করিলেন, তৎপরে মল্লিকাপুষ্পের কেশমধ্যগত মালা দ্বারা বেষ্টিত করিয়া যাতী, রঙ্গণ যূথিকা, বকুল এবং গাঙ্গেয় অর্থাৎ স্বর্ণ যূথীকৃত গুচ্ছ ও উৎকৃষ্ট পল্লব তথা কেতকীদলসহ সম্যক্ চম্পকগুচ্ছের শিরঃপ্রাবরণ কুসুম-ভূষণ যুক্ত এবং গুঞ্জা, মুক্তামালা যুগল ও উভয় পার্শ্বে সুশোভিত মাল্য দ্বারা সম্যক্‌রূপে উর্দ্ধভাগে উত্তোলিত করিয়া যথাক্রমে বেষ্টন পূর্ব্বক চূড়াবন্ধন

মূলে স্থূলতমাং সুসূক্ষ্মশিখরাং কৃষ্টালিবৃন্দাং ব্যধাৎ
চূড়াং চামরডামরীমলিকগাং রাধা জগন্মোহিনীং ॥ ১০২ ॥
যুগ্মকং ॥

যাস্যাং লগ্না ন দৃগলিঘটা নির্জ্জিহীতেহঙ্গনানাং
যা সংলগ্না হৃদয়কমলে জাতু নৈতজ্জহাতি।
যস্যাশ্ছায়া ভ্রমরয়তি সকৃদ্বীক্ষ্যমাণাপি কৃষ্ণং
কাঞ্চী চূড়া বিলসতি জগৎ সা পিবন্তী স্বধাম্না ॥ ১০৩ ॥

গুঞ্জমুক্তামালোপরিরঙ্গণমালা তদুপরি পুনর্গুঞ্জামুক্তামালা এবং ক্রমেণ পূর্ব্বাপেক্ষয়া সূক্ষ্মযূথিকামালা বকুলাদিমালা গুঞ্জামৌক্তিকমাল্যযুগ্মং চ স্তবকং গুচ্ছাদিভিরন্বিতৈরিত্যানেন। জাত্যাদিমালাবেষ্টনসময়ে যথাশোভং মালা-মধ্যে মালাপেক্ষয়া উচ্চং কৃত্বা পুষ্পগুচ্ছাদীনাং চূড়ায়াশ্চতুর্দ্দিক্ষু বামদক্ষিণ-পার্শ্বে বা দানমিতি। স্ববুদ্ধ্যনুসারেণ দিগ্দর্শনমিদং। সর্ব্বাগ্রে পুষ্পগুচ্ছ স্তদু-পরি ময়ূরপুচ্ছং। মূলদেশস্থূলাং লগ্নালঙ্কাঞ্চ ॥ ১০২ ॥

যস্যাং চূড়ায়াং অঙ্গনানাং স্ত্রীণাং দৃগলিঘটা লগ্না সতী জাতু কদাপি ন নির্জ্জিহীতে ন বহির্গচ্ছতি। "ওহাঙ গতৌ"। যা চূড়া স্ত্রীণাং হৃদয়ে সংলগ্না এতৎ হৃদয়ং কদাপি ন জহাতি ন ত্যজতি। যস্যাশ্ছায়া সকৃদ্বীক্ষ্যমাণা কৃষ্ণং অপিশব্দাদন্যানপি ভ্রময়তি। সা কাঞ্চী চূড়া স্বধাম্না স্বমাধুর্য্যেণ জগৎ পিবন্তী বশে কুর্ব্বন্তী বিলসতি ॥ ১০৩ ॥

করিলেন এবং ঐ চূড়ার স্তবক যুগল ও পিচ্ছ দ্বারা শেখর অর্থাৎ বেষ্টনমালা শোভা পাইতে লাগিল, সুতরাং মূলদেশে স্থূল ও অগ্রভাগে সূক্ষ্ম হইল এবং ঐ চূড়ার সৌরভে ভ্রমর সকল আকৃষ্ট হইতে লাগিল ও অবিকল চামরের সদৃশ তথা ত্রিজগতের মনোমোহিনী হইয়া উঠিল ॥ ১০১—১০২ ॥

আহা! শ্রীকৃষ্ণের যে চূড়ায় ব্রজাঙ্গনাদিগের নেত্রপঙ্‌ক্তিরূপ ভ্রমর মালা সংলগ্ন হইয়া কখন ও আর বাহিরে গমন করে না এবং যে চূড়া গোপী সকলের হৃদয়ে সংলগ্ন কখন পরিত্যাগ করে না, আর অধিক কি, চূড়ার

যৎ কৌঙ্কুমং ললিতয়া তিলকং ললাটে
সৃষ্টং হরেঃ শশিনিভং মদবিন্দুমধ্যম্ ।
শ্রীখণ্ডবিন্দুনিচিতং বহিরেতদাসাং
হৃৎখণ্ডনে মদনহাটকচক্রমাসীৎ ॥ ১০৪ ॥
ভক্তিচ্ছেদৈরন্বিতাং যাং সুচর্চ্চাং
চিত্রা চক্রে কৌঙ্কুমীং তত্তনৌ সা ।
লাবণ্যোর্ম্মীচঞ্চলাস্মারয়ত্তাং
দীব্যদ্গোপীকৃষ্ণযুগ্মানি রাসে ॥ ১০৫ ॥

ললিতয়া হরের্ললাটে শশিনিভং কৌঙ্কুমং যত্তিলকং সৃষ্টং। কীদৃশং মদস্য মৃগমদস্য বিন্দুমধ্যে যস্য তৎ। বহিশ্চন্দনবিন্দুভির্নিচিতং ব্যাপ্তং। এতত্তিলকং আসাং হৃদয়স্য খণ্ডনে মদনস্য হাটকচক্রং স্বর্ণচক্রমাসীৎ ॥ ১০৪ ॥

চিত্রা সখী হরেস্তনৌ যাং ভক্তিচ্ছেদৈঃ খোর ইত্যাখ্যৈর্যুক্তাং কৌঙ্কুমীং সুচর্চ্চাং চক্রে সা সুচর্চ্চা লাবণ্যতরঙ্গৈশ্চঞ্চলা সতী তাং চিত্রাসখীং রাসে রাসলীলায়াং দীব্যদ্গোপীকৃষ্ণয়োর্যুগ্মান্যস্মারয়ৎ। কৃষ্ণতনুরেখা কৃষ্ণস্মৃতিং কুঙ্কুমরেখা গোপীস্মৃতিমকারয়দিত্যর্থঃ ॥ ১০৫ ॥

ছায়া দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও স্বয়ং উদ্ভ্রান্ত হইয়া পরেন, শ্রীকৃষ্ণের সেই চূড়া স্বীয় মাধুর্য্য দ্বারা জগৎ বশীভূত করিয়া বিলাস করিতেছেন ॥ ১০৩ ॥

অনন্তর ললিতা শ্রীকৃষ্ণের ললাটপ্রদেশে মৃগমদ বিন্দুর মধ্যগত চন্দ্রতুল্য কুঙ্কুমের যে তিলক রচনা করিলেন এবং যাহার বাহিরে চন্দনবিন্দু সমূহে পরিব্যাপ্ত, সেই তিলক ব্রজাঙ্গনাগণের হৃদয় খণ্ডনে কন্দর্পের স্বর্ণচক্র হইয়া উঠিল ॥ ১০৪ ॥

তৎপরে চিত্রাসখী শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে খোরযুক্ত যে কুঙ্কুম চর্চ্চা বিধান অর্থাৎ কুঙ্কুম চিত্রিত করিলেন, তাহা লাবণ্য তরঙ্গে চঞ্চল হইয়া চিত্রাসখীকেও রাস-

চিত্রাথ চিত্রমকরোন্নিজমিত্রগাত্রে
মৈত্রীপবিত্রচরিতাম্বুদজৈত্রকান্তৌ।
যত্তৎ সখীনয়নখঞ্জন-বন্ধনায়
কন্দর্পশাকুনিক-বিস্তৃতজালমাসীৎ ॥ ১০৬ ॥
নানাবর্ণসুগন্ধপুষ্পমুকুলৈঃ পুষ্পৈঃ কৃতৈঃ পল্লবৈঃ
ক্লৃপ্তৈঃ কুণ্ডলহারকঙ্কণসন্মঞ্জীরকাঞ্চ্যঙ্গদৈঃ।
তাভির্যাভরণৈর্মুদা প্রিয়তনৌ শ্রীবেশভঙ্গীকৃতা
সৈবাসাং নয়নৈণবন্ধনবিধৌ কামস্য পাশায়তে ॥ ১০৭ ॥

মৈত্রী মিত্রস্য ভাব স্তয়া পবিত্রং চরিতং যস্যাঃ সা চিত্রা নিজমিত্রস্য কৃষ্ণস্য গাত্রেঽম্বুদজৈত্রকান্তৌ যচ্চিত্রমকরোৎ তচ্চিত্রং সখ্যাঃ রাধায়াঃ নয়নখঞ্জনস্য বন্ধনায় কন্দর্পরূপশাকুনিকস্য ব্যাধস্য বিস্তৃতজালমাসীৎ ॥ ১০৬ ॥

তাভি র্গোপীভি র্নানাবর্ণনানাসুগন্ধযুক্তপুষ্পমুকুলৈঃ পুষ্পৈশ্চ কৃতৈস্তথা পল্লবৈশ্চ ক্লৃপ্তৈঃ কৃতৈঃ কুণ্ডলাদৈরাভরণৈঃ প্রিয়স্য তনৌ মুদা হর্ষেণ যা শ্রীর্বেশভঙ্গীঃ কৃতা সা বেশভঙ্গী আসাং নয়নরূপস্য এণস্য বন্ধনবিধৌ কামস্য পাশবৎ রজ্জুবৎ আচরতি ॥ ১০৭ ॥

লীলায় শোভমান গোপী ও শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তিযুগল স্মরণ করাইতে লাগিল অর্থাৎ কৃষ্ণাঙ্গরেখা—কৃষ্ণস্মৃতি এবং কুঙ্কুমরেখা—গোপীস্মৃতি করাইল ॥ ১০৫ ॥

তদনন্তর মিত্রভাবে বিশুদ্ধ চরিত্রা চিত্রাসখী আপন মিত্র শ্রীকৃষ্ণের নব-জলধর বিজয়ি কান্তিতে যে চিত্র বিচিত্র তিলক রচনা করিলেন, সেই তিলক সখী শ্রীরাধার নয়ন খঞ্জনের বন্ধনের নিমিত্ত কন্দর্পরূপ ব্যাধের সুবিস্তৃত জাল স্বরূপ হইল ॥ ১০৬ ॥

অপর নানা বর্ণ সুগন্ধ কুসুম মুকুল, পুষ্প এবং পল্লব রচিত কুণ্ডল, হার, কঙ্কণ, সুন্দর নূপুর, কাঞ্চি এবং বলয় রূপ আভরণ দ্বারা ব্রজসুন্দরীগণ

পৌষ্পৈশ্চাভরণৈস্তত্র রাধাকাণ্ডপটাবৃতা।
আলীভি র্ভূষিতালাশ্চ সেবিকানিচয়ৈঃ ক্রমাৎ ॥ ১০৮ ॥
নীতোঽসৌ বৃন্দয়ানীতস্তাশ্চ তৎসৌম্যকুট্টিমম্।
দদৃশুস্তত্র ভক্ষ্যাণি ফলমুখ্যান্যনেকশঃ ॥ ১০৯ ॥
পলাশশালপত্রাণাং রম্ভাবল্কলপত্রয়োঃ।
কুণ্ডীস্থাল্যাদিপাত্রেষু সম্ভৃতানি পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১১০ ॥
যুগ্মকং ॥

তত্র স্থলে আলীভিঃ রাধা কাণ্ডেন কালানুরূপেণ পটাবৃতা পৌষ্পেরাভরণৈ র্ভূষিতা কৃতা। সেবিকানিচয়ৈঃ সেবাপরায়ণসখীসমূহৈরালাঃ সখ্যশ্চ ক্রমাৎ ভূষিতাঃ কৃতাঃ ॥ ১০৮ ॥

বৃন্দয়া তত্তস্য পদ্মমন্দিরস্য সৌম্যদিগ্বর্ত্তিকুট্টিমমসৌ কৃষ্ণঃ নীতঃ তা রাধাদাশ্চ নীতাঃ। তত্র সৌম্যকুট্টিমে ফলমুখ্যানি ভক্ষ্যাণি পলাশপত্রশালপত্ররম্ভাপত্ররম্ভাবল্কলকৃতকুণ্ডীস্থাল্যাদিপাত্রেষু পৃথক্ পৃথক সম্ভৃতানি দদৃশুঃ ॥ ১০৯—১১০ ॥

প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের শরীরে যে সুন্দর বেশ রচনার ভঙ্গী বিস্তার করিলেন, সেই ভঙ্গী ব্রজাঙ্গনাগণের নয়নরূপ হরিণের বন্ধন ব্যাপারে কন্দর্প পাশের ন্যায় আচরণ করিতে লাগিল ॥ ১০৭ ॥

তদনন্তর সখীসকল শ্রীরাধাকে কাণ্ডপট অর্থাৎ কালানুরূপ বসনে আবৃতাঙ্গী ও পুষ্পাভরণ দ্বারা ভূষিত করিলেন এবং সেবাপরায়ণা সখীগণ অন্যান্য সখীগণকেও যথাক্রমে বিভূষিত করিলেন ॥ ১০৮ ॥

তাহার পর বৃন্দাদেবী সেই পদ্মমন্দিরের উত্তর দিগ্বর্ত্তি কুট্টিমে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধা প্রভৃতি সকলকে লইয়া গেলে তাঁহারা সেই কুট্টিমে পলাশ, শাল এবং কদলী পত্র ও কদলী বল্কলের কুণ্ডী অর্থাৎ দোনা ও স্থাল্যাদি পাত্রে

ভোক্তুং তান্যুপবিষ্টোঽসৌ শুভ্রপুষ্পাংশুকাসনে।
সব্যে শ্রীসুবলস্তস্য দক্ষিণে মধুমঙ্গলঃ॥ ১১১॥
উপবিষ্টা পুরো রাধা তানি সালীবনেশয়া।
আনীয়ানীয় দত্তানি তেভ্যঃ পরিবিবেশ সা॥ ১১২॥
শ্বেতরক্তহরিৎপীতবর্ণানি জাতিভেদতঃ।
অসস্যশ্লথসস্যেষদ্দৃঢ়সস্যান্যনেকশঃ॥ ১১৩॥

শুভ্রপুষ্পাসনোপরি শুভ্রবস্ত্রাচ্ছন্নাসনে অসৌ কৃষ্ণঃ তানি ভক্ষ্যাণি ভোক্তুমুপবিষ্টোঽভূৎ। তস্য কৃষ্ণস্য বামে শ্রীসুবলঃ দক্ষিণে মধুমঙ্গলঃ উপবিষ্টঃ॥১১১॥

পুরোঽগ্রে আলীভিঃ সহ শ্রীরাধা উপবিষ্টা। বৃন্দয়া আনীয় আনীয় দত্তানি তানি ভক্ষ্যাণি তেভ্যঃ কৃষ্ণাদিভ্যঃ সা রাধা পরিবিবেশ॥ ১১২॥

শুক্লরক্তাদিবর্ণানি যানি জাতিভেদতোঽনেকেশঃ নারিকেলফলানি সন্তি। কীদৃশানি। অসস্যানি সস্যরহিতানি। শ্লথসস্যানি হস্তাগ্রাহ্যজলবৎ সস্যানি

নিচয়ে ফল প্রভৃতি ভোজ্য বস্তু সমূহ পৃথক্ পৃথক ধৃত হইয়াছে দর্শন করিতে লাগিলেন॥ ১০৯—১১০॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত ভক্ষ্য দ্রব্য ভোজন করিবার নিমিত্ত শুভ্রবর্ণ পুষ্পাসনোপরি শুভ্রবস্ত্রাচ্ছন্ন আসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহার বামপার্শ্বে সুবল ও দক্ষিণ পার্শ্বে মধুমঙ্গল উপবেশন করিলেন॥ ১১১॥

তখন শ্রীরাধা সখীসকলের সহিত সম্মুখে উপবিষ্টা হইয়া বনাধিষ্ঠাত্রী বৃন্দাদেবী বারম্বার যে যে বস্তু আনয়ন করিয়া প্রদান করিলেন তৎসমুদায়ই শ্রীকৃষ্ণ, সুবল ও মধুমঙ্গলকে পরিবেশন করিলেন॥ ১১২॥

শুক্ল, রক্ত, হরিৎ, পীতবর্ণ জাতিভেদে বহু প্রকার নারিকেল আছে, তাহার মধ্যে যে সকল ফলের শস্য হয় নাই, যাহাদের শ্লথ অর্থাৎ হস্তের

সুকৃত্তবল্কলতয়া শঙ্খবর্ণাকৃতীনি চ।
নারিকেলফলান্যাদৌ তেভ্যঃ পরিবিবেশ সা ॥ ১১৪ ॥
যুগ্মকং ॥

তেষাং তৈঃ পীততোয়ানাং ভিত্ত্বা নিষ্কাষিতান্যমী।
সস্যান্যালীযুজা দত্তান্যাহুঃ স্বাদূনি রাধয়া ॥ ১১৫ ॥
জাতিবর্ণাকৃতিস্বাদুপাকসংস্কারভেদতঃ।
নানাবিধানি চাম্রাণি দদৌ তেভ্যঃ ক্রমেণ সা ॥ ১১৬ ॥

ঈষৎসস্যানি দৃঢ়সস্যানি চ তানি সুকৃত্তং সুচ্ছিন্নং বল্কলং যেষাং তথাভূতত্বেন। শঙ্খবদ্বর্ণানি শঙ্খাকারাণি নারিকেলফলানি আদৌ সা রাধা পরিবিবেশ ॥ ১১৩—১১৪ ॥

তৈঃ কৃষ্ণাদ্যৈঃ পীতং তোয়ং যেষাং তেষাং সস্যানি জলরহিতনারিকেলফলানি তানি ভিত্ত্বা নিষ্কাষিতানি স্বাদূনি আলিযুজা রাধয়া দত্তানি। অমী কৃষ্ণাদয়ঃ আহুঃ বুভুজুঃ ॥ ১১৫ ॥

জাত্যাদিভেদতো নানাবিধানি চাম্রাণি দদৌ ॥ ১১৬ ॥

অগ্রাহ্য জলবৎ তরল সস্য এবং যাহাদের ঈষৎ সস্য বা দৃঢ় সস্য হইয়াছে সুন্দররূপে বল্কল ছেদন হওয়ায় শঙ্খ সদৃশ শুভ্রবর্ণ সেই সকল নারিকেল ফল প্রথমতঃ শ্রীরাধা তাঁহাদিগকে পরিবেশন করিলেন ॥ ১১৩—১১৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি সকলে নারিকেলের জলপান করিলে শ্রীরাধা সখীগণের সহিত সেই সকল জলশূন্য নারিকেল ফল ভগ্ন করিয়া তন্মধ্যস্থিত সুস্বাদু সস্য নিষ্কাষিত করিয়া তাহাদিগকে প্রদান করিলেন শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি সকলেই তাহা ভোজন করিতে লাগিলেন ॥ ১১৫ ॥

তৎপরে শ্রীরাধা—জাতি, বর্ণ, আকৃতি ও পাকসংস্কার ভেদে নানাবিধ আম্র ফল তাঁহাদিগকে ক্রমশঃ সমর্পণ করিতে লাগিলেন ॥ ১১৬ ॥

দরপক্কানি শকলীকৃতান্যাম্রাণি কানিচিৎ।
নিকৃত্তবল্কলাষ্ঠীনি চর্ব্ব্যাণ্যাস্বাদয়ন্ত্যমী ॥ ১১৭ ॥
সবল্কলানিকৃত্তানি কিঞ্চিদ্ঘনরসানি চ।
ওষ্ঠাধরেণোপ্যালেহ্যানি পক্কান্যাদন্ পরাণি তে ॥ ১১৮ ॥
পক্তিমাণি রসৈঃ পূর্ণান্যাচ্ছিন্নাস্যানি কানিচিৎ।
সাংশানি মধুরাণ্যেতে চুষ্যন্তো মুদমাযযুঃ ॥ ১১৯ ॥

কানিচিৎ দরমীষৎ পক্কানি। কানিচিৎ শকলীকৃতানি খণ্ডীকৃতানি। কানিচিৎ বল্কলং অষ্টির্বীজং তদ্রহিতানি চর্ব্ব্যাণি অমী কৃষ্ণাদয়ঃ আস্বাদয়ন্তি। "ভিত্তং শকলখণ্ডে বা" ইত্যমরঃ ॥ ১১৭ ॥

বল্কলসহিতানি কৃত্তানি ছিন্নানি। কিঞ্চিদ্ঘনরসানি ওষ্ঠাধরচেষ্টয়া লেহ্যানি। পক্কানি পরাণি আম্রাণি তে আদন্ ॥ ১১৮ ॥

কানিচিৎ আম্রাণি পক্তিমাণি রসৈঃ পূর্ণানি আ সম্যক্ ছিন্নানি আস্যানি যেষাং তানি। সাংশানি সবল্কলানি। চুষ্যন্ত এতে মুদমাযযুঃ ॥ ১১৯ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণাদি সকলে সেই সমস্ত আম্র ফল সকল আস্বাদন করিতে লাগিলেন, তন্মধ্যে অনেক ফল ঈষৎ পক্ক, কতক গুলি ফল খণ্ড খণ্ড, কতকগুলি ফল বল্কল ও বীজ বিহীন ॥ ১১৭ ॥

অপর কতক গুলি বল্কল সহিত ছিন্ন কতক গুলি ঘনরস বিশিষ্ট, তন্মধ্যে কতকগুলি সুপক্ক ওষ্ঠ দ্বারা গ্রহণ করিয়াই লেহ্য অর্থাৎ লেহন করিয়া খাইবার যোগ্য এবং কতক গুলি চর্ব্ব্য, এবম্বিধ ফল সকল তাঁহারা ভোজন করিলেন ॥ ১১৮ ॥

তৎপরে তাঁহারা সুপক্ক, রসপূর্ণ ও সম্যক্ প্রকারে ছিন্ন মুখবল্কল সহিত ও সুমধুর ফল চোষণ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন ॥ ১১৯ ॥

তে কণ্টকিফলান্নিষ্কাষিতান্ কোষান্নিরষ্টিকান্।
সৌবর্ণোৎপলচাম্পেয়কোরকাভানথাদিষুঃ ॥ ১২০ ॥
পীলূনি বহুভেদানি দ্রাক্ষাখর্জ্জূরকাণি চ।
তালশ্রীফলজম্বূনি লবলীলকুচানি চ ॥ ১২১ ॥
কদলীবদরীণাঞ্চ নানাভেদান্ ফলোচ্চয়ান্।
শৃঙ্গাটতালবীজানি ক্ষীরিকাতূতকানিচ ॥ ১২২ ॥
অঙ্গীরাণ্যমৃতাঙ্কানি নাসপাতীফলানি চ।
নারঙ্গকামরঙ্গাণি বিকঙ্কতফলানি চ ॥ ১২৩ ॥

তে কৃষ্ণাদয়ঃ কণ্টকিফলান্নিষ্কাষিতান্ কোষান্ নিরষ্টিকান্ বীজরহিতান্ স্বর্ণপদ্মচাম্পেয়কালিকাবর্ণান্ অথাদিষুঃ ॥ ১২০ ॥

পীলূনি ব্রজে প্রসিদ্ধানি। দ্রাক্ষা খর্জ্জূরয়ো বহুভেদানি তালাদীনি প্রসিদ্ধানি। লবলী "লোয়ালি" ইত্যাখ্যঃ। "লকুচো লিকুচো ডহু"রিত্যমরাৎ- গৌড়ে "ডেয়োমাদার" ইত্যাখ্যঃ ॥ ১২১ ॥

শৃঙ্গাটঃ "সিংহাড়া" ইতি, ব্রজে "পাণিফল" ইতি গৌড়ে প্রসিদ্ধঃ। ক্ষীরিকা ক্ষীরা ক্ষিরণি ইতি তূত ইতি চ ব্রজে প্রসিদ্ধঃ ॥ ১২২ ॥

অঙ্গীরাদীনি ত্রীণি। অঞ্জীর ইতি নাসপাতী ইতি মেয়াখ্যানি। নারঙ্গ নারেঙ্গি ইতি কামরাঙ্গা ইতি বিকঙ্কত বুঙিছি ইতি ॥ ১২৩ ॥

তাহার পর তাঁহারা কণ্টকি ফল হইতে নিষ্কাষিত সুবর্ণ পদ্ম ও চম্পক-কোরকের বর্ণসদৃশ অষ্টিরহিত কোষ সকল ভোজন করিতে লাগিলেন ॥১২০॥

অনন্তর, বহুবিধ পীলুফল, দ্রাক্ষা, খর্জ্জুর, তাল, বিল্ব, জম্বু, লবলী (লোয়ালী) লকুচ (ডেয়ো মাদার) ॥ ১২১ ॥

কদলী, নানাবিধ বদরী, শৃঙ্গাট (পাণিফল) তালবীজ, ক্ষীরিকা (ক্ষীরা) তূত ফল ॥ ১২২ ॥

সুষেণমাতুলাঙ্গাদিকপিত্থকফলানি চ।
নানাভেদানি বীজানি নিষ্কুলাকৃতদাড়িমাৎ॥ ১২৪ ॥
মায়াম্বূনিঃসুখাশানি কর্কটীখর্ব্বুরাণি চ।
গুড়ালুকেশরাজাদি মূলানি মূলকানি চ॥ ১২৫ ॥

সুষেণঃ করমর্দ্দকঃ "করোন্দা" ইতি খ্যাতঃ। মাতুলাঙ্গো বীজপূরঃ "বিজুরা" ইতি খ্যাতঃ। ইত্যাদীনাং "কৃষ্ণপাকফলাবিগ্নসুষেণঃ করমর্দ্দকাঃ। ফলপূরো বীজপূরো রুচকো মাতুলাঙ্গকে"ইত্যমরঃ। কপিত্থকঃ 'কপিত্থ' ইতি প্রসিদ্ধঃ স্বার্থে কঃ। তস্য ফলানিচ। নিষ্কুলাকৃতং স্ফারীকৃতং, চ্যুর্থেডা, যদ্দাড়িমং তস্মাৎ। জাতাবেকবচনং দাড়িমেভ্য ইত্যর্থঃ। নানাভেদানি দাড়িমভেদাৎ মধুরাণি চাম্লানিচ মধুরাম্লানি চেতি পৃথক্ পৃথক্ আস্বাদ্যানি বীজানিচ ॥১২৪॥

সুখেনাশ্যন্ত ইতি সুখাশানি মায়য়া অম্বূনীব তানি মুখমধ্যে জলবত্বাৎ কর্কটিকা কড়ি ইতি খর্ব্বুরাণি খরবুজা ইতি খ্যাতানিচ ফলবিশেষাণি গুড়ালু ইতি কেশরাজ ইতি চাদৌ যেষাং তানি মূলানি মূলকানি মূলা ইতি খ্যাতানিচ ॥ ১২৫ ॥

অমৃত তুল্য সুস্বাদু অঞ্জীর (পেয়ারা) নাসপাতী (মেওয়া) নারঙ্গ (নারেঙ্গি) কামরঙ্গ (কামরাঙ্গা) বিকঙ্কত (বুঁইচি)॥ ১২৩॥

সুষেণ (করোন্দা) মাতুলাঙ্গ (বিজুরা) কপিত্থ (কদবেল) তথা বিবিধ প্রকার অর্থাৎ মধুর, অম্ল ও মধুরাম্ল নিষ্কষিত দাড়িমবীজ॥ ১২৪॥

যাহা সুখে ভোজন করা যায় এবং যাহা মায়া অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিক কল্পনাতেই জল সদৃশ হইয়ছে মুখমধ্যে জলবৎ তরল হইয়া থাকে, যেন এমন কর্কটী (কাকড়ি) ও খর্ব্বুর (খরবুজা) তথা গুড়ালু এবং কেশরাল (মূল বিশেষ) আর মূলক (মূলা)॥ ১২৫॥

শালূকার্দ্রপদ্মবীজশস্যানি চ বিসানিচ।
প্রিয়ালপীলুবদ্দামবীজশস্যান্যনেকশঃ॥ ১২৬॥
সিতাভিঃ ক্ষীরসারৈশ্চ কৃতান্ শ্রীরাধয়ালয়ে।
নারঙ্গরুচকাম্রাদিফলাকারবিকারকান্॥ ১২৭॥
ফলপুষ্পযুতান্ বৃক্ষান্ শর্করাপাকনির্ম্মিতান্।
বিল্বদাড়িমশীর্য্যাম্রনারঙ্গরুচকাদিকান্॥ ১২৮॥

শালূকং পদ্মমূলঞ্চ "শালূকমেষাং কন্দঃ" স্যাদিত্যমরঃ। আর্দ্রাণাং কোমলানাং পদ্মবীজানাং সস্যানিচ। বিসানি পদ্মমৃণালানিচ। প্রিয়ালাদীনামনেকশঃ। বীজসস্যানি চাত্রে চকার উহ্যঃ॥ ১২৬॥

শ্রীরাধয়ালয়ে স্বগৃহে সিতাভিঃ ক্ষীরসারৈশ্চ পৃথক্ কৃত্বা কৃতান্ নারঙ্গাদিফলাকারবিকারান্। তয়া রাধয়া গেহে কৃতান্ শর্করাপাকেন নির্ম্মিতান্। বিল্বদাড়িমাদিকান্ ফলপুষ্পযুতান্ বৃক্ষান্ বৃক্ষাকারবিকারান্। কিম্ভূতান্ এতান্ ফলবৃক্ষাকারবিকারান্ কৃষ্ণস্য পঞ্চেন্দ্রিয়াণামাহ্লাদী গুণো যেষাং তান্। ইত্যেকসঙ্গতং সার্দ্ধশ্লোকদ্বয়ং। অত্র রাধয়ালয়ে কৃতানিতি পদত্রয়স্য পুনরুক্তিঃ। বৃক্ষাকারবস্তূপগতা অতো ন দোষঃ॥ ১২৭—১২৮॥

শালূক (পদ্মমূল) সুকোমল পদ্মবীজের সস্য, মৃণাল, বহুবিধ পিয়াল, পিলুফল, বাদাম ও বীজের সস্য॥ ১২৬॥

অপর শ্রীরাধা কর্ত্তৃক স্বভবনে সিতা (চিনী) ও ক্ষীরসার (চাঁছি) দ্বারা নির্ম্মিত নারঙ্গ, রুচক এবং আম্র ফলের আকৃতি দুগ্ধ বিকার অর্থাৎ চিনিপাকে বিরচিত ও ফলপুষ্প শোভিত বিল্ব, দাড়িম্ব, শীর্য্য আম্র, নারঙ্গ ও রুচকাদি বৃক্ষ (বৃক্ষাকার সন্দেশের ছাঁচ)॥ ১২৭—১২৮॥

কৃষ্ণপঞ্চেন্দ্রিয়াহ্লাদিগুণান্ গেহে তয়া কৃতান্।
লড্ডুকানি চন্দ্রকান্তিগঙ্গাজলমুখানিচ ॥ ১২৯ ॥
শর্করেন্দুলবঙ্গৈলা মরিচাদিভিরন্বিতাঃ।
স্থূলসন্তানিকাঃ পিষ্টাঃ কৃতানি লড্ডুকানি চ ॥ ১৩০ ॥
পনসাম্রাদিকরসান্ মধুচন্দ্রশিতান্বিতান্।
কর্পূরামৃতকেল্যাদীন্যানীতানি প্রিয়ালিভিঃ ॥ ১৩১ ॥
পর্য্যবেশয়দেতানি সর্ব্বাণি রাধিকাক্রমাৎ।
তাভ্যাং সহ হরিস্তানি বুভুজে কমলেক্ষণঃ ॥ ১৩২ ॥

একাদশভিঃ কুলকং ॥

শর্করাকর্পূরলবঙ্গ এলামরিচাদিযুক্তাঃ স্থূলসন্তানিকাঃ দুগ্ধসারান্ পিষ্টা গেহে কৃতানি স্বয়া কৃতানি চন্দ্রকান্তিগঙ্গাজলাদীনি লড্ডুকানিচ। ইত্যেক-সঙ্গতঃ সার্দ্ধৈকশ্লোকঃ ॥ ১২৯—১৩০ ॥

মধুকর্পূরশর্করান্বিতান্ পনসাম্রাদিরসান্ গৃহে কৃত্বা প্রিয়সখীভিরানী-তানি। কর্পূরকেল্যামৃতকেল্যাদীনিচ। অয়ঞ্চ উহ্যঃ ॥ ১৩১ ॥

এতানি সর্ব্বাণি রাধিকা ক্রমাৎ পর্য্যবেশয়ৎ। তাভ্যাং সুবলমধুমঙ্গলাভ্যাং সহ হরিস্তানি বুভুজে ॥ ১৩২ ॥

এবং শ্রীরাধা কর্ত্তৃক স্বগৃহে কৃত শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চেন্দ্রিয়ের আনন্দজনক গুণবিশিষ্ট চন্দ্রকান্তি ও গঙ্গাজল প্রভৃতি লড্ডুক ॥ ১২৯ ॥

তথা শর্করা, কর্পূর, লবঙ্গ, এলাচী ও গোলমরিচাদি সংযুক্ত স্থূলতর দুধের সরকে পেষণ পূর্ব্বক নির্ম্মিত লড্ডুক ॥ ১৩০ ॥

অপর মধুর, কর্পূর, এবং শর্করা মিশ্রিত পনস, (কাঁঠাল) ও আম্রাদির রস তথা কর্পূরকেলি ও অমৃতকেলি এই সমস্ত ভোজ্যদ্রব্য সখীগণ আনয়ন করিলে পর ॥ ১৩১ ॥

শ্রীরাধা তৎসমুদায় যথাক্রমে পরিবেশন করিলে শ্রীকৃষ্ণ, সুবল ও মধু-মঙ্গলের সহিত সেই সমস্ত ভোজ্য দ্রব্য ভোজন করিলেন ॥ ১৩২ ॥

পত্রপুষ্পফলস্কন্ধ শাখামূলানি ভূরুহাম্ ।
সৈতানাং ক্ষৈরসারাণাং ছেদং ছেদমদন্ত্যমী ॥ ১৩৩ ॥
বটু র্নিন্দন্ প্রশংসংশ্চ ভক্ষ্যাণিচ তদর্পিকাঃ ।
সর্ব্বাস্তা হাসয়ামাস সনর্ম্মমুখবৈকৃতৈঃ ॥ ১৩৪ ॥
কর্পূরবাসিতং তোয়ং পপুস্তেহত্র যথাসুখম্ ।
ততশ্চাচচমুস্তোয়ৈঃ সখীদত্তৈঃ সুবাসিতৈঃ ॥ ১৩৫ ॥

সৈতানাং শর্করাকৃতানাং ক্ষৈরসারাণাং দুগ্ধসারকৃতানাং বৃক্ষাণাং পত্রাদীনি ছেদং ছেদং অমী কৃষ্ণাদয়ো অদন্তি ॥ ১৩৩ ॥

বটুঃ ভক্ষ্যাণি তদর্পিকাস্তানি ভক্ষ্যানি আনয়িত্রীঃ পরিবেশয়িত্রীশ্চ । ইদমস্বাদু ইদং স্বাদু ইতি । ইয়মনিপুণেয়ং নিপুণাচ নিন্দন্ প্রশংসংশ্চ নর্ম্মণা সহ মুখবৈকৃতৈ স্তাঃ সর্ব্বা রাধিকাদী হাসয়ামাস ॥ ১৩৪ ॥

তে যথাসুখং সুবাসিতং তোয়ং পপুঃ । সখীদত্তৈ স্তাদৃশৈ স্তোয়ৈরাচচমুশ্চ ॥ ১৩৫ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি সকলে শর্করা ও দুগ্ধসার দ্বারা নির্ম্মিত বৃক্ষ সকলের পত্র, পুষ্প, ফল, স্কন্ধ, শাখা এবং মূলকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন ॥ ১৩৩ ॥

অনন্তর বটু মধুমঙ্গল ভক্ষ্য দ্রব্য সকলকে এবং যাঁহারা ঐ সমস্ত দ্রব্য আনয়ন করিয়াছেন সেই সকল সখীগণকে ও পরিবেশনকর্ত্রীকে "এইটী অস্বাদু এইটি সুস্বাদু এবং এই সখী প্রস্তুত করণে অনিপুণা, এই সখী নিপুণা" এইরূপ পরিহাস বাক্যে ও ঘৃণাসূচক মুখভঙ্গী দ্বারা শ্রীরাধিকাদি সকলকে হাস্য করাইতে লাগিলেন ॥ ১৩৪ ॥

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি পরমসুখে কর্পূরাদি সুবাসিত জল পান করিলেন এবং সখীদত্ত ঐ প্রকার সুবাসিত জল দ্বারা আচমন করিলেন ॥ ১৩৫ ॥

যাতস্ততঃ স হরিরম্বুজমন্দিরান্তঃ
শেতেঽত্র সৎকুসুমকল্পিততল্পমধ্যে।
তাম্বূলদানপদলালনবীজনাদ্যৈ-
স্তত্র প্রিয়ালিভিরমুং তুলসী সিষেবে॥ ১৩৬॥
তাম্বূলবীটিকামশ্নন্ তৎপদ্মযাম্যকুট্টিমে।
শেতে শীতলশয্যায়াং সুবলেন সমং বটুঃ॥ ১৩৭॥

স হরিস্ততঃ শ্রীপদ্মমন্দিরাদম্বুজমন্দিরান্তঃ বায়ব্যাং দিশি ভাতি। অষ্টদল-কুঞ্জাম্বুজং দলমিত্যুক্তস্য শ্রীললিতাকুঞ্জবায়ুকোণকুঞ্জস্য মধ্যং। কিম্বা সলিল-কমলসদ্মেত্যুক্তস্য শ্রীমদনমঞ্জর্য্যাঃ কুঞ্জস্য মধ্যং যাতঃ। সৎকুসুমৈঃ কল্পিতস্য তল্পস্য মধ্যে শেতে। তত্র প্রিয়ালিভিঃ সহ তুলসী তাম্বূলাদিভিরমুং শ্রীকৃষ্ণং সিষেবে॥ ১৩৬॥

ততস্তু কৃতভোজনস্য পদ্মমিত্যেকদেশগ্রহণে সর্ব্বগ্রহণমিতি পদ্মমন্দিরস্য। পদ্মেতি পাঠেতু তদেবার্থঃ। তস্য দক্ষিণে কুট্টিমে সুবলেন সহ বটুঃ শেতে॥ ১৩৭॥

তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ পদ্মমন্দির হইতে পদ্ম মন্দিরের মধ্যে গমন করিয়া কুসুম বিরচিত শয্যায় শয়ন করিলে তথায় তুলসী—প্রিয়তম সখীবৃন্দের সহিত তাম্বূল দান, পাদ সম্বাহন ও চামর ব্যজনাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেব করিতে লাগিলেন॥ ১৩৬॥

তৎপরে তাম্বূল ভোজন করিয়া মধুমঙ্গল ও সুবলের সহিত সেই পদ্ম-মন্দিরের দক্ষিণদিগ্বর্ত্তি কুট্টিমে (বেদীতে) গিয়া শীতল শয্যায় শয়ন করি-লেন॥ ১৩৭॥

শ্রীরাধিকাথ সগণা মুদিতোপবিষ্টা
কান্তাধরামৃততয়া পরিবাঞ্ছিতানি ।
শ্রীরূপমঞ্জরিকয়া চ বনেশয়া চ
ভক্ষ্যাণি তানি বুভুজে পরিবেশিতানি ॥ ১৩৮ ॥

তত্র নান্দীকুন্দবল্ল্যোঃ সখীভি র্নর্ম্মবিস্তৃতিঃ ।
আলীবাসাসভূৎ সগ্ধিসুখস্য পরিবেশিকা ॥ ১৩৯ ॥

অথাচম্যাযযুঃ সর্ব্বাঃ শ্রীপদ্মমন্দিরান্তরম ।
তল্পে রাধাসখীপালিঃ পরিতঃ সমুপাবিশৎ ॥ ১৪০ ॥

অথানন্তরং শ্রীরাধা সগণা শ্রীললিতাবিশাখাদিসখীগণযুক্তোপবিষ্টা সতী শ্রীরূপমঞ্জরিকয়া বৃন্দয়াচ পরিবেশিতানি তানি ভক্ষ্যাণি বুভুজে। কীদৃশানি? কান্তস্যাধরামৃতত্বেন পরিবাঞ্ছিতানি ॥ ১৩৮ ॥

তত্র নান্দীকুন্দবল্ল্যো র্নর্ম্মবিস্তৃতিরালীব সখীবৎ সখীভিঃ সহাসাং শ্রীরাধাদীনাং সগ্ধিসুখস্য সহভোজনসুখস্য পরিবেশিকাভূৎ আসাং নর্ম্মজন্যা সহ ভোজনজন্যাচ সুখবৃত্তিরভূদিত্যর্থঃ ॥ ১৩৯ ॥

সর্ব্বা আচম্য পদ্মমন্দিরমধ্যং যযুঃ। রাধা তল্পে সমাবিশৎ। সখীপালিঃ পরিতঃ সমুপাবিশৎ ॥ ১৪০ ॥

অনন্তর শ্রীরাধা—ললিতা ও বিশাখা প্রভৃতি সখীগণের সহিত সহর্ষে উপবেশন করিয়া রূপমঞ্জরী ও বৃন্দাদেবী কর্ত্তৃক পরিবেশিত কান্ত শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত সুতরাং যাহা অতি বাঞ্ছনীয় সেই ভুক্তাবশিষ্ট ভক্ষ্যদ্রব্য সমস্ত ভোজন করিতে লাগিলেন ॥ ১৩৮ ॥

ঐ স্থানে নান্দীমুখী ও কুন্দলতা যে পরিহাস বাক্য বিস্তার করিলেন তাহাই যেন সখীর ন্যায় শ্রীরাধাদি সখীগণের সহভোজন সুখের পরিবেশনকারিণী হইল, তাৎপর্য্য এই যে, ইহাঁদিগের পরিহাস ও ভোজনজন্য সুখবৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥ ১৩৯ ॥

অনন্তর রাধাদি সখীগণ আচমন করিয়া পদ্মমন্দিরের মধ্যে গমন করি-

তাম্বূলচর্ব্বিতং তাভ্যঃ শ্রীহরেস্তুলসী দদৌ।
নান্দীমুখৈ্য ধনিষ্ঠায়ৈ কুন্দবল্ল্যৈ চ বীটিকাঃ ॥ ১৪১ ॥
ততঃ সা তুলসী রূপমঞ্জরী চ বনেশ্বরী।
ভক্ষ্যাণ্যুর্ব্বরিতান্যাহুঃ সেবিকালীচয়ৈঃ সমং ॥ ১৪২ ॥
তাসু ভুক্ত্বাগতাস্বত্র সখ্যস্তৎপূর্ব্বকুট্টিমে।
নির্গত্য সুষুপুঃ সর্ব্বা নান্দীমুখ্যাদয়শ্চ তাঃ ॥ ১৪৩ ॥

হরেস্তাম্বূলচর্ব্বিতং তুলসী তাভ্যো রাধাদিভ্যঃ নান্দীমুখীধনিষ্ঠাকুন্দলতাভ্যো বীটিকাং দদৌ ॥ ১৪১ ॥

তুলস্যাদ্যাঃ সেবিকানিচয়ৈঃ সহ উর্ব্বরিতানি অবশেষাণি ভক্ষ্যাণি আহুঃ ॥ ১৪২ ॥

ভুক্ত্বা তাসু সেবিকালীষু আগতাসু সখ্যো নান্দীমুখ্যাদয়শ্চ নির্গত্য তৎপূর্ব্বকুট্টিমে সুষুপুঃ ॥ ১৪৩ ॥

লেন এবং শ্রীরাধা শয্যায় উপবেশন করিলে সখীসকল তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ১৪০ ॥

তখন তুলসীদেবী শ্রীরাধা প্রভৃতি সখীগণকে শ্রীকৃষ্ণের চর্ব্বিত তাম্বূল এবং নান্দীমুখী, ধনিষ্ঠা ও কুন্দলতাকে তাম্বূল বীটিকা প্রদান করিলেন ॥১৪১॥

তদনন্তর তুলসী, রূপমঞ্জরী ও বৃন্দাদেবী সেবাপরায়ণা সখীসকলের সহিত অবশিষ্ট ভক্ষ্য দ্রব্য সমস্ত ভোজন করিতে লাগিলেন ॥ ১৪২ ॥

অনন্তর সেবিকা সকল ভোজনান্তে আচমন করিয়া আগমন করিলে, নান্দীমুখী প্রভৃতি সখীবৃন্দ পদ্মমন্দির হইতে বাহির হইয়া তাহার পূর্ব্ব দিগ্বর্ত্তি কুট্টিমে গিয়া শয়ন করিলেন ॥ ১৪৩ ॥

ততঃ শ্রীরাধিকা তাভ্যো দদৌ তাম্বূলচর্ব্বিতম্।
বৃন্দায়ৈ বীটিকাং সাচ তামদন্তী বহির্যযৌ ॥ ১৪৪ ॥
কৃষ্ণঃ কান্তাং তাং সমাকৃষ্য হ্রীণাং
হাসং হাসং যত্নতঃ স্বাননাব্জাৎ।
তাম্বূলীয়ং চর্ব্বিতং তন্মুখাব্জে
ন্যস্যন্ হৃষ্যন্ শায়য়ামাস পার্শ্বে ॥ ১৪৫ ॥
শ্রীরূপমঞ্জরীমুখ্যসখীভি বীজনাদিভিঃ।
সেবিতৌ তৌ ক্ষণং তত্র নিদ্রাসুখমবাপতুঃ ॥ ১৪৬ ॥

রাধা তাভ্যো রূপমঞ্জর্য্যাদিভ্য স্তাম্বূলচর্ব্বিতং দদৌ বৃন্দায়ৈ বীটিকাং দদৌ। বৃন্দা তাং বীটিকাং অদন্তী বহির্যযৌ ॥ ১৪৪ ॥

কৃষ্ণঃ হ্রীণাং তাং রাধাং হাসং হাসং যত্নতঃ সমাকৃষ্য তন্মুখে স্বমুখাৎ তাম্বূলচর্ব্বিতং নস্যন্ হৃষ্যন্ সন্ পার্শ্বে শায়য়ামাস ॥ ১৪৫ ॥

তৌ রাধাকৃষ্ণৌ ॥ ১৪৬ ॥

তদনন্তর শ্রীরাধা রূপমঞ্জরী প্রভৃতিকে চর্ব্বিত তাম্বূল ও বৃন্দাদেবীকে তাম্বূল বীটিকা প্রদান করিলেন এবং সেই তাম্বূল বীটিকা ভক্ষণ করিতে করিতে বহির্দ্দেশে গমন করিলেন ॥ ১৪৪ ॥

তখন শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিতে করিতে লজ্জিতা শ্রীরাধাকে সযত্নে আকর্ষণ করিয়া স্বীয় মুখপদ্ম হইতে চর্ব্বিত তাম্বূল তাঁহার মুখকমল প্রদান করত আনন্দিত হইয়া স্বীয় পার্শ্বে শয়ন করাইলেন ॥ ১৪৫ ॥

এবং শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি প্রধান প্রধান সখীগণ চামর ব্যজনাদি দ্বারা সেবা করিতে থাকিলে, তাঁহারা উভয়ে সেই পদ্মমন্দিরে ক্ষণকাল নিদ্রাসুখ লাভ করিলেন ॥ ১৪৬ ॥

শ্রীচৈতন্য-পদারবিন্দমধুপ শ্রীরূপসেবাফলে
দিষ্টে শ্রীরঘুনাথদাসকৃতিনা শ্রীজীবসঙ্গোদ্গতে।
কাব্যে শ্রীরঘুনাথভট্টবরজে গোবিন্দলীলামৃতে
সর্গঃ পঞ্চদশাভিধোঽয়মগমন্ মধ্যাহ্নলীলাময়ঃ ॥ ১৫ ॥*

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে মধ্যাহ্নলীলায়াং পঞ্চদশঃ সর্গঃ সমাপ্তোঽভূৎ।
ইতি সদানন্দবিধায়িন্যাং পঞ্চদশসর্গার্থঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যমহাপ্রভুর পদারবিন্দের মধুপায়ি ভ্রমর স্বরূপ শ্রীরূপ গোস্বামীর সেবার ফল, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামি কর্ত্তৃক প্রেরিত, শ্রীমজ্জীব গোস্বামীর সঙ্গহেতু সমুদ্ভূত এবং শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর বর-প্রভাবে প্রাদুর্ভূত শ্রীগোবিন্দলীলামৃত নামক মহাকাব্যে মধ্যাহ্নলীলাময় পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত হইল ॥

অথ ক্ষণান্তৌ প্রতিলব্ধবোধা-
বুত্থায় তল্পোপরিসন্নিবিষ্টৌ।
পূর্ব্বং প্রবুদ্ধাঃ প্রসমীক্ষ্য সখ্যো
যযুঃ সখীভ্যাং সহ তৎসমীপম্ ॥ ১ ॥
বৃন্দাপ্যায়াৎ স্বশিষ্যৌ সা বালৌ বিদ্যাবিশারদৌ।
কলোক্তিমঞ্জুবাক্ সংজ্ঞৌ গৃহীত্বা সারিকাশুকৌ ॥ ২ ॥
ততস্তৌ পঠতো নম্রৌ জয় বৃন্দাবনেশ্বর!।
জয় বৃন্দাবনেশানি! জয়তাল্যঃ প্রসীদত ॥ ৩ ॥

তৌ রাধাকৃষ্ণৌ উত্থায় তল্পোপরি উপবিষ্টৌ প্রসমীক্ষ্য সখ্যঃ। সখীভ্যাং। সুবলমধুমঙ্গলাভ্যাং সহ তয়োঃ সমীপং যযুঃ ॥ ১ ॥
বৃন্দা স্বশিষ্যৌ বালৌ সারীশুকৌ গৃহীত্বা আয়াৎ ॥ ২ ॥
ততস্তৌ নম্রৌ সন্তৌ পঠতঃ। পাঠমাহ জয়েত্যাদি ॥ ৩ ॥

অনন্তর শ্রীরাধাকৃষ্ণ ক্ষণকাল মধ্যে জাগরিত হইয়া উত্থান পূর্ব্বক শয্যায় উপবেশন করিলেন, পূর্ব্ব জাগরিত সখীসকল শ্রীরাধাকৃষ্ণকে শয্যোপরি উপবিষ্ট দেখিয়া সুবল ও মধুমঙ্গলের সহিত তাহাদিগের নিকট গমন করিলেন ॥ ১ ॥

তদনন্তর বৃন্দাদেবী স্বীয় শিষ্য বিদ্যাবিশারদ "কলোক্তি ও মঞ্জুবাক্" নামক দুইটী সারিকা ও শুকশিশুকে গ্রহণ করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ আগমন করিলেন ॥ ২ ॥

তৎপর সেই সারিকা ও শুক অতি বিনীতভাবে পড়িতে লাগিল "হে বৃন্দাবনেশ্বর! জয় যুক্ত হউন, হে বৃন্দাবনেশ্বরি! জয় যুক্ত হউন

রাধাদৃগিঙ্গিতাভিজ্ঞা বৃন্দা বিজ্ঞা সমাদিশৎ।
পঠেতি কীরং কীরোঽপি পপাঠানন্দয়ন্ সভাম্ ॥ ৪ ॥
গুণৈঃ স্বৈর্হীনা মে যদপি কবিতা নাতিমধুরা
সতাং স্বাদ্যাপ্যাথাচ্যুতগুণযুতত্বেন ভবিতা।

বিজ্ঞা পণ্ডিতা বৃন্দা রাধায়া দৃগিঙ্গিতস্যাভিজ্ঞা সতী কীরং পঠেতি সমাদিশৎ। সোঽপি কীরঃ সভামানন্দয়ন্ পপাঠ ॥ ৪ ॥

মে কবিতা অতি মধুরা ন স্বৈর্গুণৈ র্হীনা যদপি অথাপ্যচ্যুতগুণযুতত্বেন সতাং স্বাদ্যা ভবিতা দৃষ্টান্তমাহ। অয়ো লৌহঃ ধাতূনাং মধ্যে হীনগুণস্তত্রাপি শস্ত্রী স্বল্পপ্রমাণা। "স্যাৎ শস্ত্রী চাসিপুত্রী চ ছুরিকা" ইত্যমরঃ। ব্যাধেন স্পৃষ্টা ততো ব্যাধস্য গৃহং গতা দৈবাৎ স্পর্শমণিনা স্পৃষ্টা সুবর্ণত্বং প্রাপ্তা সতী মহতাং ভূষণকৃতে ভবতি। "সর্ব্বেষামেব ধর্ম্মাণাং দৃষ্টান্তঃ প্রতিবিম্বব"দিতি দৃষ্টান্ত-

---

হে সখীগণ ! জয় যুক্ত হউন এবং আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন" এই বলিয়া স্তোত্র পাঠ করিল ॥ ৩ ॥

অনন্তর বিজ্ঞা বৃন্দাদেবী শ্রীরাধার নয়নভঙ্গী জানিতে পারিয়া নিজের শুককে "পাঠ কর" এই বলিয়া আদেশ করিলেন এবং শুকও আদিষ্ট হইয়া সখীসভাবে আনন্দিত করত পাঠ করিতেলাগিল ॥ ৪ ॥

যদিচ আমার কবিতা অতিশয় মধুরা নহে এবং স্বীয় প্রসাদ ও লালিত্যাদি গণে বিহীন হউক, তথাপি শ্রীকৃষ্ণের গুণযুক্ত বশতঃ সাধুগণের আস্বাদনীয় হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ এই যে, ধাতুর মধ্যে লৌহ যেরূপ হীনগুণ, তাহাতে আবার শস্ত্রী (ছুরিকা) অত্যল্পপ্রমাণা এবং ব্যাধ কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট

অয়ঃশস্ত্রী স্পৃষ্টা মৃগয়ুগৃহগা স্পর্শমণিনা
সুবর্ণত্বং প্রাপ্তা ভবতি মহতাং ভূষণকৃতে ॥ ৫ ॥
দৃষ্টান্তঃ ॥ *

চক্রার্দ্ধেন্দুযবাষ্টকোণকলসৈশ্ছত্রত্রিকোণাম্বরৈ-
শ্চাপস্বস্তিকবজ্রগোষ্পাদদরৈর্মীনোর্দ্ধরেখাঙ্কুশৈঃ ।

লক্ষণাৎ। অলঙ্কারাদিগুণৈর্হীনা স্বল্পপ্রমাণা মৃগয়ুবদম্মমপবিত্রঃ স্পর্শমণিবৎ অচ্যুতগুণঃ লৌহস্থ সর্ব্বধর্ম্মো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীপুরুষোত্তমত্বস্থ গমকৈ র্দ্ধ্বাপকৈশ্চক্রাদিসল্লক্ষণৈরঙ্কিতং শ্রীকৃষ্ণপদদ্বয়ং জীয়াৎ সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্তমানং ভূয়াৎ। কুত্র পদে কিং চিহ্নং, চিহ্নানাং কুত্র বা স্থিতিরিতি জ্ঞানার্থং শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতস্তবমালামধ্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-

---

হইয়া তাহার গৃহে অবস্থিত হইয়াও দৈবাৎ স্পর্শমণির সংস্পর্শে সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হইলে মহদ্গণের উপযুক্ত হয় অর্থাৎ মহদ্গণের গ্রাহ্য হয় তদ্রূপ ॥ ৫ ॥

চক্র, অর্দ্ধচন্দ্র, যব, অষ্টকোণ, কলস, ছত্র, ত্রিকোণ, অম্বর (আকাশ অর্থাৎ শূন্য ০ এই চিহ্ন,) ধনু, স্বস্তিক, বজ্র, গোষ্পদ, শঙ্খ, মীন, উর্দ্ধরেখা, অঙ্কুশ,

---

* এই শ্লোকে দৃষ্টান্তনামক অলঙ্কার তল্লক্ষণ যথা,—

সর্ব্বেষামেব ধর্ম্মাণাং দৃষ্টান্তঃ প্রতিবিম্ববৎ।

অস্যার্থঃ। জলে যেমন সর্ব্বাঙ্গেরই প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তদ্রূপ যে স্থলে উপমান ও উপমেয়ের সমস্তাংশেরই উপমান ও উপমেয় ভাব হয় তাহাকে দৃষ্টান্ত কহে। এই শ্লোকেও আমি ১। আমার কবিতা ২। শ্রীকৃষ্ণ ৩ ও তাঁহার গুণ ৪। এই ৪টী উপমেয়। আর ব্যাধ ১। লৌহনির্ম্মিত ক্ষুদ্রছুরী ২। স্পর্শমণি ৩। তাহার সংস্পর্শ ৪। এই ৪টী উপমান। ইহাদের পরস্পর সাদৃশ্য ভাব কল্পিত হইয়াছে ॥

অম্ভোজধ্বজপক্বজাম্বফলৈঃ সল্লক্ষণৈরঙ্কিতং
জীয়াচ্ছ্রীপুরুষোত্তমত্বগমকৈঃ শ্রীকৃষ্ণপাদদ্বয়ম্ ॥ ৬ ॥

স্বভাবোক্তিঃ ॥ †

শ্রীকৃষ্ণাঙ্ঘ্রিযুগং সকৃচ্ছ্রুতিগতং সর্ব্বান্যতৃষ্ণাহরং
ধ্যাতং যদ্বিপদাং বিলোপনিপুণং সৎসম্পদাং দায়কম্ ॥

রূপচিন্তামণাবুক্তং লিখামি। অথাঙ্গুষ্ঠমূলে যবার্য্যাতপত্রং, তন্নুং তর্জ্জনীসন্ধি-ভাগোর্দ্ধরেখাং। পদার্দ্ধাবধিং কুঞ্চিতাং মধ্যমাধো, হস্বুজং তত্তলস্থং ধ্বজং সৎ-পতাকং॥ কনিষ্ঠাতলে ত্বঙ্কুশং বজ্রমেষাং, তলে স্বস্তিকানাং চতুষ্কং চতুর্ভিঃ। বৃতং জম্বুভি র্মধ্যভাতাষ্টকোণং, মনো রে স্মর শ্রীহরে র্দক্ষিণাঙ্ঘ্রৌ॥ বিয়ন্মধ্যমাধঃ স্মরাঙ্গুষ্ঠমূলে,দরং তদ্দ্বয়াধোধনুর্জ্যাবিহীনং। ততো গোষ্পদং তত্তলেতু ত্রিকোণং, চতুষ্কুম্ভমর্দ্ধেন্দুমীনৌ চ বামে॥ স্বভাবোক্তিঃ—"স্বভাববর্ণনং যৎ। চরণচিহ্নং স্বভাবসিদ্ধং॥ ৬॥

যৎ কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিযুগং সকৃদেকবারং শ্রুতিগতং সৎ সর্ব্বান্যতৃষ্ণাং কৃষ্ণচরণভিন্নে তৃষ্ণাং হরতীতি তৎ। যদঙ্ঘ্রিযুগ্মং ধ্যাতং সৎ বিপদাং নাশে নিপুণং। সৎ

পদ্ম, ধ্বজ ও পক্ব জম্বুফল, শ্রীপুরুষোত্তমত্ব—ভগবত্ত্বের পরিচায়ক ঐসকল সল্লক্ষণ চিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়া বর্ত্তমান হউন॥ ৬॥

অপর শ্রীকৃষ্ণের যে চরণ যুগলের কথা একবার মাত্র কর্ণপথ গত হইলে শ্রীকৃষ্ণ চরণ ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত তৃষ্ণা হরণ করে, যে শ্রীচরণ মনোমধ্যে চিন্তিত

---

† এই শ্লোক স্বভাবোক্তিনামক অলঙ্কার তল্লক্ষণ যথা,—

"স্বভাববর্ণনং স্বভাবোক্তিঃ॥

স্বভাবের যে বর্ণন তাহার নাম স্বভাবোক্তি।

এস্থলে শ্রীকৃষ্ণে চরণচিহ্ন স্বভাবসিদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া স্বভাবোক্তি হইয়াছে।

দৃষ্টং চারুতয়া চমৎকৃতিপদং সর্ব্বেন্দ্রিয়াহ্লাদকং
পৃষ্টং যৎ ক্লম-হন্তৃ নির্বৃতিকরং তন্মে ক্রিয়াৎ কাঙ্ক্ষিতম্ ॥৭॥

উদাত্তস্বভাবোক্তী ॥ * ॥

সৌভাগ্যানাং সদ্রুচাং সদ্‌গুণানাং
সম্পত্তীনাং প্রাকৃতাপ্রাকৃতানাম্ ।

সম্পদাং দায়কঞ্চ। দৃষ্টং চারুতয়া সৌন্দর্য্যেণ চমৎকৃতীনাং পদং স্থানং সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামানন্দকরঞ্চ। স্পৃষ্টং ক্লমস্য দুঃখস্য হন্তৃ সুখকরঞ্চ। তৎ চরণযুগং মে কাঙ্ক্ষিতং ক্রিয়াৎ। উদাত্তলক্ষণং—"সমৃদ্ধিকৃদাত্তং বস্তুনঃ পরা।" অত্র শ্রীকৃষ্ণচরণযুগস্যান্যতৃষ্ণানাশকাদিরূপা পরা সমৃদ্ধিরুদাত্তং। কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি-যুগস্যান্যতৃষ্ণাহরত্বাদিরূপং স্বভাববর্ণনং স্বভাবোক্তিশ্চ ॥ ৭ ॥

যৎ কৃষ্ণপাদাব্জং ধ্যাতমাত্রং প্রাকৃতাঽপ্রাকৃতানাং সৌভাগ্যাদীনাং দাতৃ

হইলে সমস্ত কাল বিপদ্ বিনাশ বিষয়ে নিপুণ এবং সৎ সম্পত্তির দায়ক হয়েন, ঐ পদযুগল অলোকিত হইলে সুন্দর আশ্চর্য্য পদ অর্থাৎ অসীম বিস্ময় উৎ-পাদন করেন এবং নিখিল ইন্দ্রিয়নিচয়ের আহ্লাদ প্রদান করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ব সুখ-প্রদায়ক চরণ যুগল আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন ॥ ৭ ॥

আর যে চরণকমল ধ্যানমাত্রই, কি প্রাকৃত কি অপ্রাকৃত নিখিল সৌভাগ্য,

---

† "সমৃদ্ধিকৃদাত্তং বস্তুনঃ পরা" অর্থাৎ বস্তুর যে অতিশয় সমৃদ্ধি বর্ণন তাহাকেই উদাত্ত কহে যথা—

এস্থলে "শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল জনগণের নিখিল বিষয় হইতে তৃষ্ণা নাশ

লীলাগারং দাতৃ চ ধ্যাতমাত্রং
সর্ব্বস্বং নঃ কৃষ্ণপাদাব্জমস্তু ॥ ৮ ॥

উদাত্তস্বভাবোক্তী ॥ * ॥

যস্যোপাসনয়াপ্তশক্তিলবতশ্চিন্তামণিত্বং শিলাঃ
কাশ্চিৎ কামগবীত্বমেত্য ধবলাঃ কাশ্চিচ্চ কল্পাগতাম্।

দায়কং লীলাগৃহঞ্চ। তচ্চরণং নোঽস্মাকং সর্ব্বস্বমস্তু। অত্রাপি পূর্ব্ববৎ চরণস্য পরা সমৃদ্ধিঃ। চরণস্য স্বভাববর্ণনং। উদাত্ত স্বভাবোক্তী জ্ঞেয়ে ॥৮॥

যস্য কৃষ্ণপাদাব্জস্য উপাসনয়া প্রাপ্তশক্তিলবাৎ কাশ্চিৎ শিলাশ্চিন্তামণিত্ব-মেত্য প্রাপ্য, তথা কাশ্চিদ্গাবঃ কামগবীত্বং কামধেনুত্বমেত্য, কেচিদ্বৃক্ষাঃ কল্পাগতাং কল্পবৃক্ষতামেত্য, প্রাণিনামখিলাভীষ্টপ্রদা বভুবুঃ। তৎ কৃষ্ণ-পাদপদ্মযুগলং কো জনো নাশ্রয়েৎ। কীদৃশং স্বপ্রদং স্বং প্রদদাতীতি তৎ। তে ত্বভীষ্টদা এব নতু স্বপ্রদাঃ। কাব্যলিঙ্গলক্ষণং,—"পদবাক্যার্থতাহেতোঃ কাব্যলিঙ্গং প্রকীর্ত্ত্যতে"। অস্যার্থঃ। পদার্থতারূপহেতৌ যত্র কার্য্যসিদ্ধি-

---

সৎকান্তি, সদ্গুণ এবং সম্পত্তি প্রদান করেন সেই নিখিল লীলার ভবনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পদকমল আমাদিগের সমস্ত ধন স্বরূপ হউন ॥ ৮ ॥

অপর যে চরণ কমলের উপাসনালব্ধ শক্তির লেশ মাত্রও কতিপয় শিলা চিন্তামণি, কতিপয় গাভী—কামধেনু এবং কতিপয় তরু—কল্পতরুত্ব লাভ করিয়া

করে" ইহাই সমৃদ্ধিবর্ণন হেতু উদাত্ত নামক অলঙ্কার হইয়াছে। এবং "অন্য তৃষ্ণা নাশ করা শ্রীকৃষ্ণ চরণের স্বভাবসিদ্ধ কার্য্য, সুতরাং "স্বভাবোক্তিও বটে। পরবর্ত্তি শ্লোকেও এইরূপ অলঙ্কার জানিতে হইবে ॥

কেচিদ্ভূমিরুহা বভূবুরখিলাভীষ্টপ্রদাঃ প্রাণিনাং
তচ্ছ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দযুগলং কো নাশ্রয়েৎ স্বপ্রদম্ ॥ ৯ ॥
পদগতকাব্যলিঙ্গং ॥ *

পরিমলবাসিতভুবনং, স্বরসামোদিতরসজ্ঞরোলম্বম্।
গিরিধরপাদাম্ভোজং, কঃ খলু রসিকঃ সমীহতে হাতুং ॥ ১০ ॥

স্তথা বাক্যার্থতারূপহেতোঃ সকাশাৎ কার্য্যসিদ্ধিস্তত্র কাব্যলিঙ্গং। যস্যোপাসনাপ্তশক্তিলবাৎ শিলাদীনামখিলাভীষ্টপ্রদত্বরূপকার্য্যসিদ্ধিরত্র পদার্থতা হেতুকং কাব্যলিঙ্গং ব্যাপ্তং ॥ ৯ ॥

কৃষ্ণপদাম্ভোজং কঃ হাতুং ত্যক্তুং সমীহতে। কীদৃশং পরিমলেন সৌগন্ধ্যেন বাসিতং সুগন্ধীকৃতং ভুবনং যেন তৎ। স্বস্য রসেনামোদিতা হর্ষিতা রসজ্ঞরূপরোলম্বা ভ্রমরা যেন তৎ ॥ ১০ ॥

সমস্ত প্রাণিগণের নিখিল বাসনা প্রদান করিয়া থাকেন শ্রীকৃষ্ণের সেই সর্ব্বধনপ্রদ পাদপদ্ম, কে না আশ্রয় করিয়াথাকে ॥ ৯ ॥

যাঁহার পরিমল (সৌরভ) ত্রিভুবনকে সুবাসিত ও স্বীয় রসে রসজ্ঞ ভৃঙ্গশ্রেণীকে আমোদিত করিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের সেই চরণ যুগল কোন্ রসিক পুরুষ পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করিয়া থাকে অর্থাৎ কেহই করে না ॥ ১০ ॥

---

* পদবাক্যার্থতা হেতোঃ কাব্যলিঙ্গং প্রকীর্ত্ত্যতে।

অস্যার্থঃ। যে স্থানে কার্য্যের প্রতিপদ কিম্বা বাক্যই কারণ হয় তথায় "কাব্যলিঙ্গ" নামক অলঙ্কার হইয়া থাকে ॥

"যাঁহার উপাসনালব্ধ শক্তিলেশেই তরু সমস্ত—সর্ব্বভীষ্ট প্রদান করেন" এ স্থলে অভীষ্ট দান রূপ কার্যের প্রতি উপাসনালব্ধ শক্তিলেশই কারণ, সুতরাং কাব্যলিঙ্গ।

লবণিমমধুপূর্ণং স্বাঙ্গুলিশ্রেণিপর্ণং
যুবতিনয়নভৃঙ্গব্যূহপীতং সুশীতম্।
নখরনিকররোচিঃ কেশরং সৌরভোর্ম্মী
পরিমলিতদিগন্তং কৃষ্ণপাদাব্জমীড়ে॥ ১১॥

রূপকং॥ *॥

কৃষ্ণপাদাব্জমীড়ে স্তৌমি। কীদৃশং লবণিমমধুপূর্ণং। পদাঙ্গুলিশ্রেণয়ঃ পত্রাণি যস্য তৎ। যুবতীনাং নেত্ররূপভ্রমরসমূহেন পীতং। নখানাং কান্তয়ঃ কেশরা যত্র তৎ। সৌরভপরম্পরয়া পরিমলিতা বাসিতা দিগন্তা দিশামন্তাঃ প্রান্তঃ-সীমানো বা যেন তৎ। "অন্তঃ প্রান্তস্বরূপয়োরিতি বিশ্বঃ।" "রূপকং তু তৎ যত্তা দাত্ম্যং দ্বয়োঃ"। অস্যার্থঃ। দ্বয়োরুপমানোপমেয়য়োঃ। অতিশয়াভেদাদপ-হ্নুতিভেদত্বং তাদাত্ম্যং। যত্রারোপবিষয়স্যোপমেয়স্য তথারোপ্যমাণস্য উপ-মানস্য চ দ্বয়োরেব বোধকশব্দৌ বর্ত্তেতে। তত্র সমস্তবস্তুবিষয়কং রূপকং। তদুক্তং। তচ্চ, দ্বিধৈবেতি বিদুর্বুধাঃ। সমস্তবস্তুবিষয়মেকদেশবিবর্ত্তি চ।

লবলীলতার মধুর ন্যায় যাহাতে মধু পরিপূর্ণ, অঙ্গুলী শ্রেণী যাহাতে পত্রসমূহ যুবতীগণের নেত্রভৃঙ্গ কর্তৃক পরিপীত নখরকান্তিই যাহার কেশর এবং সৌরভতরঙ্গে যে দিক্ দিগন্তকে পরিমল যুক্ত করিয়াছে, সেই শ্রীকৃষ্ণের সুশীতল পাদপদ্মকে স্তব করি॥ ১১॥

† রূপকের লক্ষণ এই যে, "রূপকন্তু তৎ যৎ তাদাত্ম্যং দ্বয়োঃ॥"

অস্যার্থঃ। উপমান ও উপমেয়ের অতিশয় অভেদ তাহাই তাদাত্ম্য যে স্থানে আরোপ্যমাণ উপমেয় ও উপমানের বোধক দুইটী শব্দই বিদ্যমান থাকে, সেই স্থানে সমস্তবস্তু বিষয়ক রূপক হয়। ঐ রূপক দ্বিবিধ; সমস্তবস্তু-বিষয়ক ও একদেশবিবর্ত্তি। যে স্থানে আরোপ্যমাণ ও আরোপ্য এই দুইটি বিষয়ক শব্দ দ্বারা জানা যায় তাহাকে সমস্ত বস্তুবিষয়ক রূপক কহে। এস্থলে পদ্ম ও শ্রীকৃষ্ণের পদ এই দুইয়ের অভেদ, পরিমল ও মধ্বাদির অভেদটি শব্দবোধ্য সুতরাং এই রূপকটী সমস্ত বস্তুবিষয়ক। এবং অনেক সজাতীয় পদার্থ বিদ্যমান থাকায় প্রসঙ্গিক রূপকও হইয়াছে॥ ১১॥

পঞ্চেন্দ্রিয়াহ্লাদিগুণৈর্মহত্তমৈ-
রক্তোৎপলাব্জানি বদান্যতাদিভিঃ।
কল্পদ্রুমাণাং জিতবচ্চ পল্লবান্
কেনোপমেয়ং চরণাম্বুজং হরেঃ॥ ১২॥

ব্যতিরেকঃ॥ *॥

আরোপ্যমাণারোপ্যবিষয়ৌ যত্র শব্দগৌ তদাদি। অত্র পদ্মশ্রীকৃষ্ণপদয়ো-স্তাদাত্ম্যং পরিমলমধ্বাদীনাং তাদাত্ম্যং সমস্তবস্তুবিষয়ং রূপকং। অনেক-সজাতীয়রূপস্য বিদ্যমানাৎ প্রাসঙ্গিকঞ্চ॥ ১১॥

মহত্তমৈঃ পঞ্চেন্দ্রিয়াণ্যাহ্লাদয়িতুং শীলং যেষাং তথাভূতৈর্গুণৈরক্তোৎ-পলাব্জানি জিতবৎ। বদান্যতাদিভির্মহত্তমৈর্গুণৈঃ কল্পদ্রুমাণাং পল্লবান্ জিতবৎ। "সমস্তস্যাসমস্তেন নিত্যাপেক্ষেণ সঙ্গ..." রিতি সংস্তানাং গুণানাং বিশেষ্যাণাং বদান্যতাদিভিরসমস্তৈর্নিত্যাপেক্ষৈর্বিশেষণৈঃ সঙ্গতিঃ। ইত্থম্ভূতং হরেশ্চরণাম্বুজং কেনোপমেয়ং ন কেনাপীত্যর্থঃ। উপমানাদ্বিলক্ষণো ব্যতি-রেকঃ। গুণেন দোষেণ চাত্র উপমানাৎ রক্তোৎপলাব্জাৎ কল্পদ্রুমপল্লবাৎ। হরেঃ পদাম্বুজং বিলক্ষণং। গুণেনাধিকং ব্যতিরেকঃ॥ ১২॥

বদান্যতাদি মহত্তম গুণ সকল দ্বারা কল্পতরুর পল্লবগণকে জয় করিয়াছেন সেই শ্রীকৃষ্ণের পদকমলকে এই ভুবনে কোন্ বস্তু দ্বারা উপমিত করিতে হইবে? অর্থাৎ এই পদকমল কোন্ বস্তু দ্বারাই উপমিত হয় না॥ ১২॥

---

* উপমানাদ্বিলক্ষণো ব্যতিরেকঃ। অর্থাৎ যে কোন গুণ বা দোষ বশতঃ উপমেয় বস্তুটি উপমান বস্তু হইতে বিভিন্নরূপ হইলে তথায় "ব্যতিরেক" হইয়া থাকে। এস্থলেও শ্রীকৃষ্ণ চরণের স্বকীয় বদান্যতাদি গুণবশতঃ রক্তপদ্ম ও কল্পতরু হইতে আধিক্য হইয়াছে। রক্তোৎপল কেবল চক্ষুরিন্দ্রিয়েরই তৃপ্তিপ্রদ ও কল্পবৃক্ষ সমস্ত দাতা বটেন, কিন্তু বদান্য অর্থাৎ বহুদাতা নহেন।

নখশ্রিতিভিরুচিগঙ্গা কৃষ্ণপাদপ্রয়াগে
তদুপরিশিতিভিরোচির্ভানুজা সঙ্গতাসীৎ।
অরুণকিরণধারাধাতৃকন্যাপ্যধস্তা-
ল্লসতি নিখিলসর্ব্বাভীষ্টদেয়ং ত্রিবেণী ॥ ১৩ ॥

রূপকোৎপ্রেক্ষে ॥ ।

কৃষ্ণপাদপ্রয়াগে নিখিলানাং জনানাং সর্ব্বাভীষ্টদেয়ং ত্রিবেণী লসতি। ত্রিবেণীত্বমাহ,—চরণাগ্রস্থিতানাং নখানাং শুক্লকান্তিরেব গঙ্গা চরণোপরিশিতিরোচিঃ কৃষ্ণকান্তির্ভানুজা যমুনা। অধস্তাচ্চরণয়োরধস্তদরুণকিরণধারা ধাতৃকন্যা সরস্বতী চ সঙ্গতা মিলিতাসীৎ। "শিতিধবলমেচকাবিত্যমরঃ রূপকমত্রোপমানোপমেয়য়োঃ। ত্রিবেণী কৃষ্ণচরণসমন্ধিত্রিবিধকান্ত্যো স্তাদাত্ম্যং অতিশয়াভেদাদপহ্নুতিপ্রভেদত্বং তাদাত্ম্যং। সমস্তবস্তুবিষয়ং উপমানোপমেয়য়োর্বিদ্যমানত্বাৎ প্রাসঙ্গিকঞ্চ। অনেকসজাতীয়রূপকস্য বিদ্যমানত্বাৎ রূপকমত্র। উৎপ্রেক্ষালক্ষণং সম্ভাবনোপমানোপমেয়য়োরুৎকর্ষহেতুকা উৎপ্রেক্ষা নূনমিত্যাদিশব্দদ্যোত্যা। অস্যার্থঃ। উপমানেন নূনমিত্যাদিশব্দদ্যোত্যা উপমেয়োৎকর্ষহেতুকা সম্ভাবনা উৎপ্রেক্ষা সম্ভাবনা হেত্বন্তরোপন্যাসেন। বিতর্কণং নূনং মন্যে শঙ্কে ইব ধ্রুবং নু কিং কিমুতেত্যাদয়ো নূনমাদয়ঃ। ত্রিবেণ্যাং শরীরত্যাগিনামেব সর্ব্বাভীষ্টদা ত্রিবেণী। কৃষ্ণপাদস্থত্রিবেণীতু

শ্রীকৃষ্ণের চরণরূপ প্রয়াগে নিখিল জনের অভীষ্ট দাত্রী এই ত্রিবেণী অর্থাৎ গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন, যে হেতু, চরণের অগ্রবর্ত্তি শুভ্রবর্ণ নখরকান্তিই গঙ্গা, শ্রীপদের উপরিস্থিত কৃষ্ণকান্তিই ভানুপুত্রী (যমুনা) এবং চরণের অধঃস্থিত অরুণকিরণ ধারাই ধাত্রী কন্যা (সরস্বতী) হইয়াছেন ॥ ১৩ ॥

কৃষ্ণ পদকমল চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের আহ্লাদক ও সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ সুতরাং তাহার উপমা নাই, এতদ্দ্বারা কৃষ্ণপাদপদ্মের গুণাধিক্যই ব্যতিরেক হইয়াছে ॥

। রূপক ও উৎপ্রেক্ষার অর্থ যথাক্রমে করা যাইতেছে। উপমান ও উপ-

অপূর্ব্বঃ কংসারেশ্চরণযুগলস্যৈষ মহিমা
যদাশ্রিত্য ধ্বান্তং স্বকদনকৃতে প্রাপ্তমরুণম্ ।

ধ্যানার্চ্চনাদিভিরেব সর্ব্বাভীষ্টদেতি তত্তদ্রূপহেত্বন্তরোপন্যাসেন কিং শব্দ-দ্যোত্যা তস্যা অপ্যুৎকৃষ্টা ॥ ১৩ ॥

কৃষ্ণপদযুগস্যৈষ মহিমা অপূর্ব্বঃ। যচ্চরণযুগমাশ্রিত্য ধ্বান্তং তমঃ—তস্য ধ্বান্তস্য কদনকৃতে নাশায় প্রাপ্তমন্ধকারং নাশয়িষ্যামি ইতি নিশ্চিত্যা-গতমরুণং নিযুদ্ধেঽধঃ কৃত্বা উপরি লসতি। স প্রসিদ্ধঃ পূর্ণঃ উডুপ-শ্চন্দ্রঃ। যৎপদাশ্রিততমসা অরুণনয়নং বীক্ষ্য ভয়াদ্বপুষোঽমলং বৃংহং কুর্ব্বন্ অহো চরণযুগলমহিমেতি বিচার্য্য ইদং চরণযুগলং আশ্রয়ৎ। কিম্বা ইদং পদা-শ্রি ধ্বান্তমাশ্রয়ৎ স্বত্বান্নৈব তদগ্রবর্ত্তী বভূবেতি ভাবঃ। অতিশয়োক্তিলক্ষণং। নিগীর্ণস্যোপমানোপমেয়স্য নিরূপণং যৎ স্যাদতিশয়োক্তিঃ সা। নিগীর্ণং

আহা! শ্রীকৃষ্ণের পদদ্বয়ের কি অপূর্ব্ব মহিমা! যে পদযুগলের আশ্রয় করিয়া অন্ধকার ও আপনার দুঃখ নাশ নিমিত্ত প্রাপ্ত অন্ধকার নাশ-করিব, এই নিশ্চয় করিয়া আগত অরুণকে বাহুযুদ্ধে তিরস্কার করত উপরি

মেঘের অভেদই রূপক” এস্থলে দুইটিই বর্ত্তমান থাকায় সমস্তবস্তুবিষয়ক রূপক এবং ত্রিবেণী কল্পনাতে প্রয়াগ, গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এই সজা-তীয় পদার্থ গুলি বিদ্যমান থাকায় প্রসঙ্গিক রূপকও হইয়াছে বস্তুতঃ “নখ-কান্তিই গঙ্গা” ইত্যাদি অভেদই রূপকের বীজ ॥

“উপমান ও উপমেয় এই উভয়ের এমন একটি সম্ভাবনা কর্ত্তব্য যে সম্ভা-বনাটিতে কোন একটী উৎকর্ষ বুঝা যায়। এইরূপ সম্ভাবনা অর্থাৎ অধ্যবসায়-কেই উৎপ্রেক্ষা বলা যায়, মন্যে অর্থাৎ বোধ করি, নূনং, শঙ্কে, বিতর্ক ইত্যাদি কতক গুলি শব্দ দ্বারা এই উৎপ্রেক্ষার বোধ হইয়া থাকে। ত্রিবেণীতে দেহ-পাত না হইলে সকল অভীষ্ট দান করে না পরন্তু কৃষ্ণ পাদপদ্মরূপা ত্রিবেণী ধ্যান ও অর্চ্চনা করিলেই সে—সকল অভিলষিত দান করেন, ইহাই এস্থলে

নিযুদ্ধেঽধঃ কৃত্বোপরি লসতি যদ্বীক্ষ্য সভয়া-
দ্বপুর্ব্বূহং কুর্ব্বন্নমলমুড়ুপোঽপ্যাশ্রয়দিদম্ ॥ ১৪ ॥

প্রথমাতিশয়োক্ত্যুৎপ্রেক্ষে ॥ *

গ্রস্তং। তথাচোপমানস্যৈব প্রয়োগো নতু উপমানেন গ্রস্তস্যোপমেয়স্য। অত্র উপমানানাং ধ্বান্তারুণচন্দ্রাণামেব প্রয়োগঃ নতূপমেয়ানাং শ্যামবর্ণরক্তবর্ণনখানাং প্রয়োগঃ। তদেবান্যতয়া যদি নিরূপ্যতে সা দ্বিতীয়া। অস্যার্থঃ। তদেব প্রকৃতং বস্তু উপমানং বা অন্যদেবেদমিতি নিরূপ্যতে তদা সা অতিশয়োক্তি র্দ্বিতীয়া। অত্র প্রকৃতানাং চরণস্য শ্যামবর্ণরক্তবর্ণনখানাং ধ্বান্তারুণচন্দ্রতয়া নিরূপণমতিশয়োক্তিঃ। ধ্বান্তাদ্যপেক্ষয়া শ্যামাদিবর্ণানামুৎকর্ষ উৎপ্রেক্ষা ॥ ১৪ ॥

ভাগে শোভাশালী এবং প্রসিদ্ধ ও পূর্ণ শশধরও অন্ধকার কর্ত্তৃক অরুণের জয় দেখিয়া ভীতিবশতঃ স্বীয় শরীর সমূহকে নির্ম্মল করিয়া "চরণযুগলের কি আশ্চর্য্য মহিমা" এই বলিয়া তাহাকে আশ্রয় করিয়াছে ॥ ১৪ ॥

সম্ভাবনার উৎকর্ষ। "যেন ত্রিবেণীর মত শ্রীপদের শোভা পাইতেছে" ইহাই গম্যোৎপ্রেক্ষা বুঝিতে হইবে ॥

* অতিশয়োক্তি ও উৎপ্রেক্ষা যথা—

এই শ্লোকে উপমান রূপ ধ্বান্ত, অরুণ ও চন্দ্রেরই প্রয়োগ হইয়াছে কিন্তু উপমেয় রূপ শ্যামবর্ণ ও রক্তবর্ণ নখের প্রয়োগ হয় নাই।

প্রকৃতবস্তু উপমান অথবা, অন্যকে "তাহাই" এই রূপ বলিয়া যদি নিরূপণ করা হয় তবে তাহাকে এক প্রকার অতিশয়োক্তি বলে ॥

এস্থলে প্রকৃত চরণের শ্যামবর্ণ ও রক্তবর্ণ নখসমূহের ধ্বান্ত, অরুণ ও চন্দ্ররূপে যে নিরূপণ তাহাই অতিশয়োক্তি বুঝিতে হইবে ॥

এস্থলে ধ্বান্তাদি অপেক্ষা শ্যামাদিবর্ণের উৎকর্ষই উৎপ্রেক্ষা ॥

কলোক্তিঃ সা ততঃ সারী বৃন্দয়া প্রেরিতা দৃশা।
রসজ্ঞাং বাসিতাং চক্রে কৃষ্ণপাদাব্জবর্ণনৈঃ ॥ ১৫ ॥

চণ্ডাংশোঃ প্লুষ্টবর্ষ্মারুণ ইহ কিরণৈঃ কৃষ্ণপাদাব্জযুগ্মং
শীতচ্ছায়ং প্রবিষ্টোহস্তারুণমিদমভূদ্ব্যাপ্তমস্যারুণিম্না। স্ম্না
উৎপ্রেক্ষেয়ং কবীনাং মমতু মতমিদং কৃষ্ণরাগাতিরক্তং
রাধাচিত্তং মমৈবাস্পদমিদমিতি তদ্ব্যাশ্নুত স্বস্য ধাম্না ॥ ১৬
উৎপ্রেক্ষা ॥ †

বৃন্দয়া দৃশা প্রেরিতা কলোক্তিনাম্নী সা সারী কৃষ্ণপাদাব্জবর্ণনৈঃ রসজ্ঞাং জিহ্বাং বাসিতাং চক্রে ॥ ১৫ ॥

চণ্ডাংশোঃ সূর্য্যস্য কিরণৈঃ প্লুষ্টং দগ্ধং বর্ষ্ম বিগ্রহো যস্য স অরুণঃ শীতচ্ছায়ং কৃষ্ণপাদাব্জযুগ্মং প্রবিষ্টো হস্তি। অস্য অরুণস্য অরুণিম্না ব্যাপ্তমিদং পদযুগ্মমত্যরুণমভূদিতি কবীনামুৎপ্রেক্ষা। মমতু ইদং মতং তৎ কৃষ্ণপাদযুগং মমৈবাস্পদং ইতি মত্বা রাধাচিত্তং কৃষ্ণবিষয়করাগেণাতিরিক্তং সৎ স্বস্য ধাম্না কান্ত্যা ইদং কৃষ্ণপাদযুগং ব্যাশ্নুত ব্যাপ্নোৎ। 'অশুঙ্ ব্যাপ্তৌ সংঘাতে চ।' উৎপ্রেক্ষাত্রারুণাদপ্যরুণাৎ শ্রীকৃষ্ণচরণাদপি শ্রীরাধায়াঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়করাগস্যোৎকর্ষঃ ॥ ১৬ ॥

অনন্তর কলোক্তি নামে সারী—বৃন্দাদেবী কর্ত্তৃক নয়নেঙ্গিতে প্রেরিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল বর্ণন করত স্বীয় রসনাকে সুবাসিত অর্থাৎ পবিত্র করিতে লাগিল ॥ ১৫ ॥

কবিগণ এইরূপ উৎপ্রেক্ষা করিয়া থাকেন যে "সূর্য্যদেবের কিরণমালায় দগ্ধশরীর হইয়াই যেন অরুণ (সূর্য্যসারথি) শীতল-ছায়াময় শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমল আশ্রয় করিয়াছে, সুতরাং ঐ পদাশ্রিত অরুণের রক্তিমা-

† শ্রীকৃষ্ণের যে চরণ অরুণ অপেক্ষাও অরুণ সেই চরণ হইতেই শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক রাগের (রক্তিমার বা অনুরাগের) যে উৎকর্ষ বর্ণন তাহাই এস্থলে উৎপ্রেক্ষা ॥

লীলারবিন্দমরবিন্দদৃশাং করাব্জে
কঙ্কেল্লিপল্লবমুরোজসুবর্ণকুম্ভে।
রক্তোৎপলং যদিহ হৃৎসরসীদমীড়ে
পাদারবিন্দমরবিন্দবিলোচনস্য ॥ ১৭ ॥

মালারূপকং ॥ *

কৃষ্ণস্য পাদারবিন্দমীড়ে স্তৌমি। কীদৃশং? অরবিন্দদৃশাং করাব্জে লীলারবিন্দং। উরোজসুবর্ণকুম্ভে কঙ্কেল্লিপল্লবং রক্তবর্ণমশোকপত্রং হৃৎসরসি রক্তোৎপলং। "মালা স্যাৎ পূর্ব্বপূর্ব্বং চেদুত্তরোত্তরমৃচ্ছতি।" পূর্ব্বপূর্ব্বমত্র কৃষ্ণপাদারবিন্দং উত্তরোত্তরে লীলারবিন্দকঙ্কেল্লিপল্লবরক্তোৎপলং প্রতি গমনমত্র মালা তদ্রূপমিতি শ্লোকান্বয়রীত্যা শ্লোকবর্ণনরীত্যা পূর্ব্বপূর্ব্বলীলা-রবিন্দাদিকং উত্তরং পাদারবিন্দং গচ্ছতি। রূপকমুক্তরীত্যা। কৃষ্ণপাদারবিন্দ লীলারবিন্দয়োস্তাদাত্ম্যং ॥ ১৭ ॥

দ্বারাই কৃষ্ণপাদপদ্ম অরুণবর্ণে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে" কিন্তু আমার মত এই যে "শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম আমারই এক মাত্র আশ্রয়" এই জ্ঞানে শ্রীরাধার চিত্ত অনুরক্ত (অনুরাগ যুক্ত বা রক্তিমা যুক্ত) হইয়া ঐ চরণ কমলকে আশ্রয় করায় শ্রীরাধার চিত্তের অরুণিমায় পাদপদ্মও অরুণবর্ণ হইয়াছেন ॥ ১৬ ॥

যে শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল কমললোচনা ব্রজসুন্দরীদিগের করকমলে নীল কমল স্তনরূপ স্বর্ণকুম্ভের কঙ্কেল্লিপল্লব অর্থাৎ রক্ত বর্ণ অশোকের পত্র এবং হৃদয়সরোবরে রক্তোৎপলস্বরূপ, সেই কমল নয়ন শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমলকে আমি নিরন্তর স্তব করি। ১৭ ॥

* পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাদৃশ্য প্রতিপাদক বাক্য যদি উক্তবিধ পর পর বাক্যে অন্বিত হয় তবে তাহাকে মালারূপক নামক অলঙ্কার কহে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব এস্থলে শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দ এবং উত্তরোত্তর লীলারবিন্দ। কঙ্কেল্লি-পল্লব ও রক্তোৎপলের প্রতি গমন তাহাই এস্থলে মালা (অনেকগুলি রূপক) শ্লোকের অন্বয়রীতি ও শ্লোকের বর্ণনরীতি অনুসারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব লীলারবিন্দাদি

চন্দ্রেন্দীবরচন্দনেন্দুনলদাচ্ছীতং লসৎ সৌরভং
রাধায়াস্তনসঙ্গলোলুপতমং তৎপাণিসংলালিতম্ ।
তৎ শ্রীকুঙ্কুমচর্চ্চিতং সুললিতং শোভালিলীলাস্পদং
তচ্ছ্রীকৃষ্ণপদাম্বুজং ভবতু নঃ সম্বাহনীয়ং সদা ॥ ১৮ ॥

উদাত্তস্বভাবোক্তী ॥ *

তৎ প্রসিদ্ধং কৃষ্ণচরণাম্বুজং নঃ সম্বাহনীয়ং সেব্যং ভবতু । কীদৃশং ? চন্দ্রাদেরপি শীতং শীতলং । লসৎসৌরভং । ইন্দুঃ কর্পূরঃ । নলদ উশীরমূলং । শ্রীরাধায়াঃ স্তনসঙ্গে অতিশয়লোলুপং । তত্তস্যাঃ রাধায়াঃ পাণিনা সংলালিতং । তস্যাঃ কুঙ্কুমেন কুচকুঙ্কুমেন চর্চ্চিতং লিপ্তং । সুরম্যং শোভালিভিঃ সহ লীলায়া আস্পদং, যদ্বা, শোভা এব অলয়ো ভৃঙ্গাস্তেষাং বিলাসস্থানং । সমৃদ্ধিরুদাত্তং বস্তুনঃ পরা । স্বভাবোক্তিঃ স্বভাববর্ণনং যৎ । অত্র কৃষ্ণপদাম্বুজস্য পরা সমৃদ্ধি শ্চন্দ্রাদেঃ শীতং সৌরভং রাধাস্তনসঙ্গলোলুপং রাধাপাণিসংলালিতরূপা স্বভাববর্ণনং স্বভাবোক্তির্ব্যক্তং ॥ ১৮ ॥

যে শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্ম—চন্দ্র, ইন্দীবর, চন্দন, কর্পূর ও নলদ (বেনামূল) প্রভৃতি শীতলবস্তু হইতেও শীতল শ্রীরাধার স্তনসঙ্গে অতিশয় লোলুপ, তথা শ্রীরাধার করযুগলে সংলালিত, তদীয় কুচ কুঙ্কুমে চর্চ্চিত এবং নিখিল শোভার সহিত লীলাদেবীরও আস্পদ সেই সুন্দর ও সৌরভশালী কৃষ্ণের চরণকমল আমাদিগের নিয়তকাল সম্বাহনের উপযোগী হউন ॥ ১৮ ॥

উত্তরোত্তর শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দের প্রতি অন্বিত হইতেছে । আর শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দ ও লীলারবিন্দের অভেদ হেতু অবিকল পূর্ব্ব নিয়মানুসারে রূপক হইল ॥

* উদাত্ত ও স্বভাবোক্তির লক্ষণ ১৬ সর্গের ৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ।

লীলারবিন্দমরবিন্দদৃশাং করাব্জে
কঙ্কেল্লিপল্লবমুরোজসুবর্ণকুম্ভে।
রক্তোৎপলং যদিহ হৃৎসরসীদমীড়ে
পাদারবিন্দমরবিন্দবিলোচনস্য ॥ ১৭ ॥

মালারূপকং ॥ *

কৃষ্ণস্য পাদারবিন্দমীড়ে স্তৌমি। কীদৃশং? অরবিন্দদৃশাং করাব্জে লীলারবিন্দং। উরোজসুবর্ণকুম্ভে কঙ্কেল্লিপল্লবং রক্তবর্ণমশোকপত্রং হৃৎসরসি রক্তোৎপলং। "মালা স্যাৎ পূর্ব্বপূর্ব্বং চেদুত্তরোত্তরমৃচ্ছতি।" পূর্ব্বপূর্ব্বমত্র কৃষ্ণপাদারবিন্দং উত্তরোত্তরে লীলারবিন্দকঙ্কেল্লিপল্লবরক্তোৎপলং প্রতি গমনমত্র মালা তদ্রূপমিতি শ্লোকান্বয়রীত্যা শ্লোকবর্ণনরীত্যা পূর্ব্বপূর্ব্বলীলা-রবিন্দাদিকং উত্তরং পাদারবিন্দং গচ্ছতি। রূপকমুক্তরীত্যা। কৃষ্ণপাদারবিন্দ লীলারবিন্দয়োস্তাদাত্ম্যং ॥ ১৭ ॥

দ্বারাই কৃষ্ণপাদপদ্ম অরুণবর্ণে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে" কিন্তু আমার মত এই যে "শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম আমারই এক মাত্র আশ্রয়" এই জ্ঞানে শ্রীরাধার চিত্ত অনুরক্ত (অনুরাগ যুক্ত বা রক্তিমা যুক্ত) হইয়া ঐ চরণ কমলকে আশ্রয় করায় শ্রীরাধার চিত্তের অরুণিমায় পাদপদ্মও অরুণবর্ণ হইয়াছেন ॥ ১৬ ॥

যে শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল কমললোচনা ব্রজসুন্দরীদিগের করকমলে নীল কমল স্তনরূপ স্বর্ণকুম্ভের কঙ্কেল্লিপল্লব অর্থাৎ রক্ত বর্ণ অশোকের পত্র এবং হৃদয়সরোবরে রক্তোৎপলস্বরূপ, সেই কমল নয়ন শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমলকে আমি নিরন্তর স্তব করি ।১৭ ॥

---

* পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাদৃশ্য প্রতিপাদক বাক্য যদি উক্তবিধ পর পর বাক্যে অন্বিত হয় তবে তাহাকে মালারূপক নামক অলঙ্কার কহে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব এস্থলে শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দ এবং উত্তরোত্তর লীলারবিন্দ। কঙ্কেল্লি-পল্লব ও রক্তোৎপলের প্রতি গমন তাহাই এস্থলে মালা (অনেকগুলি রূপক) শ্লোকের অন্বয়রীতি ও শ্লোকের বর্ণনরীতি অনুসারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব লীলারবিন্দাদি

চন্দ্রেন্দীবরচন্দনেন্দুনলদাচ্ছীতং লসৎ সৌরভং
রাধায়াস্তনসঙ্গলোলুপতমং তৎপাণিসংলালিতম্।
তৎ শ্রীকুঙ্কুমচর্চ্চিতং সুললিতং শোভালিলীলাস্পদং
তচ্ছ্রীকৃষ্ণপদাম্বুজং ভবতু নঃ সম্বাহনীয়ং সদা ॥ ১৮ ॥

উদাত্তস্বভাবোক্তী ॥ *

তৎ প্রসিদ্ধং কৃষ্ণচরণাম্বুজং নঃ সম্বাহনীয়ং সেব্যং ভবতু। কীদৃশং ? চন্দ্রাদেরপি শীতং শীতলং। লসৎসৌরভং। ইন্দুঃ কর্পূরঃ। নলদ উশীরমূলং। শ্রীরাধায়াঃ স্তনসঙ্গে অতিশয়লোলুপং। ততস্যাঃ রাধায়াঃ পাণিনা সংলালিতং। তস্যাঃ কুঙ্কুমেন কুচকুঙ্কুমেন চর্চ্চিতং লিপ্তং। সুরমাং শোভালিভিঃ সহ লীলায়া আস্পদং, যদ্বা, শোভা এব অলয়া ভৃঙ্গাস্তেষাং বিলাসস্থানং। সমৃদ্ধিরুদাত্তং বস্তুনঃ পরা। স্বভাবোক্তিঃ স্বভাববর্ণনং যৎ। অত্র কৃষ্ণপদাম্বুজস্য পরা সমৃদ্ধি শ্চন্দ্রাদেঃ শীতং সৌরভং রাধাস্তনসঙ্গলোলুপং রাধাপাণিসংলালিতরূপা স্বভাববর্ণনং স্বভাবোক্তির্ব্যক্তং ॥ ১৮ ॥

যে শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্ম—চন্দ্র, ইন্দীবর, চন্দন, কর্পূর ও নলদ (বেনামূল) প্রভৃতি শীতলবস্তু হইতেও শীতল শ্রীরাধার স্তনসঙ্গে অতিশয় লোলুপ, তথা শ্রীরাধার করযুগলে সংলালিত, তদীয় কুচ কুঙ্কুমে চর্চ্চিত এবং নিখিল শোভার সহিত লীলাদেবীরও আস্পদ সেই সুন্দর ও সৌরভশালী কৃষ্ণের চরণকমল আমাদিগের নিয়তকাল সম্বাহনের উপযোগী হউন ॥ ১৮ ॥

উত্তরোত্তর শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দের প্রতি অন্বিত হইতেছে। আর শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দ ও লীলারবিন্দের অভেদ হেতু অবিকল পূর্ব্ব নিয়মানুসারে রূপক হইল ॥

* উদাপ ও স্বভাবোক্তির লক্ষণ ১৬ সর্গের ৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

সভ্যকর্ণৌ সুধাপূর্ণৌ রচয়ন্ রাধয়েরিতঃ।
সসারিকঃ শুকোঽন্যানি কৃষ্ণস্যাঙ্গান্যবর্ণয়ৎ ॥ ১৯ ॥

গুল্‌ফৌ বকারে র্লসতোঽতিচিক্কণৌ
লাবণ্যভঙ্গোচ্ছলিতৌ সুবর্ত্তুলৌ।
কলিন্দকন্যাতনুবীচিনির্ঝরা-
দর্দ্ধোদিতেন্দীবরকোরকাবিব ॥ ২০ ॥

উৎপ্রেক্ষা ॥ †

শ্রীরাধয়া প্রেরিতঃ সারিকয়া সহ শুকঃ সভ্যানাং কর্ণৌ সুধাভিঃ পূর্ণৌ রচয়ন্ কৃষ্ণস্যান্যান্যঙ্গান্যবর্ণয়ৎ ॥ ১৯ ॥

বকারে গুল্‌ফৌ লসতঃ। কীদৃশৌ। লাবণ্যানাং ভঙ্গৈ র্লহরীভিরুচ্ছলিতৌ। উচ্চৌ ভূত্বা উৎপন্নৌ। অতিচিক্কণৌ সুবর্ত্তুলৌ চ। যমুনায়াস্তনবঃ সূক্ষ্মা বীচয়ো যস্মিন্ তস্মাৎ নির্ঝরাৎ প্রবাহাৎ অর্দ্ধোদিতাবিন্দীবরকোরকাবিব। অত্র কৃষ্ণস্য জঙ্ঘা যমুনা। প্রবাহ ইহ তন্মাধুর্য্যঃ লহর্য্য ইবেতি ধ্বনিতং। লাবণ্যভঙ্গোচ্ছলিতত্বহেতুস্তবোপন্যাসেন ইব শব্দেনাত্যার্দ্ধোদিতেন্দীবরকোরকাৎ গুল্‌ফাবুৎকৃষ্টাবিত্যুৎপ্রেক্ষা॥ ২০ ॥

অতঃপর শ্রীরাধাকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সারিকার সহিত শুক—সভ্যগণের কর্ণযুগলকে রসপূর্ণ অর্থাৎ আনন্দিত করত শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য শ্রীঅঙ্গের বর্ণনা করিতে লাগিল ॥ ১৯ ॥

আহা! যাহা লাবণ্যলহরীতে উচ্ছলিত ও সুন্দর বর্ত্তুল অর্থাৎ গোলাকার সুতরাং সূর্য্যতনয়া যমুনার সূক্ষ্মতম নির্ঝর হইতে অর্দ্ধোদিত ইন্দীবরের

† এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের জঙ্ঘা যমুনা প্রবাহের ন্যায়, জঙ্ঘার সৌন্দর্য্য তরঙ্গের ন্যায় লাবণ্য তরঙ্গের উচ্ছ্বাসবিষয়ে অন্য একটী কারণ প্রদর্শন ও ইব শব্দদ্বারা ইন্দীবরকোরক হইতে গুল্‌ফদ্বয় উৎকৃষ্ট ইহাই উৎপ্রেক্ষা ॥

লাবণ্যধন্যমধুপূর্ণতমালনব্য-
পর্ণাতিচিত্রপুটিকে ঘুটিকে মুরারেঃ।
আলিহ্য নেত্ররসনাশিখয়া সকৃদ্যে
মত্তা বিঘূর্ণতি সদা ললনালিরারাৎ ॥ ২১ ॥

রূপকানুমানে ॥ *

ললনালির্ললনৈবালির্ভ্রমরললনাশ্রেণী বা নেত্ররূপরসনায়াঃ জিহ্বায়াঃ শিখয়া অগ্রেণ সকৃন্মুরারের্যে লাবণ্যরূপধন্যমধুভিঃ পূর্ণে তমালস্য নব্যপর্ণৈঃ কৃতে অতিচিত্রে পুটিকে ইব ঘুটিকে আলিহ্য আরাৎ শীঘ্রং মত্তা সতী বিঘূর্ণতি। রূপকমত্র ললনায়া অলিত্বেন, লাবণ্যস্য মধুত্বেন, ঘুটিকায়াস্তমালপুটিকত্বেন, নেত্রস্য রসজ্ঞাত্বেন তাদাত্ম্যং রূপকং। সাধ্য-সাধনসদ্ভাবে হ্যনুমানমনুমানবৎ। ললনানিষ্ঠঘূর্ণনং হেতুং কৃত্বা লাবণ্যমধুপান-জন্য মত্ততা সাধ্যমত্রানুমানং ॥ ২১ ॥

দুইটি কোরকের ন্যায় অতিচিক্কণ বকরিপু শ্রীকৃষ্ণের গুল্‌ফযুগল শোভা পাইতেছে ॥ ২০ ॥

ভ্রমর সকলের ললনাশ্রেণী অর্থাৎ ভ্রমরীসকল নয়নরূপ রসনার অগ্রভাগ দ্বারা একবার মাত্র মুরারির লাবণ্যরূপ ধন্যতম মধু দ্বারা পূর্ণ তমালের অভিনব পত্র দ্বারা কৃত অতি চিত্রিত পুটিকার ন্যায় আলেহন করিয়া তৎ-ক্ষণাৎ উন্মত্ত হইয়া বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল ॥ ২১ ॥

---

* এই শ্লোকে ললনাশ্রেণীই অলি, লাবণ্যই মধু, পত্রের বিচিত্রপুটই ঘুটী (গুল্‌ফ) এবং নয়নই রসনা এই রূপ অভেদই রূপক।

সাধ্যসাধনসদ্ভাবেহনুমানমনুমানবৎ ॥

অস্যার্থঃ। ধূমদর্শনে যেমন বহ্নির অনুমান হয় তেমনি সাধন থাকিলে সাধ্যের অনুমান করাই "অনুমান" নামক অলঙ্কার হয় ॥

এস্থলে ললনাস্থিত ঘূর্ণনকে হেতু করিয়া লাবণ্য মধুপান জন্য মত্ততা সাধ্য,

শ্রীমৎপদাম্বুজযুগোপরি পূতনারে-
র্নিহ্নুত্য গুল্ফযুগলস্য মিষেণ ধাত্রা।
শ্রীরাধিকানয়নকীরযুগস্য পুষ্ট্যৈ
মন্যে ন্যধায়ি করমর্দ্দফলে সুপাকে ॥ ২২ ॥

উৎপ্রেক্ষারূপকাপহ্নুতয়ঃ ॥ *

বভৌ হরেঃ শ্রীঘুটিকাযুগং তৎ
সুশ্লিষ্টপার্শ্বং যদবাপ শশ্বৎ।

পূতনারেশ্চরণযুগোপরি ধাত্রা নিহ্নুত্য গুলফযুগ্মস্য মিষেণ রাধানেত্র-কীরযুগস্য পুষ্ট্যর্থং সুপাকে করমর্দ্দফলে ন্যধায়ীত্যহং মন্যে। শ্রীরাধানয়ন-কীরপুষ্ট্যৈ ইতি হেত্বন্তরোপন্যাসেন মন্যে ইতি পদদ্যোত্যা করমর্দ্দাপেক্ষা গুল্ফয়োরুৎকর্ষ উৎপ্রেক্ষা। করমর্দ্দফলগুল্ফয়ো স্তাদাত্ম্যং রূপকঃ। প্রকৃতস্য গুল্ফস্য করমর্দ্দফলত্বেনান্যথাকৃতিরপহ্নুতিঃ ॥ ২২ ॥

হরেঃ শ্রীঘুটিকাযুগং বভৌ। কীদৃশং। সুশ্লিষ্টে পার্শ্বে যস্য তৎ। যৎ ঘুটিকাযুগং কুমারয়ন্ত্যাঃ ক্রীড়ন্ত্যাঃ রাধামনোবৃত্তিরূপকুমারিকাণাং কন্যানাং

পূতনারিপু শ্রীকৃষ্ণের শোভমান চরণকমলযুগলের উপরি দুইটী গুল্ফের ছলে বোধ করি বিধাতা যেন গোপন করিয়া শ্রীরাধার নেত্ররূপ শুকপক্ষি দ্বয়ের পোষণ নিমিত্ত দুইটি সুপক্ব করমর্দ্দক (কামরাঙ্গা ফল) কে স্থাপিত ছেন ॥ ২২ ॥

যাহার পার্শ্বদ্বয়ে সুঘটিত তাদৃশ শোভমান শ্রীকৃষ্ণের গুল্ফযুগল যে হেতু

যেমন পর্ব্বতে ধূম দর্শন করিয়া তথায় অগ্নি আছে এই রূপ স্থির হয় তদ্রূপ এস্থলে যে হেতু ঘুরিতেছে সুতরাং এ উন্মত্ত, ইহাই এস্থলে অনুমান ॥

* "শ্রীরাধার নয়নরূপ শুকপক্ষীর পোষণ নিমিত্ত' এই একটি হেতুর উপ-ন্যাস দ্বারা ও মন্যে (বোধ করি) পদপ্রয়োগ হেতু করমর্দ্দক অপেক্ষা গুল্ফ-দ্বয়ের যে উৎকর্ষ তাহাই উৎপ্রেক্ষা। "করমর্দ্দক ও গুল্ফ অভিন্ন" এই অভে-

রাধামনোবৃত্তিকুমারিকালেঃ

কুমারয়ন্ত্যা লঘুকন্দুকত্বম্ ॥ ২৩ ॥

রূপকোৎপ্রেক্ষে ॥ ০

গোকুলকুলযুবতীনাং

ধৈর্য্যোদ্ভটভটবিনষ্টয়ে হস্ত্যতনোঃ ।

ত্তত্তেঃ । লঘুকন্দুকত্বং শশ্বদবাপ । "কুমার ক্রীড়ায়াং" ধাতু শ্চৌরাদিকঃ । রাধা-মনোবৃত্তৌ সদা বর্ত্তমানমিতি ভাবঃ । ঘুটিকাযুগস্য লঘুকন্দুকত্বেন তাদাত্ম্যাং রূপকং । সমস্তবস্তুবিষয়ং নিঃসঙ্গঞ্চ । কুমারয়ন্ত্যা ইতি হেতুস্বরোপন্যা-সেন শশ্বদিতি পদদ্যোত্যা কন্দুকাৎ ঘুটিকাযুগস্য উৎকর্ষোঽত্রোৎ-প্রেক্ষা ॥ ২৩ ॥

গোকুলকুলযুবতীনাং ধৈর্য্যাণ্যেবোদ্ভটা বলবন্তো ভটাঃ সেনা স্তেষাং নাশায় অতনোঃ কন্দর্পস্য হস্তিজঙ্ঘাব্যাজাৎ তমালসারস্য লঘুপরিঘযুগ-

---

শ্রীরাধার মনোবৃত্তিরূপ ক্রীড়াপরায়ণা ব্রজাঙ্গনা সকলের ক্রত নিক্ষেপশীল কন্দুকস্বরূপে বর্ত্তমান অর্থাৎ সর্ব্বদা শ্রীরাধার মনোবৃত্তিতে স্থিতিশীল স্থতরাং অত্যন্ত শোভা পাইয়াছিল ॥ ২৩ ॥

গোকুলের কুলযুবতী সকলের ধৈর্য্যরূপ উদ্ভট সৈন্যের বিনাশ করিবার

বই রূপক। ইহাই গুল্‌ফ নহে কিন্তু করমর্দ্দক এই রূপে যে বাস্তবিক গুল্-ফকে গোপন করিয়া অন্যথা প্রদর্শক তাহাই অপহ্নুতি।

* এই শ্লোকে দুইটি ঘুটিকা কন্দুক এই রূপে অভেদই রূপক। এই রূপক সমস্তবস্তুবিষয়ক ও নিঃসঙ্গ। আর "কুমারয়ন্ত্যা" অর্থাৎ ক্রীড়া করিতেছে এই পদপ্রয়োগ বশতঃ কন্দুক হইতে ঘুটিকাযুগের যে উৎকর্ষ তাহাই উৎপ্রেক্ষা ॥

হরিজঙ্ঘাযুগদম্ভা-

প্লম্বুপরিঘযুগং তমালসারস্য ॥ ২৪ ॥

রূপকাপহ্নুতৌ ॥ †

মরকতমণিরম্ভাস্তম্ভসম্ভেদি ধাত্রা

ভুবনভবনমূলস্তম্ভতাং লম্ভিতং যৎ ।

যুবতিনিচয়চেতঃ পীলুনীলাশ্মকীলং

প্রণয়তু হরিজঙ্ঘাযুগ্মমঙ্ঘোবিঘাতম্ ॥ ২৫ ॥

ব্যতিরেকরূপকে ॥ *

মস্তি। কন্দর্পস্য পরিঘযুগহরিজঙ্ঘাযুগয়োস্তাদাত্ম্যমত্র রূপকং। পূর্ব্ববৎ প্রকৃতস্য জঙ্ঘাযুগস্য কন্দর্পস্য পরিঘযুগত্বেনান্যথাকৃতিরপহ্নুতিঃ ॥ ২৪ ॥

হরের্জঙ্ঘাযুগ্মং অঙ্ঘসঃ পাপস্য বিঘাতং প্রণয়তু করোতু। যৎ জঙ্ঘাযুগং মরকতমণিকৃতরম্ভাণাং স্তম্ভং ধৈর্য্যং সম্যক্ ভিনত্তীতি। ধাত্রা ভুবনস্য ত্রিভুবনস্য ভবনে উৎপত্তৌ ত্রিভুবনরূপগৃহস্য বা মূলস্তম্ভতাং প্রথমাবলম্বতাং লম্ভিতং প্রাপিতং। যুবতিনিচয়স্য চেতঃপীলূনাং হস্তিনাং নীলাশ্মকীলং ইন্দ্রনীলমণেঃ কীলং। মরকতমণিস্তম্ভাৎ জঙ্ঘাযুগ্মং বিলক্ষণং গুণেনাধিকমিত্যত্র ব্যতিরেকঃ। জঙ্ঘানীলাশ্মকীলয়োস্তাদাত্ম্যাদ্রূপকং পূর্ব্ববৎ ॥ ২৫ ॥

নিমিত্ত কন্দর্পের,—শ্রীকৃষ্ণের জঙ্ঘাছলে তমালসারের পরিঘযুগল অর্থাৎ লৌহময় দুইটী মুদ্গর বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥ ২৪ ॥

মরকতমণি-নির্ম্মিত রম্ভাস্তম্ভের ধৈর্য্যভেদি উরুযুগলকে বিধাতা ত্রিভুবন রূপ গৃহের মূলস্তম্ভরূপে স্থাপন করিয়াছেন এবং যাহা যুবতিবৃন্দের সম্বন্ধে

† কন্দর্পের পরিঘযুগলও হরিজঙ্ঘাদ্বয়ের অভেদবশত পূর্ব্বের ন্যায় রূপক, এবং কন্দর্পের পরিঘরূপে অন্যথাকরণই অপহ্নুতি ॥

* এই শ্লোকে, মরকতমণি স্তম্ভ হইতে বিশেষ-গুণ-বশত জঙ্ঘাদ্বয়ের উৎকর্ষই ব্যতিরেক এবং "জঙ্ঘাই নীলবর্ণপ্রস্তরের কীলক" এই অভেদই রূপক ॥

দীব্যতো লবণিমামৃতভঙ্গে
চারুহংসককলাললিতান্তে ।
দেহকান্তিযমুনালঘুধারা-
সন্নিভে মুররিপোঃ প্রসৃতে তে ॥ ২৬ ॥

ব্যতিরেকরূপকে ॥ †

মুররিপোস্তে পূর্ব্বোক্তে প্রসৃতে জঙ্ঘে দীব্যতঃ। "জঙ্ঘাতু প্রসৃতা জানু" রিত্যমরঃ। কীদৃশে এতস্য কৃষ্ণস্য দেহকান্তিরূপযমুনায়াঃ লঘুধারায়াঃ সন্নিভে। সাদৃশ্যমাহ,—লবণিমৈবামৃতং তস্য ভঙ্গা লহর্য্যো যত্র তে। চারবো মনোহরা যে হংসকা হংসা স্তেষাং কলাভিঃ শ্রেণিভি র্লিতৌ রম্যৌ অন্তৌ তটৌ যয়োস্তে। ধারে ইব চার্ব্বো হংসকয়ো নূপুরয়োঃ কলৈ র্মধুরধ্বনিভিরা-সম্যক্ ললিতৌ রম্যৌ কিম্বা তেষাং কলধ্বনীনাং ললিতং বিলাসস্ফুরণং যয়ো স্তথাভূতাবন্তাবধোদেশৌ যয়োস্তে। যমুনাদিভ্যঃ কৃষ্ণদেহকান্ত্যাদীনাং গুণাধিক্যাদ্ব্যতিরেকঃ। তাসামেতাভিস্তাদাত্ম্যং রূপকং ॥ ২৬ ॥

ইন্দ্রনীলমণিনির্ম্মিত স্তম্ভ তুল্য সেই কৃষ্ণের জঙ্ঘা আমাদের পাপ সমূহ বিনাশ করে ॥ ২৫ ॥

যাহাতে লাবণ্যামৃতের তরঙ্গ বর্ত্তমান এবং মনোজ্ঞ হংসক অর্থাৎ তটপক্ষে হংস এবং জঙ্ঘা পক্ষে (পাদকটক) সমূহের কলা (বিলাস) দ্বারা যাহার অন্ত (চরণাগ্র এবং তট প্রদেশ) রম্য ও দেহকান্তিরূপ যমুনার লঘুধারাময়ী ধারা শ্রীকৃষ্ণের সেই জঙ্ঘা শোভা পাইতেছে ॥ ২৬ ॥

---

† এস্থলে শ্রীযমুনা প্রভৃতি হইতে শ্রীকৃষ্ণের দেহকান্তি প্রভৃতির গুণাধিক্যই ব্যতিরেক। আর তাহাদের এই সকলের সহিত অভেদই রূপক ॥

সৌন্দর্য্যসৌষ্ঠববিলোকনতঃ প্রলুব্ধে
জঙ্ঘে মিথো মিলিতুমস্য সমুৎসুকে যে।
তে বেণুবাদনকৃতে স্থিরতাঙ্গতে ঽস্মিন্
লব্ধান্তরেঽমুপরিরভ্য হরৌ চিরং স্তঃ ॥ ২৭ ॥

উৎপ্রেক্ষা ॥ *

মাধুর্য্যলক্ষ্ম্যা রুচিরাসনদ্বয়ং
লাবণ্যবল্ল্যাগুরুপর্ব্বযুগ্মকম্।

অস্য কৃষ্ণস্য যে জঙ্ঘে মিথঃ পরস্পরং সৌন্দর্য্যসৌষ্ঠবয়োর্ব্বিলোকনাচ্চিরং প্রলুব্ধে সত্যৌ মিলিতুং সমুৎসুকে জঙ্ঘে। বেণুবাদনকৃতে বেণুবাদনার্থমস্মিন্ হরৌ স্থিরতাং গতে সতি। লব্ধোঽন্তরো ঽবসরো যাভ্যাং তথাভূতে সত্যৌ পরিরভ্য পরস্পরমালিঙ্গ্যস্থঃ। স্তু বিতর্কে ইত্যহং তর্কয়ামি। অন্যজঙ্ঘয়োঃ সৌন্দর্য্যসৌষ্ঠবাদস্য জঙ্ঘয়োরুৎকর্ষোঽত্রোৎপ্রেক্ষা ॥ ২৭ ॥

হরের্মনোহরং জানুদ্বয়ং ভাতি। কীদৃশং? মাধুর্য্যলক্ষ্ম্যা মনোজ্ঞাসনদ্বয়ং। লাবণ্যলতায়াঃ গুরুপর্ব্বণোঃ পুষ্টপর্ব্বণোর্যুগ্মং। শোভাসম্পত্তেরলংকৃতীনাং পেটিকাযুগং অলঙ্কারাধারৌ। "মালা স্যাৎ পূর্ব্বপূর্ব্বং চেদুত্তরোত্তর-

---

শ্রীকৃষ্ণের জঙ্ঘাযুগল পরস্পর সৌন্দর্য্য ও সৌষ্ঠব দর্শন করিবার নিমিত্তই অতিশয় লুব্ধ হইয়া উভয়ে নিকটবর্ত্তী এবং সমধিক উৎসুকচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের বেণুদানে জন্য স্থিরাঙ্গ ও সময়প্রাপ্ত হওত শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়াই কি বর্ত্তমান রহিয়াছে? ॥ ২৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণের মনোজ্ঞ জানুযুগল মাধুর্য্যলক্ষ্মীর সুন্দর আসনদ্বয় লাবণ্যলতার

---

* এস্থলে অন্য জঙ্ঘার সৌন্দর্য্য ও সৌষ্ঠব হইতে কৃষ্ণজঙ্ঘাযুগলের যে উৎকর্ষ তাহাই উৎপ্রেক্ষা।

শোভাশ্রিয়োঽলঙ্কৃতিপেটিকাযুগং
জানুদ্বয়ং ভাতি মনোহরং হরেঃ ॥ ২৮ ॥

মালারূপকং ॥ *

রম্যোরুপর্ব্বদ্বয়মদ্ভুতং হরে-
র্মাহেন্দ্রনীলং লঘুসম্পুটদ্বয়ম্ ।

যচ্ছতি। পূর্ব্বপূর্ব্বমাদৌ মাধুর্য্যলক্ষ্ম্যাসনং তদা উত্তরোত্তরে গমনমত্র লাবণ্যলতায়াঃ পর্ব্বযুগস্য মাধুর্য্যলক্ষ্ম্যা আসনমাশ্রয়ঃ। এবমগ্রে শোভাসম্পত্তেরলঙ্কারস্য পেটিকাযুগং জানুদ্বয়ং অনেন জানুদ্বয়স্য মাধুর্য্যলাবণ্যপূর্ণং তল্লাবণ্যং শোভাময়মিত্যর্থঃ মাধুর্য্যলক্ষ্ম্যাদেঃ সহ জানুদ্বয়স্য তাদাত্ম্যং রূপকঞ্চ ॥ ২৮ ॥

হরেরিদং রম্যোরুপর্ব্বদ্বয়মদ্ভুতং। ইদমিত্যত্র পদাক্ষেপিতং। অদ্ভুতত্বমাহ,—ন সংখ্যা যাসাং তাসামসংখ্যানাং গাঃ সংখ্যান্তি গণয়ন্তি ইতি গোসংখ্যা গোপাস্তেষাং কুলাঙ্গনানাং ততস্তে পসিদ্ধাশ্চিত্তরূপচিন্তামণয়ো যদত্র মান্তি আব্রিয়ন্তে। ক্ষুদ্রসংপুটদ্বয়ে অসংখ্যমণয়স্তিষ্ঠন্তীতি। অত্র চিত্রং উরুদ্বয়সম্পুটদ্বয়য়োস্তাদাত্ম্যমত্র রূপকং। সমস্তবস্তুবিষয়ং উপমানোপমেয়য়োর্লঘুসম্পুটোরুপর্ব্বণো শব্দগত্বাৎ। লঘুসম্পুটরূপকস্য প্রাধান্যেন কথনাৎ নিঃসন্দেহং। অধিকলক্ষণং, "আধেয়াধারয়ো র্ভূয়ো র্মিথস্তৎপ্রতিযোগিনৌ।

পরিপুষ্ট পর্ব্বযুগল এবং শোভা সম্পত্তির যেন অলঙ্কারের পেটিকা (পেটারী) হইয়া শোভা পাইতেছে ॥ ২৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণের এই আশ্চর্য্য রমণীয় উরু দুইটি ইন্দ্রনীলমণিনির্ম্মিত ক্ষুদ্রতম সম্পুটদ্বয় (কৌটাদ্বয়) কিন্তু ক্ষুদ্রতম তাহার আশ্চর্য্য এই যে ইহাতে অসংখ্য

---

* মাধুর্য্যলক্ষ্মী, লাবণ্যলতা, শোভাশ্রী, এইরূপ কতকগুলি রূপক থাকাতেই এস্থলে মালারূপক হইয়াছে ।

অসঙ্খ্যগোসঙ্খ্যকুলাঙ্গনাততে-

স্তে চিত্তচিন্তামণয়োঽত্র মান্তি যৎ ॥ ২৯ ॥

রূপকাধিকানুমানানি ॥ †

প্রসারণে যদ্বলিমন্নিকুঞ্চনে

শ্রীপাদয়ো র্নির্বলিলিতং সুমাংসলম্।

ততোঽপ্যধিকভূমানৌ স্যাতাং তদধিকং ভবে''দিতি। অত্র আধেয়াঃ সুন্দরীণাং চিত্তচিন্তামণয়ঃ, আধারঃ হরেরূরুপর্ব্বদ্বয়ং, উভয়ো রাধিক্যা-দধিকং। অসংখ্যচিত্তচিন্তামণেরাধারত্বং হেতুং কৃত্বা উরুপর্ব্বদ্বয়স্যাদ্ভুতস্য অনুমানং ॥ ২৯ ॥

রাধাকরলালিতং হরের্জানুযুগ্মং নঃ শ্রিয়েঽস্তু। কীদৃশং পাদয়োঃ প্রসারণসময়ে যজ্জানুযুগং বলিবির্দ্যাতে যস্য তৎ বলিমৎ। পাদয়ো র্নিকুঞ্চনে

গোপসকলের বনিতাগণের চিত্তরূপ চিন্তামণিও ইহাতে পরিমাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

যাহা পাদপ্রসারণ সময়ে বলিযুক্ত ও আকুঞ্চনকালে বলিশূন্য এবং

---

† এই শ্লোকে উরুযুগল ও সম্পুটদ্বয়ের অভেদ বশতঃ রূপক, এই রূপক সমস্তবস্তুবিষয়ক, উপমান ও উপমেয় লঘুসম্পুট ও উরুপর্ব্বের তদীয় শব্দ দ্বারা উল্লেখ হওয়ায় লঘুসম্পুট রূপকের প্রাধান্য কথন হেতু নিঃসঙ্গ ॥

যে স্থলে আধার আধেয় বা আশ্রয় আশ্রিতের মধ্যে একটির বা দুইটীরই আধিক্য বোধ হয় তথায় "অধিক" অলঙ্কার হইয়া থাকে ॥

এস্থলেও সুন্দরীদিগের চিত্তরূপ চিন্তামণি আধেয় এবং হরির উরুপর্ব্বদ্বয় আধার, উভয়ের আধিক্য হওয়ায় অধিক অলঙ্কার হইয়াছে।

উরুযুগল অসংখ্যচিত্তরূপ চিন্তামণিরও আধার সুতরাং উরুযুগল আশ্চর্য্য, এই আশ্চর্য্য সাধনাই অনুমান ॥

শ্রীরাধিকা শ্রীকরলালিতং হরে-
স্তজ্জানুযুগ্মং রুচিরং শ্রিয়েঽস্তু নঃ ॥ ৩০ ॥

স্বভাবোক্তিঃ ॥ *

উরুদ্বয়ং সুবলিতং ললিতং বকারেঃ
পীনং সুচিক্কণমধঃ ক্রমকার্শ্যযুক্তম্ ।
কন্দর্পবৃন্দবরনর্ত্তকলাস্যরঙ্গং
লাবণ্যকেলিসদনং হৃদি নশ্চকাস্তু ॥ ৩১ ॥

রূপকস্বভাবোক্তৌ ॥ †

নির্বলিতং বলিরহিতং। সুমাংসলং শোভনঞ্চ তৎ মাংসপূর্ণঞ্চেতি জানুদ্বয়স্য স্বভাববর্ণনমত্র স্বভাবোক্তিঃ ॥ ৩০ ॥

বকারেরূরুদ্বয়ং নো হৃদি চকাস্তু। কন্দর্পবৃন্দান্যেব নর্ত্তকা স্তেষাং লাস্যস্য রঙ্গং নৃত্যস্থানং । কন্দর্পনর্ত্তকয়োস্তাদাত্ম্যমত্র রূপকং। অতিশয়াভেদা-ঽপহ্নুতভেদত্বং তাদাত্ম্যং । তচ্চ দ্বিবিধং সমস্তবস্তুবিষয়ং একদেশবিবর্ত্তি চ। যত্রারোপবিষয়স্যোপমেয়স্য তথারোপ্যমাণস্যোপমানস্য চ দ্বয়োরেব বোধক-

---

শ্রীরাধিকার কর দ্বারা যাহা সংলালিত, সেই শ্রীকৃষ্ণের জানুদ্বয় আমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত হউক ॥ ৩০ ॥

বকারি শ্রীকৃষ্ণের যে স্থূল উরুদ্বয়—সুগঠিত, মনোহর, সুচিক্কণ এবং যথা-ক্রমে অধোঽধোভাগে কৃশতাযুক্ত ও নিখিল কন্দর্পরূপ উৎকৃষ্ট নর্ত্তকদিগের নৃত্যস্থান স্বরূপ সেই উরুযুগল আমাদের হৃদয়ে দীপ্তিমান্ হউক ॥ ৩১ ॥

---

* স্বভাবোক্তি পূর্ব্বের ন্যায় স্বভাববর্ণনমাত্র ॥

† কন্দর্প ও নর্ত্তকের অভেদই এস্থলে রূপক, আর উরুযুগলস্থিত কন্দর্প নর্ত্তকত্ব স্বভাব বর্ণন স্বভাবোক্তি।

জম্ভারিরত্নঘটিতং কিমজাণ্ডশালা-
স্তম্ভদ্বয়ং কিমতনো র্মখযূপযুগ্মম্ ।
কিং বেদমস্তি ললনাহৃদয়েভবন্ধা-
লানদ্বয়ং ন তদিদং হরিসক্থিযুগ্মম্ ॥ ৩২ ॥

নিশ্চয়ান্তসন্দেহঃ ॥ *

শব্দৌ বর্ত্তেতে তত্র সমস্তবস্তুবিষয়ং রূপকং। স্তবলিতত্বাদি অনেক-সজাতীয়সঙ্গবত্বাৎ প্রাসঙ্গি। উরুদ্বয়নিষ্ঠকন্দর্পনর্ত্তকত্বং স্বভাববর্ণনং স্বভা-বোক্তিঃ ॥ ৩১ ॥

ইদং কিং জম্ভারিরত্নং ইন্দ্রনীলমণিস্তেন ঘটিতং অজাণ্ডং ব্রহ্মাণ্ডং তদ্রূপ-শালায়াঃ গৃহস্য স্তম্ভদ্বয়ং। অতনোর্যজ্ঞস্য কিং যূপযুগ্মং। ললনাহৃদয়রূপ-হস্তিন আলানদ্বয়ং হস্তিবন্ধনস্তম্ভদ্বয়ং। ন তদা কিং হরেঃ সক্থিদ্বয়ং উরু-দ্বয়ং। "ভেদানুক্তৌ তদুক্তৌ তু সন্দেহঃ"। অত্রোরোর্জম্ভারিরত্নাদি সন্দে-হান্তে হরিসক্থিযুগ্মস্য নিশ্চয়োঽত্র নিশ্চয়ান্তসন্দেহঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রীকৃষ্ণের এই উরুদ্বয় কি ইন্দ্রনীলমণি দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড ভবনের স্তম্ভদ্বয় স্বরূপ? অথবা কন্দর্পযজ্ঞের কি দুইটী যূপ কাষ্ঠ? কিম্বা ললনাদিগের হৃদয় হস্তির বন্ধনার্থ দুইটী আলানই হইবে? ॥ ৩২ ॥

---

* স্বতঃসিদ্ধ বস্তুতে বুদ্ধি বলে সংশয় উত্থাপন করাই সন্দেহ। সেই সন্দেহ শুদ্ধসন্দেহ, নিশ্চয়মধ্য সন্দেহ ও নিশ্চয়ান্তসন্দেহ ভেদে তিন প্রকার হইয়া থাকে, এস্থলে পূর্ব্ব সংশয়োত্থাপিত স্তম্ভ, যূপ ও আলানকে নিষেধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উরুর নিশ্চয় করায় নিশ্চয়ান্ত সন্দেহ হইয়াছে।

উরুচ্ছলাচ্ছ্রোণিবরাঞ্জনোচ্চ-
স্থলীভবাধোমুখনীলরম্ভে।
এতে হরের্যে ললনাক্ষিকীর-
পুষ্ট্যৈ স্বমাধুর্য্যফলৈরলং স্তঃ ॥ ৩৩ ॥

রূপকাপহ্নুতী ॥ *

হরেঃ উরুচ্ছলাৎ এতে শ্রোণিরূপবরা শ্রেষ্ঠা অঞ্জনস্যোচ্চস্থলী তত্র ভবে তত্রোৎপন্নে অধোমুখেচ তে নীলরম্ভেচ। যে রম্ভে স্বস্য মাধুর্য্যরূপফলৈঃ র্ললনানামক্ষিরূপকীরস্য পুষ্ট্যর্থমলমতিশয়েন স্তঃ ভবতঃ। শ্রোণেরুচ্চ-ভূমিত্বেন, উরুদ্বয়স্য কদলীবৃক্ষত্বেন তত্রস্থমাধুর্য্যস্য কদলীফলত্বেন, সুন্দরীনেত্রাণাং কীরত্বেন, তাদাত্ম্যাত্রুপমানোপমেয়য়ো নীলকদল্যুর্ব্বোঃ শব্দগত্বাৎ সমস্তবস্তুবিষয়ং। নীলরম্ভারূপৈকরূপকস্য প্রাধান্যেন কথনান্নিঃ-সঙ্গং। শ্রোণ্যাদীনাং নীলোচ্চভূম্যাদিরূপেণ অন্যথা করণপমহ্নুতি-রত্র ॥ ৩৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণের উরুচ্ছলে যেন উচ্চতর অঞ্জনস্থলী-জাত এবং অধোমুখী নীল-রম্ভা শোভা পাইতেছে তথা ললনাদিগের নেত্ররূপ শুকপক্ষির পরিপোষণ বিষয়ে যে রম্ভাদ্বয় স্বীয় মাধুর্য্য ফল দ্বারাই অত্যন্ত সমর্থ হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

* এই শ্লোকে শ্রোণি উচ্চ ভূমি, উরুযুগলই কদলীবৃক্ষ, তত্রস্থ মাধুর্য্যই কদলীফল এবং সুন্দরীদিগের নেত্রসমূহই কীর, এই রূপে অভেদই রূপক অলঙ্কার। এবং প্রত্যেক গুলি শব্দদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় সমস্তবস্তুবিষয়ক রূপক। নীলরম্ভারূপ এক রূপের প্রধান্যরূপে কথনপ্রযুক্ত নিঃসঙ্গ রূপক। এবং নিতম্ব প্রভৃতির নীলোচ্চভূম্যাদিরূপে অন্যথা করণই অপহ্নুতি নামক অলঙ্কার হইয়াছে ॥

রম্ভালিগর্ব্বভরদারণসন্নিবেশে
মত্তেভহস্তমদমর্দ্দনমার্দ্দিবে যে।
শ্রীরাধিকাকরভসন্ততসেব্যমানে
কেনোপমাস্তু কবয়ো হরিসক্থিনী তে॥ ৩৪॥

ব্যতিরেকঃ॥ †

বিস্তীর্ণপীনমতিসুন্দরসন্নিবেশং
রাসস্থলং সরতিকামনটার্ব্বুদানাম্।

কবয়ঃ কেন বস্তুনা তে হরিসক্থিনী উপমাস্তু উপমাবিষয়ং কুর্ব্বন্তু। যে হরিসক্থিনী রম্ভালীনাং গর্ব্বাতিশয়স্য দারণো বিদারণঃ সন্নিবেশঃ সংস্থানং যয়োস্তে। মত্তেভস্য মত্তহস্তিনো হস্তঃ শুণ্ডস্তস্য মদো গর্ব্বস্তন্মর্দ্দনং মার্দ্দবং মৃদুতা যয়োস্তে। রাধিকায়াঃ করভেণ মণিবন্ধাৎ করস্য বহির্দ্দেশেন মুষ্টিবদ্ধ-করেণেত্যর্থঃ। সদা সেব্যমানে। "মণিবন্ধাদাকনিষ্ঠং করস্য করভোবহি"রিত্য-মরঃ। কদলীবৃক্ষহস্তিশুণ্ডাৎ বিলক্ষণং ব্যতিরেকঃ॥ ৩৪॥

অথারেঃ শ্রীঃ শোভা তদযুক্তশ্রোণিমণ্ডলং বিলসতি। কীদৃশং? বিস্তীর্ণং

রম্ভাশ্রেণীর গর্ব্ববিনাশ বিষয়ে যে উরু যুগলের সন্নিবেশ এবং যাহার মৃদুতা মদপ্রমত্ত গজরাজের মর্দ্দন বিষয়ে পটীয়সী এবং শ্রীরাধার হস্তের অগ্রভাগ (মুষ্টিবদ্ধ ভাগ) দ্বারা নিয়ত সেব্যমান, শ্রীকৃষ্ণের সেই উরুদ্বয়কে কবিগণ কোন্ বস্তু দ্বারা উপমিত করিবে? ॥ ৩৪॥

যাহা অতিশয় বিস্তীর্ণ অথচ স্থূল ও সুন্দর সন্নিবেশ যুক্ত এবং রতির সহিত বর্ত্তমান কামরূপ নট সকলের বিলাস স্থল অথবা রসের স্থান স্বরূপ, সুতরাং

---

† এই শ্লোকে কৃষ্ণের উরুদ্বয়, কদলীবৃক্ষ ও হস্তিশুণ্ড হইতে বিলক্ষণতা কোন গুণে উৎকৃষ্ট ইহাই ব্যতিরেক॥

আভীরধীররমণীকমনীয়শোভং
শ্রীশ্রোণিমণ্ডলমলং বিলসত্যঘারেঃ ॥ ৩৫ ॥

রূপকং ॥ *

কটীরবিম্বং লসদূর্দ্ধকায়-
তমালনীলাশ্মকৃতালবালম্ ।

বিস্তৃতং পীনং স্থূলঞ্চ অতিসুন্দরঃ সন্নিবেশঃ সুসংস্থানং যস্য তৎ। সরতীনাং রতিসহিতানাং কামরূপনটার্ব্বুদানাং রাসস্থলং বিলাসস্থলং, রসসমূহো রাসস্তস্য স্থলং বা। অতঃ আভীরধীররমণীনাং কমনীয়া কাম্যা মনোহরা বা শোভা যস্য তৎ। রাসস্থলেন শ্রোণেস্তাদাত্ম্যং রূপকমত্রোপমানোপমেয়য়োঃ শ্রোণিমণ্ডলরাসস্থলয়োঃ শব্দগতত্বাৎ সমস্তবস্তুবিষয়ং। অত্র রাসস্থলরূপৈকস্য রূপকস্য প্রাধান্যেন কথনাৎ নিঃসঙ্গং ॥ ৩৫ ॥ ॥

কৃষ্ণস্য কটীরবিম্বং কটিবিম্বং বিভাতি। কীদৃশং। লসদূর্দ্ধশরীরমেব তমালবৃক্ষস্তস্য মূলসিক্তজলরক্ষার্থং নীলবর্ণাশ্মনা মরকতেন কৃতমালবালং।

গোপগণের সুধীর রমণী সকলের কমনীয় শোভা যুক্ত অঘারি শ্রীকৃষ্ণের শোভমান নিতম্বভাগ শোভা পাইতেছে ॥ ৩৫ ॥

শোভমান উর্দ্ধ দেহ রূপ তমাল বৃক্ষের মূলদেশে অভিষিক্ত জল স্থাপনের নিমিত্ত মরকতমণি দ্বারা যাহার আলবাল (তরুমূলে জলসেচনার্থ জলধারা) বিরচিত হইয়াছে এবং যাহা শ্রীকৃষ্ণের লাবণ্য রূপ জল সমূহে ক্রীড়াশীল

---

* এই শ্লোকে, রাসস্থলের সহিত শ্রোণির তাদাত্ম্যই রূপক, এই রূপক উপমান ও উপমেয় রূপ নিতম্ব ও রাসস্থলের শব্দদ্বারা নির্দ্দেশ হওয়ায় সমস্তবস্তুবিষয়ক ; এবং এই স্থলে রাসস্থলরূপ একের প্রামাণ্য কথন নিঃসঙ্গ ॥

কৃষ্ণস্য লাবণ্যজলালিখেলৎ-
কাঞ্চী মরালীবলিতং বিভাতি ॥ ৩৬ ॥

রূপকং ॥ §

কৃষ্ণাঙ্গসিংহাসনসন্ততোপ-
বিষ্টস্য রাধাহৃদয়স্য রাজ্ঞঃ।

লাবণ্যরূপশ্রোণিষু খেলন্তীভিঃ কাঞ্চীরূপমরালীভি র্হংসীভি র্বলিতং বেষ্টিতং। কট্যা আলবালেন। শরীরস্য তমালেন। লাবণ্যস্য জলেন। কাঞ্চ্যা মরাল্যা তাদাত্ম্যমত্র রূপকং। কটীরবিম্বালবালয়োঃ শব্দগয়োস্তাদাত্ম্যাৎ সমস্তবস্তু-বিষয়ং প্রাসঙ্গি চ ॥ ৩৬ ॥

কৃষ্ণাঙ্গরূপসিংহাসনে সদোপবিষ্টস্য রাধায়াঃ হৃদয়স্য মনসো রাজ্ঞঃ সুখাপ্ত্যৈ সুখপ্রাপ্ত্যর্থং ধাত্রা শ্রোণিমিষাৎ নীলবস্ত্রেণ স্থূলং বিধূপধানং চন্দ্রাকৃ-

---

কাঞ্চী অর্থাৎ ক্ষুদ্রঘণ্টিকারূপ হংসীসকলে পরিবেষ্টিত, শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ সেই কটিবিম্ব শোভা পাইতেছে ॥ ৩৬ ॥

শ্রীরাধার মনোরূপ রাজা সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণের দেহরূপ সিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছে সুতরাং বিধাতা নিতম্ব ছলে নীল বসন দ্বারা সুখলাভের নিমিত্ত স্থূলতম চন্দ্রসদৃশ উপধান নির্ম্মাণ করিয়াছেন ॥ ৩৭ ॥

---

§ এই শ্লোকে, কটির—আলবালের সহিত, শরীরের—তমালের সহিত, লাবণ্যের—জলের সহিত এবং কাঞ্চীর—হংসীর সহিত অভেদই রূপক। এই রূপক, কটির বিম্ব এবং আলবালের অভেদটী শব্দ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় সমস্ত-বস্তুবিষয়ক এবং প্রাসঙ্গিক রূপক হইয়াছে ॥

ধাত্রো কৃতং শ্রোণিনিষাৎ সুখাপ্ত্যৈ-
নীলাংশুকস্থূলবিধূপধানম্ ॥ ৩৭ ॥

রূপকাপহ্নুত্যুৎপ্রেক্ষাঃ ॥ *

যে গোপিকাদৃক্শফরালিকেলয়ে
লাবণ্যবন্যামৃতপূর্ণপল্বলে।

ত্যুপধানং কৃতং। উপধানোপময়া কোমলাং। বিধুশ্চন্দ্রস্তদুপময়া শৈত্যঞ্চ বিধুঃ কর্পূরস্তস্য নামগ্রহণাৎ সৌগন্ধ্যঞ্চানীতং। কৃষ্ণাঙ্গস্য সিংহাসনত্বেন, রাধাহৃদয়স্য নৃপত্বেন, শ্রোণ্যা উপধানত্বেন তাদাত্ম্যাদ্রূপকং। কৃষ্ণাঙ্গাদীনাং সিংহাসনাদিরূপেণান্যথাকৃতিরত্রাপহ্নুতিঃ। অন্যসিংহাসনাদ্যপেক্ষয়া কৃষ্ণাঙ্গ-সিংহাসনাদেঃ সুখাপ্ত্যৈ ইতি বিশেষণান্তরোপন্যাসেন কীর্ত্তনং শ্রোণিনিষাৎ ইতি পদদ্যোত্যোৎকর্ষোহত্রোৎপ্রেক্ষা ॥ ৩৭ ॥

হরেঃ সুন্দরে তে ককুন্দরে নৌমি। কীদৃশে? যে ককুন্দরে গোপীনাং নেত্রশফরীশ্রেণেঃ কেলয়ে কেলার্থং। লাবণ্যরূপবন্যামৃতেন জলসমূহামৃতেন

যাহা শ্রীব্রজাঙ্গনাদিগের দৃষ্টিরূপ শফরীশ্রেণীর বিলাসার্থ লাবণ্যবন্যারূপ অমৃতপূর্ণ ক্ষুদ্র সরোবর এবং যাহা শ্রীরাধার চিত্তরূপ মৃগরাজের নিবাসার্থ গিরিগুহা তুল্য সেই সুন্দর শ্রীকৃষ্ণের নিতম্বযুগলের মধ্যবর্ত্তি নিম্ন ভাগকে স্তব করি ॥ ৩৮ ॥

---

* শ্লোকে, কৃষ্ণাঙ্গই সিংহাসন, রাধাহৃদয়ই নৃপ এবং নিতম্বই উপধান, এইরূপে অভেদই রূপক। আর শ্রীকৃষ্ণাঙ্গাদিকে সিংহাসনাদি রূপে যে অন্যথা-চরণ তাহাই অপহ্নুতি। অন্যসিংহাসনাদি অপেক্ষা কৃষ্ণাঙ্গসিংহাসনাদির সুখ প্রাপ্তির নিমিত্ততা বিন্যাস করায় এবং "শ্রোণিনিষাৎ" অর্থাৎ নিতম্ব-চ্ছলে এই পদের প্রয়োগ যে উৎকর্ষ, তাহাই এস্থলে উৎপ্রেক্ষা।

যে রাধিকাচিত্তমৃগেন্দ্রকন্দরে
তে সুন্দরে নৌমি হরেঃ ককুন্দরে ॥ ৩৮ ॥

রূপকং ॥ †

অধস্তির্য্যগ্রেখাসরিদুপরি সা নাভিসরসী
তয়োর্মধ্যে বস্তিঃ ধ্রুবমঘরিপোরস্তি পুলিনম্।

পূর্ণে পল্বলে অল্পসরোবররূপে। রাধাচিত্তসিংহস্য পর্ব্বতগুহারূপে। "কূপকৌ তু নিতম্বস্থৌ দ্বয়হীনে ককুন্দরে" ইতি। "বন্যা বনসমূহে স্যা" দিতি। "বেশন্ত পল্বলং চাল্প-সর" ইতি চামরঃ। ককুন্দরস্যাল্পসরোবরেণ তাদাত্ম্যং অত্র রূপকং অত্র সমস্তবস্তুবিষয়ং নিঃসঙ্গঞ্চ পূর্ব্ববৎ ॥ ৩৮ ॥

অঘরিপোর্বস্তিপুলিনমস্তি। পুলিনত্বে হেতুমাহ, বস্তেরধস্তির্য্যগ্রেখা সৈব সরিৎ নদী উপরি নাভিঃ সৈব সরসী তয়োর্মধ্যে বস্তিঃ। "বস্তির্নাভেরধ" ইত্যমরঃ। ইহ বস্তৌ রাধায়া হৃদয়ং মনস্তদেব নটরাজঃ নিজবৃত্তয়ো মনোবৃত্তয়স্তদ্রূপাদ্ভুতনটীচয়ৈঃ সহ সদা যদ্যস্মাৎ রাসক্রীড়াং প্রণয়তি করোতি। বস্তেঃ

অপর শ্রীকৃষ্ণের নাভির অধোভাগই পুলিন এবং তাহার অধোভাগে যে বক্ররেখা আছে তাহাই নদী, তথা তদুপরি নাভিই সরোবর, এই বস্তি-পুলিনে শ্রীরাধার মনঃ স্বরূপ নটরাজ স্বকীয় মনোবৃত্তি রূপ আশ্চর্য্য নটীসকলের সহিত রাসলীলা বিধান করিতেছে ॥ ৩৯ ॥

---

† এই শ্লোকে অল্পসরোবরের সহিত উদরের যে অভেদ, তাহাই রূপক। এই রূপক সমস্তবস্তুবিষয়ক এবং নিঃসঙ্গ ॥

সদা রাসক্রীড়াং যদিহ নিজবৃন্দাদ্ভুতনটী-

চয়ৈঃ শ্রীরাধায়া হৃদয়নটরাজঃ প্রণয়তি ॥ ৩৯ ॥

রূপকানুমানোৎপ্রেক্ষাঃ । *

শ্রীবস্তিরোমাবলিনাভিদম্ভা-

ন্নিপানসদ্রজ্জুসুধোদকূপান্ ।

পুলিনেন তাদাত্ম্যমত্র রূপকং সমস্তবস্তুবিষয়ং নিঃসঙ্গঞ্চ। রাধাহৃদয়নটস্য নৃত্যং হেতুং কৃত্বা বস্তৌ পুলিনত্বং সাধ্যমত্রানুমানং পুলিনাপেক্ষয়া বস্তেঃ সদা রাসমিতি বিশেষণান্তরোপন্যাসেন কীর্ত্তনং ধ্রুবমিতি পদদ্যোত্যা উৎকর্ষোহত্র উৎপ্রেক্ষা ॥ ৩৯ ॥

ধাতা অচ্যুতাঙ্গে গোপীগণস্য গোগণা ইন্দ্রিয়গণা এব গোগণা ধেনুগণাস্তেষাং পানায় শ্রীবস্তিরোমাবলিনাভীনাং মিষাৎ নিপানং কূপনিকটবর্ত্তি জলাশয়শ্চ সদ্রজ্জুশ্চ সুধোদকূপশ্চ এতানসৃজৎ। "আহাবস্তু নিপানং স্যাদুপকূপজলাশয়ে" ইত্যমরঃ। বস্তিনিপানয়োঃ রোমালিরজ্জ্বোঃ নাভিসুধাকূপয়োস্তাদাত্ম্যমত্র রূপকং সমস্তবস্তুবিষয়ং নিঃসঙ্গঞ্চ। গোপীন্দ্রিয়পানং হেতুং কৃত্বা

অপিচ ব্রজাঙ্গনাদিগের ইন্দ্রিয়চয়রূপ তৃষ্ণাতুর গোসকলের জলপানার্থ বিধাতা শ্রীকৃষ্ণের শরীরে শোভমান বস্তি, রোমাবলী ও নাভিচ্ছলে নিপান

---

* এই শ্লোকে বস্তির সহিত জলাশয়ের অভিন্নত্ব প্রতিপাদনই রূপক, এই রূপকও সমস্তবস্তুবিষয়ক ও নিঃসঙ্গ। শ্রীরাধার হৃদয়রূপনটের নৃত্যকে হেতু করিয়া বস্তিদেশের যে পুলিনত্ব সাধ্য, তাহাই এস্থলে অনুমান ॥ আর পুলিন অপেক্ষা বস্তির সর্ব্বদা রাসক্রীড়া এই অন্য একটী বিশেষ উপন্যাস করায় ও ধ্রুব এই পদপ্রয়োগ-দ্বারা যে উৎকর্ষ তাহাই এস্থলে উৎপ্রেক্ষা ॥

তৃষার্ত্তগোপীগণগোগণানাং
পানায় ধাতাসৃজদচ্যুতাঙ্গে ॥ ৪০ ॥

রূপকানুমানাপহ্নুত্যুৎপ্রেক্ষাঃ †

গোপীমনোধান্যচয়ান্যবাসনা-
তুষাপহারোত্তরসংস্কৃতৌ বিধিঃ।

বস্ত্যাদৌ নিপানাদিকং সাধ্যমত্রানুমানং। বস্ত্যাদীনাং নিপানাদিত্বেনান্যথা-করণমপহ্নুতিঃ। অন্যনিপানাদ্যপেক্ষয়া বস্ত্যাদীনাং সুধোদসদ্রজ্জ্বিতি বিশেষদানাৎ দম্ভাদিতি পদদ্যোত্যা উৎকর্ষোহত্রোৎপ্রেক্ষা ॥ ৪০ ॥

বিধির্যৎ কৃষ্ণস্যাবলগ্নং মধ্যদেশং গোপীনাং মনোরূপধান্যসমূহস্যান্য-বাসনারূপভূষাণাং বল্কলানাং অপহারায় দূরীকরণায় যা উত্তরসংস্কৃতিস্তন্নিমিত্তং

অর্থাৎ কূপ নিকটবর্ত্তি জলাশয় নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং ঐ জলাশয়ের সমীপ-বর্ত্তি নাভিই কূপ এবং তদূর্দ্ধস্থিত রোমশ্রেণীকেই রজ্জুরূপে বিধান করিয়াছেন ॥ ৪০ ॥

অপর, ধান্যের বল্কল অর্থাৎ তুষের অপসারণার্থ যেমন উদূখলের প্রয়োজন, তদ্রূপ বিধান করিবার নিমিত্ত বিধাতা ব্রজসুন্দরীদিগের মনোরূপ ধান্য সমূহের অন্য বাসনারূপ তুষের অপসারণার্থ শ্রীকৃষ্ণের যে অবলগ্ন (মধ্য দেশ)

---

† এই শ্লোকে বস্তি ও নিপান, রোম ও রজ্জু এবং নাভি ও সুধাকূপের অভেদই রূপক। এই রূপক সমস্তবস্তুবিষয়ক ও নিঃসঙ্গ। গোপীন্দ্রিয়-পানকে হেতু করিয়া বস্তি প্রভৃতিতে নিপানাদি দ্বারা অন্যথাকরণ অপহ্নুতি। আর অন্য নিপানাদি অপেক্ষা বস্তি প্রভৃতির "সুধোদসদ্রজ্জু" এই বিশেষ দান হেতু "দম্ভাৎ অর্থাৎ ছলপূর্ব্বক" এই পদপ্রয়োগ দ্বারা যে উৎকর্ষ তাহাই উৎপ্রেক্ষা।

নীলোপলোলূখলতাং নিনায় যৎ
কৃষ্ণাবলগ্নং হৃদি মে চকাস্তু তৎ॥ ৪১॥

রূপকং॥ *

কৃষ্ণাবলগ্নস্য মিষাদুমাপতে-
র্বিস্পর্দ্ধয়ারাধনয়ার্দ্দিতে মুহুঃ।
পূর্ব্বাপরস্থূলবিভাগসংযুতো
ধাত্রা বিতীর্ণো ডমরুঃ স্মরায় কিং॥ ৪২॥

উৎপ্রেক্ষাপহ্নুতী †

নীলপাষাণস্য উলূখলতাং নিনায়। তন্মধ্যং মে হৃদি চকাস্তু। কৃষ্ণমধ্যদেশোলূখলয়োস্তাদাত্ম্যং রূপকং। সমস্তবস্তুবিষয়ং নিসঙ্গঞ্চ॥ ৪১॥

উমাপতেঃ শিবস্য বিস্পর্দ্ধয়া মুহুঃ স্মরস্যারাধনয়া ধাত্রা পূর্ব্বাপরয়োঃ স্থূলবিভাগয়োঃ সংযোগো যত্র তস্য কৃষ্ণাবলগ্নস্য মিষাৎ অর্দ্দিতে যাচমানায় প্রার্থয়তে স্মরায় ডমরুঃ কিং বিতীর্ণো দত্তঃ। "অর্দ্দগতৌ যাচনেচ"। কীদৃশঃ পূর্ব্বা-

---

কে উলূখল রূপে বিধান করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের মধ্য অর্থাৎ উদর দেশ আমার হৃদয়ে নিরন্তর দীপ্তিমান্ হউক। তাৎপর্য্য এই যে ব্রজাঙ্গনা সকল শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর ক্ষীণোদর দর্শনে সমস্ত বাসনা পরিত্যাগ করত শ্রীকৃষ্ণে অতিশয় আসক্তচিত্তা হইয়াছিলেন॥ ৪১॥

বোধ হয় উমাপতি শ্রীশিবের উপরি স্পর্দ্ধা করিয়া কামদেব বিধাতাকে আরাধনা করিয়াছিলেন, তৎপরে বিধাতা সন্তুষ্ট হইয়া পূর্ব্বভাগে

---

*এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যদেশ ও উদূখলের যে অভেদ তাহাই রূপক। এই রূপক সমস্তবস্তুবিষয়ক ও নিঃসঙ্গ হইয়াছে।

† এই শ্লোকে ডমরু মধ্য হইতে কৃষ্ণের উদরের উৎকর্ষই উৎপ্রেক্ষা। আর ডমরু যে অন্যথা ভাব তাহাই অপহ্নুতি॥

হরের্বক্ষঃ ককুদ্মত্যো র্বিসর্গমন্তরা স্থিতম্।
মধ্যদন্তাদ্দ্বয়োর্নব্যং জৈহ্বমূলাক্ষরং ব্যধাৎ॥ ৪৩॥

উৎপ্রেক্ষা ‡

দৃষ্ট্বা বকারেরবলগ্নসৌষ্ঠবং
নিজাবলগ্নস্য কুকীর্ত্তিশঙ্কয়া।

পদ্মাভ্যাং নিতম্ববক্ষঃস্থলরূপস্থূলবিভাগাভ্যাং সংযুতঃ। ডমরুতঃ কৃষ্ণস্যাবলগ্নস্য উৎকর্ষ উৎপ্রেক্ষা। অবলগ্নস্য ডমরুত্বেনান্যথাকৃতিরপহ্নুতিঃ॥ ৪২॥

হরের্নব্যং বয়ঃ মধ্যদন্তাৎ মধ্যদেশচ্ছলাৎ বক্ষঃককুদ্মত্যোরন্তরাস্থিতং "কটিশ্রোণী ককুদ্মতী"ত্যমরঃ বিসর্গং জৈহ্বামূলীয়সংজ্ঞকং বজ্রাকারমক্ষরং ব্যধাৎ। বিসর্গস্য বজ্রাকৃতিবর্ণবন্নিতম্ববক্ষসো র্বিস্তারং মধ্যস্য চ ক্ষীণং চকারেতি ভাবঃ। জিহ্বামূলীয়াক্ষরাৎ বক্ষোনিতম্বয়োরুৎকর্ষোঽত্রোৎপ্রেক্ষা॥ ৪৩॥

পারীন্দ্রগণাঃ সিংহগণাঃ বকারেরবলগ্নস্য সৌষ্ঠবং দৃষ্ট্বা। নিজাবলগ্নস্য কুকীর্ত্তিশঙ্কয়া দুর্গাজনকস্য হিমালয়স্য ভূভৃতো দুর্গাসু দুর্গমাসু দরীষু কন্দরাসু

ও পরভাগে যে স্থূল বিভাগ যুক্ত শ্রীকৃষ্ণের মধ্যদেশচ্ছলে ভিক্ষুক কন্দর্পকে প্রদান করিয়াছেন॥ ৪২॥

শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে ও কটিদেশে অবস্থিত বিসর্গ (বিশেষ সৃষ্টি) নব্য বয়স যৌবনকে মধ্যাবয়বচ্ছলে জিহ্বামূলীয় নামক অর্থাৎ "×" এইরূপ বজ্রাকৃতি বর্ণরূপে বিধান করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বিসর্গ যেমন বজ্রাকৃতি বর্ণ (×) হয়, তদ্রূপ নিতম্ব ও বক্ষোদেশকে স্থূল এবং মধ্য কটিদেশকে ক্ষীণ করিয়াছেন॥ ৪৩॥

সিংহসকল শ্রীকৃষ্ণের উদরশোভা সন্দর্শন করিয়াই কি "নিজের প্রসিদ্ধ

‡ এই শ্লোকে জিহ্বামূলীয় অক্ষর হইতে বক্ষঃ ও নিতম্বের যে উৎকর্ষ তাহাই উৎপ্রেক্ষা॥

দুর্গাসু দুর্গাজনকস্য ভূভৃতো-

দরীষু পারীন্দ্রগণা বিলিল্যিরে ॥ ৪৪ ॥

উৎপ্রেক্ষা *

লাবণ্যবন্যাভ্রমভঙ্গপূর্ণে

বকীরিপোর্নাভিহ্রদে গভীরে ।

তৃষার্ত্তগোপীহৃদয়েভপালি-

মগ্নেব নোন্মজ্জতি সা কদাপি ॥ ৪৫ ॥

রূপকোৎপ্রেক্ষে ॥ §

বিলিল্যিরে। অত্রাপি সিংহমধ্যদেশাৎ। কৃষ্ণমধ্যদেশস্য উৎকর্ষোঽত্রোৎ-প্রেক্ষা ॥ ৪৪ ॥

লাবণ্যরূপবন্যায়া জলসমূহস্য যে ভ্রমভঙ্গা আবর্ত্তলহর্য্যস্তৈঃ পূর্ণে গভীরে। শ্রীকৃষ্ণস্য নাভিহ্রদে মগ্নেব সা তৃষার্ত্তগোপীহৃদয়রূপগজশ্রেণী কদাপি নোন্মজ্জতি নোত্তিষ্ঠতি। নাভিহ্রদয়োস্তথা লাবণ্যজলয়োস্তথা গোপীমনোহস্তিনো-

---

ক্ষীণোদরের ভবিষ্যতে কুকীর্ত্তি প্রকাশ পায়” এই ভাবিয়াই কি পার্ব্বতী-পিতা গিরিরাজ হিমালয়ের দুর্গম গহ্বরে লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে ? ॥ ৪৪ ॥

লাবণ্যরূপ বন্যা অর্থাৎ জল সমূহের আবর্ত্ত লহরী দ্বারা পরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণের

---

* এই শ্লোকে সিংহের মধ্যদেশ হইতে কৃষ্ণমধ্যদেশের যে উৎকর্ষ বর্ণনা তাহাই উৎপ্রেক্ষা ॥

§ এই শ্লোকে নাভিহ্রদ ও লাবণ্য জলের তথা গোপীমন ও হস্তির যে অভেদ তাহাই এস্থলে রূপক এই রূপক সমস্তবস্তুবিষয়ক ও নিঃসঙ্গ। অপর হ্রদ অপেক্ষা কৃষ্ণনাভির “লাবণ্যবন্যাভ্রমভঙ্গপূর্ণে” এই বিশেষণের কীর্ত্তন “কদাপীতি” এই পদ প্রয়োগ হেতু যে উৎকর্ষ তাহাই এস্থলে উৎপ্রেক্ষা ॥

শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহতমালসুরদ্রুমেঽস্মিন্
শোভামরন্দভৃতনাভিসুকোটরোঽস্তি।
লোভাদ্বধূদৃগলিপালিরিহ প্রবিষ্টা
যৎ সা পুন র্নহি নিরেতি রসে নিমগ্না ॥ ৪৬ ॥

রূপকানুমানে *

স্তাদাত্ম্যমত্র রূপকং সমস্তবস্তুবিষয়ং নিংসঙ্গঞ্চ। অনুহ্রদাদ্যপেক্ষয়া কৃষ্ণনাভে-র্লাবণ্যবন্যাভ্রমভঙ্গপূর্ণে ইতি বিশেষণস্য কীর্ত্তনং কদাপীতি পদ্যোত্যা-চোৎকর্ষোঽত্রোৎপ্রেক্ষা ॥ ৪৫ ॥

অস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহরূপতমালকল্পবৃক্ষে। শোভামরন্দপূর্ণনাভিকোটরো-ঽস্তি। লোভাদিহ নাভিকোটরে বধূনাং নেত্রভ্রমরশ্রেণী প্রাবিষ্টা রসে মগ্না সতী সা পুনর্নহি নির্গচ্ছতি। বিগ্রহতমালয়োঃ শোভামরন্দয়োঃ নাভিকোটরয়োঃ নেত্রভ্রমরয়োস্তাদাত্ম্যং রূপকং সমস্তবস্তুবিষয়ং প্রাসঙ্গিচ। বধূদৃগলীনাং নির্গম-নাভাবং হেতুং কৃত্বা কৃষ্ণদেহে সমধুকোটরস্যানুমানমত্র ॥ ৪৬ ॥

নাভিহ্রদে মগ্নীভূত হইয়াই যেন ব্রজাঙ্গনাদিগের চিত্তরূপ গজ সমূহ কখনও উত্থিত হইতে পারিতেছে না ॥ ৪৫ ॥

অপর শ্রীকৃষ্ণের দেহসদৃশ এই তমাল তরুর শোভারূপ মকরন্দপূর্ণ নাভি কোটরে গোপবধূসকলের নেত্ররূপ অলিমালা প্রবিষ্ট হইয়া রসে নিমগ্ন হইয়াই যেন আর বহির্গত হইতে পারিতেছে না ॥ ৪৬ ॥

* এই শ্লোকে বিগ্রহ ও তমাল, শোভা ও মকরন্দ, নাভি ও কোটর এবং নেত্র ও ভ্রমর এই সকলের অভেদই রূপক, এই রূপক সমস্তবস্তুবিষয়ক এবং প্রাসঙ্গ। আর বধূগণের নয়নরূপ ভ্রমর সকলের নির্গমনকে হেতু করিয়া কৃষ্ণ শরীরে মধুযুক্ত কোটরের সাধ্যত্বই অনুমান ॥

বিষ্ণো গঙ্গাজনি বলিনুতান্নীচগাঽগ্রে হ্যঙ্ঘ্রিপদ্মাৎ
তন্মাৎসর্য্যাত্ত্রিবলিমহিতাদূর্দ্ধগা নাভিপদ্মাৎ।
শৌরেঃ কৃষ্ণাঽজনি তনুরুহালিচ্ছলাৎ পশ্যতাং যা
তস্মিন্ প্রীতিং জনয়তি পরাং বাসনাং সংবিধূয় ॥ ৪৭ ॥

অপহ্নুত্যুৎপ্রেক্ষাব্যতিরেকাঃ *

বলিনা রাজ্ঞা নুতাৎ বিষ্ণোরঙ্ঘ্রিপদ্মাৎ গঙ্গা নীচগা অজনি। তন্মাৎসর্য্যাৎ- শৌরেঃ কৃষ্ণস্য ত্রিবলিমহিতা তিস্রোবলয় এব ত্রয়োঃ বলয়াঃ বলিরাজাস্তৈঃ মহিতাৎ পূজিতাৎ ত্রিবলিহেতুনা শোভিতাৎ নাভিপদ্মাৎ কৃষ্ণা যমুনা ঊর্দ্ধগা অজনি, যা কৃষ্ণা রোমরেখা, পশ্যতাং জনানাং পরাং কৃষ্ণাদন্যাং বাসনাং বিধূয় তস্মিন্ কৃষ্ণে প্রীতিং জনয়তি। অত্র রোমালেঃ কৃষ্ণাত্বেনান্যথাকৃতিরপহ্নুতিঃ। গঙ্গাতস্ত্রিবলিমহিতাদিতি বিশেষণান্তরোপন্যাসেন কীর্ত্তনং মৎসর ইতি পদদ্যোত্যা কৃষ্ণায়া উৎকর্ষাদুৎপ্রেক্ষা। উপমায়াঃ গঙ্গায়াঃ কৃষ্ণাগুণেন বিলক্ষণোঽত্র ব্যতিরেকঃ ॥ ৪৭ ॥

বলিরাজ কর্ত্তৃক স্তুত বামনরূপি-শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল ব্রহ্মাণ্ডকটাহ ভেদ করিলে যেমন গঙ্গা ত্রিধারায় নিঃসৃতা হইয়াছিলেন তেমন শ্রীকৃষ্ণের উদরে তিনটী বলি অর্থাৎ তিন জন বলিরাজ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া তিনটী নদী নির্গত হইতেছে এবং সেই মাৎসর্য্য বশতই নাভিকমল হইলে রোমাবলী নদী ঊর্দ্ধগামিনী হইয়া জন্মিয়াছেন তথা অঙ্গস্থিত তনুরুহ (লোম)

---

* এই শ্লোকে রোমালির কৃষ্ণাত্ব অর্থাৎ যমুনাত্ব রূপে যে অন্যথা কৃতি তাহাই অপহ্নুতি। গঙ্গা হইতে "ত্রিবলিমহিতাৎ" এই বিশেষণ উপন্যাস দ্বারা কীর্ত্তন, মৎসর এই পদ প্রয়োগ বশতঃ যমুনার যে উৎকর্ষ তাহাই উৎপ্রেক্ষা। আর উপমেয় গঙ্গা অপেক্ষা কৃষ্ণাগুণের যে বৈলক্ষণ্য তাহাই এস্থলে ব্যতিরেক ॥

নাভীবিলাৎ সামি-সমুত্থিতা হরে-
র্যা ভাতি রোমাবলিকৃষ্ণপন্নগী
স্বং পশ্যতাং সূক্ষ্মতমাপ্যহর্নিশং
চিত্তানিলান্ সংচুলুকীকরোতি সা॥ ৪৮॥

রূপকং †

লবণিমা-মধু পীত্বা নাভিপদ্মাম্বুবারে-
র্ব্রজযুবতিজনানাং নেত্রভৃঙ্গার্ভকালিঃ।

হরের্নাভিবিলাৎ সামি অর্দ্ধং সমুত্থিতা সতী যা রোমাবলীরূপা কৃষ্ণপন্নগী ভাতি সা সূক্ষ্মতমাপি স্বং পশ্যতাং জনানাং চিত্তানিলান্ অহর্নিশং সংচুলুকীকরোতি। সম্যক্ পিবতীত্যর্থঃ। সর্পস্য বায়ুভক্ষণং প্রসিদ্ধং। ভক্ষণমত্র চিত্তস্যান্যত্র গমনাসামর্থ্যাৎ তন্মধ্যে স্থিতিরূপকং। নাভীবিলয়োঃ রোমাবলী-সর্প্যোঃ চিত্তানিলয়োস্তাদাত্ম্যমত্র রূপকং সমস্তবস্তুবিষয়ং প্রাসঙ্গিচ॥ ৪৮॥

ব্রজাঙ্গনানাং যা নেত্ররূপভ্রমরবালকশ্রেণী কৃষ্ণনাভিপদ্মাৎ লাবণ্যমধু পীত্বা উচ্চলন্তী প্রমত্তা সতী উদরমেব নলিনীপত্রং তত্র পপাত। সৈব ভ্রমর-

---

রূপিণী যমুনা নির্গতা হইয়াছেন এবং যে যমুনা নদী যমুনাদর্শক জনসকলকে তত্রত্য যমুনা ত্যাগ করাইয়া শ্রীকৃষ্ণেতেই অত্যন্ত প্রীতি উৎপাদন করাইয়া থাকেন॥ ৪৭॥

শ্রীকৃষ্ণের নাভিবিবর হইতে যে রোমাবলী রূপ কৃষ্ণবর্ণা সর্পী অর্দ্ধমাত্র সমুত্থিত হইয়াছে, সেই সর্পী অতিশয় ক্ষুদ্র হইলেও তদ্দর্শনকারি জনবৃন্দের চিত্তরূপ পবনকে দিবানিশি পান করিয়া থাকে যে হেতু সর্পী বায়ুভক্ষিকা॥ ৪৮॥

ব্রজসুন্দরীদিগের যে নয়নরূপি শিশুগণ শ্রীকৃষ্ণের নাভিকমল হইতে লাবণ্য মধুপান পূর্ব্বক প্রমত্ত হইয়া গমন করিতে করিতে উদররূপ-পদ্মপত্রে

---

† এই স্থলে নাভি ও বিলের (গর্ত্তের) রোমাবলি ও সর্পীর এবং চিত্ত ও অনিলের অভেদই রূপক, এই রূপক সমস্তবস্তুবিষয়ক এবং প্রাসঙ্গিক॥

উদরনলিনপত্রে যা পপাতোচ্ছলন্তী

তনুরুহততিদম্ভাৎ সৈব শেতে প্রমত্তা ॥ ৪৯ ॥

রূপকাপহ্নুতী §

জিতচলদলনীলাম্ভোজিনী-পর্ণজালং

মধুরিমকৃতপশ্যল্লোকনেত্রালিমালম্ ।

বালকশ্রেণী রোমততিদম্ভাৎ শেতে। নেত্রভ্রমরয়োঃ নাভিপদ্মযোঃ লাবণ্য-মধ্বোঃ উদরনলিনীপত্রয়োস্তাদাত্ম্যমত্র রূপকং। নেত্রাদীনাং ভ্রমরাদিরূপেণা-ন্যথাকৃতিরত্রাপহ্নুতিঃ ॥ ৪৯ ॥

গোবিন্দস্য তুন্দং লোমশ্রেণীরূপেণ কালীয়কেন কস্তূর্যা বা তিলকিতমিব ত্রিভুবনজয়লক্ষ্ম্যা ভাতি। কীদৃশং ? জিতং চলদলস্যাশ্বত্থবৃক্ষস্য নীলাম্ভো-জিন্যাশ্চ পর্ণজালং পত্রসমূহো যেন তৎ আকারেণাকারবর্ণাভ্যাঞ্চেতি ক্রমেণ বোধ্যং। মধুরিম্না কৃতা পশ্যল্লোকানাং নেত্ররূপভ্রমরাণাং মালা সমূহো যেন তৎ। কৃষ্ণাগুরুতিলকাশ্বত্থনীলাম্ভোজদলাদ্বিলক্ষণং সরোমগোবিন্দস্য

পতিত হইয়াছে, সেই ভ্রমরশিশুশ্রেণীই আবার রোমাবলির ছলে শয়ন করি-তেছে ॥ ৪৯ ॥

শ্রীগোবিন্দের উদর—লোমশ্রেণীরূপ কস্তূরী দ্বারা রঞ্জিত হইয়া যেন ত্রিভুবনের জয় লক্ষ্মী দ্বারাই শোভিত হইতেছে, যে হেতু চঞ্চলদল অশ্বত্থ

---

§ এই স্থলে নয়ন ও ভ্রমর, নাভি ও কমল, লাবণ্য ও মধু এবং উদর ও নলিনীপত্রের অভেদই রূপক। আর নয়নাদির ভ্রমররূপে যে অন্যথাকৃতি তাহাই এস্থলে অপহ্নুতি ॥

তিলকিতমিব রোমশ্রেণিকালীয়কেন
ত্রিভুবনজয়লক্ষ্ম্যা ভাতি গোবিন্দতুন্দম্ ॥ ৫০ ॥

ব্যতিরেক রূপকোৎপ্রেক্ষাঃ ॥ *

কস্তূরিকালিপ্তমালনব্য-
দলোষ্মহৃৎসৌরভমার্দ্দবাভম্।

তুন্দমত্র ব্যতিরেকঃ। রোমাবলী কস্তূরীতিলকয়োঃ, অশ্বত্থদলনীলকমলদল-কৃষ্ণতুন্দয়োঃ নেত্রভ্রমরয়োঃ তাদাত্ম্যং রূপকং। কস্তূরীতিলকাদ্যপেক্ষয়া জিতচলেত্যাদি বিশেষণেন কীর্ত্তনং ত্রিভুবনেত্যাদি পদদ্যোত্যা তুন্দস্যোৎকর্ষ উৎপ্রেক্ষা ॥ ৫০ ॥

বকারেরুদরং দীব্যতি। কীদৃশং। কস্তূরিকাভির্লিপ্তস্য তমালনব্য-দলস্যোষ্মাণমভিমানং হরতীতি তথা সৌরভং সৌগন্ধ্যং মার্দ্দবং মৃদুতা চ আভা কান্তিশ্চ যস্য তৎ। অতুন্দিলং অস্থূলমপি। তুন্দিলিতা তুন্দিলীকৃতা অখিলানাং নেত্ররূপভ্রমরশ্রেণী যেন তৎ। কস্তূরীলিপ্ততমালপত্রাদ্বুদরং

ও নীল অম্ভোজিনীর দলশ্রেণীকেও যে পরাজয় করিয়াছে এবং দর্শনকারি জনসকলের নয়নসমূহকে যে নিজ মাধুর্য্যদ্বারা আকৃষ্ট করিয়াছে ॥ ৫০ ॥

কস্তুরিকা দ্বারা সংলিপ্ত তমালতরুর অভিনব দলের গর্ব্বকে যে হরণ করিয়াছে- তাদৃশ সৌরভ ও মার্দ্দব যুক্ত যাহার আভা এবং নিখিল জনবৃন্দের

---

* এই শ্লোকে রোমাবলী ও কস্তূরী তিলকের, অশ্বত্থ দল, নীলপদ্মদল ও কৃষ্ণোদরের এবং নেত্র ও ভ্রমরের অভেদই রূপক। আর কস্তূরী তিল-কাদি অপেক্ষা "জিত চলেত্যাদি" পদ প্রয়োগ হেতু তুন্দের যে উৎকর্ষ তাহাই এস্থলে উৎপ্রেক্ষা ॥

অতুন্দিলং তুন্দিলিতাক্ষিতালিক্ষ-
ভৃঙ্গালি দীব্যত্তুদরং বকারেঃ ॥ ৫১ ॥

ব্যতিরেকরূপকোৎপ্রেক্ষাঃ ॥ ।

হৃদ্যাস্যলোমস্ফুরদুচ্ছলান্নিঃসৃতশ্রী-
নাভীহ্রদানুগাকিতাদিরসপ্রবাহম্ ।

গুণেন বিলক্ষণমত্র ব্যতিরেকঃ। কস্তূরীলিপ্ততমালপত্রকৃষ্ণোদরয়োরভেদাৎ রূপকং। কস্তূরিকালিপ্তেত্যাদিবিশেষণেন কীর্ত্তনং তমালপত্রাদুদরস্য উৎকর্ষোহত্রোৎপ্রেক্ষা ॥ ৫১ ॥

মম মনোমধ্যে কৃষ্ণোদরং চকাস্তু। কীদৃশং? হৃদি উচ্ছলন্ তনুরুহাণাং রোম্নাং ছলেন নিঃসৃতো নির্গতঃ। শ্রীনাভিহ্রদমনুলক্ষীকৃত্য শাকত আদিরসস্য শৃঙ্গাররসস্য প্রবাহো যত্র তৎ। অম্লোচ্চং পার্শ্বযুগলং যত্র তৎ। দরং ঈষন্নিম্নং নীচং মধ্যং যস্য তৎ। রোমাবলেরাদিরসপ্রবাহরূপেণোৎপ্রেক্ষাতিশয়োক্তিঃ।

নয়নরূপ ভ্রমর শ্রেণীকে বাঞ্ছিত করিয়া থাকে, এতাদৃশ অতুন্দিল অর্থাৎ অতীব ক্ষীণ উদর শোভা পাইতেছে ॥ ৫১ ॥

হৃদয় হইতে সমুদ্গত রোমাবলীর ছলে শোভমান নাভি হ্রদকে লক্ষ্য করিয়া শৃঙ্গাররসের প্রবাহ যাহাতে নির্গত হইতেছে, যাহার পার্শ্বদ্বয় ঈষৎ

---

† এই শ্লোকে কস্তূরীলিপ্ত তমালপত্র অপেক্ষা গুণ দ্বারা উদরেরর যে বৈলক্ষণ্য তাহাই ব্যতিরেক। কস্তূরীলিপ্ত তমালপত্র ও কৃষ্ণোদরের অভেদই রূপক। আর কস্তূরী লিপ্ত প্রভৃতি বিশেষণ কীর্ত্তন হেতু তমালপত্র অপেক্ষা উদরের উৎকর্ষই উৎপ্রেক্ষা ॥

অন্যোন্যপার্শ্বযুগলং মনাঙ্নিম্নমধ্যং
মধ্যে মনো মম হরেরুদরং চকাস্তু ॥ ৫২ ॥

অপহ্নুত্যুৎপ্রেক্ষাস্বভাবোক্তয়ঃ ॥ *

রাধাচিত্তমরালদৃক্শফরিকা শশ্বদ্বিলাসাস্পদং
কাঞ্চীসারসপালিনিস্বনিতটং লোমালিশৈবালকম্

অন্যোদরাৎ কৃশোদরস্যোৎকর্ষ উৎপ্রেক্ষা। পূর্ব্ববৎ কৃশোদরস্য স্বভাব-কথনমত্র স্বভাবোক্তিঃ ॥ ৫২ ॥

অঘরিপোঃ শ্রীযুক্তং কুণ্ডমেব সৎপল্বলমুত্তমাল্পসরো লসতি কীদৃশং। রাধায়াশ্চিত্তহংসস্য নেত্রমৎস্যয়োশ্চ সদা বিলাসস্থানং। কাঞ্চী এব সারসাঃ হংসা স্তেষাং শ্রেণী তস্যা নিস্বনী শব্দযুক্ তটো যস্য তৎ। রোমালিঃ শৈবালং যত্র তৎ। লাবণ্যমেবামৃতং তেন পূরিতং। ত্রিবলিকা এব সূক্ষ্মোর্ম্ময়স্তাভি-র্বিভ্রাজিতং শ্রীযুক্তনাভ্যেব নলিনং পদ্মং যত্র তৎ। "বেশন্তঃ পল্বলং চাল্পসর" ইত্যমরঃ। চিত্তস্য মরালেন। দৃশঃ শফরিকয়া কাঞ্চ্যা ধ্বনেঃ সারসপঙ্ক্তি-ধ্বনিনা। লোমালেঃ শৈবালেন। লাবণ্যামৃতেন। ত্রিবলেঃ সূক্ষ্মতরঙ্গত্বেন

উচ্চ এবং মধ্যদেশ কিঞ্চিৎ নিম্ন সেই শ্রীকৃষ্ণের উদরদেশ আমার মনোমধ্যে প্রতিভাত হউক ॥ ৫২ ॥

যাহা শ্রীরাধার মনোরূপহংস ও নয়নরূপ শফরীর সতত বিলাস স্থান এবং কাঞ্চীরূপ হংসবিশেষের মধুরনাদে যাহা শব্দিত, লাবণ্যরূপ অমৃত প্রবাহই যাহার প্রবাহ, ত্রিবলি রূপ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম উর্ম্মিদ্বারা যে শোভিত, তথা শোভমান

---

* এই শ্লোকে রোমাবলির আদরসরূপে যে অন্যথা কৃতি তাহাই অপ-হ্নুতি। অন্যোদরাপেক্ষা কৃশোদরের উৎকর্ষই উৎপ্রেক্ষা। আর পূর্ব্বের ন্যায় কৃশোদরের যে স্বভাব কথন তাহাই এস্থলে স্বভাবোক্তি ॥

লাবণ্যামৃতপূরিতং ত্রিবলিকাসূক্ষ্মোর্ম্মিবিভ্রাজিতং
শ্রীনাভীনলিনং লসত্যঘরিপোঃ শ্রীতুন্দসৎপল্বলম্ ॥ ৫৩ ॥

রূপকং ॥ *

শ্রীরাধিকাপার্শ্বমতল্লিকাযুগ-
স্বপ্রেয়সীস্পর্শসমুৎসুকৌ সদা।

তাদাত্ম্যং রূপকং সমস্তবস্তুবিষয়ং। মরালাদিপ্রকৃষ্টবহুসজাতীয়সঙ্গাৎ প্রাসঙ্গি। অন্যপল্বলাৎ কৃষ্ণতুন্দপল্বলস্য উৎকর্ষোঽত্রোৎপ্রেক্ষা পূর্ব্ববৎ। তুন্দস্য স্বভাববর্ণনং স্বভাবোক্তিঃ ॥ ৫৩ ॥

হরেঃ পার্শ্বরূপসন্নাগরতল্লজৌ প্রশস্তনাগরৌ শ্রীরাধায়াঃ পার্শ্বরূপপ্রশস্তপ্রেয়স্যোঃ স্পর্শে সমুৎসুকৌ সন্তৌ সদা বিরাজতঃ। হরেঃ পার্শ্বনাগরয়োঃ

নাভিই যাহার পদ্ম, এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের উদর রূপ ক্ষুদ্র সরোবর শোভা পাইতেছে ॥ ৫৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বদ্বয় রূপ প্রশস্ত ও সুগঠিত এই দুইজন নাগর, শ্রীরাধিকার

---

‡ চক্ষু ও শফরিকা, কাঞ্চীধ্বনি ও সারসপক্ষিধ্বনি লোমাবলি ও শৈবাল, লাবণ্য ও অমৃত্য এবং লাবণ্য ও অমৃততরঙ্গের যে অভেদ, তাহাই রূপক, এই রূপক সমস্তবস্তুবিষয়ক এবং মরালাদি অনেক গুলি উৎকৃষ্ট সজাতীয় বস্তু বিদ্যমান থাকায় প্রাসঙ্গিক। আর অন্য পল্বল (ক্ষুদ্রসরোবর)-অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের উদররূপ পল্বলের উৎকর্ষ পূর্ব্বের ন্যায় উৎপ্রেক্ষা। আর তুন্দের স্বভাব বর্ণনই স্বভাবোক্তি ॥

শ্রীপার্শ্বসন্নাগরতল্লজৌ হরেঃ
সুবর্ত্তুলৌ স্নিগ্ধমৃদূ বিরাজতঃ ॥ ৫৪ ॥

রূপকস্বভাবোক্তী *

রেখাস্বরূপরময়াশ্রিতবামভাগং
শ্রীবৎসসচ্ছবিবিরাজিতদক্ষিণাংশম্।
কণ্ঠস্থকৌস্তুভগভস্তিবিরাজমানং
শশ্বদ্বিলাসললিতং বনমালিকায়াঃ ॥ ৫৫ ॥

রাধাপার্শ্বপ্রেয়স্যো স্তাদাত্ম্যং রূপকং সমস্তবস্তুবিষয়ং। পার্শ্বয়োঃ স্বভাববর্ণনং স্বভাবোক্তিঃ। নায়কতল্লজাবিতি পাঠো বা ॥ ৫৪ ॥

অঘারেঃ সুবিপুলং বক্ষঃস্থলং বিলসতীতি পরেণান্বয়ঃ। কীদৃশং। রেখাস্বরূপং লক্ষ্ম্যাশ্রিতো বামভাগো যস্য তং। শ্রীবৎসস্য ছব্যা উত্তমশোভয়া বিরাজিতো দক্ষিণাংশো দক্ষিণভাগো যস্য তৎ। কণ্ঠস্থকৌস্তুভমণের্গভস্তিভিঃ কিরণৈর্বিরাজমানং। বনমালিকায়াঃ শশ্বদ্বিলাসেন ললিতং ॥ ৫৫ ॥

পার্শ্বযুগল রূপ প্রশস্ত প্রেয়সীর সংস্পর্শে সমুৎসুক হইয়া নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে ॥ ৫৪ ॥

যাহার বামভাগ, রেখারূপা লক্ষ্মীকর্ত্তৃক আশ্রিত অর্থাৎ যাহার বামদিকে সুবর্ণরেখা বর্ত্তমান এবং দক্ষিণদিগে শ্রীবৎস চিহ্ন শোভা পাইতেছে, তথা কণ্ঠস্থ কৌস্তুভমণির কিরণমালায় যাহা বিরাজমান ও যাহা সতত বনমালার দ্বারা শোভা পাইতেছে। আর যাহা ব্রজসুন্দরীদিগের হৃদয় স্পৃহার আধার

---

* এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্ব ও নাগর এবং শ্রীরাধার পার্শ্ব ও প্রেয়সীর অভেদহ রূপক, এই রূপক সমস্তবস্তুবিষয়ক। পার্শ্বদ্বয়ের স্বভাববর্ণই স্বভাবোক্তি ॥ ৫৪ ॥

শ্রীবল্লবীহৃদয়দোহৃদভাজনং শ্রী-
রাধামনোনৃপহরিণ্মণিসিংহপীঠম্ ।
ত্রৈলোক্যযৌবতমনোহরমাধুরীকং
বক্ষঃস্থলং সুবিপুলং বিলসত্যঘারেঃ ॥ ৫৬ ॥
যুগ্মকম্ ॥

রূপকস্বভাবোক্তী *

মুক্তাবলী সুরধুনী তনুরোমরাজী
ভাস্বৎসুতাতরলকান্তিসরস্বতীনাম্ ।

বল্লবীনাং হৃদয়দোহদস্য হৃদয়স্পৃহায়া ভাজনং পাত্রং। রাধামনোরাজ্ঞঃ হরিণ্মণেঃ সিংহপীঠং সিংহাসনং। ত্রৈলোক্যবর্ত্তিযৌবতস্য যুবতীসমূহস্য মনোহরা মাধুরী যস্য তৎ। দোহদঃ, "ইচ্ছাকাঙ্ক্ষা স্পৃহে"ত্যমরঃ। ইন্দ্র-নীলমণিকৃতসিংহাসনকৃষ্ণবক্ষঃস্থলয়োস্তাদাত্ম্যং রূপকং। বক্ষসঃ স্বরূপবর্ণনং স্বভাবোক্তিঃ ॥ ৫৬ ॥

সুরধুনী গঙ্গা ভাস্বৎসুতা যমুনা। তরলো হারমধ্যগরত্নালঙ্কারবিশেষ-স্তস্য কান্তিররুণবর্ণঃ সৈব সরস্বতী। আসাং গঙ্গা যমুনা সরস্বতীনাং সঙ্গেন

শ্রীরাধার হৃদয় রাজের নীলকান্তমণি নির্ম্মিত সিংহাসন, ত্রিভুবনস্থ যুবতিগণের মনোরম মাধুরী নিচয় যাহাতে সদা বর্ত্তমান, এতাদৃশ সুন্দর ও বিশালতম অঘারি শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থল বিরাজ করিতেছে ॥ ৫৫—৫৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণের দেহস্থিত মুক্তাবলীই গঙ্গা, রোমরাজীই যমুনা এবং তরল অর্থাৎ হারমধ্যস্থিত মণিকান্তিই—সরস্বতী হইয়াছেন, অতএব এই ত্রিবিধ শ্রেষ্ঠ-

---

* এই শ্লোকে ইন্দ্রনীলমণি কৃত সিংহাসন ও কৃষ্ণ বক্ষঃস্থল এই উভয়ের অভেদই রূপক। আর বক্ষঃস্থলের স্বরূপ বর্ণন স্বভাবোক্তি ॥

সঙ্গেন মঙ্গলকরং ত্রিজগজ্জনানাং
কৃষ্ণস্য নৌমি তমুরঃস্থলতীর্থরাজম্ ॥ ৫৭ ॥

রূপকং §

দোঃ স্তম্ভযুগ্মমনু কান্তিবটীনিবদ্ধা
বক্ষঃস্থলী লবণিমোচ্ছলিতা মুরারেঃ।
অশ্রান্তদোলনবিহারিরতীশযূনো-
র্দোলেব জিষ্ণুমণিসংঘটিতা বিভাতি ॥ ৫৮ ॥

রূপকোৎপ্রেক্ষে ‡

ত্রিজগজ্জনানাং মঙ্গলকরং। কৃষ্ণস্যোরঃস্থলরূপং তং তীর্থরাজং প্রয়াগং নৌমি। উরঃস্থলপ্রয়াগয়োস্তাদাত্ম্যং রূপকঃ ॥ ৫৭ ॥

মুরারের্বক্ষঃস্থলী অশ্রান্তং নিরন্তরং দোলনবিহারে শীলং যয়োস্তাদৃশরতীশযূনোঃ রতিকন্দর্পরূপযুবদ্বয়স্য জিষ্ণুমণিনা ইন্দ্রনীলরত্নেন ঘটিতা নির্ম্মিতা দোলেব বিভাতি। দোলাসাম্যমাহ, দোঃ স্তম্ভযুগ্মমনু লক্ষীকৃত্য কান্তিরেব বটী রজ্জুস্তয়া নিবদ্ধা। লবণিম্না উচ্ছলিতা। দোঃ স্তম্ভয়োঃ কান্তিরজ্জ্বোর্বক্ষঃস্থলদোলায়াশ্চ সমস্তবস্তুবিষয়ং তাদাত্ম্যং রূপকং। দোলারূপৈকরূপকস্য প্রাধান্যেন বিবক্ষিতমত্র নিঃসঙ্গং। অন্যদোলায়াঃ বক্ষস উৎকর্ষ উৎপ্রেক্ষা ॥ ৫৮ ॥

তীর্থের সংসর্গে ভুবনমধ্যবর্ত্তি জনের মঙ্গলকারি শ্রীকৃষ্ণের সেই বক্ষঃস্থলকে আমি বন্দনা করি ॥ ৫৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলী সদা দোলনবিহারশীল রতি ও কন্দর্পরূপ যুবক যুবতীর ইন্দ্রনীলমণি নির্ম্মিত দোলার ন্যায় শোভা পাইতেছে, যে হেতু বাহুরূপ

§ উরঃস্থল ও প্রয়াগের অভেদ হেতু রূপক ॥

‡ বক্ষঃস্থল ও দোলার সমস্তবস্তুবিষয়ক অভেদ রূপক। দোলারূপের এক রূপকের প্রাধান্য রূপে বলিবার ইচ্ছাই এস্থলে নিঃসঙ্গ। অন্য দোলা অপেক্ষা বক্ষের যে উৎকর্ষ তাহাই উৎপ্রেক্ষা ॥

বক্ষো হরে র্মদনশাকুনিকস্য মন্যে
গোপাঙ্গনানয়নখঞ্জনবন্ধনায় ।
শ্রীবৎসকুণ্ডলিকয়াম্বিতমঙ্ককীল-
লাবণ্যজালবিততিস্থলতাং প্রপেদে ॥ ৫৯ ॥

রূপকোৎপ্রেক্ষে *

হরের্বক্ষঃ গোপসুন্দরীনয়নখঞ্জনবন্ধনার্থং কন্দর্পব্যাধস্য স্থলতাং প্রপেদে ইতি মন্যে। কীদৃশং? শ্রীবৎসএব কুণ্ডলিকা পক্ষিধারণপাত্রং তয়া যুতং। অঙ্কঃ স্তনস্য চতুর্দ্দিক্ষু কুণ্ডলাকারেণ শ্বেতরোমাবলীরূপচিহ্নং স্বর্ণরেখাকার-লক্ষ্মীরূপচিহ্নং চ বক্ষো মধ্যং বা। "উৎসঙ্গচিহ্নয়োরঙ্ক" ইত্যমরঃ। কীলে কিঞ্চিদুচ্চস্তনয়ো র্মধ্যবর্ত্তিনৌ অঙ্গবিশেষৌ তস্য তয়োশ্চ লাবণ্যরূপজালস্য বিততি র্বিস্তারো যত্র তাদৃশং। নয়নখঞ্জনয়োঃ অঙ্গকীলয়োঃ। লাবণ্যজালয়ো-স্তাদাত্ম্যং রূপকং। খঞ্জনাদিভ্যো নয়নাদেরুৎকর্ষোহত্রোৎপ্রেক্ষা ॥ ৫৯॥

স্তনদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া কান্তিরূপ রজ্জু দ্বারা এই দোলা নিবদ্ধ এবং লাবণ্য দ্বারা যাহা উজ্জ্বলিত হইয়া রহিয়াছে ॥ ৫৮ ॥

বোধকরি শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থল কন্দর্পরূপ ব্যাধ ব্রজসুন্দরীদিগের নেত্র খঞ্জনকে বন্ধন করিবার নিমিত্ত সমর্থ। যে হেতু ঐ বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসরূপ কুণ্ডলী অর্থাৎ পক্ষিধারণপাত্রযুক্ত এবং অঙ্ক অর্থাৎ স্তনের চতুর্দ্দিকে কুণ্ডলা-কার শ্বেতরোমাবলী অথবা সুবর্ণরেখাকৃতি লক্ষ্মীচিহ্ন কিম্বা বক্ষঃস্থলের মধ্যবর্ত্তী দেহলাবণ্যরূপ জলের বিস্তার যাহাতে বর্ত্তমান, তাদৃশ আধার রূপ যাহা লাভ করিয়া শোভা পাইতেছে । ৫৯ ॥

* এই পদ্যে নয়ন ও খঞ্জন, অঙ্গ ও কীল, লাবণ্য ও জাল, ইহাদের পরস্পর অভেদ হেতু রূপক। আর খঞ্জনাদি অপেক্ষা নয়নাদির উৎকর্ষ হেতুক উৎ-প্রেক্ষা ॥

বক্ষশ্ছলাৎ স্থূলঘুকীলকযুক্স্তনাখ্য-
শ্রীচক্রিকাখচিতপার্শ্বযুগং বকারেঃ।
শ্রীরাধিকাযুবতিরত্নবিরাজিচেতঃ-
কোষালয়স্য হরিরত্নকপাটমস্তি ॥ ৬০ ॥

রূপকাপহ্নুত্যুৎপ্রেক্ষাঃ ॥ †

বকারের্বক্ষশ্ছলাৎ শ্রীরাধিকা এব যুবতিরত্নং তেন বিরাজিরাধারূপযুবতি-রত্নাধারং যৎ শ্রীকৃষ্ণচেতস্তদেব কোষালয়ো ভাণ্ডারগৃহং তস্য হরিরত্নমিন্দ্র-নীলমণি স্তন্নির্ম্মিতং কপাটমস্তি কীদৃশং ? স্থূলঘুকীলকাভ্যাং যুজ্যেতে যে স্তন-নামনী চক্রিকে তাভ্যাং খচিতং যুক্তং পার্শ্বযুগং যস্য। কৃষ্ণবক্ষঃ কপাটয়ো-স্তাদাত্ম্যং রূপকং। বক্ষঃস্থলাদীনাং কপাটাদিনান্যথাকরণমপহ্নুতিঃ। কপাটা-দ্যপেক্ষয়া স্থূলঘু ইত্যাদি বিশেষণেন কীর্ত্তনং বক্ষশ্ছলাৎ ইতি পদদ্যোতা বক্ষস উৎপ্রেক্ষা ॥ ৬০ ॥

যুবতিগণ মধ্যে রত্ন স্বরূপা শ্রীরাধার শোভমান মনোরূপ কোষাগারের সম্বন্ধে বকারি শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃছলে যেন ইন্দ্রনীলমণি নির্ম্মিত কপাটরূপে শোভা পাইতেছে, যে হেতু স্তনযুগলোপরি ক্ষুদ্র কীলকযুক্ত স্তননামক দুইটী চক্রদ্বারা যাহার উভয়পার্শ্ব খচিত হইয়াছে ॥ ৬০ ॥

† এই পদ্যে, কৃষ্ণবক্ষঃ ও কপাটের অভেদহেতুক রূপক। বক্ষঃস্থলাদির কপাটাদির সহিত অন্যথাকরণ অপহ্নুতি। কপাটাদি অপেক্ষা স্থূলঘু কীলক ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা কীর্ত্তন, বক্ষঃস্থলচ্ছলে এই পদদ্বারা বক্ষের উৎকর্ষই উৎপ্রেক্ষা ॥

গোপালিকাহৃদয়বাঞ্ছিতপূর্ত্তয়ে শ্রী-
তাপিঞ্ছকল্পতরুসুন্দরকন্দলৌ যৌ ।
সাধ্বীত্বগর্ব্ব-শশ-ঘাত-কৃতে সখীনাং
তাপিঞ্ছসারপরিঘৌ স্মরলুব্ধকস্য ॥ ৬১ ॥

রূপকং ॥ *

গোপাঙ্গনাহৃদয়তণ্ডুলকণ্ডনায়
মাহেন্দ্রনীলমুষলৌ কুশলার্গলে যৌ ।

অথারেভৌ শ্রীমদ্ভুজৌ মে মনসি স্ফুরতামিতি তৃতীয়শ্লোকেন সম্বন্ধঃ। কীদৃশৌ। যৌ গোপিকাবাঞ্ছাপূর্ত্তয়ে তমালকল্পতরোঃ সুন্দরকন্দলৌ নবাঙ্কুরৌ সখীনাং সাধ্বীত্বরূপগর্ব্বএব শশো মৃগবিশেষস্তস্য ঘাতার্থং স্মরলুব্ধকস্য স্মর-ব্যাধস্য তাপিঞ্ছসারপরিঘৌ। কন্দলভুজয়োঃ পরিঘভুজয়োস্তাদাত্ম্যং রূপকং সমস্তবস্তুবিষয়ং নিঃশঙ্কঞ্চ ॥ ৬১ ॥

যৌ ভুজৌ গোপীনাং হৃদয়রূপতণ্ডুলস্য কণ্ডনায় সাধ্বীত্বাদিতুষাণাং দূরী-করণপূর্ব্বক শোধনার্থং ইন্দ্রনীলমণিমুষলৌ। যৌ রাধাদীনাং হৃদয়গৃহস্য বংসং বক্ষঃস্তম্ভরূপকপাটিকায়াঃ কুশলার্গলে। চকারাদ্যৌ রাধাদীনাং চিত্তমেব শুক-

---

শ্রীকৃষ্ণের যে ভুজযুগল ব্রজসুন্দরীদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণের নিমিত্ত তমাল বৃক্ষের সুন্দর নবাঙ্কুর এবং সাধ্বীসকলের সাধ্বীত্ব গর্ব্বরূপ মৃগীর বিনাশার্থ কন্দর্পব্যাধের তমালবৃক্ষের সারভাগ দ্বারা নির্ম্মিত পরিঘ সদৃশ ॥ ৬১ ॥

শ্রীকৃষ্ণের যে ভুজযুগল ব্রজসুন্দরীদিগের হৃদয়রূপ তণ্ডুলের সতিত্বাদি গর্ব্বরূপ তুষের নিরাকরণ পূর্ব্বক ইন্দ্রনীলমণি নির্ম্মিত মুষলদ্বয়--শ্রীরাধাদির

---

* এই শ্লোকে কন্দল ও ভুজ, আর পরিঘ ও ভুজ এই সকলের অভেদহেতু রূপক, এই রূপক সমস্তবস্তুবিষয়ক এবং নিঃশঙ্ক ॥

রাধাদিহৃন্নিলয়বৎসকপাটিকায়াঃ
রাধাদিচিত্তশুকপঞ্জরদণ্ডিকে চ ॥ ৬২ ॥
মালারূপকং ॥ *

পীনায়তৌ লবণিমোচ্ছলিতৌ সুবৃত্তৌ
পদ্মাদিবিশ্বরমণীকমনীয়শোভৌ।
পীনস্তনীহৃদয়দোহদভাজনং তৌ
শ্রীমদ্ভুজৌ মনসি মে স্ফুরতামঘারেঃ ॥ ৬৩ ॥
রূপকস্বভাবোক্তী ॥ সন্দানিতকং ॥ §

স্তস্থ পঞ্জরস্থ দণ্ডিকে। মালা স্যাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্বং চেদুত্তরোত্তরমৃচ্ছতি। পূর্ব্বমত্র যৌ ভুজৌ মাহেন্দ্রনীলমুষলৌ। উত্তরং পশ্চাদপি যৌ ভুজৌ মুষলার্গলে। পঞ্জরদণ্ডিকে চেত্যনেন প্রকারেণ মালা ভুজমুষলয়োস্তাদাত্ম্যং রূপকঞ্চ সমস্তবস্তুবিষয়ং প্রাসঙ্গি চ ॥ ৬২ ॥

কীদৃশৌ পীনৌ স্থূলৌ আয়তৌ দীর্ঘৌ চ। লবণিম্নোচ্ছলিতাবতিপূর্ণৌ। সুবৃত্তৌ সুবলিতৌ পদ্মা লক্ষ্মীস্তদাদিবিশ্বস্ত্রীণাং কমনীয়া শোভা লয়ো স্তৌ। পীনস্তনীহৃদয়দোহদস্যাকাঙ্ক্ষায়াং পূর্ত্তে র্বা ভাজনং পাত্রে। ভুজয়োঃ স্বভাবকনং স্বভাবোক্তিঃ ॥ ৬৩ ॥

হৃদয়রূপগৃহের বক্ষরূপ কপাটের সমর্থতর অর্গল স্বরূপ, তথা শ্রীরাধাদির মনোরূপ শুকপক্ষির পঞ্জরদণ্ডিকা স্বরূপ ॥ ৬২ ॥

অপিচ শ্রীকৃষ্ণের যে স্থূল ও আয়ত তথা লাবণ্যোচ্ছলিত ও সুঘটিত ভুজযুগল পদ্মাদি বিশ্বস্থিত রমণীদিগের কমনীয়শোভা সম্পন্ন এবং পীনস্তনী

---

* এই শ্লোকে ভুজই মুষক ও অর্গল এবং পঞ্জর দণ্ডিকা, এই প্রকারে মালা। ভুজ ও মুষলের অভেদই রূপক এই রূপক সমস্তবস্তুবিষয়ক ॥

§ এই শ্লোকে ভুজযুগলের স্বভাবকথনই স্বভাবোক্তি। রূপক পূর্ব্ববৎ ॥

তরুণিম মধুফুল্লে শ্রীহরেস্তন্বরণ্যে
মধুরিমমদনাখ্যৌ কিং প্রবিষ্টৌ মদেভৌ ।
সুভুজযুগলশুণ্ডাপাণিসৎপুষ্করাভ্যাং
নিরবধি চরতস্তৌ জানুরুক্পল্লবানি ॥ ৬৪ ॥

রূপকানুমানোৎপ্রেক্ষাঃ ॥ †

তরুণিমরূপেণ মধুনা বসন্তেন ফুল্লে হরে স্তনুরূপবনে মধুরিমমদনাখ্যৌ। মধুরিমাচ মদনশ্চেত্যাখ্যে যয়োস্তৌ কিম্বা মধুরিম্না মদয়ত ইতি মধুরিমমদনৌ তদাখ্যৌ মদেভৌ মত্তহস্তিনৌ কিং প্রবিষ্টৌ। সুভুজযুগলং সুন্দরং কৃষ্ণভুজযুগলং। তদ্রূপশুণ্ডয়ো র্যে পাণিরূপসৎপুষ্করে তাভ্যাং শুণ্ডাগ্রাভ্যাং জানুনোরুচঃ কান্তয়ঃ এব পল্লবানি কোমলপত্রাণি তানি নিরবধি সদা চরতঃ ভক্ষয়তঃ আজানুবাহুত্বমুক্তং তনুবনয়োঃ। ভুজশুণ্ডয়োঃ। পাণিপুষ্করয়োঃ। সমস্তবস্তুবিষয়ং তাদাত্ম্যং রূপকং। শুণ্ডাগ্রেণ ভোজনং হেতুং কৃত্বা কৃষ্ণশরীরে হস্তিঃ প্রবেশঃ সাধ্যমত্রানুমানং। শুণ্ডোপমানেনোপমা। যয়ো র্ভুজয়োঃ কিমিতি পদদ্যোত্যা উৎকর্ষ উৎপ্রেক্ষা ॥ ৬৪ ॥

ব্রজাঙ্গনাগণের হৃদ্গত বাসনার আস্পদস্বরূপ, সেই শোভমান হরির ভুজদ্বয় আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি লাভ করুক ॥ ৬৩ ॥

তারুণ্যরূপ বসন্ত দ্বারা প্রফুল্লিত শ্রীকৃষ্ণের দেহরূপবনে মদন নামক কি দুইটী মাধুর্য্যশালী মদমত্ত গজরাজই প্রবেশ করিয়াছে? তাহা না হইলে সুন্দর বাহুযুলরূপ শুণ্ডাকৃতি করকমল দ্বারা জানুর কান্তিপল্লবকে ভোজন করিবে ॥ ৬৪ ॥

---

† এই শ্লোকে তনু ও বন, ভুজ ও শুণ্ড এবং পাণি ও পুষ্কর, এই সকলের অভেদ হেতু সমস্তবস্তুবিষয়ক রূপক, শুণ্ডাগ্রে ভোজনকে হেতু করিয়া কৃষ্ণশরীরে হস্তির প্রবেশের সাধ্যতাই অনুমান। শুণ্ডার উপমান দ্বারা ভুজযুগলের উপমা, "কিং" এই পদ প্রয়োগে যে উৎকর্ষ তাহাই উৎপ্রেক্ষা ॥

শ্রীকৃষ্ণদোর্যুগ্মমিষেণ বেধসা

তন্মাধুরীদোলিকয়া সমন্বিতৌ।

রমাদিযোষিন্মতিদোলনায় কিং

স্তম্ভৌ বিচিত্রৌ হরিরত্নজৌ কৃতৌ ॥ ৬৫ ॥

রূপকাপহ্নুত্যুৎপ্রেক্ষাঃ ॥ *

শ্রীকৃষ্ণদো যুর্গ্মমিষেণ লক্ষ্ম্যাদীনাং মতে র্দোলনায় বেধসা ইন্দ্রনীলমণিজৌ বিচিত্রৌ মনোহরৌ স্তম্ভৌ কৃতৌ। কীদৃশৌ তয়ো ভুর্জয়ো র্মাধুরী ইতস্ততো গমনশীলা সৈব দোলিকা তয়া সমন্বিতৌ যুক্তৌ। ভুজস্তম্ভয়ো র্মাধুরী-দোলিকয়ো স্তাদাত্ম্যং রূপকং পূর্ব্ববৎ। ভুজাদীনাং স্তম্ভাদিত্বেনান্যথাকৃতিঃ। প্রকৃতান্ ভুজাদীন্ নিষিধ্য স্তম্ভাদীনাং স্থাপনমপহ্নুতিঃ। স্তম্ভাপেক্ষয়া ভুজয়োরুৎকর্ষঃ পূর্ব্ববদুৎপ্রেক্ষা ॥ ৬৫ ॥

বিধাতা শ্রীকৃষ্ণের ভুজযুগলচ্ছলে লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবীগণের মতিকে আন্দোলিত করিবার নিমিত্ত কি তদীয় মাধুরীরূপ দোলিকাযুক্ত দুইটী ইন্দ্র-নীলমণি নির্ম্মিত মনোহর স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছেন ? ॥ ৬৫ ॥

---

* এই শ্লোকে ভুজ ও স্তম্ভ, মাধুরী ও দোলিকা ইহাদের অভেদ হেতু রূপক। ভুজাদির স্তম্ভাদিরূপে যে অন্যথাকৃতি (প্রকৃত ভুজাদিগকে নিষেধ করিয়া স্তম্ভাদির স্থাপন) অপহ্নুতি এবং স্তম্ভাপেক্ষা ভুজের উৎকর্ষই উৎ-প্রেক্ষা ॥

স্মরনৃপকৃতগোপীধৈর্য্যনাশাভিচার-
ক্রতুহরিমণিযূপৌ দোর্ম্মিষাৎ কৃষ্ণদেহে ।
লসৎ ইহ কবীনাং কাব্যমেতন্মতং মে
প্রণয়শুচিরসাব্ধে র্নির্গতৌ সৎপ্রবাহৌ ॥ ৬৬ ॥

উৎপ্রেক্ষারূপকাপহ্নুতয়ঃ ॥ *

কৃষ্ণদেহে দোষৌ হস্তয়োর্মিষাৎ স্মরনৃপকৃতস্য গোপীনাং ধৈর্য্যনাশায় অভিচারক্রতো মারণযজ্ঞস্য হরিমণিকৃতৌ যূপৌ লসতঃ ইহ জগতি কবীনাং এতৎ কাব্যং, মে মতন্তু প্রণয়ঃ প্রীতিস্তজ্জনাশুচিরসাব্ধেঃ শৃঙ্গাররসসমুদ্রস্য সৎপ্রবাহৌ নির্গতৌ । ইন্দ্রনীলমণিযূপশৃঙ্গাররসপ্রবাহাৎ হস্তয়োরুৎকর্ষ-উৎপ্রেক্ষা। হস্তযূপয়োঃ হস্তপ্রবাহয়োঃ পূর্ব্ববৎ সমস্তবস্তুবিষয়ং প্রাসঙ্গিচ। তাদাত্ম্যং রূপকং যূপপ্রবাহাভ্যাং হস্তয়োরন্যথাকৃতিঃ প্রকৃতং হস্তং নিষিধং যূপপ্রবাহয়োঃ স্থাপনমপহ্নুতি ॥ ৬৬ ॥

অপর "গোপীদিগের ধৈর্য্য বিনাশ করিবার নিমিত্ত কন্দর্পরাজ কৃত অভিচার-ক্রতু অর্থাৎ মারণ যজ্ঞের ইন্দ্রনীলমণি কৃত যূপদ্বয়ই যেন শ্রীকৃষ্ণের বাহুযুগলছলে শোভা পাইতেছে" এইটী কবিগণের কাব্য অর্থাৎ কল্পিত বর্ণনা। কিন্তু, আমার মত এই যে, "প্রীতি জন্য শৃঙ্গার রসসাগরের যেন দুইটী প্রবাহই নির্গত হইয়াছে" ॥ ৬৬ ॥

---

* এই শ্লোকে, ইন্দ্রনীলমণি যূপ ও শৃঙ্গাররসপ্রবাহ দ্বারা ইহাতে কর-যুগলের যে উৎকর্ষ তাহাই উৎপ্রেক্ষা। হস্তযূপ ও হস্তপ্রবাহ দ্বারা ইহাদের পূর্ব্বের ন্যায় সমস্তবস্তুবিষয়ও প্রাসঙ্গি এবং অভেদই রূপক। আর হস্তদ্বয়ের অন্যথাকৃতি অর্থাৎ প্রকৃত হস্তকে নিষেধ করিয়া যূপ প্রবাহের যে স্থাপন তাহাই এস্থলে অপহ্নুতি ॥

শঙ্খার্দ্ধেন্দুযবাঙ্কুশৈররিগদাচ্ছত্রধ্বজস্বস্তিকৈ-
র্যূপাব্জাসিহলৈর্ধনুঃপরিঘকৈঃ শ্রীবৃক্ষমীনেষুভিঃ।
নন্দ্যাবর্ত্তচয়ৈস্তথাঙ্গুলিগতৈরেতৈর্নিজৈর্লক্ষণৈ
র্ভাতঃ শ্রীপুরুষোত্তমত্বগমকৈঃ পাণী হরেরঙ্কিতৌ ॥৬৭॥

স্বভাবোক্তিঃ ॥ ‡

হরেঃ পুরুষোত্তমত্বজ্ঞাপকৈর্নিজৈরেতৈর্লক্ষণৈরঙ্কিতৌ পাণী করতলদ্বয়ং ভাতঃ। অঙ্কান্যাহ। শঙ্খঃ ১ অর্দ্ধেন্দুঃ ২ যবঃ ৩ অঙ্কুশঃ ৪ অরিশ্চক্রং ৫ গদা ৬ ছত্রং ৭ ধ্বজঃ ৮ স্বস্তিকং ৯ যূপং ১০ অব্জং ১১ অসিঃ খর্গঃ১২ হলং ১৩ ধনুঃ ১৪ পরিঘঃ ১৫ শ্রীবৃক্ষো বিল্ববৃক্ষঃ শোভিতবৃক্ষো বা ১৬। মীনঃ ১৭ ইষুর্বাণঃ ১৮ অঙ্গুল্যগ্রগতৈর্নন্দ্যাবর্ত্তচয়ৈশ্চক্রসমূহৈঃ ঊনবিংশতিশ্চিহ্নানি। স্বভাবসিদ্ধানি স্বভাবোক্তিঃ ॥ ৬৭ ॥

শঙ্খ ১, অর্দ্ধচন্দ্র ২, যব ৩, অঙ্কুশ ৪, আরি (চক্র) ৫, গদা ৬, ছত্র ৭, ধ্বজ ৮, স্বস্তিক ০, যূপ ১০, অব্জ ১১, অসি ১২, হল ১৩, ধনু ১৪, পরিঘ (অর্গল) ১৫, শ্রীবৃক্ষ (বিল্ববৃক্ষ) অথবা শোভিত বৃক্ষ ১৬, মীন (মৎস্য) ১৭, ইষু [বাণ] ১৮, এই অষ্টাদশ চিহ্ন এবং অঙ্গুলির অগ্রস্থিত নন্দ্যাবর্ত্ত অর্থাৎ চক্র সমূহ, পুরুষোত্তমত্ব জ্ঞাপক নিজের এই ঊনবিংশতি চিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত শ্রীকৃষ্ণের করতলদ্বয় হইতেছে ॥ ৬৭ ॥

‡ শঙ্খ প্রভৃতি চিহ্ন গুলি শ্রীকৃষ্ণের হস্তদ্বয়ের স্বভাবসিদ্ধ সুতরাং এস্থলে স্বভাববর্ণনই স্বভাবোক্তি ॥

হস্তৌ স্বভাবমৃদুলাবপি কর্কশৌ তৌ
শৌরে র্মহাপুরুষলক্ষ্মতয়োচুরেকে ।
তন্নানৃতং যদি তদাকমঠীকঠোর-
গোপীস্তনানিশবিমর্দ্দনমত্র হেতুঃ ॥ ৬৮ ॥

কাব্যলিঙ্গোৎপ্রেক্ষে ॥ †

হরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য হস্তৌ স্বভাবমৃদুলাবপি তৌ মহাপুরুষচিহ্নতয়া কর্কশৌ । যদি যদাপি একে উচুঃ । তদা তদাপি তৎ তেষাং বচনমনৃতং মিথ্যা ন সত্যমেব । কমঠীকচ্ছপী তস্যা অপি তৎপৃষ্ঠদেশাদপি কঠোরাণাং গোপীস্তনানাং অনিশং সদা বিমর্দ্দনমত্র করয়োঃ কার্কশ্যে হেতুঃ । আসাং কঠিনস্তনমর্দ্দনাদ্ধেতো স্তয়োঃ কার্কশ্যমিতি ভাবঃ । পুরুষহস্তয়োঃ কাঠিন্যে মহাপুরুষতৈব হেতুঃ । গোপীকঠিনস্তনমর্দ্দনজন্যপদার্থতাহেতোঃ কাঠিন্যসিদ্ধিরত্র কাব্যলিঙ্গং । পদবাক্যার্থতাহেতোঃ কাব্যলিঙ্গং প্রকীর্ত্তাতে । অস্যার্থঃ । যত্র পদার্থরূপহেতো র্বাক্যার্থতারূপহেতো র্বা কার্য্যসিদ্ধি স্তৎ কাব্যলিঙ্গনামালঙ্কারঃ । অন্যমহাপুরুষচিহ্নাৎ স্বভাবমৃদুলাবিতি বিশেষণান্তরদানেন কীর্ত্তনং যদি তদেতি পদদ্যোত্যাত্রোৎকর্ষোহত্রোৎপ্রেক্ষা ॥ ৬৮ ॥

"শ্রীকৃষ্ণের করযুগল স্বভাবত কোমল হইলেও মহাপুরুষের চিহ্নহেতু অতীব কর্কশ" কেহ কেহ এইরূপ বর্ণন করিয়া থাকেন যে, একথা তত মিথ্যা নহে, পরন্তু সত্যই বলিতে হইবে, যে হেতু কমঠীর (কচ্ছপীর) ন্যায়

*ব্রজসুন্দরীগণের কঠিনস্তনমর্দ্দনরূপ পদার্থতা হেতু যে কাঠিন্যসিদ্ধি, তাহাই এস্থলে কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার জানিতে হইবে ।

আর অন্য মহাপুরুষ চিহ্ন হইতে "স্বভাবমৃদুলৌ" এই বিশেষণ দান দ্বারা যে কীর্ত্তন, যদিও তাদাত্ম্য শব্দের প্রয়োগ দ্বারা উৎকর্ষ বশতঃ উৎপ্রেক্ষা নামক অলঙ্কার ॥

অনঙ্গশরজর্জ্জরব্রজনবীনরামালিহৃ-
দ্বিশল্যকরণৌষধিপ্রথমপল্লবৌ সুন্দরৌ।
রসোচ্ছলিতরাধিকোরসিজহেমকুম্ভদ্বয়ী
বিভূষণনবাম্বুজে ব্রজবিধোঃ করৌ দীব্যতঃ॥ ৬৯॥

রূপকং॥ *

ব্রজবিধোঃ করৌ দীব্যতঃ। কীদৃশৌ। স্মরশরজর্জ্জরস্থ ব্রজনবীনরামা শ্রেণীনাং হৃদো বিশল্যকরণাখ্যৌষধেঃ প্রথমপল্লবৌ। রসোচ্ছলিতরাধাকুচ-হেমকুম্ভয়ো বিভূষণরূপনবাম্বুজে। করবিশল্যাখ্যৌষধিপল্লবয়োঃ কুচহেম-কুম্ভয়োঃ। করনবাম্বুজয়োরুপমানোপমেয়য়োর্দানাৎ সমস্তবস্তুবিষয়ং প্রাসঙ্গিচ রূপকং॥ ৬৯॥

কঠোর স্তন-যুক্ত ব্রজাঙ্গনাগণের স্তনে নিরন্তর সবিশেষ মর্দ্দন করাই কর্কশ হওয়ার প্রতি কারণ॥ ৬৮॥

যে করযুগল কন্দর্পশরে জর্জ্জরিত ব্রজস্থ যুবতীদিগের হৃদয়ের বিশল্যকরণ (বিশল্যকরণী) নামক প্রসিদ্ধ ঔষধি পল্লব এবং যাহা নানাবিধ রসে উচ্ছলিত শ্রীরাধার হৈম স্তনকুম্ভের ভূষণ স্বরূপ নূতন দুইটী কমল সদৃশ, শ্রীবৃন্দা-বনচন্দ্রের হস্তদ্বয় শোভা পাইতেছে॥ ৬৯॥

---

* এই শ্লোকে, কর বিশল্যাখ্য (বিশল্য—করণী) ও ওষধিপল্লবের কুচ ও হেমরম্ভার এবং কর ও নবাম্বুজের উপমান ও উপমেয়ের বিদ্যমানতা বশতঃ সমস্তবস্তুবিষয়ক ও প্রাসঙ্গিক রূপক॥

শ্রীকামাঙ্কুশতীক্ষ্ণশৃঙ্গমুকুটৈঃ পূর্ণেন্দুসন্মণ্ডলৈঃ
শ্লিষ্টাঽন্যোন্যমিলদ্দলাবলিশিরঃপশ্চাদ্বিভাগে ক্বচিৎ।
অব্জে চেদভবিষ্যতাং বিকসিতশ্যামাম্বুজান্তর্গতে
শ্রীপাণ্যোরুপমাং তদাত্র কবয়োঽদাস্যন্নমূভ্যাং হরেঃ ॥৭০॥

তৃতীয়াতিশয়োক্তিঃ ॥ *

শ্রীঃ শোভা তয়া সহিতানাং কামাঙ্কুশানাং তীক্ষ্ণশৃঙ্গাণ্যেব মুকুটানি যেষাং তৈঃ পূর্ণেন্দুসন্মণ্ডলৈঃ শ্লিষ্টৌ অন্যোন্যং পরস্পরং মিলন্ত্যোর্দলাবল্যোঃ। শিরসামগ্রাণাং পশ্চাদ্বিভাগো যয়োস্তে। পুনর্বিকসিতশ্যামাম্বুজয়োরন্তর্গতে মধ্যগতে অব্জে পদ্মে রক্তপদ্মে চেদ্যদি ক্বচিৎ স্থলে অভবিষ্যতাং তদাত্র কবয়োঽমূভ্যামব্জাভ্যাং হরেঃ পাণ্যোরুপমামদাস্যন্। যদ্যর্থেন তু কল্পনা। যদ্য- সম্ভাবিনোঽর্থস্য তৃতীয়া চ। অস্যার্থঃ। যদি অসম্ভাবিতার্থস্য যদি শব্দার্থেন কল্পনা স্যাত্তদা তৃতীয়াতিশয়োক্তি র্জ্ঞেয়া। অত্র যদি শব্দার্থেন অসম্ভাবিতা- র্থস্য উক্তপ্রকারস্য কমলদ্বয়স্য শ্রীকৃষ্ণকরদ্বয়ে কল্পনাৎ। তৃতীয়াতিশয়োক্তিঃ। উপমানেন নিগীর্ণস্য গ্রস্তস্যোপমেয়স্য যন্নিরূপণং সাতিশয়োক্তিঃ। অত্র পাণেরঙ্গুলীন্যাং উপমেয়ানাং উপমানেন কামাঙ্কুশত্বেন গ্রস্তং তথা নখাগ্রাণাং

যাহার সুশোভিত কামাঙ্কুশের তীক্ষ্ণ শৃঙ্গরূপ মুকুট এতাদৃশ পূর্ণ- চন্দ্রের মণ্ডলদ্বারা পরস্পর সম্মিলিত দল সমূহের অগ্রস্থিত পশ্চাদ্ভাগ যাহার সংশ্লিষ্ট সেই রক্তকমল যদি কখনও বিকসিত কৃষ্ণবর্ণ কমলের মধ্যগত হয়,

---

* অসম্ভাবিত অর্থের "যদি" এই শব্দার্থ দ্বারা কল্পনা হয় তাহা হইলে তৃতীয় পকারের অতিশয়োক্তি জানিতে হইবে॥

এস্থলে যদি শব্দার্থের দ্বারা অসম্ভাবিত অর্থের অর্থাৎ উক্ত অসম্ভব পদ্ম- দ্বয়ের শ্রীকৃষ্ণের করযুগলে কল্পনা হেতু তৃতীয়া অতিশয়োক্তি হইয়াছে। উপমাগ্রস্ত উপমেয়ের যে নিরূপণ তাহার নাম অতিশয়োক্তি। এস্থলেও হস্তের অঙ্গুলি সমস্ত উপমেয় কামাঙ্কুশ রূপ উপমা দ্বারা গ্রস্ত হইয়াছে, তথা

বৃষভককুদনিন্দিস্কন্ধয়োস্তুঙ্গতাং সৎ-
পুরুষবরতয়ৈবেত্যাহুরেকে বকারেঃ।
মম তু মতমিদং শ্রীরাধিকাদোর্মৃণালী-
সততমিলনমোদাৎফুল্লতৈবাত্র হেতুঃ ॥ ৭১ ॥

কাব্যলিঙ্গরূপকে ॥ *

তীক্ষ্ণশৃঙ্গত্বেন নখানাং চন্দ্রমণ্ডলত্বেন। পাণেঃ পৃষ্ঠদেশস্য শ্যামাব্জত্বেন তল-দেশস্য রক্তাব্জত্বেন নিগীর্ণস্য নিরূপণং ॥ ৭০ ॥

বৃষভস্য পুঙ্গোঃ ককুদং স্কন্ধোপরিস্থং উচ্চমাংসপিণ্ডং নিন্দিতুং শীলং যয়োস্তয়ো র্বকারেঃ স্কন্ধয়োস্তুঙ্গতাং সৎপুরুষবরত্বেন এব একে আহুঃ মমতু মতমিদং। রাধাবাহুস্পর্শানন্দজাফুল্লতৈবাত্র তুঙ্গতায়াং হেতুঃ সৎপুরুষবরত্বেন স্কন্ধয়োস্তুঙ্গতা রাধাবাহুস্পর্শানন্দজপদার্থতাহেতোঃ স্কন্ধয়োস্তুঙ্গতাসিদ্ধিরত্র কাব্যলিঙ্গং। স্কন্ধককুদোস্তাদাত্ম্যং অতিশয়াভেদাদপহ্নুতভেদত্বং রূপকং সমস্তবস্তুবিষয়ং নিঃসঙ্গঞ্চ ॥ ৭১ ॥

তবে তাহার দ্বারা কবিসকল শ্রীকৃষ্ণের করকমলের উপমা প্রদান করিতে পারেন ॥ ৭০ ॥

উত্তুঙ্গ বৃষভস্কন্ধের উপরিস্থ উচ্চ মাংসপিণ্ড নিন্দাকারি কৃষ্ণস্কন্ধকে সৎ-পুরুষ-চিহ্ন বলিয়াই কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, কিন্তু আমাদিগের মত এই যে শ্রীরাধার ভুজ মৃণালীর নিরন্তর সম্মিলনানন্দে সঞ্জাত প্রফুল্লতাই ঐ কৃষ্ণ-স্কন্ধের উত্তুঙ্গতার প্রতি মুখ্যতম কারণ ॥ ৭১ ॥

নখাগ্র সকলের তীক্ষ্ণশৃঙ্গত্ব আর নখর সমস্তের চন্দ্রমণ্ডলত্ব, হস্তের পৃষ্ঠদেশের শ্যামবর্ণ পদ্মত্ব এবং তলদেশের রক্তপদ্মত্বরূপে গ্রস্ত (আয়ত্ত) হইয়াছে ॥

* এস্থলে শ্রীরাধার ভুজস্পর্শ জন্য আনন্দবশতঃ স্কন্ধদ্বয়ের তুঙ্গতা সিদ্ধিই কাব্যলিঙ্গ। আর স্কন্ধ ও ককুদের অভেদ, অতিশয় অভেদ হেতু ভেদ-লুক্কায়িত থাকায় সমস্তবস্তুবিষয় ও নিঃসঙ্গ রূপক ॥

অংসৌ হরেরুল্লসতঃ সমুন্নতৌ
মন্যে লসৎকৌস্তুভকণ্ঠমাধুরীম্।
দ্রষ্টুং সদোদ্গ্রীবিকয়োৎসুকেন তাং
পার্শ্বদ্বয়েনোন্নমিতৌ স্বমস্তকৌ ॥ ৭২ ॥

উৎপ্রেক্ষা ॥ *

ঊর্দ্ধে সুবিস্তৃতমধঃ ক্রমকার্শ্যযুক্তং
মাধুর্য্যভূমিভুজ আসনমৈন্দ্রনীলম্।

হরেঃ সমুন্নতৌ অংসৌ স্কন্ধৌ উল্লসতঃ। তাং প্রসিদ্ধাং সৎকৌস্তুভকণ্ঠমাধুরীং দ্রষ্টুং উৎসুকেন পার্শ্বদ্বয়েন সদোদ্গ্রীবিকয়া উচ্চগ্রীবং যথা স্যাত্তথা স্বমস্তকৌ উন্নমিতৌ অতঃ মন্যে। অন্যমাধুর্য্যাপেক্ষয়া কৌস্তুভকণ্ঠয়োঃ স্কন্ধয়োশ্চ মাধুর্য্যাস্যোৎকর্ষং মন্যে ইতি পদ-দ্যোত্যা উৎসুকেন ইতি হেতূপন্যাসেন উৎপ্রেক্ষা ॥ ৭২ ॥

মৃগদৃশাং দৃশামিষ্টং হরিপৃষ্ঠং ঈড়ে স্তৌমি। ঊর্দ্ধে ঊর্দ্ধদেশে সুবিস্তৃতং। অধোদেশে ক্রমেণ কার্শ্যযুক্তং। মাধুর্য্যরূপস্য ভূমিভুজো রাজ্ঞঃ ঐন্দ্রনীলমিন্দ্রনীলরত্ননির্ম্মিতমাসনং। লাবণ্যাতিশয়স্য বহনাদ্দরং ঈষন্নিম্নমধ্যং জল-

---

শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধদ্বয় সমুন্নত হওয়ায় আমি বোধ করি যেন সুন্দর কৌস্তুভান্বিত স্কন্ধের প্রসিদ্ধ মাধুরী দর্শন করিবার নিমিত্ত উন্নতগ্রীব ও সমুৎসুকচিত্তে মস্তক সহিত উভয় পার্শ্বই উন্নত হইয়া রহিয়াছে ॥ ৭২ ॥

মৃগাক্ষী ব্রজসুন্দরীদিগের নয়নপ্রীতিপ্রদ শ্রীকৃষ্ণের পৃষ্ঠদেশ আমি স্তব করি, তাহা সুবিস্তৃত ও অধোদেশে কৃশ হইয়া মাধুর্য্যরাজের ইন্দ্রনীলমণি

---

* অন্য মাধুরী-অপেক্ষা কৌস্তুভ ও কণ্ঠ এবং স্কন্ধযুগলের মাধুরীর যে উৎকর্ষ তাহাই এস্থলে উৎপ্রেক্ষা ॥

লাবণ্যপূরবহনাদ্দরনিম্নমধ্য-

মিষ্টং দৃশাং মৃগদৃশাং হরিপৃষ্ঠমীড়ে॥ ৭৩॥

স্বভাবোক্তিরূপকোৎপ্রেক্ষাঃ॥ *

সুস্থূলমূলাদ্দরকার্শ্যমঞ্জুলা

স্বমাধুরী সিংহশিরোধিদর্পহৃৎ।

শ্রীকেশজূটস্য বিলাসখট্টিকা

সুবর্ত্তুলা ভাতি মুকুন্দকন্ধরা॥ ৭৪॥

স্বভাবোক্তিরূপকব্যতিরেকাঃ॥ §

প্রবাহেণ ভূমেরিব। পৃষ্ঠস্য স্বভাববর্ণনং স্বভাবোক্তিঃ। মাধুর্য্যরাজ্যোঃ পৃষ্ঠাসনয়োঃ। লাবণ্যজলয়োস্তাদাত্ম্যং রূপকমিদং। প্রাসঙ্গিকমন্যপ্রকারং। অন্যপৃষ্ঠাদিতোঽস্য পৃষ্ঠাদেরুৎকর্ষ উৎপ্রেক্ষা॥ ৭৩॥

মুকুন্দস্য কন্ধরা ভাতি। সুস্থূলমূলমারভ্য দরং ঈষৎকার্শ্যেন মনোজ্ঞা। স্বমাধুরীভিঃ সিংহস্কন্ধরায়াঃ দর্পহৃৎ। শ্রীকেশজূটস্য বিলাসায় খট্বিকা। কন্ধরায়াঃ স্বরূপবর্ণনং কৃষ্ণকন্ধরাসিংহকন্ধরয়োস্তাদাত্ম্যং। অন্যকন্ধরাতোঽস্যা বৈলক্ষণ্যং ব্যতিরেকঃ॥ ৭৪॥

নির্ম্মিত আসনস্বরূপ হইয়াছে এবং তাহা অত্যন্ত লাবণ্যভার বহন করায় (উদরের পশ্চাৎ ভাগ) ঈষৎ নিম্ন হওয়ায় পরমাশ্চর্য্যরূপ ধারণ করিয়াছে॥ ৭৩॥

শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর স্থূল মূল আরম্ভ করিয়া ঈষৎ কৃশতা দ্বারা মনোহারিণী কন্ধর (গ্রীবা) স্বীয় মাধুরী দ্বারা সিংহকন্ধরারও দর্পহারিণী এবং সুশ্রী কেশপাশের শোভার অবস্থানার্থ খট্টার ন্যায় শোভা পাইতেছে॥ ৭৪॥

---

* এই শ্লোকে পৃষ্ঠদেশের স্বভাব বর্ণনই স্বভাবোক্তি, মাধুর্য্য ও রাজ্য, পৃষ্ঠ ও আসন এবং লাবণ্য ও জল এইরূপ অভেদ হেতু রূপক। অন্য পৃষ্ঠাদি হইতে এই পৃষ্ঠাদির যে উৎকর্ষ তাহাই উৎপ্রেক্ষা॥

§ এই শ্লোকে গ্রীবার স্বরূপ বর্ণনই স্বভাবোক্তি। অপিচ, কৃষ্ণগ্রীবা ও

পিক-তত-শুষিরালীনাদনিন্দিস্বরোর্ম্মি-
স্ত্রিভুবনজননেত্রানন্দিরেখাত্রয়শ্রীঃ।
নবনবনিজকান্ত্যা ভূষিতশ্রীমণীন্দ্রো
বিলসতি বকশত্রোঃ কণ্ঠনীলাশ্মকম্বুঃ ॥ ৭৫ ॥

রূপকম্ ॥ *

বকশত্রোঃ কণ্ঠরূপেন্দ্রনীলমণেঃ কম্বুঃ শঙ্খো বিলসতি। পিকস্য কোকিলস্য ততং বীণাদিবাদ্যং তস্য সুষিরং বংশ্যাদিবাদ্যং তস্য চালীনাং শ্রেণীনাং নাদস্য নিন্দী নিন্দনশীলঃ স্বরোর্ম্মিঃ স্বরতরঙ্গো যস্য সঃ। নবনবনিজকান্ত্যা ভূষিতঃ শ্রীমণীন্দ্রঃ কৌস্তুভো যেন সঃ। কণ্ঠশঙ্খয়োস্তাদাত্ম্যং অতিশয়াভেদাদপহ্নুতভেদত্বং রূপকং। পিকাদিপ্রকৃষ্টসজাতীয়বহুনাং সঙ্গাৎ প্রাসঙ্গিসমবস্তুবিষয়ঞ্চ ॥ ৭৫ ॥

বকরিপু শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠরূপ ইন্দ্রনীলমণি নির্ম্মিত শঙ্খ শ্রীমান্ মণীন্দ্র কৌস্তুভকে নব নব নিজ কান্তি দ্বারা ভূষিত করিয়াছে এবং যাহার স্বর কোকিল সকলের শব্দ, বীণাবাদ্য, বংশী প্রভৃতির বাদ্য ও ভ্রমরশ্রেণীর ঝঙ্কৃতিরও নিন্দাকারী হইয়া শোভা পাইতেছে ॥ ৭৫ ॥

সিংহকন্ধরা এই উভয়ের যে অভেদ, তাহাই রূপক এবং অন্য কন্ধরা হইতে কৃষ্ণকন্ধরার বৈলক্ষণ্যই ব্যতিরেক ॥

* এই শ্লোকে কণ্ঠ ও শঙ্খের অতিশয় অভেদহেতু ভেদ লুক্কায়িত থাকাই রূপক। কোকিল প্রভৃতি অনেকগুলি উৎকৃষ্ট সজাতীয়ের সম্মিলন হেতু প্রাসঙ্গিক ও সমস্তবস্তুবিষয়ক ॥

কণ্ঠোহরের্লসতি কৌস্তুভরাজহংস-
লীলামৃতাক্ষয়সরঃ সততং যতোঽস্মাৎ।
লাবণ্যনর্ম্মকবিতাবরগানসম্প-
দ্দিব্যাপগাঃ প্রতিদিশং কিল নিঃসরন্তি ॥ ৭৬ ॥

রূপকানুমানে ॥ *

হরেঃ কণ্ঠো লসতি। কীদৃশঃ। কৌস্তুভ এব রাজহংসস্তস্য লীলা যত্র তথাভূতঞ্চ তদমৃতস্যাক্ষয়সরঃকণ্ঠাক্ষয়সরসোঃ সাধর্ম্ম্যমাহ। যতোঽস্মাৎ কণ্ঠসরসো লাবণ্যনর্ম্ম পরিহাসবাক্যং কবিতা গদ্যপদ্যময়ী বাণী শ্রেষ্ঠগানঞ্চ। এতা এব সম্পদো দিব্যা অলৌকিকা আপগা নদ্যঃ প্রতিদিশং সততং নিঃসরন্তি কণ্ঠসরসো লাবণ্যনর্ম্মকবিতাবরগানানাং নদীনাঞ্চ তাদাত্ম্যং রূপকং। লাবণ্যাদিবহুসজাতীয়সঙ্গাৎ প্রাসঙ্গিসমস্তবস্তুবিষয়ং। নদীনাং নিঃসরণং হেতুং কৃত্বা কণ্ঠোঽক্ষয়সরঃ সাধ্যমিত্যনুমানং ॥ ৭৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ, কৌস্তুভরূপি রাজহংসের বিলাস নিমিত্ত অক্ষয় সরোবরের ন্যায় শোভা পাইতেছে, যেহেতু এই সরোবর হইতে লাবণ্যময়ী নর্ম্ম কবিতা অর্থাৎ গদ্য পদ্যময় বাক্য ও উৎকৃষ্ট গান সম্পত্তিরূপ নদীসকল নিঃসৃত হইতেছে ॥ ৭৬ ॥

* এই শ্লোকে কণ্ঠ, সরোবর, লাবণ্য, নর্ম্ম, কবিতা, উৎকৃষ্ট গান ও নদী, এই সকলের অভেদহ রূপক, লাবণ্যাদি বহু সজাতীয়ের সঙ্গ হেতু সমস্তবস্তুবিষয়ক ও প্রাসঙ্গিক এবং যেহেতু এই কণ্ঠ হইতে লাবণ্যাদিরূপ নদী বহির্গত হইতেছে, সুতরাং কণ্ঠই সরোবর এইরূপে কণ্ঠের সরোবরত্ব সিদ্ধই অনুমান।

নাসাহন্বধরোষ্ঠগণ্ডচিবুকশ্রোত্রাদিদিব্যদ্দলং
শ্রীদন্তাবলিকেশরং স্মিতমধু ভ্রাজুল্লসৎসৌরভম্ ।
শ্রীনেত্রদ্বয়খঞ্জনং ভ্রমরিকৈ র্ভ্রূভৃঙ্গিকাল্যাবৃতং
শ্রীজিহ্বাদ্ভুতকর্ণিকং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণবক্ত্রাম্বুজম্ ॥ ৭৭ ॥

রূপকম্ ॥ *

শ্রীকৃষ্ণবক্ত্রাম্বুজং বিজয়তে, কীদৃশং ? নাসাদয়ো দিব্যদ্দলানি যস্য তৎ। দন্তাবলী কেশরা যস্য তৎ। স্মিতমেব মধু তেন ভ্রাজত ইতি স্মিতমধুভ্রাজি উল্লসৎসৌরভং সাহজিকং মুখসৌরভমেব পদ্মসৌরভং যত্র তৎ। নেত্রদ্বয়ং খঞ্জনৌ যত্র তৎ। ভ্রূরেব ভৃঙ্গিকালী ভ্রমরীশ্রেণী তয়া সহ ভ্রমরিকা ললাট-চূর্ণকুন্তলাস্তএব ভ্রমরিকা ভ্রমরাস্তৈরাবৃতং। ভ্রমরপক্ষে স্বার্থে ইকঃ অণিৎ। "তে ললাটে ভ্রমরিকা" ইত্যমরঃ। শ্রীজিহ্বৈবাদ্ভুতা কর্ণিকা যত্র তৎ। নাসাদি-দলয়োঃ। দন্তাবলিকেশরয়োঃ স্মিতমধুনোঃ মুখপদ্মযোঃ নেত্রখঞ্জনয়োঃ ভ্রম-রিকা ভ্রমরয়োঃ ভ্রূভৃঙ্গিকাল্যোঃ জিহ্বাকর্ণিকয়োস্তাদাত্ম্যং রূপকং। পূর্ব্ব-বৎ প্রাসঙ্গি সমস্তবস্তুবিষয়ং ॥ ৭৭ ॥

নাসা, হনু (গণ্ডের উপরিভাগ) অধরোষ্ঠ, গণ্ড, চিবুক এবং কর্ণ প্রভৃতি যাহার সুন্দর পত্র ও দন্তসমূহ যাহার কেশর, তথা সুমধুর হাস্যরূপ মধুদ্বারা যাহার সৌরভ উল্লসিত হইতেছে এবং সুন্দর নয়নযুগলই যাহার খঞ্জন পক্ষী, ভ্রূরূপ ভৃঙ্গীসকলের সহিত ভ্রমরিকা অর্থাৎ চূর্ণ কুন্তল দ্বারা সমাবৃত সুন্দর রসনা যাহার কর্ণিকা এই প্রকার অভূতপূর্ব্ব শ্রীকৃষ্ণের বদনকমল সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়া শোভা পাইতেছে ॥ ৭৭ ॥

---

* এই শ্লোকে নাসাদি ও দল, দন্তশ্রেণী ও কেশর, স্মিত মধু ও বদন-কমল, নেত্র ও খঞ্জন, ভ্রমরিকা ও ভ্রমর, ভ্রূভঙ্গি ও অলি এবং জিহ্বা ও কর্ণ, এই সকলের অভেদই রূপক, এই রূপক পূর্ব্বের ন্যায় প্রাসঙ্গিক ॥

অঘরিপুমুখরাকানায়কো নিষ্কলঙ্কঃ
সমজনি নিজলক্ষ্ম ন্যস্য গোপীকুলে কিং।
ইতি তু কুকবিবাক্যং মন্মতং শৃণ্বকার্ষীৎ
সহজবিমলএষ স্বাশ্রিতং তৎস্বতুল্যং ॥ ৭৮ ॥

উৎপ্রেক্ষারূপকে ॥ *

বন্ধূকে মুকুরৌ সুকুন্দকলিকাপাল্যো নটৎখঞ্জনা-
বর্দ্ধেন্দুং তিলপুষ্পকং স্মরধনু র্লোলালিমালামপি।

অঘরিপো র্মুখমেব রাকানায়কঃ পূর্ণচন্দ্রঃ স নিজলক্ষ্ম স্বকলঙ্কং গোপীকুলে ন্যস্য নিষ্কলঙ্কঃ সন্ কিং সমজনি ইতি তু কুকবীনাং বাক্যং। মন্মতং শৃণু, সহজবিমল এষ মুখচন্দ্রঃ স্বাশ্রিতং তৎলক্ষ্ম কলঙ্কং স্বতুল্যং বিমলমকার্ষীৎ। প্রসিদ্ধচন্দ্রান্মুখচন্দ্রস্যোৎকর্ষোঽত্রোৎপ্রেক্ষা। মুখচন্দ্রয়োস্তাদাত্ম্যং রূপকং সমস্তবস্তুবিষয়ং নিঃসঙ্গঞ্চ ॥ ৭৮ ॥

বিধির্যদি পূর্ণেন্দোঃ কলঙ্কমুদপাস্য দূরীকৃত্য এতানি বন্ধূকাদীন্যধাস্যৎ। তদৈবামুনা চন্দ্রেণ কবীশ্বরাঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মুখমুপমাস্যন্ উপমিতমকরিষ্যন্।

"অঘারি শ্রীকৃষ্ণের বদনরূপ পূর্ণচন্দ্র গোপীকুলে স্বীয়কলঙ্ক নিক্ষেপ করতঃ নিষ্কলঙ্ক হইয়াছে" ইহা কুৎসিত কবিদিগের কল্পনা, কিন্তু আমার যাহা অভিমত শ্রবণ কর, কৃষ্ণের মুখচন্দ্র স্বভাবতই নির্ম্মল এই হেতু অপর কলঙ্ককেও স্বীয় বিমল গুণ রাশিতে নিজাশ্রিত জ্ঞানে ধবল করিয়া লইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, সাধুব্যক্তি যেমন আশ্রিত অসৎ ব্যক্তিকেও তাহার দোষ-ক্ষালন পূর্ব্বক ক্রমশ সৎ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ ॥ ৭৮ ॥

বিধাতা যদি পূর্ণচন্দ্রের কলঙ্ককে বিদূরিত করিয়া বন্ধূক (বাঁধুলীর ফুল) মুকুর (দর্পণ) ও সুন্দর কুন্দকলিকা, নৃত্যকারী খঞ্জন, অর্দ্ধচন্দ্র, তিলপুষ্প,

---

† এই শ্লোকে প্রসিদ্ধ চন্দ্র অপেক্ষা মুখচন্দ্রের উৎকর্ষই উৎপ্রেক্ষা। তথা এই রূপক সমস্তবস্তুবিষয়ক ও নিঃসঙ্গ ॥

পূর্ণেন্দৌ যদি তৎকলঙ্কমুদপাস্যেতান্যধাস্যদ্বিধিঃ
শ্রীকৃষ্ণস্য কবীশ্বরা মুখমুপাম্যাস্যংস্তদৈবামুনা ॥ ৭৯ ॥
তৃতীয়াতিশয়োক্তিঃ ॥ *

বাল্যে জনন্যাঙ্গুলিলালনে য-
দঙ্গুষ্ঠসঙ্গাদ্দরনিম্নমধ্যম্ ।
অধোহঙ্গুলিদ্বন্দ্ব কৃতোন্নতেশ্চ-
স্বল্পোন্নতাগ্রাংশমমেয়শোভম্ ॥

কৃষ্ণমুখে বন্ধূকে ইব ওষ্ঠাধরৌ মুকুরাবিব গণ্ডদ্বয়ং। কুন্দকলিকাপাল্যাবিব দান্তপাল্যৌ। খঞ্জনাবিব নেত্রে। অর্দ্ধেন্দুরিব ললাটং। তিলপুষ্পমিব নাসা। স্মরধনুরিব ভ্রুবৌ। লোলভ্রমরশ্রেণীব অলকাঃ। বন্ধূকাদিযুক্তস্য ইন্দোরসম্ভবাৎ যদিশব্দার্থেন কল্পনাত্র তৃতীয়াতিশয়োক্তিঃ। তৃতীয়াতিশয়োক্তিলক্ষণং। যদ্যর্থেন তু কল্পনা। যদ্যসম্ভাবনার্থস্য তৃতীয়াচ ॥ ৭৯ ॥

শ্রীহরেস্তৎ শ্রীচিবুকং চকাস্তীতি পরেণান্বয়ঃ। কীদৃশং ? যৎ বাল্যে জনন্যা-কর্ত্র্যা অঙ্গুল্যা লালনে অঙ্গুষ্ঠসঙ্গাদ্ধেতো দরমল্পং নিম্নং মধ্যং যস্য তৎ। অধোহঙ্গুলিদ্বন্দ্বেন তর্জ্জনীমধ্যমাভ্যাং কৃতোন্নতে হেতোশ্চোন্নতোহগ্রাংশো-

---

স্মরধনু এবং চঞ্চল অলিমালা সৃষ্টি করিতেন তাহা হইলেই কবিগণ ঐ বস্তু সমস্তের সহিত মুখের ও বন্ধূকের সহিত ওষ্ঠের, মুকুরের সহিত গণ্ডস্থলের, কুন্দকলিকার সহিত দন্তের, খঞ্জনের সহিত নেত্রের, অর্দ্ধচন্দ্রের সহিত ললাটের, তিল পুষ্পের সহিত নাসিকার, স্মরধেনুর সহিত ভ্রূযুগলের এবং চঞ্চল অলিমালার সহিত অলকের (চূর্ণ কুন্তলের) উপমা প্রদান করিতে অবশ্য সমর্থ হইতে পারিতেন ॥ ৭৯ ॥

বাল্যকালে জননী যশোমতী অঙ্গুলী দ্বারা ধারণ করায় যাহার মধ্যভাগ ঈষৎ নিম্ন এবং দুইটী অঙ্গুলী দ্বারা উন্নত করায় অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ উচ্চ সুতরাং

---

* এই শ্লোকে বন্ধূকাদিযুক্ত ইন্দুর অসম্ভব হেতু "যদি" এই শব্দের দ্বারা যে কল্পনা তাহাই এস্থলে তৃতীয়প্রকার অতিশয়োক্তি অলঙ্কার ॥

নীলোৎপলস্যোদয়দিন্দুকান্তি-
ফুল্লৈককপৌরস্ত্যদলোপমর্দ্দি।
লাবণ্যবন্যোচ্ছলিতং মনোজ্ঞং
তচ্ছ্রীহরেঃ শ্রীচিবুকং চকাস্তি ॥ ৮০—৮১ ॥

কাব্যলিঙ্গস্বভাবোক্ত্যুৎপ্রেক্ষাব্যতিরেকাঃ ॥ ‡

হগ্রভাগো যস্য তৎ। অমেয়া অপরিমেয়া শোভা যত্র তৎ। পদবাক্যার্থতাহেতোর্যত্র কার্যসিদ্ধিঃ কাব্যলিঙ্গমত্র জনন্যঙ্গুলিলালনাদিপদার্থতাহেতো দর-নিম্নমধ্যং চিবুকং কাব্যলিঙ্গং। চিবুকস্য নিম্নমধ্যং স্বভাবস্য বর্ণনং স্বভাবোক্তিঃ। অন্যমাতৃলাল্যচিবুকাদত্র চিবুকস্যোৎকর্ষ উৎপ্রেক্ষা। পুনঃ কীদৃশং? নীলোৎপলস্য উদয়ত উদয়ং প্রাপ্নুবতঃ ইন্দোঃ কান্তিভিঃ ফুল্লমেকং পৌরস্ত্যং অগ্রিমং দলমুপমর্দ্দিতং শীলং যস্য তৎ। অন্যচিবুকাদ্বৈলক্ষণ্যং ব্যতিরেকঃ ॥ ৮০—৮১ ॥

যাহার শোভা অপরিমেয় এবং সমুদিত চন্দ্র কান্তি দ্বারা যাহার পূর্ব্ব দিগের একটী দল প্রফুল্লিত এতাদৃশ নীলোৎপল দলকেও যে তিরস্কার করিয়া সেই অসীম লাবণ্য বন্যায় উচ্ছলিত ও মনোহর শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর চিবুক অর্থাৎ অধরের অধোদেশস্থিত নিম্ন ভাগ শোভা পাইতেছে ॥ ৮০—৮১ ॥

---

‡ পদ ও বাক্যের অর্থ, অর্থাৎ পদার্থ বা বাক্যার্থ হেতু হইলে, যে স্থানে কার্য্য সিদ্ধি হয়, তাহাকে কাব্যলিঙ্গ কহে ॥

এস্থলে ঈষৎ নিম্ন মধ্য চিবুকের প্রতি জননীর অঙ্গুলিলালনাদি পদার্থটী হেতু হওয়ায় কাব্যলিঙ্গ হইয়াছে এবং চিবুকের নিম্ন মধ্য স্বভাবের বর্ণনই স্বভাবোক্তি।

আর, অন্য মাতৃলাল্য চিবুক হইতে এই চিবুকের উৎকর্ষই উৎপ্রেক্ষা। অন্য চিবুক হইতে বৈলক্ষণ্যই ব্যতিরেক ॥

শ্রবণচিবুকমূলস্পর্শি সৎসন্নিবেশং
জননয়নবিহঙ্গাকর্ষিমাধুর্য্যজালম্।
বিলসতি হনুযুগ্মং শ্রীহরেঃ স্তোকদীর্ঘং
প্রবিততমুখবিম্বস্যানুকূল্যপ্রবীণম্ ॥ ৮২ ॥

স্বভাবোক্তিরূপকে ॥ *

হরে হর্নুযুগ্মং বিলসতি কীদৃশং। শ্রবণচিবুকমূলয়োঃ স্পর্শশীলঃ সন্ উত্তমশ্চ সন্নিবেশো রূপং যস্য তৎ। চিবুকমূলকর্ণয়োর্ম্মধ্যস্থলং হনুসংজ্ঞমিতি জ্ঞেয়ং। জননয়নরূপপক্ষিণামাকর্ষণশীলং মাধুর্য্যরূপং জালং বিহঙ্গবন্ধনং যস্য তৎ। স্তোকদীর্ঘমল্পদীর্ঘমপি প্রবিততং বিস্তৃতং যন্মুখবিম্বং তস্যানুকূল্যে প্রবীণং হনোশ্চেষ্টয়ৈব মুখপ্রসারাদিকং ভবেন্নান্যথেত্যানুকূল্যে প্রবীণত্বং হনোঃ স্বরূপবর্ণনং স্বভাবোক্তিঃ। হনুজালয়োরতিশয়াভেদাদপহ্নুতভেদত্বমত্র তাদাত্ম্যং রূপকং সমস্তবস্তুবিষয়ং নিঃসঙ্গঞ্চ ॥ ৮২ ॥

কর্ণ ও চিবুকের মূলদেশে সংস্পর্শি ও সুন্দর ভাবে গর্ব্বিত হওয়ায় যাহার মাধুর্য্যনিচয় জনসকলের নেত্ররূপ বিহঙ্গকে আকর্ষণ করিতেছে এবং যে অতীব সুবিস্তৃত ও মুখবিম্বের আনুকূল্য (সাহায্য) কর্ম্মে প্রবীণ এতাদৃশ ঈষৎ দীর্ঘ শ্রীকৃষ্ণের দুইটী হনু শোভা পাইতেছে ॥ ৮২ ॥

* এই শ্লোকে হনুর স্বরূপবর্ণই স্বভাবোক্তি। হনু ও জালের অত্যন্ত অভেদ হেতু ভেদ লুক্কায়িত থাকাই রূপক, এই রূপক সমস্তবস্তুবিষয়ক ও নিঃসঙ্গ ॥

স্বাকারমার্দ্দববিনির্জ্জিতশষ্কুলীকং
সাঙ্গাতিচিত্রঘটনাজিতবিষ্টরাভম্ ।
স্বীয়াংশুজালগিলিতাখিললোকনেত্র-
চিত্তোল্লসন্মকরকুণ্ডলমণ্ডলশ্রি ॥ ৮৩ ॥

ব্যতিরেকঃ ॥ *

শ্রীকর্ণভূষণভরাদ্দরদীর্ঘরন্ধ্রং
বিশ্বাঙ্গনানয়নমীনমনোজজালম্ ।

মাধবকর্ণযুগ্মং মে হৃদি স্ফুরতু ইতি তৃতীয়শ্লোকেনান্বয়ঃ। কীদৃশং কর্ণযুগ্মং স্বস্যাকারস্য মার্দ্দবেন ম্রদিম্না বিনির্জ্জিতা শষ্কুলী পিষ্টকবিশেষো যেন তৎ। স্বাঙ্গস্যাতিচিত্রা অনির্ব্বচনীয়া যা ঘটনা তয়াজিতা। বিষ্টরসা কুশমুষ্টিবন্ধন-নির্ম্মিতস্যাভা মধ্যদেশাকারো যেন তৎ। স্বীয়াংশুজালেন স্বকিরণসমূহেন গিলিতে বশীকৃতে অখিলানাং লোকানাং নেত্রচিত্তে যেন তৎ। উল্লসন্তী মকরকুণ্ডলয়োঃ শ্রীঃ শোভা যত্র যস্মাদ্বা তৎ। তচ্চ তচ্চ তৎ। অন্যকর্ণাদ্বৈ-লক্ষণ্যমত্র ব্যতিরেকঃ ॥ ৮৩ ॥

মকরকুণ্ডলয়োর্ভারেণ দরং ঈষদ্দীর্ঘং ছিদ্রং যত্র তৎ। বিশ্বস্ত্রীনেত্রমীন-বন্ধনার্থং স্মরজালং। বাগুরা মৃগবন্ধনী পাশোরজ্জুঃ। "মালা স্যাৎ পূর্ব্বপূর্ব্বং

যে কর্ণের কৃষ্ণবর্ণ স্বীয় আকৃতির মার্দ্দবগুণে শষ্কুলী (পিষ্টক বিশেষ) পরাজিত, যাহার স্বীয়াঙ্গের বিচিত্র নির্ম্মাণ ঘটনায় বিষ্টর (কুশমুষ্টিবন্ধন অর্থাৎ কুশমুষ্টি) পরাজিত, যাহার নিজ কিরণমালায় সমস্ত লোকের নয়ন ও চিত্ত আক্রান্ত, যাহাতে মকর ও কুণ্ডলের শোভা বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ৮৩ ॥

শোভমান কর্ণভূষণের ভয়ে যাহার ছিদ্র কিঞ্চিৎ দীর্ঘ ও যে বিশ্বস্থিত অঙ্গনাসকলের নেত্র রূপি মৎস্য ধারণ করিতে মদনের জালস্বরূপ, ব্রজসুন্দরী-

---

* এই শ্লোকে অন্য কর্ণ হইতে কৃষ্ণবর্ণের যে বৈলক্ষণ্য, ইহাই ব্যতি-রেক।

গোপীমনোহরিণবন্ধনবাগুরা যঃ
শ্রীরাধিকানয়নখঞ্জনবন্ধপাশঃ ॥ ৮৪ ॥

মালারূপকস্বভাবোক্তী ॥ *

গান্ধর্ব্বিকা সপরিহাসসগর্ব্বনিন্দা-
খঞ্জদ্বচোঽমৃতরসায়নপানলোলম্ ।

চেত্তত্তরোত্তরমৃচ্ছতি” । পূর্ব্বপর্ব্বোক্তমুত্তরোত্তরগমনম্ । গোপীনাং মনোহরিণ-বাগুরা ইব মনোমীনস্য জালং রাধিকায়াশ্চ স্মরজালবাগুরাকারকঃ । মালা-মনোজ-জালবাগুরাপাশৈঃ সহ কর্ণয়োঃ পূর্ব্ববত্তাদাত্ম্যং রূপকং সমস্তবস্তু-বিষয়ং প্রাসঙ্গিচ । কর্ণস্বভাববর্ণনং স্বভাবোক্তিঃ ॥ ৮৪ ॥

গান্ধর্ব্বা রাধা তস্যাঃ পরিহাসেন সহ গর্ব্বেণ নিন্দয়া চ সহ বর্ত্তমানং খঞ্জৎ বক্রমুচ্চরৎ বাক্যমেবামৃতরসায়নং তস্য পানায় লোলং চঞ্চলং সতৃষ্ণঞ্চ ।

দিগের নয়নরূপ মৃগকে বন্ধন করিতে যাহা বাগুরা (মৃগবন্ধনী) ও শ্রীরাধার নেত্র রূপ খঞ্জন বন্ধনে পাশ স্বরূপ ॥ ৮৪ ॥

গান্ধর্ব্বিকা শ্রীরাধার পরিহাস সমন্বিত গর্ব্ব ও নিন্দার সহিত বর্ত্তমান বক্রোক্তি বচন শ্রবণে যে অত্যন্ত চঞ্চল এতাদৃশ রক্তবর্ণযুক্ত মধ্য ও সমানকার

---

* নেত্রই মীন, কন্দর্পই জাল, মনই হরিণ নয়নই খঞ্জন, এইরূপে অনেক গুলি রূপক হওয়ায় মালারূপক। এবং শকুলী বিষ্টর ও লোক নেত্র এই সকলের জয় করা কর্ণের স্বভাবসিদ্ধ গুণ, সুতরাং স্বভাবোক্তিঃ ॥

শোণান্তরং সুরুচিরং সমসন্নিবেশং
তন্মে হৃদি স্ফুরতু মাধবকর্ণযুগ্মকম্ ॥ ৮৫ ॥
স্বভাবোক্তিঃ। সন্দানিতকং ॥ *

কৃষ্ণস্য পূর্ণবিধুমণ্ডলসন্নিবেশং
রাধাধরামৃতরসায়নসেকপুষ্টম্।
গণ্ডদ্বয়ং মকরকুণ্ডলনৃত্যরঙ্গং
ভাতীন্দ্রনীলমণিদর্পণদর্পহারি ॥ ৮৬ ॥
ব্যতিরেকরূপকস্বভাবোক্তয়ঃ ॥ ¶

শোণং রক্তবর্ণমন্তরং মধ্যদেশো যস্য তৎ সমসন্নিবেশং সমানাকারং। কর্ণয়োঃ সমানাকারত্বং স্বভাববর্ণনং স্বভাবোক্তিঃ ॥ ৮৫ ॥

কৃষ্ণস্য গণ্ডদ্বয়ং ভাতি কীদৃশং। পূর্ণচন্দ্রাকারং। রাধায়া অধর এবামৃতং কিম্বা অধরস্যামৃতং তদেব রসায়নং রসঃ প্রেমরসঃ সএব রসো মধ্বাদিমধুর-রসস্তস্যায়নমাশ্রয় স্তদ্রসরূপমিত্যর্থঃ। তস্য সেকেন পুষ্টং মকরকুণ্ডলয়ো-র্নৃত্যরঙ্গো যত্র তৎ। নৃত্যস্থানং বা ইন্দ্রনীলমণিদর্পণদর্পহারি। ততোঽপ্যতি-

---

অর্থাৎ সুন্দর ও মনোহর শ্রীকৃষ্ণের কর্ণযুগল আমার হৃদয়ে নিরন্তর স্ফূর্ত্তি লাভ করুক ॥ ৮৫ ॥

পূর্ণ চন্দ্রের মণ্ডলসদৃশ যাহার সন্নিবেশ (নির্ম্মাণঘটনা) শ্রীরাধার অধরামৃত রূপ রসায়নের অভিষেকে যে পরিপুষ্ট এবং মকর ও কুণ্ডলের নৃত্যকরণ-

---

* রাধার বাক্যামৃত পান, রক্ত ন্যায় বর্ণ, সমানাকার এই গুণ গুলি কর্ণের স্বাভাবিক গুণ সুতরাং স্বভাবোক্তি। এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব তিন শ্লোকে অন্বয় থাকায় সন্দানিতক ॥

¶ এই শ্লোকে অন্য গণ্ড হইতে কৃষ্ণগণ্ডযুগলের যে বৈলক্ষণ্য তাহাই ব্যতিরেক-। এবং ইন্দ্রনীলমণি নির্ম্মিত দর্পণ, পূর্ণচন্দ্রও গণ্ডের সহিত অভেদ হেতু রূপক, এই রূপক সমস্তাবস্তুবিষয়ক ও প্রাসঙ্গিক। গণ্ডদ্বয়ের স্বভাবই বর্ণনই স্বভাবোক্তি ॥

পর্য্যুচ্ছলন্মধুরিমামৃতনিম্নগায়া-
আবর্ত্তগর্ত্তনিভসৃক্বযুগাতিরম্যম্ ।
শ্রীকান্তদন্তবিসরৎ কিরণাভিষিক্তং
দুগ্ধাভিধৌতনবপল্লবনিন্দিরোচিঃ ॥ ৮৭ ॥

রূপকোপমানে ॥ *

নির্ম্মলমিত্যর্থঃ। অন্যগণ্ডাৎ কৃষ্ণগণ্ডদ্বয়ং বিলক্ষণং ব্যতিরেকঃ। ইন্দ্রনীলমণিদর্পণপূর্ণচন্দ্রয়োর্গণ্ডেন তাদাত্ম্যং রূপকং। সমস্তবস্তুবিষয়ং প্রাসঙ্গিচ। গণ্ডয়োঃ স্বভাববর্ণনং স্বভাবোক্তিঃ ॥ ৮৬ ॥

তৎ শ্রীকৃষ্ণাধরৌষ্ঠং মে হৃদি চকাস্তিতি চতুর্থশ্লোকেনান্বয়ঃ। কীদৃশমোষ্ঠাধরং। পর্য্যুচ্ছলন্ মধুরিমৈবামৃতনিম্নগা তস্যা আবর্ত্তো ঘূর্ণা তদ্রূপে গর্ত্তনিভে গর্ত্তসদৃশে যে সৃক্কণী তয়োর্যুগেনাতিরম্যং। "প্রান্তাবোষ্ঠস্য সৃক্কণী" ইত্যমরঃ। শ্রিয়া শোভয়া কান্তাঃ কমনীয়াঃ যে দন্তাস্তেষাং বিসরন্তি বিলসন্তি বা পাঠঃ। কিরণৈরভিষিক্তং। দুগ্ধেনাভিধৌতং নবপল্লবং নিন্দিতুং শীলং যস্য তাদৃক্ রোচিঃ কান্তি র্যস্য তৎ। অত্র মধুরিমামৃতনদ্যোঃ সৃক্কগর্ত্তয়োঃ দন্তকান্তিদুগ্ধয়োঃ অধরৌষ্ঠনবপল্লবয়োস্তাদাত্ম্যং রূপকং। সমস্তবস্তুবিষয়ং প্রাসঙ্গিচ। আবর্ত্তগর্ত্তনিভ ইত্যুপমানঞ্চ ॥ ৮৭ ॥

বিষয়ে রঙ্গভূমিস্বরূপ, তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডযুগল ইন্দ্রনীলমণি নির্ম্মিত দর্পণের দর্পহারী হইয়াই যেন শোভা পাইতেছে ॥ ৮৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণের যে অধরৌষ্ঠ সর্ব্বতোভাবে উচ্ছলিত মাধুর্য্য রূপ অমৃত নদীর আবর্ত্ত পূর্ণ ও গর্ত্ত সদৃশ ওষ্ঠদ্বয়ের প্রান্ত দ্বারা অতীব রমণীয় এবং শোভমান ও কমনীয় দন্তশ্রেণী বিনিঃসৃত কিরণদ্বারা অভিষিক্ত তথা যাহার কিরণ দুগ্ধসাগর প্রক্ষালিত অভিনব পল্লবের নিন্দাকারী ॥ ৮৭ ॥

* এই স্থলে মধুরিমা ও অমৃত নদীর, সৃক্ক ও গর্ত্তের, দন্তরোচি ও দুগ্ধের এবং অধরৌষ্ঠ ও নবপল্লবের অভেদ হেতু রূপক, এই রূপক সমস্তবস্তুবিষয়ক এবং প্রাসঙ্গিক। আবর্ত্ত গর্ত্ত তুল্য, ইহাই উপমান ॥

ওষ্ঠোপরিশ্বসননির্গমনাল্পনিম্নং
বন্ধূকজিচ্ছবিদরোচ্ছ্বসিতোষ্ঠমধ্যম্।
শ্রীশ্যামিমারুণিময়োর্ম্মিলনপ্রদেশে
স্তোকোন্নতায়তমনোহরসীমশোভম্॥ ৮৮॥

স্বভাবোক্ত্যুৎপ্রেক্ষে॥ *

বিম্বাতিমঞ্জ্বধরমধ্যগতাল্পরেখং
স্বং পশ্যতামিতররাগহরস্বভাবং।

ওষ্ঠোপরি নাসাশ্বাসনির্গমনেনাল্পনিম্নং। বন্ধূকপুষ্পং জয়তীতি তজ্জিৎ ছবিঃ রক্তকান্তি র্যস্য তৎ। দরোচ্ছ্বসিতঃ অল্পোচ্চং ওষ্ঠমধ্যং যস্য তৎ। শ্যামিমারুণিময়োরিত্যত্র দ্বন্দ্বে ইমপ্রত্যয়েনাতত্বাট্টিলোপঃ। শ্যামবর্ণরক্তবর্ণয়োর্মিলনপ্রদেশে অল্পোন্নতা চাসাবায়তা চ মনোহরা সীমঃ শোভা যত্র তৎ। ওষ্ঠস্য স্বভাববর্ণনং স্বভাবোক্তিঃ। ওষ্ঠস্য মধ্যদেশস্থনিম্ননাসাশ্বাসজন্যত্বরূপহেত্বন্তরস্যোপন্যাসেন বিতর্কণমাত্রোৎপ্রেক্ষা॥ ৮৮॥

বিম্বফলাদপ্যতিমঞ্জোরতিমনোজ্ঞস্যাধরস্য মধ্যগতা অল্পরেখা যত্র তৎ। স্বন্তমধরং পশ্যতাং জানানামিতরেষু অধরভিন্নেষু যো রাগস্তস্য হরণে স্বভাবো যস্য তৎ। শশ্বৎ সদা নিজস্য তস্যাধরস্যামৃতেন সুবাসিতা যা মনোজ্ঞ-

---

নাসিকা হইতে বায়ু নির্গত হওয়ায়, তাহার বেগে ওষ্ঠের উপরিভাগ, নিম্ন ও মধ্যভাগ কিঞ্চিৎ উচ্ছ্বসিত এবং শ্যামত্ব ও অরুণিমার সম্মিলন-প্রদেশে ঈষৎ উন্নত, আয়ত ও মনোজ্ঞ শোভাশালী॥ ৮৮॥

বিম্বফল হইতেও যাহার মধ্যগত অল্প অল্প রেখাগুলি মনোহর এবং দর্শক জনগণের অধর ভিন্ন অন্যে যে অনুরাগ, তাহার হরণ করাই যাহার স্বভাব,

---

* এই শ্লোকে ওষ্ঠের স্বভাববর্ণনই স্বভাবোক্তি। আর, ওষ্ঠের মধ্যদেশস্থ নিম্ন নাসার শ্বাসজন্যত্বরূপ অন্য একটী পৃথক্ হেতুর বিন্যাস থাকায় উৎপ্রেক্ষা॥

শশ্বন্নিজামৃতসুবাসিতমঞ্জুবংশী
সূক্ষ্মায়তধ্বনিভিরাহৃতবিশ্বচিত্তম্ ॥ ৮৯ ॥

স্বভাবোক্তিব্যতিরেকৌ ॥ †

সর্ব্বস্বরত্নপিটকো ব্রজসুন্দরীণাং
জীবাতু-সীধুচষকং বৃষভানুজায়াঃ ।
তচ্ছ্রীলসদ্দশনলক্ষণলক্ষিতং শ্রী-
কৃষ্ণাধরৌষ্ঠমনিশং হৃদি মে চকাস্তু ॥ ৯০ ॥

রূপকস্বভাবোক্তী ॥ §

বংশী তস্যাঃ সূক্ষ্মায়তধ্বনিভিরাহৃতং বিশ্বেষাং চিত্তং মনো যেন তৎ। অধরস্য স্বভাববর্ণনং স্বভাবোক্তিঃ। অন্যাধরাৎ কৃষ্ণাধরো বিলক্ষণো ব্যতিরেকঃ ॥৮৯॥

ব্রজসুন্দরীণাং সর্ব্বস্বরূপরত্নানাং পিটকঃ পেটিকা রাধায়া জীবাতু র্জীবনোপায়স্তদ্রূপসীধু চষকং অমৃতপানপাত্রং তৎ তস্যাঃ রাধায়াঃ শ্রিয়া লসদ্দশনস্য লক্ষণেন চিহ্নেন লক্ষিতং চিহ্নিতং। রত্নপিটকেন সীধুচষকেণ কৃষ্ণাধরৌষ্ঠয়ো-

---

তথা নিজের অধরামৃতে অভিষিক্ত, মনোহর বংশীর সূক্ষ্ম ও আয়ত ধ্বনিদ্বারা যে বিশ্বস্থিত জন সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়াছে ॥ ৮৯ ॥

ব্রজাঙ্গনাসকলের সমুদায় ধনস্থাপনার্থ যাহা রত্নপিটক (পেট্রা) বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকার জীবাতু অর্থাৎ জীবনোপায় স্বরূপ অমৃত পানের

---

† এই শ্লোকে অধরের স্বভাববর্ণনই স্বভাবোক্তি। অন্য অধর অপেক্ষা কৃষ্ণাধরের বৈলক্ষণ্যই ব্যতিরেক ॥

§ এই শ্লোকে রত্নপিটক ও মধুপানপাত্রের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অধরোষ্ঠ অত্যন্ত অভেদহেতুক ভেদ লুক্কায়িত থাকায় রূপক, এই রূপক সমস্তবস্তুবিষয়ক এবং প্রাসঙ্গিক। আর কৃষ্ণাধরের স্বভাববর্ণনই স্বভাবোক্তি অলঙ্কার ॥

স্বাকারসৌষ্ঠববিনিন্দিতকুন্দবৃন্দ-
সৎকোরকান্ শিখরহীরকমৌক্তিকানাম্।
শোভাভিমানভরখণ্ডনকান্তিলেশান্
বামভ্রুবামধরবিম্বশুকায়মানান্ ॥ ৯১ ॥

লুপ্তোপমা †

রতিশয়াভেদাদপহ্নুতত্বং। তাদাত্ম্যং রূপকং সমস্তবস্তুবিষয়ং প্রাসঙ্গিচ। কৃষ্ণাধরস্য স্বভাববর্ণনং স্বভাবোক্তিঃ ॥ ৯০ ॥

সুভগাঃ শ্রীকৃষ্ণদশনান্ স্মরন্তীতি পরশ্লোকেনান্বয়ঃ। কীদৃশান্। স্বানাং তেষাং দন্তানামাকারস্য সৌষ্ঠবেন বিনিন্দিতাঃ কুন্দসমূহস্য সৎকোরকাঃ সৎকলিকাঃ যৈ স্তান্। শিখরাদীনাং শোভয়া যো ঽভিমানভরস্তস্য খণ্ডনঃ কান্তিলেশো যেষাং তান্। সুন্দরীণামধরবিম্বফলে শুক ইবাচরণশীলান্ তদাস্বাদকান্। বিম্বাস্বাদকশুকাদ্বিলক্ষণা দন্তা ইত্যত্র ব্যতিরেকঃ। কুন্দ-কোরকানিব শ্বেতবর্ণান্ শিখরমিব পক্কদাড়িমবীজহীরকরত্নমিবেত্যনেন পার্শ্ব-স্থিতদন্তানাহুঃ। হীরকমিব দীপ্যমানান্। মৌক্তিকমিব শুক্লবর্ণান্ ইত্যনেন সম্মুখস্থদন্তান্ অধরবিম্বে শুকানিব তানুক্ত্বা লুপ্তোপমা ॥ ৯১ ॥

পাত্র এবং শ্রীরাধার অতীব শোভমান দশনচিহ্ন দ্বারা লক্ষিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অধরৌষ্ঠ আমার হৃদয়ে নিয়তকাল শোভা পাইতে থাকুক ॥ ৯০ ॥

যে দন্ত নিজ অবয়বের সৌন্দর্য দ্বারা কুন্দসমূহের কোরককে পরাজয় করিতেছে এবং পক্ক দাড়িম্ববীজ, হীরকরত্ন এবং মৌক্তিকের শোভা ও অভি-মানকেও যে নিজ কান্তির লেশ দ্বারা খণ্ডন করিতেছে তথা সুভ্রু ব্রজসুন্দরী-গণের অধরবিম্বের আস্বাদনে যে শুকপক্ষির সদৃশ ॥ ৯১ ॥

† এই শ্লোকে হীরকের দীপ; মৌক্তিকের ন্যায় বর্ণ শুক্ল, চিহ্ন দ্বারা সম্মুখস্থ দন্ত, অধর বিম্ব শুকের ন্যায় এই সকল স্থানে লোপ হওয়ায় লুপ্তোপমা বুঝিতে হইবে ॥

জাত্যৈব পক্বি মসৃণদাড়িমবীজমঞ্জূন্
শশ্বৎপ্রিয়াধররসাস্বদনেন শোণান্ ।
কান্তৌষ্ঠশোণমণিভেদনকামটঙ্কান্
শ্রীমন্মুকুন্দদশনান্ সুভগাঃ স্মরন্তি ॥ ৯২ ॥

রূপকোৎপ্রেক্ষে ॥ যুগ্মকং ॥ *

জীয়ান্নিজপ্রণয়িবৃন্দমনস্তমোঘ্নী
শ্রীরাধিকাপ্রণয়সাগরমেধয়ন্তী ।

জাত্যৈব পক্বদাড়িমবীজানামনোজ্ঞানিতি পার্শ্বদন্তান্। শশ্বৎ প্রিয়ায়া অধররসানামাস্বাদনেন তস্য রক্তিম্না শোণান্ রক্তান্। কান্তায়া ওষ্ঠরূপ-রক্তবর্ণমণিভেদনে কামস্য টঙ্কান্ পাষাণদারণান্। "টঙ্কঃ পাষাণদারণ" ইত্য-মরঃ। দন্তানাং পক্বদাড়িমবীজেন টঙ্কেনচ তাদাত্ম্যং রূপকং। সমস্তবস্তুবিষয়ং নিঃসঙ্গঞ্চ। পক্বদাড়িমবীজাৎ টঙ্কাচ্চ দন্তানামুৎকর্ষোঽত্রোৎপ্রেক্ষা ॥ ৯২ ॥

গোপীপ্রিয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য মুখচন্দ্রস্য সা স্মিতজ্যোৎস্না জীয়াৎ। বিধুধর্ম্মমাহ নিজেত্যাদি। নিজপ্রণয়িবৃন্দস্য ভক্তবৃন্দস্য মনসাং তমাংসি হন্তীতি তমোঘ্নী।

অপিচ, জন্মমাত্রই যে সুপক্ক দাড়িম্ব বীজের ন্যায় মনোহর এবং নিয়ত প্রিয়তমা শ্রীরাধার অধর রসাস্বাদন দ্বারা রক্তবর্ণ তথা টঙ্ক অর্থাৎ পাষাণবিদা-রক অস্ত্রস্বরূপ, সেই শ্রীকৃষ্ণের দন্তপংক্তিকে সৌভাগ্যশালি জনগণ স্মরণ করিয়া থাকেন ॥ ৯২ ॥

যে হাস্য জ্যোৎস্না নিজপ্রিয়গণের মানসিক অন্ধকারের বিনাশিনী, শ্রীরাধার প্রণয়সমুদ্রের বৃদ্ধিকারিণী এবং স্বীয় প্রসাদকণিকা দ্বারা যে বিশ্ব-

---

* এই শ্লোকে দন্তসমূহের পক্কদাড়িম্ব বীজ ও টঙ্কের (পাষাণ বিদারক অস্ত্রের) সহিত অভেদ হেতুক রূপক, এই রূপক সমস্তবস্তুবিষয়ক ও নিঃসঙ্গ। আর পক্কদাড়িম্ব বীজ ও টঙ্ক হইতে দন্ত সকলের উৎকর্ষই, উৎপ্রেক্ষা ॥

আত্মপ্রসাদকণিকোক্ষিতবিশ্বলোকা
গোপীপ্রিয়াননবিধোঃ স্মিতকৌমুদী সা ॥ ৯৩ ॥
রূপকং ॥ *

পদ্মাদিদিব্যরমণী কমনীয়গন্ধং
গোপাঙ্গনানয়নভৃঙ্গনিপীয়মানম্।
কৃষ্ণস্য বেণুনিনাদার্পিতমাধুরীক-
মাস্যাম্বুজস্মিতমরন্দমহং স্মরামি ॥ ৯৪ ॥
রূপকং †

রাধাপ্রণয়সমুদ্রবর্দ্ধিনী। স্বপ্রসাদলেশেন সিক্তং বিশ্বং যয়া সা। বিধুজ্যোৎস্না-স্মিতয়োস্তাদাত্ম্যং রূপকং ॥ ৯৩ ॥

কৃষ্ণস্যাস্যাম্বুজস্মিতমরন্দং মকরন্দমহং স্মরামি। পদ্মা লক্ষ্মী স্তদাদিরমণীনাং কমনীয়ো গন্ধো যস্য তং। গোপীনাং নয়নান্যেব ভৃঙ্গাস্তৈ নিতরাং পীয়মানং। বেণুনিনদে বেণুধ্বনাবর্পিতা মাধুরী যেন তং। সমাসার্থে কঃ। স্মিতমরন্দয়োস্তাদাত্ম্যং পূর্ব্ববৎ রূপকং ॥ ৯৪ ॥

স্থিত লোককে অভিষিক্ত করিতেছে, সেই গোপীপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্রের হাস্যজ্যোৎস্না জয়যুক্ত হউক ॥ ৯৩ ॥

যে হাস্য মকরন্দের গন্ধ, লক্ষ্মী প্রভৃতি দিব্য রমণীগণের কমনীয়, ব্রজাঙ্গনা-দিগের নেত্রভৃঙ্গ যাহাকে পান করে এবং শ্রীকৃষ্ণের বেণুনিনাদে যাহার মাধুরী অর্পিত, সেই শ্রীকৃষ্ণের মুখকমলের সুমধুর হাস্য রূপ মকরন্দকে আমি নিয়ত কাল স্মরণ করি ॥ ৯৪ ॥

---

* এই শ্লোকে চন্দ্রজ্যোৎস্না ও স্মিত এই দুইয়ের অভেদ হেতুক এস্থলে রূপক ॥

† এই শ্লোকে স্মিত ও মকরন্দের অভেদহেতুক পূর্ব্বের ন্যায় রূপক ॥

নানারসাঢ্যকবিতামণিজন্মভূমি-
রশ্রান্তষড়্বিধরসাস্বদনপ্রবীণা।
বিশ্বায় বিশ্বরসদাপি হরেরসজ্ঞা
রাধাধরামৃতরসাস্বদনাদযথার্থা॥ ৯৫ ॥

রূপককাব্যলিঙ্গে॥ *

অন্তঃপ্রেমঘৃতস্মিতোত্তম মধুনর্শ্মেক্ষবৈঃ সংযুতা
শব্দার্থোভয়শক্তি সূচিতরসাদীন্দূল্লসৎসৌরভা।

হরেঃ রসজ্ঞা জিহ্বা নানারসেন শৃঙ্গারাদিনা আঢ্যা যুক্তা যা কবিতা সৈব ম ণিস্তস্য জন্মভুমিরুৎপাদিকা। অশ্রান্তং সুখং যথা স্যাত্তথা ষড়্বিধরসানাং মধুরাম্লাদীনামাস্বাদনে প্রবীণা। বিশ্বায়াখিলজনায়াখিলরসদাপি রাধায়া অধরামৃতরসাস্বাদনাদযথার্থা রসং জানাতীতি রসজ্ঞা ইতি শব্দার্থা প্রকৃতার্থা-ঽভূৎ। কবিতামণিজন্মভূম্যাদিভির্জিহ্বায়া স্তাদাত্ম্যাভেদকথনং পূর্ব্ববৎ রূপকং। পদবাক্যার্থতাহেতো যত্র কার্য্যসিদ্ধিরত্র রাধাধরামৃতপানেনৈব রসজ্ঞা শব্দস্য যথার্থসিদ্ধিঃ কাব্যলিঙ্গং॥ ৯৫ ॥

হরের্ব্বাণী সৈব রসালা ঘৃতমধুশর্ক্করা কর্পূরাদি মিলনেন ভবেৎ। তদেবাহ।

শ্রীকৃষ্ণের রসজ্ঞা অর্থাৎ জিহ্বা নানারস-সম্বলিত কবিতামণির জন্মভূমি, নিয়ত ষড়্বিধ রসের আস্বাদনে প্রবীণা, বিশ্বের প্রতি নিখিল রসদায়িনী এবং শ্রীরাধার অধরামৃতের রসাস্বাদনে সমর্থ হইয়া সত্য সত্যই "রসজ্ঞা অর্থাৎ "রসকে যে জানে" এই নাম স্বার্থক করিতেছে॥ ৯৫ ॥

যাহাকে অভ্যন্তর ভাগ প্রেমময় ঘৃত, যাহাতে ঈষৎ হাস্যই উত্তম মধু,

---

* এই শ্লোকে কবিতা ও মণির জন্মভূমি প্রভৃতির সহিত জিহ্বার অভেদই পূর্ব্বের ন্যায় রূপক। আর পদ ও বাক্যের অর্থকে হেতু করিয়া যে স্থানে কার্যসিদ্ধি হয় তাহাকে কাব্যলিঙ্গ বলা যায়। এস্থলে শ্রীরাধার অধরামৃত পান দ্বারাই "রসজ্ঞা" শব্দের যথার্থতা স্থাপন করাই কাব্যলিঙ্গ॥

আভীরীমদনার্কতাপশমনী বিশ্বৈকসন্তর্পণী
সা জীয়াদমৃতাব্ধিদর্পদমনী বাণী রসালা হরেঃ ॥ ৯৬॥

রূপকব্যতিরেকৌ ॥ *

অর্ব্বাঙ্মুখেন্দ্রমণিসৃষ্টতিলপ্রসূন-
কান্তিঃ স্মরাশুগবিশেষ ইবেন্দ্রনীলঃ ॥

অন্তঃপ্রেমৈব ঘৃতং যত্র। স্মিতমেবোত্তমং মধু যত্র। নর্ম্মরূপৈস্কৈঃ শর্করাভিঃ সংযুতা। শব্দশক্ত্যার্থশক্ত্যাচ সূচিতো যো রসাদিঃ সএব ইন্দুঃ কর্পূরস্তেনোল্লসৎসৌরভং যস্যাঃ। আভীরীণাং স্মরার্কস্য তাপনাশিনী। সা জীয়াৎ। রসালাবাণ্যোরভেদকথনং পূর্ব্ববৎ রূপকং। রসালায়া বাণ্যা বৈলক্ষণ্যং ব্যতিরেকঃ ॥ ৯৬ ॥

অথারেরুচ্চশিখরা উচ্চাগ্রানাসিকা বিলসতি। অর্ব্বাঙ্মুখস্যাধোমুখস্যেন্দ্রমণিকৃত তিলপুষ্পস্য কান্তিরিব কান্তিঃ শোভা যস্যাঃ সা। ইন্দ্রনীলমাণকৃতঃ স্মরস্যাশুগো বাণস্তস্য বিশেষ ইব। নীলমণিকৃতশুকচঞ্চু বিনিন্দিতুং

যাহা পরিহাসরূপ শর্করা সংযুক্ত, শব্দশক্তি ও অর্থশক্তি দ্বারা সূচিত রসাদি রূপ কর্পূর দ্বারা যাহার সৌরভ এবং যাহা ব্রজসুন্দরীগণের কন্দর্পরূপ সূর্য্য-সন্তাপনাশিনী হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণের সেই বাণীরূপ রসালা অর্থাৎ শিখরিণী জয়যুক্ত হউক ॥ ৯৬ ॥

অগ্রভাগ অধোদিকে হওয়ায় অধোমুখ ইন্দ্রনীলমণি নির্ম্মিত তিলপুষ্পের সদৃশ যাহার কান্তি এবং যাহা ইন্দ্রনীলমণি নির্ম্মিত কামবাণ বিশেষ ন্যায়

---

* এই শ্লোকে রসালা ও বাণীর অভেদ কথন পূর্ব্বের ন্যায় রূপক। রসালা অপেক্ষা বাণীর যে বৈলক্ষণ্য তাহাই ব্যতিরেক। ঘৃত, মধু শর্করা ও কর্পূরাদির মিলনে শিখরিণী হয়, শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শিখরিণীতেও প্রেমই ঘৃত, ঈষৎ হাস্যই মধু, নর্ম্মই শর্করা এবং শৃঙ্গারাদি রসই কর্পূর, সুতরাং শব্দশক্তি ও অর্থ শক্তি উভয়তই অর্থ সূচিত হইতেছে। তাৎপর্য্য এই যে "রসো গন্ধরসে জলে। শৃঙ্গারাদৌ বিষে বির্য্যে তিক্তাদৌ দ্রবরাগয়োঃ"। এই মেদিনী কোষের প্রমাণানুসারে জানা যাইতেছে যে, রস শব্দ শৃঙ্গারাদি ও তিক্তাদি

নীলাশ্মকৢপ্তশুকচঞ্চুবিনিন্দিরোচিঃ
শ্রীনাসিকোচ্চশিখরা বিলসত্যঘারেঃ ॥ ৯৭ ॥

ব্যতিরেকোৎপ্রেক্ষে ॥ *

লোলেন্দুকান্তমণিগোলকবদ্ধচঞ্চ-
দিন্দ্রাশ্মগোলকসমানকনীনিকে যে ।

শীলং যস্য তাদৃশং রোচি র্যস্যাঃ সা। ইন্দ্রনীলমণি তিলপুষ্পবাণ শুকচঞ্চুভ্যো বিলক্ষণা নাসা ব্যতিরেকঃ। ইন্দ্রনীলমণিকৢপ্ততিলপুষ্পাদিভ্যো নাসায়া উৎকর্ষোঽত্রোৎপ্রেক্ষা ॥ ৯৭ ॥

হরেস্তে নেত্রে মম হৃদি সদা স্ফুরতামিতি চতুর্থশ্লোকেনান্বয়ঃ কীদৃশে। যে নেত্রে লোলে চঞ্চলেচ তে ইন্দুকান্তমণিগোলকেচেতি। তত্র বদ্ধে যে চঞ্চদিন্দ্রমণিগোলকেচ তৎসমানে কনীনিকে তারাখ্যে যত্র তে। অন্তর্মধ্যে

এবং যাহার কান্তি নীলমণি বিরচিত শুকচঞ্চুকে জয় করিতেও যে সক্ষম এতাদৃশ উন্নতাগ্র শ্রীকৃষ্ণের নাসা শোভা পাইতেছে ॥ ৯৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণের যে নয়নযুগল চন্দ্রকান্তমণি স্বরূপ গোলকদ্বয়ের মধ্য চঞ্চল চন্দ্রকান্তমণিনির্ম্মিত সমান দুইটী তারকা বিরাজ করিতেছে এবং ঐ মধ্যাস্থিত

উভয়ার্থ বাচক, রসশব্দেরশক্তি দ্বারা তিক্ত ও মধুরাদি উভয়ার্থ বাচক, রসালাতে শব্দশক্তি দ্বারা শৃঙ্গারাদি অর্থ। এবং বাণীতে অর্থশক্তি দ্বারা শৃঙ্গারাদি রস প্রতীত হইতেছে ॥

* ইন্দ্রনীলমণি, তিলপুষ্প, বাণ ও শুক চঞ্চু, এই সকল হইতে নাসার যে বিলক্ষণ তাহাই ব্যতিরেক। আর ইন্দ্রনীলমণি নির্ম্মিত তিল পুষ্পাদি হইতে নাসিকার যে উৎকর্ষ, তাহাই উৎপ্রেক্ষা ॥

অন্তর্ভ্রমদ্ভ্রমরফুল্লসিতাব্জকোষ-
সৌভাগ্যগর্ব্বভরখণ্ডনপণ্ডিতে চ ॥ ৯৮ ॥

উপমাব্যতিরেকৌ ॥ *

প্রান্তেঽরুণিম্না পরিতঃ সিতিম্না
মধ্যেঽসিতিম্না চ যুতে বিলোলে।
শোভাশ্রিয়ঃ কন্দুকগোলকে তে
সুচিত্রিতে শ্রীবিধিকারুণা কিম্ ॥ ৯৯ ॥

স্বভাবোক্ত্যুৎপ্রেক্ষে ॥ §

ভ্রমন্তৌ ভ্রমরৌ যয়ো স্তয়োঃ ফুল্লসিতাব্জকোষয়োঃ সৌভাগ্যজন্যগর্ব্বভরো ঽভিমানাতিশয় স্তস্য খণ্ডনায় পণ্ডিতেচ তাদৃশেন্দ্রাশ্মগোলকে ইব সমান-কনীনিকে ইত্যুপমা। মণিনির্ম্মিতনেত্রগোলকাৎ শ্রীকৃষ্ণনেত্রগোলকয়ো-র্বৈলক্ষণ্যং ব্যতিরেকঃ ॥ ৯৮ ॥

প্রান্তে অরুণিম্না অরুণবর্ণেন। পরিতশ্চতুর্দ্দিক্ষু সিতিম্না শ্বেতবর্ণেন। মধ্যেঽসিতিম্না কৃষ্ণবর্ণেন চ যুতে। বিলোলে অতিচঞ্চলে শোভাশ্রিয়ঃ কন্দুকগোলকে তে প্রসিদ্ধে বিধিকারুণা নৈপুণ্যপারং গতেন বিধিশিল্পকারেণ

ভ্রমণশীল তারকা দুইটী যেন, মধ্যে ভ্রমণশীল ভ্রমরান্বিত শ্বেতপদ্মকোষের সৌভাগ্যগর্ব্বাতিশয় খণ্ডন করিতে সুপণ্ডিত হইয়াছে ॥ ৯৮ ॥

এবং প্রান্তভাগে অরুণিমা, চতুর্দ্দিকে শ্বেতবর্ণ এবং মধ্যস্থল কৃষ্ণবর্ণ দ্বারা

---

* এই শ্লোকে ইন্দ্রনীলমণি গোচকের সদৃশ সমান তারকাদ্বয়, ইহাই উপমা। আর মণিনির্ম্মিত নয়নগোলক অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের নেত্রগোলকদ্বয়ের বৈলক্ষণ্য হেতু ব্যতিরেক ॥

§ এই শ্লোকে কৃষ্ণনয়নযুগল অরুণাদিবর্ণ চাঞ্চল্যাদির স্বরূপ বর্ণনই স্বভা-বোক্তি। আর চিত্রিত কন্দুক অপেক্ষা নেত্রদ্বয়ের যে উৎকর্ষ তাহাই উৎ-প্রেক্ষা ॥

লাবণ্যসারসমুদায়সুধাতিবর্ষৈঃ
কারুণ্যসারনিচয়ামৃতনির্ঝরৌঘৈঃ ।
কন্দর্পভাববিসরামৃতবন্যয়া চ
সংপ্লাব্য সর্ব্বজগদুল্লসতী সমন্তাৎ ॥ ১০০ ॥

রূপকোদাত্তে ॥ †

কিং সুচিত্রিতে। কৃষ্ণনেত্রয়োররুণাদি বর্ণচাঞ্চল্যাদেঃ স্বরূপবর্ণনং স্বভাবোক্তিঃ। চিত্রিতকন্দুকাৎ নেত্রয়োরুৎকর্ষ উৎপ্রেক্ষা ॥ ৯৯ ॥

লাবণ্যসারসমুদায়রূপসুধানামতিবর্ষৈঃ কারুণ্যসারনিচয়ামৃতস্য নির্ঝরৌঘৈঃ। কন্দর্পভাবস্য বিসরঃ নির্গমনমেবামৃতবন্যা তয়া সর্ব্বজগৎ সংপ্লাব্য সমন্তাদুল্লসতী অতিদীপ্তিযুতে। লাবণ্যসুধয়োঃ কারুণ্যনির্ঝরয়োঃ। কন্দর্পভাববন্যয়োরভেদকথনাৎ সমস্তবস্তুবিষয়ং প্রাসঙ্গিচ। সমৃদ্ধিরুদাত্তং বস্তুনঃ পরা। অত্র নেত্ররূপবস্তুনঃ সর্ব্বজগৎপ্লাবনরূপা পরাসমৃদ্ধিরুদাত্তং ॥ ১০০ ॥

এই নয়নকে জয় যুক্ত ও শোভা সম্পত্তির গোলাকৃতি কন্দুককে অর্থাৎ ক্রীড়নককে বিধাতারূপ করু (শিল্পী) কি সুন্দর রূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন ? ॥ ৯৯ ॥

অপর যে নাসিকা সমস্ত লাবণ্য সার অমৃতের অতি বৃষ্টি, ও সকল কারুণ্যসার রূপ সুধার নির্ঝর নিচয় এবং ভাব বিস্তাররূপ বন্যা দ্বারা নিখিল জগতকে সম্যক্ রূপে প্লাবিত করিয়াছে ॥ ১০০ ॥

---

† এই শ্লোকে লাবণ্য ও সুধা, কারুণ্য ও নির্ঝর এবং কন্দর্প ও ভাববন্যার অভেদ কথন হেতু সমস্তবস্তুবিষয়ক ও প্রাসঙ্গিক । "সমৃদ্ধি রুদাত্তং বস্তুনঃ পরা" বস্তুর পরা (উৎকৃষ্টা) সমৃদ্ধিকে উদাত্ত বলা যায়। এস্থলে এ রূপ বস্তুর জগৎ প্লাবন রূপ পরা সমৃদ্ধির নাম উদাত্ত ॥

অত্যায়তে সুবিপুলে মসৃণে সুশোণে
সুস্নিগ্ধপীনঘনচঞ্চলপক্ষ্মরম্যে।
তারুণ্যসারমদঘূর্ণনমন্থরে চ
নেত্রে হরে র্মম হৃদি স্ফুরতাং সদা তে॥ ১০১॥

স্বভাবোক্তিঃ। চতুর্ভিঃ কুলকং †

সাধ্বীস্বধর্ম্মদৃঢ়বর্ম্মবিভেদদক্ষ-
কামেষু তীক্ষ্ণকঠিনা বিলসন্ত্যঘারেঃ।

অত্যায়তে অতিবিস্তৃতে। সুবিপুলে সুষ্ঠুবিপুলে। মসৃণে চিক্কণে। সুশোণে সুষ্ঠুরক্তবর্ণে। সুস্নিগ্ধং পীনং স্থূলং ঘনং নিবিড়ং চঞ্চলঞ্চ যৎপক্ষ্ম তৈ রম্যে। তারুণ্যসারস্য মদেন ঘূর্ণনেন মন্থরে মত্তে॥ নেত্রয়োঃ স্বভাববর্ণনং স্বভাবোক্তিঃ॥ ১০১॥

অঘারেঃ কটাক্ষা বিলসন্তি, কীদৃশাঃ সাধ্বীনাং স্বধর্ম্মরূপদৃঢ়বর্ম্মণঃ কবচস্য বিভেদে দক্ষা যে কামস্য ইষবো বাণা স্তেভ্যোঽপি তীক্ষ্ণাঃ কঠিনাশ্চ "রুচিরাশ্চ" ইত্যপি পাঠঃ। স্বপ্নেপি দুর্লভাশ্চ তে সমস্তদরিদ্রগোষ্ঠীনাং বাঞ্ছা-

---

যাহা অতি বিস্তৃত, সুবিপুল, চিক্কণ, রক্তবর্ণ, সুস্নিগ্ধ, স্থূল, নিবিড় এবং চঞ্চল পক্ষ্মশোভিত হওয়ায় রমণীয় ও যাহা তারুণ্য সাররূপ মদবশতঃ বিঘূর্ণিত ও মন্থর হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের সেই নয়নযুগল আমার হৃদয়ে নিরন্তর স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউক॥ ১০১॥

যাহারা সাধ্বীগণের স্বধর্ম্ম রূপ দৃঢ়বর্ম্ম অর্থাৎ কবচের ভেদবিষয়ে দক্ষ, যাহারা কন্দর্প বাণ হইতেও তীক্ষ্ণ ও কঠিন এবং যাহারা স্বপ্নের দুর্ল্লভ ও

---

* এই শ্লোকে নেত্রের যে স্বভাব বর্ণন তাহাই স্বভাবোক্তি॥

স্বপ্নেঽপি দুর্ল্লভসমস্তদরিদ্রগোষ্ঠী
বাঞ্ছাভিপূরণবদান্যবরাঃ কটাক্ষাঃ ॥ ১০২ ॥

রূপকং ॥ ¶

যা বিশ্বযৌবতবিলোলমনঃ কুরঙ্গা-
নাবিধ্য ঘূর্ণয়তি নর্ত্তনমার্গণৈঃ স্বৈঃ ।
সা ভ্রূলতা মুররিপোঃ কুটিলাপি কীর্ত্ত্যা
কন্দর্পপুষ্পতৃণতাং তৃণতাং নিনায় ॥ ১০৩ ॥

রূপকব্যতিরেকৌ ॥ ‡

স্তাসামভিপূরণে বদান্যেষু দাতৃজনেষু বরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ ॥ কামাবাণৈ র্বদান্য-জনৈশ্চ সহ কৃষ্ণকটাক্ষাণাং অভেদপ্রতীতিরূপং তাদাত্ম্যং পূর্ব্ববৎ রূপকং ॥ ১০২ ॥

মুররিপো র্যা ভ্রূলতা বিশ্বস্থযৌবতানাং বিলোলমনঃ কুরঙ্গান্ অতিচঞ্চলা-মনোমৃগান্ স্বৈ র্নর্ত্তনরূপমার্গণৈ র্বাণৈরাবিধ্য ঘূর্ণয়তি। সা কুটিলাপি কীর্ত্ত্যা কামস্য পুষ্পতৃণতাং পুষ্পচাপং তৃণতাং তৃণতুল্যতাং। নিনায় প্রাপয়া-মাস। কৃষ্ণভ্রূকামধনুষো স্তাদাত্ম্যং রূপকং। স্মরধনুষঃ কৃষ্ণভ্রুবো বৈলক্ষণ্যং ব্যতিরেকঃ ॥ ১০৩ ॥

সমস্ত দরিদ্রগোষ্ঠীর পূরণের নিমিত্ত যাহারা দাতা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের সেই সমস্ত কটাক্ষ বিরাজ করিতেছে ॥ ১০২ ॥

শ্রীকৃষ্ণের যে ভ্রূলতা বিশ্বস্থ যুবতিগণের চঞ্চল মনোরূপ মৃগকে স্বীয় নৃত্য-রূপ বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিয়া ঘূর্ণিত করিতেছে, সেই ভ্রূলতা কুটিল হইলেও কীর্ত্তিদ্বারা কন্দর্পের পুষ্পধনুকে বস্তুতই তৃণ তুল্য করিয়াছে ॥ ১০৩ ॥

¶ এই শ্লোকে কামবাণ এবং বদান্যজনের সহিত কৃষ্ণকটাক্ষ সমূহের অভেদ প্রতীতি রূপ তাদাত্ম্যই পূর্ব্বের ন্যায় রূপক ॥

‡ এই শ্লোকে কৃষ্ণভ্রূ ও কামধনুর তাদাত্ম্য হেতুক রূপক। আর কামধনু ও কৃষ্ণভ্রূর বৈলক্ষণ্যই ব্যতিরেক ॥

কিং কালিয়েন হরয়ে স্বসুতা বিসৃষ্টা
তেনার্পিতা ভ্রুবি হ্রিয়াপ তদাত্মতাং যা।
সাপত্ন্যতো ব্রজবধূহৃদয়ানি সর্পী
দৃষ্টৈব সা বিতনুতেহত্র বিমূর্চ্ছিতানি ॥ ১০৪ ॥

উৎপ্রেক্ষা §

চিল্লীলতালকবরূথকরম্যপার্শ্বং
কৃষ্ণাষ্টমীশশিনিভং গিরিধাতুচিত্রম্।

কালিয়সর্পেণ হরয়ে যা স্বসুতা বিসৃষ্টা দত্তা তেন হরিণা ভ্রুবি অর্পিতা হ্রিয়া তদাত্মতাং ভ্রূস্বরূপতামাপ। সা সর্পী সর্পকন্যা সাপত্ন্যতঃ সপত্নীভাবেন ব্রজবধূহৃদয়ানি দৃষ্টৈবাত্র ব্রজভূমৌ বিমূর্চ্ছিতানি বিতনুতে কুরুতে কিমিতি শঙ্কে। সর্পকন্যাতোহপি ভ্রুব উৎকর্ষোত্রোৎপ্রেক্ষা ॥ ১০৪ ॥

হরের্ভালং ললাটমীড়ে স্তৌমি। কীদৃশং চিল্লীলতা ভ্রূলতা অলকবরূথকো হলকসঙ্ঘস্তাভ্যাং রম্যে পার্শ্বে যস্য তৎ। অর্দ্ধচন্দ্রতুল্যং রাধায়া মনোরূপ-

---

কালিয়নাগ শ্রীকৃষ্ণকে আপনার কন্যা অর্পণ করিয়াছিল কি? যে হেতু শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে ভ্রূদেশে স্থান দান করিলে সে লজ্জায় ভ্রূস্বরূপলতা লাভ করিয়াছে, পরে সেই সর্পকন্যাই সাপত্ন্যবশতঃ ব্রজবধূগণের হৃদয় :দর্শন করিয়াই এই ব্রজভূমিতে তাহাদিগকে মূর্চ্ছা সম্পাদন করিতেছে অর্থাৎ ব্রজবধূগণ সর্পী সদৃশ কুটিলতম কৃষ্ণভ্রূদর্শন করতঃ কামমোহে মূর্চ্ছিত হইতেছেন ॥ ১০৪ ॥

ভ্রূলতা এবং অলক অর্থাৎ চূর্ণ কুন্তল দ্বারা যাহার পার্শ্বদেশ মনোহর, যাহা কৃষ্ণাষ্টমী চন্দ্রের ন্যায়, গৈরিকাদি ধাতুর দ্বারা চিত্রিত, শ্রীরাধার মনোরূপ

---

* এই শ্লোকে সর্পকন্যা অপেক্ষা ভ্রূর উৎকর্ষই উৎপ্রেক্ষা ॥

রাধামনোহরিণবন্ধনকামমন্ত্র-
কাশ্মীরচারুতিলকং হরিভালমীড়ে ॥ ১০৫ ॥
স্বভাবোক্তিরূপকানুমানি †

অলকমধুপমালা শ্রীলভালোপরিষ্টা-
দ্বিলসতি ললিতায়া বল্লবীবল্লভস্য ।
নয়নসফরবন্ধে জালতামঙ্গনানা-
মলভত কিল সেয়ং কামকৈবর্ত্তকস্য ॥ ১০৬ ॥
রূপকোৎপ্রেক্ষে ‡

হরিণবন্ধনায় কামস্য যন্ত্রঞ্চ তৎ। কাশ্মীরঃ কেশরাখ্য স্তস্য চারুতিলকঞ্চ যত্র তৎ। স্বভাবোক্তিরূপকে স্ফুটার্থে। রাধামনোহরিণস্য বন্ধনং হেতুং কৃত্বা কাশ্মীরকৃতকামযন্ত্রতিলকং সাধ্যমনুমানং ॥ ১০৫ ॥

বল্লবী বল্লভস্য কৃষ্ণস্য যা ললিতা অলকরূপভ্রমরমালা ভালোপরি বিলসতি সৈবাঙ্গনানাং নয়নসফরীণাং বন্ধবিষয়ে কামকৈবর্ত্তকজালতামলভত। অলক-জালয়ো স্তাদাত্ম্যং রূপকং। জালাদলকানামুৎকর্ষোত্রোৎপ্রেক্ষা ॥ ১০৬ ॥

হরিণকে বন্ধন করিতে যে কন্দর্প যন্ত্র স্বরূপ এবং যাহা কুঙ্কুম তিলকে সুশোভিত, শ্রীকৃষ্ণের সেই ললাট দেশকে আমি স্তব করি ॥ ১০৫ ॥

বল্লবীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের যে মনোহর অলক অর্থাৎ চূর্ণ কুন্তল রূপ ভ্রমরমালাই ললাটের উপর বিলাস করিতেছে, সেই ভ্রমরমালাই ব্রজাঙ্গনাগণের নেত্ররূপ শকরীর বন্ধন বিষয়ে কন্দর্পরূপ কৈবর্ত্তের জাল স্বরূপ হইয়াছে ॥ ১০৬ ॥

---

† এই শ্লোকে স্বভাবোক্তি ও রূপক অলঙ্কার সুস্পষ্ট। আর শ্রীরাধার মন হরিণের বন্ধনকে হেতু করিয়া কাশ্মীরকৃত কামযন্ত্র তিলক সাধ্য ইহাই অনুমান ॥

‡ এই শ্লোকে "অলকা ও জাল" এই উভয়ের তাদাত্ম্যই রূপক, আর জাল হইতে যে অলকার উৎকর্ষ তাহাই উৎপ্রেক্ষা ॥

শ্লাঘ্যায়তো ভ্রমরগঞ্জনচিক্কণাভঃ
সূক্ষ্মঃ সুকুঞ্চিততরোঽতিঘনঃ সমাগ্রঃ।
কস্তূরিকাযুগসিতোৎপলগন্ধহৃদ্যঃ
কামধ্বজাসিত সুচারুশোভঃ ॥ ১০৭ ॥

স্বভাবোক্তি ব্যতিরেকোপমাঃ *

চূড়াদ্বিফালকবরার্দ্ধকজূটবেণী-
জূটাদিকালকৃতবন্ধবিশেষরম্যঃ।

স কেশবকেশপাশো নশ্চিত্তে স্ফুরত্বিতি পরশ্লোকেনান্বয়ঃ। কীদৃশঃ কেশ-পাশঃ শ্লাঘ্যঃ প্রশংসনীয়ঃ আয়তো দীর্ঘশ্চ। ভ্রমরস্য গঞ্জনা তিরস্কারিণী চিক্কণা ভা কান্তি র্যস্য সঃ। সুকুঞ্চিততরো অতিকুঞ্চিতঃ। অতিঘনো অতিনিবিড়ঃ। সমমগ্রভাগো যস্য সঃ। কস্তূরিকালিপ্তনীলকমলবদ্গন্ধেন হৃদ্যঃ। কামধ্বজস্য কৃষ্ণবর্ণচামরাদপি চারুঃ শোভা যস্য সঃ॥ কেশস্য স্বভাববর্ণনং স্বভাবোক্তিঃ। উপমানাৎ ভ্রমরকান্তিকস্তূরিকালিপ্তনীলোৎ-পলাদে র্বিলক্ষণো ব্যতিরেকঃ। অসিতোৎপলগন্ধ ইব হৃদ্যঃ। চামর ইব চারুশোভা উপমা ॥ ১০৭ ॥

ক্বাপি সময়ে চূড়াপ্রসিদ্ধা। ক্বাপি দ্বিফালো দ্বিভাগীকৃতোদ্ধচূড়ার্দ্ধঃ কবর ইতি। ক্বাপি কবরঃ। ক্বাপি কবরার্দ্ধজূটঃ। অর্দ্ধঃ কবরো হর্দ্ধো জূটঃ। ক্বাপি জূটবেণী অর্দ্ধোজূটঃ অর্দ্ধোবেণীতি। ক্বাপি বেণী প্রসিদ্ধা কেশস্য

যে কেশপাশ প্রশংসনীয় সুদীর্ঘ, ভ্রমরবিনিন্দিত চিক্কণ আভাযুক্ত, সূক্ষ্ম, অতিশয় কুঞ্চিত, অতিনিবিড়, সামানাগ্রভাব, কস্তূরীলিপ্ত নীল কমল সদৃশ সুগন্ধ, কন্দর্প ধ্বজের কৃষ্ণবর্ণ চামর অপেক্ষাও শোভা সম্পন্ন ॥ ১০৭ ॥

অপর, যাহা কোন সময়ে চূড়ারূপে কখন দ্বিফাল অর্থাৎ মধ্যে সিঁতি করিয়া উভয় পার্শ্বে কেশ বিক্ষেপ, কখন কবর, কখন অর্দ্ধজূট অর্থাৎ অর্দ্ধ-

* এই শ্লোকে কেশের স্বভাব বর্ণনই স্বভাবোক্তি উপমান রূপ ভ্রমরকান্তি কস্তূরীলিপ্ত নীলোৎপলাদি হইতে বৈলক্ষণ্য ব্যতিরেক। তার অসিত উৎ-

যো হৃৎসুধারুচি কুরঙ্গতি রাধিকায়া-

শ্চিত্তে স নঃ স্ফুরতু কেশবকেশপাশঃ ॥ ১০৮ ॥

রূপকোপমাস্বভাবোক্তয়ঃ ॥ যুগ্মকং ॥ *

অপারমাধুর্য্যসুধার্ণবানি

নানাঙ্গভূষাচয়ভূষণানি।

ত্রিভাগীকৃত্য সম্বন্ধনং। ক্বাপি জূট ইত্যাদিনা কালকৃতপ্রকারান্তরবন্ধন-বিশেষেণ রম্যঃ। যঃ কেশপাশঃ রাধায়া হৃদেব সুধারুক্ চন্দ্র স্তস্মিন্ কুরঙ্গ ইব মৃগ ইবাচরতীতি কুরঙ্গতি। রাধিকাহৃৎকুরঙ্গয়ো স্তাদাত্ম্য-রূপকং। কুরঙ্গ ইবাচরতীত্যুপমা। কেশস্য বন্ধনবিশেষস্য চ স্বভাববর্ণনং স্বভাবোক্তিঃ ॥ ১০৮ ॥

সহস্রবক্ত্রৈরনন্তৈরপি শৌরেরঙ্গানি ন বর্ণ্যানি কীদৃশানি। অপারমাধুর্য্য-সুধৈবার্ণব ইবার্ণবো যেষু তানি। নানাঙ্গভূষা সমূহানাং ভূষণানি ভূষণরূপাণি জগদ্দৃশামাসেচনকানি দর্শনাদতৃপ্তিকরাণি। "তদাসেচনকং তৃপ্তে র্নাস্ত্যন্তো যস্য দর্শনা"দিত্যমরঃ। অঙ্গানাং স্বভাববর্ণনং স্বভাবোক্তিঃ। মাধুর্য্যসুধাকৃষ্ণা-ঙ্গয়ো স্তাদাত্ম্যং রূপকং। সমস্তবস্তুবিষয়ং নিঃসঙ্গঞ্চ। "আক্ষেপো বক্তুমিষ্টস্য

কেশ মুক্ত ও অর্দ্ধকেশ বদ্ধ এবং কখন জূটবেণী অর্থাৎ অর্দ্ধ বদ্ধ ও অর্দ্ধবেণী হইয়া শ্রীরাধার হৃদয়চন্দ্রে কুরঙ্গের ন্যায় প্রতীত হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের কেশ-পাশ আমাদিগের চিত্তে শোভা পাইতে থাকুক ॥ ১০৮ ॥

আর অধিক কি বলিব অসীম মাধুর্য্যের সুধাসিন্ধু এবং ত্রিজগতের লোচ-

---

পল গন্ধের ন্যায় হৃদ্য এবং চামরের ন্যায় চারুশোভাবিশিষ্টতাই এস্থলে উপমা ॥

* এই শ্লোকে শ্রীরাধার হৃদয় ও কুরঙ্গের অভেদ হেতু রূপক। কুরঙ্গের ন্যায় আচরণ করিতেছে, ইহাতে উপমা আর কেশের স্বভাব বর্ণনই স্বভা-বোক্তি অলঙ্কার ॥

জগদ্দৃগাসেচনকানি শৌরে-
র্বর্ণ্যানি নাঙ্গানি সহস্রবক্ত্রৈঃ ॥ ১০৯ ॥

স্বভাবোক্তিরূপকাক্ষেপাঃ ॥ §

ইতীরয়িত্বা বিরতে শুকেশে
সসারিকে গদ্গদরুদ্ধকণ্ঠে।
তদ্বাক্‌ সুধাম্ভোধিনিমগ্নচিত্তা
ক্ষণং সভা সা স্তিমিতা তদাসীৎ ॥ ১১০ ॥

যো বিশেষবিবক্ষয়া। নিষেধো বক্ষ্যমাণত্বেনোক্তেনচ সচ দ্বিধা"। বিশেষং বক্তুমিচ্ছয়া বক্তুমিষ্টানাং শ্রীকৃষ্ণাঙ্গানাং সহস্রবক্ত্রৈরবর্ণ্যানীতি নিষেধোক্তেনাক্ষেপঃ। ১০৯ ॥

ইত্যনেন প্রকারেণ ঈরয়িত্বা বর্ণয়িত্বা সসারিকে শুকেশে শুকশ্রেষ্ঠে প্রেম্না গদ্গদরুদ্ধকণ্ঠে বিরতে বর্ণনান্নিবৃত্তে সতি তত্তস্য শুকস্য বাক্‌সুধাম্ভোনিধিমগ্নচিত্তা সা সভা তদা ক্ষণং স্তিমিতা অদ্ভুতানন্দমগ্নাসীৎ ॥ ১১০ ॥

নের আসেচনক অর্থাৎ যাহাকে দর্শন করিয়া ত্রিজগতে কাহারও লোচনের তৃপ্তির শেষ হয় না, এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসকলের ভূষণ সমূহ সংস্রবদন অনন্তও বর্ণন করিতে পারেন না ॥ ১০৯ ॥

এই রূপে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সারিকার সহিত শুক প্রেমভরে গদ্গদ অর্থাৎ অস্ফুট স্বরে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ বর্ণনা হইতে বিরত হইলে শুকের বাক্যসুধায় নিমগ্নচিত্তা সখীসভা তখন ক্ষণকাল স্তিমিত ভাবে অদ্ভুতানন্দমগ্না হইয়া অবস্থিত রহিলেন ॥ ১১০ ॥

---

§ এই শ্লোকে অঙ্গ সমূহের স্বভাব বর্ণনই স্বভাবোক্তি, মাধুর্য্য সুধা ও কৃষ্ণাঙ্গের তাদাত্ম্যহেতুক রূপক, এই রূপক সমস্তবস্তুবিষয়ক ও নিঃসঙ্গ। বিশেষ বলিবার ইচ্ছায় ইষ্ট বস্তুর কথন নিমিত্ত যে নিষেধ তাহাকে অপেক্ষা বলে, এই

॥ প ॥ শ্রীচৈতন্যপদারবিন্দমধুপ শ্রীরূপসেবাফলে
দিষ্টে শ্রীরঘুনাথদাস কৃতিনা শ্রীজীবসঙ্গোদ্গতে।
কাব্যে শ্রীরঘুনাটভট্টবরজে গোবিন্দলীলামৃতে
সর্গঃ ষোড়শ এষ সাম্প্রতমগান্মধ্যাহ্নলীলামনু ॥ ১১১ ॥

শ্রীগোবিন্দলীলামৃতস্য মধ্যাহ্নলীলায়াং ষোড়শসর্গঃ সমাপ্তোঽভূৎ।

ইতি শ্রীসদানন্দবিধায়িন্যাং ষোড়শসর্গার্থঃ ॥ ১১১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যমহাপ্রভুর পদারবিন্দের মধুপায়ি ভ্রমর স্বরূপ শ্রীরূপ গোস্বামীর সেবার ফল, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামি কর্তৃক প্রেরিত, শ্রীমজ্জীব গোস্বামীর সঙ্গ হেতু সমুদ্ভূত এবং শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর বর-প্রভাবে প্রাদুর্ভূত শ্রীগোবিন্দলীলামৃত কাব্যে মধ্যাহ্নলীলায় ষোড়শসর্গ সমাপ্ত হইল॥ ১১১ ॥

আক্ষেপ দুই প্রকার হয়। বিশেষ বলিতে ইচ্ছা করিয়া বলিবার নিমিত্ত ইষ্ট বস্তু শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ সকলের সহস্র বদন দ্বারা বর্ণন করা যায় না, এই নিষেধ উক্তিতে আক্ষেপ হইল॥

সপ্তদশঃ সর্গঃ।

শ্রীরাধয়া প্রেরিতয়াথ বৃন্দয়া
সংলালিতঃ স্বাস্থ্যমুপাগতঃ শুকঃ।
দিষ্টশ্চ কৃষ্ণস্য গুণানুবর্ণনে
সসারিকঃ প্রাহ সভাং স নন্দয়ন্ ॥ ১ ॥
কবিভিরনবগাহ্যং তং মহদ্ভির্বরাকো-
ঽপ্যহমজিতগুণাব্ধিং জিহ্বয়া লেঢ়ুমীহে।
যদপি ফলমভেদ্যং লাঙ্গলীয়ং সুপক্বং
স্পৃশতি তদপি চঞ্চ্বা তন্মুহু র্লুব্ধকীরঃ ॥ ২ ॥

নিদর্শনা *

অথ শ্রীরাধাপ্রেরিতয়া বৃন্দয়া সংলালিতঃ স্বাস্থ্যমুপাগতঃ সন্ স শুকঃ কৃষ্ণগুণানুবর্ণনে দিষ্টঃ প্রেরিতঃ সসারিকঃ সভাং নন্দয়ন্ প্রাহ ॥ ১ ॥

মহদ্ভিঃ কবিভিরনবগাহ্যমগম্যং তং প্রসিদ্ধমজিতস্য গুণাব্ধিং বরাকোঽপ্যহং জিহ্বয়া লেঢ়ুমাস্বাদয়িতুমীহে। সুপক্বং লাঙ্গলীয়ং নারিকেলং ফলং চঞ্চ্বা যদপ্যভেদ্যং তদপি লুব্ধকীরঃ তৎফলং মুহুশ্চঞ্চ্বা স্পৃশতি। অসম্বন্ধরূপং যদুপমাকৃতিঃ। নিদর্শনৈষা দৃষ্টান্তপ্রায়া। অস্যার্থঃ। যদুপমাকৃতি রসম্বন্ধরূপং

অনন্তর শ্রীরাধাপ্রেরিত বৃন্দাদেবী কর্ত্তৃক শুক লালিত এবং স্বাস্থ্য লাভ করিলে কৃষ্ণগুণানুবর্ণনে আদিষ্ট হইয়া সভাকে আনন্দিত করত সারিকার সহিত কহিতে লাগিল ॥ ১ ॥

মহা মহা কবিগণেরও যে শ্রীকৃষ্ণের গুণসমুদ্র অগম্য, সেই শ্রীকৃষ্ণের গুণসমূদ্রকে আমি অতি ক্ষুদ্র হইয়াও জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন করিতে বাসনা

* যে স্থানে নিদর্শনটী (উপমাদানটী) অসম্বন্ধ রূপ হয় তাহাই নিদর্শনা কিন্তু

ইহানিনীষামি করেণ ভাস্করং
মূর্দ্ধ্না বিভিৎসামি সুমেরুপর্ব্বতম্ ।
দোর্ভ্যাং তিতীর্ষামি মহার্ণবং যতো
গুণান্নিবিক্ষামি হরেরপত্রপঃ ॥ ৩ ॥

মালানিদর্শনা ॥ *

এষা নিদর্শনা কিন্তু দৃষ্টান্তপায়াচ । দৃষ্টান্তপায়ত্বমুপমাকৃতিত্বং । শুকচঞ্চ্বা অভেদ্যস্য লাঙ্গলীয়ফলস্য ইব কৃষ্ণগুণাদ্ধেরাস্বাদনং অসম্বন্ধরূপং অসাধ্য রূপং নিদর্শনা ॥ ২ ॥

অপত্রপো নির্লজ্জোঽহং যতো হরেগুর্ণান্ বক্তুমিচ্ছামি । অতঃ করেণ ভাস্করং সূর্য্যমত্রানেতুমিচ্ছামি । মূর্দ্ধ্না সুমেরুং ভেত্তুমিচ্ছামি । দোর্ভ্যাং মহার্ণবং তিতীর্ষামি । করেণ সূর্য্যানয়নমিব মূর্দ্ধ্না সুমেরুভেদনমিব দোর্ভ্যামির্হার্ণবতরণমিব হরেগুর্ণবর্ণনং অসম্বন্ধরূপং নিদর্শনা । "মালা স্যাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্বঞ্চেদুত্তরোত্তরমৃচ্ছতি" । পূর্ব্বে করেণ সূর্য্যানয়নং তথা উত্তরে

করিয়াছি, যদিচ সুপক্ক নারিকেল ফল চঞ্চু দ্বারা অভেদ্য তথাপি লুব্ধশুক সেই ফলকে পুনঃ পুনঃ আপনার চঞ্চু দ্বারা স্পর্শ করিয়া থাকে ॥ ২ ॥

আমি কি নির্লজ্জ ? যে হেতু শ্রীকৃষ্ণের গুণও বর্ণন করিতে ইচ্ছা করিতেছি ! আমার এই কৃষ্ণগুণ বর্ণনের ইচ্ছা যেমন সূর্য্যকে হস্ত দ্বারা আনয়ন

এই নিদর্শনাতে দৃষ্টান্তই অধিক এবং ইহার আকার অনেকাংশে প্রায় উপমার ন্যায় হইয়া থাকে ॥

এই শ্লোকে শুকচঞ্চু দ্বারা অভেদ্য নারিকেল ফলের ন্যায় কৃষ্ণ গুণ সমুদায়ের আস্বাদন, অসম্বন্ধ রূপ অর্থাৎ অসাধ্য স্বরূপ । ইহাই নিদর্শনা অলঙ্কার ॥

* অনেক গুলি পূর্ব্বোক্ত নিদর্শনা একত্র থাকিলে তাহাকে মালা নিদর্শনা কহে ॥

পূর্ব্বে হস্তদ্বারা সূর্য্যানয়ন তথা উত্তরে মস্তক দ্বারা সুমেরুভেদের ন্যায়

যা যা জাতা হরিগুণলবস্পার্শপূতা রসজ্ঞা
সা সা জাতু স্পৃশতি নতরাং ক্বাপি বার্ত্তাং তদন্যাম্।
মাকন্দীয় প্রথমমুকুলাস্বাদপুষ্টান্যপুষ্ট-
শ্রেণী যা সা রসয়তি কথং কুট্মলং পৈচুমর্দ্দম্॥ ৪॥

দৃষ্টান্তঃ॥ *

মূর্দ্ধ্না মেরুভেদনমিব কৃষ্ণগুণবর্ণনমসম্বন্ধরূপং মালা। অলঙ্কারকৌস্তুভস্য মূলেতু যা নিদর্শনা সৈব মালানিদর্শনা॥ ৩॥

যা যা রসজ্ঞা হরেগুর্ণলবস্য স্পর্শেন পূতা জাতা সা সা রসজ্ঞা তদন্যাং কৃষ্ণগুণাদ্ভিন্নাং বার্ত্তাং ক্বাপি সময়ে জাতু কদাচিদপিতরামতিশয়েনাদরেণ ন স্পৃশতি। অত্র দৃষ্টান্তমাহ। মাকন্দীয়েতি। আম্রাজ্জাত প্রথমমুকুলস্যাস্বাদেন পুষ্টা যা অন্যপুষ্টানাং কোকিলানাং শ্রেণী সা পৈচুমর্দং। কুট্মলং নিম্বমুকুলং কথং রসয়তি। ন রসয়ত্যেবেত্যর্থঃ। "সর্ব্বেষামেব ধর্ম্মাণাং দৃষ্টান্তঃ প্রতিবিম্ববৎ"। কোকিলস্য ধর্ম্মাঃ যথা আম্রমুকুলাস্বাদপুষ্টাঃ কোকিলাঃ নিম্বফলে স্পৃহারহিতা স্তথা কৃষ্ণগুণস্পার্শপূতা রসজ্ঞা অন্য বর্ণনে বিমুখা ইত্যত্র দৃষ্টান্তঃ॥ ৪॥

করিতে ইচ্ছা করা, সুমেরু পর্ব্বতকে মস্তক দ্বারা ভেদ করা এবং হস্তদ্বয় দ্বারা সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার স্বরূপ হইতেছে॥ ৩॥

অপর, যে যে জিহ্বা শ্রীকৃষ্ণের গুণ বর্ণনে পবিত্র হইয়াছে, সেই জিহ্বা কৃষ্ণগুণ ব্যতিরেকে অন্য বার্ত্তা কোন সময় কখনও অত্যাদর পূর্ব্বক স্পর্শ করে না কেননা, কোকিল সকল প্রথমতঃ আম্রমুকুলের আস্বাদনে পরিপুষ্ট হইলে, সে কি কখনও আর পিচুমর্দ্দ অর্থাৎ নিম্ব মুকুলে অনুরাগ করে? ॥ ৪॥

কৃষ্ণগুণবর্ণন ইহাই অসম্বন্ধরূপ মালা নিদর্শনা। কৌস্তুভ অলঙ্কারে মূলে যে নিদর্শনা তাহাই মালা নিদর্শনা হয়॥

* এই শ্লোকে কোকিল যেমন আম্র মুকুলের আস্বাদে পরিপুষ্ট হইয়া

যদুক্তং গর্গেণ ব্রজপতি-পুরস্তেঽস্য শিশো-
র্গুণৈস্তৈস্তৈঃ সাম্যং লভত ইহ নারায়ণ ইতি।
গুণানামানন্ত্যং পরমশুভতা গোকুলবিধো-
র্মহত্ত্বং গাম্ভীর্য্যাদিকমপিচ তেনৈব কথিতম্ ॥ ৫।

উদাত্তস্বভাবোক্তী ॥ *

ব্রজপতে নন্দস্য পুরোঽগ্রে গর্গেণ যদুক্তং। কিমুক্তং। তে তবাস্য শিশোস্তৈ-স্তৈ গুণৈ নারায়ণঃ সাম্যং লভতে ইত্যনেন রূপেণ গোকুলবিধোঃ কৃষ্ণস্য গুণানামানন্ত্যং পরমশুভতা মহত্ত্বং গাম্ভীর্য্যাদিকং চ তেনৈব গর্গেণ কথিতং দশমে। "নারায়ণসমোগুণৈঃ"। "শ্রিয়া কীর্ত্ত্যানুভাবেনে"ত্যাদি। সমৃদ্ধিরুদাত্তং বস্তুনঃ পরা। কৃষ্ণগুণানাং পরা সমৃদ্ধিরত্র উদাত্তং। কৃষ্ণস্বভাবস্য বর্ণনং স্বভাবোক্তিঃ ॥ ৫ ॥

ব্রজরাজ শ্রীনন্দের অগ্রে শ্রীগর্গাচার্য্য মহাশয় বলিয়াছিলেন যে তোমার এই শিশুর সেই সেই গুণে নারায়ণ দেব তুল্যতা প্রাপ্ত করিয়াছেন এবং আরও তিনি কহিয়াছিলেন যে, এই গোকুলচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের গুণ সকলের অন্ত নাই, পরম শুভতা, মহত্ত্ব ও গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি অনেক গুণ আছে ॥ ৫ ॥

নিম্বফলে স্পৃহা ত্যাগ করে তেমনি শ্রীকৃষ্ণগুণবর্ণনে জিহ্বা পবিত্র হইয়া অন্য গুণ বর্ণনে বিমুখ হইয়া থাকে। ইহাই এস্থলে দৃষ্টান্ত নামক অলঙ্কার ॥

† গুণ সকলের যে পরা সমৃদ্ধি অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্টতা তাহার নাম উদাত্ত। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের গুণের সর্ব্বোৎকৃষ্টতাই উদাত্ত। আর কৃষ্ণস্বভাবের বর্ণনই স্বভাবোক্তি ॥

স্বভক্তে বাৎসল্যপ্রণয়বশতাদের্গুণককে-
রনন্তত্বাৎ সঙ্খ্যা দনুজজয়িনো নৈব ঘটতে।
বহুত্বাৎ পাল্যানামনিশমুরুবৃত্তেঃ সমুদয়া-
দিহাপ্যেকৈকস্যাপি হি ভবতি সম্যঙ্ন গণনং॥ ৬॥

উদাত্তস্বভাবোক্তী॥ *

রূপং ভূষণভূষণং নববয়ঃ কৈশোরমধ্যস্থিতং
বীর্য্যং কন্দুকিতাদ্রিশীলমমলং লীলা জগন্মোহিনী।

দনুজজয়িনঃ শ্রীকৃষ্ণস্য স্বভক্তবিষয়ে বাৎসল্যাদি গুণসমূহস্য সংখ্যা ন ঘটতে। তত্র হেতুমাহ। পাল্যানাং ভক্তানাং বহুত্বাৎ। তেষাং ভক্তানাং মধ্যে ইহৈকৈকস্মিন্নপি ভক্তে নিযুক্তানাং তেষাং গুণানামেকৈকস্যাপি গুণস্য বৃত্তেঃ সম্যগ্‌গণনং ন ভবতি। তদপি কুতঃ। উরু যথাস্যাত্তথাহানিশং সদা সম্যগুদয়াৎ॥ তত্রাপি গুণস্য পরা সমৃদ্ধিঃ। স্বভাববর্ণনং চোদাত্তস্বভাবোক্তী॥ ৬॥

অসৌ কৃষ্ণঃ কথং বর্ণ্যোহস্ত হেতুমাহ। যস্য রূপং ভূষণং ভূষয়তীতি ভূষণভূষণং। যস্য নববয়ঃ কৈশোরমধ্যে স্থিতং মধ্যকৈশোরস্তৎ বীর্য্যং কন্দুকিতঃ কন্দুক ইবাচরিতোহদ্রি গোবর্দ্ধনপর্ব্বতো যতঃ। কন্দুকীকৃতোহদ্রির্যস্য।

অপিচ, দনুজজয়ি শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য ও প্রণয় বশতাদি গুণ সমূহ অনন্ত প্রযুক্ত তাহার সংখ্যা হইতে পারে না, কেননা শ্রীকৃষ্ণের ভক্তও বহু তন্মধ্যে একটি ভক্তে যত গুণ নিযুক্ত আছে তাহার একটা মাত্র গুণেরও সম্যক্ রূপে গণনা হইতে পারে না॥ ৬॥

এই শ্রীকৃষ্ণকে আমি কি রূপে বর্ণন করিব, কেননা যাঁহার রূপ ভূষণ সমূহের ভূষণ নবীন বয়স কৈশোর মধ্যে স্থিত অর্থাৎ মধ্য কৈশোর, কন্দুকিত গিরিরাজ গোবর্দ্ধন বীর্য্য গোবর্দ্ধনকে কন্দুকিত (ক্রীড়নক) করাই যাঁহার বীর্য্য অর্থাৎ

---

* এই শ্লোকেও গুণ সকলের পরা সমৃদ্ধিই উদাত্ত এবং স্বভাব বর্ণন স্বভাবোক্তি॥

ঔদার্য্যং স্বসমর্পণাবধি দয়া যস্যাখিলপ্লাবিকা
কীর্ত্তি র্বিশ্ববিশোধিনী কথমসৌ কৃষ্ণো'হস্তু বর্ণ্যঃ ক্বিভিঃ ॥৭

উদাত্তস্বভাবোক্তী ॥ †

তৎকৈশোরং সচ গুণচয়ঃ সাচ গোপাঙ্গনালিঃ
সা বেশশ্রীঃ সচ মধুরিমা সাচ কন্দর্পলীলা।

যেনাভ্যন্তরকরণভূতেনেতি বা। ঔদার্য্যং স্বস্য সমর্পণমবধিঃ সীমা যস্য অখিলপ্লাবিকা দয়া। বিশ্ববিশোধিনী কীর্ত্তিঃ। তথাহি শ্রীভাগবতে, "ভুষণ-ভুষণাঙ্গ"মিতি। কৈশোরে বয়সি স্থিত ইতি। গোবর্দ্ধনধারণং। শ্রীদাদে-রমলাদিকং তত্র বহুধা প্রসিদ্ধং। বস্তুনাং রূপাদীনাং পরা সমৃদ্ধিরুপমুদাত্তমত্র এতাদৃশী সমৃদ্ধিরন্যত্র নাস্তীত্যর্থঃ এতাদৃশস্বভাবস্য বর্ণনরূপা স্বভাবোক্তিঃ। সম্পূর্ণমত্রৈব। অন্যত্র বিন্দুবিন্দুতয়া ক্বচিদিতি শ্রীভাগবতোক্তেঃ ॥ ৭ ॥

তৎকৈশোরং সচ গুণচয়ঃ সাচ গোপাঙ্গনালিঃ। শুচিরসঃ শৃঙ্গাররসঃ কৃষ্ণ-সাঙ্গীকারাৎ সফলা অজনি। "কারকৈক্যে ক্রিয়াবহ্বোবাব্যয়েঽপিচ দীপকং"। অত্র বহুনি কারকাণি তৎ স সাদয়ঃ। অজনি ক্রিয়া একৈবাত্র ব্যত্যয়ং দীপকং।

পরাক্রম নির্ম্মিত শীলতা, জগন্মোহিনী লীলা, তথা যিনি ভক্তকে আত্মসমর্পণ পর্য্যন্তও করিতে পারেন এতাদৃশ ঔদার্য্য এবং যাঁহার কীর্ত্তি, সমস্তবিশ্ব প্লাবিত ও পরম পবিত্র করিতেছে ॥ ৭ ॥

সেই কৈশোর, সেই গুণরাশি, সেই ব্রজাঙ্গনাগণ, সেই বেশ-শোভা, সেই মাধুর্য্য, সেই কন্দর্পলীলা, সেই বৈদগ্ধী (রসিকতা) সেই শৃঙ্গার রস এবং সেই

---

† এই শ্লোকে উদাত্ত ও স্বভাবোক্তি অলঙ্কার। রূপাদি বস্তু সমূহের পরা সমৃদ্ধিই উদাত্ত অর্থাৎ এতাদৃশী সমৃদ্ধি অন্যত্র নাই। আর পূর্ব্বের ন্যায় স্বভাব বর্ণনই স্বভাবোক্তি অলঙ্কার ॥

সা বৈদগ্ধী সচ শুচিরসঃ সাচ চাপল্যলক্ষ্মী-
রঙ্গীকারাদজনি সফলা শ্রীলগোপেন্দ্রসূনোঃ ॥ ৮ ॥

দীপকতুল্যযোগিতে ॥ *

শ্রীকৃষ্ণস্যাখিলাঙ্গান্মৃগমদরসসংলিপ্তনীলোৎপলানাং
কক্ষভ্রূশ্রোণিকেশাদগুরুরসলসৎ পারিজাতোৎপলানাং।

"প্রকৃতানাং চৈকদোক্তিরুচ্যতে তুল্যযোগিতা"। চকারাদপ্রকৃতানাং প্রাকরণিকানামপ্রাকরণিকাঞ্চ। অত্র প্রাকৃতানাং প্রাকরণিকানাং কৃষ্ণস্য গুণকীর্ত্তনরূপপ্রকরণপ্রাপ্তানাং কৈশোরাদীনামেকদোক্তিঃ তুল্যয়োগিতা ॥ ৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্যাখিলাঙ্গাৎ মৃগমদরসসংলিপ্তনীলোৎপলানাং। সৎসৌরভ্যামৃতোর্ম্মিঃ। তত্র বিশেষমাহ। কক্ষভ্রূশ্রোণিকেশাৎ অগুরুরসলসৎপারি-

---

প্রসিদ্ধ চাপল্য লক্ষ্মী এ সকলকে শ্রীল ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গীকার করাতে তাহারা সফল হইয়াছে ॥ ৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গ হইতে মৃগমদলিপ্ত নীলোৎপলের, কক্ষ, ভ্রূ, নিতম্ব ও কেশ হইতে অগুরু রস লিপ্ত পরাজিত ও উৎপলের এবং সুশ্রী নাসিকা, নাভি

---

* বহু ক্রিয়াতে একটী মাত্র কারক অন্বিত থাকিলে তথায় দীপক অলঙ্কার হয় ॥

এই শ্লোকে তৎ, স, সা প্রভৃতি বহু কারক, "অজনি" এই এক মাত্র ক্রিয়া ইহার ব্যত্যয়েও দীপক হইল ॥

প্রকৃত (আরব্ধ) বস্তু সমষ্টির এক সময়ে উক্তি হইলে তাহাকে তুল্য যোগিতা কহে এবং অপ্রাকৃত প্রকরণ ও অপ্রকরণলব্ধ উভয়েরই এক কালে উক্তি হইলে তাহাকেও তুল্য যোগিতা কহা যায় ॥

এস্থলে প্রকৃত অর্থাৎ প্রাকরণিক কৃষ্ণগুণকীর্ত্তন রূপ প্রকরণপ্রাপ্ত কৈশোরাদির এককালীন যে উক্তি তাহাই তুল্যযোগিতা ॥

শ্রীনাসানাভিবক্ত্রাৎ করপদনয়নাচ্চেন্দুলিপ্তাম্বুজানাং
সৎসৌরভ্যামৃতোর্ম্মিঃ প্রসরতি জগদাপ্লাবয়ন্তী সমন্তাৎ ॥৯

স্বভাবোক্তিঃ ॥ *

গুণাহি গোপীততিহারিণো হরে-
র্গোপীততিঃ প্রেমপরিপ্লুতাশয়া।
প্রেমা হরেরিন্দ্রিয়চিত্তহারকো
হরিশ্চ তস্যাবশতামুপাগতঃ ॥ ১০ ॥

একাবলী ॥ †

জাতোৎপলানাং সৎসৌরভ্যামৃতোর্ম্মিঃ। শ্রীনাসানাভিবক্ত্রাৎ করপদনয়নাৎ কর্পূরলিপ্তাম্বুজানাং সৎসৌরভামৃতোর্ম্মিঃ সমন্তাৎ প্রসরতি, কিং কুর্ব্বতী জগদা-সম্যক্ প্লাবয়ন্তী। পূর্ব্ববৎ স্বভাববর্ণনং স্বভাবোক্তিঃ ॥ ৯ ॥

হরেগু'ণাঃ গোপীততে র্মনোহরাঃ। গোপীততিরপি হরেঃ প্রেম্নৈব পরিপ্লুতা ব্যাপ্তা আশয়ো হৃন্তঃকরণং যস্যাঃ সা। তাসাং প্রেমা হরেরিন্দ্রিয়াণাং চিত্তস্য চ হারকঃ। হরিস্তস্যা গোপীততে র্বশতামুপাগতঃ। একাবলী-লক্ষণং, "স্থাপ্যতে খণ্ড্যতে চৈব পূর্ব্বপূর্ব্বং পরেণ যৎ। বিশেষণতয়া বস্তু সা

মুখ, কর, পদ ও নেত্র হইতে কর্পূর লিপ্ত কমলের উত্তম সৌরভ রূপ অমৃত-তরঙ্গ জগৎ আপ্লাবিত করিয়া চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতেছে ॥ ৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণের গুণগণ ব্রজাঙ্গনাদিগের মনোহারী, ব্রজাঙ্গনাগণও শ্রীকৃষ্ণের

* এই শ্লোকে পূর্ব্বের ন্যায় স্বভাব বর্ণনই স্বভাবোক্তি ॥

† পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাক্যকে যদি পর পর বাক্যে বিশেষণ রূপে সংস্থাপন করা যায় বা নিষেধ করা যায়, তাহা হইলে তথায় একাবলী নামক অলঙ্কার হইয়া থাকে। এ লক্ষণের অর্থানুসারে "স্থাপন রূপা ও নিষেধ" এই দুই প্রকার একাবলী ॥

এস্থলে পূর্ব্ব কৃষ্ণগুণ সমস্ত পর প্রেম প্লুতাশয় কর্ত্তৃক স্থাপিত হইল, যে হেতু গোপী সমূহ প্রেমপ্লুত চিত্ত অতএব কৃষ্ণগুণগণ গোপীদিগের মনোহর,

বংশীস্বনৈ র্গোপবধূগণাহৃতি-
র্গোপীহৃতে রাসমহামহোৎসবঃ।
রাসোৎসবাদ্বাঞ্ছিতপূর্ত্তিরীশিতু-
স্তৎপূর্ত্তিতোঽভূৎ সুখসংভৃতং জগৎ॥ ১১॥

কারণমালা॥ ‡

দ্বিধৈকাবলী ভবেৎ"। অত্র পূর্ব্বং হরিগুণাঃ পরেণ প্রেমপ্লুতাশয়েন স্থাপ্যতে। যতো গোপীততিঃ প্রেমাপ্লুতাশয়া। অতো হরিগুণা স্তস্যা গোপীততে র্মনোহরাঃ প্রেমা যতো হরেরিন্দ্রিয়চিত্তহারকঃ। তেন গোপীততিঃ প্রেমপ্লুতাশয়া যতো হরিস্তস্যা গোপীততে র্বশতাং প্রাপ্ত স্তেন প্রেমা হরেরিন্দ্রিয়চিত্তহারক ইত্যেকাবলী॥ ১০॥

কৃষ্ণস্য তৎপূর্ত্তিতো বাঞ্ছাপূর্ত্তিতো জগৎ সুখসংভৃতং সুখপুষ্টমভূৎ। যথোত্তরং পূর্ব্ব পূর্ব্বহৈতুকস্তু হেতুতা। তদা কারণমালা স্যাৎ। পূর্ব্বমত্র বংশীশব্দৈর্গোপবধূনামাহৃতিঃ। গোপীগণহৃতে রাসমহোৎসবকৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিঃ। কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তে র্জগতঃ সুখসম্ভৃতত্বং। তথাচ গোপবধূগণাহৃতেঃ কারণং বংশীধ্বনিঃ

প্রেম দ্বারা পরিপ্লুত চিত্তা, ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেমও শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়গণ ও চিত্তের হারক এবং শ্রীকৃষ্ণও সেই গোপীগণের বশীভূত॥ ১০॥

বংশী ধ্বনি দ্বারা ব্রজসুন্দরীদিগের আকর্ষণ, সেই তাহাদিগের আকর্ষণেই

যে হেতু প্রেমকৃষ্ণের ইন্দ্রিয় চিত্ত হারক, সেই হেতু গোপীসকল প্রেমপ্লুতাশয়। এবং যে হেতু কৃষ্ণ গোপী সকলের প্রেমবশতা প্রাপ্ত, সেই হেতু প্রেম হরির ইন্দ্রিয় চিত্ত হারক। এইরূপ একাবলী॥

‡ পূর্ব্ব পূর্ব্ব কথা গুলির প্রতি পর পর কথা গুলি হেতু রূপে বিন্যস্ত থাকিলে তাহাকে কারণমালা কহে॥

এস্থলে পূর্ব্ব বংশীশব্দ দ্বারা গোপবধূদিগের আকর্ষণ গোপীগণের আকর্ষণ হেতু রাসমহোৎসব, রাস মহোৎসবহেতু শ্রীকৃষ্ণের বাঞ্ছাপূর্ত্তি এবং শ্রীকৃষ্ণের বাঞ্ছাপূর্ত্তি হেতু নিখিল জগতের সুখোদ্গম। তাৎপর্য্য গোপবধূদিগের আকর্ষ-

বক্ষো ব্রজেশোরসি যা মুরারে-
নীলোৎপলালীদলমালিকেব ।
তনৌ সমুস্তত্র কথং গুণাস্তে
সহস্রবক্ত্রেণ সদাপ্যগণ্যাঃ ॥ ১২ ॥

আশ্রয়াধিকেঽধিকং ॥ *

রাসমহামহোৎসবস্য কারণং গোপাঙ্গনাঙ্গতিঃ । কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তৌ রাসমহোৎসবো হেতুঃ । জগৎসুখসন্তৃপ্তৌ কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তি র্হেতুরভূদিতি কারণমালা ॥ ১১ ॥

ব্রজেশস্য নন্দস্য বক্ষঃস্থলে যা তনুঃ নীলপদ্মপত্রমালেব বভৌ । তত্র তনৌ অনন্তেনাগণ্যা গুণাঃ কথং মমুঃ । "আধেয়াধারয়ো র্ভূয়োর্ম্মিণস্তৎ প্রতিযোগিনৌ । ততোঽপ্যধিকভূমানৌ স্যাতাং তদধিকং ভবেৎ" । অস্যার্থঃ ভূম্নো র্ব্যাপ্যস্তৌ স্তৎপ্রতিযোগিনৌ । আধেয়স্য প্রতিযোগী আধারঃ । আধারস্য প্রতিযোগী আধেয়ঃ । অত্র সহস্রবক্ত্রাগণ্যত্বেনাধেয়গুণানাং ব্যাপকত্বং ততো

রাসমহোৎসব, রাসোৎসব হেতু শ্রীকৃষ্ণের বাঞ্ছা পূরণ এবং সেই বাঞ্ছাপূরণেই নিখিলজগৎ সুখে পরিপূর্ণ হয় ॥ ১১ ॥

অপর ব্রজেশ্বর শ্রীনন্দের বক্ষঃস্থলে শ্রীকৃষ্ণের যে তনু নীলোৎপল পত্রের মালার ন্যায় শোভিত হইয়াছিল, সেই তনুতে সহস্রবদন অনন্তেরও সর্ব্বদা অগণনীয় গুণ সমূহ কি রূপে পরিমিত হইল ? ॥ ১২ ॥

ণের কারণ বংশী ধ্বনি, রাস মহোৎসবের কারণ গোপাঙ্গনাদিকের আকর্ষণ । কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ত্তি বিষয় রাসমহোৎসব হেতু এবং জগৎ সুখ সন্তৃপ্তিতে কৃষ্ণবাঞ্ছা-হেতু হইয়াছে ॥ ইহাই কারণমালা ॥

* অধিকে অধিকের লক্ষণ যথা—ভূমা অর্থাৎ ব্যাপ্য ব্যাপকের প্রতি-যোগিদ্বয় । আধেরের প্রতিয়োগী আধার এবং আধায়ের প্রতিযোগী আধেয় ॥

এস্থলে সহস্রবদনের অগণ্যত্ব হেতু আধেয় গুণ সকলের ব্যাপকত্ব । তদ-

যথা তনোরন্তরলোকিমাত্রা
বিশ্বং করেঽদ্রিঃ কমলত্বমাপ।
শ্রীরাধিকাস্যাম্বুজদর্শনোত্থা
মুদো মমুস্তা ন হরের্বতাস্যাং ॥ ১৩ ॥
আশ্রিতোঽধিকেঽধিকং ॥ *
লাবণ্যবন্যোৎসলিলে হ্যঘবিদ্বিষো
রাধাত্মমূর্ত্তিং প্রতিবিম্বিতাং হৃদি।

গুণাধারস্য কৃততনোরাশ্রয়ভূতস্যাধিক্যং। কৃষ্ণতনোরাধারস্য নন্দবক্ষস আধিক্যমত্রাশ্রয়াধিকেঽধিকং ॥ ১২ ॥

হরেস্তনোরন্তর্মধ্যে মাত্রা যথা বিশ্বমালোকি। হরেঃ করেঽদ্রি র্গোবর্দ্ধনঃ কমলত্বমাপ। রাধামুখাম্বুজ দর্শনোত্থাস্তা মুদঃ হরেরস্যাং তনৌ তথা ন মমুঃ স্থানং ন প্রাপুঃ। বিশ্বাধারে হরেস্তনৌ আশ্রিত রাধাদর্শনজমুদ আধিক্যেনাশ্রিতাধিকেঽধিকং ॥ ১৩ ॥

অঘবিদ্বিষো লাবণ্যবন্যোৎসলিলে হৃদি অতিলাবণ্যযুক্তে বক্ষসি রাধা প্রতিবিম্বিতামাত্মমূর্ত্তিং দৃষ্ট্বা অন্যামঙ্গনাং স্বং প্রতি কুর্ব্বতীং স্বস্যা অনুকারং কুর্ব্বতীং নিশ্চিত্য রোষাদ্বিমুখী সতী বেপতে কম্পতেস্ম। ভ্রান্তিমানভিধস্তদ্ধীর-

---

শ্রীকৃষ্ণের যে তনু মধ্যে জননী যশোদা বিশ্ব দর্শন করিয়াছিল, যাহার হস্তে গোবর্দ্ধনও একটী কমল সদৃশ হইয়াছিল, কি আশ্চর্য্য! শ্রীকৃষ্ণের সেই তনুতে শ্রীরাধার মুখকমল দর্শনজন্য আনন্দ স্থান প্রাপ্ত হইল না ॥ ১৩ ॥

অপর অঘারি শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় লাবণ্য যুক্ত বক্ষঃস্থলে শ্রীরাধা স্বকীয়

পেক্ষা গুণাধর কৃষ্ণতনুর আশ্রয় অধিক্য এবং কৃষ্ণতনু আধার রূপ নন্দের বক্ষঃস্থলের যে আধিক্য তাহাই এস্থলের আশ্রয়াধিক অধিক ॥

* আশ্রয় ও আশ্রিতের মধ্যে আধিক্য প্রতীত হইলে তথায় "অধিক" অলঙ্কার হইয়া থাকে ॥

এই শ্লোকেও বিশ্বের আধার স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের তনুতে আশ্রিত শ্রীরাধার

দৃষ্ট্বাঙ্গনাং স্বং প্রতি[illegible] পরাং
নিশ্চিত্য রোষাদ্বিমুখীয় বেগকে ॥ ১৪ ॥

ভ্রান্তিমান্ ॥ *

শ্রীরাধয়ানন্যসমোর্দ্ধয়াঙ্গনং
মনোহরে ধার্ব্বিতি নাপরাঙ্গনাম্ ।

অতস্মিন্ সামাভাজি সং । অতস্মিন্ তদ্বুদ্ধি অন্যাঙ্গনা [illegible] সামাভাজি ইয়মন্যাঙ্গনা ইতি মননং তদেব ভ্রান্তিমান্নামালঙ্কারঃ ॥ ১৪ ॥

অনন্যসমোর্দ্ধয়া নাস্ত্যন্যা সমোর্দ্ধ চ যস্যা স্তয়া শ্রীরাধয়া [illegible] অপরাঙ্গনাং ন ধাবতি । পদ্মমধুলম্পটো ভ্রমরো [illegible] । [illegible] তদা । সামান্যস্থিতির্বা উপমানোপমেয়য়োঃ । উপমানোপমেয়য়ো-

---

প্রতিবিম্ব সন্দর্শন করত "নিজের মূর্ত্তি সদৃশী অন্য নায়িকা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে বিরাজ করিতেছে" এই বিবেচনা করিয়া রোষ বশতঃ বিমুখী হইয়া কম্পিতাঙ্গী হইলেন ॥ ১৪ ॥

অপিচ, অনন্যসম অর্থাৎ যাহা হইতে সম অথবা ঊর্দ্ধ নাই এতাদৃশী শ্রীরাধাকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত অপহৃত হওয়ায় আর অন্য নায়িকার প্রতি

দর্শন জন্য আনন্দের আধিক্য হেতু আশ্রিতাধিকে "অধিক" নামক অলঙ্কার হইয়াছে ॥

* সাদৃশ্য দর্শন করিয়া এক বস্তুকে অন্য বলিয়া জানাই ভ্রান্তিমান্। এস্থলেও রাধিকাতে "এ অন্যাঙ্গনা" এই যে মনন তাহাই ভ্রান্তিকান্ নামক অলঙ্কার ॥

সরোজিনীসন্মধুলম্পটঃ সদা
বল্লীং পরামিচ্ছতি কিং মধুব্রতঃ ॥ ১৫ ॥
প্রতিবস্তূপমা ॥ §

উষ্ণো রবিঃ শীতল এব চন্দ্রঃ
সর্ব্বংসহা ভূশ্চপলঃ সমীরঃ।
সাধুঃ সুধীরোঽম্বুনিধি গভীরঃ
স্বভাবতঃ প্রেমবশোহি কৃষ্ণঃ ॥ ১৬ ॥
মালাপ্রতিবস্তূপমা ॥ *

ভ্রমর কৃষ্ণমনসোর্বাক্যে সামান্যস্যানাত্র পদ্মমধু রাধাঞ্চ বিহায় বল্লীমন্যাঙ্গনাঞ্চ গমনাভাবস্য স্থিতিরত্র প্রতিবস্তূপমা ॥ ১৫ ॥

যথা রবিঃ স্বভাবতঃ এব উষ্ণঃ, চন্দ্রাদয়োপি যথা স্বভাবতঃ শীতলাদয়-স্তথা কৃষ্ণঃ স্বভাবতঃ প্রেমবশঃ ॥ অনেন পূর্ব্বপূর্ব্বং সূর্য্যাদিগুণ উত্তরস্থং কৃষ্ণং

ধাবিত হয় না। যে হেতু মধুব্রত ভ্রমর পদ্ম মধুপানে সর্ব্বদা লম্পট হইয়া কি অন্য লতাকে ইচ্ছা করিয়া থাকে ? ॥ ১৫ ॥

যেমন রবি স্বভাবতই উষ্ণ, চন্দ্র স্বভাবতই শীতল, পৃথিবী স্বভাবতই সর্ব্বং-

---

§ উপমান ও উপমেয়ের সাম্য হইলে উভয়ের এক ধর্ম্মকেই ভিন্ন ভিন্ন শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করিলে তথায় প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার হইয়া থাকে ॥

এস্থলেও উপমান ও উপমেয় রূপ ভ্রমর ও কৃষ্ণমনের বাক্যে সাদৃশ্য থাকায় পদ্ম, মধু ও রাধাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য প্রকারে অর্থাৎ বল্লী ও অন্যাঙ্গনা গমনাভাবের নিশ্চয় হওয়ায় এস্থলে প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার হইল ॥

* এই উদাহরণে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূর্য্যাদির গুণ উত্তরস্থ শ্রীকৃষ্ণকে উপমেয় রূপে লাভ করায় মালারূপক হইল। সূর্য্যাদি উপমান, কৃষ্ণ উপমেয় এই উভয়ের বাক্যে সামান্য প্রেম বশ্যত্বের যে স্থিতি তাহাই এস্থলে প্রতিবস্তূপমা ॥

গম্ভীরোঽপি স্থিরমতিরপি ক্ষান্তিপূর্ণঃ সুশীলঃ
শ্রীকৃষ্ণোঽয়ং সুখময়বপুঃ সত্রপো নির্ব্বিকারঃ।
শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়বিবশ স্তন্মুখালোকজাতৈ-
র্ভাবৈ র্লোলো মদনবিকলঃ সংভ্রমন্দ্বংভ্রমীতি ॥ ১৭ ॥

পরিকরঃ ॥ ¶

উপমেয়মৃচ্ছতীতি মালা। উপমানাঃ সূর্য্যাদয়ঃ উপমেয়ঃ কৃষ্ণস্তয়োর্বাক্যে সামান্যস্য প্রেমবশ্যত্বস্য স্থিতিরত্র প্রতিবস্তূপমা ॥ ১৬ ॥

অয়ং শ্রীকৃষ্ণঃ গাম্ভীর্য্যাদিগুণপূর্ণোঽপি রাধাপ্রণয়বিবশঃ সন্ রাধামুখ-দর্শনজৈর্ভাবৈ র্লোলঃ মদনবিকলশ্চ সন্ পুনঃ পুনরতিশয়ং চ ভ্রমতি। "বিশেষ্যোক্তিঃ পরিকরঃ স্যাৎ সাকূতৈঃ র্বিশেষণৈঃ"।গম্ভীরাদি সাকূত বিশে-ষণৈঃ সাকূতমত্র গম্ভীরোঽপি ভূত্বা স্থিরমতিরপি ভূত্বা রাধায়াঃ প্রণয়বশঃ সন্ পুনঃ পুনর্ভ্রমণরূপবিশেষ্যস্য উক্তিঃ পরিকরঃ ॥ ১৭ ॥

সখা, সমীরণ স্বভাবতই চঞ্চল, সাধুগণ স্বভাবতই সুধীর এবং সমুদ্র স্বভাবতই গভীর, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও স্বভাবতই প্রেমের বশীভূত ॥ ১৬ ॥

এই শ্রীকৃষ্ণ গম্ভীর, স্থিরমতি, ক্ষমাপূর্ণ, সুশীতল, সুখময়বপু, সলজ্জ এবং নির্ব্বিকার হইয়াও শ্রীরাধার প্রণয়ে বিবশ, শ্রীরাধামুখের সন্দর্শন জাত ভাব সমূহে চঞ্চল ও কামমদে বিকল হইয়া সম্ভ্রমে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াই-তেছেন ॥ ১৭ ॥

¶ স্বাভিপ্রায় বিশেষণের সহিত বিশেষ্যের যে উক্তি তাহার নাম পরিকর হয় ॥

গম্ভীরাদি সাকূত (অভিপ্রায়যুক্ত) বিশেষণ সকল দ্বারা, গম্ভীর অথচ স্থিরমতি হইয়াও শ্রীরাধার প্রণয়ের বশ হওত পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ রূপ বিশেষ্যের যে উক্তি তাহাই পরিকর ॥

রমাদিকানাং ধৃতিধর্ম্মবদ্ধং
মনোহৃতং কৃষ্ণগুণৈঃ সুদূরাৎ।
দশেয়মাসামপি চেত্তদেতা
ব্রজাঙ্গনাঃ কাঃ প্রণয়ার্দ্রচিত্তাঃ ॥ ১৮ ॥

অর্থাপত্তিঃ ॥ *

রমা লক্ষ্মীঃ সা আদির্যাসাং তাসাং দেবাঙ্গনানাং ধৃতিধর্ম্মেণ বদ্ধমপি মনঃ দূরাৎ কৃষ্ণগুণৈ র্হৃতং। আসাং রমাদিকানাং চেদ্যদি ইয়ং দশা তদা প্রণয়ার্দ্র-চিত্তা এতা ব্রজাঙ্গনাঃ কাঃ কস্যাং গণনায়ামিত্যর্থঃ। পীনো দেবদত্তো দিবা ন ভুঙ্‌ক্তে। অর্থাদর্দ্ধরাত্রৌ ভুঙ্‌ক্তে ইতিবদত্র ব্রজাঙ্গনাঃ কৃষ্ণগুণৈ র্হৃত-মনস্কা অর্থত আপত্তিরর্থাপত্তিঃ ॥ ১৮ ॥

লক্ষ্মীআদি দেবাঙ্গনাগণের মন ধৈর্য্যধর্ম্মে আবদ্ধ থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণগুণ সমূহদ্বারা ঐ সুদূরস্থিত মনকে আকর্ষণ করিয়াছে, লক্ষ্মীপ্রভৃতি দেবীগণও যখন এই দশা, তখন প্রণয়ার্দ্র চিত্তা ব্রজাঙ্গনাগণের যে মন আকৃষ্ট হইবে না তাহাতে অধিক আর বক্তব্য কি ? ॥ ১৮ ॥

* স্থূল দেবদত্ত, দিবায় ভোজন করেন না অর্থাৎ অর্দ্ধ রাত্রে ভোজন করেন, ইহাতে যেমন "পীন" এই কথায় রাত্রি ভোজন বুঝিতে হয়, কারণ ভোজন না থাকিলে পীন অর্থাৎ (স্থূল) হইতে পারে না, এইরূপ একটী দ্বারা অন্যটী অনুমিত হইলে অর্থাপত্তি অলঙ্কার হইয়া থাকে। এ স্থলে ব্রজাঙ্গনা গণ কৃষ্ণগুণ সমূহ দ্বারা হৃতচিত্তা। অর্থহেতু যে আপত্তি তাহার নাম অর্থাপত্তি।

প্রস্বেদোৎপুলকাদরোক্ত্যমৃতসৎসৌরভ্যমন্দস্মিতৈঃ
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়গন্ধকুসুমান্যাজহ্রুরারাধনে।
কৃষ্ণস্য ব্রজসুভ্রুবস্ত্বিহ পরীরম্ভাদি লীলামৃতং
নৈবেদ্যং চ তদা সুধাধররস স্তাম্বূলমাসাগভূৎ ॥ ১৯ ॥

পরিণামঃ ॥ *

বদান্যেশস্তৃষ্ণানিচয়চিতচিত্তৈঃ করুণরাট্
বিপন্নৈঃ কন্দর্পো যুবতিনিকরৈ মৃ'ত্যুররিভিঃ।

ব্রজসুভ্রুবঃ কৃষ্ণস্যারাধনে প্রস্বেদৈঃ পাদ্যমুৎপুলকৈরর্ঘ্যমাদরোক্ত্যামৃতৈ রাচমনীয়ং স্বাঙ্গসম্বন্ধিভিঃ সৎসৌরভৈ র্গন্ধং মন্দস্মিতৈঃ কুসুমান্যাজহ্রুঃ কল্পয়ামাসুঃ। প্রস্বেদাদীনাং পাদ্যাদিরূপেণ পরিণতিরত্র পরিণামালঙ্কারঃ ॥১৯

অসৌ কৃষ্ণঃ বিবিধলোকৈ র্বহুবিধঃ প্রতীতো জ্ঞানবিষয়ঃ। তদেবাহ তৃষ্ণা-সমূহব্যাপ্তচিত্তৈ র্বদান্যানামীশঃ। "বদান্যো দাতৃমহতো" রিত্যমরঃ। বিপন্নৈ-

---

ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা বিষয়ে ঘর্ম্ম দ্বারা পাদ্য, উন্নত পুলক অর্থাৎ রোমাঞ্চ দ্বারা অর্ঘ্য, সাদর বাক্যামৃতে আচমনীয়, নিজাঙ্গের সৎসৌরভে গন্ধ এবং ঈষৎ হাস্যে কুসুম অর্পণ করিয়াছিলেন, তথা আলিঙ্গনাদি অমৃতময় সুরতলীলা দ্বারা নৈবেদ্য ও সুধাময় অধররস দ্বারা তাম্বুল অর্পণ করিয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বহুজনের সম্বন্ধে বহুজ্ঞানের বিষয় হন অর্থাৎ তৃষ্ণা সমূহে পরিব্যাপ্ত চিত্ত বিষয়িগণ অর্থাৎ প্রচুর দাতা বিপদাপন্নগণ দয়ালুশ্রেষ্ঠ, যুবতিগণ সাক্ষাৎ

---

* এই শ্লোকে প্রস্বেদাদির পাদ্যাদি রূপে যে পরিণাম (অন্যথা ভাবে কল্পনা) তাহাই এস্থলে পরিণাম অলঙ্কার ॥

অধীশঃ সদ্ভক্তৈঃ সহজনিজবন্ধুর্ব্রজজনৈঃ
প্রতীতঃ কৃষ্ণোঽসাবিতি বিবিধলোকৈর্বহুবিধঃ ॥ ২০ ॥

উল্লেখঃ *

সাংমুখ্যাৎশ্বপচো দ্বিজোঽস্তি বিমুখশ্চেদ্যস্য বিপ্রোঽন্ত্যজো
যৎপ্রেমাপ্যমৃতায়তে প্রণয়িনাং হ্রীকালকূটমপি।

রাপদযুক্তৈঃ করুণরাট্ যুবতিবৃন্দৈঃ কন্দর্পঃ। অরিভির্মৃত্যুঃ। সদ্ভক্তৈরধীশঃ। ব্রজজনৈঃ সহজনিজবন্ধুঃ প্রতীতঃ তৃষ্ণাক্রান্তচিত্তাদীনাং কৃষ্ণ এক এব বদান্য-শ্রেষ্ঠাদিরূপেণ প্রতীতত্বেনোল্লেখঃ সংক্ষেপেণ কথনমত্র উল্লেখঃ ॥ ২০ ॥

যস্য সাংমুখ্যাৎ শ্বপচশ্চণ্ডালোঽপি দ্বিজোঽস্তি ভবতি। দ্বিজো ব্রাহ্মণ-স্তত্তুল্যমান্যো ভবতি। যস্য বিমুখশ্চেদ্বিপ্রো দ্বিজোঽপি অন্ত্যজশ্চাণ্ডাল-শ্চাণ্ডালতুল্যো ভবতি। অত্র দ্বিজত্বঅন্ত্যজত্বরূপজাতে বিরোধে বিরোধঃ। যদ্যস্য প্রেমা প্রণয়িনাং হ্রীকালকূটমপি হ্রীর্লজ্জা। ভীরিতিপাঠে ভীর্ভয়ং সৈব কালকূটঃ স ইবাচরন্নপ্যমৃতমিবাচরতি অমৃতায়তে। অত্র ক্রিয়ায়া বিরোধঃ।

কন্দর্প, শত্রুগণ সাক্ষাৎ মৃত্যু (যম), সদ্ভক্তগণ অধীশ এবং ব্রজবাসিগণ “আমাদের নিজের সহজাত বন্ধু” এই বলিয়া অবগত আছেন ॥ ২০ ॥

যে শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ বশতঃ চণ্ডাল ও দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ তুল্য মান্য হয়, আর ব্রাহ্মণও যদি কৃষ্ণবিমুখ হয়েন তাহা হইলে তিনিও চণ্ডাল তুল্য হইয়া থাকেন। যাঁহার প্রেম প্রণয়িদিগের লজ্জা রূপ বিষের ন্যায় আচরণ করিয়াও অমৃতবন্যার আচরণ করে যাঁহার কীর্ত্তি সকল লোককে নির্ম্মল

---

* গৃহীতা ও বিষয়ের ভেদে এক বস্তুর নানা প্রকার ভেদ হইলে তথায় উল্লেখ অলঙ্কার হয়। এস্থলেও এক শ্রীকৃষ্ণকে “বদান্য শ্রেষ্ঠ” ইত্যাদি নানা রূপে ভেদ হওয়ায় উল্লেখ অলঙ্কার হইয়াছে ॥

কীর্ত্তিঃ কৃষ্ণরুচীন্ করোতি বিমলীকুর্ব্বত্যশেষান্ জনা-
নিন্দুর্যদ্বিরহেঽগ্নিরগ্নিরমৃতং কৃষ্ণায় তস্মৈ নমঃ ॥ ২১ ॥

জাতিক্রিয়াগুণদ্রব্যাণাং সম্ববিরোধঃ ॥*

বকীমুখানাং হি হরেররীণাং
দৌর্জ্জন্যবৃন্দান্যমুনাহতানাম্ ।

যস্য কীর্ত্তিরশেষান্ জনান্ বিমলীকুর্ব্বতী সতী কৃষ্ণরুচীন্ কৃষ্ণে রুচিঃ স্পৃহা যেষাং তথাভূতান্ করোতীত্যর্থঃ। কৃষ্ণরুচিঃ কান্তির্যেষাং তানিতি অর্থা-ভাষেত্ গুণবিরোধঃ। যদ্বিরহে ইন্দুশ্চন্দ্রোঽগ্নিবদগ্নিঃ। অগ্নিরমৃতমিবামৃতং ভবতীতি শেষঃ অত্র দ্রব্যস্য বিরোধঃ ॥ ২১ ॥

অস্য কৃষ্ণস্য কারুণ্যমৃথৈ্য গুণসমূহৈঃ সহামুনা কৃষ্ণেন হতানাং বকী পূতনা তদাদীনাং হরেঃ শত্রূণাং দৌর্জ্জন্যবৃন্দানি কবীন্দ্রৈরনিশমদ্যাপি গীয়ন্তে গীয়ন্তে স্বার্থে হক্। আখ্যাতাবায় সর্ব্বাদেষ্টৈঃ প্রাক্সার্থেঽগ্নিকল্পতে ইতি বিশেষগণং। "আধারস্যাপ্রসিদ্ধস্যাভাবেঽপ্যাধেয়দর্শনং। একস্য যুগপদ্বৃত্তিরনেকত্র স্বরূপতঃ। একস্যৈবাতিচিত্রস্য বস্তুনঃ করণেন হি। তৎ-

করিয়াও কৃষ্ণরুচি অর্থাৎ মলিনকান্তি, পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণে অত্যাসক্ত করে এবং যাঁহার বিরহে চন্দ্রও অগ্নিতুল্য, তথা অগ্নিও চন্দ্রসদৃশ হইয়া থাকে, সেই সর্ব্বগুণ সমলঙ্কৃত শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি ॥ ২১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ পূতনা প্রভৃতি শত্রুগণকে বিনাশ করিয়াছেন অথচ শ্রীকৃষ্ণের

* এই শ্লোকে দ্বিজ ও চণ্ডাল রূপ জাতির বিরোধে বিরোধ। কাল-কূট (বিষ) হইয়াও অমৃতের ন্যায় আচরণ করে, এস্থলে ক্রিয়া বিরোধ। নির্ম্মল ও কৃষ্ণরুচি (মলিন বর্ণ) এস্থলে গুণ বিরোধ। আর যাঁহার বিরহে চন্দ্র অগ্নি ও অগ্নি অমৃত হয় এস্থলে দ্রব্য বিরোধ ॥

সহাস্যকারুণ্যমুখৈ র্গুণৌঘৈ-
র্গীয়ন্তকেঽদ্যাপ্যনিশং কবীন্দ্রৈঃ ॥ ২২ ॥

বিশেষঃ ॥ *

ন বপুরিদমঘারেরেষ কৃষ্ণাপ্রবাহো
ন বদনমিদমব্জং নাক্ষিণী উৎপলে তে।

সামান্যবস্তূনাং করণেন সম্ভবেৎ ত্রিধা"। আধারস্য পূতনাদেরভাবেঽপি আধেয়স্য দৌর্জ্জন্যবৃন্দস্য হননরূপৈকবস্তুনঃ অনেককবিকৃতপদ্যেষু গানস্য দর্শনং বিশেষঃ। কৃষ্ণকৃতারীণাং হননরূপস্যৈকস্যাতিচিত্রস্য বস্তুনঃ করণেন বিশেষঃ ইতি দ্বিতীয়ঃ। অরিবধরূপ সামান্যবস্তূনাং করণ ইতি তৃতীয়ঃ। যদ্বা কৃষ্ণকৃতারিবধরূপাধারস্যাভাবেঽপি তজ্জন্যকৃষ্ণগুণকীর্ত্তনরূপাধেয়স্য দর্শনং বিশেষঃ ॥ ২২ ॥

যমুনায়াং শ্রীকৃষ্ণভ্রান্ত্যা পশ্যন্তীং সখীং সখ্যাহ। হে সখি অঘারেরিদং বপুর্ন তদা কিং। এষ কৃষ্ণায়া যমুনায়াঃ প্রবাহঃ। নিশ্চয়ঃ। এবমগ্রেঽপি।

কারুণ্য গুণ সমূহের সহিত ঐ পূতনাদি শত্রুবর্গের দৌর্জ্জন্য সমূহকে শ্রেষ্ঠ-কবিগণ বর্ণন করিতেছে না ॥ ২২ ॥

শ্রীকৃষ্ণের এই অঙ্গ নহে, কিন্তু কৃষ্ণবর্ণা যমুনার প্রবাহ এবং এইটী বদন নহে কিন্তু কমল, তথা এই দুইটী নয়ন নহে, এই দুইটী নীলোৎপল, এই গুলি

---

* এই শ্লোকে অপ্রসিদ্ধ আধারের অভাবে আধেয়ের দর্শন, একের স্বরূপতঃ অনেক স্থানে এক কালীন বৃত্তি (স্থিতি) এবং একমাত্র অত্যাশ্চর্য্য বস্তুর করণের সহিত বৃত্তি, প্রসিদ্ধ সামান্য বস্তুর করণের সহিত সম্ভব হয়, এই ত্রিবিধ ॥

আধার স্বরূপ পূতনাদির অভাবেও আধেয় দৌর্জ্জন্য সমূহের হনন রূপ এক বস্তুর অনেক কবিকৃত পদ্য সকলে গানের যে দর্শন তাহাই বিশেষ।

ন বিততিরলকানাং সেয়মেষালিমালা
সখি! নয়নযুগে তে ধাবতঃ কিং প্রলুব্ধে ॥ ২৩ ॥

নিশ্চয়ঃ ॥ *

নানাবিকারান্ ব্রজসুভ্রুবাং মনঃ
প্রবিশ্য আদৌ মদন স্ততান।

ইদং বদনং ন কিন্তুব্জং। অক্ষিণী ন তে উৎপলে। অলকানাং বিততি র্ন এষা অলীনাং মালা। প্রলুব্ধে তে তব নয়নযুগে কিং কথং ধাবতঃ ॥ ২৩ ॥

ব্রজসুভ্রুবাং মনঃ প্রবিষ্টো মদনঃ আদৌ নানাবিকারান্ ততান বিস্তারয়ামাস। "তনু বিস্তারে ধাতুঃ ?" পশ্চাৎ কলায়তঃ কলৈ র্মধুরধ্বনিভিঃ কলাভি বৈদগ্ধীভি র্বা আয়তো বিস্তৃতো ব্রজরাজসূনো র্মুরলী নিনাদ স্তাসাং মনঃ বিবেশ। অত্র মুরলীধ্বনিস্কৃতমদনবিকারানাদৌ মদনকৃতত্বেন

অলকশ্রেণী নহে কিন্তু ইহা ভ্রমরপঙ্‌ক্তি, তাহা না হইলে হে সখি! তোমার নয়ন দুইটী কেনই বা প্রফুল্ল হইয়া ইহার প্রতি ধাবিত হইতেছে ॥ ২৩ ॥

ব্রজসুন্দরীদিগের মনে কন্দর্প প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ নানা বিকার

কৃষ্ণ কৃত অরিগণের হনন রূপ এক অতিচিত্র বস্তুর করণের সহিত বিশেষ এই দ্বিতীয় শত্রু হনন রূপ সামান্য বস্তু সকলের করণ এই তৃতীয়। অথবা শ্রীকৃষ্ণ কৃত শত্রু হনন রূপ আধারের অভাবেও তজ্জন্য কৃষ্ণগুণকীর্ত্তন রূপ আধেয়ের দর্শন এই বিশেষ ॥

* এই শ্লোকে নিশ্চয় নামক অলঙ্কার। লক্ষণ ও অর্থ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

কলায়তঃ শ্রীব্রজরাজসূনো-
র্বিবেশ পশ্চাৎ মুরলীনিনাদঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চমাতিশয়োক্তিঃ ॥ *

কামোৎপত্তির্ধৃতিধনহৃতিঃ সংহৃতির্লোকভীতে-
র্ধর্ম্মোচ্ছিত্তিঃ কুবলয়দৃশামাঙ্কভিঃ পত্যুরঙ্কাৎ।

কথনং পঞ্চমাতিশয়োক্তিরিয়মলঙ্কারকৌস্তুভোক্তপ্রথমদ্বিতীয়তৃতীয়চতুর্থসংজ্ঞা-ভিন্না ॥ ২৪ ॥

গোকুলেন্দোঃ সা মধুরমুরল্যাঃ কাকলী সূক্ষ্ম মধুরাস্ফুটধ্বনি র্জীয়াৎ। যা কুবলয়দৃশাং কামোৎপত্তিঃ কামোৎপত্তিহেতুভূতা। কামস্যোৎপত্তি যস্যাঃ সকাশাৎ ইত্যর্থঃ। এবং ধৃতিধনস্য হৃতিঃ। লোকভীতেঃ সংহৃতি। ধর্ম্ম-স্যোৎকৃষ্টা ছিত্তিঃ। পত্যুঃ ক্রোড়াৎ হৃতিরাকৃষ্টিঃ। স্থিরমনুস্থিরে স্থাবরে

বিস্তার করিয়াছেন, পশ্চাৎ মুরলী ধ্বনি দ্বারা কিম্বা বৈদগ্ধ্য দ্বারা বিস্তৃত শ্রীকৃষ্ণের মুরলীনিনাদ তাহাদের মনে প্রবেশ করিয়াছে ॥ ২৪ ॥

গোকুলচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের মুরলীর সেই সূক্ষ্ম মধুরাস্ফুট ধ্বনিই জয়যুক্ত হউক, যে হেতু যে ধ্বনি কুবলয়লোচনা ব্রজাঙ্গনাগণের কামোৎপত্তির হেতুস্বরূপ অর্থাৎ যাহা হইতে কামের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তথা ধৈর্যধন হরণের মূলী-ভূতা, লোকভয়ের নাশকারিণী, কুলধর্ম্মের উচ্ছেদকারিণী, পতির ক্রোড়

---

* এই শ্লোকে মুরলীধ্বনি দ্বারা হৃতকন্দর্প বিকারনিচয় প্রথমতঃ কন্দর্প-জনিত রূপে যে কথন তাহাই পঞ্চম প্রকারের অতিশয়োক্তি। এই পঞ্চ-মাতিশয়োক্তি, অলঙ্কার কৌস্তুভোক্ত প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সংজ্ঞা ভিন্ন ॥

কম্পোদ্ভূতিঃ স্থিরমনুচরে শুদ্ধিরপ্যাপগানাং
যা সা জীয়ান্মধুরমুরলী-কাকলী গোকুলেন্দোঃ ॥ ২৫ ॥

হেত্বলঙ্কারঃ ॥ *

গুণগণরসলীলৈশ্বর্য্যরত্নৈর্লসন্তো
বহব ইহ জগত্যাং সন্তি ধন্যা যদীত্থং ।
বদত বদত লোকা আকরঃ কিন্ত্বমীষাং
ব্রজপতিসুত একো নিশ্চিতঃ শ্রীমুনীন্দ্রৈঃ ॥ ২৬ ॥

বিধ্যাভাসঃ ॥ †

কম্পোৎপত্তিঃ। চরে জঙ্গমে শুদ্ধিঃ। আপগানাং নদীনামপি শুদ্ধিঃ। এতৎ-সকলহেতুভূতা। কামোৎপত্ত্যাদৌ কাকলে হেতুত্বাৎ হেত্বলঙ্কারঃ ॥ ২৫ ॥

গুণগুণাদিরূপরত্নৈ গুণগণাদিভীরত্নৈশ্চ বা লসন্তো ধন্যা স্থিরা বহবো জনা ইহ জগত্যাং যদি সন্তি। হে লোকাঃ বদত বদতেতি বীপ্সাদরে, বদথ বদথেতি-পাঠে যূয়ং বদথ চেৎ বদথ। কিন্তু যথার্থবিচারে অমীষাং গুণগণাদীনামাকরঃ

হইতে আকর্ষণ করিতে সমর্থা, স্থাবর অর্থাৎ তরুসমূহের কম্পোৎপত্তির স্থান এবং চর অর্থাৎ যাহারা গমনাগমনে সক্ষম তাহাদের এবং নদী সকলেরও শুদ্ধকারিণী হইয়াছে ॥ ২৫ ॥

এই জগতে গুণগণ, রস, লীলা ও ঐশ্বর্য্য রত্ন দ্বারা বিভূষিত অনেক ধীর-জন আছেন, হে জনগণ! তোমরা যদি একথা বল, কিন্তু যথার্থ বিচারে মুনীন্দ্রগণ এই সমস্ত গুণের আকর স্বরূপ এক ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণকেই নিশ্চয় করিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

---

* এই শ্লোকে কামোৎপত্ত্যাদির প্রতি কাকলীর অর্থাৎ সূক্ষ্ম অথচ অস্ফুট মধুর ধ্বনি "হেতু" হওয়ায় হেত্বলঙ্কার ॥

† বিধির আভাস কিন্তু প্রকৃত বিধি নহে, এইরূপ হইলেই "বিধ্যাভ্যাস" অলঙ্কার হয়, এস্থলেও তাহাই, কেননা অনাদি সিদ্ধিতে বিধির অভাব হয় ॥

নাদব্যাজাৎ ক্ষিপসি কঠিনে ! গারলীমামৃতীং বা
ধারাং বংশি ! প্রণয়সখি ! নো জীবনং বা মৃতিং বা ।
তাভ্যাং নান্যাং বিতর বিষমাং হা দশামত্যসহ্যাং
গোপ্যঃ কৃষ্ণপ্রণয়বিকলা বংশিকামিত্থমাহুঃ ॥ ২৭ ॥

বিকল্পঃ ॥ *

ভোগেপ্সবঃ সকলকামদমর্থলুব্ধাঃ
সর্ব্বার্থদং সুখতৃষশ্চ সুখস্বরূপম ।

শ্রীমুনীন্দ্রেরেকো বৃত্তপাতিত্বতো নিশ্চিতঃ । বিধেয়াভাবত্বাদ্বিধ্যাভাসঃ নতু বিধিঃ অনাদিসিদ্ধো বিধেরভাবাৎ ॥ ২৬ ॥

হে কঠিনে ! হে বংশি ! হে সখি ! ত্বং নাদব্যাজাৎ গারলীং ধারাং আমৃতীং বা ধারাং ক্ষিপসি । তাভ্যাং ধারাভ্যাং করণাভ্যাং নোঽস্মাকং মৃতিং বা জীবনং বা প্রণয় প্রকাশয় কুর্ব্বিত্যর্থঃ । আভ্যাং জীবনমৃতিভ্যাং ভিন্নাং বিষমামত্যসহ্যাং দশাং বক্তুমনর্হাং ন বিতর । হা দৈন্যে । জীবনমৃত্যো বিকল্পত্বাদ্বিকল্পঃ ॥ ২৭ ॥

কুধিয়ঃ এতে দনুজা দানবা ভোগেপ্সবঃ অর্থলুব্ধাঃ সকলকামদং সর্ব্বার্থদং কৃষ্ণং বিবন্তীতি । সুখতৃষশ্চ দনুজাঃ সুখস্বরূপং কৃষ্ণং । লোকাধিপত্যে

ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণপ্রণয়ে বিকলা হইয়া বংশীকে কহিয়া থাকেন যে, হে প্রণয়সখি ! হে কঠিনে বংশি ! তুমি শব্দচ্ছলে গরল ধারা ও অমৃতধারা দুইই নিক্ষেপ করিতেছ, কারণ এই উভয় ধারাতে আমাদিগের জীবন বা মরণ উভয়ই প্রদান করিতে পার, কিন্তু হা কষ্ট ! ইহা ভিন্ন আর অন্য কোন অসহ্য দশা যেন দিও না ॥ ২৭ ॥

দৈত্যগণ ভোগাকাঙ্ক্ষী, অর্থলুব্ধ, সুখতৃষ্ণাপরায়ণ এবং সমস্তলোকের আধিপত্যবিষয়ে অভিলাষী কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ব কামপ্রদ, সর্ব্বার্থপ্রদ, সুখ স্বরূপ

---

* জীবন ও মৃত্যুর বিকল্প অর্থাৎ জীবন থাকে বা মৃত্যু হয় এইরূপ সন্দেহ হওয়ায় হেতু বিকল্প অলঙ্কার ।

লোকাধিপত্যলষিতা জগদীশ্বরং তং
কৃষ্ণং দ্বিষন্তি দনুজাঃ কুধিয়ো বতৈতে ॥ ২৮ ॥
বিচিত্রং ॥ *

তত্তল্লীলামৃতরসঝরৈর্ভাবিতাত্মা মৃগাক্ষী
বালা কাচিৎ স্বসদনগতাপ্যগ্রতো বীক্ষ্য বৃদ্ধাং।
ভীতা পার্শ্বে স্বভুজশিরসি ন্যস্তহস্তং স্ফুরন্তং
কৃষ্ণং প্রাহাপসরদয়িতালোকয়াত্রাগতেয়ং ॥ ২৯ ॥
ভাবিকং ॥ §

লষিতা "লষ কান্তৌ"। কান্তিরিচ্ছা। অভিলাষবন্তো দনুজা জগদীশ্বরং কৃষ্ণং দ্বিষন্তীতি। বিচিত্রাদ্বিচিত্রং ॥ ২৮ ॥

তত্তল্লীলামৃতরসস্য ঝরৈঃ প্রবাহৈ র্ভাবিতাত্মা শোধিতাত্মা। রসোৎকা ইতি বা পাঠঃ। কাচিৎ মৃগাক্ষী বালা স্বস্য সদনগতাপি স্বগৃহস্থিতাপি অগ্রে বৃদ্ধাং বীক্ষ্য ভীতা সতী পার্শ্বে স্বস্য ভুজশিরসি স্কন্ধে ন্যস্তহস্তং স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তং কৃষ্ণং প্রাহ। হে দয়িত অপসর গচ্ছ। অত্রেয়ং বৃদ্ধা আগতা আলোকয়। অতী-

এবং জগদীশ্বর অথচ দৈত্যসকল শ্রীকৃষ্ণকে দ্বেষ করে, সুতরাং তাহারা কুবুদ্ধি ॥ ২৮ ॥

কোন একটী মৃগাক্ষী ব্রজবালা শ্রীকৃষ্ণের সেই সেই লীলামৃত রসের প্রবাহ দ্বারা বিশুদ্ধ চিত্ত হওত স্বগৃহে উপস্থিত হইয়াও অগ্রে একটী বৃদ্ধা স্ত্রীকে দর্শন করিতে পাইয়া অত্যন্ত ভীতা হইলেন এবং পার্শ্বদেশে আপনার ভূজশির

* এই শ্লোকে বৈচিত্র্য বশতঃ বিচিত্র অলঙ্কার ॥

§ অতীত ও অনাগত অর্থ সকলের যে সাক্ষাত্ত্ব তাহাকেই ভাবিক বলে ॥ এস্থলে বালা পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের বাহু দ্বারা আলিঙ্গিতা হইয়াছিলেন, তৎকালে শ্রীকৃষ্ণকৃত ভুজালিঙ্গনের যে সাক্ষাৎকার তাহাই ভাবিক অলঙ্কার ॥

নিখিলগুণগভীরে ক্ষ্মাধরোদ্ধারধীরে
সকলসুখদশীলে ক্ষালিতাশেষপীড়ে।
সুভগনবকিশোরে বিশ্বচিত্তাক্ষিচৌরে
মুরজিতি যুবতীনাং হৃন্নিমগ্নং সতীনাং ॥ ৩০ ॥

বাক্যগতকাব্যলিঙ্গং। †

তানাগতার্থানাং সাক্ষাত্ত্বমেব ভাবিকং। অত্র পুরা শ্রীকৃষ্ণভুজালিঙ্গিতা বালা তদা শ্রীকৃষ্ণকৃতভুজালিঙ্গনস্য সাক্ষাৎকারং ভাবিকং ॥ ২৯ ॥

মুরজিতি কৃষ্ণে সতীনাং যুবতীনাং হৃন্নিমগ্নমভূৎ। ক্ষালিতাঽশেষপীড়া যেন তত্র। ডলয়োরৈক্যাৎ। "পদবাক্যার্থতা হেতোঃ কাব্যলিঙ্গং প্রকীর্ত্তাতে"। নিখিলগুণগভীরাদি বাক্যহেতোঃ কৃষ্ণে সতীনাং হৃন্মগ্নমিতি বাক্যগত কাব্য-লিঙ্গং ॥ ৩০ ॥

অর্থাৎ স্কন্ধে ন্যস্ত হস্ত স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন "হে প্রিয়তম! তুমি স্থানান্তরে গমন কর, এই দেখ এক জন বৃদ্ধা স্ত্রী আসিয়াছে" ॥ ২৯ ॥

অপর, যিনি সমস্ত গুণগণ দ্বারা গভীর যিনি গিরিবর গোবর্দ্ধনের উদ্ধার বিষয়ে ধীর, যাহার সর্ব্ববিধ সুখপ্রদানে শীলতা বিদ্যমান, যাহা কর্ত্তৃক অশেষ পীড়া ক্ষালিত হয়, যাঁহার অভিনব কৈশোর বয়স এবং যিনি বিশ্বস্থজন সমূহের নয়ন ও চিত্তকে হরণ করিয়া থাকেন, সেই মুরজিৎ শ্রীকৃষ্ণে সতী যুবতীদিগের হৃদয় নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে ॥ ৩০ ॥

† পদ ও বাক্যের অর্থগত হেতু হইলে তাহাকে কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার বলে। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণে সতী স্ত্রীদিগের যে হৃদয় নিমগ্ন হইয়াছে তাহার প্রতি নিখিল যুবতীগণের গভীর বাক্যই কারণ, সুতরাং বাক্যগত কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার ॥

প্রাণাপহারং হরিরপ্রিয়ং দ্বিষাং
মখাপহারঞ্চ বলাচ্ছচীপতেঃ।
স্থানাপহারং ফণিনশ্চকার যৎ
তেনৈব তেষাং বিহিতং সুমঙ্গলং ॥ ৩১ ॥

অনুকূলঃ ॥ *

লাক্ষাঙ্কপালিরলিকে গিরিধাতুচিত্রে
বক্ষস্যুরোজমদলক্ষণমম্বুদাভে।

হরির্দ্বিষাং প্রাণাপহারমপ্রিয়ং। শচীপতে র্বলাৎ মখাপহারমপ্রিয়ং। ফণিনঃ কালিয়স্য স্থানাপহারমপ্রিয়ং যচ্চকার। তেনৈব হরিণা তেষাং দ্বিট্ ইন্দ্রফণিনাং সুমঙ্গলং বিহিতং কৃতং। এষ কৃষ্ণস্যানুকুল্যাদনুকূলং ॥৩১॥

প্রভাতে রাধাগৃহাদাগতস্য হরেঃ। গিরিধাতুনা চিত্রে অলিকে ললাটে লাক্ষাঙ্কানাং পালিঃ সমূহঃ অম্বুদাভে বক্ষসি উরোজসম্বন্ধিনো মৃগমদস্য লক্ষণং চিহ্নং। নীতিনিপুণৈরপি কৈশ্চিৎ ন পর্য্যচায়ি পরিচিতং নাভূৎ। "তুল্যেন লক্ষ্মণাস্তোকেনান্যৎ যদি নিগূহ্যতে। সহজেনেতরেণাপি তন্মীলিতমপি

শ্রীকৃষ্ণ শত্রুসকলের প্রাণাপহরণ রূপ যে অপ্রিয়, বলপূর্ব্বক দেবরাজ ইন্দ্রের যজ্ঞাপহরণ রূপ যে অপ্রিয় এবং কালিয়নাগের স্থানাপহরণ রূপ যে অপ্রিয় করিয়াছেন তাহাতেই তাহাদের সুমঙ্গল বিধান করা হইয়াছেন ॥ ৩১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ প্রাতঃকালে শ্রীরাধার গৃহ হইতে প্রত্যাগমন করিলে গৈরিক ধাতুর দ্বারা চিত্রিত ললাটে অলক্তক চিহ্ন এবং মেঘ তুল্য নীলবর্ণ বক্ষঃস্থলে

---

* এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের আনুকুল্যে হেতু অনুকূল ॥

রাধালয়াদুপগতস্য হরেঃ প্রভাতে
কৈশ্চিন্ন নীতিনিপুণৈরপি পর্য্যচায়ি ॥ ৩২ ॥ য়

মীলিতং ॥ *

কৃষ্ণস্য রাধাপ্রণয়োচ্চসম্পদা
মাধুর্য্যসম্পৎ সহ বর্দ্ধতেঽনিশং।

দ্বিধা"। গিরিধাতু লাক্ষারসয়োস্তুল্যবর্ণেন চিহ্নেন। তথা মৃগমদকৃষ্ণবক্ষসোস্তুল্যবর্ণেন লক্ষণা। অন্যেন লাক্ষারস মৃগমদাৎ ভিন্নেন। অন্যয়োর্লাক্ষারসমৃগমদয়োর্নিগ্রহং নেদং গিরিধাতুচিত্রং কিন্তু লাক্ষারসমিত্যাকারমত্র মীলিতং ॥ ৩২ ॥

রাধাপ্রণয়োচ্চসম্পদা সহ কৃষ্ণস্য মাধুর্য্যসম্পদনিশং বর্দ্ধতে। তয়োরাধাকৃষ্ণয়োর্বিলাসসন্ততিঃ সখীনাং সুখসম্পৎপ্রাপ্তিভিঃ সাকং বর্দ্ধতে।

স্তন যুগলের মৃগমদ চিহ্ন কোন নীতিনিপুণ অর্থাৎ সুচতুর ব্যক্তিও লক্ষ্য করিতে সক্ষম হয়েন নাই ॥ ৩২ ॥

শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য শোভা শ্রীরাধার উচ্চতম প্রণয়সম্পত্তির সহিত সতত

---

* স্বাভাবিক বা কাল্পনিক চিহ্ন দ্বারা কোন বস্তু অদৃশ্য হইলে তাহাকে "মীলিত" অলঙ্কার বলা যায়। ইহা স্বাভাবিক মীলিত ও কাল্পনিক মীলিত ভেদে দুই প্রকার হয়॥

এস্থলেও শ্রীকৃষ্ণের গৈরিক চিহ্নটী ললাটে থাকায় ললাটস্থ শ্রীরাধার পাদপদ্মের অলক্তক চিহ্ন ও স্বাভাবিক কৃষ্ণবর্ণ বক্ষঃস্থলে কৃষ্ণবর্ণ মৃগমদ চিহ্ন লুকায়িত হইয়াছে, সুতরাং পূর্ব্বে কাল্পনিক মীলিত ও পরে স্বাভাবিক মীলিত দুই প্রকারই হইয়াছে।

তয়োশ্চ কুঞ্জেষু বিলাসসন্ততিঃ
সার্দ্ধং সখীনাং সুখসম্পদাপ্তিভিঃ ॥ ৩৩ ॥

সহোক্তিঃ ॥ §

সৌন্দর্য্যং পদয়োঃ সরোজবদহো কান্তং তথেন্দুর্মুখং
রম্যা ভ্রূভ্রমরাবলীব মধুরঃ পীযূষতুল্যোঽধরঃ।

"সহোক্তিঃ সা সহার্থেন শব্দেনৈকক্রিয়া যদি"। অত্র সহ শব্দেন সহ বর্দ্ধতে ইতি একৈব ক্রিয়া সহোক্তিঃ ॥ ৩৩ ॥

পঞ্চবিংশতিপ্রকারোপমাজ্ঞানার্থমাদৌ সপ্তবিংশতিপ্রকারোপমালঙ্কার-মলঙ্কারকৌস্তভোক্তমাহ, যথা কথঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্যমুপমা। অস্যার্থঃ। উপ-মানোপমেয়য়োর্যথাকথঞ্চিৎ যেন কেনাপি সামান্যেন ধর্ম্মেণ সম্বন্ধ উপমা। সচাংশেন নতু সর্ব্বৈরংশৈঃ সর্ব্বাংশত্বেনাভেদাদুপমানোপমেয়ভাব এব নতু ভবতি। সা ভবেদ্দ্বিধা পূর্ণা লুপ্তা ইতি। সা উপমা পূর্ণা তু ধর্ম্মেণৈব যথা-দিভিঃ। উপমানোপমেয়াভ্যাং। ধর্ম্মঃ সামান্যধর্ম্মঃ আহ্লাদকত্বাদি। ইব যথা বাদয় ঔপম্যবাচকাঃ। উপমানং চন্দ্রাদি। উপমেয়ং মুখাদি। এতৈ-র্যুক্তা পূর্ণেত্যর্থঃ। ইয়মেবেবাদিভির্যুক্তা শ্রৌতী। ইয়মেব পূর্ণা ইব যথা-দিভির্যুক্তা চেদ্ভবতি তদা শ্রৌতী। তত্র তস্যেবেত্যনেন বিহিতোবতিশ্চ শ্রৌত্যামেব সমাদ্যৈস্তু সাম্যাদার্থীচ। সা পূর্ণাসমাদ্যৈর্যুক্তা ভবতি যদা তদা আর্থী। সমাদয়স্তু। সম সমান সদৃশ সদৃক্ষ সদৃক্ তুল্য সম্মিত-

বর্দ্ধিত হইতেছে এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসশ্রেণী, সখীগণের সুখসম্পত্তি লাভের সহিত বর্দ্ধিত হইতেছে ॥ ৩৩ ॥

কি আশ্চর্য্য! কংসরিপু শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগলের সৌন্দর্য্য, কমল সদৃশ সেইরূপ

§ সহার্থ শব্দ দ্বারা যদি এক ক্রিয়া হয় তাহা হইলে তাহাকে সহোক্তি অলঙ্কার বলে ॥

এস্থলে সহ শব্দের সহিত সহ বর্দ্ধিত হয়, এই এক ক্রিয়া দ্বারা নিরূপণই সহোক্তি জানিতে হইবে ॥

লোলাব্জেন সমে চলে সুনয়নে শুভ্রা রদাঃ কুন্দবৎ
পীকংসারেরমৃতং যথা সুলপিতং জ্যোৎস্নেব হাসদ্যুতিঃ॥ ৩৪

নিভ চৌর বন্ধু প্রভৃতয়ঃ। তেন তুল্যং ক্রিয়াচেদিত্যনেন বতিনা চার্থী। তত্র তেন তুল্যমিতি তচ্ছব্দঃ। উপমানপরঃ তুল্যশব্দ উপমেয়পরঃ। তস্য তুল্যমিত্যত্র বিপর্য্যয়ঃ। উভয়ং তুল্যমিত্যুভয়নিষ্ঠঃ। তদ্ধিতে বাক্যে সমাসে চেতি ষোঢ়া। এতে শ্রৌতী আর্থীচ তদ্ধিতাদি ত্রিকে ষড়্‌বিধা ভবতি। তদ্ধিতং বত্যাদি। তদ্‌যথা। বতি কল্প দেশ্য দেশীয় বহুচ্—প্রভৃতয়ঃ বাক্যং প্রসিদ্ধং সমাসশ্চ। তদ্ধিতগা শ্রৌতী। সমাগতা শ্রৌতী বাক্যগা শ্রৌতী। তদ্ধিতগা আর্থী। বাক্যগা আর্থী। সমাসগা আর্থীতি। পূর্ণা ষড়েব ১। লুপ্তাতু লোপতঃ ধর্ম্মেবাদ্যুপমানানামেক দ্বি ত্রি ক্রমেণ হি। ধর্ম্মাদীনাং একস্য দ্বয়োস্ত্রয়াণাং বা লোপতো লুপ্তা ভবতীতার্থঃ। ধর্ম্মলোপে ক্রমেণৈষা পূর্ণবৎ ষড়্‌বিধোচিতা। কিন্তু তদ্ধিতগা শ্রৌতী লুপ্তায়াং নেতি পঞ্চধা এষা লুপ্তা তদ্ধিতগাদিভেদেন পূর্ণাবৎ ষড়্‌বিধোচিতা। শ্রৌতী লুপ্তা ত্রিবিধা। আর্থী লুপ্তা ত্রিবিধেতি। কিন্তু ধর্ম্মলোপে বক্ষ্যমাণোদাহরণে। ত্বদাননস্য মাধুর্য্যং লোচনানন্দি চন্দ্রবৎ। অক্ষোশ্চ তরলা নিত্যং রাধে নীলসরোজবদিত্যত্র। মাধুর্য্যাদি ধর্ম্মলোপে বাক্যার্থ সঙ্গতি নস্যাদিতি। শ্রৌতী লুপ্তা তদ্ধিতগা ন ভবতীতি পঞ্চৈব। বাক্যগা শ্রৌতী লুপ্তা তদ্ধিতগা আর্থী লুপ্তা। বাক্যগা আর্থীলুপ্তা সমাসগা আর্থী লুপ্তেতি। ২। ক্বচিৎ কর্ম্মধারক্বতে কর্তৃকর্ম্মক্বতে ণমি। ক্যঙ্ক্যে চেতি পুনঃ পঞ্চেবাদিলোপে যথাক্রমং। কর্ম্মক্বতে ক্যচি। আধারক্বতে ক্যচি। কর্তৃক্বতে ণমি ণমুলি কর্ম্মক্বতে বা ণমুলি ক্যচি চেতি। সা লুপ্তা পুনঃ পঞ্চেতি-দশ। উপমানানুপাদানে দ্বৈধং বাক্যসমাসয়োঃ। তত্র লুপ্তায়াং উপমানু-পাদানে সতি বাক্যে সমাসয়ো নিমিত্তয়ো দ্বৈবিধ্যং ভবতি। ইবাদের-

বদনচন্দ্রও কমনীয়, ভ্রূরূপ ভ্রমরাবলী, মনোহারিণী, অধরও অমৃততুল্য সুমধুর, সুন্দর নেত্র দুইটী চঞ্চলকমলের সহিত সমান, শুভ্রদন্তগুলি কুমুদকুসুম সদৃশ

অলঙ্কারকৌস্তুভমতে উপমা অলঙ্কারের প্রণালী যথা—

যে কোন প্রকারে সাদৃশ্য থাকিলেই উপমা হয়। সেই উপমাতে যদি উপমান চন্দ্রাদি ও উপমেয় মুখাদি মধ্যে পরস্পরের সমান ধর্ম্ম, উপমান্ত-

মুপাদানে দ্বৈধং স্যাৎ ক্বিপ্ সমাসয়োঃ। পুনস্তস্যা ইবাদিলোপে। ক্বিপি সমাসেচ দ্বৈধং। ধর্ম্মোপমানয়ো র্লোপে দ্বৈধং বাক্যসমাসয়োঃ। পুনস্তস্যা দ্বৈধমিত্যর্থঃ। ধর্ম্মেববাদিলোপেতু দ্বৈধং স্যাৎ ক্বিপ্ সমাসয়োঃ। পুনর্দ্বৈধমিত্যর্থঃ উপমেয়স্য লোপেতু স্যাদেকা প্রত্যয়ে ক্যচি। পুনরেকা। ধর্ম্মোপমেয় লোপেঽন্যা ত্রিলোপে তু সমাসগা। এবং দশৈকাদশ চ লুপ্তা স্যাদেকবিংশতিঃ। পূর্ণা ষড়েব তেন স্যুরুপমা সপ্তবিংশতিঃ। কংসারেঃ পদয়োঃ সৌন্দর্য্যং সরোজবৎ। অত্র সরোজ ইব সরোজবদিত্যনেন বতিঃ শ্রৌত্যর্থপ্রতিপাদকতয়া তদ্ধিতগা শ্রৌতী পূর্ণা। ১। অহো কংসারেঃ কান্তং কমনীয়ং মুখং যথেন্দুঃ। অত্র যথাশব্দ উপমাবাচী উপমানং চন্দ্রঃ। উপমেয়ং মুখং বাক্যগা শ্রৌতী পূর্ণা। ২। ভ্রূভ্রমরালীব রম্যা। ভ্রমরালেরিব রম্যা। সমাসগা শ্রৌতী পূর্ণা। ৩। অধরঃ পীযূষতুল্যো মধুরঃ। অত্র তুল্য শব্দদানাদার্থী-পূর্ণা। ৪। চলে সুনয়নে লোলাব্জেন সমে। সমাসাভাবাদ্বাক্যগা সমশব্দদানাদার্থী পূর্ণা। ৫। রদাঃ দন্তাঃ কুন্দবৎশুভ্রাঃ। বতি-প্রত্যয়ে সূত্রদ্বয়ং তস্য তুল্যং তেন তুল্যমিতি চ। তথাচ। তস্য তুল্যমিতি সূত্রবিহিতবতিপ্রত্যয়ঃ শ্রৌত্যামেব পূর্ণায়াং। অন্যস্ত আর্থীরূপায়াং পূর্ণায়াং। কুন্দেন তুল্যমিত্যর্থাৎ সমাসগা আর্থী পূর্ণা। ৬। সুলপিতং শোভনভাষণং যথা অমৃতং। অত্রামৃতমিব স্বাদুমধুরত্বাদি সাধারণধর্ম্মাভাবাৎ। ধর্ম্মলোপে বাক্যগা শ্রৌতী লুপ্তা। ৭। হাসদ্যুতি র্জ্যোৎস্নেব অত্রাপি জ্যোৎস্না ইব ইতি সমাসাৎ। শুভ্রাদিসাধারণধর্ম্মাভাবাৎ। সমাসগা শ্রৌতী লুপ্তা। ৮ ॥ ৩৪ ॥

এ সুমধুর বাক্যও এবং অমৃতের তুল্য, তথা হাস্য কিরণও জ্যোৎস্নার সদৃশ ॥ ৩৪ ॥

প্রতিপাদক ইবাদি শব্দ, উপমেয় এবং উপমান, এই সমস্ত গুলি বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে তথায় পূর্ণোপমা হইয়া থাকে। এই পূর্ণোপমা ইব যথা, ইত্যাদি শব্দের সহিত থাকিলে শ্রৌতী হয় এবং "সম সমান, সদৃশ, সদৃক্ষ, সদৃক্, তুল্য সম্মত, নিভ, চৌর, বন্ধু" ইত্যাদি কতক গুলি শব্দের যোগে এবং "তেন তুল্যং" অর্থাৎ তাহার সহিত তুল্য এই অর্থে বিহিত "বতি" এবং কল্প, দেশীয়, দেশ্য বহু প্রভৃতি প্রত্যয়ের যোগেও আর্থী হয়। তদ্ধিতগতা

শ্রৌতী, বাক্যগতা শ্রৌতী, সমাগতা শ্রৌতীএবং তদ্ধিতগত আর্থী, বাক্য-গতা আর্থী,সমাসগতা আর্থী, এইরূপে শ্রৌতী ৩। আর্থী ৩ সাকল্যে পূর্ণোপমা৬ প্রকার ॥ ১ ॥ ধর্ম্ম ও ইবাদি সমস্তের লোপ হইলে তথায় লুপ্তোপমা হইয়া থাকে। এই লুপ্তোপমা অবিকল পূর্ণোপমায় ন্যায় কেবল তদ্ধিতগতা শ্রৌতী লুপ্তা হয় না সুতরাং লুপ্তা পঞ্চ প্রকার। শ্রৌতী লুপ্তা তিন প্রকার আর্থী লুপ্তা তিন প্রকার। তন্মধ্যে শ্রৌতী লুপ্তা তদ্ধিতগতা হইতে পারে না সুতরাং পঞ্চ প্রকারই বুঝিবে। সমষ্টিতে—বাক্যগতা শ্রৌতী লুপ্তা, তদ্ধিত-গতা আর্থী লুপ্তা, বাক্যগতা আর্থী লুপ্তা, সমাসগতা আর্থী লুপ্তা ॥ ২ ॥ কর্ম্ম-বিহিত ক্যচ্ প্রত্যয়, আধারবিহিত ক্যচ্, কর্ত্তৃবিহিত ণম্ (ণমূল বা চণম্,) ক্যচ_ এইরূপ প্রত্যয়যোগেও সেই লুপ্তোপমা পঞ্চ প্রকার সুতরাং পূর্ব্বের সহিত দশ প্রকার হইল। পুনশ্চ, উপমানের অনুপাদানে বাক্যগত ও সমাস-গত, ইবাদি-লোপে এবং ক্বিপ প্রত্যয় ও সমাগত হইয়া দুই প্রকার। ধর্ম্মে ও উপমানের লোপে বাক্য ও সমাসগত হইয়া দুই প্রকার হয়। উপমেয়ের লোপে কচ্ প্রত্যয়ের এক প্রকার,ধর্ম্ম ও উপমেয় লোপে এক প্রকার। উপমা-প্রতিপাদক ইবাদি শব্দ, সাধারণ ধর্ম্ম এবং উপমানের, এই তিনটীর লোপে সমাসগতা এইরূপে দশ ও এগারতে একুশ প্রকার লুপ্তোপমা হইয়া থাকে। এখন সমষ্টিতে লুপ্তোপমা একুশ এবং পূর্ণোপমা ছয়। এই সাতাইশ প্রকার॥

এই সাতাইশ প্রকার উপমার সঙ্খেপে উদাহরণার্থ যথা—

কংসারির পাদপদ্মযুগলের সৌন্দর্য্য পদ্মের ন্যায়, এই স্থানে "পদ্মের ন্যায়" এইটী শ্রৌতী পূর্ণা ১। আহা! কংসারির কমনীয় মুখ যেন চন্দ্রের ন্যায়, যেন এস্থলে "যেন" এই কথাটী উপমাবাচক ও চন্দ্র উপমান, মুখ, উপ-মেয় সুতরাং বাক্যগতা শ্রৌতী পূর্ণা ২। ভ্রূদ্বয় যেন ভ্রমরশ্রেণীর ন্যায় রমণীয়, এইটী শ্রৌতী পূর্ণা ৩। অধর যেন অমৃতের তুল্য মধুর (মাধুর্য্যশালী এস্থলে তুল্যশব্দ থাকায় আর্থী পূর্ণা ৪। "চঞ্চল ও সুন্দর নয়ন দুইটি চঞ্চল পদ্মের সম" এস্থলে সমাস নাই বাক্যগত এবং সমশব্দ থাকায় আর্থী পূর্ণা ৪। "দন্ত-গুলি কুন্দবৎ শুভ্র" এস্থলে "বৎ" প্রত্যয় থাকায় সমাসগতা আর্থী পূর্ণা ৬। "সুন্দর বাক্য অমৃতের ন্যায়" এস্থলে অমৃতের ন্যায় এই মাত্রই আছে, কিন্তু অমৃতের ন্যায় স্বাদু বা মধুর কিছুই বলা হয় নাই, সুতরাং সাধারণ

* শ্রীপাণী নবপল্লবেন সদৃশৌ পূর্ণেন্দুতুল্যা নখা
গণ্ডৌ দর্পণবদ্দ্যুতি র্নবঘনশ্যামা চ যস্যাঙ্গনাঃ।
দৃষ্ট্বাম্ভোরুহদর্শমাস্যমলিসঞ্চারং চরন্ত্যুর্ত্তৃষঃ
সাধৌ চন্দ্রতি যঃ সুতীয়তি নতান্ কুঞ্জেষু সৌধীয়তি ॥৩৫॥

যস্য শ্রীপাণী করদ্বয়ং নবপল্লবেন সদৃশৌ অত্রাপি রক্তকোমলাদি সাধারণ ধর্ম্মস্যাভাবাৎ। সদৃশশব্দদানাৎ আর্থী লুপ্তা। ৯। নখাঃ পূর্ণেন্দুতুল্যাঃ অত্রাপি শুক্লত্বাদি সাধারণধর্ম্মাভাবাৎ। তুল্যশব্দদানাচ্চ বাক্যগা আর্থী লুপ্তা। ১০। দর্পণেন তুল্যৌ দর্পণবৎ যস্য গণ্ডৌ। অত্র স্বচ্ছত্বাদি সাধারণধর্ম্মাদানাৎ বতিপ্রত্যয়েনচ তদ্ধিতগা আর্থী লুপ্তা। ১১। যস্য দ্যুতিঃ কান্তির্নবঘনশ্যামা। অত্রৌপম্যবাচক ইবাদি শব্দাদানাৎ। নবঘনস্যেব শ্যামা ইতি সমাসগা আর্থী লুপ্তা। ১২। অম্ভোরুহস্য দর্শং দর্শনমিব যস্যাস্যং মুখং অঙ্গনা স্ত্রিয়ো দৃষ্ট্বা উত্তৃষ অতিতৃষ্ণাকুলাস্তা অলিসঞ্চারমিব চরন্তীত্যত্রাম্ভোরুহ দর্শমিত্যত্র ইবলোপে কর্ম্ম-ণমুলি আর্থী লুপ্তা। ১৩। অলিসঞ্চার মিবেত্যত্র ইব লোপে কর্ত্তৃণমুলি আর্থী লুপ্তা ॥ ১৪। যঃ কৃষ্ণঃ সাধৌ সাধুজনে চন্দ্রতি চন্দ্র ইবাচরতি। অত্র ইব লোপে ক্বিপ্। ১৫। নতান্ প্রণতান্ প্রতি সুতমিবাচরতি সুতীয়তি ইত্যত্র ইব-লোপে কর্ম্মক্যচি। ১৬। কুঞ্জেষু সৌধ-

অপিচ, যাঁহার সুন্দর করদ্বয় নবপল্লবের সদৃশ, নখ-সমস্ত পূর্ণচন্দ্রনিভ গণ্ডযুগল দর্পণবৎ, কান্তি নবজলধরের ন্যায়, স্ত্রীগণ যাঁহার অম্ভোরুহ ও দর্পণের ন্যায় বদনদর্শনে অলিসঞ্চারের ন্যায় অত্যন্ত তৃষ্ণাকুল হইয়া থাকে যিনি সাধুজনের পক্ষে চন্দ্রসদৃশ প্রণতজনের প্রতি স্বপুত্রের ন্যায় এবং কুঞ্জ সমূহে রাজসদনের তুল্য আচরণ করেন ॥ ৩৫ ॥

ধর্ম্মের অভাব-বশতঃ ধর্ম্মলোপ বাক্যগতা শ্রৌতী লুপ্তা। ৭। হাসদ্যুতি (হাস্য-চ্ছটা) জ্যোৎস্নার ন্যায় এস্থলে সমাস আছে, কিন্তু ধাবল্যাদি কোন সাধারণ ধর্ম্মই নাই সুতরাং শ্রৌতী লুপ্তা ॥ ৮—৩৪ ॥

* "করদ্বয় নবপল্লবের সদৃশ," এস্থলে রক্তবর্ণ বা কোমল, এইরূপ সাধারণ ধর্ম্মের অভাব ও সদৃশশব্দের বিদ্যমানতা নিবন্ধন আর্থী ৯। "নখ গুলি পূর্ণেন্দু-

তুল্য” এস্থলে পূর্ণেন্দুতুল্য শুক্ল, এইরূপ শুক্লাদি কোন সাধারণ ধর্ম্ম না থাকায় ও তুল্যশব্দ বিদ্যমান থাকায় বাক্যগতা আর্থী লুপ্তা। ১০। “গণ্ডদ্বয়দর্পণবৎ অর্থাৎ দর্পণের তুল্য” এস্থলে দর্পণের তুল্য স্বচ্ছ, এ রূপ স্বচ্ছত্বাদি-সাধারণধর্ম্মের অভাব হওয়ায় এবং বতিপ্রত্যয় থাকায় তদ্ধিতগতা আর্থী লুপ্তা। ১১। দ্যুতি (কান্তি) নবঘনশ্যাম এস্থলে উপমাত্ববাচক ইবাদি শব্দ না থাকায় এবং নবঘনের ন্যায় শ্যাম নবঘনশ্যাম, এইরূপ সমাস থাকায় সমাসগতা আর্থী লুপ্তা। ১২। “অম্ভোরুহদর্শ অর্থাৎ পদ্মের ন্যায় যে মনোজ্ঞ দর্শন” এস্থলে ইবশব্দের লোপ এবং কর্ম্মবিহিত ণমুল (চণম্) প্রত্যয় হওয়ায় আর্থী লুপ্তা। ১৩। “অলিসঞ্চারের ন্যায়” এস্থলে কর্ত্তৃ—বিহিত ণমূল্ থাকায় আর্থী লুপ্তা। ১৪। “চন্দ্রতি অর্থাৎ চন্দ্রের ন্যায় আচরণ করিতেছে” এস্থলে ইবশব্দের লোপ ও ক্বিপ্ প্রত্যয় হওয়ায় ইব-লোপ লুপ্তা। ১৫। সুতীয়তি অর্থাৎ সুতের ন্যায় আচরণ করিতেছে এস্থলে, কর্ম্ম বিহিত ক্যচ্ প্রত্যয় হইয়াছে ও ইবশব্দের লোপ হওয়ায় ইব লোপে লুপ্তা। ১৬। “সৌধীয়তি” অর্থাৎ যেমন সৌধেতে তেমনি আচরণ করিতেছে” এস্থলে আধার বিহিত ক্যচ্ প্রত্যয়ে ইব লোপে লুপ্তা। ১৭। “অশনীয়তি” অর্থাৎ বজ্রের ন্যায় আচরণ করিতেছেন” এস্থলেও আধারবিহিত ক্যচ্ প্রত্যয়ে ইব-লোপে লুপ্তা। ১৮। “মনোজায়তে” অর্থাৎ মনোজকন্দর্পের ন্যায় আচরণ করিতেছেন’ এস্থলে ক্যচ্ প্রত্যয়ে ইবলোপে লুপ্তা। ১৯। ‘যাঁহার সমান দাতা কোথাও নাই’ এস্থলে সমান এই পদের বোধক দাতৃপদের বিশেষ্য উপমান পদটী না থাকায় বাক্যগতা লুপ্তা। ২০। “যাঁহার তুল্য শূর কোথাও নাই” এস্থলে ইবাদি শব্দ, সাধারণ ধর্ম্ম ও উপমেয়ের অভাব বশতঃ সমাস গত লুপ্তা উপমা। ২১। যাঁহার লীলা কোথাও সদৃশ হইতে পারে না” ইবাদি শব্দ, সাধারণ ধর্ম্মও উপমান তথা উপমেয়ের লোপ হওয়ায় সমাসগতা লুপ্তা। ২২। ‘যাঁহার সমানও কেহ নাই’ এস্থলে ইবাদি শব্দ, ধর্ম্ম, উপমান ও উপমেয়ের অভাববশতঃ বাক্যগতা লুপ্তা। ২৩। ‘আননকমল’ এস্থলে কোন্ ধর্ম্মের গুণে আনন কমলের ন্যায়, উপমাজ্ঞাপকই বা কে,? ইত্যাদি লোপ বশত লুপ্তা। ২৪। “এণনয়না” অর্থাৎ এণ মৃগের নয়নের ন্যায় যাহাদের নয়ন, এস্থলেও ধর্ম্মাদি যাহা কিছু সমস্তের লোপবশতঃ সমাগতা লুপ্তা ॥ ২৫ ॥

যো দৈত্যেষ্বশনীয়তীহ রমণীবৃন্দে মনোজায়তে
দাতা যেন সমঃ ক্বচিন্নহি ন যত্তুল্যোঽস্তি শূরঃ ক্বচিৎ।
যল্লীলা সদৃশী ক্বচিন্নহি ন যেনাস্তে সমানোঽপি বা
চুম্বন্ত্যাননপদ্মমেণনয়না যস্যৈষ কৃষ্ণোঽবতু॥ ৩৬॥

যুগ্মকং। পঞ্চবিংশতিপ্রকারোপমা॥

মিব রাজসদনমিবাচরতি। ইব-লোপে আধারে ক্যচি। ১৭। যঃ কৃষ্ণো দৈত্যেষু অশনিরিব বজ্র ইবাচরতীত্যত্র ইবাদ্যনুপাদানে অত্রাপ্যাধারে ক্যচি। ১৮। রমণীবৃন্দে মনোজ ইবাচরতি অত্র ইবাদিলোপে ক্যচি। ১৯। যেন সমো দাতা ক্বচিন্নহি। উপমানাদেরনুপাদানেন বাক্যগা উপমা লুপ্তা। ২০। যদযস্য তুল্যঃ শূরঃ ক্বচিন্ন অত্র ইবাদিসাধারণধর্ম্মোপমেয়ানুপাদানে সমাসগা উপমা। ২১। যস্য লীলা সদৃশী ক্বচিন্ন। অত্র ইবাদি সাধারণধর্ম্মোপমানোপমেয়ানাং লোপাৎ সমাসগা লুপ্তা। ২২। যেন সমানোঽপি নাস্তি ক্বচিৎ অত্র ইবাদিসাধারণধর্ম্মোপমানোপমেয়ানামদানাৎ বাক্যগা লুপ্তা। ২৩। এণনয়না যস্যা নয়নপদ্মং চুম্বন্তি। এষ কৃষ্ণোঽবতু। আননকমলং চুম্বন্তীত্যত্র ইবাদিসামান্যধর্ম্মোপমানোপমেয়ানাং লোপতো লুপ্তা। ২৪। যস্য এণনয়না এণো মৃগস্তস্য নয়নে ইব নয়নে যাসাং তাঃ। ইত্যত্রাপি ধর্ম্মাদীনাং লোপাৎ। সমাসগা লুপ্তা॥ ২৫॥ ৩৫—৩৬॥

অপর যিনি দৈত্যগণের প্রতি কন্দর্পের ন্যায় আচরণ করেন, যাঁহার তুল্য জগতে কেহ দাতা নাই এবং যাঁহার তুল্য শূরও কেহ নাই, যাঁহার লীলার সদৃশী লীলা কোন স্থানে নাই ও যাহার সমান ব্যক্তিও কোন স্থানে নাই এবং মৃগাক্ষী রমণীসকল যাঁহার বদনকমল চুম্বন করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে রক্ষা করুন॥ ৩৬॥

স্তনৈরিব ফলৈঃ পুষ্পৈঃ স্মিতৈরিব সুপল্লবৈঃ।

অধরৈরিব কৃষ্ণস্য নববল্ল্যো মুদেঽভবন্ ॥ ৩৭ ॥

একদেশ বিবর্ত্তিন্যুপমা ॥ *

যোগেশ্বরাণামিব যোগসিদ্ধিঃ

রুপাসকানামিব বিষ্ণুভক্তিঃ।

নারায়ণস্যেব চিদাখ্যশক্তিঃ

কৃষ্ণস্য বংশীপ্সিতসিদ্ধিদাভূৎ ॥ ৩৮ ॥

সাধর্ম্মে মালোপমা ॥ ‡

নববল্ল্যঃ কৃষ্ণস্য মুদে অভবন্। কৈঃ। স্তনৈরিব ফলৈঃ স্মিতৈরিব পুষ্পৈঃ। অধরৈরিব পল্লবৈঃ। অত্র ফলে আকারাংশে। পুষ্পে শুক্লাংশে। পল্লবে রক্তিমাংশে। একাংশে এব উপমা ন তু সর্ব্বাংশে ॥ ৩৭ ॥

বংশী কৃষ্ণস্য ঈপ্সিতা সিদ্ধিদাভূৎ। যদ্বা কৃষ্ণস্য বংশী সর্ব্বেষামীপ্সিতসিদ্ধিদাভূৎ। অত্র দৃষ্টান্তমাহ। যোগেশ্বরাণামিত্যাদি। "একত্বমুপমেয়ানামুপমানান্যনেকধা। ধর্ম্মৈকরূপ্যবৈরূপ্যে দ্বেধা মালোপমা ভবেৎ"। অত্র কৃষ্ণস্য বংশীরূপোপমেয়স্য একত্বং। যোগসিদ্ধ্যাদ্যনেকোপমানানাং দানাৎ ধর্ম্মস্য ঈপ্সিতসিদ্ধিরূপস্যৈকরূপ্যাৎ সাধর্ম্ম্যে মালোপমা ॥ ৩৮ ॥

নূতন লতাগণ স্তনের ন্যায় ফল, হাস্যের সদৃশ পুষ্প এবং অধরের তুল্য পল্লব দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আনন্দের নিমিত্ত হইয়াছে ॥ ৩৭ ॥

যোগেশ্বরদিগের সিদ্ধির ন্যায়, উপাসকগণের ভক্তির তুল্য এবং নারায়ণের চিৎ-শক্তির ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের বংশী অভিলষিত নিখিল সিদ্ধিপ্রদান করিতে সম্যক্‌রূপে সমর্থ হইয়াছিল ॥ ৩৮ ॥

---

* এস্থলে ফলে আকারাংশে, পুষ্পে শুক্লাংশে এবং পল্লবে রক্তিমাংশে। এই প্রয়োজন উপমা একাংশে সর্ব্বাংশে নহে, সুতরাং একদেশবিবর্ত্তিনী উপমা ॥

‡ এক বস্তুর অনেক উপমা থাকিলেই মালোপমা হয়। এই মালোপমা দুই প্রকার যথা—উপমান ও উপমেয় এই দুইয়েরই ধর্ম্ম একরূপ হইলে

সুধাধারেব মধুরা কৌমুদীব সুশীতলা।
কীর্ত্তিঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য গঙ্গেব জনপাবনী ॥ ৩৯ ॥
বৈধর্ম্ম্যে মালোপমা ॥ *

কৃষ্ণস্যানুপমাঙ্গশ্রীরঙ্গশ্রীরিব মাধুরী।
মাধুরীব গুণাল্যস্য গুণালীব সুশীলতা ॥ ৪০ ॥
সাধর্ম্ম্যে রসনোপমা ॥ §

কৃষ্ণচন্দ্রস্য কীর্ত্তিঃ সুধাধারেব মধুরা। অত্র মধুরা সুশীতলা জনপাবনীরূপ-ধর্ম্মাণাং বৈরূপ্যেণ। কীর্ত্তিরূপোপমেয়স্যৈকস্য সুধাধারাদ্যুপমানানামনেকানাঞ্চ কথনাৎ বৈধর্ম্ম্যে মালোপমা ॥ ৩৯ ॥

কৃষ্ণস্যাঙ্গশ্রীরনুপমা অঙ্গশ্রীরিব মাধুরী অনুপমা মাধুরীবাস্য গুণালানুপমা। গুণালীব সুশীতলা অনুপমা। "উপমেয়স্য উপমানত্বমুত্তরোত্তরতো যদি অভিন্নহেতুত্বে দ্বিধা সা রসনোপমা"। উপমেয়স্যোপমানত্বমুত্তরত্র যদি ভবতি। তদা রসনোপমালঙ্কারো জ্ঞেয়ঃ। সা উপমা দ্বিধা। উপমানোপমেয়য়োরভিন্ন

শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তি সুধাধারার ন্যায় মধুরা, জ্যোৎস্নার সদৃশী সুশীতলা এবং গঙ্গার ন্যায় ন্যায় জনপাবনী হইয়াছে ॥ ৩৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসৌন্দর্য্য অনুপম অঙ্গশোভারই ন্যায়, মাধুরী অনুপমা

সাধর্ম্ম্যে এবং উক্ত উভয়ের ধর্ম্ম দুই-প্রকার হইলে বৈধর্ম্ম্যে। এস্থলে যোগ-সিদ্ধ্যাদি বহুর সহিত এক বংশীর উপমা, ইহাই মালোপমা এবং যোগে-সিদ্ধ্যাদিতেও অভিলষিত দান করে ও বংশীর বাঞ্ছিত প্রদান করে, ইহাই সমান ধর্ম্ম, সুতরাং এস্থলে সাধর্ম্ম্য ॥

* এস্থলে এক কৃষ্ণকীর্ত্তির সুধাধারাদি-অনেকের সহিত উপমা ইহাই মালোপমা। এবং মধুরত্ব, শীতলত্ব, ও জনপাবন, এই গুলি প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম হওয়ায় বিধর্ম্ম বা অসমান ধর্ম্ম, সুতরাং এস্থলে বৈধর্ম্ম্য ॥

§ পূর্ব্ব পূর্ব্ব উপমেয়টী যদি পরে পরে উপমান হয়, তাহাকে রসনোপমা

কান্তাবলী প্রেমপরিপ্লুতা হরেঃ
কান্তাবলীব প্রচুরা বিদগ্ধতা।
বিদগ্ধতেবাস্য রসজ্ঞতোত্তমা
রসজ্ঞতেবানুপমা বিলাসিতা ॥ ৪১ ॥ স

বৈধর্ম্ম্যো রসনোপমা। ‡

একো ধর্ম্মশ্চেদুপমালঙ্কারস্য হেতুস্তদা একা। এবমুপমেয়োপমানানাং ভিন্না নানা ধর্ম্মাশ্চেৎ হেতব স্তদা অন্যা। অত্র কৃষ্ণাঙ্গশ্রীরাদৌ উপমেয়ং সা অঙ্গশ্রীমাধুরীরূপোপমেয়স্যোপমানং। এবমগ্রেঽপি। গুণালের্মাধুরী উপমানমত্র অনুপমরূপাভিন্নধর্ম্মস্য হেতুত্বং। সাধর্ম্ম্যো রসনোপমা ॥ ৪০ ॥

হরেঃ কান্তাবলী প্রেম্না পরিপ্লুতা। অস্য বিদগ্ধতা কান্তাবলীব প্রচুরা। অস্য রসজ্ঞতা বিদগ্ধতেবোত্তমা। অস্য বিলাষিতা রসজ্ঞতেবানুপমা। অত্রোপমেয়ং কান্তাবলী সা বিদগ্ধতারূপোপমেয়স্য উপমানং। এবমুত্তরোত্তরে উপমেয়স্যোপমানত্বং। উপমেয়োপমানা ভিন্না নানা ধর্ম্মা হেতবশ্চাতো বৈধর্ম্ম্যো রসনোপমা ॥ ৪১ ॥

মাধুরীর ন্যায় এবং গুণাবলীও অনুপম গুণাবলীর ন্যায় সুশীতল অর্থাৎ অনুপম ॥ ৪০ ॥

শ্রীকৃষ্ণের কান্তাসকল প্রেমদ্বারা পরিপ্লুত, শ্রীকৃষ্ণের বিদগ্ধতা কান্তাবলীর ন্যায় প্রচুর, শ্রীকৃষ্ণের রসজ্ঞতা বিদগ্ধতার ন্যায় উত্তম এবং শ্রীকৃষ্ণের বিলষিতা রসজ্ঞার ন্যায় অনুপম হইয়াছে ॥ ৪১ ॥

বলে এবং উপমেয় ও উপমান এই দুইটিরই ধর্ম্ম সমান থাকিলে সাধর্ম্ম্য। উভয়ের ধর্ম্ম ভিন্ন থাকিলে বৈধর্ম্ম্য হয়। এস্থলে অঙ্গশ্রী একবার উপমেয় ও পরে আবার তাহাই উপমান, ইহাই রসনোপমা এবং অঙ্গশ্রী ও মাধুরী এই দুয়েরই ধর্ম্ম সমান হওয়ায় সাধর্ম্ম্য ॥

‡ এ এস্থানে পূর্ব্ব পূর্ব্ব উপমেয়টি পরে পরে উপমান হওয়ায় রসনোপমা এবং কান্তাগণ, বিদগ্ধতা রসজ্ঞতা ও বিলাষিতার ধর্ম্ম প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় ঐ রসনোপমা বৈধর্ম্ম্য হইয়াছে ॥

সখ্যং বিচিত্রং সুবলাদিকানাং
কৃষ্ণস্য বিজ্ঞায় নিগূঢ়তৃষ্ণাম্।
শয্যাং নিকুঞ্জে বিরচয্য যত্না-
দানীয়কান্তাং রময়ন্ত্যমুং যে ॥ ৪২ ॥

রসবৎ। অত্র সখ্যরসস্যাঙ্গং শৃঙ্গারঃ ॥ †

সুবলাদীনাং সখ্যং বিচিত্রং। যে সুবলাদয়ঃ কৃষ্ণস্য নিগূঢ়াং অতিগুপ্তাং তৃষ্ণাং বিজ্ঞায় নিকুঞ্জে শয্যাং বিরচয্য যত্নাৎ কান্তামানীয় অমুং কৃষ্ণং রময়ন্তি। "রসবৎপ্রেয় উর্জস্বি সমাহিত-সমাখ্যয়া। রসালঙ্কৃতয়োঽপ্যন্যাশ্চতস্রো রস-পোষিকাঃ"। যত্র রসে স্ফুটতয়া শব্দার্থালঙ্কারা নির্ণেতুং ন শক্যতে। কেবল-রসসামগ্রী স্ফুরতি। তত্রৈতা রসালঙ্কৃতয়ো বোদ্ধব্যাঃ। তে চ যথাযোগ-মেব সম্ভবন্তি। শৃঙ্গারে প্রেয় উর্জস্বী বীরবীভৎসরৌদ্রেষু। অন্যাবন্যেষু এতেঽপি সতি সম্ভাবে শব্দার্থালঙ্কারাভ্যাং সংসৃষ্টৌ বহবো ভবন্তীত্যাদি জ্ঞেয়ং। অস্যার্থঃ। অন্যৌ রসবৎ সমাহিতৌ অন্যেষু অলঙ্কারেষু জ্ঞেয়ৌ। এতেষাম-লঙ্কারাণামুদাহরণে সম্ভবে সতি এতে রসালঙ্কারাভ্যাং সহ সংসৃষ্টৌ সত্যাং বহবো ভবন্তি। সংসৃষ্টিরঙ্গাঙ্গিভাবঃ। স এবাত্র। অত্র সখ্যরসস্য মুখ্যত্বং শৃঙ্গারস্য গৌণত্বমঙ্গাঙ্গিত্বং ॥ ৪২ ॥

সুবলাদি সখাসকলের কি বিচিত্র সখ্যভাব, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় নিগূঢ় বাসনা জানিতে পারিয়া নিকুঞ্জে শয্যা রচনা করত যত্নসহকারে কান্তাকে আনয়ন করিয়া কান্তা ও শ্রীকৃষ্ণকে রমণ করাইয়া থাকেন ॥ ৪২ ॥

---

† রসবান্, প্রেয়ান্, উর্জস্বী সমাহিত, এই ৪টী অলঙ্কারকেই রসালঙ্কার বলা যায়। কারণ, ইহারা প্রত্যেকেই এক একটী রসের পরিপোষক হইয়া থাকে। এস্থলে শৃঙ্গাররসটী সখ্যরসে অঙ্গ হইয়া সখ্যকে পরিপুষ্ট করি-তেছে ॥

স

ধন্যং বৃন্দারণ্যং, যস্মিন্ বিলসতি সদৈব রমণীভিঃ।
প্রতিকুঞ্জং প্রতিপুলিনং, প্রতিগিরিকন্দরমসৌ কৃষ্ণঃ ॥৪৩॥

রসবৎ। অত্র বনবর্ণনভাবস্যাঙ্গং শৃঙ্গারঃ ॥ §

কান্তাঙ্গসঙ্গম-বিলগ্ন-বিলেপনানি
শষ্পেষু ভান্তি পতিতানি হরেঃ পদাব্জাৎ।
আলিপ্য যানি হৃদয়ে বিজহুঃ পুলিন্দ্য-
স্তদ্বেণুগীতমুখদর্শনকামজাধিম্ ॥ ৪২ ॥

প্রেয়ঃ। অত্র শুচেরঙ্গং পুলিন্দীনামেকনিষ্ঠত্বাদ্ভাবঃ ॥

বৃন্দারণ্যং ধন্যং। যত্র কৃষ্ণঃ কুঞ্জং কুঞ্জং প্রতি রমণীভি বিলষতি। অত্রাপি পূর্ব্ববৎ। বনবর্ণনভাবোহঙ্গী তস্যাঙ্গং শৃঙ্গারঃ ॥ ৪৩ ॥

হরেঃ পদাব্জাৎ শষ্পেষু বালতৃণেষু পতিতানি ভান্তি কান্তাঙ্গসঙ্গমবিলগ্ন-বিলেপনানি যানি পুলিন্দ্যা হৃদয়ে আলিপ্য তত্তস্য কৃষ্ণস্য বেণুগীতমুখ-

---

ধন্য বৃন্দাবন, কারণ যাহার প্রতি কুঞ্জে, প্রতি পুলিনে, প্রতি পর্ব্বতে এবং প্রত্যেক কন্দরে শ্রীকৃষ্ণ কান্তাসকলের সহিত বিলাস করিয়া থাকেন ॥ ৪৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল হইতে কান্তাঙ্গসঙ্গমে সম্মীলিত কুচদ্বয়ের মৃগমদাদি বিলেপন শ্রীবৃন্দাবনের তৃণে পতিত হইয়া শোভা পাইতেছে এবং পুলিন্দকন্যা শবরাঙ্গনাসকল সেই তৃণলগ্ন কুচকুঙ্কুম স্ব স্ব হৃদয়ে বিলেপন করতঃ শ্রীকৃষ্ণের

---

§ এস্থলেও পূর্ব্বের ন্যায় বনবর্ণন-ভাব অঙ্গী, শৃঙ্গার তাহার অঙ্গ হইয়া বন-বর্ণনকে অর্থাৎ তাদাত্মক ভাব-রসকে পরিপুষ্ট করিতেছে সুতরাং রসবান্ অল-ঙ্কার ॥

এস্থলে পুলিন্দাঙ্গনা সকলের একমাত্র শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ ভাবটী শৃঙ্গাররসের অঙ্গ হইয়া শৃঙ্গাররসকে পরিপুষ্ট করিতেছে, সুতরাং প্রেয়ান্ অলঙ্কার ॥

বৃন্দাবনমতিধন্যং, যস্মিন্ কুসুমস্মিতৈঃ ফলোরোজৈঃ।
পল্লবকুলাধরৈরপি, সুখয়তি কৃষ্ণং লতাপালিঃ। ৪৫ ॥

প্রেয়ঃ। অত্র বনবর্ণনভাবস্যাঙ্গং লতানাং ভাবঃ ॥ *

শুশুভুরচলদর্য্যো যাসু লীনা রমণ্যো
হরিহতদনুজানাং চণ্ডরণ্ডাঃ পুলিন্দৈঃ।

দর্শনাভ্যাং কামজন্মমাধিং মনঃপীড়াং বিজহুঃ। শৃঙ্গারে প্রেয় ইত্যুক্তাত্র শুচেঃ শৃঙ্গারস্য অঙ্গং পুলিন্দীনাং ভাবঃ কৃষ্ণৈকনিষ্ঠত্বাৎ প্রেয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

যস্মিন্ বৃন্দাবনে লতাপালিঃ কুসুমফলপল্লবরূপস্মিতস্তনাধরৈঃ কৃষ্ণং সুখয়তি। পূর্ব্ববৎ বনবর্ণনভাবোঽঙ্গী লতানাং ভাবোঽঙ্গং প্রেয়ঃ ॥ ৪৫ ॥

অচলস্য গোবর্দ্ধনাদ্রের্দর্য্যঃ শুশুভুঃ। যাসু দরীষু হরিণা হতদনুজানাং রমণ্যো লীনাঃ। চণ্ড্যশ্চ তা রণ্ডা বিধবাশ্চেতি তথাভূতাঃ। পুলিন্দৈস্তত্রস্থৈঃ সহ অশনং ভোজনং তথা সুরতসত্রঞ্চ তৈঃ পোষিতা স্তুএব তোষমানন্দং প্রাপ্তা স্তা স্তত্তস্য কৃষ্ণস্যামলগুণগাথৈঃ শ্রীহরিং স্তুবন্তি। পূর্ব্ববৎ শৃঙ্গারে প্রেয় ওজস্বী বীরবীভৎসরৌদ্রেষু অসৌ। অত্র বীররসশৃঙ্গাররসয়োঃ সত্ত্বাদোজস্বী।

বেণুগীত শ্রবণ ও মুখপদ্ম দর্শন জন্য কামপীড়াকে প্রশান্ত করিতেছে ॥ ৪৪ ॥

যে বৃন্দাবনে লতাসকল কুসুমরূপ মৃদু হাস্য, ফলরূপ স্তন ও পল্লবরূপ অধরদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখপ্রদান করে, সুতরাং শ্রীবৃন্দাবন অতীব ধন্যতম ॥ ৪৫ ॥

যে সকল গিরিগহ্বরে কৃষ্ণকর্তৃক হত অসুরগণের স্ত্রীসকল কোপনা ও বিধবা হইয়া লুক্কায়িত ভাবে অবস্থিতি করত তত্রস্থ পুলিন্দজাতির সহিত ভোজন ও তাহাদিগের কর্তৃক পোষিত হইয়া সন্তোষলাভ করতঃ শ্রীকৃষ্ণের অমল-

* এস্থলে লতাসমূহের ভাবটি বনবর্ণনভাবের অঙ্গ হইয়া বনবর্ণন ভাবকে পরিপুষ্ট করিতেছে বলিয়া প্রেয়ান্ অলঙ্কার ॥

অশনস্মরতসত্রৈঃ পোষিতাস্তোষমাপ্তা-
স্তদমলগুণগানৈঃ শ্রীহরিং তাঃ স্তুবন্তি ॥ ৪৬ ॥

ওজস্বী। অত্র দরীবর্ণনভাবস্যাঙ্গং পরস্ত্রীরতিরসা-
ভাসস্তস্যাঙ্গং শক্রকৃতশক্রস্তুতিরূপভাবাভাসঃ ॥ *

দেবেন্দ্রজিৎসু পৃথুকাৎ পৃথুকোপমাদ্বী-
রস্মাসু সৎসু ন ভবেতি গিরাঽসুরাণাম্।

দরীবর্ণনমঙ্গং তস্যাঙ্গং পরস্ত্রীরতিরূপো রসাভাসস্তস্যাঙ্গং শক্রস্তুতিরূপো-ভাবাভাসঃ ॥ ৪৬ ॥

দেবেন্দ্রজিৎসু অস্মাসু সৎসু বিদ্যমানেষু পৃথুকোপমাৎ চিপিটকতুল্যাৎ। যে চিপিটকা ধান্যোৎপন্না অনায়াসেন ভক্ষ্যাঃ, তাদৃশাৎ পৃথুকাৎ বালকাৎ কৃষ্ণাৎ তব ভীর্ভয়ং ন স্যাৎ। ইত্যসুরাণাং গিরা কংসস্য হৃদি যো মদ আসীৎ তেষু সর্ব্বেষু তত্তাং পৃথুকতামাপ্তেষু সৎসু সতু মদঃ ক্ব গতো ন জানে। "পৃথুকৌ চিপিটার্ভকা"বিত্যমরঃ। অত্র সমাহিতং বীররসোঽঙ্গী তস্য

গুণগান দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতেছে, গোবর্দ্ধনাদি পর্ব্বতের সেই সকল কন্দর অতিশয় শোভা পাইতেছে। ৪৬ ॥

অসুর সকল কংসের সমীপে কহিতেছে যে, হে মহারাজ! আমরা দেব-রাজকে জয় করিতে পারি, আমরা বর্ত্তমান থাকিতে পৃথুকোপম অর্থাৎ চিপিটক তুল্য, চিপিটক যেমন ধান্যোৎপন্ন অনায়াসে ভোজন করা যায়, তাদৃশ পৃথুক অর্থাৎ বালককৃষ্ণ হইতে আপনার কোনও ভয় নাই" অসুর-গণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কংসের চিত্ত যে আশঙ্কা উৎপন্ন হইয়াছিল, পরে

---

* এস্থলে গিরিগুহা—বর্ণনরূপ ভাবের অঙ্গ স্বরূপ পরস্ত্রীজন্য রতি রসা-ভাব। এবং শক্রকৃত শক্রস্তুতিরূপ ভাবাভাসটি উক্ত রসাভাসের অঙ্গ হইয়া ঐ রসাভাসকে পরিপুষ্ট করিতেছে সুতরাং ওজস্বী অলঙ্কার ॥

কংসস্য যো হৃদি মদঃ সতু তেষু সর্ব্বে-
ষ্বাপ্তেষু তৎপৃথুকতাং ক্ব গতো ন জানে ॥ ৪৭ ॥

সমাহিতং। অত্র বীররসে মদাখ্যব্যভিচারিভাবস্য প্রশমোঽঙ্গম্।*

এবং হি কৃষ্ণস্য গুণা অনন্তা
লীলাপ্যনন্তা মহিমাপ্যনন্তঃ।
তত্তৎকণস্পর্শনমাত্মবাচাং
বিশুদ্ধয়ে তদ্গণনাশয়ালং ॥ ৪৮ ॥

আক্ষেপঃ ॥ ¶

মদাখ্যব্যভিচারিভাবস্য প্রশমোঽঙ্গং। সমাহিতসমাখ্যয়া ইত্যুক্তং তস্যোদাহরণং ॥ ৪৭ ॥

তত্তৎ তেষাং তেষাং গুণলীলামহিম্নাং কণস্য স্পর্শনং আত্মবচসাং বিশুদ্ধয়ে কৃতং। তত্তেষাং গুণাদীনাং গণনাশয়ালং ব্যর্থং আনন্ত্যাৎ। "আক্ষেপো বক্তুমিষ্টস্য যো বিশেষবিবক্ষয়া। নিষেধো বক্ষ্যমাণত্বে নানাত্বেন চ স দ্বিধা"। অত্র বিশেষস্য বিবক্ষয়া বক্তুমিষ্টানাং গুণাদীনামানন্ত্যমুক্ত্বা নিষেধ আক্ষেপঃ ॥ ৪৮॥

সেই সকল অসুর, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক চিপিটকভাব প্রাপ্ত হইলে, অর্থাৎ অবলীলাক্রমে নিহত হইলে কংসের সেই অলঙ্কার যে কোথায় গেল? তাহা আমি জানি না ॥ ৪৭ ॥

এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের গুণ অনন্ত, লীলাও অনন্ত এবং মহিমাও অনন্ত, অতএব সেই সেই গুণ, লীলা ও মহিমার লেশ মাত্র স্পর্শ করিতে পারিলে স্বীয় বাক্য নিচয়ের বিশুদ্ধির নিমিত্ত কল্পিত হয় কিন্তু ঐ কৃষ্ণগুণের গণনা

* এস্থলে সমাহিত এই যে, বীর রস অঙ্গী, "মদ" এই ব্যভিচারিভাবের প্রশমন (শান্তি) তাহার অঙ্গ ॥

¶ কোন বিষয় বলিতে ইচ্ছা করিয়া বিশেষ কারণ বশতঃ না বলার নাম আক্ষেপ অলঙ্কার হইয়া থাকে। এস্থলে কৃষ্ণ গুণ বলিতে বসিয়া কৃষ্ণগুণ এইরূপ বিশেষকারণে না বলাই আক্ষেপ অলঙ্কার জানিবে ॥

ইত্থং হরেস্তদ্‌গুণবর্ণনাম্বুধৌ
নিমজ্জনোন্মজ্জনফুল্লমানসৌ।
সারীশুকৌ স্বেপ্সিতমীশ্বরৌ নিজা-
বযাচতাং তদ্‌গুণবর্ণনৈঃ পুনঃ ॥ ৪৯ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রাষ্টকম্ ॥

অম্বুদাঞ্জনেন্দ্রনীলনিন্দিকান্তিডম্বরঃ
কুঙ্কুমোদ্যদর্কবিদ্যুদংশুদিব্যদম্বরঃ।
শ্রীমদঙ্গচর্চ্চিতেন্দুপীতনাক্তচন্দনঃ
স্বাঙ্ঘ্রিদাস্যদোঽস্তু মে স বল্লবেন্দ্রনন্দনঃ ॥ ৫০ ॥

কৃষ্ণস্য তত্তত্র গুণবর্ণনাম্বুধৌ নিমগ্নোন্মগ্নেন ফুল্লে মানসে যয়োস্তৌ সারী-শুকৌ। পুনর্নিজৌ ঈশ্বরৌ তদ্‌গুণবর্ণনৈঃ স্বেপ্সিতমযাচতাং ॥ ৪৯ ॥

হাঙ্ক্রামাহ। স বল্লবেন্দ্রনন্দনঃ মে মহ্যং স্বচরণে দাস্যদোঽস্তু। কীদৃশঃ। অম্বুদাদীন্ নিন্দিতুং কান্তে র্ডম্বরং আড়ম্বরঃ আটোপো যস্য সঃ। কুঙ্কুমোদ্যৎ-সূর্য্যবিদ্যুতাং অংশুঃ কিরণস্ততোঽপি দীব্যদম্বরং বস্ত্রং যস্য সঃ। শ্রীমদঙ্গে চর্চ্চিতং কর্পূরকুঙ্কুমযুক্তচন্দনং যস্য সঃ ॥ ৫০ ॥

করিতে আশা করা বৃথা "যে হেতু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সে সকল গুণ অনন্ত" ॥ ৪৮ ॥

এইরূপে সারী ও শুক উভয়ে শ্রীকৃষ্ণের গুণবর্ণনারূপ সমুদ্রে উন্মজ্জন ও নিমজ্জন দ্বারা প্রফুল্ল হৃদয় হইয়া পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণের গুণবর্ণন করত স্বীয় ঈশ্বর শ্রীরাধাকৃষ্ণের সমীপে নিজাভীষ্ট প্রার্থনা করিতে লাগিল ॥ ৪৯ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রাষ্টক।

যাঁহার কান্তির আটোপ (আড়ম্বর) অম্বুদ, অঞ্জন ও ইন্দ্রনীলমণিকেও নিন্দা করে, যাহার বসন কুঙ্কুম, উদয়শীল সূর্য্যের কিরণ ও বিদ্যুৎহইতেও দীপ্তিমান্, যাহার শ্রীঅঙ্গে কর্পূর ও কুঙ্কুমযুক্ত চন্দনচর্চ্চিত, সেই ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্বীয় চরণকমলের দাস্য অর্পণ করুন ॥ ৫০ ॥

গণ্ডতাণ্ডবাতিপণ্ডিতাণ্ডজেশকুণ্ডল-
শ্চন্দ্রপদ্মষণ্ডগর্ব্বখণ্ডনাস্যমণ্ডলঃ ।
বল্লবীষু বর্দ্ধিতাত্মগূঢ়ভাববন্ধনঃ
স্বাঙ্ঘ্রি দাস্যদোঽস্তু মে স বল্লবেন্দ্রনন্দনঃ ॥ ৫১ ॥
নিত্যনব্যরূপবেশহার্দ্দকেলিচেষ্টিতঃ
কেলিনর্ম্মশর্ম্মদায়িমিত্রবৃন্দবেষ্টিতঃ ।
স্বীয়কেলিকাননাংশুনির্জ্জিতেন্দ্রনন্দনঃ
স্বাঙ্ঘ্রি দাস্যদোঽস্তু মে স বল্লবেন্দ্রনন্দনঃ ॥ ৫২ ॥

গণ্ডদ্বয়ে তাণ্ডবং নৃত্যং তত্রাতিপণ্ডিতে অণ্ডজেশকুণ্ডলে মকরকুণ্ডলে যস্য সঃ। চন্দ্রাদীনাং গর্ব্বং খণ্ডয়তীতি গর্ব্বখণ্ডনমাস্যমণ্ডলং যস্য সঃ। বল্লবীষু গোপীষু বর্দ্ধিতং আত্মনো গুপ্তভাবস্য বন্ধনং বন্ধো যেন সঃ ॥ ৫১ ॥

নিত্যনব্যানি রূপবেশহার্দ্দং প্রেমকেলিচেষ্টিতং তানি যস্য সঃ। কেলি-নর্ম্মণা ক্রীড়ায়াং পরিহাসবাক্যেন শর্ম্মদায়িনাং সুখদায়িনাং মিত্রাণাং বৃন্দৈঃ বেষ্টিতঃ। স্বীয়কেলিকাননানাং অংশুভিঃ কিরণৈ নির্জিতমিন্দ্রস্য নন্দনং তদাখ্যং যেন সঃ ॥ ৫২ ॥

যাঁহার গণ্ডযুগল--অণ্ডজেশকুণ্ডল অর্থাৎ মকরকুণ্ডল তাণ্ডব (নৃত্য) বিষয়ে অত্যন্ত পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতেছে। যাহার বদন মণ্ডল চন্দ্র ও কমল-সমূহের গর্ব্ব খণ্ডন করিতেছে এবং যিনি ব্রজাঙ্গনাগণে আপনার গূঢ়ভাব বর্দ্ধিত করিতেছেন, সেই গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে নিজচরণে দাস্য অর্পণ করুন ॥ ৫১ ॥

যাহার মনোহর রূপ ও বেশ এবং প্রেমকেলি ও চেষ্টা নিত্য নূতন, আর যাহারা কেলিনর্ম্ম অর্থাৎ ক্রীড়া কালীন সুখপ্রদান করিয়া থাকে এতাদৃশ মিত্র সকলে যিনি পরিবেষ্টিত এবং যিনি স্বীয় কেলিকাননের কিরণমালায় দেবরাজের নন্দনকাননকেও জয় করিয়াছেন, সেই ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে নিজ চরণের দাস্য অর্পণ করুন ॥ ৫২ ॥

প্রেমহেমমণ্ডিতাত্মবন্ধুতাভিনন্দিতঃ
ক্ষৌণীলগ্নভাললোকপালপালিবন্দিতঃ।
নিত্যকালসৃষ্টবিপ্রগৌরবালিবন্দনঃ
স্বাঙ্ঘ্রিদাস্যদোঽস্তু মে স বল্লবেন্দ্রনন্দনঃ ॥ ৫৩ ॥
লীলয়েন্দ্রকালিয়োষ্ণকংসবৎসঘাতক-
স্তত্তদাত্মকেলিবৃষ্টিপুষ্টভক্তচাতকঃ।

প্রেমরূপহেম্না মণ্ডিতো ব্যাপ্ত আত্মা মনো যেষাং তেষাং বন্ধুতয়াঽভিনন্দিতঃ আনন্দিতঃ। ক্ষৌণীলগ্নং ভালং ললাটং যেষাং তেষাং লোকপালানাং পালিভিঃ শ্রেণীভি র্বন্দিতঃ। নিত্যকালসৃষ্টং প্রতিদিনং প্রাতরাদিযথোচিতসময়েষু কৃতং বিপ্রাণাং গৌরবাণাং গুরুলোকানামালিষু সমূহেষু বন্দনং নমস্কারো যেন সঃ ॥ ৫৩ ॥

লীলয়া ইন্দ্রস্য কালিয়স্য চোষ্ণোমদস্তং কংসং বৎসং বৎসাসুরং চ। কংসবংশমিতি পাঠে তু কংসসহিতং তৎপ্রেরিতারিসমূহং হন্তীতি যঃ সঃ। তাসাং

প্রেমরূপ হেম দ্বারা মণ্ডিত স্বীয় বন্ধুবর্গে যিনি অভিনন্দিত ইন্দ্রাদি লোকপালগণ ভূতলে ললাট অবনত করিয়া যাহাকে বন্দনা করিতেছেন, এবং যিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালাদি যথোচিত সময়ে বিপ্রবৃন্দ ও গুরুবৃন্দকে প্রণাম করিয়া থাকেন, সেই ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে দাস্য অর্পণ করুন ॥ ৫৩ ॥

ইন্দ্র এবং কালিয়নাগের উষ্ণ (মদ) তথা :কংসবৎস অর্থাৎ বৎসাসুরকে (অথবা কংসবংশ পাঠে, কংসসহিত তৎপ্রেরিত অসুর-সমূহকে) যিনি সংহার করিয়াছেন এবং সেই ইন্দ্রাদির মদঘাতাদির রূপ আপনার কেলি সমূহের বৃষ্টি নিচয় দ্বারা যাহার চাতকরূপ ভক্তগণ পুষ্ট হইয়াছেন, তথা যিনি আপন বীর্য্যাদি দ্বারা স্বীয় আভীরপল্লীনিবাসি গোপসকলকে আহ্লাদিত করি-

বীর্য্যশীললীলয়াত্মঘোষবাসিনন্দনঃ
স্বাঙ্ঘ্রিদাস্যদোঽস্তু মে স বল্লবেন্দ্রনন্দনঃ ॥ ৫৪ ॥
কুঞ্জরাসকেলিসীধুরাধিকাদিতোষণ-
স্তত্তদাত্মকেলিনর্ম্মতত্তদালিপোষণঃ ।
প্রেমশীলকেলিকীর্ত্তিবিশ্বচিত্তচন্দনঃ
স্বাঙ্ঘ্রিদাস্যদোঽস্তু মে স বল্লবেন্দ্রনন্দনঃ ॥ ৫৫ ॥

তাসামিন্দ্রাদিমদঘাতাদিরূপাণামাত্মনঃ স্বস্য কেলীনাং বৃষ্টিভিঃ পুষ্টা ভক্ত-চাতকা যেন সঃ । বীর্য্যাদিভিরাত্মঘোষবাসিনো নন্দয়তীতি সঃ ॥ ৫৪ ॥

কুঞ্জকেলিরাসকেলিরূপসীধুনা রাধিকাদীংস্তোষয়তীতি সঃ । তৈ-স্তৈরাত্মনঃ কেলিষু কুঞ্জরাসকেলিষু যানি নর্ম্মাণি তৈ স্তত্তদালীরাধাদীনাং সখীঃ পুষ্ণাতীতি পোষণঃ । প্রেমশীলকেলিভি র্যাঃ কীর্ত্তয়স্তাভি র্বিশ্বচিত্তং চন্দতি আহ্লাদয়তি, চন্দয়তি দীপয়তি নির্ম্মলীকরোতীতি বা চন্দনঃ । চদি আহ্লাদনে দীপ্তৌ চ ॥ ৫৫ ॥

য়াছেন, সেই ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্বীয় চরণের দাস্য অর্পণ করুন ॥ ৫৪ ॥

যিনি কুঞ্জ মধ্যে রাস ক্রীড়ারূপ সীধুদ্বারা শ্রীরাধিকার প্রীত্যুৎপাদন করিয়া আপনার কুঞ্জ রাসকেলি সকলে যে সমুদায় পরিহাস বাক্য নিচয় দ্বারা শ্রীরাধাদির সখীগণকে পোষণ করিতেছেন এবং যাঁহার প্রেম, শীল ও কেলী-কীর্ত্তি দ্বারা বিশ্বস্থ জন সকলের মানস পবিত্র হইতেছে, সেই ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্বীয় পাদপদ্মের দাস্য অর্পণ করুন ॥ ৫৫ ॥

রাসকেলিদর্শিতাত্মশুদ্ধভক্তিসৎপথঃ
স্বীয়চিত্ররূপবেশমন্মথালিমন্মথঃ।
গোপিকাসু নেত্রকোণভাববৃন্দগন্ধনঃ
স্বাঙ্ঘ্রিদাস্যদোঽস্তু মে স বল্লবেন্দ্রনন্দনঃ॥ ৫৬॥
পুষ্পচায়িরাধিকাভিমর্শলব্ধিতর্ষিতঃ
প্রেমবাম্যরম্যরাধিকাস্যদৃষ্টিহর্ষিতঃ

রাসকেলিভি র্দর্শিত আত্মনঃ শুদ্ধভক্তেঃ সৎপথঃ 'যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ' ইত্যনেন রূপেণ সাধুঃ পন্থাঃ ভজনমার্গঃ সতাং ভক্তানাং ভজনমার্গো বা যেন সঃ স্বীয়াভ্যাং চিত্রাভ্যাং মনোহরাভ্যাং রূপবেশাভ্যাং মন্মথশ্রেণে র্মনাংসি মথ্নাতীতি মন্মথঃ। গোপিকাসু গোপীষু নেত্রকোণেন ভাববৃন্দস্য গন্ধনঃ। গন্ধয়তি সূচয়তীতি সঃ। কিম্বা গোপিকানাং স্বনেত্রকোণেন ভাববৃন্দস্য গন্ধনং সূচনং যস্মিন্ সঃ। যদ্বা। গোপিকানাং সুষ্ঠু নেত্রকোণভাববৃন্দেন পুনঃ পুনর্নেত্রকোণেক্ষণেন গন্ধন উৎসাহকঃ। তাঃ এব তেন গন্ধেন উৎসাহিকা যস্য বা সঃ। "উৎসাহনে চ হিংসায়াং সূচনেচাপি গন্ধন"মিতি নানার্থবর্গঃ॥৫৬॥
পুষ্পাণাং চয়নে উত্থাপনে শীলং যস্যা তস্যা রাধিকায়াঃ অভিমর্শলব্ধৌ স্পর্শলব্ধৌ তর্ষিত ভূষিতঃ। কিম্বা তর্ষো ঽভিলাষঃ স জাতো যস্য সঃ। ইতো

অপিচ যিনি রাসলীলা দ্বারা নিজের বিশুদ্ধ ভক্তিময় সৎপথ ভক্ত সকলকে প্রদর্শন করিয়াছেন, যাঁহার চিত্র অর্থাৎ মনোহর রূপ ও বেশ দ্বারা মন্মথেরও মন ব্যথিত হইতেছে এবং যিনি গোপিকাবৃন্দের প্রতি ভাব সমূহ সূচনা করিতেছেন, সেই ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্বকীয় পাদপদ্মের দাস্য অর্পণ করুন॥ ৫৬॥

শ্রীরাধা কুসুমচয়নার্থ আগমন করিলে যিনি তাঁহার অঙ্গ স্পর্শে তৃষ্ণাকুল হইয়া থাকেন, প্রেম জন্য বামতাবশতঃ রমণীয় শ্রীরাধার বদন সন্দর্শন করিয়া

রাধিকোরসীহ লেপ এষ হারিচন্দনঃ
স্বাঙ্ঘ্রি দাস্যদোঽস্তু মে স বল্লবেন্দ্রনন্দনঃ ॥ ৫৭ ॥
অষ্টকেন যস্ত্বনেন রাধিকাঽসুবল্লভং
সংস্তবীতি দর্শনেঽপি সিন্ধুজাদিদুর্লভম্ ।
তং যুনক্তি তুষ্টচিত্ত এষ ঘোষকাননে
রাধিকাঙ্গসঙ্গনন্দিতাত্মপাদসেবনে ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্যাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥

জাতার্থে। প্রেমবামেন রম্যস্ত রাধিকায়া আস্যস্য দৃষ্ট্যা দর্শনেন আস্য-দৃষ্টিভ্যাং বা। তে দৃষ্টেস্তার্থঃ হর্ষিতঃ। ইহ রাধিকা উরসি এষ কৃষ্ণঃ হারিচন্দনো মনোহরচন্দনসম্বন্ধী কিম্বা কর্পূরাদিযুক্তং চন্দনং হরিচন্দনং তৎসম্বন্ধী। কিম্বা হরিচন্দনং চন্দনজাতীয়দেববৃক্ষস্তৎসম্বন্ধী লেপঃ। "পুংসি বা হরিচন্দন" ইত্যমরঃ ॥ ৫৭ ॥

যোজনঃ অনেনাষ্টকেন রাধায়াঃ অসূনাং প্রাণানাং বল্লভং কৃষ্ণং সংস্তবীতি। কীদৃশং সিন্ধুজা লক্ষ্মী স্তদাদে দর্শনমপি দুর্লভং। এষ কৃষ্ণস্তুষ্টচিত্তঃ সন্ তং জনং ঘোষকাননে ব্রজবনে। রাধিকায়া অঙ্গসঙ্গেনানন্দিতস্যাত্মনঃ স্বস্য কিম্বা রাধিকাঙ্গসঙ্গনন্দিতাসন্নাত্মনঃ স্বস্য পাদসেবনে যুনক্তি ॥ ৫৮ ॥

যাঁহার আনন্দ বর্দ্ধিত হয় এবং যিনি শ্রীরাধিকার বক্ষঃস্থলে মনোজ্ঞ চন্দন-লেপ সদৃশ, অর্থাৎ হৃদয়ের সুখের ধন সেই ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে আপনার পাদপদ্মের দাস্য অর্পণ করুন ॥ ৫৭ ॥

যে জন এই অষ্টক দ্বারা শ্রীরাধার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করেন, লক্ষ্মী প্রভৃতিরও দুর্ল্লভদর্শন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট অথবা এই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধার সঙ্গে আনন্দিত হইয়া নিজ চরণ কমলের সেবন বিষয়ে তাঁহাকে নিযুক্ত করেন ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রাষ্টক সম্পূর্ণ ॥

অথ রাধিকাষ্টকং ॥

কুঙ্কুমাক্তকাঞ্চনাব্জগর্ব্বহারিগৌরভা
পীতনাঞ্চিতাব্জগন্ধকীর্ত্তিনিন্দিসৌরভা।
বল্লবেশসূনুসর্ব্ববাঞ্ছিতার্থসাধিকা
মহ্যমাত্মপাদপদ্মদাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ৫৯ ॥
কৌরবিন্দকান্তিনিন্দিচিত্রপট্টশাটিকা
কৃষ্ণমত্তভৃঙ্গকেলিফুল্লপুষ্পবাটিকা।
কৃষ্ণনিত্যসঙ্গমার্থপদ্মবন্ধুরাধিকা
মহ্যমাত্মপাদপদ্মদাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ৬০ ॥

রাধিকা মহ্যমাত্মনঃ স্বস্য পাদপদ্ময়ো দাস্যদা ভবতু, কীদৃশী? কুঙ্কুমলিপ্তস্য স্বর্ণপদ্মস্য সুবর্ণবর্ণপদ্মস্য বা অভিমানাপহারিণী গৌরী ভা কান্তি র্যস্যাঃ সা। পীতনেনাঞ্চিতস্য যুক্তস্যাব্জস্য গন্ধরূপা গন্ধজন্যা বা যা কীর্ত্তিস্তস্যা নিন্দি নিন্দনশীলং সৌরভং যস্যাঃ সা শ্রীকৃষ্ণস্য সর্ব্ববাঞ্ছিতার্থানাং সাধিকা দাত্রী ॥৫৯॥

কুরুবিন্দঃ প্রবালস্তস্য কান্তে র্নিন্দিনী নিন্দনশীলা চাসৌ চিত্রা চিত্রযুক্তা চ পট্টসূত্রনির্ম্মিতা শাটিকা যস্যাঃ সা। কৃষ্ণরূপমত্তভ্রমরকেল্যর্থং প্রফুল্লপুষ্পবন-স্বরূপা। কৃষ্ণস্য সঙ্গমার্থপদ্মবন্ধোঃ সূর্য্যস্যারাধিকা আরাধনকারিণী ॥ ৬০ ॥

অথ শ্রীরাধিকাষ্টক ॥

যাঁহার অঙ্গের গৌরকান্তি কুঙ্কুম লিপ্ত স্বর্ণ কমলের গর্ব্ব হরণ করে, যাঁহার সৌরভ কুঙ্কুমযুক্ত পদ্মের গন্ধজন্য কীর্ত্তিকে তিরস্কার করিতেছে এবং যিনি ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণের নিখিল বাঞ্ছিত অর্থের প্রয়োজন সাধন করিয়া থাকেন সেই শ্রীরাধিকা আমাকে স্বীয় চরণের দাস্য অর্পণ করুন ॥ ৫১ ॥

যাহার পট্টশাটিকা প্রবালকে তিরস্কার করিতেছে, যিনি কৃষ্ণরূপ মত্ত-ভৃঙ্গের বিলাস নিমিত্ত পুষ্পবন স্বরূপা এবং যিনি কৃষ্ণসঙ্গম জন্য নিত্য পদ্মবন্ধু

সৌকুমার্য্যসৃষ্টপল্লবালিকীর্ত্তিনিগ্রহা
চন্দ্রচন্দনোৎপলেন্দুসেব্যশীতবিগ্রহা।
স্বাভিমর্শবল্লবীশকামতাপবাধিকা
মহ্যমাত্মপাদপদ্মদাস্যদাস্তু রাধিকা॥ ৬১॥

বিশ্ববন্দ্যযৌবতাভিবন্দিতাপি যা রমা
রূপনব্যযৌবনাদিসম্পদা ন যৎসমা।

সৌকুমার্য্যেণ সৃষ্টঃ পল্লবশ্রেণীনাং কীর্ত্তের্নিগ্রহোঽপমানো যয়া সা। চন্দ্রঃ কর্পূরস্তেন সহ চন্দনোৎপলেন্দুভিঃ সেব্যো তুল্যভত্বাৎ লক্ষ্মুমারাধ্যো যঃ শীতঃ শীতগুণঃ স বিগ্রহো যস্যাঃ সা। অতঃ স্বস্যাভিমর্শেন স্পর্শেন বল্লবীশস্য কৃষ্ণস্য কামতাপস্য বাধিকা॥ ৬১॥

যা রমা লক্ষ্মীঃ রূপনব্যযৌবনাদিসম্পদা। শীলহার্দ্দিলীলয়া স্বভাবজন্য-প্রেমলীলয়াচ বিশ্ববন্দ্যযুবতীভিরভিবন্দিতা সাপি যদ্যস্যাঃ রাধায়াঃ সমা ন। যতো রাধাতোঽধিকাচ নাস্তি ন ভবতি, যদ্বা, যা রমা বিশ্ববন্দ্যযুবতীভি র্বন্দি-

---

সূর্য্যদেবের আরাধনা করিয়াথাকেন, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে স্বীয় চরণ কমলের দাস্য অর্পণ করুন॥ ৬০॥

যিনি স্বীয় সুকুমারতা দ্বারা পল্লবশ্রেণীর কীর্ত্তির অপমান সৃষ্টি করিয়া-ছেন, চন্দ্র, চন্দন, উৎপল ও কর্পূরাদি নিখিল শীতল বস্তু, যাঁহার সুশীতল অঙ্গকে সেবা করিতেছে এবং যিনি নিজাঙ্গ স্পর্শ দ্বারা গোপীপতি শ্রীকৃষ্ণের কন্দর্পতাপকে নিবৃত্ত করিতেছেন, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে আপনার চরণের দাস্য অর্পণ করুন॥ ৬১॥

যে রমা অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবীর নৈসর্গিক লীলাসম্পত্তি অবলোকনে বিশ্বস্থিত যুবতীগণও যাহাকে অভিবাদন করে, তাদৃশ ভাগ্যবতী রমাদেবীও যাঁহার

শীলহার্দ্দলীলয়া চ সা যতোঽস্তি নাধিকা
মহ্যমাত্মপাদপদ্মদাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ৬২ ॥
রাসলাস্যগীতনর্ম্মসৎকলালিপণ্ডিতা
প্রেমরম্যরূপবেশসদ্গুণালিমণ্ডিতা।
বিশ্বনব্যগোপযোষিদালিতোঽপি যাধিকা
মহ্যমাত্মপাদপদ্মদাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ৬৩ ॥
নিত্যনব্যরূপকেলিকৃষ্ণভাবসম্পদা
কৃষ্ণরাগবন্ধগোপযৌবতেষু কম্পদা।

তাপি সাপি রূপাদিসম্পদা শীলহার্দ্দলীলয়া চ যস্যা রাধায়া স্তুল্যা ন। যতোঽধিকাচ নাস্তি। সা মহ্যমিত্যাদি ॥ ৬২ ॥

রাসে লাস্যং নৃত্যং চ গীতং চ নর্ম্মক্রীড়া চৈষাং সৎকলানাং সদ্বৈদগ্ধীনামালৌ শ্রেণ্যাং পণ্ডিতা। প্রেম্নাচ রম্যৌ রূপবেশৌ চ সদ্গুণাশ্চৈষামালিভিশ্চ মণ্ডিতা বিশ্বনব্যা বিশ্বস্তব্যা বিশ্বাঃ সর্ব্বা নব্যাঃ নবীনা যা যা গোপযোষিত স্তাসামালিতঃ শ্রেণিতেঽপি যা রাধা অধিকা ॥ ৬৩ ॥

নিত্যনব্যা যে রূপঞ্চ কেলিশ্চ। কৃষ্ণভাবঃ কৃষ্ণে স্বস্যাঃ ভাবঃ কৃষ্ণস্য স্বস্যাং বা ভাবঃ সচ তে এব সম্পত্তয়া করণেন। কৃষ্ণে রাগবন্ধো যাসাং কৃষ্ণস্য

সমান নহেন এবংএই জগতে যাঁহা অপেক্ষা অধিকগুণ সম্পন্নাও কেহ নাই, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে স্বীয়চরণের দাস্য অর্পণ করুন ॥ ৬২ ॥

যিনি রাসে নৃত্য, গীত, পরিহাস বৈদগ্ধী শ্রেণীতে সুপণ্ডিত এবং যিনি প্রেম দ্বারা রমণীয়রূপ, বেশ ও সদ্গুণ শ্রেণী দ্বারা শোভিত এবং যিনি বিশ্বস্থিত অভিনব ব্রজসুন্দরীগণ হইতেও অধিকা সেই শ্রীরাধিকা আমাকে স্বীয় পাদপদ্মের দাস্য অর্পণ করুন ॥ ৬৩ ॥

যিনি আপন নিত্য নব্য রূপ, কেলি ও কৃষ্ণভাব সম্পত্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে

কৃষ্ণরূপবেশকেলিলগ্নসৎসমাধিকা
মহ্যমাত্মপাদপদ্মদাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ৬৪ ॥
স্বেদকম্পকণ্টকাশ্রুগদ্গদাদিসঞ্চিতা-
মর্ষহর্ষবামতাদিভাবভূষণাঞ্চিতা।
কৃষ্ণনেত্রতোষিরত্নমণ্ডনালিদাধিকা
মহ্যমাত্মপাদপদ্ম দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ৬৫ ॥

রাগবন্ধো যাসু বা তাসু গোপযুবতীষু কম্পদা। স্বপক্ষাসু হর্ষজং বিপক্ষাসু কাতরজং কম্পং দদাতীতি ভাবঃ। কৃষ্ণস্য রূপবেশ কেলিষু লগ্নঃ সৎসমাধিঃ শোভনং চিত্তৈকাগ্র্যং যস্যাঃ সা ॥ ৬৪ ॥

স্বেদো ঘর্ম্মঃ কম্পঃ কণ্টকং পুলকং তদাদিভিঃ সঞ্চিতা সংযুক্তা। অমর্ষঃ ক্রোধস্তদাদিভাবভূষাভিরঞ্চিতা পূজিতা শোভিতা। কিম্বা তদ্ভূষণানাঞ্চিতা গতা প্রাপ্তা। গতিজ্ঞানপ্রাপ্ত্যর্থানামেকবদ্ভাবাৎ। কৃষ্ণনেত্রয়োস্তোষিণ্যা স্তোষণ-শীলায়া রত্নভূষণালিদাধিকা ধত্রী। দধ ধারণে ধাতুঃ ॥ ৬৫ ॥

বদ্ধানুরাগা ব্রজবালাগণে কম্পপ্রদান করিতেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের বেশ, রূপ ও কেলি বিষয়ে যাঁহার সৎ সমাধি অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা নিত্য সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে স্বীয় পাদপদ্মের দাস্য অর্পণ করুন ॥ ৬৪ ॥

যিনি স্বেদ, কম্প, পুলক, অশ্রু ও গদ্গদ স্বরাদি সাত্ত্বিক বিকার সকলে সংযুক্তা এবং ক্রোধ, হর্ষ ও বামতাদি ভাব ভূষণ সমূহে যিনি বিভূষিতা হইয়াছেন ও যিনি শ্রীকৃষ্ণের লোচনানন্দদায়ক রত্নভূষণ সমূহকে ধারণ করিয়াছেন সেই শ্রীরাধিকা আমাকে আপন পাদপদ্মের দাস্য অর্পণ করুন ॥ ৬৫ ॥

যা ক্ষণার্দ্ধকৃষ্ণবিপ্রয়োগসন্ততোদিতা-
নেকদৈন্যচাপলাদিভাববৃন্দমোদিতা।
যত্নলব্ধকৃষ্ণসঙ্গনির্গতাখিলাধিকা
মহ্যমাত্মপাদপদ্মদাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ৬৬ ॥
অষ্টকেন যস্ত্বনেন নৌতি কৃষ্ণবল্লভাং
দর্শনেঽপি শৈলজাদিযোষিদালিদুর্লভাং।

যা রাধা ক্ষণার্দ্ধমেব কৃষ্ণবিয়োগেন হেতুনা সমন্ততঃ অনিশং সম্যক্ ততং বিস্তৃতং বিপুলং যথা স্যাত্তথা বা। উদিতানাং অনেকানাং ভাবানাং বৃন্দেন কর্ত্রা তোদিতা ব্যথিতা। যদ্বা। তদ্বৃন্দেন হেতুনা তোদো ব্যথা জাতো যস্যাঃ সা। তুদ ব্যথনে ধাতুঃ। ইতো জাতার্থে। নোদিতা বেতি পাঠে তেন প্রেরিতা-ঽনায়ত্তীকৃতেত্যর্থঃ। "নুদ প্রেরণে"। যত্নেন স্বকৃতেন কৃষ্ণকৃতেন বা দূতী-প্রেষণাদিনা প্রযত্নেন লব্ধেন কৃষ্ণসঙ্গেন নির্গতা অখিলা আধয়ো মনঃপীড়াঃ যস্যাঃ সা ॥ ৬৬ ॥

অনেনাষ্টকেন কৃষ্ণবল্লভাং শ্রীরাধাং যস্তু নৌতি স্তৌতি। কীদৃশীং। দর্শনে-ঽপি শৈলজা পার্ব্বতী তদাদিযোষিচ্ছ্রেণে দুর্লভাং। তং জনং সা রাধা নন্দিতঃ আলীনাং সঞ্চয়ঃ সমূহো যয়া সা। কিম্বা। অলিসঞ্চয়েন সহানন্দিতা সতী।

যিনি ক্ষণার্দ্ধকাল শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদে ব্যথিতা হয়েন, যিনি অনেক দৈন্য চাপলাদি ভাবসমূহে আমোদিত হইয়া থাকেন, এবং যিনি স্বকৃত যত্নে অথবা শ্রীকৃষ্ণকৃত দূতীপ্রেরণাদি যত্ন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করিয়া নিখিল মানসিক ব্যথাকে দূর করেন, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে স্বীয়পাদপদ্মের দাস্য অর্পণ করুন ॥ ৬৬ ॥

যে ব্যক্তি এই অষ্টক দ্বারা পার্ব্বতী প্রভৃতি যোষিদ্বর্গের দুর্ল্লভদর্শনা কৃষ্ণ-প্রেয়সী শ্রীরাধাকে স্তব করেন, শ্রীরাধা সখী সমূহকে আনন্দিত করতঃ

কৃষ্ণসঙ্গনন্দিতাত্মদাস্যসীধুভাজনং
* তং করোতি নন্দিতালিসঙ্কয়াশু সা জনং ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীরাধিকাষ্টকং সম্পূর্ণং ॥

ইতি তন্মুখতঃ কৃষ্ণগুণালীবর্ণনামৃতং ।
পীত্বা মগ্না সভা সাসীদপারানন্দবারিধৌ ॥ ৬৮ ॥

রাজদন্তাদিবৎ পূর্ব্বনিপাতঃ। কৃষ্ণসঙ্গেন নন্দিতাত্মা আত্মনঃ স্বস্যা দাস্যরূপ-সীধুরমৃতং তস্য ভাজনং পাত্রমাশু শীঘ্রং করোতি ॥ ৬৭ ॥

তন্মুখতস্তয়োঃ সারীশুকয়ো মুর্খাভ্যাং কৃষ্ণগুণালীবর্ণনামৃতং পীত্বা সা সভা পারানন্দসমুদ্রে মগ্নাসীৎ ॥ ৬৮ ॥

এবং নিজেও কৃষ্ণ সঙ্গে আনন্দিতা হইয়া সেই জনকে শীঘ্র আপনার দাস্যা-মৃতের পাত্র করেন ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীরাধিকাষ্টক সম্পূর্ণ ॥

এইরূপে সখীসভা সেই সারী ও শুকের মুখ হইতে শ্রীকৃষ্ণের গুণশ্রেণী-বর্ণন রূপ অমৃত পান করিয়া অপার আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন ॥ ৬৮ ॥

---

* শ্রীকৃষ্ণাষ্টকটী ও শ্রীরাধিকাষ্টকটী "তূণক" ছন্দে রচিত।

লক্ষণ যথা "তূণকং" সমানিকাপদদ্বয়ং বিনান্তিমং ॥

অস্যার্থঃ। তূণকের অষ্ট অক্ষর ইহারই শেষে একটী অক্ষর নষ্ট করিয়া দুই পাদে অর্থাৎ র, জ, র, জ, র, এই পাঁচটী গণে "তূণক" ছন্দ হয়। "র, জ," ইত্যাদি গণের সঙ্কেত পূর্ব্বে দেখুন।

শ্রীচৈতন্যপদারবিন্দমধুপশ্রীরূপসেবাফলে
দিষ্টে শ্রীরঘুনাথদাসকৃতিনা শ্রীজীবসঙ্গোদগতে ।
কাব্যে শ্রীরঘুনাথভট্টবরজে গোবিন্দলীলামৃতে
সর্গঃ সপ্তদশাভিধোঽয়মগমন্মধ্যাহ্নলীলামনু ॥ ৬৯ ॥

ইতি সদানন্দবিধায়িন্যাং সপ্তদশসর্গার্থঃ ॥ ৬৯ ॥

গোবিন্দলীলামৃতে মধ্যাহ্নলীলায়াং সপ্তদশসর্গঃ সমাপ্তোঽভূৎ ।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর পদারবিন্দের মধুপায়ি ভ্রমর স্বরূপ শ্রীরূপ গোস্বামীর সেবার ফল, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী কর্তৃক প্রেরিত, শ্রীমজ্জীব গোস্বামীর সঙ্গ হেতু সমুদ্ভূত এবং শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর বর-প্রভাবে প্রাদুর্ভূত শ্রীগোবিন্দলীলামৃত কাব্যে মধ্যাহ্নলীলাময় এই সপ্তদশসর্গ সমাপ্ত হইল ॥

অষ্টাদশঃ সর্গঃ।

অথ প্রীতেশ্বরী কীরমাদায় বৎসলা করে।
অপাঠয়ল্লালয়ন্তীণ তদ্বৎ কৃষ্ণশ্চ শারিকাম্ ॥ ১ ॥
স্তুহি কীরাভীরবীরং নীরদাভশরীরভম্।
গিরীন্দ্রধারিণং ধীরং সরস্তীরকুটীরগম্ ॥ ২ ॥

অথ ঈশ্বরী রাধা প্রীতা সতী বৎসলা স্নেহযুক্তাচ সতী কীরং করে আদায় লালয়ন্তী অপাঠয়ৎ। তদ্বৎ কৃষ্ণশ্চ শারী করে গৃহীত্বা অপাঠয়ৎ ॥ ১ ॥

হে কীর আভীরবীরং স্তুহি। কীদৃশং। নীরদো মেঘ স্তত্তুল্যা শরীরস্য ভা কান্তি র্যস্য তং অনেন বর্ণগতসৌন্দর্য্যমুক্তং। গোবর্দ্ধনধারিণমনেন ব্রজরক্ষকত্বং। "প্রায়ো বীররতা স্ত্রিয়ঃ" ইতি প্রমাণাৎ। স্বস্য প্রীতিবিষয়মত আদৌ আভীর-বীরমিতি বিশেষ্যপদং দত্তং। তত্রাপি ধীরং। সরসো মম কুণ্ডস্য তীরে যঃ কুটীরঃ কুঞ্জকুটীরস্তত্র গতং ॥ ২ ॥

অনন্তর শ্রীরাধা প্রীতি ও স্নেহ যুক্ত হইয়া শুককে করে ধারণ পূর্ব্বক লালন করিতে করিতে পাঠ করাইতে লাগিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ ভাবে সারিকাকে হস্তে লইয়া পাঠ করাইতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

শ্রীরাধা শুককে কহিলেন শুক! তুমি মদীয় কুণ্ডতীরস্থ কুটিরগত গোবর্দ্ধনধারি, নীরদবরণ ও আভীরবীর শ্রীকৃষ্ণকে স্তব কর ॥ ২ ॥

বদ শুক ! সদ্গুণমণিনিকরাকর !
তরুণীমাদকমধুমধুরাধর ।
সুন্দরশেখর ! শুচিরসসাগর !
ব্রজকুলনন্দন ! জয় বরনাগর ! ॥ ৩ ॥
অঘ-বক-শকটক-দবভয়-হরণ
নবদল-কমলজমদ-হর-চরণ ।
চরণজলজ-নত-জনচয় শরণ
পঠ খগ ! জয় জয় ধরবরধরণ ॥ ৪ ॥

হে শুক ! ত্বং বদ । কিং তদাহ, হে সদ্গুণরূপমণিনাং নিকরস্য সমূহস্যাকর উৎপাদক আশ্রয় । তরুণীনাং মাদকো মধুতোঽপি মধুরোঽধরো যস্য হে তথাভূত । হে সুন্দরেষু শেখর শ্রেষ্ঠ ! হে শুচিরসস্য সাগর ! হে বরনাগর ! ত্বং জয় সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্তস্ব ॥ ৩ ॥

হে খগ ! হে শুক ! অঘাসুরশ্চ বকাসুরশ্চ শকটশ্চ দবো দাবাগ্নিশ্চ এতেভ্যো ভয়ং হরতীতি ভয়হরণ হে তথাভূত ! নবদলকমলয়ো বর্ণকোমলাদিজন্য মদস্য হরে চরণে যস্য হে তথাভূত ! হে চরণজলজে চরণপদ্মে নতজনসমূহস্য শরণ রক্ষক ! হে ধরবরধরণ গিরিবরধরূপ ত্বং জয় জয় ইতি পঠ ॥ ৪ ॥

"হে শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি প্রশস্ত গুণরূপ মণিসমূহের আকর স্বরূপ অর্থাৎ উৎপাদকরূপ আশ্রয় তরুণীসকলের মাদক রূপ যে মধু, তদপেক্ষা আপনার অধর মধুর, হে সুন্দর শেখর ! হে শৃঙ্গাররসের সাগর ! হে বরনাগর ! হে ব্রজকুলনন্দন ! আপনি জয় যুক্ত হউন" হে শুক ! ইহাই বল ॥ ৩ ।

"আপনি অঘাসুর, বকাসুর শকটাসুর ও দাবানল জন্য ভয় হইতে ব্রজের রক্ষাকর্ত্তা, আপনার পাদপদ্ম, নবদল-শোভিত সহস্রদল কমলের গর্ব্ব খর্ব্বকারী এবং চরণকমলে প্রণত জনসকলের আশ্রয় স্বরূপ, হে গোবর্দ্ধনধারিন্ ! আপনি পুনঃ পুনঃ জয় যুক্ত হউন" হে খগ ! ইহাই পাঠ কর ॥ ৪ ॥

মঞ্জুলকলমঞ্জীরং গুণগম্ভীরং সুরারিরণগং বীরম্ ।
গিরিবরধারণধীরং ভণ ধৃতহীরং হরিং কীর ! ॥ ৫ ॥

ভাষাসমাবেশঃ ॥ *

মঞ্জুলো মনোজ্ঞঃ কলো মধুরাস্ফুটো ধ্বনি স্তেন যুতৌ মঞ্জীরৌ পাদকটকৌ যস্য তং । গুণগম্ভীরং অসুররণে বীরং । গিরিবরস্য ধারণে ধীরং, ধৃতং হীরং যেন তং হরিং হে কীর ভণ । ভাষাসমাবেষস্তু রাধয়া হে কীরত্বমাভীরবীরং স্তুহি ইত্যুক্তেঃ । বৃন্দয়া শুকং সম্বোধ্য যথা পাঠয়ামাস তথৈব স্বস্য সম্বোধনসহিতং বদ শুক ইত্যাদিকং পপাঠ ॥ ৫ ॥

হে শুক ! যাহার নূপুর মনোহর মধুরাস্ফুট ধ্বনি যুক্ত, যিনি গুণ দ্বারা গভীর, অসুর যুদ্ধে বীর, গিরিগোবর্দ্ধন ধারণে ধীর এবং যিনি হীরককে ধারণ করিয়াছে, সেই হরিকে উচ্চারণ কর ॥ ৫ ॥

---

† ভাষাসমাবেশকেই ভাষাসম অলঙ্কার বলা যায়। সাহিত্যদর্পণের ১০ পরিচ্ছেদে ভাষাসম অলঙ্কারে, টীকাকার শ্রীরামচরণতর্কবাগীশ. ইহাই উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষাসম অলঙ্কারের লক্ষণ যথা—

শব্দৈরেকবিধৈরেব ভাষাসু বিবিধাস্বপি ।
বাক্যং যত্র ভবেৎ সোঽয়ং ভাষাসম ইতীষ্যতে ।

অস্যার্থঃ। এক প্রকার শব্দ দ্বারা বাক্য রচনা করিয়া সেই বাক্য যথায় বিবিধ ভাষায় ঘটিত হয় তাহাকে "ভাষাসম" কহে। এস্থলে, মঞ্জুল, কল, মঞ্জীর, গম্ভীর, ধীর, হীর, কীর, ইত্যাদি শব্দ গুলি সংস্কৃত, প্রাকৃত, সৌরসেনী, প্রাচী, আবন্তী, নাগর ও অপভ্রংশ ভাষাতে একরূপ, সুতরাং ভাষাসমাবেশ বা ভাষাসম অলঙ্কার। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথও এইরূপই উদাহরণ দিয়াছেন যথা—

মঞ্জুলমণিমঞ্জীরে, কলগম্ভীরে বিহারসরসীতীরে।
বিরসাসি কেলিকীরে, কিমালি ধীরে চ গন্ধসারসমীরে ॥

কালিন্দীজলকল্লোলবিহারবরবারণম্।
রমণীকরিণীসঙ্গং গিরিকন্দরমন্দিরম্ ॥ ৬ ॥
বিলাসলহরীসিন্ধুং চপলোদারকুণ্ডলম্।
কীর ! চিন্তয় গোবিন্দং সরসং ভাস্বরাঙ্গদম্ ॥ ৭ ॥
যুগ্মকমিদং ভাষাসমকং ॥ *

স্তুহি সারি ! মনোহারিবারিজালিজিদাননাম্।
জগন্নারীগর্ব্বহারিগুণোদারাং মম প্রিয়াং ॥ ৮ ॥

হে কীর ! গোবিন্দং চিন্তয় ইতি পরশ্লোকেনান্বয়ঃ। কালিন্দীজলকল্লোল-বিহারে বারণং গজং। করিণী হস্তিনী সঙ্গে যস্য তং বিলাসরূপলহর্য্যা। সিন্ধুং অনন্তবিলাসোৎপাদকং। ভাস্বরং প্রকাশবহুলমঙ্গদং বাহুভূষণং যস্য তং। ইদং যুগ্মকং পূর্ব্ববৎ। ভাষাসমকং। "শ্লাঘ্যত্বেন ভবেদ্যোগো যদি যোগস্তদা সমঃ"। অত্র কালিন্দীত্যাদিনা যোগ্য যোগঃ সমঃ ॥ ৬—৭ ॥

শ্রীরাধিকাবৎ শ্রীকৃষ্ণোঽপি শ্রীরাধিকাসদ্গুণসৌন্দর্য্যাদিকমাস্বাদয়িতুং

অপিচ, যিনি কালিন্দীজলকল্লোলের বিহারে উৎকৃষ্ট বারণস্বরূপ, রমণীরূপ করিণী যাঁহার সঙ্গে অবস্থিত, গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের কন্দরই যাঁহার নিবাস-মন্দির। বিলাসরূপ লহরীর সম্বন্ধে যিনি সিন্ধু অর্থাৎ অসীমবিলাসোৎপাদক, যাঁহার কর্ণে চঞ্চল ও উৎকৃষ্ট কুণ্ডল, হে শুক ! সেই সুদীপ্ত অঙ্গদশালী সরস গোবিন্দকে নিয়ত চিন্তা কর ॥ ৬—৭ ॥

অনন্তর শ্রীরাধিকার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধিকার সদ্গুণ ও সৌন্দর্য্যাদি আস্বাদন করিবার নিমিত্ত সারীকে পাঠ করাইতে লাগিলেন যথা—

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন হে সারি ! যাঁহার বদনকমল মনোহর, কমল ও চন্দ্র-

---

* এই ভাষাসমককেই ভাষাসমাবেশ বা ভাষাসম বলা যায় ৬। ৭ শ্লোকে ভাষাসম। লক্ষণও অর্থ পূর্ব্বে দেখুন। এই ভাষাসম উপযুক্ত শ্লাঘ্য যোগ না হইলে ঘটেনা' এ শ্লোকে "সরস" প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত ও প্রাকৃততে সমান ॥

নাগরি! নগধরনাগরহৃদয়মরালি! অসি রাধিকে! ধন্যা।
ত্রিজগত্তরুণীশ্রেণী কলাসু শিষ্যায়তে যত্তে ॥ ৯ ॥
গুণমণিখনিরুদ্যৎপ্রেমসম্পৎসুধাব্ধি-
স্ত্রিভুবনবরসাধ্বীবৃন্দবন্দ্যেহিতশ্রীঃ।

সারীমপাঠয়ৎ। হে সারি! মম প্রিয়াং স্তুহি। মনোহারি মনোহরণশীলং বারিজালিং কমলচন্দ্রশ্রেণীং জয়তীতি জিৎ আননং যস্যাস্তাং ॥ ৮ ॥

হে নাগরি! হে রাধিকে! অসি ত্বং ধন্যা প্রশস্যা। নগধরনাগরস্য কৃষ্ণস্য হৃদয়সরোবরে হে মরালি হংসি! হংসীতি হংসীবাচরসীত্যর্থঃ। যদযস্মাৎ কলাসু কামকলাসু ত্রিজগত্তরুণীশ্রেণী তে তব শিষ্যোবাচরতি শিষ্যায়তে। অত্র মরালীতি কর্তৃবাচিদীর্ঘেকারস্য সম্বোধনে বিকল্পবিধিনা হ্রস্বে কৃতে ন সন্ধিঃ। ক্বচিৎ সন্ধেরনিত্যত্বাৎ ॥ ৯ ॥

গুণমণেঃ খনিরুৎপাদিকা পূর্ণা। উদ্যৎপ্রেমসম্পদ এব সুধা তাসাং নিধিঃ সমুদ্রশ্চন্দ্রো বা। ত্রিভুবনস্থসাধ্বীবৃন্দৈ র্বন্দ্যং ঈহিতং শ্রীঃ শোভা চ যস্যাঃ

শ্রেণীকে তিরস্কার করিতেছে এবং যাহার উদার গুণসকল জগতে নারীবৃন্দের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতেছে, সেই আমার প্রিয়তমা শ্রীরাধাকে স্তব কর ॥ ৮ ॥

হে নাগরি রাধিকে! তুমি ধন্যা, যে হেতু গিরিধারী নাগর শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় সরোবরে হংসীর ন্যায় বিহরণ করিতেছ এবং তোমার কামকলাতে ভুবনের তরুণীগণ শিষ্যের ন্যায় আচরণ করিতেছে ॥ ৯ ॥

যিনি গুণমণির খনি, অর্থাৎ আকর বা উৎপত্তি স্থান, সমুদিত প্রেমসম্পত্তির সুধাসমুদ্র, ত্রিভুবনে প্রধান প্রধান সতীসকল যাঁহার চেষ্টা সকলকে বন্দনা করেন, যিনি জগতের পূজিত বৃন্দাবন রাজ্যের রাজাধিরাজ মহিষী এবং

ভুবনমহিতবৃন্দারণ্যরাজ্যাধিরাজ্ঞী
বিলসতি কিল সা শ্রীরাধিকেহ স্বয়ং শ্রীঃ ॥ ১০ ॥
সল্লক্ষণৈঃ সদ্গুণসঞ্চয়ৈঃ পরৈ-
রনন্যগৈঃ সৎপ্রণয়ৈশ্চ নির্ম্মলৈঃ।
বশং বিধায়াজিতমপ্যনেন যা
লসত্যটব্যামিহ সা স্বয়ং রমা ॥ ১১ ॥

সা ভুবনেষু মহিতং পূজ্যং বৃন্দারণ্যং তদ্রাজ্যেঽধিরাজ্ঞী। সা শ্রীরাধিকা স্বয়ং শ্রীলক্ষ্ম্যা অংশিনী ইহ বিলসতি ॥ ১০ ॥

সল্লক্ষণৈঃ সদ্গুণসমূহৈশ্চ। কীদৃশৈঃ। পরৈঃ সর্ব্বোৎকর্ষৈঃ নির্ম্মলৈঃ সৎপ্রণয়ৈশ্চাজিতং কৃষ্ণং বশং বিধায় অনেনাজিতেন সহ ইহাটব্যাং যা লসতি সা স্বয়ং রমা অন্যা তু রমা। যথা শ্রীভাগবতে। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"। ব্রহ্ম-সংহিতায়াং। "রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্, নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু। কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো, গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি" ইত্যাদি প্রমাণাৎ। যথা স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ স্তথৈব তত্রৈব "শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্ত" ইত্যনেন কান্তাঃ সর্ব্বাঃ ব্রজসুন্দর্য্যঃ শ্রিয়ঃ লক্ষ্মীরূপাঃ। সা রাধা স্বয়ং রমা স্বয়ং লক্ষ্মীঃ। অথর্ব্ববেদস্য পুরুষসূক্তৌ সপ্তমপ্রপাঠকে। "গোকুলাখ্যে মথুরামণ্ডলে বৃন্দাবন মধ্যে কল্পতরো মূলে অষ্টদলকেশরে গোবিন্দোঽপি শ্যামঃ পীতাম্বরধরো দ্বিভুজোময়ূরপুচ্ছশিরোবেণুবেত্রহস্তো। নির্গুণঃ সগুণো নিরাকারঃ সাকারো নিরীহঃ সচেষ্টো বিরাজত ইতি। দ্বে পার্শ্বে চন্দ্রাবলী রাধিকা চেতি। যস্যাংশে লক্ষ্মী দুর্গা বিজয়াদিশক্তি"রিতি ॥ ১১ ॥

যিনি শ্রী অর্থাৎ সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরও লক্ষ্মীরূপিণী সেই রাধিকা এই শ্রীবৃন্দাবনে শোভা পাইতেছে ॥ ১০ ॥

উৎকৃষ্ট, অনন্যলভ্য, নির্ম্মল, সল্লক্ষণ যুক্ত, প্রশস্ত গুণ সমূহ দ্বারা যিনি অজিতকেও জয় করিয়াছেন সেই সাক্ষাৎ রমাস্বরূপিণী শ্রীরাধিকা অজিতের (শ্রীকৃষ্ণের) সহিত এই শ্রীবৃন্দাবনে শোভা পাইতেছে ॥ ১১ ॥

ধরাধরধরং ধীরং ধরোদ্ধারধুরং ধরং।
ধারং ধারং রুরোধারং রাধাধীরাধরেঽধরং ॥ ১২ ॥
তীরে তীরে ততত্তরৌ তৈত্তিরারাত্তৈত্তিরীততিঃ।
রীত্যতীতে রুতৈরত্র তারৈ রাতিতরাং রতিং ॥ ১৩ ॥

দ্ব্যক্ষরং ॥ *

ধীরা রাধা অধরে অর্থাৎ কৃষ্ণস্যাধরে অধরং ধারং ধারং ধৃত্বা ধৃত্বা ধরাধর-ধরং গোবর্দ্ধনধরং ধরোদ্ধারে গোবর্দ্ধনোদ্ধারে ধুরন্ধরং দক্ষং কৃষ্ণং অরং শীঘ্রং রলয়োঃ সাবর্ণ্যাদলমতিশয়ং বা রুরোধ। ধকাররকারাক্ষরাদ্যং পদ্যমিদং দ্ব্যক্ষরং ॥ ১২ ॥

অত্রারান্নিকটে তীরে তীরে যমুনাদীনাং তটবর্ত্তিভূমৌ, কীদৃশে? ততাঃ বিস্তৃতাস্তরবো বৃক্ষা যত্র তত্র। রীত্যতীতে রীতি র্ময়্যাদা তস্যা অতীতে। অত্র বৃন্দাবনে তৈত্তিরীততিঃ তিত্তিরাখ্যপক্ষিশ্রেণী তৈঃ প্রসিদ্ধৈ স্তারৈ রুচ্চৈঃ রুতৈঃ শব্দৈঃ রতিং রাতিতরামতিশয়েন রাতি দদাতি। অত্র তকাররকার-দ্ব্যক্ষরং ॥ ১৩ ॥

ধীরা শ্রীরাধিকা গোবর্দ্ধনধর শ্রীকৃষ্ণের অধরপ্রদেশে আপন অধর পুনঃ পুনঃ ধারণ করিয়া গোবর্দ্ধনধারণ বিষয়ে ধুরন্ধর শ্রীকৃষ্ণকে শীঘ্র সম্যধিক রোধ করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥

যমুনা তটবর্ত্তিভূমিতে বৃক্ষশ্রেণী শোভিত সীমাতিক্রান্ত প্রত্যেক তীর প্রদেশে তিত্তির নামক পক্ষিসকল অত্যুচ্চ ধ্বনি সহকারে অত্যন্ত রতি বিস্তার করিতেছে ॥ ১৩ ॥

---

* এই শ্লোক তকার ও রকার এই দুই অক্ষরে বিরচিত সুতরাং দ্ব্যক্ষর-চিত্রবাক্য জানিবে ॥

অথোড্ডীয়াপতৎ সারী স্বেশ্বর্য্যাঃ পাণিপল্লবে।
শুকোঽপীশস্য তাবেতৌ মুদাপীপঠতাং পুনঃ ॥ ১৪ ॥

লীলালিমালি ভণ সারি! পটীরহীর-
কুন্দেন্দুচন্দ্রকরকাবিমলামঘারেঃ।
রোলম্বনীরদতমালসমাঙ্গভাসঃ
সংফুল্লসারসমকরন্দরসাতিমঞ্জুং ॥ ১৫ ॥

সমকং ॥ *

সারী স্বেশ্বর্য্যা রাধায়াঃ শুকোঽপীশস্য কৃষ্ণস্য পাণিপল্লবে উড্ডীয়াপতৎ। তৌ সারীশুকৌ এতৌ রাধাকৃষ্ণৌ পুনরপীপঠতাং পাঠয়ামাসতুঃ ॥ ১৪ ॥

হে সারি! হে আলি! ভ্রমরমেঘতমালসমাঙ্গকান্তেরঘারে লীলালিং ভণ। কীদৃশীং। পটীরশ্চন্দনং হীরঃ কুন্দপুষ্পং ইন্দুশ্চন্দ্রঃ চন্দ্রঃ কর্পূরঃ। করকা বর্ষোপলঃ, এতেভ্যো বিমলাং শীতলাং চেত্যর্থঃ। সংফুল্লপদ্মস্য মকরন্দরসাদতিমনোজ্ঞাঃ মধুরাং। পূর্ব্ববৎ সমকং ॥ ১৫ ॥

অনন্তর সারী উড্ডীন হইয়া নিজেশ্বরী শ্রীরাধার করপল্লবে এবং শুকও শ্রীকৃষ্ণের করপল্লবে আসিয়া দুই জনে দুইজনে হস্তে থাকিয়া পুনর্ব্বার মনোহর স্বরে পাঠ করিতে আরম্ভ করিল ॥ ১৪ ॥

হে সখি সারি! ভ্রমর, মেঘ ও তমাল সম কান্তি অঘরিপু শ্রীকৃষ্ণের লীলাশ্রেণীর কীর্ত্তন কর, যে লীলা পটীর (চন্দন) হীর (কুন্দপুষ্প,) চন্দ্র কর্পূর এবং করকার অর্থাৎ বৃষ্টিজনিক শীলার ন্যায় বিমল ও শীতল তথা প্রফুল্লিত কমলের মকরন্দ অপেক্ষাও অতীব মনোহারিণী ॥ ১৫ ॥

---

* এই শ্লোকেও পূর্ব্বের ন্যায় সমক। লক্ষণ ও অর্থ পূর্ব্বে দেখুন ॥

গোকুলেন্দো র্নরীনর্ত্তি কীর্ত্তি র্যস্যা গুণৈর্ঘুণৈঃ ।
জর্জ্জরীক্রিয়তে বিশ্বনারীহৃদ্বংশসন্ততিঃ ॥ ১৬ ॥
সরারিসাররসৈঃ সারৈঃ সরসং সারসৈরসৈঃ ।
সোঽসুরারিঃ সসারারং সারি ! রাসরসীসরঃ ॥ ১৭ ॥

দ্ব্যক্ষরং ॥ †

গোকুলেন্দোঃ কীর্ত্তি র্নরীনর্ত্তি পুনঃ পুনরতিশয়েন বা নৃত্যতি । ইত্য-সমস্তরূপকং । অর্থাৎ গুণা এব ঘুণাঃ কীটবিশেষাস্তৈঃ । কীদৃশী ? যস্যাঃ কীর্ত্তে-র্গুণৈ র্বিশ্বনারীণাং হৃদ্রূপা বংশস্য সন্ততিঃ শ্রেণী জর্জ্জরীক্রিয়তে ॥ ১৬ ॥

হে সারি ! রাসে রসসমূহে রাসবিলাসে বা রসোঽস্যাস্তীতি রাসরসী সো-ঽসুরারিঃ কৃষ্ণঃ অরং শীঘ্রং সরো রাধাকুণ্ডং সসার জগাম । কীদৃশং সরঃ সারৈঃ শ্রেষ্ঠৈঃ সরার্য্যোরলয়োঃ সাবর্ণ্যাৎ সরাল্যস্তাশ্চ সারসাশ্চ তে তৈঃ পক্ষি-বিশেষৈঃ সারসৈঃ পদ্মৈঃ রসৈর্জ্জলৈঃ সরসং । অত্রচ অপাভাবো ন্যূনপদত্বং সকাররকারাভ্যাং দ্ব্যক্ষরং ॥ ১৭ ॥

গোকুলচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তি সমস্ত গুণাবলীরূপ ঘুণ অর্থাৎ কীটবিশেষ দ্বারা বিশ্বস্থিত রমণীবর্গের হৃদয়রূপ বংশসমূহকে জর্জ্জর করিয়া পুনঃ পুনঃ সম্যক্ রূপে নৃত্য করিতেছে ॥ ১৬ ॥

হে সারি ! উৎকৃষ্ট সারির-পক্ষী ভ্রমর, পদ্ম ও জল দ্বার রসময় রাধাকুণ্ডে রাসে অর্থাৎ রসসমূহে অথবা রাসবিলাসে সুরস হইয়া অসুরারি শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্র গমন করিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

† এই শ্লোক সকার ও রকার, এই দুই বর্ণে রচিত হওয়ায় দ্ব্যক্ষর ॥

এতে হদুঃ শীলবনিতা মুরলীধ্বনয়ো রতিং।
নীবীবিস্রংসনাদ্যস্য গোপীভ্যঃ সারি! তং স্তুহি॥ ১৮॥
ক্রিয়াগুপ্তকং॥ *

মা ধবস্য পুরোনাসাং সাধ্বীনাং গোপসুভ্রুবাং।
রাজতে বদনে তন্বামপি স্বপ্রিয়চেতসাং॥ ১৯॥
কর্ত্তৃগুপ্তকং॥ ‡

যস্য এতে শীলবনিতাঃ শীলযুতাঃ মুরলীধ্বনয়ঃ নীবীবিস্রংসনাৎ পরিহিতবস্ত্রস্য বন্ধবিমোচনাৎ গোপীভ্যো হরতিং পীড়াং কিম্বা নীবীবিস্রংসনং কৃত্বা রতিং কৃষ্ণসঙ্গক্রীড়াং অদুদর্ত্তবন্তঃ। ল্যব্‌লোপে পঞ্চমী। তং স্তুহি। অদুরিতি ক্রিয়ায়া গোপনাৎ দুঃশীলবনিতা ইতি জ্ঞানাৎ ক্রিয়াগুপ্তকং॥ ১৮॥

স্বস্য প্রিয়ে কৃষ্ণে চেতো যাসাং তাসামাসাং সাধ্বীনাং গোপসুভ্রুবাং পুরোহগ্রে ধবস্য। জাতাবেকবচনং। ধবানাং পতীনাং বদনে তন্বামপি মা লক্ষ্মীঃ শোভা ন রাজতে এতাস্তান্ সুন্দরং ন পশ্যন্তীতার্থঃ। যতঃ কৃষ্ণচেতসঃ

হে সারি! এই সচ্চরিত্রা মুরলীধ্বনিরূপ বনিতাগণ গোপী সকলের কটিবন্ধন রজ্জু বিগলিত করিয়া যে শ্রীকৃষ্ণে অরতি অর্থাৎ পীড়া অথবা রতি (কৃষ্ণসঙ্গক্রীড়া) গোপীদিগের দান করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে স্তব কর॥ ১৮॥

এই সাধ্বী ব্রজসুন্দরীদিগের মুখসৌন্দর্য্য পতির অগ্রে শোভা পায় না,

---

* অতঃপর মহাকবি কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামী ক্রিয়াকারক-গুপ্ত্যাদি "প্রহেলিকা" বাক্য বিস্তার করিতেছেন। এতে দুঃশীলবনিতাঃ" এই স্থলে দুঃশীলবনিতা অর্থাৎ দুষ্ট স্ত্রী, এই রূপ অর্থই আপাততঃ বোধ হয় পরন্তু "এতেঽদুঃশীল" এই রূপ বিচ্ছেদ করিলে "অদু"অর্থাৎ দান করিয়াছিল, এই ক্রিয়াপদটী উদ্ধৃত হয়, বাস্তবিক যথাশ্রুত পক্ষে তাহা গুপ্ত রহিয়াছে, সুতরাং এইটী ক্রিয়াগুপ্তক কাব্য। বস্তুতঃ ঐ 'অদুঃ' ক্রিয়াটী উদ্ধার না করিলে "রতিং অদুঃ' অর্থাৎ রতি দিয়াছিল এইরূপ বাক্যও সমাপ্ত হয় না॥

‡ এই শ্লোকে আপাততঃ "মাধবস্য পুরঃ, অর্থাৎ কৃষ্ণের অগ্রে" এই রূপ

গম্ভীরনীরকণহারিসরোজরাজি-
সঞ্চারিমঞ্জুলসমীরবিলাসলোলে।
দোলাবিলাসসরসাং সরসীকুটীরে
গোবিন্দকেলিরমণীং ভণ কীর! ধীরাম্॥ ২০॥

সমকং॥ §

কৃষ্ণপ্রিয়াঃ সাধ্ব্যঃ কৃষ্ণৈকনিষ্ঠাঃ। অত্র মা ইতি কর্ত্তৃপদং গুপ্তং। মাধবস্যেতি বোধাৎ॥ ১৯॥

গম্ভীরনীরস্য কণহারী সরো'জরাজিস্থ সঞ্চারো ভ্রমণং যস্য তথাভূতো মঞ্জুলঃ। এবম্ভূতস্য সমীরস্য মান্দ্যশৈত্যসৌগন্ধ্যযুক্তস্য বায়ো বি'লাসেন লোলে সরসীকুটীরে দোলাবিলাসসরসাং গোবিন্দকেলিরমণীং ধীরাং রাধাং হে কীর! ত্বং ভণ। পূর্ব্ববৎ গম্ভীরেত্যাদিনা শ্লাঘ্যো যোগোঽত্র সমঃ সমকং॥ ২০॥

কারণ তাহাদিগের চিত্ত সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণপরায়ণ তাৎপর্য্য এই যে তাঁহারা প্রতিকে উত্তম রূপে দর্শন করেন না॥ ১৯॥

হে শুক! গম্ভীরনীরের কণিকাযুক্ত কমলশ্রেণীতে সঞ্চরণশীল মনোহর অর্থাৎ শৈত্য' সৌগন্ধ্য ও মান্দ্যগুণসমন্বিত সমীরণের বিলাস দ্বারা অন্দোলায়মান রাধাকুণ্ডের তীরস্থ কুটীর প্রদেশে শ্রীগোবিন্দের কেলিবিষয়ে রমণী অর্থাৎ রমণকারিণী ধীরস্বভাবা শ্রীরাধাকে সদাকাল কীর্ত্তন কর॥ ২০॥

অর্থই বোধ হইতেছে, বস্তুতঃ "ধবস্য পুরঃ মা (শোভা,) অর্থাৎ পতির অগ্রে শোভা" এই রূপ অর্থ করিতে হইবে। সুতরাং বিশেষ রূপে কর্ত্তৃপদ গুপ্ত থাকায় কর্ত্তৃগুপ্তক কাব্য॥

§ পূর্ব্বের ন্যায় এ শ্লোকেও গম্ভীর প্রভৃতি শব্দের বহুভাষায় সাম্য থাকায় (ভাষাসমক) হইবে॥

সা কং সখীভিরাগত্য কাননে হস্মিন্ দিনে দিনে।
উৎকাপ্যুৎকায় মে রাতি রাধা বামতয়া বত ॥ ২১ ॥

কর্ম্মগুপ্তকং ॥ *

ত্বয়া শ্রীরাধিকে! যাবৎ সংচুচুম্বে ময়ানন্‌ম্।
তত্তয়োষ্ঠাধরৌ তাবৎ পিপাসতি নিরন্তরং ॥ ২২ ॥

সম্বন্ধগুপ্তকং †

সা পূর্ব্বশ্লোকোক্তা রাধা দিনে দিনে প্রতিদিবসে অস্মিন্ বনে সখীভিঃ সহাগত্য উৎকা উৎকণ্ঠিতাপি বাম্যতয়া বামেন উৎকারোৎকণ্ঠিতায় মে মহ্যং কং সুখং, ন কং অকং দুঃখং বা রাতি দদাতি। বত খেদে। অত্র সাকমিতি কর্ম্মপদং গুপ্তং ॥ ২১ ॥

হে রাধিকে! ত্বয়া যাবৎ মে আননং সংচুচুম্বে তাবৎ মে তদাননং তে ওষ্ঠাধরৌ পাতুমিচ্ছতি। ময়াননং তয়োষ্ঠাধরাবিত্যত্র মে অগ্রে আননং ময়াননং। তে অগ্রে ওষ্ঠাধরৌ তয়োষ্ঠাধরাবিত্যত্র স্থানে মে ইতি তে ইতি চ পদয়োরেকারস্য অয়াদেশাৎ মে তে ইতি সম্বন্ধবোধকশব্দস্যাজ্ঞানাৎ সম্বন্ধগুপ্তকং ॥ ২২ ॥

শ্রীরাধা প্রত্যহ এই কাননে সখীসকলের সহিত আগমন করত উৎকণ্ঠিত হইয়াও বামতানিবন্ধন উৎকণ্ঠান্বিত আমাকেও দুঃখপ্রদান করিয়া থাকেন, হা কষ্ট? ॥ ২১ ॥

হে রাধিকে! তুমি যেমন মদীয় বদন চুম্বন করিতে ইচ্ছা কর, তদ্রূপ আমারও বদন তোমার ওষ্ঠাধরকে পান করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে ॥ ২২ ॥

* এ শ্লোকে "সাকং সখীভিঃ, অর্থাৎ আপাততঃ সখিদিগের সহিত এই রূপ বোধ হইতেছে, বস্তুতঃ "সা কং অর্থাৎ সে ক (সুখ) কে" এই রূপ অর্থ থাকায় কর্ম্মপদ গুপ্ত রহিয়াছে সুতরাং এটি "কর্ম্মগুপ্ত" কাব্য ॥

† এ শ্লোকে "ময়াননং অর্থাৎ আমি আননকে এই রূপ অর্থই আপাততঃ বোধ হয়, বাস্তবিক "মে আননং অর্থাৎ আমার আনন" এবং তয়োষ্ঠ

ময়ি মনসিজলোলে রাধিকাং স্প্রষ্টুমুৎকে
শ্রবণনয়নশন্দে সুষ্ঠু বামস্বভাবাঃ।
হৃদি বিধৃতমদীহাবর্দ্ধকে তদ্বয়স্যাঃ
সততমধুরমিষ্টে ভাষিতালোকিতে তে ॥ ২৩ ॥

ক্রিয়াগুপ্তকং *

দ্রাক্ষাদাড়িমবীজানি বৃন্দয়োপহৃতান্যথ।
এতাবাদয়তামীশৌ স্বহস্তেনাতিবৎসলৌ ॥ ২৪ ॥

সুষ্ঠু বামস্বভাবাঃ। তত্তস্যা রাধায়াঃ বয়স্যাঃ সখ্যঃ। মনসিজলোলে রাধিকাং স্প্রষ্টুমুৎকে উৎকণ্ঠিতে ময়ি। তে প্রসিদ্ধে ভাষিতালোকিতে বচনদর্শনে অধু র্দধুঃ। কীদৃশে। যে শ্রবণনয়নয়োঃ শন্দে সুখদে। হৃদি বিধৃতে চ তে মদীহাবর্দ্ধকে চ। সততং সদা অমিষ্টে মিষ্টতারহিতে কঠোরে। কিম্বা ন মিষ্টে যাভ্যাং তে। অধুরিতি ক্রিয়াপদং গুপ্তং ॥ ২৩ ॥

এতৌ সারীশুকৌ। ঈশৌ দ্রাক্ষাদাড়িমবীজানি স্বহস্তেনাদায় তাং ॥ ২৪ ॥

আমি কামচঞ্চল ও উৎকণ্ঠিত হইয়া "শ্রীরাধা কোথায়?" এই রূপ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীরাধার শোভনস্বভাবা সখীসকল আমার প্রতি যে কঠোর বচন ও দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন তাহা মদীয় শ্রবণ ও নয়নের সুখপ্রদ ও হৃদয়াবদ্ধ চেষ্টার বর্দ্ধক হইয়াছিল ॥ ২৩ ॥

অনন্তর শ্রীবৃন্দাদেবী দ্রাক্ষা ও দাড়িম্ববীজ নিচয় আনয়ন করিলে

এস্থলে "তে ওষ্ঠ" এই প্রকৃত অর্থ বিদ্যমান থাকায় এইটী "সম্বন্ধগুপ্তক" নামে কাব্য হইয়াছে ॥

* এ শ্লোকে ক্রিয়াগুপ্ত "সততমধুরমিষ্টে" এই স্থলে আপাততঃ নিয়ত মধুর ও মিষ্ট, এইরূপ অর্থই বোধ হয় বাস্তবিক "সততং অধুঃ অমিষ্টে" অর্থাৎ অমিষ্টেতে নিয়ত 'অধুঃ' ধারণ করিয়াছিল' এই অর্থ হইবে। এস্থলে অধুঃ এই ক্রিয়াপদ গুপ্ত থাকায় এইটি 'ক্রিয়াগুপ্ত' নামে কাব্য ॥

ততঃ সারীকীরপালী দ্যূতকেলীচ্ছয়েরিতৌ।
যযতুস্তৌ হরিৎকুঞ্জং সুদেবীসুখদাভিধম্ ॥ ২৫ ॥
আসনে পাশকক্রীড়াকোষ্ঠচিত্রান্তরে হরিঃ।
নিষষাদৈকতঃ স্বীয়ৈঃ সসখী রাধিকান্যতঃ ॥ ২৬ ॥
হিতদায়োপদেষ্টারাবভূতাং ললিতাবটূ।
সুদেবীসুবলৌ পার্শ্বে পরিণায়বিধায়িনৌ ॥ ২৭ ॥

ততো দ্যূতকেলীচ্ছয়া প্রেরিতৌ রাধাকৃষ্ণৌ সারীকীরৌ পালয়ত ইতি সারীকীরপালী সন্তৌ। সারীকীরপালী ইতি বা পাঠঃ। সুদেবীসুখদাভিধং হরিৎকুঞ্জং যযতুঃ ॥ ২৫ ॥

পাশকক্রীড়াকাষ্ঠৈশ্চিত্রমন্তরং মধ্যং যস্য তত্র আসনে একত একদেশে স্বীয়ৈঃ সুবলমধুমঙ্গলাদিভিঃ সহ হরিঃ। অন্যতঃ সসখী রাধিকা নিষষাদ উপবিবেশ ॥ ২৬ ॥

হিতদায়চালনসময়ে এবং এবং কুরু ইত্যুপদেষ্টারৌ। রাধায়াং ললিতা কৃষ্ণস্য। বটুরভূতাং। এবং রাধায়াং সুদেবী কৃষ্ণস্য সুবলঃ পার্শ্বে পরিণায়-বিধায়িনাবভূতাং। পরিণায়ঃ শারীচালনং ॥ ২৭ ॥

অতিবৎসল শ্রীরাধাকৃষ্ণ স্বহস্তে সারী ও শুককে ভোজন করাইতে লাগি-লেন ॥ ২৪ ॥

অনন্তর অক্ষক্রীড়ার ইচ্ছায় শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রেরিত হইয়া সারী ও শুককে পালন করিতে করিতে সুদেবীসুখদনামক হরিৎকুঞ্জে গমন করিলেন ॥ ২৫ ॥

তৎপরে পাশাক্রীড়ার্থ যাহার কোষ্ঠ অর্থাৎ গৃহ সকল দ্বারা মধ্যভাগ চিত্রিত, তাদৃশ আসনের এক দিকে সুবল ও মধুমঙ্গলাদি বয়স্যগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্য দিকে নিজ বয়স্যাবৃন্দের সহিত শ্রীরাধা উপবেশন করি-লেন ॥ ২৬ ॥

পাশাখেলা আরম্ভ হইলে শ্রীরাধার ললিতা এবং শ্রীকৃষ্ণের বটু মধুমঙ্গল হিতদায়ক অর্থাৎ চালনসময়ে "এইরূপ কর এইরূপ কর" ইহাই উপদেশ

নান্দীবৃন্দে চ মধ্যস্থে কুন্দালী সভিকাভবৎ ।
জগৃহে হষ্টাপদান্ শ্যামানীশা পীতাংস্তদেশ্বরঃ ॥ ২৮ ॥
প্রবৃত্তে প্রথমে দ্যূতে সুরঙ্গরঙ্গিণীগ্লহে ।
কৃষ্ণো হজয়ৎ প্রফুল্লঃ সন্ মৃগীং বদ্ধানয়দ্বটুঃ ॥ ২৯ ॥
দ্বিতীয়ে ত্বজয়ৎ কান্তা মুরলীপাবিকাগ্লহে ।
আচ্ছিদ্য জগৃহে বংশীং ললিতা কৃষ্ণনিহ্নুতাং ॥ ৩০ ॥

কুন্দবল্লী নাম্নালী সভিকা দ্যূতকারিকা মহাসভায়াং স্থিতা অভবৎ। ঈশা রাধা শ্যামান্ অষ্টাপদান্ শারীঃ। ঈশ্বরঃ পীতানষ্টাপদান্ জগৃহে ॥ ২৮ ॥

প্রথমে দ্যূতক্রীড়ায়াং রাধাকৃষ্ণয়োঃ সুরঙ্গরঙ্গিণ্যৌ মৃগমৃগ্যৌ গ্লহৌ দেয়ৌ পরাজয়ে যত্র তস্মিন্ কৃষ্ণোহজয়ৎ। প্রফুল্লো বটু মৃগীং বদ্ধ্বা অনয়ৎ ॥ ২৯ ॥

মুরলী পাবিকা বেণুশ্চ দেয়ৌ যত্র তস্মিন্। ললিতা বংশীং কৃষ্ণনিহ্নুতামাচ্ছিদ্য বলাদাকৃষ্য জগৃহে ॥ ৩০ ॥

করিতে লাগিলেন। আর শ্রীরাধার পার্শ্বে সুদেবী ও শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে সুবল পরিণায়বিধান অর্থাৎ পাশক চালন করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥

অপিচ, নান্দীমুখী ও বৃন্দাদেবী মধ্যস্থ এবং কুন্দলতা সভিকা অর্থাৎ দ্যূতকারিকা হইয়া মহতী সভা মধ্যে অবস্থিত হইলেন, তথা শ্রীরাধিকা শ্যামবর্ণ অষ্টাপদ (পাশক) এবং শ্রীকৃষ্ণ পীতবর্ণ পাশক গ্রহণ করিলেন ॥ ২৮ ॥

প্রথমতঃ দ্যূতক্রীড়ায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের সুরঙ্গ ও রঙ্গিণী নামে মৃগ ও মৃগী দুইটী পরাজয়ে দেয় স্থির হইলে, শ্রীকৃষ্ণের জয় হইল, তাহাতে মধুমঙ্গল আনন্দিত হইয়া মৃগীকে বন্ধন করিয়া আনয়ন করিলেন ॥ ২৯ ॥

দ্বিতীয়তঃ দ্যূতক্রীড়ায় মুরলী ও পাবিকা (পর্ব্ব বা পাব) অর্থাৎ বেণু গ্লহ (পণ) হইল, তাহাতে শ্রীরাধার জয় হইলে, শ্রীকৃষ্ণ বংশীকে গোপন করিয়া রাখিলেও ললিতা বলপ্রকাশ পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া গ্রহণ করিলেন ॥ ৩০ ॥

দ্বয়োর্হারগ্লহে বৃত্তে তৃতীয়ে কৈতবে বটুঃ।
পরিণায়েঽবদৎ কৃষ্ণ! সারীং তাং মারয়ৈকিকাং॥ ৩১॥
তচ্ছ্রুত্বা শারিকা ভীতা কলোক্তিঃ কাকুভাষিণী।
উড্ডীয়াগাদগ্রশাখাং জহাস কৌতুকাৎ সভা॥ ৩২॥
হাসকোলাহলে বৃত্তে কৈতবে কৈতবী হরিঃ।
হীনদায়েঽপি তাং শারীং হত্বা প্রাহ জিতং ময়া॥ ৩৩॥

দ্বয়ো রাধাকৃষ্ণয়োঃ হারৌ গ্লহৌ যত্র তত্র তৃতীয়ে বৃত্তে যাতে। কপটে পরিণায়ে চালনবিষয়ে বটুরবদৎ। হে কৃষ্ণ তামেকিকাং শারিকাং মারয়॥ ৩১॥

তচ্ছ্রুত্বা শারীপদেন স্বস্যা মারণং জ্ঞাত্বা কলোক্তিঃ কাকুভাষিণী শোকভীত্যাদিভি র্ধ্বনে র্বিকারঃ কাকুস্তদ্যুগ্ভাষিণী। শারিকা ভীতা সতী উড্ডীয় বৃক্ষস্য শাখাগ্রে অগাৎ। সভা তত্রস্থা সর্ব্বা জহাস॥ ৩২॥

হাসজন্যকোলাহলে জাতে কৈতবে ছলে কৈতবী হরির্হীনদানেঽপি শারীমারকদানস্য পাশকপতনস্যাভাবেঽপি শারীং হত্বা ময়া জিতমিত্যাহ॥ ৩৩॥

অনন্তর শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরস্পর আপন আপন পণ করিলে যখন তৃতীয় দ্যূত আরম্ভ হইল তখন চালনসময়ে মধুমঙ্গল কহিলেন, কৃষ্ণ! তুমি সেই একটী শারীকে মার॥ ৩১॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া মঞ্জুভাষিণী শারী নিজের মারণ জানিয়া অতীব বিনীতভাবে ও কাতরস্বরে উড্ডীন হওত বৃক্ষশাখার অগ্রভাগে চলিয়া গেল, ইহা অবলোকন করিয়া সমস্ত সভ্যগণ সকৌতুকে হাসিয়া উঠিলেন॥ ৩২॥

হাস্যকোলাহল উপস্থিত হইলে ছল সহকারে কৈতবশালী শ্রীকৃষ্ণ হীনদানে অর্থাৎ শারীমারক দানের (পাশাপতনের) অভাবেও "শারীকে মারিয়া আমি জয় করিয়াছি" এই কথা বলিতে লাগিলেন॥ ৩৩॥

তাবদীশাভীষ্টদায়ে পতিতেঽষ্টাপদান্ হরেঃ।
বদ্ধান্ কৃত্বা স্বশারীভির্হসন্ত্যাহ ময়া জিতম্ ॥ ৩৪ ॥
মিথোহারহৃতাবাসীত্তয়োর্যুদ্ধং করাকরি।
বটুনা কুন্দবল্ল্যা চ বয়স্যানাং বদাবদি ॥ ৩৫ ॥
মধ্যস্থ্যেনান্দিকাবৃন্দে পৃষ্ঠে সর্বৈস্তদোচতুঃ।
আবাভ্যামন্যচিত্তাভ্যাং ন সম্যগবধারিতং ॥ ৩৬ ॥
সাম্যমাস্তাং দ্বয়োরেব জয়ো বাথ পরাজয়ঃ।
হারোঽস্ত যুবয়োঃ কণ্ঠে পুনর্দ্যূতং প্রবর্ত্ততাম্ ॥ ৩৭ ॥

তাবৎ ঈশা শ্রীরাধা স্বাভীষ্টদায়ে পতিতে স্বস্যাঃ সারীভিঃ সহ হরেরষ্টাপদান্ বদ্ধান্ কৃত্বা হসন্তী ময়া জিতমিত্যাহ ॥ ৩৫ ॥

তয়োরাধাকৃষ্ণয়োর্মিথঃ পরস্পরং হারহৃতৌ হারয়োর্হরণবিষয়ে করাকরি করেণ করেণ বৃত্তং যুদ্ধমাসীৎ। বটুনা কৃষ্ণপক্ষপাতিন্যা কুন্দবল্ল্যাচ সহ বয়স্যানাং রাধাসখীনাং বদাবদি পূর্ব্ববদ্বাগ্‌যুদ্ধমাসীৎ ॥ ৩৫ ॥

সর্ব্বৈঃ পৃষ্টে মধ্যস্থে নান্দীমুখীবৃন্দে ঊচতুঃ। আবাভ্যামন্যচিত্তাভ্যাং সম্যক্ ন শ্রুতং ॥ ৩৬—৩৭ ॥

ইতি মধ্যে শ্রীরাধা আপন অভীষ্ট দান পতিত হইলে স্বীয় পাশকের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অষ্টাপদ পাশক সকলকে বন্ধন করিয়া হাসিতে হাসিতে "আমি জয়লাভ করিয়াছি" এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥

অনন্তর শ্রীরাধাকৃষ্ণ উভয়েই উভয়ের হার হরণ করায় পরস্পরের হাতাহাতি যুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং বটু-মধুমঙ্গলের ও কৃষ্ণপক্ষপাতিনী কুন্দলতার সহিত ও শ্রীরাধার সখীসকলের সহিত বাগ্‌যুদ্ধ হইতে লাগিল, ॥ ৩৫ ॥

তখন সকলে নান্দীমুখী ও বৃন্দাকে মধ্যস্থ রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা উভয়েই কহিলেন "আমরা দুই জন অন্য মনস্ক ছিলাম, এ বিবাদের কিছুই শ্রবণ করি নাই ॥ ৩৬ ॥

আরও কহিলেন যে, দুই জনের জয় অথবা পরাজয় সমতা প্রাপ্ত হউক,

বয়স্যালীগ্লহে দ্যূতে চতুর্থে রাধিকাজয়ে।
প্রাপ্তে সারীরদায়েঽপি চালয়ন্ শঙ্কিতো বটুঃ ॥ ৩৮ ॥
জিতং জিতং ন ইত্যুক্ত্বা দ্বয়োঃ শারীরমিশ্রয়ৎ।
বন্ধুং তমুদ্যদালীনাং তেনাসীৎ সুমহান্ কলিঃ ॥ ৩৯ ॥
যুগ্মকং ॥

ঈশামীশো ঽব্রবীৎ শারীচালনে ঽত্র ভবেৎ কলিঃ।
শার্য্যস্তিষ্ঠন্ত্বক্ষদায়ৈ র্দাক্ষ্যদ্যূতং প্রবর্ত্ততাম্ ॥ ৪০ ॥

বয়স্যঃ সখা আলী সখী চ তৌ গ্লহৌ পণৌ যত্র তস্মিন্ চতুর্থে দ্যূতে। রাধিকায়া জয়ে প্রাপ্তে। গ্লহে স্বস্য গ্রহণভিয়া শঙ্কিতো বটুঃ। অদায়েঽপি পাশকে যন্ন পতিতং তৎ পতিতমুক্ত্বা অনধিকারেঽপি চাতুর্য্যেণ বলাৎ শারীশ্চালয়ন্ সন্। নোঽস্মাভির্জ্জিতং জিতমিত্যুক্ত্বা দ্বয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ শারীরমিশ্রয়দেকত্রস্থমকরোৎ। তং বটুং বন্ধুং বদ্ধং কর্ত্তুং উদ্যদালীনাং তেন বটুনা সহ সুমহান্ কলহোঽভূৎ ॥ ৩৮—৩৯ ॥

ঈশঃ কৃষ্ণঃ ঈশাং রাধামব্রবীৎ। শারীচালনে কলি র্ভবেৎ। শার্য্যস্তিষ্ঠন্তু

এক্ষণে আপনারা উভয়ে স্ব স্ব হার কণ্ঠে পরিধান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার দ্যূতক্রীড়া প্রবৃত্ত হউন ॥ ৩৭ ॥

অনন্তর সখা ও সখীকে পণ রাখিয়া চতুর্থ ক্রীড়া আরম্ভ হইলে শ্রীরাধিকারই জয় হইল দর্শন করিয়া "পণে আমাকেই গ্রহণ করিবে" এই ভয়ে মধুমঙ্গল শঙ্কিত হইয়া পাশক চালনা করিতেই "এই পড়িয়াছে" বলিয়া চাতুর্য্য ও বলপ্রকাশ পূর্ব্বক পাশাচালনা করত "আমাদেরই জয় হইয়াছে" এই বলিয়া শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়ের পাশককে মিশ্রিত করিয়া ফেলিলেন, ইহা অবলোকন পূর্ব্বক সখীসকল মধুমঙ্গলকে বন্ধন করিতে উদ্যত হওয়ায় মধুমঙ্গলের সহিত একটী সুমহান্ কোলাহল উপস্থিত হইল ॥ ৩৮—৩৯ ॥

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে কহিলেন, প্রিয়ে! পাপাচালনে কলহ হইবে

ত্বয়া ময়া বাক্ষিপ্তে হক্ষে দায়ৈরেব জয়াজয়ৌ ।
দায়া দ্যূতে দশৈব স্যুশ্চত্বারস্তত্র তে সমাঃ ॥ ৪১ ॥
বিষমা ষট্ তেষু পঞ্চ সবামঞ্চাঃ সমাস্তব ।
ভবন্তু জয়দায়েঽন্যে বিষমাঃ পঞ্চ তে মম ॥ ৪২ ॥

শার্য্যাশ্চালনং মা কুরু অত্র দায়ৈঃ অক্ষস্থচিহ্নান্যেব দায়াস্তৈরেব দায়দ্যূতং। আদানপ্রদানরূপদায়স্য দ্যূতং ক্রীড়াং প্রবর্ত্ততাং ॥ ৪০ ॥

ত্বয়া বা অক্ষে ক্ষিপ্তে ময়া বাক্ষে ক্ষিপ্তে দায়ৈরেব অক্ষগতচিহ্নৈরেব জয়াজয়ৌ স্যাতাং। দ্যূতে দায়াঃ দশৈব স্যুঃ। তত্র দশদায়মধ্যে সমাশ্চত্বারো দায়াস্তে তব ॥ ৪১ ॥

দায়া বিষমাঃ ষট্ তেষু ষট্‌সু মধ্যে বামঞ্চসংজ্ঞো যো দায়স্তেন সহ সবামঞ্চাশ্চত্বারঃ সমা মিলিত্বা পঞ্চ তব জয়দা ভবন্তু। অন্যে বিষমাস্তে দায়া পঞ্চ মম জয়দা ভবন্তু কৃতদ্যূতক্রীড়ায়াং অক্ষপাতে সতি বামঞ্চা চৌরাচা দ্বিতীয়া ইত্যাদয়ো দশসংজ্ঞা ভবন্তি। প্রসিদ্ধা চ। তৃতীয়াপাতে যথা পঞ্চদশাদায়ঃ সংজ্ঞাঃ ॥ ৪২ ॥

অতএব পাশক থাকুক, ইহার চালনায় কোন প্রয়োজন নাই, পাশক স্থিত চিহ্নদ্বারাই পাশাক্রীড়া আরম্ভ করা যাউক ॥ ৪০ ॥

হে প্রিয়ে! তুমি আমি উভয়েই পাশা ফেলি, কিন্তু পাশকস্থিত চিহ্নদ্বারা উভয়ের জয় পরাজয় হইবে, এই খেলায় দশটী দান থাকিল, তাহার মধ্যে তোমার সমসংখ্যক অর্থাৎ চারটী দান ॥ ৪১ ॥

অপর ছয়টির মধ্যে বামঞ্চ নামক পাশকের সহিত সেই চারিটি মিলিত হইয়া উভয়ের সমান (পঞ্চ-সংখ্যক) হওত তোমার জয়প্রদ এই অন্য পাঁচটি আমার জয়প্রদ হউক ॥ ৪২ ॥

দায়সংখ্যানি তৎসংখ্যৈরঙ্গান্যঙ্গৈ র্দ্বয়ো র্হি নৌ।
জয়ে সতি প্রগৃহ্নন্তামিত্যয়ং বিহিতো গ্রহঃ ॥ ৪৩ ॥
অতোঽক্ষে রাধিকাক্ষিপ্তে দশাখ্যো দায় আপতৎ।
জহসু র্মুদিতাঃ সখ্যঃ স বিষণ্ণ ইবাহ তাম্ ॥ ৪৪ ॥
বাহুবক্ষঃকরাবোষ্ঠাধরৌ গণ্ডৌ মুখং মম।
অঙ্গান্যেতানি গৃহ্নন্তু তত্তদঙ্গানি তে দশ ॥ ৪৫ ॥
রাধাকুন্দলতামাহ সভিকে কুন্দবল্লিকে।
অঙ্গানি মজ্জিতান্যস্য স্বাঙ্গেষু স্থাপয়াত্মনঃ ॥ ৪৬ ॥

দ্বয়ো র্নৌ আবয়ো র্মধ্যে একস্য জয়ে সতি। জেত্রা পরাজিতস্য দায়-সংখ্যান্যঙ্গানি তৎসংখ্যৈঃ দায়সংখ্যৈঃ স্বস্যাঙ্গৈঃ প্রগৃহ্নন্তাং ॥ ৪৩ ॥

দশাখ্যো দায়ঃ দশাঙ্গগ্রহণদায়োঽপতৎ। রাধিকায়া জয়াৎ সখ্যো জহসুঃ। স কৃষ্ণঃ বিষণ্ণ ইব নতু বিষণ্ণস্তাং রাধামাহ ॥ ৪৪ ॥

কিমাহ। হে রাধে! মম বাহ্বাদিদশাঙ্গান্যেতানি তে তদ্বাহ্বাদি দশা-ঙ্গানি গৃহ্নন্তু ॥ ৪৫ ॥

হে সভিকে কুন্দবল্লিকে অস্য ময়া জিতান্যঙ্গানি আত্মনঃ স্বস্যাঃ স্বাঙ্গেষু স্বেষু অঙ্গেষু বাহু র্বাহ্বো র্মুখং মুখে এবং তানি স্বস্মিন্নঙ্গে স্থাপয়েত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

আমাদের উভয়ের মধ্যে এক জনের জয় হইলে সেই বিজেতা, পরাজিত ব্যক্তির দানসংখ্যক (অঙ্গ) অর্থাৎ যাহার জয় হইবে সেই অপরকে আলিঙ্গন করিবে, এবার ইহাই পণ হইল ॥ ৪৩ ॥

অনন্তর শ্রীরাধা পাশক নিক্ষেপ করিলে পর দশাখ্য দায় উপস্থিত হইল, তাহাতে শ্রীরাধার সখীসকল আনন্দিত লইয়া হাস্য করিতে লাগিলেন শ্রীকৃষ্ণ বিষণ্ণচিত্তে শ্রীরাধাকে কহিলেন ॥ ৪৪ ॥

প্রিয়ে! আমার দুই ভুজ, বক্ষঃ, দুই হস্ত, দুই ওষ্ঠ দুই গণ্ড ও বদন এই দশ অঙ্গ, তোমার ঐ ঐ দশ অঙ্গকে গ্রহণ অর্থাৎ আলিঙ্গন করুক ॥ ৪৫ ॥

তৎপর শ্রীরাধা কুন্দলতাকে বলিলেন, হে সভিকে কুন্দলতে! শ্রীকৃষ্ণের

ক্ষিপ্তেঽক্ষে হরিণা তাবচ্চতুঃপঞ্চাখ্য আপতৎ ।
দায়স্তেনাতিসংফুল্লং কুন্দবল্লী জগাদ তম্ ॥ ৪৭ ॥

নয়নযুগকপোলং দন্তবাসো মুখান্তং
স্তনযুগলললাটে ইত্থমস্যা নবাঙ্গীম্ ।
কথমপি জয়লেশে গর্ব্বিতায়াঃ সখীনাং
পুরত ইহ বলাত্ত্বং স্বাধরেণাহরাশু ॥ ৪৮ ॥

হরিণা অক্ষে ক্ষিপ্তে সতি চতুর্ভিঃ সহ পঞ্চাখ্যো নবসংখ্যো দায়োঽপতৎ। তেনাতিসংফুল্লং তং কৃষ্ণং কুন্দবল্লী জগাদ ॥ ৪৭ ॥

কথমপি জয়লেশে গর্ব্বিতায়াঃ রাধায়াঃ নয়নযুগং চ কপোলৌ চৈষাং সমাহারো নয়নযুগকপোলং, ইতি চত্বারি মুখমন্তে যস্য তদ্দন্তবাসঃ ইতি দ্বে, স্তনযুগলঞ্চ ললাটঞ্চ ইতি ত্রীণি। এবং নবাঙ্গানি এবং সমাহারে সংখ্যা পূর্ব্বত্বাৎ দ্বিগুত্বে ঙীপ্। নবাঙ্গীং স্বাধরেণাশু সখীনামগ্রে বলাত্ত্বমাহর ॥৪৮॥

অঙ্গ সমূহকে আমি জয় করিয়াছি অতএব তোমার স্বীয় প্রত্যেক অঙ্গে তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গকে অর্থাৎ বাহুতে বাহু, বদনে বদন, নয়নে নয়ন, গণ্ডে গণ্ড বক্ষে বক্ষ ও অধরে অধর স্থাপন কর ॥ ৪৬ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ পাশা ফেলিলে চতুর্থ সংখ্যকের সহিত পঞ্চাখ্য অর্থাৎ নবসংখ্যক দান উপস্থিত হইল, সুতরাং তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলে কুন্দলতা বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥

কৃষ্ণ! কিঞ্চিন্মাত্র জয়লেশে শ্রীরাধিকা অত্যন্ত গর্ব্বিতা হইয়াছেন, সুতরাং তুমি ইহার নেত্রদ্বয় কপোল অর্থাৎ গণ্ডদ্বয়, ওষ্ঠদ্বয়, বদন ও স্তনযুগল এই নয় অঙ্গে তোমার নয় অঙ্গ স্থাপন কর ॥ ৪৮ ॥

ললিতাহ হরে! যানি তবাঙ্গানি দশানয়া।
কৌন্দ্যাং ধৃতানি তান্যস্যাঃ স্বাধরেণাহরাগ্রতঃ ॥ ৪৯ ॥
কৌন্দ্যব্রবীন্ময়া তানি ললিতা-সব্যগণ্ডকে।
ধৃতান্যস্মাদ্গৃহাণেতি সোঽভূত্তচ্চুম্বনোন্মুখঃ ॥ ৫০ ॥
ব্রুবাণা দশবামঞ্চেত্যক্ষং রাধা তদাক্ষিপৎ।
স যথাজ্ঞা তবেত্যুক্ত্বা বামগণ্ডোন্মুখো হভবৎ ॥ ৫১ ॥

হে হরে! রাধায়াঃ যানি তব দশাঙ্গানি কৌন্দ্যাং ধৃতানি তানি তান্যঙ্গানি ত্বং অস্যাং রাধায়াং কুন্দবল্ল্যা স্বাধরেণাহর ॥ ৪৯ ॥

তানি দশাঙ্গানি ললিতায়াঃ সব্যে গণ্ডে ময়া ধৃতানি অস্মাৎ গণ্ডাৎ গৃহাণ ইত্যুক্তঃ সন্ স কৃষ্ণঃ তৎ গণ্ডং চুম্বিতুং উন্মুখোঽভূৎ ॥ ৫০ ॥

তদা রাধা দশ বামঞ্চেতি ব্রুবাণা সত্যক্ষমক্ষিপৎ। স শ্রীকৃষ্ণঃ বামঞ্চা-শব্দো বামং অঞ্চতীতি বামঞ্চাপদং নিপাতসিদ্ধং বামবাচিত্বেন সঙ্কেততয়া তব রাধায়া যথা আজ্ঞা তথা করোমীত্যুক্ত্বা ললিতায়া গণ্ডে চুম্বিতুমুন্মুখো-হভূৎ ॥ ৫১ ॥

অনন্তর ললিতা কহিলেন কৃষ্ণ! শ্রীরাধিকার যে দশ অঙ্গ তাহা কুন্দলতাতে অর্পিত হইয়াছে, তুমি এই শ্রীরাধার অথবা কুন্দলতার সেই সেই দশ অঙ্গ আপন অধর দ্বারা গ্রহণ কর ॥ ৪৯ ॥

এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কুন্দলতা বলিলেন, আমি সেই দশ অঙ্গ ললিতার বামগণ্ডে রাখিয়াছি, ঐ গণ্ড হইতে গ্রহণ কর, এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ললিতার গণ্ড চুম্বন করিতে উন্মুখ হইলেন ॥ ৫০ ॥

তখন শ্রীরাধা "দশ বামঞ্চ" এই কথা বলিয়া পাশা নিঃক্ষেপ করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ বামঞ্চা এই পদে বামবাচিত্ব রূপে সঙ্কেত বুঝিয়া "শ্রীরাধার যেমন আজ্ঞা তাহাই করিতেছি" এই বলিয়া ললিতার বামগণ্ডে চুম্বন করিতে উন্মুখ হইলেন অর্থাৎ শ্রীরাধা বামঞ্চ ও তাহাই শুনালেন, কিন্তু শ্রীরাধাকথিত বামঞ্চ

বিমুখী ললিতা ক্রোধাৎ কৌন্দীকৃষ্ণাবভর্ৎসয়ৎ।
কৃষ্ণঃ প্রাহ প্রিয়াং শশ্বৎ জিতান্যঙ্গানি মে নয় ॥ ৫২ ॥
ইতি নিজমুখমস্যাস্তত্তদঙ্গে নিধাতুং
চপলমনৃজুনেত্রা ভর্ৎসয়ন্ত্যস্ফুটোক্তিঃ।

ললিতা বিমুখী ভূত্বা ক্রোধাৎ কুন্দবল্লীং কৃষ্ণঞ্চাভর্ৎসয়ৎ। কৃষ্ণঃ প্রিয়াং প্রাহ। হে প্রিয়ে! শশ্বৎ পুনঃ পুনঃ ত্বয়া জিতান্যপি মে অঙ্গানি নয় গৃহাণ ॥ ৫২ ॥

ইত্যুক্ত্বা নিজমুখং। নিজমুখমিত্যুপলক্ষণমন্যান্যপাঙ্গানি। অস্যা রাধায়াস্তত্তদঙ্গে মুখাদাঙ্গে নিধাতুং নিয়োক্তুং চঞ্চলং তং প্রিয়ং সা রাধা অনৃজুনী বক্রে নেত্রে যস্যাঃ। অস্ফুটা উক্তির্যস্যাঃ। অতি কুটিলা ভ্রূর্যস্যাঃ সা। এবম্ভূতা সতী স্মিতরুদিতবিমিশ্রং যথা স্যাত্তথা প্রিয়ং কৃষ্ণং ভর্ৎসয়ন্তী করাভ্যাং

শব্দের অর্থ পাশক। শ্রীকৃষ্ণ বামকৃষ্ণশব্দে বামদিগবস্থিত বস্তুকে বুঝিলেন। সুতরাং শ্রীরাধা বামকৃষ্ণ বলিয়া পাশা ফেলিলে শ্রীকৃষ্ণ বামদিগে ললিতার গণ্ড চুম্বন করিতে উদ্যত হইলেন ॥ ৫১ ॥

ললিতা বিমুখী হইয়া ক্রোধ করে কুন্দলতা ও শ্রীকৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধাকে বলিলেন প্রিয়ে! আমার অঙ্গসকলকে তুমি বারম্বার জয় করিয়াছ অতএব তুমিই তাহা গ্রহণ কর ॥ ৫২ ॥

এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় বদন ও অন্যান্য অঙ্গ শ্রীরাধার সেই সেই অঙ্গে স্থাপন করিতে চঞ্চল হইলে শ্রীরাধা কুটিল নয়নে অস্ফুট বাক্য ও কুটিলভ্রূ হইয়া হাস্য ও রোদনবিমিশ্রিত অশ্রু মোচন করিতে করিতে ভর্ৎসনা করিয়া প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে দুই হস্ত দ্বার নিবারণ পূর্ব্বক তাঁহার তুষ্টি বিধান

স্মিতরুদিতবিমিশ্রং বারয়ন্তী করাভ্যাং
প্রিয়মতিকুটিলভ্রূস্তস্য তুষ্টিং ব্যতানীৎ ॥ ৫৩ ॥
এবং দ্যূতে বর্ত্তমানে সহসা সারিকাগতা।
আচখ্যৌ সূক্ষ্মধী গোষ্ঠাদাগতা জটিলেতি সা ॥ ৫৪ ॥
তচ্ছ্রুত্বা চলিতৌ ভীতৌ সগণৌ রাধিকাচ্যুতৌ।
মিলিত্বৈবাগতৌ শীঘ্রং কুঞ্জং কুঞ্জেনরাভিধং ॥ ৫৫ ॥

বারয়ন্তী সতী। তস্য প্রিয়স্য কৃষ্ণস্য তুষ্টিং ব্যতানীৎ। হ্লাদিনীশক্তেঃ সারভূতায়াঃ রাধায়াঃ সর্ব্বা এবাবস্থাঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পরমানন্দপ্রদাঃ প্রসিদ্ধা এব ॥৫৩॥

এবং দ্যূতে দ্যূতক্রীড়ায়াং বর্ত্তমানে সতি জটিলানিকটে স্থিত্বা তস্যাশ্চেষ্টিতং জ্ঞাত্বা বক্তুং পুরা বৃন্দয়া প্রেরিতা সূক্ষ্মধী নাম্নী সারিকা সহসাগতা সতী গোষ্ঠাৎ জটিলা আগতা ইত্যাচখ্যৌ ॥ ৫৪ ॥

তচ্ছ্রুত্বা তৌ রাধিকাকৃষ্ণৌ ভীতৌ সগণৌ সন্তৌ। ততশ্চলিতৌ মিলিত্বৈব কুঞ্জেনরাভিধং শীঘ্রমাগতৌ। কুঞ্জেষু ইনং প্রভূং শ্রীকৃষ্ণং রাতি দদাতি প্রাপয়তীতি কুঞ্জেনরং অতস্তদভিধং তৎ। পুংপক্ষে কুঞ্জেনরাঃ কুঞ্জেনরাভিধস্তং কুঞ্জং ॥ ৫৫ ॥

করিলেন, অর্থাৎ শ্রীরাধার ঐরূপ নিষেধেও শ্রীকৃষ্ণের পরম সন্তোষ লাভ হইল, যে হেতু হ্লাদিনী শক্তির সারভূতা শ্রীরাধার সর্ব্ববিধ অবস্থাই শ্রীকৃষ্ণের পমরানন্দপ্রদ হইয়া থাকে ইহাই প্রসিদ্ধ আছে ॥ ৫৩ ॥

এইরূপে দ্যূতক্রীড়ায় বর্ত্তমান হইলে, অগ্রে বৃন্দাদেবী প্রেরিতা সূক্ষ্মধীনাম্নী সারিকা জটিলার নিকটে থাকিয়া তাহার নিখিল বৃত্তান্ত অবগত হওত তৎসমুদায় বৃত্তান্ত বলিবার নিমিত্ত সহসা আগমন করত "গোষ্ঠ হইতে জটিলা আসিয়াছে" এই কথা বলিতে লাগিল ॥ ৫৪ ॥

এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক শ্রীরাধাকৃষ্ণ অতীব ভীতচিত্তে স্বগণসহ মিলিত

কৃষ্ণোঽত্র স্থাপিতঃ কৌন্দ্যা রাধাগাৎ সূর্য্যমন্দিরম্।
তাবত্তত্রাগতা বৃদ্ধা জগাদ কুন্দবল্লিকাম্॥ ৫৬॥
বিলম্বঃ কথমেতাবান্ সা তামাহ ন লভ্যতে।
বটুরেকোঽপি তে নীতা নিমন্ত্র্য যৌবতৈঃ প্রগে॥ ৫৭॥
একঃ শ্রীগর্গশিষ্যো যো মাথুরো বটুরাগতঃ।
বিশ্বশর্ম্মাভিধঃ সূর্য্যপূজায়াং স বিচক্ষণঃ॥ ৫৮॥

অত্র কুঞ্জেনরকুঞ্জে কৌন্দ্যা কর্ত্র্যা কৃষ্ণঃ স্থাপিতঃ। রাধা সূর্য্যমন্দিরমগাৎ। অত্র কৌন্দ্যা শব্দস্য কাকাক্ষিগোলকন্যায়েন উভয়ত্র সম্বন্ধঃ। আগতা বৃদ্ধা জটিলা কৌন্দীং জগাদ॥ ৫৬॥

এতাবান্ বিলম্বঃ কথং। সা তাং একোঽপি বটুর্ব্রাহ্মণবালকো ন লভ্যতে ইত্যাহ। অন্যদিবসীয়া বটবস্তে প্রগে প্রাতঃকালে যৌবতৈ র্যুবতীনাং সমূহৈ র্নিমন্ত্র্য নীতাঃ॥ ৫৭॥

একো গর্গশিষ্যোমাথুরো বটুরাগতঃ। স বিশ্বশর্ম্মাভিধঃ সূর্য্যপূজায়াং বিচক্ষণঃ॥ ৫৮॥

হইয়া তথা হইতে বহির্গত হওত অতি সত্বর কুঞ্জেনর নামক অর্থাৎ কুঞ্জের ইন (প্রভু) শ্রীকৃষ্ণপ্রাপক কুঞ্জে আগমন করিলেন॥ ৫৫॥

এই কুঞ্জেনর নামক কুঞ্জমধ্যে কুন্দলতা শ্রীকৃষ্ণকে স্থাপন করিলেন এবং শ্রীরাধাও কুন্দলতার সহিত সূর্য্যমন্দিরে গমন করিলেন, ইতিমধ্যে সেই স্থানে বৃদ্ধা জটিলা আগমন পূর্ব্বক কুন্দলতাকে কহিল॥ ৫৬॥

কুন্দলতে! এত বিলম্ব কেন? কুন্দলতা কহিলেন, একটীও ব্রাহ্মণ বালক এখানে পাওয়া যাইতেছে না, ব্রজনগরের যুবতীসকল পূর্ব্ব দিনসেই ব্রাহ্মণ-বালকগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছে॥ ৫৭॥

কিন্তু একজন গর্গাচার্য্যের শিষ্য মথুরাবাসী ব্রাহ্মণ বালক আসিয়াছে, সে সূর্য্যপূজা কার্য্যে সম্যক্‌রূপে পারদর্শী॥ ৫৮॥

কৃষ্ণস্য কাম্যকবনে গাঃ সঞ্চারয়তো গিরা।
আগতোঽরিষ্টকুণ্ডেঽসৌ স্নাতুং স মধুমঙ্গলঃ॥ ৫৯॥
প্রার্থনাম্ন স্তমায়ান্তং দোষাংস্তে শ্রাবয়ন্ পথি।
ভবৎকটুগিরা রুষ্টো ন্যষেধম্মধুমঙ্গলঃ॥ ৬০॥
বৃদ্ধাহ ক্বাস্ত্যসৌ সাহ সোঽত্রৈব বীক্ষতে বনম্।
যত্নাদানয় তং যাহি নায়াত্যেষ গুণৈস্তব॥ ৬১॥

কাম্যকবনে গাঃ সঞ্চারয়তঃ কৃষ্ণস্য গিরা অরিষ্টকুণ্ডে কৃষ্ণকুণ্ডে স্নাতং স মধুমঙ্গলঃ অসৌ বটুরাগতঃ॥ ৫৯॥

নো ঽস্মাকং প্রার্থনাদায়ান্তং তং বটুং ভবৎকটুগিরা রুষ্টো মধুমঙ্গলঃ তে তব দোষান্ পথি ন্যষেধৎ॥ ৬০॥

বৃদ্ধাহ। অসৌ বটুঃ ক্বাস্তি। সাহ। সবটুরত্রৈব বনং বীক্ষতে বৃদ্ধাত। তং যত্নাদানয় সাহ। তব গুণৈরেষ নায়াতি নায়াস্যতি। বর্ত্তমানসামীপ্যে ভবিষ্যতি লট্॥ ৬১॥

শ্রীকৃষ্ণ কাম্যবনে গোচারণ করিতেছেন, তাঁহার বাক্যে এই মধুমঙ্গল নামক একজন মথুরাবাসী ব্রাহ্মণবালক অরিষ্ট কুণ্ডে অর্থাৎ শ্যামকুণ্ডে স্নান করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন॥ ৫৯॥

গর্গশিষ্য বটু আমাদের প্রার্থনায় আগমন করিতেছিলেন, কিন্তু ঐ দুষ্টতম মধুমঙ্গল "জটিলা বড় কটুভাষিণী তুমি আসিও না" এই বলিয়া পথমধ্যে তোমার নানা প্রকার দোষ শুনাইয়া তাহাকে নিবারণ করিয়াছে॥ ৬০॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া জটিলা জিজ্ঞাসা করিল, সেই বটু কোথায় আছে? কুন্দলতা বলিলেন, তিনি এই স্থানেই শোভায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করত অবস্থিত রহিয়াছেন। জটিলা বলিল তাহাকে যত্ন করিয়া লইয়া আইস। কুন্দলতা কহিলেন, তোমার যে গুণ তাহাতে তিনি কিছুতেই আসিতে চাহেন না॥৬১॥

অঙ্গীকৃত্য সুমিষ্টান্নভোজনং ভূরিদক্ষিণম্ ।
একো নায়াতি চেত্তৌ দ্বাবানয়েহ ধনিষ্ঠয়া ॥ ৬২ ॥
বৃদ্ধয়াম্রেড়িতে গত্বা তে গৃহীত্বাগতে দ্রুতম্ ।
ব্রহ্মবেশং স্ফুরদ্বেদং কৃষ্ণং সমধুমঙ্গলম্ ॥ ৬৩ ॥
বৃদ্ধয়া মানিতঃ কৃষ্ণস্তামানন্দয়দাশিষা ।
গোমাংস্তেঽস্তু সুতঃ সর্ব্বমঙ্গলালিঙ্গিতা স্নুষা ॥ ৬৪ ॥

ত্বং ধনিষ্ঠয়া সহ যাহি যাহীত্যুবাচ। স একো নায়াতি চেত্তদা তৌ দ্বৌ ভূরিদক্ষিণাসহিতং সুমিষ্টান্নভোজনমঙ্গীকৃত্যাআনয় ॥ ৬২ ॥

বৃদ্ধয়াম্রেড়িতে দ্বিস্ত্রিরুক্তে কৌন্দীধনিষ্ঠে গত্বা সমধুমঙ্গলং কৃষ্ণং। কীদৃশং ব্রহ্মবেশং। স্ফুরদ্বেদং সাক্ষাদ্বেদমূর্ত্তিং বেদোচ্চারকং বা শীঘ্রং গৃহীত্বা গতে ॥ ৬৩ ॥

বৃদ্ধয়া মানিতঃ কৃষ্ণঃ আশিষা তাং বৃদ্ধামানন্দয়ৎ। আশীর্ব্বাদমাহ। তে সুতো গোমান্ অস্তু। তে স্নুষা পুত্রবধূঃ সর্ব্বমঙ্গলৈরালিঙ্গিতাস্তু। শ্লেষেণ সর্ব্বমঙ্গলেন ময়া ॥ ৬৪ ॥

অনন্তর জটিলা কহিল, কুন্দলতে ! তুমি ধনিষ্ঠার সহিত গমন কর, সেই এক ব্রাহ্মণকুমারটী যদি না আইসে, তাহা হইলে উভয়কে "তোমাদিগকে প্রচুর দক্ষিণা ও মিষ্টান্ন ভোজন করিতে দিব" এই বলিয়া এখানে লইয়া আইস ॥ ৬২ ॥

বৃদ্ধা জটিলা এইরূপ দুই তিন বার বলিলে কুন্দলতা ও ধনিষ্ঠা মধুমঙ্গলের সহিত অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের সমীপে গমন করিয়া দেখিলেন, যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণবেশ ধারণ পূর্ব্বক যেন সাক্ষাৎ বেদমূর্ত্তি বা বেদোচ্চারণ করিতেছেন, এইরূপ দর্শন করিয়া শীঘ্র তাঁহাকে গ্রহণ করত তথা হইতে আগমন করিলেন ॥৬৩॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ জটিলার নিকট বহুতর সম্মান পাইয়া "তোমার পুত্রের প্রচুর গোধন হউক এবং তোমার পুত্রবধূ সর্ব্ব মঙ্গলান্বিতা হউক" এই বলিয়া সেই জটিলাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৪ ॥

পূজারম্ভেঽবদৎ কৃষ্ণো বধ্বাস্তে নাম কিং বদ।
রাধেতি বৃদ্ধয়োক্তো হসৌ সচমৎকারমাহ তাং ॥ ৬৫ ॥
সেয়ং গুণবতী যস্যাঃ সাধ্বীত্বং শ্রূয়তে পুরে।
ধন্যা ত্বং যৎস্নুষা সৈষেত্যুক্তা রাধামথাব্রবীৎ ॥ ৬৬ ॥
নাবৃতঃ কারয়েৎ কর্ম্ম তদ্ভাস্বদতনুক্রতৌ।
বৃণু মাং স্ত্রী ন মে স্পৃশ্যা স্পৃশন্তী মাং কুশৈঃ পঠ ॥ ৬৭ ॥

পূজারম্ভে কৃষ্ণোঽবদৎ। তে বধ্বাঃ কিং নাম বদ। বৃদ্ধয়া রাধেত্যুক্তঃ সন্ অসৌ কৃষ্ণঃ সচমৎকারং যথাস্যাত্তথা তামাহ ॥ ৬৫ ॥

সা প্রসিদ্ধা গুণবতীয়ং। যস্যাঃ সাধ্বীত্বং পুরেঽস্মিন্ ব্রজে শ্রূয়তে। এষা যদযস্যা স্তব স্নুষা সা ত্বমপি ধন্যাসীত্যুক্ত্বা। অথ শ্রীরাধামব্রবীৎ ॥ ৬৬ ॥

অবৃতো বরণং বিনা কর্ম্ম ন কারয়েৎ। পুরোহিত ইতি বোধ্যং। ইতি বেদবচনং। তত্তস্মাৎ ভাস্বতঃ সূর্য্যস্যানুক্রতৌ মহাযজ্ঞে অত্র মাং বৃণু। মে ময়া স্ত্রী ন স্পৃশ্যা। কুশৈর্মাং স্পৃশন্তী সতী পঠ। বক্ষ্যমাণমন্ত্রমিতি শেষঃ। পক্ষে ভাস্বদতনো র্দেদীপ্যমানকন্দর্পস্য যজ্ঞে বস্ত্রাদিনাবৃতঃ সন্ কর্ম্ম ন

পূজারম্ভ হইলে শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধা জটিলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার পুত্রবধূর নাম কি? বৃদ্ধা কহিল, "রাধা" এই কথা শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ চমৎকৃত হইয়া বৃদ্ধাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৬৫ ॥

সেই গুণবতী কি ইনি? এই ব্রজপুরে যাঁহার সতীত্ব শুনা গিয়া থাকে? এবং এই রাধা "তোমার পুত্রবধূ?" এই কথা বলিয়া শ্রীরাধাকে কহিলেন ॥ ৬৬

"পুরোহিতকে বরণ না করিলে তিনি কখনই কর্ম্ম করেন না" এই বেদ বাক্য, অতএব এই সূর্য্যপূজা রূপ মহাযজ্ঞে আমাকে বরণ কর, কিন্তু আমি স্ত্রীলোক স্পর্শ করি না, সুতরাং তুমি কুশ দ্বারা আমাকে স্পর্শ করিয়া মন্ত্র পাঠ কর।

পক্ষান্তরে। দেদীপ্যমান অতনুক্রতু অর্থাৎ কামযজ্ঞে বৃত-বস্ত্রাদি দ্বারা আবৃত হইয়া কর্ম্ম করাইবে না, সুতরাং বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নিখিল ললনাপতি

জগন্মাঙ্গলকৃদ্গোত্রং শুচিবিৎপ্রবরং শুচিং।
ভবন্তং বিশ্বশর্ম্মাণং পুরোহিততয়া বৃণে ॥ ৬৮ ॥*

কারয়েৎ। অত্র স্তদ্বিহায় স্ত্রীণামিনং স্বামিনং মাং বৃণু। আ সম্যক্ ইঃ কামস্তেন স্পৃশ্যা ত্বমঙ্কুশৈরিব তীক্ষ্ণৈ র্নখৈ র্মা মাং স্পৃশন্তী পঠ ক্রিয়াং কুরু ॥ ৬৭ ॥

বরণে পুরোহিতস্য গোত্রপ্রবরনামোচ্চারণং কার্য্যমত স্তৎ কারয়ন্ স্বং বরয়তি। যথা জগন্মঙ্গলকৃদ্ভগবানেব গোত্রং যস্য তং শুচি শুদ্ধ্যাদিবিৎ জ্ঞানং যস্য তথাভূতং প্রবরং যস্য তং। প্রবরং সন্ততৌ গোত্রে ইতি মেদিনিকরঃ। শুচিং শুদ্ধং বিশ্বশর্ম্মাণং বিশ্বশর্ম্মানামকং ভবন্তং পুরোহিততয়া বৃণে। পক্ষে। জগতাং মঙ্গলকৃৎ গোত্রং নাম যস্য তং। শুচিবিদাং শৃঙ্গাররসবিদাং প্রবরং শ্রেষ্ঠং। শুচিং শৃঙ্গাররসরূপং। বিশ্বসুখদায়িনং। পুরোঽগ্রে হিততয়া ভবন্তং বৃণে। ইতি বরণমন্ত্রঃ ॥ ৬৮ ॥

যে আমি, আমাকে কামস্পৃশ্যা অর্থাৎ কামাতুরা হইয়া কুশ অর্থাৎ অঙ্কুশসদৃশ সুতীক্ষ্ণ নখর দ্বারা পঠ অর্থাৎ ক্রিয়া কর ॥ ৬৭ ॥

বরণের মন্ত্র যথা—

বরণকালে প্রথমতঃ পুরোহিতের গোত্র, প্রবর ও নামের উচ্চারণ করিতে হয়, এজন্য তাহাই করাইয়া বরণ করাইতেছেন। যথা,—জগন্মঙ্গলকারী শ্রীভগবান্ই যাহার গোত্র এবং প্রবর, বিশুদ্ধ জ্ঞানশালী সেই শুদ্ধচেতা বিশ্বশর্ম্মাকে (বিশ্বশর্ম্মনামক আপনাকে) আমি পুরোহিত পদে বরণ করিতেছি ॥

পক্ষান্তরে। যাঁহার গোত্র (নাম) জগতের মঙ্গলপ্রদ, শুচিবৎ অর্থাৎ শৃঙ্গাররসবেত্তাসকলের মধ্যে প্রবর-শ্রেষ্ঠ (রসিকচূড়ামণি), বিশ্বশর্ম্মা (বিশ্বের সুখপ্রদ) পুরোহিত অর্থাৎ পুরঃ-অগ্রে হিতকারি বলিয়া বরণ করিতেছি ॥৬৮॥

---

* ৬৮—৬৯ দুই শ্লোকে শ্রীরাধা নিজের মনোভাব প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন, অথচ তাহা শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞেয় এবং জটিলার অজ্ঞেয় ॥

শ্রীভাস্বতেঽতনুতমঃসংহর্ত্রে হত্যনুরাগিণে।
পুরঃ সতেঽস্মৈ মিত্রায় পদ্মিনীবন্ধবে নমঃ ॥ ৬৯ ॥
মন্ত্রেণানেন পাদ্যাদীন্ মিত্রায় ত্বং সমর্প্য।
স্বঞ্চ গৌরাংশুকঃ স্যাত্তে যথা কামপ্রদো বশঃ ॥ ৭০

অথ পূজামন্ত্রমাহ। অস্মৈ শ্রীভাস্বতে সূর্য্যায় নমঃ। কথম্ভূতায়। অতনু-নামনল্পানাং তমসাং সংহর্ত্রে হত্যনুরাগিণে সায়ং প্রাতরত্যনুরক্তায়। পুরঃ সতে সম্মুখোপরি বিদ্যমানায়। মিত্রায় মিত্রনাম্নে। পদ্মিনীনাং বন্ধবে। পক্ষে। অস্মৈ মিত্রায় প্রিয়ায় নমো দীয়মানা ভবামি। কীদৃশায়। শ্রীলক্ষ্মী র্বক্ষস্থা স্বর্ণরেখারূপা ভাসঃ কান্তয়শ্চ তদযুক্তায়। অতনোঃ কন্দর্পাৎ তমসাং দুঃখানাং সংহর্ত্রে। অত্যনুরাগবতে। পুরোঽগ্রে বিদ্যমানায়। পদ্মানি মুখনেত্রাদিরূপাণি করপদচিহ্নরূপে চ করধৃতলীলাকমলং চ সন্তি যস্যাং সা। পদ্মিনী সল্লক্ষণা নায়িকা তদ্বন্ধবে নমঃ ॥ ৬৯ ॥

ত্বমনেন মন্ত্রেণ মিত্রায় সূর্য্যায় পাদ্যাদীন্ স্বমাত্মানং মনশ্চ সমর্প্য। যথা গৌরাংশুকো গৌরকিরণঃ সূর্য্যস্তে বশঃ সন্ কামোঽভিলাষস্তৎপ্রদঃ স্যাৎ। পক্ষে মিত্রায় প্রিয়ায়। স্বং আত্মানং শরীরং। গৌরাংশুকঃ পীতা-

অথ পূজামন্ত্র ॥

যিনি অতনু অর্থাৎ সমধিক অন্ধকারের বিনাশকারী, যিনি সায়ং ও প্রভাতে অতিশয় অনুরক্ত অর্থাৎ অরুণবর্ণ সম্মুখস্থিত এবং পদ্মিনীপতি (পদ্ম-বান্ধব) এই মিত্রনামক ভাস্বান্ সূর্য্যকে নমস্কার করি ॥

পক্ষান্তরে। মিত্র (প্রিয়) শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমি প্রদত্তা হইতেছি এবং শ্রী অর্থাৎ বক্ষঃস্থলস্থিতা স্বর্ণরেখার কান্তিযুক্ত তনুহীন কন্দর্প জন্য তমঃ অর্থাৎ দুঃখ বিনাশক, অতিশয় অনুরাগযুক্ত পদ্মিনী অর্থাৎ যে স্ত্রীর বদন, নয়ন, হস্ত ও চরণ কমলসদৃশ এবং হস্তে লীলাকমল ধৃত, তাদৃশ পদ্মিনী অর্থাৎ নায়িকারত্নের যিনি পতি, সেই অগ্রস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি ।৬৯॥

অনন্তর পুরোহিত রূপী শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, রাধে! তুমি এই মন্ত্র দ্বারা

অত্র স্বস্তি-ঋচং শশ্বৎ পপাঠ মধুমঙ্গলঃ।
পূজায়ামথ পূর্ণায়াং রাধামুপদিদেশ সঃ ॥ ৭১ ॥
গোপতে র্যাগপূর্ত্ত্যর্থং রাধে! ত্বং নিজগোততিম্।
পুরোহিতায় দেহ্যস্মৈ দক্ষিণাং গোসমৃদ্ধয়ে ॥ ৭২ ॥

স্বরো মল্লক্ষণঃ। কামঃ কন্দর্পবিলাসঃ। অন্যং সমং। গৌরাংশুকঃ সূর্য্যঃ কৃষ্ণশ্চ যথা যেন প্রকারেণ তে তব কামপ্রদঃ তথা বশশ্চ স্যাত্তথা স্বঞ্চ সমর্পয়। "গৌরোঽরুণে সিতে পীতে" ইত্যমরনানার্থঃ ॥ ৭০ ॥

মধুমঙ্গলঃ স্বস্তি ন ইন্দ্র ইত্যাদি ঋচং পপাঠ। স মধুমঙ্গলঃ রাধামুপদিদেশ ॥ ৭১ ॥

গোঃ কিরণস্য পত্যুঃ সূর্য্যস্য। পক্ষে। গবাং পত্যু র্মে যাগপূর্ত্ত্যর্থং। নিজগবাং ততিঃ নিজেন্দ্রিয়শ্রেণীং চ। গবামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ সমৃদ্ধয়ে। অস্মৈ পুরোহিতায়। পক্ষে পুরোঽগ্রে হিতকরায় দক্ষিণাং দেহি ॥ ৭২ ॥

মিত্রকে অর্থাৎ সূর্য্যকে পাদ্যাদি এবং আত্মা (মন) সমর্পণ কর এবং গৌর-কিরণ সূর্য্যদেবও তোমার কাম অর্থাৎ অভীষ্ট প্রদান করুন ॥

পক্ষান্তরে। মিত্র অর্থাৎ প্রিয় এবং পীতাম্বর আমাকে আত্মা অর্থাৎ শরীর সমর্পণ কর, আমি তোমার কন্দর্প বিলাস সমর্পণ করিব ॥ ৭০ ॥

অনন্তর মধুমঙ্গল "স্বস্তি ন ইন্দ্র" ইত্যাদি বেদ মন্ত্র সকল নিরন্তর পাঠ করত পূজা সমাপ্ত করিয়া শ্রীরাধাকে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন ॥৭১॥

অনন্তর হে রাধে! গোপতি সূর্য্যের যাগসম্পূর্ণ করিতে এবং গোসমূহের সমৃদ্ধি নিমিত্ত তুমি নিজ গোসমূহ এই পুরোহিতকে দক্ষিণা দাও ॥

পক্ষান্তরে। আমি গোসকলের পতি এবং তোমাদের অগ্রে হিত করিয়া থাকি, আমার যাগের পূর্ণতা নিমিত্ত তোমার ইন্দ্রিয় সকল আমায় দক্ষিণা দাও ॥ ৭২ ॥

নৈবেদ্য দক্ষিণাত্বেন রাধাস্বর্ণাঙ্গুলীয়কে।
ন্যস্তে হগ্রে বৃদ্ধয়া ভক্ত্যা স্মেরস্তামাহ মাধবঃ ॥ ৭৩ ॥
নাদ্মোহন্যদেবতাশেষং বয়মেকান্তিবৈষ্ণবাঃ।
নান্যবর্ণার্থামাদদ্যাং শুক্লবৃত্তিরহং বটুঃ ॥ ৭৪ ॥
সর্ব্বজ্ঞো গর্গশিষ্যোহস্মি জ্যোতিঃসামুদ্রকাদিবিৎ।
গুর্বী মে দক্ষিণা প্রীতি র্যুষ্মাভি র্ব্রজবাসিভিঃ ॥ ৭৫ ॥

বৃদ্ধয়া ভক্ত্যা নৈবেদ্য দক্ষিণাত্বেন দক্ষিণার্থং রাধায়াঃ স্বর্ণাঙ্গুলীয়ে স্বর্ণমুদ্রিকাদ্বয়ং। কৃষ্ণস্যাগ্রে ন্যস্তে দত্তে স্মেরোমাধবস্তাং বৃদ্ধামাহ ॥ ৭৩ ॥

অন্যদেবতায়াঃ শেষং বয়ং নাদ্মঃ। কীদৃশাঃ? বয়মেকান্তিবৈষ্ণবাঃ অনন্যবৈষ্ণবাঃ। অন্যবর্ণস্যার্থং চ নাদ্যাং অন্যবর্ণধনঞ্চ ন গৃহ্ণামি। শুক্লা শুদ্ধা বৃত্তি র্যস্য তাদৃশো বটুরহং ॥ ৭৪ ॥

সর্ব্বজ্ঞোহহং গর্গশিষ্যোহস্মি ভবামি। জ্যোতিঃশাস্ত্রসামুদ্রকাদিশাস্ত্রবিৎ। যুষ্মাভি র্ব্রজবাসিভি র্মে মম যা প্রীতিঃ সা মে গুর্ব্বী দক্ষিণা। ইতি যদুক্তং তত্তু। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহ"মিতি। "যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহ"মিতি গীতাদ্যুক্ত্যা ব্রজবাসিনাং সর্ব্বৈব চেষ্টা যথা কৃষ্ণপ্রীত্যর্থং তথৈব কৃষ্ণস্যেতি ॥ ৭৫ ॥

তদনন্তর বৃদ্ধা জটিলা দুইখানি নৈবেদ্য ও দক্ষিণাস্বরূপ অঙ্গুরীদ্বয় পুরোহিতরূপি শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে অর্পণ করায় শ্রীকৃষ্ণ হাস্য মুখে জটিলাকে কহিলেন ॥ ৭৩ ॥

আমরা একান্ত বিশুদ্ধ বৈষ্ণব, অতএব অন্যদেবতার প্রসাদ ভক্ষণ করি না, আমি শুদ্ধবৃত্তি ব্রাহ্মণ বালক, অন্য জাতির অন্ন বা অর্থও গ্রহণ করি না ॥ ৭৪ ॥

আরও কহিলেন যে আমি গর্গাচার্য্যের শিষ্য, জ্যোতিষ ও সামুদ্রিক প্রভৃতি শাস্ত্রের পণ্ডিত সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ, অতএব আমার প্রতি তোমাদের যে একটী স্বাভাবিক প্রীতি আছে, তাহাই মহতী দক্ষিণা ॥ ৭৫ ॥

বৃদ্ধায়াং কর্ণলগ্নায়াং কৌন্দ্যাঃ সা হরিমব্রবীৎ।
বৃদ্ধা ত্বাং যাচতে বধ্বাঃ করং বীক্ষ্য ফলং বদ ॥ ৭৬ ॥
হরিস্তামাহ নাস্মাকং ললনাঙ্গপ্রদর্শনম্।
কার্য্যং তথাপি বঃ প্রীত্যা বশঃ পশ্যামি দূরতঃ ॥ ৭৭ ॥
ত্বমেবাস্যাঃ করৌ সাধ্ব্যাঃ প্রসারয় পুরো মম।
কৌন্দ্যা তথা কৃতে সোঽভূৎ কম্পাশ্রুপুলকাঞ্চিতঃ ॥৭৮॥
আচ্ছাদ্য বিস্ময়েনাত্মহর্ষমাহাদ্ভুতং ত্বিদম্।
যান্যস্যাঃ শুভচিহ্নানি তৈরিয়ং স্যাৎ স্বয়ং রমা ॥ ৭৯ ॥

কৌন্দ্যাঃ কর্ণে লগ্নায়াং কথয়ন্ত্যাং বৃদ্ধায়াং সা কৌন্দী হরিমব্রবীৎ। বধ্বাঃ করং বীক্ষ্য ফলং বদ ॥ ৭৬ ॥

ললনায়াঃ অঙ্গদর্শনমস্মাকং কার্য্যং ন। বঃ প্রীত্যা দূরতঃ পশ্যামি ॥ ৭৭ ॥

সঃ কৃষ্ণঃ কম্পাদিযুতোঽভূৎ ॥ ৭৮ ॥

আত্মহর্ষং আত্মনঃ শ্রীরাধাঙ্গদর্শনজং হর্ষং তজ্জন্যকম্পাদিকং বিস্ময়রসেনা-

---

অনন্তর বৃদ্ধা জটিলা কুন্দলতার কর্ণে সংলগ্ন হইলে কুন্দলতা শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, "হে বটো! বৃদ্ধা জটিলা আপনাকে নিবেদন করিতেছে যে, আপনি বধূ শ্রীরাধার হস্ত দেখিয়া ফলাফল বলুন" ॥ ৭৬ ॥

ব্রাহ্মণরূপী শ্রীকৃষ্ণ কুন্দলতাকে বলিলেন যে, স্ত্রীলোকের অঙ্গ দর্শন আমাদের কর্ত্তব্য নহে, তথাপি তোমাদের প্রীতির বশবর্ত্তী হইয়া দূর হইতে হস্ত দেখিতেছি ॥ ৭৭ ॥

অপর তুমিই এই পতিব্রতার কর মদীয় সম্মুখে প্রসারিত কর, এই বলিলে কুন্দলতা শ্রীরাধার হস্ত প্রসারিত করিলে তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ কম্প, অশ্রু ও পুলক যুক্ত হইলেন ॥ ৭৮ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ আত্মহর্ষ অর্থাৎ শ্রীরাধার অঙ্গদর্শনজাত হর্ষ এবং তজ্জন্য কম্পাদি সমস্ত ভাবকে বিস্ময়রসদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া বলিলেন, ইহা অত্যন্ত

অস্যাঃপ্রসাদদৃষ্টিশ্চেদ্বয়ং স্মঃ পূর্ণসম্পদঃ।
যত্রাস্যাঃ স্থিতিরত্রৈব সসম্পৎ সর্ব্বমঙ্গলম্ ॥ ৮০ ॥
সূনোস্তে নাম কিং ব্রূহীত্যুক্তয়া বৃদ্ধয়োদিতে।
তন্নাম্নি গণয়িত্বাহ হরিস্তামতিবিস্মিতঃ ॥ ৮১ ॥
বর্ত্তন্তে বহবো বিঘ্না বৃদ্ধে তে তনয়ায়ুষি।
অস্যাঃ সাধ্ব্যাঃ প্রভাবেণ প্রভবন্তি ন তে ক্বচিৎ॥ ৮২ ॥

চ্ছাদ্যাহ। ইদং ত্বদ্ভুতং। অস্যাঃ করে যানি শুভচিহ্নানি সন্তি তৈ শ্চিহ্নৈরিয়ং স্বয়ং রমা স্যাৎ॥ ৭৯ ॥

অস্যাঃ প্রসাদদৃষ্টিশ্চেৎ যদি তদা বয়ং পূর্ণসম্পদঃ স্মো ভবামঃ। অস্যাঃ স্থিতি র্যত্র তত্রেতি বক্তব্যে অত্রৈব সম্পদ্ভিঃ সহ সর্ব্বমঙ্গলং ॥ ৮০ ॥

তে সূনোঃ পুত্রস্য কিং নাম ইত্যুক্তয়া বৃদ্ধয়া কথিতে সতি। তত্তস্য নাম্নি গণয়িত্বা গণনাং কৃত্বা হরিস্তাং বৃদ্ধামাহ ॥ ৮১ ॥

হে বৃদ্ধে! তে পুত্রস্যায়ুষি বহবো বিঘ্না বর্ত্তন্তে। তে বিঘ্নাঃ অস্যাঃ প্রভাবেণ অণ্বপি স্বল্পমপি তে পুত্রে ন প্রভবন্তি। ৮২ ॥

আশ্চর্য্য, এই বধূর হস্তে যত শুভ চিহ্ন দর্শন করিতেছি তাহাতে নিশ্চয় জানা গেল যে ইনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা ॥ ৭৯ ॥

এবং এই বধূর যদি কৃপা দৃষ্টি হয়, তাহা হইলে আমরা সর্ব্ব সম্পত্তিতে পূর্ণ হইব। আর ইহাঁর যে স্থানে অবস্থিতি হয় তথায় সমস্ত সম্পত্তির সহিত মঙ্গল বর্ত্তমান থাকে ॥ ৮০ ॥

তৎপরে জটিলাকে বলিলেন, তোমার পুত্রের নাম বল, এই কথায় জটিলা পুত্রের নামোচ্চারণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ সেই নামে গণনা করত অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া জটিলাকে কহিলেন ॥ ৮১ ॥

বৃদ্ধে! তোমার পুত্রের পরমায়ুতে বহুতর বিঘ্ন আছে, কিন্তু এই পতিব্রতা বধূর প্রভাবেই সেই বিঘ্ন সমস্ত কিছুই করিতে পারিতেছে না ॥ ৮২ ॥

তচ্ছ্রুত্বানন্দিতা বৃদ্ধা রাধিকারত্নমুদ্রিকাম্ ।
অমূল্যাং পুরতস্তস্য দধার পারিতোষিকাম্ ॥ ৮৩ ॥
তাবদেত্যাহ সুবলো বিশ্বশর্ম্মন্ হরির্যুবাং ।
পয়ঃফেণফলাদীনাং ভোজনায় প্রতীক্ষ্যতে॥ ৮৪ ॥
নাদ্মি বিপ্রেতরান্নাদি গার্গ্যা চাস্মি নিমন্ত্রিতঃ ।
যামি শীঘ্রং গৃহাণ ত্বং নৈবেদ্যং মধুমঙ্গল ! ॥ ৮৫ ॥
মধুঃ প্রাহ দেহি বৃদ্ধে ! স্বস্তিবাচনদক্ষিণাম্ ।
আকৃষ্য সাপ্যদাত্তস্মৈ স্বাঙ্গুলেঃ স্বর্ণমুদ্রিকাম্ ॥ ৮৬ ॥

অমূল্যাং রাধায়াঃ রত্নমুদ্রাং পারিতোষিকাং তস্য হরেঃ পুরতোদধার ॥৮৩॥

তাবৎসময়ে সুবল আগত্যাহ । হে বিশ্বশর্ম্মন্ হরির্যুবাং ত্বাং বটুঞ্চ ॥ ৮৪ ॥

বিশ্বশর্ম্মাহ বিপ্রভিন্নস্যান্নাদি নাহমদ্মি ন ভক্ষয়ামি । গার্গ্যাহং নিমন্ত্রিতো-হস্মি ॥ ৮৫ ॥

স্বাঙ্গুলেঃ স্বর্ণমুদ্রামাকৃষ্য সা বৃদ্ধা তস্মৈ মধুমঙ্গলায়াদাৎ ॥ ৮৬ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধা আনন্দিতা হওত শ্রীরাধার রত্নখচিত অমূল্য রত্ন মুদ্রিকা (দুইটী অঙ্গুরীয়ক) দ্বিজরূপি শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে পারিতোষিক রাখিলেন ॥ ৮৩ ॥

ইতি মধ্যে সুবল আসিয়া বলিলেন হে বিশ্বশর্ম্মন্ ! দুগ্ধফেণ অর্থাৎ রস ও ফলাদি ভোজন করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ তোমার ও মধুমঙ্গলের প্রতীক্ষা করিতেছেন ॥ ৮৪ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া বিশ্বশর্ম্মা কহিলেন, আমি ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির অন্নাদি ভোজন করি না, গার্গী (গর্গাচার্য্যের কন্যা) আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, আমি সত্বর তথায় যাইতেছি, মধুমঙ্গল ! তুমিই নৈবেদ্য গ্রহণ কর ॥ ৮৫ ॥

অনন্তর মধুমঙ্গল বলিলেন বৃদ্ধে ! তুমি আমাকে স্বস্তিবাচনের দক্ষিণা

বটুস্তাং প্রাপ্য হৃষ্টঃ সন্ কফোনিং বাদয়ন্ মুহুঃ।
নৈবেদ্যমঞ্চলে বদ্ধা তাং প্রশংসন্ননর্ত্ত সঃ॥ ৮৭॥
বৃদ্ধয়া প্রার্থিতঃ কৃষ্ণং জগাদ মধুমঙ্গলঃ।
অগৃহীতে দক্ষিণার্থে ত্বয়া ন ব্রতপূর্ণতা॥ ৮৮॥
কৃপয়া তদগৃহাণেমং স্বার্থশ্চার্থেন তেন চেৎ।
বিপ্রেভ্যঃ কল্প্যতে সোঽয়ং ব্রতিন্যা ভবিতা শুভম্॥৮৯

স মধুমঙ্গলস্তাং বৃদ্ধাং প্রশংসন্ মুহুঃ কফোনিং বাদয়ন্ ননর্ত্ত॥ ৮৭॥

দক্ষিণাগ্রহণার্থং বৃদ্ধয়া প্রার্থিতো বটুঃ কৃষ্ণমাহ। দক্ষিণাত্বেন দত্তে ঽর্থে ত্বয়া অগৃহীতে ব্রতস্য পূর্ণতা ন স্যাৎ॥ ৮৮॥

তত্তস্মাদিমমর্থং কৃপয়া গৃহাণ। অর্থেন চেদ্যদি তব স্বার্থঃ প্রয়োজনং ন তদা সোঽয়মর্থঃ বিপ্রেভ্যঃ কল্প্যতে দাস্যতে তেন ব্রতিন্যা ব্রতকর্ত্র্যাঃ শুভং ভবিতা॥ ৮৯॥

দাও, বৃদ্ধা জটিলা স্বীয় অঙ্গুলী হইতে স্বর্ণমুদ্রা (অঙ্গুরী) আকর্ষণ করিয়া মধুমঙ্গলকে সমর্পণ করিলেন॥ ৮৬॥

মধুমঙ্গল স্বর্ণাঙ্গুরী প্রাপ্তিতে হৃষ্ট হইয়া বারম্বার কফোনি অর্থাৎ হাতের কুনই বাজাইতে বাজাইতে বস্ত্রাঞ্চলে নৈবেদ্য বন্ধন পূর্ব্বক বধূ ও বৃদ্ধাকে প্রশংসা করিয়া নৃত্য বিধান করিতে লাগিলেন॥ ৮৭॥

দক্ষিণা গ্রহণ নিমিত্ত বৃদ্ধা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া মধুমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, তুমি যদি দক্ষিণাধন গ্রহণ না কর, তাহা হইলে ব্রত পূর্ণ হইবে না॥ ৮৮॥

অতএব কৃপা করিয়া এই দক্ষিণা অর্থ গ্রহণ কর, যদি অর্থে তোমার কোন প্রয়োজন না থাকে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণকে দান করিবে, তাহাতে ব্রতকারিণী বধূরও মঙ্গল হইবে॥ ৮৯॥

স্বীকৃতস্তে ময়া দোষো নেত্যুক্ত্বা স্বাঞ্চলে হসন্।
ববন্ধ মুদ্রিকে তে দ্বে নিষিদ্ধোঽপ্যমুনা মুহুঃ॥ ৯০ ॥
জগাদ কৃষ্ণং জটিলা বটো যদৈ-
বায়াতি গোষ্ঠং মম ভাগ্যতো ভবান্।
তদা ময়াস্যা রবিপূজনে গুরু-
র্বৃতোঽস্তি তে ভূরি দদামি দক্ষিণাম্॥ ৯১ ॥
ইত্যুক্ত্বা জটিলা হৃষ্টা নত্বাদিত্যং দ্বিজৌ চ তৌ।
কৃতার্থং স্বং মন্যমানা তাভিঃ সা চলিতালয়ম্॥ ৯২ ॥

অমুনা কৃষ্ণেন মুহুর্বারিতোঽপি বটুর্ময়া স্বীকৃতস্তে দোষো ন ইত্যুক্ত্বা তে দ্বে মুদ্রিকে হসন্ সন্ স্বস্যাঞ্চলে ববন্ধ॥ ৯০ ॥

জটিলা কৃষ্ণং জগাদ। হে বটো! মে ভাগ্যাদ্যদা গোষ্ঠমায়াতি তদস্যাঃ বধ্বা রবেঃ পূজনে ময়া ত্বং গুরুরাচার্য্যো বৃতোঽস্তি। তে তুভ্যং ভূরিদক্ষিণাং দদামি॥ ৯১ ॥

সা জটিলা আদিত্যং সূর্য্যং। তৌ কৃষ্ণমধুমঙ্গলৌ নত্বা তাভিঃ রাধাদিভিঃ॥ ৯২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ বারণ করিলেও মধুমঙ্গল "তোমার দোষ আমি স্বীকার করিলাম" এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে সেই দুইটি অঙ্গুরী বসনাঞ্চলে বন্ধন করিলেন॥ ৯০ ॥

তৎপরে জটিলা শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন বটো! আমার সৌভাগ্য বশতঃ যখনই আপনি এই গোষ্ঠে আগমন করিবেন, তখনই আমি এই বধূর সূর্য্যপূজায় আপনাকে বরণ করিব এবং প্রচুর রূপে দক্ষিণাও প্রদান করিব॥ ৯১ ॥

এই কথা বলিয়া জটিলা আহ্লাদিত মনে সূর্য্যদেবকে তথা উক্ত বটুদ্বয় অর্থাৎ বিশ্বশর্ম্মা ও মধুমঙ্গলকে প্রণাম করত আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়া শ্রীরাধাদির সহিত স্ব গৃহে গমন করিলেন॥ ৯২ ॥

যান্তী বিবর্ত্ত্য সহসা লপনচ্ছলেন
গ্রীবাং মুহু র্ল্লিতয়ানুগয়া মুরারেঃ।
বক্ত্রাব্জসারঘমপাঙ্গতরঙ্গভঙ্গ্যা
রাধা পিবন্ত্যপি ন তৃপ্তিমবাপ দীনা ॥ ৯৩ ॥
হৃদয়দয়িতলীলাস্নিগ্ধদুগ্ধৈঃ প্রপূর্ণা
তনুকনকঘটী যা সুভ্রুবো হস্যাঃ সখীনাম্।
নয়নমুদমতানীৎ সাশু বৈরস্যমাপ্তা
বিরহবিষবিবর্ণা নেত্রসন্তপ্তয়ে হভূৎ ॥ ৯৪ ॥

যান্তী রাধা অনুগয়া ললিতয়া সহলপনস্যালাপনস্য চলেন গ্রীবাং মুহুর্বিবর্ত্ত্য মুরারে র্মুখপদ্মমধ্বপাঙ্গস্য নেত্রান্তস্য তরঙ্গভঙ্গ্যা পিবন্ত্যপি তৃপ্তিং ন প্রাপ অতো দীনা ॥ ৯৩ ॥

অস্যাঃ সুভ্রুবো রাধায়াঃ শ্রীকৃষ্ণলীলারূপস্নিগ্ধদুগ্ধৈঃ প্রপূর্ণায়া তনুরূপকনকস্য ঘটী ক্ষুদ্রঘটঃ সখীনাং নয়নয়ো র্মুদমতানীৎ। সা তনুঘটী আশু বৈরস্যং প্রাপ্তা বিরহবিষেণ বিবর্ণা সতী সখীনাং নেত্রয়োঃ সন্তাপায়াভূৎ ॥৯৪॥

তৎপর শ্রীরাধা গৃহে গমন করিতে করিতে পশ্চাদ্গামিনী ললিতার সহিত আলাপ করিবার ছলে পুনঃ পুনঃ গ্রীবা দেশ বক্র করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখাব্জ মধু নেত্রকোণের তরঙ্গভঙ্গী দ্বারা পান করিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না, সুতরাং দীনভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন ॥ ৯৩ ॥

সুন্দর ভ্রূশালিনী শ্রীরাধার যে তনুরূপ ক্ষুদ্র স্বর্ণঘট শ্রীকৃষ্ণের লীলামৃত রূপ সুস্নিগ্ধ দুগ্ধদ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া সখীসকলের নয়নযুগলের আনন্দ বিস্তার করিয়াছিল, সেই তনুঘট শীঘ্র বিরস ভাবাপন্ন ও বিরহবিষে বিবর্ণ হইয়া সখীবর্গের নেত্রসন্তাপ সমুৎপাদন করিতে লাগিল ॥ ৯৪ ॥

কান্তাসঙ্গেন্দুসংফুল্লঃ কৃষ্ণোনীলোৎপলপ্রভঃ ।
বিচ্ছেদার্কোদয়ে ম্লায়ন্ ক্ষণাদন্য ইবাভবৎ ॥ ৯৫ ॥
সখিভ্যাং সহিতঃ সোঽথ বিমনাঃ স্বসখীনগাৎ ।
তে হহম্পূর্ব্বিকয়া হৃষ্টা আলিঙ্গন্তস্তমব্রুবন্ ॥ ৯৬ ॥
অস্মান্ হিত্বা তব গতবতস্ত্বদ্বিয়োগাসহিষ্ণূন্
কাঠিন্যং নঃ স্ফুটমবগতং ব্যাকুলৈঃ দীনচিত্তৈঃ ।

কান্তায়াঃ সঙ্গএব ইন্দু স্তেন সংফুল্লঃ নীলোৎপলপ্রভঃ কৃষ্ণঃ রাধায়াঃ বিচ্ছেদার্কস্য উদয়ে ম্লায়ন্ সন্ অন্য ইব অফুল্ল ইবাভূৎ ॥ ৯৫ ॥

সখিভ্যাং সুবলমধুমঙ্গলাভ্যাং সহ কৃষ্ণঃ স্বসখীন্ শ্রীদামাদীন্। তে সখায়ঃ। অহং পূর্ব্বমহং পূর্ব্বমিত্যহংপূর্ব্বিকা। অহমাদৌ কৃষ্ণমনেনিজং ইত্যাদ্যুক্ত্যা হৃষ্টাঃ সন্তস্তং কৃষ্ণমালিঙ্গন্তোঽব্রুবন্ ॥ ৯৬ ॥

ত্বদ্বিয়োগাসহিষ্ণূনস্মান্ হিত্বা গতবতস্তব কাঠিন্যং নোঽস্মাভিঃ স্ফুটমবগতং জ্ঞাতং। কীদৃশৈঃ। তেন দীনচিত্তৈর্ব্যাকুলৈঃ। ত্বামন্বেষ্টুং ত্বাং

এবং নীলোৎপল কান্তিশালি শ্রীকৃষ্ণও কান্তাসঙ্গরূপ চন্দ্রোদয়ে প্রথমতঃ প্রফুল্লিত হইয়া বিরহরূপ সূর্য্যের উদয়ে ম্লান হওত ক্ষণ কাল মধ্যে যেন এক বিভিন্নরূপ অর্থাৎ অপ্রফুল্ল হইয়া পড়িলেন ॥ ৯৫ ॥

অনন্তর সুবল ও মধুমঙ্গলের সহিত শ্রীকৃষ্ণ বিমনাঃ হইয়া স্বীয় বয়স্য সকলের নিকট গমন করিলেন এবং সেই বয়স্যবৃন্দও "এই আমার সখা কৃষ্ণ আসিতেছে, আমি ইহাকে অগ্রে গিয়া স্পর্শ করিব" এই বলিয়া আনন্দিত মনে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া সকল সখাই বলিতে লাগিলেন ॥ ৯৬ ॥

ভাই কৃষ্ণ ! আমরা তোমার বিয়োগ সহ্য করিতে পারি না, তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াতে আমরা স্পষ্টরূপে তোমার কাঠিন্য জানিয়াছিলাম, তাহাতে আমরা দীন চিত্ত ও ব্যাকুল হইয়া তোমাকে অন্বে-

অন্বেষ্টুং ত্বাং প্রতিজিগমিষূন্ যত্ত্বমাগাঃ ক্ষণার্দ্ধা-
ত্তেন জ্ঞাতং প্রিয়সখপরং প্রেমকৌমল্যমেব ॥ ৯৭ ॥
সোঽয়ং রাধাসহচরহরেঃ স্ফীতমধ্যাহ্নলীলা-
পীযূষাব্ধির্বিলসতি মহান্ দুর্ব্বিগাহোঽত্যপারঃ।
ভাগ্যং তন্মে যদিহ বিলসৎ-শ্রীলরূপানুকম্পা
বাত্যানীতা তদনুকণিকাপ্যস্পৃশন্মাং তটস্থম্ ॥ ৯৮ ॥

প্রতিজিগমিষূন্ ত্বং ক্ষণার্দ্ধাৎ যদাগাঃ। হে প্রিয়সখ! তেনাগমনেন হেতুনা তব পরং প্রেমকৌমল্যমেব জ্ঞাতং ॥ ৯৭ ॥

রাধাসহচরস্য হরেঃ। যদ্বা রাধাচ সহচরীণাং ললিতাদীনাং সমূহঃ সহচরঃ সমূহার্থে সন্ সচ অণিৎ। তাভ্যাং যুক্তস্য হরেঃ। সংপ্রসিদ্ধোঽয়ং স্ফীতো হতিবিস্তীর্ণো মধ্যাহ্নলীলারূপপীযূষাব্ধিঃ। কীদৃশঃ। মহান্ প্রমাণাতীতঃ। দুর্ব্বিগাহঃ অবগাহানর্হঃ। অত্যপারঃ। আনন্ত্যাৎ বিলাসাৎ। অধুনাপি বিদ্যমানত্বাৎ। ইহ তাদৃশমধ্যাহ্নলীলামৃতসমুদ্রে বিলসতঃ শ্রীরূপগোস্বামিনঃ অনুকম্পৈব বাত্যা বায়ুসমূহস্তেনানীতা তদনুকণিকা তত্তস্য সমুদ্রস্য ক্ষুদ্রকণা তটস্থমপি মাং যদস্পৃশৎ তন্মে ভাগ্যং ॥ ৯৮ ॥

ষণ করিবার নিমিত্ত তোমার নিকট গমন করিতে ইচ্ছা করিলে, তুমি ক্ষণার্দ্ধকালের মধ্যে যখন আগমন করিলে, তখন হে প্রিয়সখ! ত্বদীয় আগমন জন্য তোমার কোমলত্ব আমরা জানিতে পারিলাম ॥ ৯৭ ॥

এই শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মধ্যাহ্ন লীলারূপ অমৃতসাগর অতীব শোভমান, অন্যের দুরধিগম ও অসীম, কিন্তু যিনি শ্রীল শ্রীরূপগোস্বামির অনুকম্পারূপ বায়ু দ্বারা সেই অমৃত সাগরের এক কণিকা মাত্রও তটস্থ অর্থাৎ তীরস্থিত অথবা শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে বিষয়ে উদাসীন অর্থাৎ অনভিজ্ঞ মাদৃশ পামরকে স্পর্শ করে তাহা হইলে ইহাকে এক সুমহান্ ভাগ্য বলিতে হইবে ॥ ৯৮ ॥

শ্রীচৈতন্যপদারবিন্দমধুপশ্রীরূপসেবাফলে
দিষ্টে শ্রীরঘুনাথদাসকৃতিনা শ্রীজীবসঙ্গোদ্গতে ।
কাব্যে শ্রীরঘুনাথভট্টবরজে গোবিন্দলীলামৃতে
সর্গোঽষ্টাদশসংখ্য এষ নিরগান্মধ্যাহ্নলীলামনু ॥ ৯৯ ॥

শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে মধ্যাহ্নলীলাবর্ণনে অষ্টাদশঃ সর্গঃ সমাপ্তোঽভূৎ ।

ইতি সদানন্দবিধায়িন্যাং অষ্টাদশসর্গার্থঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যমহাপ্রভুর পদারবিন্দের মধুপায়ি ভ্রমর স্বরূপ শ্রীরূপ গোস্বামীর সেবার ফল, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী কর্তৃক প্রেরিত, শ্রীমজ্জীব গোস্বামীর সঙ্গ হেতু সমুদ্ভূত এবং শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর বর-প্রভাবে প্রাদুর্ভূত শ্রীগোবিন্দলীলামৃত কাব্যে মধ্যাহ্নলীলাময় এই অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত হইল ॥ ৯৯ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে অষ্টাদশ সর্গে মধ্যাহ্নলীলাবর্ণন

সম্পূর্ণ ॥

অথ ঊনবিংশঃ সর্গঃ।

শ্রীরাধাং প্রাপ্তগেহাং নিজরমণকৃতে ক্লৃপ্তনানোপহারাং
সুস্নাতাং রম্যবেশাং প্রিয়মুখকমলালোকপূর্ণপ্রমোদাং।
শ্রীকৃষ্ণঞ্চাপরাহ্নে ব্রজমনুচলিতং ধেনুবৃন্দৈ র্বয়স্যৈঃ
শ্রীরাধালোকতৃপ্তং পিতৃমুখমিলিতং মাতৃমৃষ্টং স্মরামি ॥ ১ ॥

অপরাহ্নে অহ্নঃ শেষে। শ্রীরাধাং শ্রীকৃষ্ণঞ্চ স্মরামি। কীদৃশীং রাধাং প্রাপ্তগেহাং নিজরমণার্থং ক্লৃপ্তঃ কৃতো নানোপহারো যশোদাজ্ঞপ্তকর্পূরকেল্যমৃতকেল্যাদিকো যয়া তাং। বনাৎ গোষ্ঠাগমনসময়ে প্রিয়স্য মুখপদ্মালোকনেন পূর্ণঃ প্রমোদো হর্ষো যস্যা স্তাং প্রমোদেন পূর্ণাং পূর্ণপ্রমোদাম্বা। কীদৃশং কৃষ্ণং। ধেনুবৃন্দৈ র্বয়স্যৈশ্চ সহ ব্রজমনু ব্রজে চলিতং ব্রজগমনমার্গে শ্রীরাধায়াঃ দর্শনেন তৃপ্তং। পিত্রাদিভি র্মিলিতং। মাতৃভি র্মৃষ্টং স্নানাদিনা মার্জ্জিতং ॥ ১ ॥

মধ্যাহ্নলীলার পর অপরাহ্নে শ্রীরাধা স্বভবনে গমন পূর্ব্বক স্নান ও বেশ ভূষণ পরিধান করত স্ব রমণ শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত শ্রীযশোমতীর আদেশানুসারে কর্পূরকেলি ও অমৃতকেলি প্রভৃতি নানাবিধ উপহার প্রস্তুত করিলেন এবং বন হইতে গোষ্ঠে আগমন সময়ে প্রিয়তমের বদন দর্শনে পূর্ণপ্রমোদা হইয়া রহিলেন। এ দিকে শ্রীকৃষ্ণও ধেনুবৃন্দ ও বয়স্যগণ সমভিব্যাহারে ব্রজাগমন পথে শ্রীরাধা-সন্দর্শনে পরিতৃপ্ত, শ্রীনন্দাদি প্রভৃতি পিতৃসকলের সহিত মিলিত ও শ্রীযশোদাদি মাতৃগণ কর্তৃক স্নানাদির দ্বারা মার্জিত হইলেন, এতাদৃশ শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করি ॥ ১ ॥

হরিরথ দলশৃঙ্গীবেণুবীণাপ্রবীণৈঃ
সখিভিরখিললীলালালসৈস্তস্য সঙ্গাৎ।
সপদি সমুদিতৈস্তৈঃ স্বৈঃ স্বৈঃ স্বভাবৈ র্মনোজ্ঞৈ-
রলভত মুদমুচ্চৈঃ সেব্যমানোঽম্বুজাস্যঃ ॥ ২ ॥
আলাপৈরনুলাপৈশ্চ প্রলাপৈ র্বিপ্রলাপকৈঃ।
সংলাপৈঃ সুপ্রলাপৈশ্চ, বিলাপৈরপলাপকৈঃ ॥ ৩ ॥

অম্বুজাস্যো হরিঃ। সখিভিস্তস্য কৃষ্ণস্য সঙ্গাৎ সমুদিতৈঃ প্রকাশিতৈঃ মনোজ্ঞৈঃ স্বৈঃ স্বৈঃ স্বভাবৈঃ করণৈঃ সেব্যমান উচ্চৈ র্মুদমলভত। কীদৃশৈঃ সখিভিঃ দলশৃঙ্গীবেণুবীণাসু প্রবীণৈঃ। যদ্বা দলঞ্চ শৃঙ্গঞ্চ দলশৃঙ্গে তে অস্য স্ত-ইতি স কৃষ্ণঃ বেণুবীণাপ্রবীণৈঃ সখিভিঃ। অখিলাস্বনন্তাসু লালসাভিলাষো যেষাং তৈঃ ॥ ২ ॥

কেচিৎ আভাষণমালাপস্তৈঃ। "অনুলাপোমুহুর্ভাষা প্রলাপোঽনর্থকং বচঃ। বিপ্রলাপোবিরোধোক্তিঃ সংলাপোভাষণং মিথঃ। সুপ্রলাপঃ সুবচনং বিলাপঃ পরিবেদনং"। অনুশোচনোক্তিঃ। অপলাপস্তু নিহ্নবস্তৈঃ। পরে গ্রন্থৈঃ লুপ্ত-

---

অনন্তর অম্বুজাস্য শ্রীকৃষ্ণ দল শৃঙ্গ ধারণ করিয়া বেণু ও বীণাতে প্রবীণ এবং নানাবিধ লীলায় লালসান্বিত বয়স্য সকল কর্তৃক কৃষ্ণসঙ্গহেতু সহসা সঞ্জাত নিজ নিজ মনোজ্ঞ ভাব দ্বারা সেব্যমান হইয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন ॥ ২ ॥

এবং বয়স্যসকলের আলাপ অর্থাৎ বিবিধ প্রকার বাক্য, অনুলাপ (বারম্বার কথন) প্রলাপ (অনর্থক বাক্য) বিপ্রলাপ (বিরোধোক্তি) সংলাপ (পরস্পর ভাষণ) সুপ্রলাপ (সুবচন) বিলাপ (পরিবেদন অর্থাৎ শোকোক্তি) ও আলাপ অর্থাৎ গোপন বাক্য দ্বারা মনোজ্ঞ হইয়াছিল ॥ ৩ ॥

কেচিদ্‌গ্রস্তৈরবিস্পষ্টৈ র্নিরস্তৈ র্ভাষিতৈঃ পরে।
অবক্তৈ র্বিতথৈরন্যে সঙ্গতৈঃ সুনৃতৈঃ পরে ॥ ৪ ॥
সোপালম্ভৈশ্চ সোৎপ্রাসৈঃ স্তুতিগর্ভৈশ্চ নিন্দনৈঃ।
নর্ম্মোক্তিগূঢ়কাব্যৈশ্চ প্রহেলীদানভাষণৈঃ ॥ ৫ ॥
অন্যেঽন্যে চিত্রকাব্যৈশ্চ সমস্যাদানপূরণৈঃ।
হসন্তো হাসয়ামাসু র্বয়স্যা বলকেশবৌ ॥ ৬ ॥
চতুর্ভিঃ কুলকং ॥

বর্ণপদং গ্রস্তং তৈঃ। অবিস্পষ্টৈঃ গুপ্তৈঃ নিরস্তৈঃ পরাভবৈঃ নিরস্তং ত্বরিতোদিতং ভাষিতৈঃ কথনৈঃ। অন্যে অবক্তৈরনর্থকৈঃ। "অবক্তং স্যাদনর্থকং"। বিতথৈঃ। "বিতথং ত্বনৃতং বচঃ"। পরে সঙ্গতৈঃ। সঙ্গতং হৃদয়ঙ্গমং। সুনৃতৈঃ প্রিয়বাক্যৈঃ। অন্যে অযোগ্যকার্য্যকর্ত্তারং প্রতিভাষণমুপালম্ভস্তেন সহিতৈঃ সোপালম্ভৈঃ। সোৎপ্রাসৈঃ মনাক্‌স্মিতসহিতৈঃ। স্তুতি গর্ভে যত্র তাদৃশৈর্নিন্দনৈঃ। নর্ম্মযুক্তং গূঢ়ং গুপ্তং কাব্যং যত্র তৈঃ। প্রহেলীদানভাষণৈঃ সমস্যাদানপূরণৈঃ চিত্রকাব্যৈঃ। এতৈঃ করণৈ র্বয়স্যাঃ সখায়ো হসন্তঃ সন্তঃ বলকেশবৌ হাসয়ামাসুঃ ॥ ৩—৬ ॥

অপিচ, তৎসময়ে বয়স্যবর্গের মধ্যে কেহ কেহ গ্রস্ত বাক্য (লুপ্তবর্ণ পদ) অবিস্পষ্ট (গুপ্ত) কেহ কেহ নিরস্ত (শীঘ্রোচ্চারিত অথবা পরাভব বাক্য) কেহ কেহ অবক্ত (নিরর্থক) বাক্য, কেহ কেহ বিতথ অর্থাৎ মিথ্যা বাক্য কেহ কেহ সঙ্গত (হৃদয়ঙ্গম) বাক্য এবং অপর কোন কোন বালক সুনৃত অর্থাৎ প্রিয় বাক্য দ্বারা আলাপ করিতে লাগিল ॥ ৪ ॥

অপর কেহ কেহ, সোপালম্ভ অর্থাৎ তিরস্কার বাক্য, কেহ কেহ সোৎপ্রাস (ঈষৎ ও মন্দ মন্দ হাস্যযুক্ত) বাক্য, স্তুতিগর্ভ নিন্দাবাক্য (ব্যাজস্তুতি) কেহ কেহ পরিহাসযুক্ত গূঢ়বাক্য ও প্রহেলীদান হেয়ালী ভাষণ (সমস্যা দান পূরণ) বাক্য দ্বারা আলাপ করিতে লাগিল ॥ ৫ ॥

অন্য কোন কোন বয়স্য চিত্রকাব্য (গোমূত্রিকাদিবন্ধ) সমস্যাদান ও

সংব্যানে বদ্ধনৈবেদ্যং নিহ্নুবানং সখিব্রজাৎ।
চৌরাদিব ধনং রামো বভাষে মধুমঙ্গলম্ ॥ ৭ ॥
সংব্যানে কিমিদং বটো! দিনপতে নৈর্বেদ্যমাপ্তং কুতো
যাজ্যেভ্যঃ ক ইমেঽখিলা ব্রজজনা বারোঽদ্য যদ্ভাস্বতঃ।
মুক্ত্বা দর্শয় কিং ন্বিদং নহি ভবান্ লুব্ধঃ সখায়শ্চ তে
তেভ্যো দেহি বিভজ্য ভুঙ্ক্ষ্ব চ স্ব মে দিৎসা বুভুক্ষাস্ত্যলং॥৮

চৌরাদ্ধনমিব সখিব্রজাৎ সখিসমূহাৎ সংব্যানে উত্তরীয়বস্ত্রে বদ্ধনৈবেদ্যং নিহ্নুবানং গোপয়ন্তং মধুমঙ্গলং রামো বভাষে ॥ ৭ ॥

হে বটো! সংব্যানে ইদং কিং। বটুরাহ দিনপতে নৈর্বেদ্যং। রাম আহ কুতঃ প্রাপ্তং। বটুর্যাজ্যেভ্যঃ। রামঃ ইমে কে। বটুঃ অখিলা ব্রজজনাঃ। যৎ অদ্য ভাস্বতঃ সূর্য্যস্য বারঃ। রামঃ—নু ভো বটো! কিমিদং মুক্ত্বা দর্শয়। বটুঃ নহি। যতো ভবান্ লুব্ধস্তে সখায়ঃ লুব্ধাঃ। রামঃ তেভ্যঃ সখিভ্যঃ বিভজ্য দেহি স্বয়ং চ ভুঙ্ক্ষ্ব। বটুঃ। মে দিৎসা নাস্তি বুভুক্ষাচ অলমতিশয়েন নাস্তি ॥ ৮ ॥

সমস্যাপূরণ ইত্যাদি নানাপ্রকার বাক্য দ্বারা হাস্য করিতে করিতে বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণকে হাস্যান্বিত করিলেন ॥ ৬ ॥

অনন্তর চৌর হইতে ধন গোপনের ন্যায় সখাগণের নিকট উত্তরীয় বস্ত্রবদ্ধ নৈবেদ্য গোপন করিতে দর্শন করিয়া শ্রীবলরাম মধুমঙ্গলকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৭ ॥

হে বটো! তোমার উত্তরীয় বস্ত্রে এ কি? বটু কহিলেন সূর্য্যদেবের নৈবেদ্য। রাম বলিলেন কোথায় প্রপ্ত হইলে? বটু কহিলেন যাজকগণের নিকট হইতে। বলরাম বলিলেন এই যাজকগণ কে? বটু কহিলেন সমস্ত ব্রজজন, যে হেতু অাদ্য সূর্য্যপূজার দিন। রাম জিজ্ঞাসা করিলেন বটো! এ কি? খুলিয়া দেখাও? বটু কহিলেন তাহা হইবে না, যে হেতু তুমি ও তোমার বয়স্যগণ সকলেই লোভী। রাম কহিলেন সখাগণকে বিভাগ করিয়া

এতে জিঘৃক্ষন্তি বলান্নবৈত-
স্তৃণায় মন্যে ন ভবদ্বয়স্যান্।
এতে তু কে ত্বামপি ভূসুরোঽহং
বর্ণী তৃণং নো মনুবে স্বশক্ত্যা॥ ৯॥
অথ রামেঙ্গিতজ্ঞাস্তে গোপাঃ সবিনয়ং পুরঃ।
অযাচন্ত বটুং ভক্ষ্যং তন্নিহ্নুত্য স মৌন্যভূৎ॥ ১০॥
পৃষ্ঠতোঽভ্যেত্য তস্যান্যঃ করাভ্যাং পিদধেঽক্ষিণী।
সংব্যানমপরে তূর্ণং সনৈবেদ্যমপাহরন্॥ ১১॥

রামঃ। এতে বলাদেতন্নৈবেদ্যং গ্রহীতুমিচ্ছন্তি। বটুঃ—ভবদ্বয়স্যানহং তৃণায় ন মন্যে। অহং ভূসুরো ব্রাহ্মণস্তত্র বর্ণী ব্রহ্মচারী। অতস্ত্বামপি স্বশক্ত্যা তৃণং ন মনুবে॥ ৯॥

রামস্যেঙ্গিতজ্ঞাস্তে গোপাঃ সবিনয়ং যথাস্যাত্তথা পুরোঽগ্রে বটুং প্রতি ভক্ষ্যং নৈবেদ্যমযাচন্ত। স বটুঃ তন্নৈবেদ্যং নিহ্নুত্য মৌন্যভূৎ॥ ১০॥

অন্যো গোপস্তস্য বটোঃ পৃষ্ঠতঃ অভ্যেত্য করাভ্যামক্ষিণী পিদধে। অপরে গোপাঃ সনৈবেদ্যং সংব্যানমুত্তরীয়মপাহরন্॥ ১১॥

দাও এবং আপনিও ভক্ষণ কর। বটু বলিলেন আমার দিবার ইচ্ছা নাই এবং আমারও তত ভোজনের বাসনা নাই॥ ৮॥

রাম কহিলেন এই বালকেরা বল পূর্ব্বক নৈবেদ্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছে। বটু কহিলেন তোমার বয়স্যসকলকে আমি তৃণ তুল্যও জ্ঞান করি না। আমি ব্রাহ্মণ তাহাতে আবার ব্রহ্মচারী সুতরাং স্বীয় শক্তিদ্বারা তোমাকেও তৃণ তুল করিয়া মানি না॥ ৯॥

অনন্তর বলরাম ইঙ্গিত করিলে, সেই গোপবালকসকল সবিনয়ে মধুমঙ্গলের নিকট নৈবেদ্য প্রার্থনা করিল এবং মধুমঙ্গলও তাহা গোপন করিয়া মৌনভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন॥ ১০॥

ইত্যবসরে অন্য এক জন গোপবালক মধুমঙ্গলের পৃষ্ঠদেশে আসিয়া দুই

বিলুণ্ঠ্যাভুঞ্চ তৎ সর্ব্বে মুদ্রিকাঃ সুবলোঽগ্রহীৎ॥
অভ্যেত্য পৃষ্ঠতোঽন্যৈকঃ পশ্চাৎ কচ্ছমমোচয়ৎ॥ ১২॥
অগ্রতোঽভ্যেত্য তস্যান্যঃ পুরো বস্ত্রং সমক্ষিপৎ।
তমভিদ্রবত স্তস্য পার্শ্বতোঽভ্যেত্য চাপরে॥ ১৩॥
উষ্ণীষং শিথিলং চক্রুঃ কেশবন্ধমমোচয়ন্।
বেণুং কেচিৎ পরে যষ্টিং গৃহীত্বাস্য প্রদুদ্রুবুঃ॥ ১৪॥

যুগ্মকং॥

সর্ব্বে গোপাস্তন্নৈবেদ্যং বিলুণ্ঠ্যাভুঞ্চ লুণ্ঠনং কৃত্বা বুভুজুঃ। অস্য বটোঃ। একঃ সখা পৃষ্ঠে গত্বা পশ্চাৎ কচ্ছং মোচয়ামাস॥ ১২॥

যঃ পুরো বস্ত্রং সমক্ষিপৎ তং অভিলক্ষীকৃত্য গচ্ছত স্তস্য বটোরপরে পার্শ্বতো ঽভ্যেত্য উষ্ণীষং শিথিলং চক্রুঃ। কেচিৎ কেশবন্ধমমোচয়ন্। পরে বেণুং যষ্টিং চ গৃহীত্বা পলায়নপরা বভূবুঃ॥ ১৩—১৪॥

হস্তে তাঁহার দুই চক্ষু চাপিয়া ধরিল অন্য কতক গুলি বালক নৈবেদ্য সহিত বসন খানি অপহরণ করিয়া লইল॥ ১১॥

এবং বালক সকল নৈবেদ্য লুঠ করিয়া ভোজন করিতে লাগিল আর এক জন বালক পশ্চাৎ দিকে যাইয়া বটুর কাছা খুলিয়া দিল এবং সুবল সেই জটিলা কর্ত্তৃক অর্পিত অঙ্গুরী কাড়িয়া লইল॥ ১২॥

অনন্তর এক জন বালক বটুর অগ্রে উপস্থিত হইয়া বস্ত্র আকর্ষণ করিল বটু তাহাকে লক্ষ্য করিয়া দৌড়িয়া যাইতে লাগিলে অপর কোন কোন বালক তাঁহার পার্শ্বদেশ দিয়া আসিয়া উষ্ণীষ অর্থাৎ পাগড়ী শিথিল ও কেশ-বন্ধ অর্থাৎ কেশপাশ মোচন করিয়া দিল, অন্য কোন বালক বেণু এবং অপর বালক যষ্টি গ্রহণ করিয়া ধাবমান হইল॥ ১৩—১৪॥

রুদন্নুচ্চৈ র্হসন্ গর্জ্জন্ তর্জ্জংস্তান্ গর্হয়ন্ শপন্।
কৃষ্ণস্য যষ্টিমাদায় সর্ব্বানভ্যদ্রবদ্বটুঃ॥ ১৫॥
কৈশ্চিদ্যুদ্ধমভূত্তস্য লগুড়ালগুড়ি ক্ষণং।
ততঃ কৃষ্ণস্তমালিঙ্গ্য সখীন্ সর্ব্বান্ ন্যবারয়ৎ॥ ১৬॥
স বেণুযষ্টিসংব্যানং কৃষ্ণস্তস্মা অদাপয়ৎ।
নির্মুদ্রিকং স বীক্ষ্যৈতদ্গোপানাহ শপন্ রুষা॥ ১৭॥

বটুঃ রুদন্ উচ্চৈ র্হসন্॥ ১৫॥

কৈশ্চিৎ সহ তস্য বটোঃ লগুড়েন লগুড়ং নিহত্য বৃত্তং লগুড়ালগুড়ি যুদ্ধং ক্ষণমভূৎ। কৃষ্ণ স্তং বটুমালিঙ্গ্য সখীন্ ন্যবারয়ৎ॥ ১৬॥

সঃ কৃষ্ণঃ অস্মৈ বটবে বেণ্বাদিকমদাপয়ৎ। এতৎ সংব্যানং নির্মুদ্রিকং বীক্ষ্য স বটুর্গোপান্ রুষা শপন্নাহ॥ ১৭॥

তখন বটু রোদন, উচ্চহাস্য, গর্জ্জন, তর্জ্জন ও তাগাদিগকে তিরস্কার ও অভিশাপ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের যষ্টি লইয়া সকলকে তাড়াইতে লাগিলেন॥ ১৫॥

কোন কোন বালকের সহিত দণ্ড দ্বারা ক্ষণকাল যুদ্ধ হইতে লাগিল, অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সখাগণকে আলিঙ্গন করিয়া পুনঃ পুনঃ নিবারণ করিলেন॥ ১৬॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বালক সকলের নিকট বস্ত্র, বেণু, যষ্টি, ও উষ্ণীষ (পাগুড়ী) লইয়া বটুকে সমর্পণ করিলে মধুমঙ্গল অঙ্গুরীশূন্য বসন দর্শন করিয়া ক্রোধভরে অভিশাপ প্রদান পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন॥ ১৭॥

ব্রহ্মস্বং বো বলাদ্ভুক্তং হৃতা মে স্বর্ণমুদ্রিকাঃ।
সর্ব্বদাঽপাবনা যূয়ং ন মাং স্পৃশত চঞ্চলাঃ! ॥ ১৮ ॥
এষ যামি ব্রজং যুষ্মৎকর্ম্ম খ্যাতুমিতি দ্রুতং।
গচ্ছন্ ফুৎকৃত্য ফুৎকৃত্য স রামেণ নিবর্ত্তিতঃ ॥ ১৯ ॥
তমসৌ প্রাহ পাপেঽস্মিন্ ভবান্ কর্ত্তা প্রযোজকঃ।
সংলপামি ত্বয়া নাহং প্রায়শ্চিত্তমকুর্ব্বতা ॥ ২০ ॥

ব্রহ্মস্বহরণাৎ যূয়মপাবনা অপবিত্রাঃ মাং ন স্পৃশত ॥ ১৮ ॥

যুষ্মাকং কর্ম্ম কথিতুং, এষোঽহং ব্রজং যামি। ইতি ফুৎকৃত্য ফুৎকৃত্য দ্রুতং গচ্ছন্ স বটুঃ রামেণ নিবর্ত্তিতঃ ॥ ১৯ ॥

অসৌ বটুস্তং রামমাহ, কিমাহ, অস্মিন্ ব্রহ্মস্বভোজনাদিজে পাপে ভবান্ প্রয়োজকঃ কর্ত্তা। প্রায়শ্চিত্তমকুর্ব্বতা ত্বয়া সহ অহং ন সংলপামি। "সংলাপো ভাষণং মিথঃ" ॥ ২০ ॥

অরে চঞ্চল বালকগণ! তোমরা বলপূর্ব্বক মদীয় নৈবেদ্য খাইয়াছ এবং স্বর্ণমুদ্রা অর্থাৎ অঙ্গুরীটিও অপহরণ করিয়া লইয়াছ। ব্রহ্মস্ব হরণ নিমিত্ত তোমরা মহাপাপী হইয়াছ অতএব তোমরা সর্ব্বদা অপবিত্র, আর আমাকে স্পর্শ করিও না ॥ ১৮ ॥

এই আমি তোমাদের এই কর্ম্ম বলিবার নিমিত্ত ব্রজে গমন করিতেছি, এই বলিয়া মধুমঙ্গল ফুৎকার করিয়া অর্থাৎ ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলে শ্রীবলরাম তাঁহাকে নিবারণ করিলেন ॥ ১৯ ॥

তৎপরে মধুমঙ্গল বলরামকে বলিলেন, এই ব্রহ্মস্বহরণ পাপে তুমিই প্রযোজক অর্থাৎ তুমি আজ্ঞা প্রদান করিয়া বালকদিগকে আমার দ্রব্য অপহরণ করাইয়াছ, অতএব তুমি যতদিন এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করিবে ততদিন তোমার সহিত আমি বাক্যালাপ করিব না ॥ ২০ ॥

ইত্থং ক্রীড়ন্ সখিভিরখিলৈশ্চারয়ন্ গাঃ সমন্তাৎ
শ্রীগোবিন্দঃ প্রতিতরুলতং সঞ্চরংশ্চাপরাহ্নে।
বৃন্দারণ্যস্থিরচরগণানন্দয়িত্বা ব্রজস্থান্
স্বালোকেচ্ছূন্ সুখয়িতুমসৌ সংস্মরন্নুৎকআসীৎ ॥ ২১ ॥
হরিরথ ধবলাশ্রেণীঃ, পরিতোদূরপ্রচারিণী দৃষ্ট্বা।
তাঃ সংকলয়িতুমুৎক, স্তত্তন্নাম্না জগৌ বংশীম্ ॥ ২২ ॥
পদ্মে হিহী হরিণি রঙ্গিণি কঞ্জগন্ধে
রম্ভে হিহী চমরি খঞ্জনি কজ্জলাক্ষি।

অসৌ গোবিন্দঃ প্রতিতরুলতং সঞ্চরন্ গচ্ছন্ গাশ্চারয়ন্ বৃন্দারণ্যাস্থিরচরান্ নন্দয়িত্বা স্বস্যালোকেচ্ছূন্ ব্রজস্থজনান্ অপরাহ্নে সংস্মরন্ তান্ সুখয়িতুমুৎকণ্ঠিতোঽভূৎ ॥ ২১ ॥

দূরগতা ধবলাশ্রেণীঃ দৃষ্ট্বা তত্তন্নামা তা গাঃ সংকলয়িতুমানেতুমুৎকো হরি র্বংশীং জগৌ ॥ ২২ ॥

গবাং নামান্যাহ পদ্মে হরিণীত্যাদি। হিহীতি গবাং আহ্বানসময়ে অদ্যাপি ব্রজস্থা উচ্চারয়ন্তি ॥ ২৩—২৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে বয়স্য সকলের সঙ্গে খেলা করিয়া প্রত্যেক তরু ও লতায় সঞ্চরণ করত অপরাহ্ণ কালে বৃন্দাবনের পশু, পক্ষি, স্থাবর ও জঙ্গম প্রভৃতি স্থিরচরগণকে নিজ বিলাসে আনন্দিত করিয়া কৃষ্ণদর্শনার্থ উৎকণ্ঠিত ব্রজবাসি সকলকে সুখী করিবার নিমিত্ত তত্তৎ ভাব স্মরণ করত অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন ॥ ২১ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ, ধবলা প্রভৃতি ধেনুবৃন্দ বহু দূর গিয়া বিচরণ করিতেছে দর্শন করিয়া তাহাদিগকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত প্রত্যেকের নামোল্লেখ পূর্ব্বক বংশী বাদ্য করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

গোসকলের নাম যথা—পদ্মে! হরিণি! রঙ্গিণি! কুঞ্জগন্ধে! রম্ভে! চমরি!

শন্দে হিহী ভ্রমরিকে সুনদে সুনন্দে
ধূম্রে হিহী সরলি কালি মরালি পালি ॥ ২৩ ॥
গঙ্গে তুঙ্গি হিহী পিষঙ্গি ধবলে কালিন্দি বংশীপ্রিয়ে
শ্যামে হংসি হিহী কুরঙ্গি কপিলে গোদাবরীন্দুপ্রভে ।
শোণে শ্যেণি হিহী ত্রিবেণি যমুনে চন্দ্রালিকে নর্ম্মদে
নামগ্রাহময়ং সমাহ্বয়তি গাঃ প্রেম্ণেত্থমীশো গবাং ॥ ২৪ ॥
যুগ্মকং ॥

কৃষ্ণঃ পশ্চাল্লসতি সখিভি শ্চারয়ন্নস্তদেত্থং
প্রেমভ্রান্ত্যা প্রথমমভবৎ সন্নিবেশোঽতিচারে ।
সংতৃপ্তানামপি তৃণততেনৈ চিকীনামিদানীং
তাভির্দূরস্থিতিরবগতা তস্য তদ্বেণুনাদাৎ ॥ ২৫ ॥

নোঽস্মান্ চারয়ন্ পশ্চাদ্দেশে সখিভিঃ সহ কৃষ্ণো লসতি বর্ত্ততে ইতি-তদা নৈচিকীনামিত্থমনেন প্রকারেণ প্রেমভ্রান্ত্যা অতিচারে অতিতৃণভোজনে সন্নিবেশঃ প্রথমমভবৎ । ইদানীং তৃণততেরতিচারে সংতৃপ্তানামপি নৈচিকীনাং গবাং তদ্বেণুনাদাৎ তস্য কৃষ্ণস্য দূরস্থিতিস্তাভিঃ গোভিরবগতা জ্ঞাতা ॥ ২৫ ॥

খঞ্জনি ! কজ্জলাক্ষি ! শন্দে ! ভ্রমরিকে ! সুনদে ! সুনন্দে ! ধূম্রে ! সরলি ! কালি ! পালি ! শ্যামে ! হংসি ! কুরঙ্গি ! কপিলে ! গোদাবরি ! ইন্দুপ্রভে ! শোণে ! শ্যেণি ! ত্রিবেণি ! যমুনে ! চন্দ্রালিকে ! এবং হে নর্ম্মদে গোপতি শ্রীকৃষ্ণ প্রেমসহকারে প্রত্যেক গোসকলের নামে সম্বোধন করত "হিহী, হিহী" এই স্বরে বংশী দ্বারা আহ্বান করিতে লাগিলেন ॥ ২৩—২৪ ॥

"আমাদিগের পশ্চাৎ বয়স্য সহ শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে চরাইতে চরাইতে বিদ্যমান আছেন" এই বিবেচনায় নৈচিকী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ গাভীগণের প্রেম-ভ্রান্তি হেতু প্রথমত তৃণভোজনে সমধিক আসক্তি জন্মিয়াছিল কিন্তু সম্প্রতি

ঊধোভরপ্রণয়মন্থরশীঘ্রযানা-
হুঙ্কারগর্ভচলসাস্নগলা বকারেঃ।
ঊর্দ্ধাননশ্রবণবালধয়োঽস্য পার্শ্বং
দন্তাগ্রশাদকবলা ধবলাঃ সমীয়ুঃ॥ ২৬॥

যুগ্মকং॥

স্বগণেন গণাধ্যক্ষা গঙ্গাদ্যা ধেনবো হরেঃ।
নেত্রৈঃ পিবন্ত্যঃ সৌন্দর্য্যং জিঘ্রন্ত্যো ঽঙ্গানি নাসয়া॥২৭॥

ধবলা গাব স্তস্য বকারেঃ পার্শ্বং সমীয়ুঃ। কীদৃশো গাবঃ। ঊধঃ স্তন স্তস্য ভরেণ প্রণয়েন চ মন্থরা অতিশীঘ্রযানাঃ। হুঙ্কারো গর্ভে মধ্যে যস্য চলা চঞ্চলা সাস্না গলকম্বলং যত্র তাদৃশো গলো গলদেশো যাসাং তাঃ। ঊর্দ্ধে আননং শ্রবণং বালধি র্লাঙ্গুলঞ্চ যাসাং তাঃ। দন্তাগ্রে শাদকবলং নবীনং তৃণং কবলং যাসাং তাঃ॥ ২৬॥

হরে র্গঙ্গাদ্যাঃ গণাধ্যক্ষাঃ ধেনবঃ। গঙ্গা ইত্যাদ্যুচ্চার্য্যাহ্বানে কৃতে

অতিশয় তৃণভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বেণু ধ্বনিতে শ্রীকৃষ্ণ বহু দূর অবস্থিতি করিতেছেন ইহা জানিতে পারিল॥ ২৫॥

ধবলাদি গাভীসকল, যৎকালীন শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল, সেই সময় সমাগত গাভীগণের স্তনভারও প্রণয়ভরে মন্থর ও দ্রুতবেগে গমন হইল, হুঙ্কার করিতে সাস্না অর্থাৎ গলকম্বল ও গলদেশ চঞ্চল হইল। বদন, শ্রবণ ও বালধি অর্থাৎ পুচ্ছ উত্তোলিত, দন্তের অগ্রভাগে নবীন তৃণ যেমন খাইতে ধরিয়াছিল, তেমনি ধরিয়াই থাকিল॥ ২৬॥

গঙ্গা প্রভৃতি যূথশ্রেষ্ঠ ধেনুসকল আপন আপন গণের সহিত নয়ন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া নাসিকা দ্বারা তদীয় অঙ্গের সৌরভ গ্রহণ করিতে লাগিল॥ ২৭॥

আলিঙ্গন্ত্য ইব স্বাঙ্গৈ র্লিহন্ত্য ইব জিহ্বয়া ।
বৎসলাস্তং সহুঙ্কারাঃ পরিতঃ পরিবব্রিরে ॥ ২৮ ॥
যুগ্মকং ॥

তৎস্নেহবশগঃ সোঽপি সুধাস্পর্শেন পাণিনা ।
কণ্ডূয়নৈ র্মার্জনৈ স্তাঃ প্রীণয়ন্নাহ কেশবঃ ॥ ২৯ ॥

তৃপ্তাঃ স্থ যবসৈ র্যূয়ং গতপ্রায়ং দিনং ব্রজে ।
বৎসা বঃ ক্ষুধিতা যত্তদ্ব্রজং ব্রজত মাতরঃ ! ॥ ৩০ ॥

ততো বয়স্যা যত্নাত্তাঃ কৃষ্ণস্নেহাতিবিহ্বলাঃ ।
বিযুজ্য কৃষ্ণতশ্চক্রু র্ব্রজবর্ত্মোন্মুখী ক্রমাৎ ॥ ৩১ ॥

স্বগণেন সহাগত্য নেত্রৈ র্হরেঃ সৌন্দর্য্যং পিবন্ত্য ইব তং কৃষ্ণং পরিবব্রিরে। এবমগ্রে নাসয়াঙ্গানি জিঘ্রন্ত্য ইবেত্যাদি ॥ ২৭—২৮ ॥

স কেশবঃ কণ্ডূয়নৈ স্তাঃ গাঃ প্রীণয়ন্নাহ ॥ ২৯ ॥

হে মাতরঃ যূয়ং যবসৈ র্ঘাসৈ স্তৃণৈ স্তৃপ্তাঃ স্থ । যৎ বো বৎসাঃ ক্ষুধিতা-স্তত্তস্মাদ্ব্রজং ব্রজত ॥ ৩০ ।

তত ইত্থং কৃষ্ণকথনানন্তরং বয়স্যাঃ সখায়ঃ যত্নাৎ কৃষ্ণতঃ কৃষ্ণস্নেহাতি-বিহ্বলাস্তা গাঃ বিযুজ্য ক্রমাৎ ব্রজবর্ত্মোন্মুখীচক্রুঃ ॥ ৩১ ॥

এবং আপন আপন অঙ্গ দ্বারা যেন শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন ও জিহ্বা দ্বারা যেন অবলেহন করিতে করিতেই অতিশয় বাৎসল্যসহ হুঙ্কার পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে আবরণ করিল ॥ ২৮ ॥

তখন শ্রীকৃষ্ণ ধেনুসকলের স্নেহে বশীভূত হইয়া সুধা সদৃশ সুখ স্পর্শ বিশিষ্ট করকমল দ্বারা তাহাদিগের কণ্ডূয়ন (চুলকান) এবং অঙ্গমার্জন দ্বারা প্রীতিযুক্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

হে মাতৃগণ ! তোমরা তৃণ দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়াছ, দিবস প্রায় গত হইল, তোমাদের বৎসগণ ক্ষুধিত হইয়া রহিয়াছে, অতএব তোমরা ব্রজে গমন কর ॥ ৩০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ এই কথা কহিলে সখাসকল তদীয় স্নেহে বিহ্বল চিত্ত হইয়া

নানাভেদাকৃতিধ্বনিঘণ্টাকিঙ্কিণীকণ্ঠিকাঃ।
স্বস্বযূথাগ্রগা গাবো ঘোষাভিমুখতাং যযুঃ ॥ ৩২ ॥
নৈচিকীসৈরিভীশ্রেণ্যৌ চলন্ত্যৌ সব্যদক্ষয়োঃ।
স্বর্গিণাং দধতুর্ভ্রান্তিং গঙ্গাকৃষ্ণাপ্রবাহয়োঃ ॥ ৩৩ ॥
ধেনুবৃন্দমনুমন্দময়ন্তং বেণুগীতমমৃতং বিসৃজন্তম্।
রেণুরূষিতচলালকবন্তং কে নু বীক্ষ্য সময়ুর্ন মুদন্তম্ ॥ ৩৪

নানাভেদা আকৃতি ধ্বনিশ্চ যাসাং তথাভূতা ঘণ্টা কিঙ্কিণীচ কণ্ঠে যাসাং তাদৃশ্যো গাবঃ স্ব স্ব যূথানামগ্রণ্যঃ (গাঃ) সত্যো ঘোষাভিমুখতাং যযুঃ ॥ ৩২ ॥

নৈচিকীনাং নবপ্রসূতগবাং সৈরিভীণাং মহিষীণাং শ্রেণ্যৌ বামদক্ষিণয়োশ্চলন্ত্যৌ স্বর্গস্থানাং গঙ্গাযমুনয়োঃ প্রবাহভ্রান্তিং দধতুঃ ॥ ৩৩ ॥

ধেনুবৃন্দমনু ধেনুবৃন্দস্য পশ্চাৎ মন্দং যথাস্যাত্তথা অয়ন্তং গচ্ছন্তং বেণুগীতামৃতং বিসৃজন্তং ত্যজন্তং প্রসারয়ন্তং। রেণুনা রূষিতং ভূষিতং চলা অলকা বিদ্যন্তে যস্য তং বীক্ষ্য কে জনা মুদং হর্ষং ন সময়ুঃ ন প্রাপুঃ অপিতু সর্ব্বে মুদং প্রাপুঃ নু বিতর্কে ॥ ৩৪ ॥

তাঁহার সমীপ হইতে ধেনুবৃন্দকে ব্রজের পথে গমনোন্মুখী করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

তৎপর নানাবিধ আকৃতি ও ধ্বনিযুক্ত ঘণ্টা এবং কিঙ্কিণী দ্বারা ধেনু সকল শোভিত কণ্ঠ হইয়া স্ব স্ব যূথের অগ্রে অগ্রে গমন করত ঘোষ অর্থাৎ আভীরপল্লীর অভিমুখে যাইতে লাগিল ॥ ৩২ ॥

গমন কালে নবপ্রসূতা গাভী ও মহিষীগণ শ্রীকৃষ্ণের বাম ও দক্ষিণদিক্ দিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গমন করত স্বর্গবাসি দেববৃন্দের সম্বন্ধে গঙ্গা ও যমুনার প্রবাহ ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়াছিল ॥ ৩৩ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বেণু দ্বারা বিভূষিতাঙ্গ ও চঞ্চল অলকাবলী দ্বারা পরিশোভিত হইয়া যখন ধেনুগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মন্দ মন্দ গমন করত বেণুগানামৃত বর্ষণ করিতে ছিলেন, সেই সময়ের অবস্থা দর্শন করিয়া কোন্ ব্যক্তি আনন্দলাভ না করিয়াছিল অর্থাৎ সকলেই আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ৩৪ ॥

ন বর্ত্ম তদযংসখিভির্ন মণ্ডিতং
নাসৌ সখা যো ন বিলাসবৃন্দবান্।
নাসৌ বিলাসোঽপি হি যো ন নর্ম্মসূ-
র্ন নর্ম্ম তদযন্ন মুদে ঽঘবিদ্বিষঃ ॥ ৩৫ ॥
গায়ং গায়ং বেণুনা যাতি মিত্রৈ-
র্যায়ং যায়ং প্রত্যগং তিষ্ঠতি স্ম।
স্থায়ং স্থায়ং কেলিভিঃ সংপ্রদত্তে
দায়ং দায়ং তৎ পুনঃ স প্রয়াতি ॥ ৩৬ ॥

তদ্বর্ত্ম তন্মার্গং ন যন্মার্গং সখিভি র্মণ্ডিতং ন। অসৌ সখা ন যঃ সখা বিলাসস্য বৃন্দবান্ সমূহবান্ ন। অসৌ বিলাসোঽপি ন যো বিলাসঃ নর্ম্মসূঃ পরিহাসজনকো ন। তন্নর্ম্মাপি ন যন্নর্ম্ম অঘবিদ্বিষো মুদে হর্ষায় ন ॥ ৩৫ ॥

স কৃষ্ণঃ মিত্রৈঃ সহ বেণুনা গায়ং গায়ং গীত্বা গীত্বা যাতি। প্রত্যগং বৃক্ষং বৃক্ষং প্রতি যায়ং যায়ং গত্বা গত্বা তিষ্ঠতি স্ম। বৃক্ষমূলে স্থায়ং স্থায়ং স্থিত্বা স্থিত্বা কেলিভিঃ শং সুখং প্রদত্তে। তৎ সুখং দায়ং দায়ং দত্ত্বা দত্ত্বা। স কৃষ্ণঃ প্রয়াতি প্রগচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥

ব্রজে গমন সময়ে এমন কোন পথই নাই যে, তাহা বয়স্যগণ কর্তৃক মণ্ডিত না হইয়াছে ও এমন একটী সখাও নাই যে তিনি বিলাস ভঙ্গিতে শোভিত হয়েন নাই এবং তৎ সময়ে এমন বিলাসও লক্ষিত হইল না যে, যাহা পরিহাস উৎপাদন না করিতেছে, তথা এমন পরিহাসও হইল না যে, যাহা শত্রুরও আনন্দপ্রদ না হইয়াছিল? ॥ ৩৫ ॥

ঐ সময়ে শ্রীকৃষ্ণ মিত্রসকলের সহিত গান করিতে করিতে গমন করিতেছেন, গমন করিতে করিতে প্রতি বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতেছেন, বিশ্রাম করিতে করিতে কেলি দ্বারা সুখপ্রদান করিতেছেন এবং সুখ দিতে গমন করিতেছেন ॥ ৩৬ ॥

বিধিশিবমুখদেবৈঃ সোপদেবৈর্মুনীন্দ্রৈঃ।
স্তুতিনৃতিনতিগীতৈঃ পুষ্পবর্ষৈঃ সুবাদ্যৈঃ।
পথি পথি মহিতো ঽসৌ সঙ্কুচন্ স্বৈরকেলৌ
স্মিতসকরুণদৃষ্টিস্তুষ্টুবে ভক্তিনম্রৈঃ ॥ ৩৭ ॥
নুমস্ত্বাং সুহারং যশোদাকুমারং
গুণানামগারং কৃপৌঘৈরপারং।
বিরাজদ্বিহারং প্রদানেঽত্যুদারং
খলশ্রেণিমারং সদা নির্ব্বিকারং ॥ ৩৮ ॥

উপদেবৈঃ সহিতৈর্মুনীন্দ্রৈঃ সহ ভক্তিনম্রৈ র্ব্রহ্মরুদ্রাদিদেবৈঃ স্তুত্যাদিভিঃ পথি পথি মহিতঃ পূজিতোঽসৌ কৃষ্ণঃ স্বৈরকেলৌ যথেপ্সিতলীলায়াং সঙ্কুচন্ স্মিতসকরুণদৃষ্টিঃ সন্ তুষ্টুবে স্তুতোঽভূৎ ॥ ৩৭ ॥

যশোদাকুমারং ত্বাং নুমঃ। কীদৃশং? সুষ্ঠু হারো মুক্তাদিমালা যস্য তং। গুণানামগারং গৃহং। কৃপাসমূহৈরপারং অর্থাৎ সমুদ্রং। বিরাজন্ বিহারো যস্য তং। প্রকৃষ্টদানেঽত্যুদারং অতিদাতারং। সদা নির্ব্বিকারং। খলমারণ-বিহারাদিসত্ত্বেঽপি সদা নির্ব্বিকারং পরব্রহ্মণ ন বিরুদ্ধং। "ত্বয়ীশ্বরে ব্রহ্মণি নোবিরুদ্ধ্যতে" ইতি শ্রীভাগবতোক্তেঃ ॥ ৩৮ ॥

ব্রজাগমন কালে উপদেব ও মুনীন্দ্রসকলের সহিত ব্রহ্মা রুদ্র প্রভৃতি দেববৃন্দ ভক্তিনম্র হইয়া স্তুতি, নৃত্য, নমস্কার, গানাদি কুসুমবর্ষণ ও সুশ্রাব্য বাদ্য দ্বারা পথে পথে যাঁহার অর্চ্চনা করিতেছেন এবং স্বেচ্ছাবিহারে যিনি সঙ্কুচিত দৃষ্টি ও হাস্য সহিত যাঁহার দৃষ্টি সকরুণ সেই শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে স্তুত হইলেন ॥ ৩৭ ॥

স্তব যথা—যিনি সুন্দর মুক্তাহারশোভিত, নিখিলগুণের আলয়, কৃপাসমুদ্র, বিবিধ বিহারশালী, অতিশয় দাতা ও খল সকলের নিহন্তা অথচ নির্ব্বিকার, সেই যশোদানন্দন যে তুমি, তোমাকে স্তব করি ॥ ৩৮ ॥

সুম স্বামনন্তং নিকুঞ্জে বসন্তং
প্রকাশং ব্রজন্তং বসন্তং ভজন্তং।
সখীন্ প্রীণয়ন্তং সুকুন্দাৎ সুদন্তং
তদাস্যে দৃগন্তং নুদন্তং হসন্তং ॥ ৩৯ ॥
সুমস্বাং সুধেনুং সুবেণুং সুলীলং
সুহাসং সুবাসং সুভাষং সুশীলং।
সুবেশং সুকেশং সুরেশং সুচিত্রং
সুনৃত্যং সুভৃত্যং সুকৃত্যং সুমিত্রং ॥ ৪০ ॥

অনন্তঃ ত্বাং নুমঃ স্তুমঃ। আনন্ত্যমাহ, নিকুঞ্জে বসন্তং স্থিতং। প্রকাশং রাসাদিলীলায়াং অভেদানেকস্বরূপং ব্রজন্তং প্রাপ্নুবন্তং। যদ্বা। অনন্তং প্রকাশং ব্রজন্তং গচ্ছন্তং। বসন্তং ঋতুং সখায়ঞ্চ ভজন্তং। সখীন্ সুবলাদীন্ প্রীণয়ন্তং শোভনকুন্দপুষ্পাৎ সুষ্ঠু দন্তা যস্য তং। তত্তেষাং সখীনাং মুখে দৃগন্তং নেত্রান্তং নুদন্তং প্রেরয়ন্তং হসন্তং। তদ্বস্তু ন যদ্বস্তু সাক্ষাৎ মণ্ডিতং ন ইত্যনেনচ প্রকাশানন্ত্যমায়াতি ॥ ৩৯ ॥

সু শোভনাঃ ধেনবো যস্য তং। সুভাষং সুবাক্যং। সুভৃত্যং সুগমনং সুকৃত্যং কার্য্যঞ্চ যস্য তং ॥ ৪০ ॥

হে অনন্ত! তোমার অনন্তত্ব এই যে, তুমি নিকুঞ্জে বাস কর অথচ প্রকাশ অর্থাৎ রসাদিলীলাতে অনেক ভেদশূন্য (অভেদ বা এক) স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাক অথবা অনন্ত প্রকাশমূর্ত্তি ধারণ কর,। বসন্ত অর্থাৎ ঋতুরাজ কিম্বা বসন্ত নামক সখাকে ভজনা কর, সুবলাদি সখাসকলকে প্রীতিযুক্ত কর, কুন্দ পুষ্প হইতেও তোমার দন্তপঙক্তি সুন্দর, সখাগণের বদনের প্রতি স্নিগ্ধ নেত্রান্ত নিক্ষেপ এবং হাস্য করিতেছে, তোমাকে স্তব করি ॥ ৩৯ ॥

হে কৃষ্ণ! তোমার ধেনু, বেণু, স্বভাব, হাস্য বস্ত্র, বাক্য, লীলা, বেশ, চিত্র অর্থাৎ তিলক, নৃত্য, ভৃত্য, কার্য্য, এবং মিত্র, এ সমস্তই সুন্দর, এবং তুমি প্রশান্ত, সুন্দর, দান্ত ও কমনীয় কান্তি তথা অমরবৃন্দের অধিপতি, সুতরাং তোমাকে স্তব করি ॥ ৪০ ॥

নুমস্ত্বাং প্রশান্তং সুদান্তং সুকান্তং
দিনান্তে নিশান্তে বনান্তাৎ প্রয়ান্তম্।
সমস্তান্মহান্তং নিতান্তং বিভান্তং
খলালীকৃতান্তং শ্রমৌঘেঽপ্যতান্তম্ ॥ ৪১ ॥
নুমস্ত্বামঘারে বকারে মুরারে
সুধীরং বলারের্নিকারেঽদ্রিধারে।
নিদানং পুরারেরপারে বিহারে
প্রবীণং সুরারেরুদারে বিদারে ॥ ৪২ ॥

বনান্তাদ্বনাৎ দিনান্তে নিশান্তে গৃহং প্রয়ান্তং। "অন্তঃ প্রান্তস্বরূপয়ো"রিতি বিশ্বঃ। "নিশান্তবস্ত্যসদনং ভবনাগারমন্দির"মিত্যমরঃ। সমস্তাৎ প্রাকৃতাপ্রাকৃতসর্ব্বস্মান্মহান্তং শ্রেষ্ঠং। যথা দশমে,—"অসমোর্দ্ধগমনাসিদ্ধ''মিত্যাদি। নিতান্তমতিশয়েন বিভান্তং সর্ব্বোর্দ্ধং কান্তিমন্তং। খলশ্রেণীনাশকং। শ্রমসমূহেঽপ্যক্ষীণং ॥ ৪১ ॥

হে অঘারে! হে বকারে! হে মুরারে! বলারেরিন্দ্রস্য নিকারে নিগ্রহে অদ্রিধারে গোবর্দ্ধনধারণে সুধীরং। পুরারেঃ শিবস্য নিদানমাদিকারণং। আপবর্ণীয় পুরুষসূক্তে নবমপ্রপাঠকে। "তদশাংশেন মহাবিষ্ণুরিতি মহাবিষ্ণুতো ব্রহ্মবিষ্ণুশিবানাং জন্ম"। ব্রহ্মসংহিতায়াং। "ক্ষীরং যথে"ত্যাদিনা শিবস্য কারণং শ্রীকৃষ্ণ ইতি। অপারে বিহারে প্রবীণং। সুরারেরসুরস্য উদারে বিদারে অতিবিদারণে প্রবীণং ত্বাং নুমঃ ॥ ৪২ ॥

হে কৃষ্ণ! তুমি প্রশান্ত চিত্ত, সুন্দর, সদ্গুণশালী, সর্ব্বোর্দ্ধ কান্তিমান্ তুমি বন হইতে দিবাবসানে নিশান্তে অর্থাৎ গৃহে আগমন কর, তুমি সমস্ত (প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত) সকল হইতে শ্রেষ্ঠ, অতিশয় শোভাশীল, খলসকলের কৃতান্ত, তথা নানাবিধ শ্রমেও অক্লান্ত, তোমাকে স্তুত করি ॥ ৪১ ॥

অপিচ, হে অঘারে! হে বকারে! তুমি দেবরাজ ইন্দ্রের নিগ্রহবিষয়ে গিরিবর শ্রীগোবর্দ্ধনের ধারণে সুধীর, তুমি ত্রিপুরারি—শিবের নিদান অর্থাৎ

নুমস্ত্বাং গরিষ্ঠং মহিম্না মহিষ্ঠং
বিসারিপ্রতিষ্ঠং সুরাণাং বরিষ্ঠম্ ।
অসদ্ভ্যো দবিষ্ঠং সুমেরোর্গরিষ্ঠং
বলিভ্যো বলিষ্ঠং পটুভ্যঃ পটিষ্ঠম্ ॥ ৪৩ ॥
নুমস্তে চরিত্রং সুতীর্থাৎ পবিত্রং
খলালীলবিত্রং ভবাব্ধের্বহিত্রম্ ।
সতাং হৃৎসুচিত্রং দ্বিষাং হৃৎখনিত্রং
নতানাং সুমিত্রং প্রভাবৈর্বিচিত্রম্ ॥ ৪৪ ॥

গরিষ্ঠং অতিশয়েন গুরুতরং। গুরুতরত্বমাহ। মহিম্না মহিষ্ঠমতিমহৎস্বরূপং। বিসারিণী দূরগামিনী প্রতিষ্ঠা সুযশো যস্য তং। অসদ্ভ্যঃ দবিষ্ঠং দূরতরং। সুমেরুপর্ব্বতাৎ গরিষ্ঠং পটিষ্ঠং অতিনিপুণং ॥ ৪৩ ॥

তে চরিত্রং নুমঃ। কীদৃশং ? সুতীর্থাৎ পবিত্রং। খলশ্রেণীনাং লবিত্রং ছেদকং। ভবাব্ধের্বহিত্রং পারপ্রাপকং। সতাং হৃদি সুচিত্রমদ্ভুতং চিত্রবৎ সদা স্থিতং বা। দ্বিষাং হৃদ্বিদারকং প্রণতানাং বন্ধুরূপং। প্রভাবৈর্বিচিত্রং বিবিধাকারং ॥ ৪৪ ॥

আদিকারণ, অপার বিহারে ও সুরাদি হিরণ্যকশিপুর উদর বিদারণে বিশেষ প্রবীণ, তোমাকে স্তব করি ॥ ৪২ ॥

হে কৃষ্ণ! তুমি অত্যন্ত গুরুতর ও মহিমা-দ্বারা অতি মহৎস্বরূপ, তোমার প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ সুযশঃ বিস্তৃত, তুমি সকলের শ্রেষ্ঠ, অসচ্চিত্তলোকের দূরতর সুমেরু পর্ব্বত হইতে গরিষ্ঠ বলবান্ হইতে বলিষ্ঠ এবং পটুগণ হইতেও পটুতর, তোমাকে স্তব করি ॥ ৪৩ ॥

হে কৃষ্ণ! তোমার চরিত্র সুতীর্থ (গঙ্গাদি) হইতেও পবিত্র, খলশ্রেণীর নাশক, সংসার সমুদ্রের বহিত্র অর্থাৎ পারকরা ভেলা স্বরূপ, সাধু সকলের হৃদয়ে সুচিত্র অর্থাৎ অদ্ভুত চিত্রের ন্যায় সর্ব্বদা অবস্থিত, শত্রুবৃন্দের হৃদয়-বিদারক

স্বগাশ্চারয়ন্তং সুলীলাঃ সৃজন্তং
খলান্মারয়ন্তং ত্রিলোকীমবন্তম্।
অহো! নঃ সুদিষ্টং ভবন্তং মদিষ্টং
সদালোকয়ামঃ স্তুমঃ সংনমামঃ ॥ ৪৫ ॥
ইতি স্তুবন্তঃ সদয়াবলোকনৈঃ
পূর্ণাস্তদঙ্ঘ্রী প্রণিপত্য নির্জরাঃ।
তৎকেলিসঙ্কোচভয়াত্তিরোহিতা-
স্তং লোকয়ন্তোঽনুযযুর্নভোগতাঃ ॥ ৪৬ ॥

সুলীলাঃ সৃজন্তং প্রকাশয়ন্তং। অহো আশ্চর্য্যং! নোঽস্মাকং সুদিষ্টং সুভাগ্যং। সুভাগ্যাত্। সদ্ভিরিষ্টং সতামিষ্টং ভবন্তং সদা পশ্যামঃ। স্তুমঃ সংনমামশ্চ ॥ ৪৫ ॥

নির্জ্জরা দেবাঃ তত্তস্য কৃষ্ণস্যাঙ্ঘ্রী প্রণিপত্য তস্য কৃষ্ণস্য কেলৌ অস্মাকমগ্রে যঃ সঙ্কোচস্তস্য ভয়াৎ তিরোহিতাঃ সন্তঃ নভোগতাঃ তং কৃষ্ণং লোকয়ন্ত স্তস্যানু পশ্চাৎ যযুঃ ॥ ৪৬ ॥

প্রণতজনের সুমিত্র অর্থাৎ বন্ধুরূপ এবং প্রভাবদ্বারা বিচিত্র, সুতরাং এতাদৃশ বিবিধ গুণসম্পন্ন চরিত্রশালি তোমাকে আমি স্তব করি ॥ ৪৪ ॥

হে কৃষ্ণ! তুমি নিজের গোধনকে চারণ করত সুন্দরলীলা প্রকাশ কর, খলসকলকে নিধন কর, স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালের রক্ষা কর এবং মাদৃশ জনের সৌভাগ্য এই যে সাধুগণের বাঞ্ছিত ধন তোমাকে সন্দর্শন করিতেছি, ইহাই অত্যন্ত আশ্চর্য্য। সুতরাং তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৪৫ ॥

এই বলিয়া দেবতাসকল শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করত তদীয় কৃপা দৃষ্টিতে পূর্ণমনোরথ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগলে প্রণাম পূর্ব্বক "আমরা থাকাতেই ইনি আপন লীলা সঙ্কোচ করিতেছেন" এই ভয়ে তাঁহাকে দর্শন করিতে করিতে আকাশপথে গমন করিল ॥ ৪৬ ॥

ব্রজপতিসেবিতবিষ্ণু-
র্য্যস্য স্ববলং হরৌ নিহন্ত্যহসুরান্।
তান্ হন্ত্যয়মিতি মত্বা
মূঢ়া দেবাঃ স্তুবন্ত্যেনম্ ॥ ৪৭ ॥
ইত্থং দেবান্ হসন্তস্তান্ তেষামাকারচেষ্টিতৈঃ।
সখায়স্তেঽনুকুর্ব্বন্তঃ সখেলং হরিণাযযুঃ ॥ ৪৮ ॥

যুগ্মকং ॥

অথাগতা সা সদনং হরিপ্রিয়া
বিশ্রম্য দাসীভিরুপাসিতা ক্ষণং।
সায়ং নিশাভোগকৃতে হৃদীশিতু-
র্ভক্ষ্যাণি বীটী র্বিদধে সহালিভিঃ ॥ ৪৯ ॥

ব্রজপতিনা সেবিতো বিষ্ণুর্হরৌ কৃষ্ণে স্বস্য বলং ন্যস্য দত্ত্বা অসুরান্নিহন্তি। মূঢ়া দেবা অয়ং কৃষ্ণ স্তান্ অসুরান্ হন্তীতি মত্বা এনং কৃষ্ণং স্তুবন্তি ॥ ৪৭ ॥

ইত্থং তান্ দেবান্ হসন্তস্তে সখায় স্তেষাং দেবানামাকারচেষ্টিতৈরনুকুর্ব্বন্তঃ ॥ ৪৮ ॥

সদনমাগতা সা রাধা ক্ষণং বিশ্রম্য হৃদীশিতুঃ কৃষ্ণস্য সায়ংনিশাভোজনার্থং ভক্ষ্যাণি বীটীশ্চ বিদধে ॥ ৪৯ ॥

"ব্রজপতি নন্দরাজ কর্ত্তৃক শ্রীনারায়ণ সেবিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিজ সামর্থ অর্পণ করত অসুরসকলকে বিনাশ করিয়া থাকেন তাহাতেই ইনি অসুরগণকে সংহার করেন". মায়ামুগ্ধ দেবতাগণ এই জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়া থাকেন ॥ ৪৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ এইরূপে দেবতাসকলকে উপহাস করত তাঁহাদের আকার ও চেষ্টার অনুকরণ করিতে করিতে বিলাস পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সহিত গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮ ॥

অনন্তর শ্রীরাধা, স্বভবনে প্রত্যাগতা হইয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম করত দাসীগণ

কদলকুসুমমাসক্ষোদসৎসীরিসস্যৈ-
র্মরিচসুঘনদুগ্ধৈঃ সচ্চতুর্জ্জাতচন্দ্রৈঃ।
কৃত ইহ ঘৃতপক্কো যঃ পতেৎ খণ্ডপাকে
বটকমমৃতকেলিং সা ব্যধাত্তং প্রিয়েষ্টম্ ॥ ৫০ ॥
সামিক্ষৈঃ শালিচূর্ণৈ র্দধিমরিচসিতানারিকেলার্দ্ধসস্যৈ-
র্জাত্যেলাসল্লবঙ্গামৃতদলফলৈঃ ফেনিতৈঃ পিষ্টমুদ্গৈঃ।

কদলঃ কদলীবৃক্ষস্তস্য কুসুমং ফলং। পক্কফলমিতি বোধ্যং। কদলীকদলৌ পুনঃ রম্ভাবৃক্ষে ইতি। "কুসুমং স্ত্রীরজোনেত্ররোগয়োঃ ফলপুষ্পয়ো"রিতি চ মেদিনী। মাসক্ষোদো মাসচূর্ণঃ। সৎসীরী উত্তমনারিকেলস্তস্য সস্যৈঃ। তথা মরিচৈঃ সহ সুঘনদুগ্ধৈঃ। সচ্চতুর্জাতেন এলালবঙ্গজাতীফলগুড়ত্বগ্ভিঃ সহ চন্দ্রৈঃ কর্পূরৈঃ কৃতো যো ঘৃতপকঃ পদার্থঃ স ইহ স্থলে খণ্ডপাকে পতেৎ তং প্রিয়েষ্টং অমৃতকেলাখ্যং বটকং সা রাধা ব্যধাদকরোৎ ॥ ৫০ ॥

উষ্ণদুগ্ধে দধ্নঃ পাতাৎ ছেনাখ্যা আমিক্ষা তৎসহিতৈঃ সামিক্ষৈঃ শালিচূর্ণৈ-স্তণ্ডুলচূর্ণৈঃ। তথা দধি মরিচ শর্করা নারিকেলস্য। অর্দ্ধসস্যৈরিতি পাঠে

কর্ত্তৃক শুশ্রূষিতা হইলেন এবং সখীবর্গের সহিত প্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সায়ং ও নিশাকালের ভোজনার্থ দ্রব্য ও তাম্বূল বীটিকা রচনা করিলেন ॥ ৪৯ ॥

কদলকুসুম অর্থাৎ পক্ক কদলীফল, মাসক্ষোদ (মাসকলাই চূর্ণ) উৎকৃষ্ট সীরি (নারিকেল) ফলের শস্য মরিচ সহ ঘন দুগ্ধ এবং এলাচি, লবঙ্গ, জাতী-ফল ও গুড়ত্বক্ (দারুচিনি) তথা কর্পূরদ্বারা কৃত যে ঘৃতপক্ক পদার্থ, খণ্ড (চিনি) পাকে পতিত হয়, সেই অমৃতকেলি নামক বটক প্রিয়তমের তৃপ্তি বিধান নিমিত্ত শ্রীরাধা প্রস্তুত করিলেন ॥ ৫০ ॥

উষ্ণদুগ্ধে দধি দিলে আমিক্ষা (ছেনা) হয়, ছেনা সহিত তণ্ডুল চূর্ণ, তথা দধি, মরিচ, শর্করা ও নারিকেলের চূর্ণশস্য, জাতীফল, এলাচী লবঙ্গ, অমৃত-মদলী, অঙ্গুলীচালন করিলেই যাহার ফেন উত্থিত হয় তাদৃশ পিষ্ট (সম্যক্

স্পৃষ্টঃ পক্বো ঘৃতে যঃ প্রপততি সমধৌ দুগ্ধপূরে প্রগাঢ়ে
সেন্দৌ কর্পূরকেলিং তমিহ সুবটকং সা ব্যধাৎ স্বপ্রিয়েষ্টম্ ॥৫১

গ্রন্থিবদ্ধটিকালিস্তৈ র্দ্রব্যৈঃ সৃষ্টা তু যা পতেৎ ।
পঞ্চামৃতে ব্যধাত্তাং সা পীযূষগ্রন্থিপালিকাম্ ॥ ৫২ ॥

সক্ষীরসারশশিতণ্ডুলনারিকেল-
জাতীলবঙ্গমরিচৈঃ সসিতৈঃ সুপিষ্টৈঃ ।

নারিকেলস্য চূর্ণসন্ত্বৈঃ। "আর্দ্রসত্ত্বৈ"রিতিপাঠে কোমলসত্ত্বৈঃ জাতীফল-এলালবঙ্গামৃতকদলাখ্যফলৈঃ। অঙ্গুলীচালনেন ফেনিতৈঃ পিষ্টমুদ্গাদ্বিদলৈঃ স্পৃষ্টো যো ঘৃতে পক্বঃ সমধৌ দুগ্ধপুরে প্রগাঢ়ে ঘনীভূতে সেন্দৌ সকর্পূরে ইহ প্রপততি তং সুবটকং কর্পূরকেল্যাখ্যং সা রাধা ব্যধাৎ ॥ ৫১ ॥

তৈঃ পূর্ব্বশ্লোকোক্তৈরামিক্ষাদিদ্রব্যৈঃ সৃষ্টা যা :গ্রন্থিবদ্ধটিকালিঃ। গ্রন্থি-ক্লৃদিতি বা পাঠঃ। সপঞ্চামৃতে দুগ্ধদধিঘৃতমধুশর্করায়াং পতেৎ তদা পীযুষ-গ্রন্থিপালিকাখ্যা তাং সা রাধা ব্যধাৎ ॥ ৫২ ॥

ক্ষীরসারেণ সহ শশী কর্পূরস্তণ্ডুলাদয়শ্চ তৈঃ। কীদৃশৈঃ ? সসিতৈঃ শর্করা-

---

চূর্ণিত—শিলে বাঁটা মুদ্গ দ্বারা নির্ম্মিত ও যাহা ঘৃতপক মধু ও কর্পূর যুক্ত গাঢ়দুগ্ধে পতিত হয় তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম কর্পূরকেলি নামক বটক অর্থাৎ বড়া প্রস্তুত করিলেন ॥ ৫১ ॥

তৎপরে শ্রীরাধা পূর্ব্বোক্ত আমিক্ষাদি দ্রব্য দ্বারা নির্ম্মিত যে গ্রন্থিযুক্ত বটিকা সমূহ তাহাকে পঞ্চামৃতে অর্থাৎ দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও শর্করাকে একত্র করিয়া তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া অমৃতপালিকা নামে বটক প্রস্তুত করি-লেন ॥ ৫২ ॥

শর্করার সহিত ক্ষীরসার (দুগ্ধের সর) কর্পূর, তণ্ডুল, নারিকেল, জাতী-

রম্ভৈলয়া চ ঘৃতভাবনয়া ভবেদযা
সা তামনঙ্গগুটিকাং বিদধে প্রিয়েষ্টাম্ ॥ ৫৩ ॥
কদলমরিচদুগ্ধৈঃ খণ্ডগোধূমপক্ব-
প্রকটিতবটকোঽয়ং ভূরিজাতীফলাঢ্যঃ।
নববিধুমধুমধ্যে যো বিলাসং বিধত্তে
রচিত ইহ তয়াসৌ সীধুপূর্ব্বো বিলাসঃ ॥ ৫৪ ॥
উপায়নানামিতি পঞ্চকং সৎ
শ্রীরাধয়া স্বীয়ধিয়া কৃতং যৎ।

সহিতৈঃ সুপিষ্টৈশ্চ। রম্ভয়া এলয়াচ। ঘৃতভাবনয়া ঘৃতসহিতয়া পক্বয়া বা যানঙ্গগুটিকা ভবেৎ তাং প্রিয়েষ্টাং সা রাধা বিদধে ॥ ৫৩ ॥

কদলমরিচদুগ্ধৈঃ সহ খণ্ডগোধূমপক্বস্তেন প্রকটিতোঽয়ং বটকঃ। কীদৃশঃ। ভূরিজাতীফলাঢ্যো যো নববিধুঃ কর্পূরঃ মধুচ তন্মধ্যে বিলাসং স্থিতিং বিধত্তে। অসৌ সীধুপূর্ব্বো বিলাসঃ সীধুবিলাসাখ্যস্তয়া রাধয়া রচিতঃ ॥ ৫৪ ॥

উপায়নানাং মধ্যে যৎ সৎ পঞ্চকং শ্রীরাধয়া স্ববুদ্ধ্যা কৃতং তদেতৎ অমৃত-

---

ফল, লবঙ্গ ও মরিচের সহিত পেষণ করিয়া রম্ভা ও এলাচী সহ ঘৃত দ্বারা পাক করত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় অনঙ্গগুটিকা অর্থাৎ অনঙ্গবড়া নির্ম্মাণ করিলেন ॥ ৫৩ ॥

অপিচ, কদলী, মরিচ, দুগ্ধ এবং খণ্ড ও গোধূমচূর্ণ দ্বারা পাক করত এক প্রকার বটক প্রস্তুত করিয়া তাহাতে প্রচুরপরিমাণে জাতীফল ও কর্পূর দিয়া সীধুবিলাস অর্থাৎ অমৃতকেলি নামক বটক প্রস্তুত করিলেন ॥ ৫৪ ॥

উপায়ন সকলের মধ্যে যে পাঁচটী শ্রীরাধা আপন বুদ্ধিতে নির্ম্মাণ করিয়া-

কৃষ্ণস্তদেতৎ প্রণয়ী সতৃষ্ণঃ
সুধাং বিনিন্দন্ পরমত্তি নন্দন্ ॥ ৫৫ ॥
তেষু ব্রজপ্রসিদ্ধানি ত্রীণ্যন্তিমযুগঞ্চ যৎ।
রহোভোগ্যং নিশায়াং তন্মধুপানে বিদংশবৎ ॥ ৫৬ ॥
লবঙ্গেলেন্দুমরিচৈঃ সংযুতৈঃ শর্করাচয়ৈঃ।
চক্রে গঙ্গাজলাখ্যানি লড্ডুকান্যপরাণি চ ॥ ৫৭ ॥
তৈস্তৈ যুতৈঃ ক্ষীরসারৈস্তথা লাঙ্গলিসস্যকৈঃ।
অন্যান্যপ্যাজ্যভৃষ্টৈঃ সা সরৈশ্চ সরপূপিকাঃ ॥ ৫৮ ॥
যুগ্মকং।

কেল্যাদি পঞ্চকং প্রণয়ী কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণঃ সন্ সুধাং বিনিন্দন্ নন্দন্ পরমুৎকৃষ্টং যথা স্যাত্তথা অত্তি ॥ ৫৫ ॥

তেষু পঞ্চসু মধ্যে হমৃতকেল্যাদীনি ত্রীণি ব্রজে প্রসিদ্ধানি। অন্তিমযুগ্মং অনঙ্গগুটিকাসীধু বিলাসশ্চ। মধুপানে মাদকদ্রব্যপানানন্তরং বিদংশবৎ চর্ব্ব্য-দ্রব্যবৎ নিশায়াং রহোভক্ষ্যং মধুজাতীফলয়োর্মাদকতয়া ॥ ৫৬ ॥

লবঙ্গেলাকর্পূরমরিচৈঃ সহ সংযুতৈঃ শর্করাময়ৈ র্গঙ্গাজলাখ্যানি চক্রে ॥৫৭॥

তৈঃ লবঙ্গাদিভিস্তৈঃ শর্করাচয়ৈশ্চ যুতৈঃ ক্ষীরসারৈ স্তথা লাঙ্গলী নারিকেল স্তস্য সস্যৈরন্যানি লড্ডুকানি। তথা লবঙ্গাদি শর্করাযুতৈঃ আজ্যভৃষ্টৈ-

---

ছিলেন সেই অমৃতকেল্যাদি পাঁচটীকে শ্রীকৃষ্ণ তৃষ্ণা ও প্রীতি সহকারে অমৃত-কেও ন্যক্কৃত করিয়া উৎকৃষ্ট জ্ঞানে ভোজন করিয়া থাকেন ॥ ৫৫ ॥

উক্ত পাঁচটী বটকের মধ্যে অমৃতকেলি প্রভৃতি তিনটী বৃন্দাবনে সুপ্রসিদ্ধ এবং শেষ আর দুইটী অর্থাৎ অনঙ্গ গুটিকা ও সীধুবিলাস, ইহা রাত্রিকালের উপযুক্ত ভোগ্য ও মধুপানানন্তর ভোজ্য চর্ব্বদ্রব্য তুল্য ॥ ৫৬ ॥

লবঙ্গ, এলাচী, কর্পূর ও মরিচ সহিত শর্করা দ্বারা "গঙ্গাজল" নামক এবং নানাবিধ লড্ডুক সমস্ত নির্ম্মাণ করিলেন ॥ ৫৭ ॥

অপর লবঙ্গ, এলাচী, কর্পূর ও শর্করাযুক্ত ক্ষীরসার, তথা নারিকেল শস্য

সাঽথ স্নাতানুলিপ্তারুণরুচিসিচয়া বদ্ধবেণী সুচিত্রা
শ্রীসিন্দুরেন্দুভালা মৃগমদচিবুকা মালিনী সাব্জহস্তা ।
নাসাগ্রান্দোলিমুক্তাঞ্জনযুতনয়নোত্তংসিনী বদ্ধনীবী
রাধাতাম্বূলবক্ত্রা সকুসুমচিকুরা ভাতি যাবোজ্জ্বলাঙ্ঘ্রিঃ॥৫৯
চূড়ারত্নললাটিকে সুবলয়াংশ্চক্রীশলাকাযুগং
কাঞ্চীকুণ্ডলকঙ্কণাঙ্ঘ্রিকটকান্ পাদাঙ্গুলীয়ান্যপি ।

ন্যন্যানি লড্ডুকানি তথা সরৈঃ সরপূপিকাশ্চ সা রাধা চক্রে। পূর্ব্বশ্লোকস্থেনান্বয়ঃ ॥ ৫৮ ॥

সা রাধা স্নাতা, কস্তূর্য্যাদিভিরনুলিপ্তা, অরুণরুচিঃ সিচয়ো যস্যাঃ সা, বদ্ধবেণী। সুচিত্রা গণ্ডদ্বয়ে স্তনদ্বয়েচ সুচিত্রং যস্যাঃ সা, সিন্দুরস্য পূর্ণেন্দুবদ্ভালে তিলকং যস্যাঃ সা। মৃগমদস্য ভ্রমরশিশুবচ্চিবুকে যস্যাঃ সা। মালা বিদ্যতে যস্যাঃ সা মালিনী সাব্জহস্তা লীলাকমলহস্তা। উত্তংসঃ কর্ণভূষা তদ্যুতা। বদ্ধা নীবী অধোবস্ত্রস্য বন্ধনং যস্যাঃ সা। কুসুমসহিতং চিকুরং কেশং বেণ্যাদিরূপং যস্যাঃ সা। যাবোঽলক্তকস্তেন উজ্জ্বলচরণা ॥ ৫৯ ॥

ললাটোপরি দ্বিবিভক্তস্য কেশস্য মধ্যদেশে সীমন্তোপরি চূড়ারত্নঃ চূড়ারত্নলগ্নৈকদেশস্যান্যদেশং কর্ণপর্য্যন্তং। মুক্তান্যরত্নাদিনির্ম্মিতং ভূষণং ললাটিকাখ্যং তে চূড়ারত্নললাটিকে বিভ্রতী সুবলয়াংশ্চ বিভ্রতী বলয়ং ইন্দ্রনীলমণি-

দ্বারা অন্যান্য লড্ডুক, এবং লবঙ্গাদি শর্করাযুক্ত ঘৃতভর্জ্জিত অন্যান্য লড্ডুক আর সরসমূহ দ্বারা সরপূপিকা প্রস্তুত করিলেন ॥ ৫৮ ॥

অনন্তর শ্রীরাধা স্নান করত কস্তূরী প্রভৃতি দ্বারা অনুলিপ্ত হইয়া অরুণবস্ত্র পরিধান বেণীবন্ধন, অঙ্গে চিত্রলেখন ললাটে সিন্দুরের পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তিলক ধারণ, চিবুকে মৃগমদের ভ্রমরশিশুর ন্যায় চিহ্ন ধারণ, মালা পরিধান, হস্তে পদ্ম ধারণ, নাসাগ্রে মুক্তা ধারণ, নেত্রে অঞ্জন ধারণ, শিরোভূষণ ও নীবীবন্ধন করিলেন, তথা তাম্বূল রক্তিমায় রক্তৌষ্ঠী হইয়া কুন্তলে কুসুম ধারণ এবং চরণকমলে অলক্তক রঞ্জনে উজ্জ্বলাঙ্গী হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৫৯ ॥

ললাটের উপরিভাগে দুই ভাগে বিভক্ত কেশের অর্থাৎ সীমন্তের-সীঁতির

গ্রৈবেয়ং পদকাঙ্গদাদি বিবিধান্ হারাংস্তথা মুদ্রিকা
মঞ্জীরাবিতি রত্নভূষণচয়ং রাধাহবভৌ বিভ্রতী ॥ ৬০ ॥
সুস্নাতালঙ্কৃতাভিঃ সা সখীভিশ্চন্দ্রশালিকাম্।
সমারুহ্য স্থিতা কৃষ্ণবর্ত্মন্যাহিতলোচনা ॥ ৬১ ॥
কৃষ্ণাম্বুদাগমে কালে বল্লবীচাতকীততিঃ।
ব্যাত্তাক্ষিচঞ্চুরুৎকাসীচ্চন্দ্রশালাগতোন্মুখী ॥ ৬২ ॥

নির্ম্মিতং চূড়ীত্যাখ্যং। চক্রীশলাকাযুগং কর্ণভূষণং। কাঞ্চ্যাদীন্। পদাঙ্গুলী-ভূষণানি। গ্রৈবেয়কং কণ্ঠভূষণং। পদকং প্রসিদ্ধং। অঙ্গদং কফোনিকো পরিভুজয়ো র্ভূষণং। মুদ্রিকা হস্তাঙ্গুলীভূষণং মঞ্জীরং চরণভূষণং বিভ্রতী রাধা বভৌ ॥ ৬০ ॥

সা রাধা সখীভিঃ সহ চন্দ্রশালিকাং সর্ব্বোর্দ্ধগৃহং সমারুহ্য কৃষ্ণবর্ত্মনি আহিতনেত্রা দত্তনেত্রা সতী স্থিতা ॥ ৬১ ॥

শ্রীকৃষ্ণরূপমেঘাগমকালে গোপীরূপা চাতকীততিঃ ব্যাত্তা প্রসরিতোঽক্ষি-রূপা চঞ্চুর্যয়া সা উৎকণ্ঠিতাচাসীৎ ॥ ৬২ ॥

চূড়ারত্ন ও ললাটিকা অর্থাৎ ললাটভূষণ, সুন্দর বলয়া, দুইটী শলাকা চক্রী, কাঞ্চী, কুণ্ডল, কঙ্কণ, পাদকটক, পাদের অঙ্গুলীয়ক, গ্রৈবেয় অর্থাৎ কণ্ঠভূষণ পদক, অঙ্গদ, বলয়, বিবিধ হার, মুদ্রিকা অর্থাৎ করাঙ্গুলিভূষণ নূপুর এবং অন্যান্য রত্নভূষণ ধারণ করত শ্রীরাধা শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥

অনন্তর শ্রীরাধা সুস্নাতা ও অলঙ্কৃতাঙ্গী সখীসকলে সহিত চন্দ্রশালিকায় অর্থাৎ গৃহের সর্ব্বোর্দ্ধভাগে আরোহণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের আগমন পথে নেত্রপাত করিয়া অবস্থিত কহিলেন ॥ ৬১ ॥

শ্রীকৃষ্ণরূপ মেঘাগম কালে গোপীরূপ চাতকীসকল নয়নচঞ্চু প্রসারণ পূর্ব্বক উন্মনস্কা হইয়া চন্দ্রশালিকায় অর্থাৎ চিলেকোটায় আরোহণ করিয়া রহি-লেন ॥ ৬২ ॥

স্বারূঢোৎকণ্ঠিগোপালী বৃন্দবক্ত্রেন্দুমণ্ডলৈঃ।
আসন্ যথার্থনাম্ন্যস্তা ব্রজস্থাশ্চন্দ্রশালিকাঃ॥ ৬৩॥
জাতেঽপরাহ্ণে তনয়াগমোৎসুকা
ব্রজেশ্বরী স্নেহপরিপ্লুতাশয়া।
তদ্ভোজ্যসংসাধনসত্বরা সখীং
সা রোহিণীং পাককৃতে ন্যযোজয়ৎ॥ ৬৪॥
অথাহূয়া তুলাখ্যাং সা নন্দনস্য সধর্ম্মিণীম্।
পাকায় রোহিণীসঙ্গে দদৌ স্বলঘুযাতরম্॥ ৬৫॥

ব্রজস্থা স্তা শ্চন্দ্রশালিকাঃ স্বারূঢ়গোপীসমূহ মুখচন্দ্রসমূহৈশ্চন্দ্রাণাং শালা-শ্চন্দ্রশালিকা ইতি ব্যুৎপত্ত্যা যথার্থনাম্ন্য আসন্॥ ৬৩॥

সা যশোদা। সখীং রোহিণীং॥ ৬৪॥

সা যশোদা নন্দনস্য নন্দভ্রাতুঃ সধর্ম্মিণীং পত্নীং স্বলঘুযাতরং। ভর্ত্তু-র্ভ্রাতৃপত্নীনাং পরস্পরং যাতৃত্বং। তথাচ। "ভার্য্যাস্তু ভ্রাতৃবর্গস্য যাতরঃ স্যুঃ পরস্পর"মিত্যমরঃ। অতুলানাম্নীমাহূয় পাকায়॥ ৬৫॥

"চন্দ্রশালা" শব্দের অর্থ চন্দ্রের শালা অর্থাৎ আলয় কিন্তু ব্রজস্থ চন্দ্রশালা বস্তুতঃ সার্থক নামা হইয়াছিল, কারণ চন্দ্রশালাতে আরূঢ় উৎকণ্ঠিত ব্রজসুন্দরী দিগের মুখচন্দ্র সত্য সত্যই যেন চন্দ্রের ন্যায় হইয়াছিল॥ ৬৩॥

এ দিকে ব্রজেশ্বরী শ্রীযশোদা :অপরাহ্ণকাল উপস্থিত হইলে তনয়ের আগমন প্রতীক্ষায় উৎসুক ও স্নেহ পরিপ্লুতাশয় হইয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের ভোগ্য ভোজ্য দ্রব্যের জন্য সত্বরা হওত নিজ সখী শ্রীরোহিণীকে পাক করিতে নিযুক্ত করিলেন॥ ৬৪॥

অনন্তর নিজের কনিষ্ঠা যাতা (যা) অর্থাৎ নন্দভ্রাতা নন্দনের অতুলা নাম্নী

অথাহূয়া তুলাখ্যাং সা নন্দনস্য সধর্ম্মিণীম্।
পাকায় রোহিণীসঙ্গে দদৌস্বলঘুগাতরম্ ॥ ৬৫ ॥
ষড়্‌তুৎশাকাদিকন্দমূলফলাদিকৈঃ।
তত্তদ্ব্যঞ্জনসম্পত্ত্যা কৃষ্ণভোজনপূর্ত্তয়ে ॥ ৬৬ ॥
ব্যগ্রাভ্যাং ব্রজনাথাভ্যাং নিযুক্তৈর্মালিকৈঃ কৃতাঃ।
শাকাদিবাটিকাঃ ষট্ যা নানাদোহদপণ্ডিতৈঃ ॥ ৬৭ ॥ †

ষড়্‌তুষৃৎপন্নৈঃ শাকাদিভি স্তদ্ব্যঞ্জনস্য যা সম্পত্তিরুৎপত্তিস্তয়া কৃষ্ণস্য ভোজনপূর্ত্ত্যর্থং ব্যগ্রাভ্যাং নন্দযশোদাভ্যাং নিযুক্তৈ র্মালিকৈঃ কৃতা ষট্‌-শাকাদি বাটিকাস্তাভ্যো বাটিকাভ্যস্তে মালিকা ভূরিকণ্ডোলঃ শাকাদ্যাহরক-পাত্রবিশেষ স্তেষু পূরিতং তত্তদৃতুৎপন্ন শাকমূলফলাদি ব্রজেশ্বর্য্যৈ উপজহ্রু-রিতি চতুর্থশ্লোকেনান্বয়ঃ। ননু সদা ষড়্‌তুৎপন্নশাকাদিকং কথং ভবেত্তত্রাহ।

সহধর্ম্মিনীকে আহ্বান করত রোহিণীর সঙ্গে পাকের জন্য নিযুক্ত করি-লেন ॥ ৬৫ ॥

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত এই ছয় ঋতুতে সঞ্জাত শাকাদি, কন্দ, মূল ও ফলাদি দ্বারা এবং সেই সেই শাকাদি হইতে উৎপন্ন ব্যঞ্জন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ভোজন পূর্ত্তির নিমিত্ত শ্রীনন্দ ও যশোদা ব্যগ্র হইয়া দোহদ অর্থাৎ গ্রীষ্মাদি ছয় ঋতুতে লতা বৃক্ষাদির অসময়ে ফলপুষ্পাদি উৎপাদন করণার্থ সেচনাদি বিবিধ ক্রিয়াপটু মালিক অর্থাৎ বনপালক মালিকে নিযুক্ত করিলে তাহারা শাকাদির বাটিকা প্রস্তুত করিয়াছিল, একারণ ব্রজস্থ জনসকল

† দোহদলক্ষণং যথা বৃক্ষতত্ত্বে ॥
তরুগুল্মলতাদীনামকালে কুশলৈঃ কৃতং।
পুষ্পাদ্যুৎপাদকং বস্তু দোহদং স্যাত্তু তৎক্রিয়া ॥

ব্রজস্থৈর্জ্ঞায়তে তত্তদ্দোহদোত্থং ফলাদিকম্ ।
বস্তুত স্তাঃ ষড়্‌ৃতবঃ সেবন্তে বাটিকাঃ সদা ॥ ৬৮ ॥
তাভ্যস্তত্তদৃতূৎপন্নশাকমূলফলাদি তে ।
উপজহ্রুর্ব্রজেশ্বর্য্যৈ ভূরিকণ্ডোলপূরিতম্ ॥ ৬৯ ॥

চতুর্ভিঃ কুলকং

দাসীভিস্তদ্বিভজ্যার্দ্ধং সায়ং পাকার্থমন্বয়া ।
সংস্কারিতং পরং চার্দ্ধং প্রাতঃ পাকায় ধারিতম্ ॥ ৭০ ॥

নানাদোহদপণ্ডিতৈঃ সদা সর্ব্বশাকাদ্যুৎপাদনে নিপুণৈ র্ব্রজস্থৈ স্তত্তদ্দোহদোত্থং। ফলাদিকং যেন প্রকারেণ জলাদিপূরণেন যৎ ফলাদিকং ভবতি তজ্জ্ঞায়তে বস্তুতঃ ষড়্‌ৃতবঃ সদা তা বাটিকাঃ সেবন্তে। যথা গৌতমীয়তন্ত্রে। "সর্ব্বর্ত্তু কুসুমোপেত"মিতি। সেবিতং ঋতুভিঃ সর্ব্বৈরিতিচ। ৬৬—৬৯ ॥

অন্বয়া দাসীভি স্তৎফলাদিকমর্দ্ধং বিভজ্য ॥ ৭০ ॥

যে প্রকার জলসেচনে যে রূপ দোহদে ফলপুষ্পাদি উৎপন্ন হয় তাহা সম্যক্‌ রূপে পরিজ্ঞাত আছেন, বাস্তবিক দেখিতে গেলে ব্রজবাসিরা ত দোহদপটুই বটেন, কিন্তু সকল সময়েই ছয় ঋতু ব্রজের বৃক্ষবাটিকায় উপস্থিত থাকে, সুতরাং সকল সময়ে সমস্ত ফল মূল উৎপন্ন হওয়া আশ্চর্য্য নহে। অপিচ বনপালক বাগানের মালীগণ প্রত্যেক ঋতুৎপন্ন শাক, মূল ও ফলাদি উক্ত বৃক্ষবাটিকা হইতে আহরণ পূর্ব্বক পাত্র পূর্ণ করিয়া প্রচুর পরিমাণে উপহার প্রদান করিল ॥ ৬৬—৬৯ ॥

তৎপরে জননী শ্রীযশোদা—দাসীগণদ্বারা বিভাগ করিয়া অর্দ্ধ পরিমাণ সায়ংকালীন পাকের নিমিত্ত এবং অর্দ্ধ পরিমাণ উত্তম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া প্রাতঃকালীন রন্ধনের জন্য রাখিয়া দিলেন ॥ ৭০ ॥

নারিকেলাদিপক্বাম্রফলান্যেষাহৃতানি তৈঃ।
দাসৈঃ সংস্কারয়ামাস সায়ং ভোগায় পুত্রয়োঃ ॥ ৭১ ॥
স্বে স্বে কর্ম্মণি দাসাদীন্ শীঘ্রপাকে স্বযাতরৌ।
ত্বরয়ন্তী হরের্ম্মাতা বভ্রামেতস্ততো মুহুঃ ॥ ৭২ ॥
ততঃ স্বযাতৃপ্রমুখাঙ্গনাবৃতা
ব্রজেশ্বরী পুত্রবিলোকনোৎসুকা।
স্তন্যাশ্রুবিক্লিন্নপয়োধরাম্বরা
গত্বা পুরদ্বারমুদাননা স্থিতা ॥ ৭৩ ॥

তৈ র্মালিকৈরাহৃতানি নারিকেলাদীনি এষা পুত্রয়োঃ সায়ংকালীন-ভোগায় ॥ ৭১ ॥

যস্য যৎ কর্ম্ম তস্মিন্ স্বে স্বে কর্ম্মণি দাসাদীন্। শীঘ্রপাকে স্বস্য যাতরৌ রোহিণী অতুলে হরের্ম্মাতা ত্বরয়ন্তী মুহুর্বভ্রাম ॥ ৭২ ॥

তদনন্তরং স্বস্য যাতৃপ্রমুখাঙ্গনাভিরাবৃতা যশোদা পুরদ্বারং গত্বা স্থিতা ॥ ৭৩

শ্রীযশোদা সেই কিঙ্কর মালিসকলের আনীত নারিকেলাদি ফল ও সুপক্ব আম্র ফল গুলি পুত্রদ্বয় রামকৃষ্ণের সায়ংকালীন ভোজনের জন্য উত্তম রূপে সংস্কৃত করাইয়া রাখিলেন ॥ ৭১ ॥

অনন্তর কৃষ্ণমাতা যশোদা দাস, দাসী ও ভৃত্য সমস্তকে স্ব স্ব কার্য্য এবং রোহিণী ও অতুলা নাম্নী নিজের দুই জন যাতাকে শীঘ্র রন্ধন করিবার নিমিত্ত ত্বরান্বিত করিয়া ইতস্ততঃ বারম্বার ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭২ ॥

তদনন্তর ব্রজেশ্বরী স্বীয় যাতৃগণে পরিবৃত হওত পুত্রমুখ দর্শন করিবার নিমিত্ত উৎসুক এবং বিন্দু বিন্দু স্তন্য দুগ্ধ ও অশ্রুজল দ্বারা স্তন ও পরিধেয় বস্ত্র সিক্ত করত পুরদ্বার অর্থাৎ গ্রামের প্রধান দ্বারে গমন করিয়া বদন উত্তোলন পূর্ব্বক অবস্থিত করিলেন ॥ ৭৩ ॥

সূর্য্যং সমীক্ষ্য চরমাচলচংক্রমোৎকং
ঘোষেশ্বরঃ সুতসমীক্ষণজাততৃষ্ণঃ।
গোরেণুবেণুনিনদার্পিতনেত্রকর্ণঃ
সার্দ্ধং স গোসদনমাপ মুদাত্মবৃন্দৈঃ ॥ ৭৪ ॥
উৎসর্পদ্গোরজোজালবালপূর্ণেক্ষণোৎসুকাঃ।
উচ্চস্থানে স্থিতা আসন্ ব্রজলোকা গ্রহা ইব ॥ ৭৫ ॥

সুতসন্দর্শনজাততৃষ্ণো নন্দঃ সূর্য্যমস্তাচলগমনোৎসুকং সমীক্ষ্য গোরেণাবর্পিতনেত্রঃ বেণুশব্দার্পিতকর্ণঃ স আত্মবৃন্দৈঃ সহ গোসদনমাপ ॥ ৭৪ ॥

গ্রহাশ্চন্দ্রসূর্য্যাদয়ো যথা উৎসর্পৎ গোরজোজালং যস্মিন্ তদ্বালস্য গোধূলীরূপশুভসময়ে জাতস্য বালস্য বালকস্য পূর্ণেক্ষণোৎসুকাঃ সন্ত উচ্চস্থানে স্থিতা ভবন্তি। তথা ব্রজলোকা উৎসর্পৎ উদ্গচ্ছৎ গোরজসাং জালং সমূহ এব বালস্তস্য কিম্বা উৎসর্পতো গোরজোজালাদ্ধেতো র্বালানাং পূর্ণেক্ষণোৎসুকাঃ পূর্ণং সমগ্রং যদীক্ষণং তত্রোৎসুকাঃ সন্ত উচ্চস্থানস্থিতা আসন্ ॥ ৭৫ ॥

এ দিকে ব্রজেশ্বর শ্রীনন্দও সূর্য্যদেবকে অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইতে দর্শন করিয়া পুত্রমুখ দর্শনার্থ সতৃষ্ণ হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের গোধূলিও বেণুধ্বনিতে নয়ন ও কর্ণ অর্পিত করিয়া আত্মীয় গোপ সকলের সহিত সানন্দে গোভবনে অর্থাৎ বাথানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৭৪ ॥

মহাপুরুষের গোধূলিরূপ শুভ সময় পরিপূর্ণ হইলে চন্দ্রসূর্য্যাদি শুভ গ্রহগণ স্ব স্ব কলায় পরিপূর্ণ হইয়া যেমন উচ্চ স্থানে আরোহণ পূর্ব্বক অবস্থিতি করেন তদ্রূপ প্রসন্ন গ্রহগণের মতই যেন শ্রীকৃষ্ণের ব্রজবাসি সকল কৃষ্ণের মুখচন্দ্র অবলোকন করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়া উচ্চস্থানে অবস্থিত রহিলেন এবং ব্রজে আগমন কালে শ্রীকৃষ্ণের নয়ন যুগল উড্ডীয়মান গোধূলী দ্বারা অথবা সায়ংকালীন সূর্য দেবের অরুণ কিরণে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল ॥ ৭৫ ॥

মণ্ডয়ন্তঃ সখীন্ পুষ্পৈ র্নন্দয়ন্তো গিরা হরিঃ।
জনয়ন্তো মুদং তেষাং ব্রজান্তিকবনং যযৌ ॥ ৭৬ ॥
তত্র স্ফারে সরসি মুরলীনিস্বনৈঃ স্তম্ভয়ন্ গা
যূথান্ যূথান্ পৃথগরচয়ৎ পায়য়িত্বাপ পাথিঃ।
নানারঙ্গৈঃ স্বহৃদি মণিভি র্যাস্তি মালা তয়া হসৌ
নানাবর্ণানগণয়দপি স্বান্ হরির্ধেনুযূথান্ ॥ ৭৭ ॥
সংখ্যাপূর্ত্তৌ ভবতি মুদিতঃ স্বস্য কিম্বা সখীনাং
সংখ্যান্যূনে সপদি স গবাং বেণুসঙ্কেতনাদৈঃ।

হরিঃ পুষ্পৈঃ সখীন্ মণ্ডয়ন্তঃ। গিরা সখীন্নন্দয়ন্তস্তেষাং মুদং জনয়ন্তো ব্রজান্তিকবনং যযৌ। "গর্ব্বিমণ্ডিজিজনিনন্দিভো হন্তঃ" ॥ ৭৬ ॥

তত্র ব্রজান্তিকবনে স্ফারে অতিবিস্তারে সরসি সরোবরতীরে হরি র্গা মুরলীনিস্বনৈঃ স্তম্ভয়ন্ পাথো জলং পায়য়িত্বা যূথান্ যূথান্ পৃথগরচয়ৎ। নানারঙ্গৈ র্নানাবর্ণৈ র্মণিভিঃ স্বস্য হৃদি যা মালাস্তি তয়া মালয়াসৌ কৃষ্ণঃ নানাবর্ণান্ স্বান ধেনুযূথান্ অগণয়দপি ॥ ৭৭ ॥

স্বস্য সখীনাঞ্চ সংখ্যাপূর্ত্তৌ সত্যাং মুদিতো ভবতি। গবাং সংখ্যায়াঃ

তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ কুসুম দ্বারা সখাসকলকে বিভূষিত ও বাক্য দ্বারা আনন্দিত করিয়া তাহাদিগের হর্ষোৎপাদন করত ব্রজের সমীপবর্ত্তি বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৭৬ ॥

এবং সেই কানন মধ্যে অতিবিস্তৃত সরোবরের তীরদেশে মুরলীর ধ্বনিতে গোসকলকে স্তম্ভিত করত জল পান করাইয়া ভিন্ন ভিন্ন যূথ রচনা করিলেন, তৎপরে বিবিধ রঙ্গভঙ্গী পূর্ব্বক বক্ষঃস্থলে যে বিবিধ মণিনির্ম্মিত মালা আছে তদ্দ্বারা স্বীয় নানাবর্ণ ধেনুযূথকে গণনা করিতে লাগিলেন ॥ ৭৭ ॥

গণনা কালে শ্রীকৃষ্ণ আপনার কিম্বা বয়স্য সকলের সংখ্যা পূর্ণ হইলে আনন্দিত হইতেছেন এবং নিজের বা বয়স্যের সংখ্যার ন্যূনতা হইলে বেণু-

তত্তন্নাম্না স্বগণবিযুতাঃ শীঘ্রমাহূয় গাস্তা
স্তত্তদ্ যূথে চলতি ঘটয়ংশ্চালয়ংস্তান্ ব্রজায় ॥ ৭৮ ॥
শ্রীধেনুরেণুপরিপিঞ্জরিতাঙ্গগুঞ্জা
বন্যস্রগম্বরচলালককেশপিঞ্ছঃ
নির্যোগপাশমুরলীদলযষ্টিশৃঙ্গী-
লোলারুণাতিবিপুলায়তপক্ষ্মলাক্ষঃ ॥ ৭৯ ॥
বন্যাটনশ্রমজকান্ত্যমৃতাভিবর্ষা-
সংসিক্তসর্ব্বজননেত্রচকোরবৃন্দঃ ।

ন্যূনে সতি স কৃষ্ণঃ বেণুসঙ্কেতনাদৈঃ স্বগণাদ্বিযুতাস্তা গাস্তত্তন্নাম্না আহূয় শীঘ্রং তত্তদ্যূথে ঘটয়ন্ প্রাপয়ন্ তান্ যূথান্ ব্রজায় চালয়ন্ স্বয়ং চলতি ॥ ৭৮ ॥

ধেনূনাং খুররেণুভিঃ পরি সর্ব্বতঃ পিঞ্জরিতানি ব্যাপ্তান্যঙ্গাদীনি যস্য সঃ। নির্যোগপাশো গবাং দোহনে ছন্দনরজ্জুঃ। মুরলীদলং যষ্টিঃ শৃঙ্গঞ্চ বর্ত্তন্তে যস্য সঃ। লোলে অরুণে অতিবিপুলে আয়তে পক্ষ্মলে স্থূলপক্ষ্মযুক্তে অক্ষিণী যস্য সঃ। বন্যা বনসমূহস্তত্রাটনেন ভ্রমণেন যা শ্রমজন্যা কান্তিঃ শোভা সৈবামৃতস্যাতিবর্ষা তয়া সংসিক্তঃ সর্ব্বজনানাং নেত্ররূপচকোরসমূহো যেন

ধ্বনির সঙ্কেতদ্বারা যূথ হইতে পরিভ্রষ্ট সেই গোসকলকে স্ব স্ব নামে আহ্বান পূর্ব্বক শীঘ্র স্ব স্ব যূথমধ্যে প্রবিষ্ট করাইলেন এবং তাহাদিগকে ব্রজাভিমুখে চালিত করিয়া নিজেও চলিতে লাগিলেন ॥ ৭৮ ॥

ব্রজে আগমন কালে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ, গুঞ্জা, বনমালা, বসন, চঞ্চল অলক, কেশ এবং শিখিপুচ্ছ, শোভমান গোধূলি দ্বারা সম্যক্ রঞ্জিত হইল, গোদোহনে ছন্দন রজ্জু, মুরলী, দল, (পত্র) যষ্টি এবং শৃঙ্গ অর্থাৎ শিঙা বিদ্যমান রহিয়াছে এবং নয়নযুগলের পক্ষ্ম চঞ্চল অরুণ বর্ণ ও কিঞ্চিৎ আয়ত হইয়াছে।

অপিচ, বনভ্রমণশ্রমজন্য কান্তি অর্থাৎ অতিবিস্তীর্ণা দীপ্তিরূপ অমৃত বর্ষা

বংশীকলাহৃতবিঘূর্ণিতযৌবতালিঃ
কৃষ্ণঃ স ঘোষমবিশৎ স্বসমৈর্বয়স্যৈঃ ॥ ৮০ ॥
যুগ্মকং ॥

উদগচ্ছন্তী ব্রজভুবি বিশ্বক্ পাতৈ-
র্বংশীধ্বানামৃতমধুরাসারৈস্তাম্ ।
সংসিঞ্চন্তী স্ববিরহদাবোচ্ছেত্রী
কাষ্ণী শোচির্জলধরমালা রেজে ॥ ৮১ ॥
শ্রীকৃষ্ণাগমভূপতেঃ সখিচমূশৃঙ্গাদিকোলাহলং
শ্রুত্বোদ্যৎ সুরভীরজোধ্বজচয়ান্ দূরাদ্বিলোক্যোদ্বিজন্ ।

সঃ। বংশ্যাঃ কলৈ র্মধুরধ্বনিভিরাহৃতা আকৃষ্টা বিঘূর্ণিতাচ যুবতীনাং শ্রেণী যেন সঃ। সঃ কৃষ্ণঃ সখিভিঃ সহ ঘোষমবিশৎ ॥ ৭৯—৮০ ॥

কাষ্ণী কৃষ্ণসম্বন্ধিনী শোচিঃ কান্তিঃ সৈব জলধরমালা মেঘমালা ব্রজভুবি উদগচ্ছন্তী উদয়ং প্রাপ্নুবন্তী রেজে। বিশ্বক্পাতৈঃ সর্ব্বপতনশীলৈ র্বংশী-ধ্বানরূপামৃতমধুরাসারৈ র্মধুরধারাসম্পাতৈ স্তাং ব্রজভূমীং সংসিঞ্চয়ন্তী স্বস্য কৃষ্ণস্য বিরহরূপদাবং দাবাগ্নিং উচ্ছিনত্তীত্যুচ্ছেত্রী নাশকর্ত্রী ॥ ৮১ ॥

শ্রীকৃষ্ণাগমনরূপরাজ্ঞঃ সখিচমূনাং সখিরূপসেনানাং শৃঙ্গাদিকোলাহলং

দ্বারা ব্রজবাসিসকলের নেত্ররূপ চকোরগণকে পরিতৃপ্ত করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ নিজ সদৃশ বয়স্যসকলের সহিত ব্রজে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৭০—৮০ ॥

আগমন কালে শ্রীকৃষ্ণের মেঘমালার ন্যায় কান্তি ব্রজভূমির চতুর্দ্দিকে ধারাপাত দ্বারা সমুদ্গত হইয়া বংশীর কলনাদ রূপ অমৃতের মধুর ধারা বর্ষণে ব্রজযুবতি সকলকে সেচন করিয়া এবং বিরহরূপ দাবানলের উচ্ছেদকারিণী হইয়া শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৮১ ॥

শ্রীকৃষ্ণের আগমন রূপ ভূপতির সখারূপ চমূ অর্থাৎ সেনাগণের শৃঙ্গাদি কোলাহল শ্রবণ করিয়া এবং গোসকলের সমুদ্গত রজোরূপ ধ্বজ সমূহকে দূর

ঘোষাত্তদ্বিরহাখ্যদস্যুনৃপতির্ভীত্যাপযাতঃ ক্ষণা-
চ্চিন্তাতানবদীনতাতিজড়তার্ত্ত্যুদ্বেগসেনান্বিতঃ ॥ ৮২ ॥
বংশীগানামৃতমুচি গবাং ধূলীজালাব্দমালে
হম্বারাবস্তনিতবলিতে শ্রীহরেরাগমাখ্যে।
প্রাবৃট্‌ কালেঽভ্যুদয়তি মুদা সর্ব্বতশ্চোন্মুখীয়ং
প্রোদ্যত্তৃষ্ণা ব্রজজনততিশ্চাতকাল্যভ্যুপেতা ॥ ৮৩ ॥

শ্রুত্বা দূরাৎ গোধূলীরূপধ্বজসমূহান্‌ বীক্ষ্য বিরহাখ্যো দস্যুরাজ উদ্বিজন্‌ উদ্বেগং প্রাপ্নুবন্‌ ভীতাঃ চিন্তাদিসেনান্বিতঃ সন্‌ ক্ষণাদপযাতঃ পলায়িতঃ ॥ ৮২॥

কৃষ্ণস্যাগমাখ্যে বর্ষাকালে অভ্যুদয়তি সতি তৃষ্ণাতিশয়যুতা ব্রজজন-চাতকশ্রেণী অভ্যুপেতা নিকটমাগতা। প্রাবৃট্‌সাধর্ম্ম্যমাহ। বংশীগানামৃতস্য মোচনং বর্ষা যত্র তস্মিন্‌। ধূলীসমূহো মেঘমালা যত্র তস্মিন্‌। গবাং হম্বাশব্দঃ স্তনিতং মেঘগর্জ্জিতং তেন যুক্তে। "স্তনিতং গর্জ্জিতং মেঘনির্ঘোষে" ইত্যমরঃ ॥ ৮৩ ॥

হইতে শ্রীকৃষ্ণবিরহরূপ দস্যু দর্শন করিয়া উদ্বিগ্ন হওত আভীরপল্লী হইতে চিন্তা, তানব অর্থাৎ কৃশতা, দীনতা, অতিজড়তা, আর্ত্তি অর্থাৎ পীড়া এবং উদ্বেগরূপ স্ব স্ব সৈনিকগণে সমবেত হইয়া ভয় বশতঃ ক্ষণকাল মধ্যে কোথায় যেন পলাইয়া গেল ॥ ৮২ ॥

শ্রীকৃষ্ণের আগমনকাল রূপ বর্ষাকাল উপস্থিত হওয়ায় ব্রজবাসিরূপ চাতক-শ্রেণী অত্যন্ত তৃষ্ণাতুর ও উন্নতমুখী হইয়া সমীপে সমাগম হইলেন, শ্রীকৃষ্ণের আগমনে বর্ষার সাধর্ম্ম্য এই যে, যাহাতে বংশীগান-রূপ অমৃত (জল) মুক্ত হইতেছে, ধূলি সমূহই যাহার মেঘমালা এবং গোসকলের হম্বারবই যাহার স্তনিত অর্থাৎ মেঘগর্জ্জন ॥ ৮৩ ॥

ব্রজেশো ভ্রাতৃভি র্গোপৈ র্ব্রজেশা সহ যাতৃভিঃ ।
তূর্ণং দূরাৎ সমভ্যেত্য তনয়ৌ পরিষস্বজে ॥ ৮৪ ॥
ত্যক্ত্বা রসবতীং দাসীঃ সংরক্ষ্য তদবেক্ষণে ।
রোহিণ্যতুলয়াভ্যেত্য নন্দালিঙ্গ্য তৌ সুতৌ ॥ ৮৫ ॥
মুরলীনদনাদুত্থিতমদনা, গদ্গদগদনা, ব্রজবিধুবদনাঃ ।
সুশিখররদনা শ্লথিতচ্ছদনা, যযুরপ্রকদনাঃ সদনাৎ সদনাৎ ॥৮৬

নন্দঃ ভ্রাতৃভিঃ গোপৈঃ যশোদা যাতৃভি র্নন্দস্য ভ্রাতৃপত্নীভিঃ সহ তনয়ৌ পরিষস্বজে ॥ ৮৪ ॥

রোহিণী রসবতীং পাকশালাং ত্যক্ত্বা অতুলয়া সহাভ্যেত্য সুতাবালিঙ্গ্যাননন্দ। তস্যা রসবত্যা অবেক্ষণে দাসীঃ সংরক্ষ্য। অতুলা নন্দস্য ভ্রাতৃপত্নী ॥ ৮৫ ॥

ব্রজস্থাশ্চন্দ্রবদনাঃ সদনাৎ সদনাৎ প্রতিসদনাৎ। যযুঃ। কীদৃশ্যঃ। মুরলীশব্দাদুত্থিতো মদনো যাসাং তাঃ। গদ্গদং গদনং বচনং যাসাং তাঃ। সুশিখরবৎ সুপক্কদাড়িমবীজাভমাণিক্যবৎ রদনা দন্তা যাসাং তাঃ। শ্লথিতানি ছদনানি বস্ত্রাণি যাসাং তাঃ। অপগতানি কদনানি দুঃখানি যাসাং তাঃ ॥ ৮৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণকে আগমন করিতে দর্শন করিয়া ব্রজপতি শ্রীনন্দ ভ্রাতৃগোপগণের সহিত এবং ব্রজেশ্বরী যশোদা যাতৃ (যা) দিগের সহিত দূর হইতে অনতিবিলম্বে সমাগত হইয়া পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন ॥ ৮৪ ॥

তৎপরে রোহিণী, রসবতী অর্থাৎ পাকশালা পরিত্যাগ পূর্ব্বক দাসী সকলকে তত্তৎ খাদ্য বস্তু দেখিবার নিমিত্ত স্থাপন করিয়া অতুলার সহিত শীঘ্র যাইয়া পুত্রদ্বয় রামকৃষ্ণকে স্নেহ সহকারে আলিঙ্গন করিলেন ॥ ৮৫ ॥

তদনন্তর দাড়িম্ববীজদশনা চন্দ্রবদনা ব্রজললনা সকল মূরলীধ্বনিতে উত্থিতমদনা অর্থাৎ কন্দর্পবিকারযুক্তা গদ্গদভাষিণী তথা স্খলিতবসনা ও বিগত দুঃখা হইয়া প্রত্যেক গৃহ হইতে আগমন করিলেন ॥ ৮৬ ॥

উদয়তি বত কৃষ্ণে চিত্রভানৌ পুরস্তাৎ
ব্রজবসতিজনানাং ফুল্লতাক্ষ্যুৎপলেঽভূৎ।
স্মিতকুমুদবিকাশঃ স্বিন্নতাঙ্গেন্দুকান্তে
বিরহদহনতপ্তং জীবনং শীতলঞ্চ॥ ৮৭॥
উদয়তি বত কৃষ্ণে নিত্যপূর্ণেঽদ্ভুতেন্দৌ
ব্রজযুবতিজনানাং ফুল্লমাসীন্মুখাব্জম্।
অরতিবিযুতিচিন্তাঘূকপালী নিলীনা
মিলতিচ তনুকোকীসংহতিঃ প্রাণকোকৈঃ॥ ৮৮॥

বত হর্ষে কৃষ্ণে চিত্রভানৌ আশ্চর্য্যসূর্য্যে উদয়তি সতি ব্রজে বসতি যেষাং তেষাং জনানাং নেত্রোৎপলে ফুল্লতাভূৎ। স্মিতরূপকুমুদস্য বিকাশোঽভূৎ। অঙ্গরূপ ইন্দুকান্তমণৌ স্বিন্নতা ঘর্ম্মোঽভূৎ। জীবনং বিরহাগ্নিতপ্তং প্রাণং জলঞ্চ শীতলমভূদিতাদ্ভুতং। সূর্য্যোদয়ে এষাং বৈপরীত্যং ভবেৎ॥ ৮৭॥

অত্রাপি চন্দ্রোদয়ে মুখপদ্মং ফুল্লমাসীৎ। অরতিঃ পীড়া বিযুতি র্বিয়োগঃ চিন্তা চ ঘূকপালী পেচকশ্রেণী সা বিলীনা আসীৎ। তনুরূপকোকীনাং চক্রবাকীনাং সংহতিঃ সমূহঃ প্রাণরূপকোকৈ শ্চক্রবাকৈঃ সহ মিলতীতাদ্ভুতং। চন্দ্রোদয়ে এষাং বৈপরীত্যদর্শনাৎ॥ ৮৮॥

অপিচ, শ্রীকৃষ্ণরূপী চিত্রভানু অর্থাৎ অত্যাশ্চর্য্য সূর্য্যদেব সম্মুখে উদিত হওয়ায় ব্রজবাসি জনসকলের নয়নরূপ উৎপল প্রফুল্ল, মন্দহাস্যরূপ কুমুদের বিকাশ অনঙ্গরূপ চন্দ্রকান্তমণি স্বিন্ন এবং বিরহ রূপ অনলতপ্ত জীবনও সুশীতল হইল। এস্থলে সূর্য্যোদয়ে কুমুদের বিকাশ, চন্দ্রকান্তমণির গলন এবং জীবন শীতল হওয়া, ইহাই সূর্য্যের আশ্চর্য্য কারণ এই সকল চন্দ্রোদয়েই হইয়া থাকে॥ ৮৭॥

অপর, শ্রীকৃষ্ণ রূপী নিত্য পূর্ণ অদ্ভুত চন্দ্র উদিত হওয়ায় ব্রজযুবতিজনগণের বদন কমল প্রফুল্ল হইল এবং অরতি (পীড়া) বিযুতি (বিয়োগ) ও

ব্রজাঙ্গনাদৃক্তৃষিতালিমালা
বিলজ্ঘ্য লজ্জাপ্রতিকূলবাত্যাম্।
সমুচ্ছলৎকান্তিমরন্দলুব্ধা
পপাত কৃষ্ণস্য মুখারবিন্দে ॥ ৮৯ ॥
লতান্তরালস্থিতবল্লবীনাং
বক্ত্রাণি মত্বা বিকচাম্বুজানি।
হ্রীবাত্যয়া বংভ্রমিতাপি লুব্ধা
পপাত শৌরে র্দৃগলিদ্বয়ীহ ॥ ৯০ ॥

ব্রজাঙ্গনানাং নেত্রালিমালা লজ্জারূপপ্রতিকূলবাত্যাং বায়ুসমূহং বিলজ্ঘ্য সমুচ্ছলৎকান্তিরূপমধূনি লুব্ধা কৃষ্ণমুখপদ্মে পপাত ॥ ৮৯ ॥

হরে র্নেত্রালিদ্বয়ী লতামধ্যস্থানি গোপীবক্ত্রাণি ফুল্লাম্বুজানি মত্বা হ্রী-বাত্যয়া বংভ্রমিতা পুনঃ পুনঃ ভ্রমিতাপি কান্তিমরন্দলুব্ধা ইহ গোপীবক্ত্রপদ্মোপপাত ॥ ৯০ ॥

চিন্তারূপ পেচকশ্রেণী লীন হইয়া গেল, তথা তনুরূপিণী কোকসংহতি অর্থাৎ চক্রবাক্ সমূহ প্রাণেশ্বর কোকের অর্থাৎ চক্রবাকের সহিত মিলিত হইল। এখানেও চন্দ্রের আশ্চর্য্য এই যে চন্দ্রোদয়ে কমলের প্রফুল্লতা, পেচকের লীন ভাব ও চক্রবাকের মিলন, কারণ এই সকল সূর্য্যোদয়েই হইয়া থাকে ॥ ৮৮ ॥

অপর ব্রজাঙ্গনাসকলের দৃষ্টিরূপ তৃষ্ণাতুর ভ্রমরমালা লজ্জারূপ বায়ুগণকে পরিত্যাগ করত সমুদিত কান্তি রূপ মকরন্দে লুব্ধচিত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখ-কমলে নিপতিত হইতে লাগিল ॥ ৮৯ ॥

তৎপর শ্রীকৃষ্ণের নয়নরূপ দুইটী ভ্রমর লতামধ্যস্থিত গোপীসকলের মুখ-সমূহকে প্রস্ফুটিত কমল বিবেচনা করিয়া লজ্জারূপ বায়ু সমূহে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করত কান্তিরূপ মকরন্দে লুব্ধ হইয়া গোপীবৃন্দের বদন কমলে গিয়া পতিত হইল ॥ ৯০ ॥

দর্শং দর্শং বদনকমলং তদ্বপুঃসঙ্গিবাতং
স্পর্শং স্পর্শং তনুপরিমলং শ্রীহরে র্গোপিকাল্যঃ।
ঘ্রায়ং ঘ্রায়ং তদধরমধু-স্ফীতবংশীনিনাদং
স্বাদং স্বাদং পুপুষুরধিকং স্বানি পঞ্চেন্দ্রিয়াণি ॥ ৯১ ॥
শ্রীরাধিকাপাঙ্গবিলোকনেষুণা
সংস্পৃষ্টমর্ম্মা স যথাকুলোঽভবৎ।
নান্যাঙ্গনাশ্রেণিকটাক্ষপত্রিভিঃ
সংভিন্নসর্ব্বাবয়বো হপ্যসৌ তথা ॥ ৯২ ॥

গোপিকাল্যঃ শ্রীহরের্বদনকমলং দর্শং দর্শং দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা। তস্য হরের্বপুষঃ সঙ্গিবায়ুং স্পর্শং স্পর্শং। হরেস্তনুপরিমলং ঘ্রায়ং ঘ্রায়ং। তস্যাধরমধুনা সহ স্ফীতবংশীনিনাদং স্বাদং স্বাদং। স্বানি পঞ্চেন্দ্রিয়াণি পুপুষুঃ। বংশীনাদাস্বাদেন মধুনা রসনেন্দ্রিয়ং। ধ্বনিনা কর্ণেন্দ্রিয়ং ॥ ৯১ ॥

স কৃষ্ণঃ রাধিকাকটাক্ষবাণেন সংস্পৃষ্ট মর্ম্মা সন্ যথা ব্যাকুলোঽভবৎ। তথান্যনায়িকাশ্রেণীকটাক্ষবাণৈ র্নাকুলোঽভবৎ। সংভিন্নসর্ব্বাবয়বোঽপীত্যনেন। তত্র মর্ম্মস্পর্শকথনেন শ্রীরাধিকাপ্রেমাদেরাধিক্যং বোধ্যমেবমগ্রেঽপি ॥ ৯২ ॥

গোপীসকল শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম দর্শন করিয়া দর্শন করিয়া তদীয় অঙ্গসঙ্গি বায়ু স্পর্শ করিয়া স্পর্শ করিয়া তাঁহার অঙ্গ সংলগ্ন পরিমল আঘ্রাণ করিয়া আঘ্রাণ করিয়া তাঁহার অধরমধুরসহিত প্রবৃদ্ধ বংশীধ্বনি আস্বাদন করিয়া আস্বাদন করিয়া, আপনাদিগের নয়ন ত্বক্, নাসিকা ও কর্ণ এই পঞ্চেন্দ্রিয়কে পরিপুষ্ট করিতে লাগিলেন ॥ ৯১ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার কটাক্ষনিক্ষেপরূপ বাণদ্বারা মর্ম্ম স্থানে সংস্পৃষ্ট মাত্রে যেমন ব্যাকুল হইয়াছিলেন, অন্যান্য অঙ্গনাসকলের কটাক্ষবাণে সর্ব্বাঙ্গ নির্ভিন্ন হইয়াও তদ্রূপ ব্যাকুল হয়েন নাই। অর্থাৎ এস্থলে মর্ম্মস্পর্শ কথন হেতু শ্রীরাধিকাপ্রেমাদির আধিক্য জানিতে হইবে ॥ ৯২ ॥

যদ্বৎ সুনির্বৃতিমবাপ স রাধিকায়া
বক্তে্ন্দুমন্দহসিতামৃতলেশসেকাৎ ।
তদ্বন্ন গোপসুদৃশাং বদনেন্দুবৃন্দ-
প্রোদ্যৎস্মিতামৃতবারপ্রকরাবগাহাৎ ॥ ৯৩ ॥
গোকুলৈ র্গোকুলং নিন্যে গোকুলং গোকুলৈ র্হরন্ ।
গোকুলং গোকুলস্ত্রীণাং গোকুলে র্গোকুলেশ্বরঃ ॥ ৯৪ ॥

স রাধিকাস্মিতলেশসেকাৎ যদ্বৎ সুনির্বৃতিমানন্দমবাপ। তদ্বন্নির্বৃতিমন্য-গোপীনাং স্মিতপ্রবাহসমূহস্নানাদপি ন প্রাপ ॥ ৯৩ ॥

গোকুলেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ গোকুলৈঃ কান্তিসমূহৈঃ গোকুলস্ত্রীণাং গোকুলং নেত্র-সমূহং হরন্ গবাং কুলৈঃ হিহী যমুনাকালিন্দীত্যাদিবাক্যানাং কুলৈঃ গোকুলং ধেনুবৃন্দং গোকুলং গোষ্ঠং গোকুলৈ র্বলীবর্দ্দৈঃ সহ নিন্যে। "গৌ র্নাদিত্যে বলী-বর্দ্দে কিরণক্রতুভেদয়োঃ। স্ত্রীতু স্যাদ্দিশি ভারত্যাং ভূমৌ তু সুরভাবপি। নৃস্ত্রিয়োঃ স্বর্গবজ্রাম্বুরশ্মিদৃগ্বাণলোমসু" ॥ ৯৪ ॥

অপর, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার মুখচন্দ্রিমার মন্দহাস্য রূপ অমৃতের লেশ মাত্রাভি-ষেকে যে রূপ সুস্থতা লাভ করিলেন, ব্রজসুন্দরীদিগের সমুদিত হাস্যামৃতের প্রবাহ সমূহে অবগাহন করিয়াও তাদৃশ সুস্থতা লাভ করিতে পারিলেন না ॥ ৯৩ ॥

গোকুলেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গোকুলবাসিনী সকলের গো-কুল অর্থাৎ নয়নসমূহকে হরণ করিতে করিতে গো-কুল: অর্থাৎ "হি হী, যমুনা কালিন্দী, ধবলী" ইত্যাদি শব্দোচ্চারণ পূর্ব্বক গো-কুল (বলীবর্দ্দ) সহিত গোগণকে গোকুলনগরে আনিয়া উপস্থাপিত করিলেন ॥ ৯৪ ॥

আসাদ্যাগ্রে ভবিক-বলিতং কাননাৎ সংমিলন্তং
প্রাণপ্রাণং নিধিমিব গতং দূরতো হস্তমাপ্তম্।
চুম্বন্তৌ তং হৃদি নিদধতৌ লোকয়ন্তৌ তদাস্যং
সংজিঘ্রন্তৌ শিরসি পিতরৌ প্রাপতুর্ বাঞ্ছিতানি ॥ ৯৫ ॥
গোধূলিধূম্রানলকান্ সবর্হকান্
বিতুস্তয়ন্তৌ বসনাঞ্চলেন তৌ।
প্রক্ষালয়ন্তৌ স্তনদৃক্‌পয়ঃস্রবৈ-
রঙ্গানি সূনোঃ পিতরৌ ননন্দতুঃ ॥ ৯৬ ॥

ভবিক-বলিতং ক্ষেমযুতং। কাননাৎ সংপ্রাপ্তং। প্রাণানাং প্রাণং। দূরতো দূরদেশে গতং নিধিং ততো হস্তপ্রাপ্তমিবাগ্রে তং কৃষ্ণমাসাদ্য প্রাপ্য পিতরৌ তং চুম্বন্তৌ। তং হৃদি নিদধতৌ। তদাস্যং লোকয়ন্তৌ। তচ্ছিরসি সংজিঘ্রন্তৌ বাঞ্ছিতানি প্রাপতুঃ ॥ ৯৫ ॥

পিতরৌ সূনোঃ সবর্হকান্ ময়ূরপুচ্ছসহিতান্ অলকান্ গোধূলীভি-র্ধূম্রান্ ধূম্রবর্ণান্ বসনাঞ্চলেন বিতুস্তয়ন্তৌ নির্ধূলীকুর্ব্বন্তৌ। সূনোরঙ্গানি পিতা অশ্রুজলস্রবৈ র্মাতাহশ্রুজলস্তনদুগ্ধস্রবৈঃ প্রক্ষালয়ন্তৌ ননন্দতুঃ ॥৯৬॥

যথন শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গলান্বিত কলেবরে বন হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তথন শ্রীনন্দ ও যশোদা উভয়ে কাননাগত প্রাণ সকলের প্রাণতুল্য এবং দূরদেশগত অথচ হস্ত প্রাপ্ত নিধির ন্যায় পুত্রকে চুম্বন, হৃদয়ে ধারণ, দর্শন ও আঘ্রাণ করত বাঞ্ছিত লাভ করিলেন ॥ ৯৫ ॥

পিতা মাতা পুত্রের ময়ূরপিচ্ছ সহিত অলক অর্থাৎ কপালোপরি চূর্ণ কুন্তল সমূহ গোধূলীদ্বারা ধূম্রবর্ণ দর্শন করিয়া তৎ সমুদায়কে বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা পরিস্কার করিলেন এবং পিতা নন্দ আনন্দজন্য নয়নজল ও মাতা যশোদা আনন্দ জন্য নেত্রবারি তথা স্নেহভরে ক্ষরিত স্তনদুগ্ধদ্বারা পুত্রের অঙ্গকে যেন প্রক্ষালন করিয়াই পরমানন্দ লাভ করিলেন ॥ ৯৬ ॥

তাতাদিলোকৈর্মিলনং বকীরিপোঃ
প্রাতর্যদাসীদধুনাপি কিন্তু তৎ।
প্রাতস্তনং তদ্বিরহক্লমোত্তরং
সায়ন্তনং সংযুতিসংমদোত্তরম্॥ ৯৭॥
সংকলয্যাথ গোজালমস্তাচল ইবাংশুমান্।
বলয়ামাস গোশালে কেশবঃ স্বপ্রবেশতঃ॥ ৯৮॥
ধেনূর্বস্কয়নীর্বৎসতরী গৃষ্টীঃ পরেষ্টুকাঃ।
সন্ধিনীরুপসর্য্যাশ্চ প্রষ্ঠৌহীশ্চ পৃথক্ পৃথক্॥ ৯৯॥

তাতঃ পিতা তদাদিলোকৈঃ বকরিপোঃ প্রাতঃকালবদধুনাপি মিলনমাসীৎ প্রাতস্তনঃ প্রাতঃকালভবং মিলনং ততস্য কৃষ্ণস্য বিরহজন্যক্লমো দুঃখং উত্তরকালে বনগমনে যত্র তৎ। সায়ন্তনং মিলনং সংযুতিঃ সংযোগ স্তজ্জন্যঃ সম্মদো হর্ষঃ শ্রীকৃষ্ণলালনভোজনাদিজন্য উত্তরে উত্তরকালে যস্য তৎ॥ ৯৭॥

অংশুমান্ সূর্য্যো যথা গোজালং কিরণসমূহং সংকলয্যাস্তাচলে প্রবিশতি। তথা কেশবঃ গোশালে গোজালং গবাং সমূহং সংকলয্য স্বপ্রবেশতঃ বলয়ামাস প্রবেশয়ামাস॥ ৯৮॥

অসৌ কৃষ্ণঃ ধেনূঃ নবপ্রসূতা গাঃ। বস্কয়নীঃ চিরপ্রসূতাঃ। "শকৃৎ-

---

পূতনানাশকারি শ্রীকৃষ্ণের পিতা শ্রীনন্দ প্রভৃতি জনসকলের সহিত সম্মেলনটী অবিকল প্রভাতকালীন সম্মিলনের ন্যায়ই হইল, কারণ প্রাতঃকালে বনগমন সময়ে "সমস্তদিন কৃষ্ণবিরহ হইবে" এইরূপ দুঃখোত্তর হইয়াছিল, আর সায়ংকালে "রাত্রিতে কৃষ্ণসঙ্গে সম্মিলিত হইয়া থাকিব" এইরূপ সংযোগজন্য আনন্দোত্তর হইয়া উঠিল॥ ৯৭॥

দিবাকর যেমন কিরণমালাকে সংযত করিয়া অস্তাচলে প্রবেশ করেন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও গোসমূহকে সংযত করিয়া নিজ প্রবেশের পূর্ব্বেই গোভবনে প্রবেশ করাইলেন॥ ৯৮॥

শ্রীকৃষ্ণ ধেনু অর্থাৎ নবপ্রসূতা বস্কয়নী অর্থাৎ চিরপ্রসূতা শকৃৎকরি (বৎস)

বৃষান্ বৎসতরান্ ষণ্ডান্ যুগ্যপ্রাসঙ্গ্যশাকটান্।
যথাস্থানং নিবেশ্যাসৌ পায়য়ামাস তর্ণকান্ ॥ ১০০ ॥
তল্লালনায়োৎসুকমানসাভ্যাং
যদা পিতৃভ্যাং মুহুরর্থিতোঽপি।
নৈচ্ছদ্‌গৃহং গন্তুমসৌ গবালী
দোহোৎসুকস্তং জনকস্তদাহ ॥ ১০১ ॥

করিস্তু বৎসঃ স্যাদ্বৎসবৎসতরৌ সমৌ” স্ত্রীলিঙ্গত্বাদীপ্। গৃষ্টিরলৌকিকী গৌঃ স্যাৎ। পরেষ্টুকা বহুপ্রসূতা স্রবদ্গর্ভাতু সন্ধিনী। উপসর্য্যা ঋতুমতী প্রষ্ঠৌহী বালগর্ব্ভিণী। পৃথক্ পৃথক্ পুঙ্গবভেদান্ বৃষান্ ইত্যাদি। যুগ্যাঃ যুগাদীনাং বোঢ়ার। প্রাসঙ্গ্যশাকটাঃ সকটবোঢ়ারঃ তান্ যথা স্থানং নিবেশ্য তর্ণকান্ পায়য়ামাস। সদ্যোজাতস্তু তর্ণকঃ ॥ ৯৯—১০০ ॥

ততস্য কৃষ্ণস্য লালনায়োৎসুকাভ্যাং পিতৃভ্যামর্থিতোঽপি কৃষ্ণো গৃহং গন্তুং যদা নৈচ্ছৎ তদা তং কৃষ্ণং জনকো নন্দ আহ ॥ ১০১ ॥

গৃষ্টি (অলৌকিক গো) পরেষ্টুকা অর্থাৎ বহুপ্রসূতা সন্ধিনী (স্রবদ্গর্ভা) উপসর্য্যা (ঋতুমতী) প্রষ্ঠৌহী (বালগর্ভিণী) গাভী তথা বৃষ, বৎসতর, ষণ্ড (ষাঁড়) যুগ্য (যুগাদির বাহক) এবং প্রাসঙ্গ্যশাকট (শকটবাহক) এই সকলকে যথাস্থানে স্থাপন করত তর্ণক অর্থাৎ সদ্যোজাত বৎস সকলকে স্ব স্ব মাতৃস্তন পান করাইতে লাগিলেন ॥ ৯৯—১০০ ॥

এ দিকে শ্রীকৃষ্ণের লালনার্থ পিতা ও মাতা সমুৎসুক চিত্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিলেও যখন গোগণের দোহনার্থ উৎসুক শ্রীকৃষ্ণ গোশালা হইতে গৃহাগমনে অনিচ্ছুক হইলেন, তৎকালে পিতা নন্দ তাঁহাকে বলিলেন ॥ ১০১ ॥

বিশ্রাম্যন্তু ক্ষণং গাবঃ পিবন্তু তর্ণকাঃ পয়ঃ।
অহমত্রাস্মি সন্ত্যেতে গোপা গোদোহনোৎসুকাঃ ॥১০২॥
বৎসৌ শ্রান্তৌ যুবাং যাতং গৃহং মাত্রাত্র লালিতৌ।
স্নানাদ্যৈঃ পুনরায়াতং গোদোহায় গতশ্রমৌ ॥ ১০৩ ॥
কৃষ্ণং কর্ষন্ বটুঃ প্রাহ ক্ষুত্তৃড়্‌ভ্যাং বাধিতা বয়ং।
এহি কৃষ্ণ গৃহং প্রাণান্ রক্ষ নঃ পানভোজনৈঃ ॥ ১০৪ ॥
আম্রেড়িতো বৎসলয়া বলাম্বয়া
মুহুর্ব্রজেন্দ্রেণ কৃতাগ্রহোৎকরঃ।

হে বৎসৌ! যুবাং শ্রান্তৌ গৃহং যাতং। স্নানাদ্যৈর্মাত্রা লালিতৌ গতশ্রমৌ গোদোহনায় পুনরায়াতং ॥ ১০২—১০৩ ॥

বটুঃ কৃষ্ণবাহুং গৃহীত্বা কর্ষন্নাহ বয়ং ক্ষুত্তৃড়্‌ভ্যাং বাধিতাঃ পানভোজনৈ-র্নোঽস্মাকং প্রাণান্ রক্ষ ॥ ১০৪ ॥

বলাম্বয়া রোহিণ্যা আম্রেড়িতো দ্বিস্ত্রিরুক্তঃ। ব্রজেন্দ্রেণ কৃত আগ্রহাণামুৎ-করোঽতিশয়ো যত্র সঃ। নিজাম্বয়া যশোদয়াকৃষ্টকরঃ সহাগ্রজঃ কৃষ্ণঃ ॥ ১০৫ ॥

বৎস! ক্ষণকাল গোসকল বিশ্রাম এবং বৎসগণ দুগ্ধ পান করুক, আমি এখানে আছি এবং গোদোহনে উৎসুক হইয়া এই গোপসকল বিদ্যমান আছে, তোমরা দুই ভ্রাতা শান্ত হইয়াছ, অতএব উভয়েই গৃহে আইস, গৃহে তোমাদিগকে তোমাদের জননী লালন করিবে, গৃহে স্নানাদি-পূর্ব্বক বিগত-শ্রম হইয়া পুনর্ব্বার গোদোহন করিবার নিমিত্ত আগমন করিও ॥১০২—১০৩॥

ইতিমধ্যে বটু মধুমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, ভাই কৃষ্ণ! আমরা ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর হইয়াছি, অতএব গৃহে আইস, পান ভোজন করিয়া আমাদের প্রাণরক্ষা কর ॥ ১০৪ ॥

অনন্তর বাৎসল্যময়ী বলদেব জননী শ্রীরোহিণীদেবী আম্রেড়িত অর্থাৎ দুই তিনবার আহ্বান করিলেন, ব্রজরাজ শ্রীনন্দ অতিশয় আগ্রহ করিতে

নিজাম্বয়াকৃষ্টকরঃ সহাগ্রজঃ
কৃষ্ণঃ প্রতস্থে সখিভি র্নিজালয়ম্ ॥ ১০৫ ॥
সর্ব্বান্নয়ন্তীং স্বগৃহং ব্রজেশ্বরীং
সংপ্রার্থ্য মার্গে সখিমাতরো হরেঃ।
ত্যাগেহপ্যনীশাঃ স্বয়মপ্যনীশ্বরং
স্বস্বাত্মজং নিন্যুরহো নিজালয়ম্ ॥ ১০৬ ॥
গৃহে ব্রজেশ্বর্য্যা নীতে সবটৌ সবলে হরৌ।
বলাম্বাতুলয়া ধৌতপাদা রসবতীং যযৌ ॥ ১০৭ ॥

সখীনাং মাতরঃ সর্ব্বান্ কৃষ্ণসখীন্ স্বগৃহং নয়ন্তীং ব্রজেশ্বরীং মার্গে সংপ্রার্থ্য স্বস্বাত্মজং নিজালয়ং নিন্যুঃ। কীদৃশা অপি। তস্মাৎ ব্রজেশ্বর্য্যাঃ গৃহান্নেতুমনীশা অসমর্থা অপি। অহো ইতি বিস্ময়ে। আত্মজং কীদৃশং হরেস্ত্যাগে হনীশ্বরমপি ॥ ১০৬ ॥

সবটৌ রামে হরৌ গৃহে নীতে। অতুলয়া সহ বলস্যাম্বা মাতা রোহিণী রসবতীং যযৌ ॥ ১০৭ ॥

লাগিলেন এবং যখন নিজমাতা শ্রীযশোদা করযুগল আকর্ষণ করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ-রামের ও অন্যান্য বয়স্য সকলের সহিত নিজালয়ে গমন করিলেন ॥ ১০৫ ॥

শ্রীযশোদা বালক সকলকেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত স্বীয় ভবনে লইয়া যাইতেছেন, ইত্যবসরে পথমধ্যে অন্যান্য বালকদিগের জননীগণ যশোদার গৃহ হইতে লইয়া যাইতে অসমর্থ হইলেও আপন আপন পুত্রকে নিজগৃহে লইয়া যাইতে যশোদার নিকট প্রার্থনা করিলেন বটে, কিন্তু বালকসকল শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া যাইতে অসমর্থ হইলেও তাহারা আপন আপন পুত্রকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন ॥ ১০৬ ॥

ব্রজেশ্বরী শ্রীযশোদা, বটু মধুমঙ্গল ও বলরামের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে গৃহে লইয়া গেলে রামের জননী রোহিণী অতুলার সহিত পাদপ্রক্ষালন করিয়া পাকগৃহে প্রবেশ করিলেন ॥ ১০৭ ॥

শমিতবিরহতাপালোকনাদ্গোকুলেন্দো-
র্বিহিততদনুযানা আব্রজান্তঃ প্রহৃষ্টাঃ।
তদবকলনবিচ্ছেদার্ত্তি সংবিগ্নচিত্তা
নিজনিজভবনং শ্রীরাধিকাদ্যাঃ সমীয়ুঃ ॥ ১০৮ ॥

সুতস্যাপুত্রাণাং বহুকনকবৃষ্টেরধনিনাং
মহাবৃষ্টে র্দাবানলবলিতবন্যাস্থিতিযুষাম্।
যথাঽকস্মাল্লব্ধির্ভবতি পরমানন্দজননী
তথা ঘোষস্থানাং পুনরপি হরেঃ সঙ্গতিরভূৎ ॥ ১০৯ ॥

কৃষ্ণস্য অবকলনাদবলোকনাৎ শমিতবিরহতাপাঃ। বিহিতং কৃতং তত্তস্য কৃষ্ণস্যানু পশ্চাৎ যানং গমনং যাভিস্তাঃ ব্রজমধ্যপর্যান্তঃ প্রবিষ্টাঃ পশ্চাৎ প্রহৃষ্টাঃ। তদনন্তরং কৃষ্ণদর্শনবিচ্ছেদার্ত্ত্যা সংবিগ্নচিত্তাঃ রাধাদ্যাঃ নিজনিজ-গৃহং সমীয়ুঃ ॥ ১০৮ ॥

অপুত্রাণাং সুতস্য লব্ধিঃ। অধনিনাং অকস্মাৎ কনকবৃষ্টেঃ কনকলব্ধিঃ। দাবাগ্নিবেষ্টিতবনসমূহস্থিতানাং অকস্মান্মহাবৃষ্টে র্লব্ধি র্যথা মহানন্দজননী। তথা ঘোষস্থানাং হরেঃ সঙ্গতিঃ প্রাপ্তিঃ পরমানন্দজননী অভূৎ। ইয়ং মালো-পমা। মালোপমা যদেকস্যোপমানং বহু দৃশ্যতে। ইতি লক্ষণাৎ ॥ ১০৯ ॥

তথা শ্রীরাধা প্রভৃতি ব্রজসুন্দরীসকলও গোকুলেন্দু শ্রীকৃষ্ণের সন্দর্শনে বিরহতাপ হইতে শান্তিলাভ করিলেন এবং হৃষ্টান্তঃকরণে ব্রজের মধ্যস্থান পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া কৃষ্ণদর্শনের বিচ্ছেদভয়ে উদ্বিগ্ন-চিত্ত হইয়া স্ব স্ব ভবনে গমন করিলেন ॥ ১০৮ ॥

অপুত্রকগণ পুত্রলাভ, অধনিগণের অকস্মাৎ কনক হইতে স্বর্ণ লাভ এবং দাবাগ্নি পরিবেষ্টিত বন সমূহে অবস্থিত প্রাণিগণের হঠাৎ মহীয়সী বৃষ্টি যে মহানন্দ জননী হইয়া থাকে তদ্রূপ ঘোষ (আভীরপল্লী) স্থিত গোপ ও গোপীগণের দিনান্তে পুনর্ব্বার কৃষ্ণপ্রাপ্তিও অবিকল তদ্রূপ হইল ॥ ১০৯ ॥

শ্রীচৈতন্যপদারবিন্দমধুপ শ্রীরূপসেবাফলে
দিষ্টে শ্রীরঘুনাথদাসকৃতিনা শ্রীজীবসঙ্গোদ্গতে।
কাব্যে শ্রীরঘুনাথভট্টবরজে গোবিন্দলীলামৃতে
সর্গোহসাবপরাহ্নকেলিবলিতোহগাদূনবিংশাভিধঃ ॥ ১১০ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতস্যাপরাহ্নলীলাযুতোনবিংশতি সর্গস্থ টীকাপূর্ণাভূৎ ॥

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যমহাপ্রভুর পদারবিন্দের মধুপায়ি ভ্রমর স্বরূপ শ্রীরূপ-গোস্বামীর সেবার ফল, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামি কর্তৃক প্রেরিত, শ্রীমজ্জীব-গোস্বামীর সঙ্গ হেতু সমুদ্ভূত এবং শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামি বর-প্রভাবে মহাকাব্য গোবিন্দলীলামৃতে অপরাহ্নলীলাময় এই ঊনবিংশ সর্গ সম্পূর্ণ হইল।

অথ বিংশঃ সর্গঃ ।

সায়ং রাধাং স্বসখ্যা নিজরমণকৃতে প্রেষিতানেকভোজ্যাং
সখ্যানীতেশশেষাশনমুদিতহৃদং তাঞ্চ তঞ্চ ব্রজেন্দুম্ ।
সুস্নাতং রম্যবেশং গৃহমনু জননীলালিতং প্রাপ্তগোষ্ঠং
নির্ব্যূঢ়োস্রালিদোহং স্বগৃহমনু পুনর্ভুক্তবন্তং স্মরামি ॥ ১॥
অথাগতা সা সদনং ব্রজেশ্বরী
সুতৌ বিধায়াপ্লববেদিকাং গতৌ ।

সায়ংকালে তাং রাধাং তঞ্চ ব্রজেন্দুং কৃষ্ণং স্মরামি। কীদৃশীং তাং ? স্বস্য সখ্যা কারণভূতয়া নিজরমণস্য কৃতে প্রেষিতমনেকভোজ্যং যয়া তাং। সখীভিরানীত ঈশস্য কৃষ্ণস্য শেষো ভোজনশেষ স্তস্যাশনেন ভোজনেন মুদিতং হৃৎ যস্যা স্তাং। কীদৃশং তং ? স্নানমিত্যাদি। নির্ব্যূঢ়ঃ সমাপ্তীকৃতঃ উস্রালের্গোশ্রেণ্যাদোহো দোহনং যেন তং। স্বগৃহে পুনর্ভুক্তবন্তং ॥ ১ ॥

সদনমাগতা ব্রজেশ্বরীসুতৌ স্নানবেদিকাং গতৌ বিধায় তত্তয়োঃ সুতয়োর্নিষেবনে দাসান্নিযুজ্য ধনিষ্ঠামাহ ॥ ২ ॥

যিনি সায়ংকালে স্বীয় সখীদ্বারা নিজ রমণ শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত নানাবিধ ভোজ্য বস্তু প্রেরণ করিতেছেন এবং সখীগণ কর্ত্তৃক পুনরানীত শ্রীকৃষ্ণের ভুক্তাবশেষ ভোজন করিয়া যিনি হৃষ্টচিত্তা হইয়াছেন, সেই শ্রীরাধাকে এবং সুস্নাত, মনোহর বেশধারী, গৃহমধ্যে জননী কর্ত্তৃক সংলালিত, গোষ্ঠগত, তথায় গোদোহন ক্রিয়াসমাপ্তির পর, পুনশ্চ তথা হইতে গৃহে যিনি বর্ত্তমান হইয়া ভোজন করিতেছেন সেই শ্রীকৃষ্ণকেও আমি স্মরণ করি ॥ ১ ॥

অনন্তর ব্রজেশ্বরী যশোদা গৃহে আগমন পূর্ব্বক পুত্রযুগলকে স্নানবেদীর

নিযুজ্য দাসানপি তন্নিসেবনে
ধনিষ্ঠিকামাহ নিজান্তিকস্থিতাং ॥ ২ ॥
রাধাং প্রযাহি বটকৈঃ সহ লড্ডুকানি
স্বাদূনি কৃষ্ণরুচিদানি তয়া কৃতানি।
তাং প্রার্থ্য পুত্রি সুভদান্যধুনানয় ত্বং
স্যাতাং সুতৌ যদদনাচ্চিরজীবিনৌ মে ॥ ৩ ॥
সা গত্বা রাধিকামেতাং ব্রজেশ্বর্য্যা নিদেশতঃ।
ভক্ষ্যাণ্যযাচতৈতেষাং স্বয়ং প্রস্থাপনোৎসুকাম্ ॥ ৪ ॥

হে পুত্রি ধনিষ্ঠিকে! তাং রাধাং প্রার্থ্য তয়া রাধয়া কৃতানি বটকৈঃ সহ লড্ডুকানি অধুনা ত্বমানয়। যদদনাৎ যেষাং লড্ডুকানাং ভোজনাৎ মে সুতৌ চিরজীবিনৌ স্যাতাং ॥ ৩ ॥

সা ধনিষ্ঠা এতেষাং লড্ডুকানাং স্বয়ং প্রস্থাপনোৎসুকামেতাং রাধাং লড্ডুকান্যযাচত ॥ ৪ ॥

উপর বসাইয়া তাঁহাদিগের শুশ্রূষাবিষয়ে ভৃত্য সকলকে নিযুক্ত করিয়া ধনিষ্ঠাকে বলিলেন ॥ ২ ॥

হে পুত্রি ধনিষ্ঠিকে! তুমি সেই শ্রীরাধিকাকে প্রর্থনা করিয়া সম্প্রতি তাঁহার নির্ম্মিত বটক (বড়া) ও লড্ডুক লইয়া আইস, যে হেতু ঐ সকল লড্ডুক ভোজন করিলে আমার পুত্র দুইটি চিরজীবী হইয়া থাকিবে ॥ ৩ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া ধনিষ্ঠা ব্রজেশ্বরীর আদেশ মত শ্রীরাধার সমীপে গমন করিয়া, যিনি নিজেই পাঠাইবার নিমিত্ত উৎসুকচিত্তে রহিয়াছেন তাঁহার নিকটে ভক্ষ্য বস্তু প্রার্থনা করিলেন ॥ ৪ ॥

মালতী তাবদভ্যেত্য বৃন্দয়া প্রহিতা সখী ।
সঙ্কেতকুঞ্জমাচখ্যৌ শ্রীগোবিন্দস্থলাভিধম্ ॥ ৫ ॥
শ্রীরাধিকাপি ভক্ষ্যাণি তানি কৃত্বা পৃথক্ পৃথক্ ।
বস্ত্রাচ্ছন্নাস্যসন্নব্যমৃৎপাত্রেষু ভৃতান্যলং ॥ ৬ ॥
তানি চাধায় বিস্তীর্ণে চিত্রিতে দারুসংপুটে ।
সকস্তূর্য্যাং তুলস্যাং তং ন্যস্য শুক্লাম্বরাবৃতম্ ॥ ৭ ॥
তাম্বূলবীটিকাশ্চাস্যাং ন্যস্য তৎসকলং পুনঃ ।
জ্ঞাতসঙ্কেতকুঞ্জায়ৈ ধনিষ্ঠায়ৈ সমর্পয়ৎ ॥ ৮ ॥
সন্দানিতকং ॥

বৃন্দয়া প্রহিতা মালতী সখী সঙ্কেতকুঞ্জং ॥ ৫ ॥

রাধাভক্ষ্যাণি পৃথক্ পৃথক্ কৃত্বা বস্ত্রাবৃতমুখনব্যমৃৎপাত্রেষু ধৃতানি তানি দারুসংপুটে আধায় ধৃত্বা তদ্দারুসংপুটং শুক্লবস্ত্রাবৃতং কৃত্বা কস্তূরীনাম্ন্যাং তুলস্যাঞ্চ ন্যস্য অস্যাং তুলস্যাং তাম্বূলবীটিকাশ্চ ন্যস্য। তৎ সকলং বটকলড্ডুকতাম্বূলং। জ্ঞাতঃ সঙ্কেতকুঞ্জং যয়া তস্যৈ ধনিষ্ঠায়ৈ সমর্পয়ৎ ॥ ৬—৮ ॥

ইতিমধ্যে বৃন্দাদেবী প্রেরিতা মালতীনাম্নী একটী সখী আসিয়া "গোবিন্দ-স্থল নামক সঙ্কেত কুঞ্জ" এই কথা মাত্র কহিলেন ॥ ৫ ॥

তৎপরে শ্রীরাধিকা সেই সকল ভক্ষ্য বস্তু পৃথক্ পৃথক্ করিয়া নূতন মৃত্তিকাপাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক বস্ত্র দ্বারা তাহার মুখ আচ্ছাদিত করিলেন এবং সেই আবৃত মুখ ও ভক্ষ্যদ্রব্য পূর্ণ মৃণ্ময় সমূহ একটী বৃহৎ দারু সম্পুটে (কাষ্ঠ পেটারায়) রাখিয়া তাহাকেও শুক্ল বসন দ্বারা আবৃত করত কস্তূরী নাম্নী সখীর সহিত তুলসীকে সেই বটকাদি ভোজ্য বস্তু সকল প্রদান করিলেন। অনন্তর তুলসীকে তাম্বূলবীটিকা প্রদান করত "ধনিষ্ঠা সঙ্কেত কুঞ্জ বিশেষ রূপে জানেন" সুতরাং তাঁহার সহিত সকলকেই প্রেরণ করিলেন ॥ ৬—৮ ॥

সাপি তাভ্যাং তদানীয় ব্রজেশ্বর্য্যৈ ন্যবেদয়ৎ।
সা তাভিস্তানি পাত্রেষু পৃথক্ পৃথগকারয়ৎ ॥ ৯ ॥
তেষাং তথাস্বালয়সংস্কৃতানাং
কিয়ৎ কিয়ৎ সা সদুপায়নানাম্।
বিধায় পাত্রেষু দদৌ তদাদৌ
নারায়ণায়ার্পয়িতুং বটুভ্যঃ ॥ ১০ ॥
অঙ্গপ্রক্ষালনাভ্যঙ্গোন্মর্দ্দনোদ্বর্ত্তনাপ্লবৈঃ।
মার্জ্জনোদ্গমনীয়াচ্ছনব্যাংশুকসমর্পণৈঃ ॥ ১১ ॥
কেশসংস্কারতিলকালেপমাল্যবিভূষণৈঃ।
কৃষ্ণাদ্যাঃ সেবিতা দাসৈ র্নিবিষ্টা ভোক্তুমাসনে ॥ ১২ ॥
যুগ্মকম্।

সা ধনিষ্ঠা তাভ্যাং কস্তূরীতুলসীভ্যাং সহ তৎবটকাদিকমানীয় যশোদায়ৈ। সা যশোদা তাভি র্ধনিষ্ঠাদিভিঃ সহ তানি বটকাদীনি ॥ ৯ ॥

তেষাং রাধাকৃতানাং স্বগৃহসংস্কৃতানাং সদুপায়নানাং কিয়ৎপাত্রেষু বিধায় কৃত্বা নারায়ণায় অর্পয়িতুং আদৌ বটুভ্যঃ দদৌ ॥ ১০ ॥

অঙ্গপ্রক্ষালনাদিভি র্দাসৈঃ সেবিতাঃ কৃষ্ণাদ্যা ভোক্তুমাসনে প্রবিষ্টা বভূবুরিতি পরশ্লোকেনান্বয়ঃ। উদ্গমনীয়ং পরিধেয়মুত্তরীয়ঞ্চ বস্ত্রযুগ্মং অচ্ছং স্বচ্ছং নব্যবস্ত্রং তস্য সমর্পণৈঃ ॥ ১১—১২ ॥

এবং ধনিষ্ঠাও সেই সমস্ত বস্তু কস্তূরী ও তুলসী দ্বারা আনয়ন পূর্ব্বক ব্রজেশ্বরীকে অর্পণ করিলেন, পরে যশোদাও সেই সকল বস্তু ধনিষ্ঠা, কস্তূরী ও তুলসী দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে পৃথক্ পৃথক্ রূপে স্থাপন করিলেন ॥ ৯ ॥

তথা স্বগৃহে যাহা যাহা প্রস্তুত হইয়াছে সেই সমস্ত উত্তম উত্তম উপায়ন মধ্যে কিছু কিছু লইয়া পাত্রে পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক প্রথমতঃ শ্রীনারায়ণদেবকে সমর্পণ করিবার জন্য ব্রাহ্মণকুমারদিগকে সমর্পণ করিলেন ॥ ১০ ॥

অনন্তর দাসসকল শ্রীরামকৃষ্ণকে অঙ্গ প্রক্ষালন, অভ্যঙ্গ, অর্থাৎ তৈলাদি ম্রক্ষণ, উন্মর্দ্দন (সম্বাহন-অঙ্গটেপা) উদ্বর্ত্তন (অঙ্গমার্জ্জন) স্নান মার্জ্জন অর্থাৎ

ক্রমান্মাতা দদৌ তেভ্যো নারিকেলান্যথাঽগ্রতঃ।
পানকান্দিরসালাদিফলানি বিবিধানি চ ॥ ১৩ ॥
পীযূষগ্রন্থিকর্পূরকেলিকামৃতকেলিকান্ ॥
বটকান্ লড্ডুকান্যাজ্যসংস্কৃতান্নাদিকানি চ ॥ ১৪ ॥
যুগ্মকম্ ॥

হসন্তো হাসয়ন্তস্তে মধুমঙ্গল নর্ম্মভিঃ।
ভুক্ত্বা পীত্বা মুদাচম্য ক্ষণং তল্পে বিশশ্রমুঃ ॥ ১৫ ॥
ত এতে সেবিতাঃ দাসৈস্তাম্বূলব্যজনাদিভিঃ।
গোশালং মিলিতৈ মিত্রৈ র্গোদোহায় পুনর্যযুঃ ॥ ১৬ ॥

মাতা তেভ্যঃ কৃষ্ণাদিভ্যঃ ক্রমাদাদৌ নারিকেলানি। অথাগ্রতঃ। পূর্ব্বোক্তা রসালা তদাদি পানকানি। বিবিধানি আম্রাদিফলানি। পীযূষগ্রন্থি-প্রভৃতীন্ লড্ডুকানি ঘৃতসংস্কৃতান্নাদিকানিচ দদৌ ॥ ১৩—১৪ ॥

তে কৃষ্ণাদয়ঃ ॥ ১৫—১৬ ॥

অঙ্গের জলপ্রোঞ্ছন উদ্গমনীয় অর্থাৎ পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্র এবং নির্ম্মল ও নব্য বসন অর্পণ, কেশ সংস্কার, তিলক, অগুরু কুঙ্কুমাদি লেপন, মাল্যদান এবং ভূষণার্পণাদি কার্য্য সম্পাদন করিলে রামকৃষ্ণাদি বালক সকল ভোজনার্থ আসনে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ১১—১২ ॥

অতঃপর জননী যশোদা যথাক্রমে অর্থাৎ নারিকেল ফল তাঁহাদিগকে অর্পণ করিলেন, তৎপর পানক ও পূর্ব্বোক্ত রসালাদি ও নানাবিধ ফলও প্রদান করিলেন তথা পীযূষগ্রন্থি, কর্পূরকেলি ও অমৃতকেলি নামক বটক লড্ডুক ও ঘৃতপক্ব অন্ন প্রভৃতি প্রদান করিলেন ॥ ১৩—১৪ ॥

তদনন্তর কৃষ্ণ প্রভৃতি বয়স্যসকল মধুমঙ্গলের পরিহাস বাক্যে হাস্য করিয়া অন্যান্যকে হাস্য করাইয়া ভোজন, পান ও সহর্ষে আচমন করত কিয়ৎক্ষণ শয্যাতে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

এবং দাসগণ কর্ত্তৃক তাম্বূল দান ও চামরাদি ব্যজন দ্বারা সেবিত হইয়া

তদ্ভুক্তশেষং তৎসর্ব্বং শ্রীরাধায়ৈ ধনিষ্ঠিকা।
নিভৃতং প্রেষয়ামাস স্বসখ্যা গুণমালয়া ॥ ১৭ ॥
সালিবৃন্দা তদাস্বাদ্য সারূঢ়া চন্দ্রশালিকাম্।
কৃষ্ণং গোদোহনক্রীড়ং পশ্যন্তী মুমুদে ভৃশং ॥ ১৮ ॥
ক্বচিদ্‌গ্রীষ্মে কৃষ্ণঃ পথি সখিকুলৈঃ প্রার্থ্য জননীং
সমং তৈঃ সংস্নাতুং সরতি যমুনা ক্বাপি চ সরঃ।

ধনিষ্ঠা কৃষ্ণভুক্তশেষং তৎসর্ব্বং স্বসখ্যা গুণমালয়া রাধিকায়ৈ প্রেষয়ামাস ॥ ১৭ ॥

আলিবৃন্দসহিতা। সা রাধা তৎকৃষ্ণভুক্তশেষমাসাদ্য চন্দ্রশালিকা সর্ব্বোপরি গৃহমারূঢ়া কৃষ্ণং পশ্যন্তী মুমুদে ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণঃ সখিকুলৈঃ সহ ক্বচিদ্দিনে গ্রীষ্মকালে পথি গোষ্ঠপ্রবেশং ন কৃত্বা জননীং যশোদাং প্রার্থ্য হে মাতরদ্য স্নানার্থং যমুনাং সরোবরং বা যাস্যামঃ। ইতি প্রার্থনাং কৃত্বা যমুনাং সরো বা সং সম্যক্ জলক্রীড়াদিপূর্ব্বকং স্নাতুং

সম্মিলিত মিত্রবৃন্দের সহিত পুনর্ব্বার গোদোহন নিমিত্ত গোগৃহে গমন করিলেন ॥ ১৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ভোজন করিলে তাঁহার ভুক্তাবশেষ সমস্তই ধনিষ্ঠা আপনার গুণমালা নাম্নী সখী দ্বারা নির্জনে শ্রীরাধিকার সমীপে পাঠাইয়া দিলেন ॥ ১৭ ॥

তৎপর শ্রীরাধা সখীসকলের সহির কৃষ্ণভুক্তশেষ আস্বাদন পূর্ব্বক চন্দ্রশালিকায় অর্থাৎ চিলেকোঠায় আরোহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের গোদোহনক্রীড়া সন্দর্শন করত পরমানন্দ লাভ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

গ্রীষ্ম সময়ে কোন এক দিন শ্রীকৃষ্ণ পথ মধ্যে গোশালায় প্রবেশ না করিয়াই "হে মাতঃ! অদ্য আমরা স্নান করিবার নিমিত্ত যমুনা কিম্বা সরোবরে

তদা দাসা মাত্রার্পিত বিবিধভক্ষ্যাণি মুদিতা
গৃহীত্বা স্নানীয়াভরণবসনাদীন্যপি যযুঃ ॥ ১৯ ॥
তত্র স্নাতাঃ সুবেশাস্তে ভুক্ত্বা পীত্বা গতশ্রমাঃ ।
গোদোহায় পথা তেন পুনর্যান্তি গবালয়ম্ ॥ ২০ ॥
তদা রাধাপি সা সায়ং স্নানব্যাজাৎ সখীচয়ৈঃ ।
গত্বানুস্রোতসি স্নাত্বা কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গবারিণি ॥ ২১ ॥
রহো ভক্ষ্যাণি কৃষ্ণায় কুন্দবল্ল্যাহর্পয়ত্যসৌ ।
ভুক্ত্বা তয়াপ্ত তচ্ছেষাং পশ্যন্তী যাতি তং গৃহং ॥ ২২ ॥
কুলকম্ ॥

সরতি গচ্ছতি। তদা দাসা যশোদার্পিত বিবিধভক্ষ্যাণি স্নানীয়াভরণবসনাদীনি গৃহীত্বা মুদিতাঃ সন্তো যযুঃ ॥ ১৯ ॥

তত্র যমুনাদৌ স্নাতাঃ সুবেশাঃ। তে কৃষ্ণাদয়ঃ ভোজনপানেন গতশ্রমাঃ তেন পথা গোদোহনায় গবালয়ং পুনর্যান্তি ॥ ২০ ॥

তদা সখীচয়ৈ সহ রাধাপি স্নানচ্ছলাৎ যমুনাদৌ গত্বা। অনুস্রোতসি কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গবারিণি শ্রীকৃষ্ণো যত্র স্নাতি তজ্জলং যত্র যাতি তত্র স্নাত্বা। অসৌ

গমন করিব” এইরূপ জননীকে প্রার্থনা করিয়া যমুনা বা সরোবরে সম্যক্ জলক্রীড়াদি পূর্ব্বক স্নানার্থ যখন গমন করিতেছেন এমন সময়ে ভৃত্যসকল যশোদা প্রদত্ত ভক্ষ্য দ্রব্য এবং স্নানীয় আভরণ ও বসনাদি গ্রহণ পূর্ব্বক সানন্দে গমন করিল ॥ ১৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণাদি বালকসকল সেই যমুনা অথবা সরোবরে স্নান ও ভূষণাদি পরিধান পূর্ব্বক ভোজন ও পান করিয়া বিগতশ্রম হইলেন এবং পুনশ্চ সেই পথেই গোদোহমার্গ গোগৃহে গমন করিলেন ॥ ২০ ॥

তখন শ্রীরাধা সায়ংকালে স্নান-ছলে সখীসকলের সহিত যমুনায় গিয়া কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গযুক্ত জলের স্রোতে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যে স্থানে স্নান করিতেছেন, সেই জল যে দিকে যাইতেছে তথায় স্নান করিলেন এবং নির্জ্জনে কুন্দলতা দ্বারা

দাসা ভৃঙ্গারতাম্বূলপাত্রব্যজনপাণয়ঃ।
নির্যোগপাশবেত্রাদিধারিণ স্তে তমন্বয়ুঃ ॥ ২৩ ॥
তাতং স খট্বোপরিসংনিবিষ্টং
পুরোধৃতানেকপয়োঘটালিম্।
গোপাংশ্চ দাসাংশ্চ সমাদিশন্তং
তত্তৎকৃতৌ স্বাধ্বনি দত্তদৃষ্টিম্ ॥ ২৪ ॥

রাধা কুন্দবল্লীদ্বারা রহঃ শ্রীকৃষ্ণায় ভক্ষ্যাণ্যর্পয়তি। তস্যা কুন্দবল্ল্যা দ্বারা প্রাপ্ত-তৎকৃষ্ণভুক্তশেষং ভুক্ত্বা তং কৃষ্ণং পশ্যন্তী গৃহং যাতি ॥ ২১—২২ ॥

ভৃঙ্গারং জলপাত্রং তদাদিপাণৌ হস্তে যেষাং তে দাসাঃ। নির্যোগপাশো গোদোহনাদৌ রজ্জুবিশেষঃ বেত্রাদিধারিণস্তে দাসা স্তং কৃষ্ণং ॥ ২৩ ॥

স হরিঃ তাতং ধেনূশ্চ সখিগণঞ্চ পশ্যন্ পরিচারকগণং যগুান্ বৎসাংশ্চ দৃষ্ট্বা মুমুদে ইতি ষষ্ঠশ্লোকস্থেনান্বয়ঃ। তাতং কীদৃশং? খট্বোপরি সন্নিবিষ্টং অগ্রে ধৃতানেকদুগ্ধঘটানাং শ্রেণী যস্য তং। তত্তৎকৃতৌ কার্য্যে গোপান্ দাসাংশ্চ সমাদিশন্তং। এবমেবং কুর্ব্বিতি কথয়ন্তং। কদা কৃষ্ণ আগমিষ্যতীতি স্বস্য কৃষ্ণস্যাধ্বনি দত্তা দৃষ্টি র্যেন তং ॥ ২৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণকে ভক্ষ্যদ্রব্য প্রেরণ করিলেন ও তদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ভুক্তাবশিষ্ট অন্নাদি প্রাপ্ত হইয়া ভোজন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিতে করিতে গৃহে গমন করিলেন ॥ ২১—২২ ॥

এদিকে ভৃত্যসকল ভৃঙ্গার (জলপাত্র) তাম্বূল ভাজন, ব্যজন, নির্যোগপাশ (গোদোহনাদিতে রজ্জু বিশেষ অর্থাৎ ছান্দন দড়ী) এবং বেত্রাদি হস্তে ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল ॥ ২৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ গৃহে আগমন করিয়া দর্শন করিলেন যে, পিতা নন্দ খট্টার উপর উপবেশন করিয়া আছেন, সম্মুখে কতক গুলি দোহন ঘট স্থাপিত আছে এবং তিনি ভৃত্য ও গোপ সকলকে নিজ নিজ কার্য্যে আদেশ প্রদান করিতেছেন

হম্বারাবৈ স্তৃষিতরুবতো বৎসকানাহ্বয়ন্তী
রুৎকর্ণাস্যাঃ স্বপথি নিহিত স্বাবলোকোৎকনেত্রাঃ।
ঊধোভারৈঃ স্থগিতচলনাদুগ্ধপূরান্ স্রবন্তী-
দুর্গ্ধা দোহ্যাঃ কতিচিদপরা দুহ্যমানাশ্চ ধেনূঃ ॥ ২৫ ॥
তত্তদ্ধেনো র্মুহুরভিধয়া তা হিহী পূর্ব্বয়োৎকা-
স্তত্তন্মাতুঃ পুনরভিধয়া বৎসকাংশ্চাহ্বয়ন্তং।
দোহং দোহং পয় ইহ গবাং পূরয়ন্তং ঘটালিং
বিন্যস্তাক্ষং স্বকপথিগণং গোদুহাং চাপি পশ্যন্ ॥ ২৬ ॥

ধেনূঃ কীদৃশীঃ? তৃষিতরুবতো বৎসকান্ হম্বারাবৈরাহ্বয়ন্তীঃ। উর্দ্ধীকৃতে কর্ণাস্যে যাভিস্তাঃ। স্বস্য কৃষ্ণস্য পথি নিহিতানি স্বান্যবলোকনায়োৎকণ্ঠিতানি নেত্রাণি যাভিস্তাঃ। ঊধোভারেণ স্তনস্থদুগ্ধভারেণ স্থগিতং গমনং যাসাং তাঃ। উধঃ দুগ্ধপূরান্ স্রবন্তীঃ। কতিচিৎ ধেনূর্দুগ্ধাঃ কৃতদোহনাঃ। কতিচিৎ দোহ্যাঃ পশ্চাদ্দোহনীয়াঃ অপরা দুহ্যমানাঃ বর্ত্তমানদোহনাঃ ॥ ২৫ ॥

গোদুহাং গণং চাপি পশ্যন্ মুমুদে। কীদৃশং? হিহী পূর্ব্বয়া তত্তদ্ধেনোরভি-

---

কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি শ্রীকৃষ্ণের আগমনের পথের দিকেই প্রদত্ত রহিয়াছে ॥ ২৪ ॥

তথা হম্বারবে তৃষিত ও শব্দায়মান বৎসসকলকে যাহারা আহ্বান করিতেছে, যাহাদিগের কর্ণ উন্নত হইয়া রহিয়াছে এবং আপনার (কৃষ্ণের) পথে সাবধানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে, তথা উধঃ অর্থাৎ স্তনের ভারে স্থগিত গতি হওত দুগ্ধ প্রবাহ ক্ষরিত করিতেছে এবং যাহাদিগের দুগ্ধ দোহন করা হইয়াছে এবং যাহাদের দুগ্ধদোহন করা হইবে ও যাহাদের হইতেছে, সেই ধেনু সকল দর্শন করিলেন ॥ ২৫ ॥

তখন গোদোহগণ সেই সেই ধেনুর প্রত্যেকের নাম উচ্চারণ করত "হি হী" শব্দে তাহাদিগকে এবং বৎস সকলকে আহ্বান করিতেছে এবং ধেনু-

স্বদর্শনোৎকং পরিচারকাণাং
গণং পয়োভারবহঞ্চ কুম্ভান্।
পূর্ণান্নয়ন্তং গৃহমানয়ন্তং
শূন্যান্ গৃহাদ্গোপপতেঃ পুরস্তাৎ ॥ ২৭ ॥
শৃঙ্গৈঃ খুরৈ র্দারয়তোধরাং মুহু-
র্গম্ভীরতারস্বননাদিতাম্বরান্।
তান্ বাসিতাসঙ্গতয়ে পরস্পরং
প্রযুধ্যতঃ ষণ্ডবরাংশ্চ ধাবতঃ ॥ ২৮ ॥

ধয়া তা ধেনূর্মুহুরাহ্বয়ন্তং। তত্তন্মাতৃ র্বৎসকাংশ্চ পুনরভিধয়া আহ্বয়ন্তং। গবাং পয়ঃ দোহং দোহং দুগ্ধ্বা দুগ্ধ্বা ঘটালিং পূরয়ন্তং। স্বকপথি বিন্যস্তাক্ষং ॥২৬

পরিকরাণাং গণং কীদৃশং। পয়োভারবহং। স্বদর্শনোৎসুকং। দুগ্ধৈঃ পূর্ণান্ কুম্ভান্ গৃহং নয়ন্তং। শূন্যান্ কুম্ভান্ ব্রজপতেঃ পুরস্তাদগ্রে গৃহা-দানয়ন্তং ॥ ২৭ ॥

ষণ্ডবরান্ কীদৃশান্। বাসিতানাং গবাং সঙ্গতয়ে সঙ্গার্থং পরস্পরঃ প্রযুধ্যতো ধাবতশ্চ ষণ্ডবরান্ তান্ দৃষ্ট্বা মুমুদে। কীদৃশান্ তান্। শৃঙ্গৈঃ খুরৈঃ ধরাং পৃথ্বীং দারয়তঃ। গম্ভীরতারৈরুচ্চস্বনৈর্নাদিতমম্বরং যৈ-স্তান্ ॥ ২৮ ॥

গণের দুগ্ধ বারম্বার দোহন করতঃ ঘটশ্রেণী পরিপূর্ণ করিতেছে, তথা তৎকালে দুহ্যমান ধেনুবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণের পথে নেত্রপাত করিয়া রহি-য়াছে ॥ ২৬ ॥

অপর পরিচারক সকল কৃষ্ণ দর্শনে উৎকণ্ঠিত হইয়া দুগ্ধ ভার বহন করিতে লাগিল, কেহ বা দুগ্ধ পূর্ণ কুম্ভ সকল গৃহে রাখিয়া শূন্য কুম্ভ সমূহ গৃহ হইতে আনিয়া গোপরাজ শ্রীনন্দরাজের অগ্রে স্থাপন করিল ॥ ২৭ ॥

ইতি মধ্যে ষণ্ড (ষাঁড়) সকল শৃঙ্গ ও খুর দ্বারা ক্ষিতিতল বিদারিত ও

মস্তকামস্তকিক্রীড়াযুদ্ধং বিধদতো মিথঃ ।
মুহুর্বৎসতরাংশ্চাপি দৃষ্ট্বা সংমুমুদে হরিঃ ॥ ২৯ ॥
ষড়্ভিঃ কুলকং ॥

বিজ্ঞাপ্য তাতং দোহায় গতোঽসৌ গাশ্চ তা মুদা ।
মিলিতাঃ স্বাভিতঃ কৃষ্ণঃ সান্ত্বয়ামাস সান্ত্বনৈঃ ॥ ৩০ ॥
শ্রীহস্তমার্জ্জনৈঃ কণ্ডূয়নৈ র্গাঃ প্রীণয়ন্ হরিঃ ।
দুদোহ দোহয়ামাস বৎসাং স্তৈস্তৈশ্চ পায়য়ন্ ॥ ৩১ ॥

বৎসতরান্ কীদৃশান্। মস্তকেন মস্তকং প্রহৃত্য বৃত্তং ক্রীড়াযুদ্ধং বিদধতঃ ॥২৯

অসৌ কৃষ্ণঃ তাতং বিজ্ঞাপ্য উক্ত্বা দোহায় দুগ্ধদোহনার্থং গতঃ কৃষ্ণো-ঽভিতশ্চতুর্দ্দিক্ষু মুদা হর্ষেণ মিলিতা স্তা গাশ্চ হস্তমার্জ্জনাদিভিঃ সান্ত্বনৈঃ সান্ত্বয়ামাস ॥ ৩০ ॥

মার্জ্জনকণ্ডূয়নৈ র্গাঃ প্রীণয়ন্ হরির্গাঃ দুদোহ। তৈ স্তৈ র্গোদুহৈ-র্বৎসান্ পায়য়ন্ গা দোহয়ামাস ॥ ৩১ ॥

মুহুর্মুহুঃ গম্ভীর নাদে আকাশ পরিব্যাপ্ত এবং ধেনুসকলের সহিত সঙ্গকরণার্থ পরস্পর অভিধাবন করত যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ২৮ ॥

অনন্তর বৎসতর গণকে মস্তকামস্তিকি অর্থাৎ মস্তক দ্বারা যুদ্ধক্রীড়া করিতে দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ॥ ২৯ ॥

তৎপর শ্রীকৃষ্ণ পিতাকে বলিয়া গোদোহনের নিমিত্ত গমন করিলেন এবং ধেনু সকলও হর্ষভরে তাঁহার চতুর্দ্দিকে আসিয়া মিলিত হইলে হস্তমার্জনাদি সান্ত্বনা দ্বারা তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন ॥ ৩০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীহস্ত দ্বারা মার্জন ও কণ্ডূয়ন দ্বারা ধেনুসকলকে প্রীতিযুক্ত করিয়া স্বয়ং দোহন করিতে লাগিলেন এবং গোদুহ (গোদোহনকারি) গণ দ্বারা বৎসসকলকে পান করাইয়া গোদোহন করাইলেন ॥ ৩১ ॥

বৎসা নিপীয়োদরপূরমুচ্চকৈ-
স্তৃপ্তিং গতা গোপগণা যথেপ্সিতম্।
দুগ্ধা নিবৃত্তাশ্চ গবাং তথাপ্যহো-
নোধঃ পয়ঃপূর্ত্তিরবাপ হীনতাম্ ॥ ৩২ ॥
কৃষ্ণাননাব্জার্পিতনেত্রচেতসাং
গবাং স্বয়ং সংশ্রবদোধসং পয়ঃ।
গোপাঃ স্তনাধো ধৃতকুম্ভসঞ্চয়ৈঃ
সংভৃত্য নিন্যুঃ পুরতো ব্রজেশিতুঃ ॥ ৩৩ ॥
প্রবেশ্য গোপৈ র্নিজমাতৃলালিতান্
বৎসালয়ং বৎসগণান্ বলান্বিতঃ।

বৎসা উদর পূরং নিপীয় উচ্চৈরতিশয়েন তৃপ্তিং গতাঃ। গোপগণাশ্চ যথেপ্সিতং দুগ্ধা নিবৃত্তা বভূবুঃ। তথাপি গবামূধঃ পয়ঃ পূর্ত্তিহীনতাং নাবাপ ন প্রাপ। অহো আশ্চর্য্যং ॥ ৩২ ॥

ততঃ কিং বৃত্তং। কৃষ্ণমুখপদ্মেঽর্পিতানি নেত্রাণি চেতাংসিচ যাভিস্তাসাং গবাং স্বয়ং সংশ্রবদোধসংপয়ঃ গোপাস্তনাধোধৃতকুম্ভসমূহৈঃ সংভৃত্য গৃহীত্বা ব্রজেশিতুঃ পুরতো নিন্যুঃ ॥ ৩৩ ॥

বলান্বিতো হরিঃ গোপৈ র্নিজমাতৃলালিতান্ বৎসগণান্ বৎসালয়ং প্রবেশ্য। তা গা যথাস্থানং নিবেশ্য ব্রজাধিপস্যান্তিকমগমৎ ॥ ৩৪ ॥

তদনন্তর বৎস সকল যথেচ্ছরূপে উদরপূর্ণ করিয়া দুগ্ধপান করত পরম তৃপ্তিলাভ করিল, দোহনান্তে গোসকল দোহন হইতে নিবৃত্ত হইলেও তাহাদিগের উধঃ (স্তন) সকল পূর্ব্ববৎ স্থূল রহিল, কিন্তু অত্যন্ত দুগ্ধ প্রদান করাতেও যে ক্ষীণ হইল না, ইহাই অতীব আশ্চর্য্য ॥ ৩২ ॥

তাহার পর গোসকল শ্রীকৃষ্ণের বদন কমলে, নয়ন ও চিত্ত অর্পণ কারিণী ,ধেনুগণের স্বয়ং ক্ষরিত ঔধস দুগ্ধ স্তনের অধোভাগে কুম্ভধারণ করত পরিপূর্ণ করিয়া ব্রজপতি নন্দরাজের অগ্রে উপস্থিত করিল ॥ ৩৩ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত নিজমাতৃলালিত বৎসগণকে গোপসকলের

গা স্তা যথাস্থানমসৌ নিবেশ্য চ
ব্রজাধিপস্যাগমদন্তিকং হরিঃ ॥ ৩৪ ॥
প্রস্থাপ্য দুগ্ধানি গৃহং সভারিকৈ-
র্গবালয়দ্বার্ষু নিযুজ্য কিঙ্করান্ ।
সমং সুতাভ্যাং সুহৃদাঞ্চ সঞ্চয়ৈ-
রাজা ব্রজস্যাব্রজদাত্মমন্দিরম্ ॥ ৩৫ ॥
শালগ্রামশিলায়াং তে পূজাকৃদ্বটুনা কৃতম্ ।
সন্ধ্যমারাত্রিকং বিষ্ণোর্দদৃশুঃ ক্ষালিতাঙ্ঘ্রয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

স ব্রজস্য রাজা নন্দো ভারিকৈ র্দুগ্ধানি গৃহং প্রস্থাপ্য গবালয়দ্বার্ষু কিঙ্করান্ গোরক্ষার্থং নিযুজ্য সুতাভ্যাং সুহৃদাং সঞ্চয়ৈশ্চ সমং আত্মমন্দিরমব্রজৎ ॥ ৩৫ ॥

ক্ষালিতাঙ্ঘ্রয়স্তে নন্দাদয়ঃ শালগ্রামশিলায়াং পূজাকৃদ্বটুনা পূজকব্রাহ্মণবালকেন কৃতং বিষ্ণোঃ সান্ধ্যং সন্ধ্যাকালে কর্ত্তব্যমারাত্রিকং দদৃশুঃ ॥ ৩৬ ॥

দ্বারা বৎসালয়ে এবং গাভী সমূহকে যথাস্থানে প্রবেশ করাইয়া ব্রজরাজ নন্দের সমীপে গমন করিলেন ॥ ৩৪ ॥

তদনন্তর ব্রজরাজ নন্দ ভারিক অর্থাৎ ভারবাহক দ্বারা দুগ্ধ সমূহ ভবনে প্রেরণ পূর্ব্বক গোশালার দ্বার সকলে কিঙ্কর সকলকে গোরক্ষার্থ নিয়োজিত করিয়া পুত্রযুগল সুহৃদগণের সহিত স্বীয় মন্দিরে গমন করিলেন ॥ ৩৫ ॥

এবং গৃহে গমন করিয়া পাদপ্রক্ষালন পূর্ব্বক শ্রীনন্দ প্রভৃতি গোপসকল পূজাকৃদ্বটু অর্থাৎ পূজক ব্রাহ্মণবালক কর্ত্তৃক সম্পাদিত সন্ধ্যাকালীন শালগ্রাম শিলার আরাত্রিক দর্শন করিলেন ॥ ৩৬ ॥

সদস্যেষু পবিষ্টেষু প্রহিতানি ব্রজেশয়া।
নানাবিধানি সার্পিষ্কাণ্যৈক্ষবাণি ফলানিচ ॥ ৩৭ ॥
স্রগ্‌ গন্ধবীটিকাদীনি নৈবেদ্যাদি রমাপতেঃ।
যানি তানি ব্রজাধীশঃ সর্ব্বেভ্যো ব্যভজন্মুদা ॥ ৩৮ ॥
যুগ্মকং ॥

ইষ্টগোষ্ঠী ক্ষণং কৃত্বা কৃষ্ণেক্ষাং ত্যক্তু মক্ষমাঃ।
কৃষ্ণে ন্যস্তেন্দ্রিয়প্রাণাঃ সুহৃল্লোকা গৃহং গতাঃ ॥ ৩ ॥
সুভদ্রাদীন্ ভ্রাতৃপুত্রান্ রাজা কৃষ্ণেন সঙ্গয়ে।
সদা নিমন্ত্রয়ত্যেষ সহজাংস্তু ক্বচিৎ ক্বচিৎ ॥ ৪০ ॥

সদস্যেষু সভ্যেষু উপবিষ্টেষু সৎসু ব্রজেশয়া প্রাহিতানি যানি নানাবিধানি সার্পিষ্কাণি ঘৃতপক্কানি। ঐক্ষবাণি ইক্ষুবিকারশর্করাদিতৎকৃতানি ফলানি চ। স্রগ্‌ গন্ধবীটিকাদীনি রমাপতে র্বিষ্ণো র্নৈবেদ্যানি তানি ব্রজেশস্তেভ্যঃ সদস্যেভ্যো ব্যভজৎ বিভাগং কৃত্বা দদৌ ॥ ৩৭—৩৮ ॥

সুহৃল্লোকা ক্ষণং ব্যাপ্য ইষ্টগোষ্ঠীং কথোপকথনং কৃত্বা স্বস্বগৃহং গতাঃ ॥৩৯॥

এষ রাজা নন্দঃ সুভদ্রাদীন্ ভ্রাতৃপুত্রান্ কৃষ্ণেন সঙ্গয়ে সঙ্গিঃ সহভোজনং

সন্ধ্যাকালীন আরাত্রিক দর্শন করিয়া সভ্যগণ সভাতে উপবিষ্ট হইলে শ্রীব্রজেশ্বরী যশোদা নানাপ্রকার ঘৃতপক্ক, ইক্ষু বিকার অর্থাৎ শর্করাকৃত ফল, পুষ্প, মালা, গন্ধ দ্রব্য, তাম্বূলবীটিকা প্রভৃতি বিষ্ণুনৈবেদ্য প্রেরণ করিলেন, ব্রজরাজ শ্রীনন্দ তৎ সমুদায় সভ্য সকলকে বিভাগ করিয়া দিলেন ॥ ॥৩৭—৩৮॥

সুহৃদ্‌গণ কিয়ৎক্ষণ ইষ্টগোষ্ঠী (কথোপকথন) করিয়া কৃষ্ণদর্শন ত্যাগ করিতে অসমর্থ হওত তাঁহার প্রতি ইন্দ্রিয় ও প্রাণ সকল ন্যস্ত করিয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন ॥ ৩৯ ॥

তদনন্তর ব্রজরাজ শ্রীনন্দ, কৃষ্ণের সহিত একত্র ভোজন করিবার নিমিত্ত

তদ্দিনে তাংস্তু সর্ব্বান্ স নিমন্ত্র্য স্বগৃহেশ্বরীম্ ।
তেষাং ভোজনসিদ্ধ্যর্থং বটুদ্বারা সমাদিশৎ ॥ ৪১ ॥
ততো ব্রজেশ্বরী তুঙ্গীং পীবরীং কুবলাং তথা ।
স্বযাতৃ র্বাহ্বয়ত্তত্তৎস্নুষাঃ পুত্র্যাদিসংযুতাঃ ॥ ৪২ ॥
আহূতা বটুনা রাজ্ঞ্যা তত্র প্রক্ষালিতাঙ্ঘ্রয়ঃ ।
ভোজনায়োপবিবিশু র্মধ্যে কৃত্বা ব্রজেশ্বরং ॥ ৪৩ ॥

তদর্থং সদা নিমন্ত্রয়তি। সজাতান্ সহোদরানুপনন্দাদীন্ কচিৎ কাপি দিবসে নিমন্ত্রয়তি ॥ ৪০ ॥

তদ্দিনে তানুপনন্দাদীন্ স নিমন্ত্র্য তেষাং ভোজনসামগ্রীসিদ্ধ্যর্থং বটুদ্বারা স্বগৃহেশ্বরীং সমাদিশৎ ॥ ৪১ ॥

ততস্তচ্ছ্রবণানন্তরং ব্রজেশ্বরী তুঙ্গীং তন্নাম্নীং পীবরীং কুবলাঞ্চ স্বস্য যাতৃঃ স্বস্বামিনঃ ভ্রাতৃপত্নীঃ। তত্র তস্যাস্তস্যা স্নুষাঃ কুন্দবল্ল্যাদয়ঃ পুত্রবধ্বঃ পুত্র্যঃ কন্যাস্তদাদিসংযুতা আহ্বয়ৎ ॥ ৪২ ॥

রাজ্ঞ্যা যশোদয়া বটুনাহূতঃ তত্র প্রক্ষালিতপাদাঃ তে ভ্রাতরঃ ব্রজেশং মধ্যে কৃত্বা ভোজনায়োপবিবিশুঃ ॥ ৪৩ ॥

সুভদ্রাদি ভ্রাতৃ পুত্র সকলকে সর্ব্বদা নিমন্ত্রণ করিতেন এবং সজাত অর্থাৎ সহোদর উপনন্দ প্রভৃতিকে কোন কোন দিবসে নিমন্ত্রণ করিতেন ॥ ৪০ ॥

তৎপরে কোন এক দিন ব্রজরাজ নন্দ উপনন্দাদি ভ্রাতৃবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদিগের ভোজন সামগ্রী প্রস্তুত করিবার জন্য ব্রাহ্মণ বালক দ্বারা নিজ গৃহেশ্বরী যশোদাকে বলিয়া পাঠাইলেন ॥ ৪১ ॥

তখন ব্রজেশ্বরী যশোদা তুঙ্গী, পীবরী ও কুবলা প্রভৃতি নিজ (যাতা) যা সকলকে তাঁহাদিগের পুত্রবধূ কুন্দলতা প্রভৃতি ও কন্যাদিগের সহিত আহ্বান করিলেন ॥ ৪২ ॥

অনন্তর ব্রজেশ্বরী ব্রাহ্মণবালক দ্বারা গোপসকলকে আহ্বান করিলে

দক্ষিণেঽস্যাগ্রজৌ বামে হ্যনুজৌ পুত্রৌ পুরঃস্থিতৌ।
সুভদ্রাদ্যা হরের্বামে বটবো বলদক্ষিণে ॥ ৪৪ ॥
তুঙ্গী সুভদ্রজননী জননীতিবিজ্ঞা
বিজ্ঞাপিতা ব্রজপয়া পরিবেশনায়।
ভোজ্যং ক্রমাৎ পরিবিবেশ সরোহিণীকা
বিপ্রাত্মজস্বধবদেবরপুত্রকেভ্যঃ ॥ ৪৫ ॥

উপবেশনপরিপাটীমাহ। অস্য নন্দস্য দক্ষিণে অগ্রজৌ জ্যেষ্ঠভ্রাতরৌ। বামদেশেঽনুজৌ কনিষ্ঠভ্রাতরৌ। পুরঃস্থিতৌ পুত্রৌ রামকৃষ্ণৌ হরের্বামে সুভদ্রাদ্যাঃ কৃষ্ণপিতৃব্যপুত্রাঃ। বলদেবস্য দক্ষিণে বটবোব্রাহ্মণবালকাঃ ॥৪৪॥

জনানাং নীতৌ বিজ্ঞা। তুঙ্গী নন্দস্য সর্ব্বজ্যেষ্ঠভ্রাতুঃ পত্নী রোহিণীসহিতা যশোদয়া পরিবেশনায় বিজ্ঞাপিতা ক্রমাৎ ভোজ্যং বটুস্বস্বামিদেবরপুত্রাদিভ্যঃ পরিবিবেশ ॥ ৪৫ ॥

তাঁহারা আগমন করত সুশীতল জলে পাদপ্রক্ষালন পূর্ব্বক ব্রজরাজ শ্রীনন্দকে মধ্যে করিয়া ভোজনার্থ উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৪৩ ॥

ব্রজরাজ নন্দের দক্ষিণে দুই জন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, বামে দুই জন কনিষ্ঠ ভ্রাতা সম্মুখে রামকৃষ্ণ পুত্রদ্বয় এবং শ্রীকৃষ্ণের বামে সুভদ্রাদি ভ্রাতৃসকল তথা বলরামের দক্ষিণে ব্রাহ্মণ বালকবৃন্দ উপবেশন করিলেন ॥ ৪৪ ॥

অনন্তর সুভদ্রজননী তুঙ্গী জনসকলের নীতি বিষয়ে অভিজ্ঞা ছিলেন, ইনি রোহিণীর সহিত যশোদা কর্ত্তৃক পরিবেশন কার্য্যে বিজ্ঞাপিত হইয়া যথাক্রমে ব্রাহ্মণ কুমার, নিজ স্বামী, দেবর ও পুত্রসকলকে পরিবেশন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥

সৎসৌরভৈঃ কনকবর্ণঘৃতাভিষিক্তৈ-
স্তূপীকৃতৈ র্বিবিধতেমনপাত্রযুক্তৈঃ ।
স্থালীর্ভৃতাঃ সুমৃদুলৈ র্বিশদোদনৈঃ সা—
সন্দানিকোপরিপুরো নিদধে স্ম তেষাম্ ॥ ৪৬ ॥
জেমৎসু তেষু পরিবেশয়তি ক্রমাৎ সা
শেষাণি ভূরিবিধষড্রস-তেমনানি ।
সংযাবপায়সলসদ্বটকানপূপান্
সদ্ভাজনান্তরধৃতা মৃদুরোটিকাশ্চ ॥ ৪৭ ॥

সা তুঙ্গী তেষাং বটুধবাদীনাং পুরোঽগ্রে সন্দানিকোপরি স্থাল্যাধারপাত্রোপরি বিশদোদনৈঃ সচ্ছুক্লতণ্ডুলান্নৈর্ভৃতাঃ পূর্ণাঃ স্থালী র্নিদধেস্ম। কীদৃশৈরোদনৈস্তূপীকৃতৈঃ সজ্জীকৃতৈঃ সৎসৌরভৈরিত্যাদি বিবিধ তেমনস্য ব্যঞ্জনস্য পাত্রৈ র্যুক্তৈঃ ॥ ৪৬ ॥

তেষু শ্রীনন্দাদিষু জেমৎসু ভুঞ্জানেষু। শেষাণি প্রথমদত্ত বস্তুভিন্নানি। ভূরিবিধানি নানাপ্রকারাণি ষড্রসযুক্তানি তেমনানি ব্যঞ্জনানি সংযাবাদীন্ সংযাবো দুগ্ধপক্ক গোধূমচূর্ণঃ। পায়সং পরমান্নং। বড়া ইত্যাখ্যান্। সদ্বটকান্। অপূপান্ পিষ্টকান্ সদ্ভাজনান্তরধৃতা স্তথা মৃদুরোটিকাশ্চ সাতু সরোহিণী তুঙ্গী সা যশোদা রোহিণী তুঙ্গী দ্বারা বা পরিবেশয়তি ॥ ৪৭ ॥

অপর রোহিণীর সহিত তুঙ্গী, সৌরভান্বিত কনকবর্ণ ঘৃতদ্বারা অভিষিক্ত শুভ্রবর্ণ অন্নের চতুর্দ্দিকে ব্যঞ্জনপাত্র দিয়া স্থালীকে পরিপূর্ণ করত ত্রিকাষ্ঠিকা নামক স্থালী স্থাপন পাত্রের উপর নিহিত করিলেন ॥ ৪৬ ॥

তৎপরে শ্রীনন্দ প্রভৃতি সকলে ভোজন করিতে থাকিলে অবশিষ্ট অর্থাৎ প্রথমদত্ত বস্তু ভিন্ন নানা বিধ কটু, তিক্ত ও অম্লাদি ব্যঞ্জন নিচয়, পরিবেশন করিতে লাগিলেন এবং সংযাব (দুগ্ধপক্ক গোধূম চূর্ণ) পায়স (পরমান্ন) উৎকৃষ্ট বটক (বড়া) পুপ (পিষ্টক) উত্তম পাত্রে স্থাপন করিয়া তথা কোমল

যস্য যস্য প্রিয়ং যদ্যদ্ভুক্তং জ্ঞাত্বাথ রোহিণী ।
ইঙ্গিতেন ব্রজেশ্বর্য্যাস্তস্মৈ তত্তদ্দদৌ মুহুঃ ॥ ৪৮ ॥
দুগ্ধং ঘনং শিখরিণীং মথিতং রসালাং
সৎ ষাড়বং দধি ঘনং বহুসন্ধিতানি ।
পক্বাম্রসদ্রসমপি ব্রজরাজরাজ্ঞী
তেভ্যঃ ক্রমেণ পরিবেশয়তি স্ম শশ্বৎ ॥ ৪৯ ॥
সর্ব্বং ভোজয়িতুং সমুৎসুকমনোবাগ্‌দৃক্‌প্রকাশীকৃতৈ-
র্গূঢৈর্মাতৃততেঃ স্ফুটৈঃ পিতৃততেঃ স্নেহদ্রবচ্চেতসঃ ।

যস্য জনস্য যদ্যদ্বস্তু প্রিয়ং ব্রজেশ্বর্য্যা ইঙ্গিতেন রোহিণী জ্ঞাত্বা তত্তস্মৈ মুহুর্দদৌ ॥ ৪৮ ॥

দুগ্ধং ঘনং ঘনীভূতং । শিখরিণীং দধিশর্করাসুগন্ধদ্রব্যাদিমিলনাদিনা ভবতি । মথিতং কিঞ্চিৎ পক্বদুগ্ধমথনাৎ ফেনং শ্রীগোবিন্দদেবালয়ে ভবেৎ । রসালামিতি স্বয়মেবাদৌ কথিতং । সৎ ষাড়বমপি পুরা লিখিতং । সন্ধিতং আচারাখ্যং পক্বাম্রস্য সদ্রসং ॥ ৪৯ ॥

স্নেহেন দ্রবচ্চেতসঃ । বাষ্পেণ নেত্রজলেন ক্লিন্নতনো মাতৃততে গূঢৈ-

---

রোটিকা প্রভৃতি যশোদা, তুঙ্গী ও রোহিণী দ্বারা পরিবেশন করাইতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥

অনন্তর গোপসকলের মধ্যে যাহার যে বস্তু প্রিয়, ব্রজেশ্বরীর ইঙ্গিত দ্বারা রোহিণী জানিতে পারিয়া তাহাকে সেই বস্তু পুনঃ পুনঃ পরিবেশন করিতে লাগিলে ॥ ৪৮ ॥

তৎপরে ঘন দুগ্ধ, শিখরিণী (দধি শর্করা ও সুগন্ধাদি দ্রব্য সম্মিলনে হইয়া থাকে) মথিত (কিঞ্চিৎ পক্ক দুগ্ধ মন্থনের ফেন) রসালা ও সৎ অর্থাৎ প্রশস্ত ষাড়ব সন্ধিত (আচার) এবং পক্কাম্রের উত্তম রস, ব্রজরাজরাজ্ঞী শ্রীযশোদা তাঁহাদিগকে স্বয়ং পরিবেশন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥

নন্দাদি গোপসকল নিকটবর্ত্তি থাকায় যশোদাদি পত্নীগণ লজ্জা নিবন্ধন

নাম্পাক্রিমস্তনোস্তদাগ্রহশতৈঃ কৃষ্ণাদয়ঃ প্রেরিতাঃ
সংতৃপ্তা অপি তে মুহুর্বুভুজিরে নান্তং মুদাং চাযযুঃ ॥৫০॥
দ্বয়ং ব্যস্তমভূৎ প্রাতরাশাৎ সায়ন্তনাশনে ।
গাম্ভীর্য্যং নর্ম্মণি বটৌ গূঢ়তা মাতুরাগ্রহে ॥ ৫১ ॥

রাগ্রহশতৈঃ । স্বামিনামগ্রে স্ফুটকথনাসামর্থ্যাৎ । তথাভূতপিতৃভিঃ স্ফুটৈরাগ্রহশতৈঃ । কীদৃশৈঃ আগ্রহশতৈঃ । যদ্যদন্নং তৎসর্ব্বং ভোজয়িতুং সমুৎসুকাভি র্মনোবাগদৃগ্ভিঃ প্রকাশীকৃতৈঃ কৃষ্ণাদয়ঃ প্রেরিতাঃ সংতৃপ্তা অপি তে কৃষ্ণাদয়ো মুহুর্বুভুজিরে। মুদাং চান্তং নাযযুঃ। অনন্তমুদং হর্ষঞ্চ তে প্রাপুঃ ॥ ৫০ ॥

প্রাতর্ভোজনাৎ সন্ধ্যাভোজনে দ্বয়ং ব্যস্তমভূৎ তয়োরেকং বটৌ মধুমঙ্গলস্য নর্ম্মণি পরিহসিতে গাম্ভীর্য্যং। অন্যৎ মাতুরাগ্রহে গূঢ়তা। শ্রীনন্দাদীনামগ্রে দ্বয়োরেবানৌচিত্যাৎ ॥ ৫১ ॥

স্ফুট বাক্য প্রয়োগে অসমর্থ হইলেও সমুৎসুক চিত্তা হইয়া মনঃ বাক্য ও নেত্র দ্বারা প্রকাশ করত কৃষ্ণাদি বালকবৃন্দকে ভোজনার্থ শত শত বার আগ্রহ করিতে লাগিলেন এবং পিতৃগণও প্রস্ফুট স্বরে বিশেষ আগ্রহ করায় স্নেহপযুক্ত লালিতচিত্ত হইয়া ভোজনে পরিতৃপ্ত হইলেও পুনর্ব্বার ভোজন করিতে লাগিলেন, আনন্দের সীমা রহিল না এবং যশোদাদি পরমানন্দে পরিবেশন করায় পরিশ্রম বশত তাঁহাদের অঙ্গ ঘর্ম্মে আর্দ্র হইলেও জানিতে পারিলেন না ॥ ৫০ ॥

প্রাতঃকালীন ভোজন এবং সায়ংকালীন ভোজনের বিপরীত হইল যেহেতু বটু মধুমঙ্গলে পরিহাসের গাম্ভীর্য্য এবং জননী যশোদার আগ্রহে গূঢ়তা। কারণ, নন্দাদির নিকট পরিহাস ও আগ্রহ দুইটীই অবিধেয় বিধায়, গম্ভীর ও স্থির ভাবে সম্পাদিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ প্রাতঃকালে ইচ্ছানুসারেই হইয়াছিল। ইহাই প্রাতঃকাল হইতে বৈপরীত্য ॥ ৫১ ॥

অস্বাচ্ছন্দ্যং যদপি লপিতান্যোন্যহাসক্রিয়াদৌ
কৃষ্ণাদীনামভবদশনে লালনে চাপি মাতুঃ।
প্রাতর্ভুক্তেস্তদপি শতধা সম্বিতস্তাতমুখ্যৈ-
স্তেষাং সৌখ্যং তদবকলনাৎ কোটিধাসীচ্চ তস্যাঃ॥ ৫২
বক্ত্রেন্দোঃ স্মিতসম্পদা ব্রজবিধোস্তদ্বাক্ সুধাবিন্দুভি-
স্তৎসৌরভ্যবিমিশ্রধূপবিসরৈস্তত্তালবৃন্তানিলৈঃ।
তচ্ছ্রীসঙ্গ্যমৃতাভিষিক্তমধুরৈর্ভোজ্যৈশ্চ সংলেভিরে
তে পঞ্চেন্দ্রিয়তৃপ্তিজামতিতমাং সংভোজনীয়াং মুদং ॥৫৩

যদপি কৃষ্ণাদীনাং লপিতে ভাষিতেঽন্যোন্যহাসক্রিয়াদৌ চ অস্বাচ্ছন্দ্যং তথা মাতুর্লালনে চাস্বাচ্ছন্দ্যমশনে ভোজনসময়ে হভবৎ। তদপি প্রাতর্ভুক্তেঃ প্রাতর্ভোজনাৎ তাতমুখ্যৈঃ শ্রীনন্দাদিভিঃ সম্বিতঃ সংভোজনাৎ তেষাং কৃষ্ণাদীনাং শতধা সৌখ্যং তস্যা মাতুশ্চ তদবকলনাত্তদবলোকনাৎ সহভোজন-দর্শনাৎ কোটিধা সৌখ্যমাসীৎ॥ ৫২॥

ব্রজবিধোঃ কৃষ্ণচন্দ্রস্য স্মিতসম্পদা। বাক্যামৃতবিন্দুভিঃ। সৌরভ্যমিশ্র-ধূপৈঃ। তালপত্ররন্তকৃতপবনৈঃ। সহভোজনামৃতাভিষিক্তমধুরৈঃ। ভোজ্যৈঃ ওদনাদিভিঃ। তে পিত্রাদয়ঃ পঞ্চেন্দ্রিয়তৃপ্তিজাঃ মুদং লেভিরে॥ ৫৩॥

যদি চ শ্রীকৃষ্ণাদি বালকসকলের ভোজনকালে পরস্পর বাক্য, হাস্য ও ক্রিয়াদিতে তথা জননীর লালনাদিতে অস্বাচ্ছন্দ্য অর্থাৎ পিতার ভয়ে স্বেচ্ছাচারিতার কিছু লাঘব হইল, তথাপি প্রাতঃকালীন ভোজন হইতে সন্ধ্যাকালীন ভোজন পিতৃগণের সহিত সম্পন্ন হওয়ায় কৃষ্ণাদি বালকসকলের কোটি গুণের অধিক সুখ হইল এবং গোপসকলের সহিত একত্র ভোজন দর্শনে শ্রীযশোদাদির ও প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাকলে অধিকতর আনন্দ উপস্থিত হইল॥ ৫২॥

অনন্তর শ্রীনন্দাদি গোপ ও যশোদাদি গোপীসকল ব্রজচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্রের সুমধুর হাস্য, বাক্যরূপ সুধাবিন্দু এবং ত্বদীয় সৌরভ্যবিমিশ্রিত ধূপ

ভুক্ত্বা পীত্বাচম্য পল্যঙ্কিকালৌ
বিশ্রাম্যান্তে সেবিতা দাসসঙ্ঘৈঃ ।
সত্তাম্বূলৈ বীজনাদ্যৈঃ পিতা স্বৈ-
র্বর্গৈ র্বেদ্যাং সূনুরট্টালিকায়াম্ ॥ ৫৪ ॥ *

অট্টালোদয়শৈলতঃ প্রসৃমরাং কৃষ্ণাননেন্দুদ্যুতি-
জ্যোৎস্নাং সালিচয়েশ্বরী স্ববড়ভীজালাধ্বদত্তাননা ।

তে উপনন্দাদয়ো ভুক্ত্বা পীত্বা আচম্য পল্যঙ্কিকাশ্রেণৌ বিশ্রান্তাঃ। দাস-সঙ্ঘৈঃ। সত্তাম্বূলৈ বীজনাদ্যৈশ্চ সেবিতাঃ বভূবুঃ। পিতা শ্রীনন্দঃ স্বৈর্ব্বর্গৈঃ সহ বেদ্যাং সূনুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ অট্টালিকায়াং পল্যঙ্কে বিশ্রান্তো দাসৈঃ সত্তাম্বূল-বীজনৈঃ সেবিতোঽভূৎ। যদ্বা তে উপনন্দাদয়ঃ পর্য্যঙ্কশ্রেণ্যাং সেবনাদিভির্যাদৌ বিশ্রান্তাঃ পশ্চাৎ বেদ্যাং পিতা অট্টালিকায়াং সূনুর্গতঃ ॥ ৫৪ ॥

অট্টালিকারূপোদয়পর্ব্বতাৎ প্রসৃমরাং নির্গতাং কৃষ্ণমুখচন্দ্রজ্যোৎস্নাং আলিচয়ৈঃ সহ সা ঈশ্বরী রাধা বড়ভ্যাশ্চন্দ্রশালায়া জালাধ্বনি গবাক্ষদ্বারে দত্তে নয়নে যয়া সা অপায়শূন্যং বিঘ্নরহিতং যথা স্যাত্তথা সখ্যাদীনামগ্রে কৃষ্ণ-

:বিস্তারকারি তালবাজনের সুন্দর সমীরণ এবং বালকবৃন্দের একত্র ভোজন জন্য অমৃতাভিষিক্ত সুমধুর ভোজ্য বস্তুর সন্দর্শনে সমধিক রূপে ভোজন জন্য আনন্দ লাভ করিলেন ॥ ৫৩ ॥

অনন্তর উপনন্দাদি সকল ভোজন, পান এবং আচমন করিয়া পর্য্যঙ্ক-শ্রেণীতে বিশ্রামসুখ অনুভব করিতে থাকিলে ভৃত্যসকল উত্তম তাম্বূল প্রদান ও বীজনাদি দ্বারা তাঁহাদিগকে সেবা করিতে লাগিলে, তথা পিতা নন্দ আত্মীয়-বৃন্দের সহিত বেদিতে এবং শ্রীকৃষ্ণ অট্টালিকায় পর্য্যঙ্কে বিশ্রাম করিয়া দাস-গণ কর্ত্তৃক সুগন্ধি তাম্বূল ও বীজনাদি দ্বারা সেবিত হইলেন ॥ ৫৪ ॥

তৎপরে ব্রজেশ্বরী যশোদা সখীসকলের সহিত গৃহের গবাক্ষদ্বারে নয়ন অর্পণ করিয়া অট্টালিকারূপ উদয়াচল হইতে বিনিঃসৃত কৃষ্ণমুখচন্দ্রের কান্তি-

* এই শ্লোকে "শালিনী" ছন্দ। ইহার লক্ষণ পূর্ব্বে দেখ।

পায়ং পায়মপায় শূন্যমমৃতচ্ছবিদৃক্‌চকোর্যৌ নিজে
সর্বৈত্রৈব হি সর্বদা ফলবতী সদ্ভাগ্যভাজাং স্পৃহা ॥৫৫॥
তস্যামুখাব্জসুষমামকরন্দধারা-
মারাদ্‌গবাক্ষমুখতো মিলিতাং পিবন্‌ সঃ।
কৃষ্ণঃ পুপোষ তৃষিতৌ নিজনেত্রভৃঙ্গা-
বুৎকণ্ঠিতৈব মহতাং হি ফলাপ্তিহেতুঃ ॥ ৫৬ ॥
অথ ব্রজেশা তুলসীং সহালিকাং
কৃতাগ্রহা ভোজয়িতুং ধনিষ্ঠয়া।

সন্নিধৌ চ যথেষ্টদর্শনে লজ্জাবিঘ্নকরী পায়ং পায়ং পীত্বা পীত্বা নিজদৃক্ চকোর্যৌ অপুষৎ। অত্র প্রাচীনসম্মতাং প্রমাণয়তি। সদ্ভাগ্যভাজাং স্পৃহা সর্বত্র সর্বদা ফলবতী স্যাৎ। ৫৫ ॥

স কৃষ্ণস্তস্যা রাধায়া মুখাব্জস্য সুষমা শোভা সৈব মকরন্দধারা তাং আরাৎ দূরতোগবাক্ষমুখান্মিলিতাং পিবন্‌ তৃষিতৌ নিজনেত্রভৃঙ্গৌ পুপোষ। মহতাং জনানাং ফলাপ্তৌ হেতুরুৎকণ্ঠিতা উৎকণ্ঠৈব ॥ ৫৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণভোজ্যনাদায়াগতাং সহালিকাং তুলসীং ভোজয়িতুং কৃতাগ্রহা

রূপ জ্যোৎস্না নির্বিঘ্নে পুনঃ পুনঃ পান করত স্বীয় দৃষ্টিরূপ চকোরী যুগলকে পরিপুষ্ট করিতে লাগিলেন, এস্থলে প্রাচীনগণের বাক্য এই যে ভাগ্যশালি ব্যক্তিমাত্রের অভিলাষ নিয়ত কালের জন্য সর্বত্রই ফলবতী হইয়া থাকে ॥৫৫॥

অপর, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার বদন কমলের শোভারূপ মকরন্দধারা যাহা দূর হইতে গবাক্ষ দ্বারা দিয়া মিলিত হইতেছিল তাহা পান করত তৃষ্ণাকুল স্বীয় নয়নরূপ ভ্রমর দুইটীকে পরিপুষ্ট করিলেন, যেহেতু মহদ্ব্যক্তিসকলের উৎকণ্ঠাই ফল লাভের প্রতি উপায় হইয়া থাকে ॥ ৫৬ ॥

অনন্তর কস্তূরী নাম্নী সখীর সহিত তুলসীকে ভোজন করাইবার নিমিত্ত শ্রীযশোদা ধনিষ্ঠাকে অনুরোধ করিলে ধনিষ্ঠা শ্রীযশোদাকে কহিল, এই

অভাণি সেয়ং প্রণমং ন রাধিকাং ।
বিনাস্তি ভোজ্যং ন জলং পিবত্যপি ॥ ৫৭ ॥
সা শ্রুত্বা স্নেহরীতিং তাং প্রীত্যাহান্নং সতেমনং ।
সসখীবৃন্দরাধার্থমাভ্যাং প্রস্থাপয় দ্রুতং ॥ ৫৮ ॥
ততো ধনিষ্ঠা হরিভুক্তশেষং
সতেমনান্নং নিভৃতং নিধায় ।
দদৌ তুলস্যৈ ততসম্পুটেঽন্য-
দ্বলাম্বয়া দত্তমপি স্ফুটং সা ॥ ৫৯ ॥

ব্রজেশা ধনিষ্ঠয়া অভাণি। ধনিষ্ঠা ব্রজেশাং কিমাহ। সেয়ং তুলসী রাধাং বিনাদৌ ভোজ্যং নাস্তি জলমপি ন পিবতি ॥ ৫৭ ॥

সা ব্রজেশা তাং স্নেহরীতিং শ্রুত্বা প্রীতাহ সতেমনং ব্যঞ্জনসহিতমন্নং সখীবৃন্দসহিতরাধার্থমাভ্যাং সসখীকস্তূরীতুলসীভ্যাং প্রস্থাপয় ॥ ৫৮ ॥

সা ধনিষ্ঠা হরিভুক্তশেষং বলাম্বয়া রোহিণ্যা দত্তমন্নঞ্চ ততসম্পুটে বিস্তৃতসম্পুটে নিধায় দদৌ ॥ ৫৯ ॥

তুলসী শ্রীরাধা ব্যতিরেকে ভোজ্যের কথা দূরে থাকুক জলপর্য্যন্তও পান করেন না ॥ ৫৭ ॥

যশোদা তুলসীকে স্নেহবতী শ্রবণ করিয়া প্রীতচিত্তে কহিলেন, ধনিষ্ঠিকে! তুমি কস্তূরী ও তুলসী দ্বারা অন্যান্য সখী ও শ্রীরাধার নিমিত্ত ব্যঞ্জন সহিত অন্ন প্রেরণ কর ॥ ৫৮ ॥

তখন ধনিষ্ঠা শ্রীকৃষ্ণের ভুক্তাবশেষ তথা বলদেবের জননী রোহিণীপ্রদত্ত অন্ন ও ব্যঞ্জন নির্জ্জনে একটী বিস্তৃত সম্পুটে স্থাপন করত তুলসীকে প্রদান করিলেন ॥ ৫৯ ॥

ব্রজেশা ভোজয়িত্বাদৌ দাসীর্দাসান্ সগোপকান্।
সস্নুষাভিঃ সপুত্রীভি র্যাতৃভিঃ সন্ধিমাচরৎ ॥ ৬০ ॥
অন্নমাদায় যাতায়াং তুলস্যাং সুবলায় সা।
ধনিষ্ঠাখ্যৎ কেলিকুঞ্জং দদৌ চ বীটিকা রহঃ ॥ ৬১ ॥
অথাগতাসৌ তুলসী তদন্নং, সখ্যৈ সগস্তং সমদর্শয়ৎ সা।
তদগান্ধবর্ণানুভবেন চাদৌ, নাসাদৃশোস্তৃপ্তিরভূদমূষাম্ ॥ ৬২
তদ্রূপমঞ্জরী নীত্বা তুলস্যা ভোজনালয়ম্।
সসখীবৃন্দরাধায়ৈ পৃথক্ পাত্রেষ্বকল্পয়ৎ ॥ ৬৩ ॥

ব্রজেশা দাসীদাসগোপানাদৌ ভোজয়িত্বা পুত্রবধূকন্যাভিঃ সহ যাতৃভি-রুপনন্দাদিপত্নীভিঃ সন্ধিং সহভোজনমাচরৎ ॥ ৬০ ॥

ধনিষ্ঠা সুবলায় কেলিকুঞ্জং রহঃ একান্তে আখ্যৎ বীটিকাশ্চ দদৌ ॥ ৬১ ॥

সা অসৌ তুলসী ॥ ৬২ ॥

রূপমঞ্জরী তদন্নং তুলস্যাঃ সকাশাৎ তুলস্যা সহেতে বা ভোজনগৃহং নীত্বা ॥ ৬৩ ॥

অনন্তর যশোদা প্রথমতঃ দাসী, দাস ও গোপসকলকে ভোজন করাইয়া পুত্রবধূ, কন্যা ও যাতৃ (যা) অর্থাৎ উপনন্দাদি পত্নী প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া ভোজন করিতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥

সে যাহা হউক, তুলসী অন্ন লইয়া গমন করিলে ধনিষ্ঠা নির্জ্জনে সুবলকে কেলিকুঞ্জে সঙ্কেত করিলেন এবং নির্জ্জনে তাম্বূল বীটিকাও প্রদান করি-লেন ॥ ৬১ ॥

তৎপর তুলসী আগমন করিয়া সেই সমস্ত অন্ন শ্রীরাধিকাকে দর্শন করা-ইলেন, সেই অন্নের গন্ধ আঘ্রাণ ও বর্ণের সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রথমতঃ তাঁহা-দিগের নাসিকা ও নয়ন পরিতৃপ্ত হইল ॥ ৬২ ॥

রূপমঞ্জরী তুলসীর নিকট হইতে সেই অন্ন গ্রহণ করিয়া শ্রীরাধা ও তদীয় সখীসকলের নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে স্থাপন করিলেন ॥ ৬৩ ॥

অথাহূয়াহ জটিলা বিশাখাং মৎসুতো গতঃ।
গোশালাং শয়িতুং ভুক্ত্বা ভোক্তুমাহ্বয় মে স্নুষাম্ ॥৬৪॥
সাহ সাস্তে গৃহে সুপ্তা শ্রান্তারণ্যপরিক্রমাৎ।
তত্রৈবাৎস্যতি দেহ্যন্নং সা দদেঽন্নং সতেমনম্ ॥ ৬৫ ॥
সাপি হৃষ্টা তদানীয় চাধায় ভোজনালয়ে।
শ্রীরাধামেত্য তস্যৈ তদ্বার্ত্তামাবেদয়ন্মুদা ॥ ৬৬ ॥
ততঃ সমেত্যোপবিবেশ ভোক্তুং
ভৃঙ্গারপীঠালিবিরাজিবেদ্যাম্।

মে সুতঃ শয়িতুং গোশালাং গতঃ। স্নুষাং রাধাং ॥ ৬৪ ॥
সা বিশাখাহ। সা রাধা বনপরিক্রমাৎ শ্রান্তা সুপ্তা সতী গৃহে আস্তে।
সতেমনং ব্যঞ্জনসহিতমন্নং। সা জটিলা ॥ ৬৫ ॥
সা বিশাখা তদন্নং ভোজনালয়ে নীত্বা। তস্যৈ রাধায়ৈ ॥ ৬৬ ॥
সমুৎকা রাধা সুধাং মরালীব। প্রিয়ভুক্তশেষং ভোক্তুং ভৃঙ্গারাদিযুতায়াং বেদ্যামুপবিবেশ ॥ ৬৭ ॥

অনন্তর জটিলা বিশাখাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন যে, আমার পুত্র অভিমন্যু ভোজনান্তর শয়ন করিবার নিমিত্ত গোশালায় গমন করিয়াছে, এখন আমার পুত্রবধূ শ্রীরাধাকে ভোজন করিবার জন্য আহ্বান কর ॥ ৬৪ ॥

বিশাখা কহিলেন, আপনার পুত্রবধূ বনভ্রমণ জন্য পরিশ্রম হওয়ায় গৃহমধ্যেই শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, তিনি সেই স্থানেই ভোজন করিবেন অতএব আমাকে অন্ন দিউন, এই কথায় জটিলা বিশাখাকে অন্ন ব্যঞ্জন প্রদান করিলেন ॥ ৬৫ ॥

বিশাখাও সেই অন্ন ব্যঞ্জন গ্রহণ করিয়া প্রফুল্লিতমনে ভোজনালয়ে স্থাপন করত শ্রীরাধার নিকট আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে সেই কথা সহর্ষে নিবেদন করিলেন ॥ ৬৬ ॥

তৎপর শ্রীরাধা ভোজনার্থ উৎসুকচিত্তে সমাগত হইয়া ভৃঙ্গার অর্থাৎ

সহালিপালিঃ প্রিয়ভুক্তশেষং
রাধামরালীব সুধাং সমুৎকা ॥ ৬৭ ॥
অসব্যে ললিতা সব্যে বিশাখাস্যা উপাবিশৎ।
পুরতঃ পার্শ্বতশ্চান্যা যথাস্থানং সখীততিঃ ॥ ৬৮ ॥
তাভ্যঃ পরিবিবেশান্নং তুলস্যা রূপমঞ্জরী।
স্নেহেন মোহিনী যদ্বদ্দেবতাভ্যোঽমৃতং ক্রমাৎ ॥ ৬৯ ॥
প্রণয়িজনবিসৃষ্টং শ্রীহরে র্ভুক্তশিষ্টং
তদধরমধুমিষ্টং তৎকরেণাভিমৃষ্টম্।

অসব্যে দক্ষিণে। সব্যে বামে। যথাযোগ্যং স্থানং ॥ ৬৮ ॥

মোহিনী যথা দেবতাভ্যো ঽমৃতং পরিবিবেশ। অত্র অমৃতদানাংশে দৃষ্টান্তস্তু অসুরবঞ্চনমিবাত্র শ্বশ্রূাদিবঞ্চনং বোধ্যং ॥ ৬৯ ॥

মিতং অল্পমপ্যন্নং বণ্টনেঽক্ষয়মাসীৎ। অত্র কারণমাহ প্রণয়িজনেন বিসৃষ্টং

জলপাত্র ও পীঠশ্রেণী (পীড়ি) সমূহ দ্বারা সুশোভিত বেদিকার উপর সখী-সকলের সহিত প্রিয়তমের ভুক্তাবশেষ বস্তুকে সমুৎসুক মরালী (হংসী) যেরূপ সুধাপান করে তদ্রূপ ভোজন করিতে উপবেশন করিলেন ॥ ৬৭ ॥

শ্রীরাধার দক্ষিণে ললিতা, বামে বিশাখা এবং সম্মুখে ও পার্শ্বে যথাস্থানে অন্যান্য সখীসকল উপবেশন করিলেন ॥ ৬৮ ॥

পূর্ব্বকালে সমুদ্র মন্থনের পর শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ মোহিনীবেশ ধারণ করিয়া দেবতাসকলকে অমৃত পরিবেশন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ রূপমঞ্জরী তুলসীর সহিত যথাক্রমে সখীবৃন্দকে সেই সুধা বিনিন্দি অন্ন পরিবেশন করিতে লাগি-লেন ॥ ৬৯ ॥

সেই অন্ন অত্যল্প হইলেও পরিবেশন কালে অক্ষয় হইয়া উঠিল, তদ্বিষয়ে কারণ এই যে, তাহা প্রণয়িজন কর্ত্তৃক দত্ত, শ্রীকৃষ্ণের ভুক্ত ও শেষ তদীয় অধরসুধাদ্বারা সুমিষ্ট তথা তাঁহার হস্তদ্বারা অভিমৃষ্ট, নিখিল জনসকলের

নিজনিখিলগণেষ্টং রাধয়া নেত্রদৃষ্টং
মিতমপিচ তদাসীদক্ষয়ং বণ্টনেঽন্নম্ ॥ ৭০ ॥
রমণকবলশিষ্টং সন্মৃণালং মরালাঃ
কিশলয়কুলমেন্যঃ শ্রীমরন্দং ভ্রমর্য্যঃ।
অমৃতমিব চকোর্য্যৈশ্চন্দনং রাধিকাদ্যা
মুমুদুরধিকমন্নং প্রাশ্য কৃষ্ণাবশিষ্টম্ ॥ ৭১ ॥
আচম্যাস্বাদয়ন্ত্যস্তাঃ কৃষ্ণতাম্বূলচর্ব্বিতং।
দাসীভিঃ সেবিতাস্তৃপ্তাঃ পল্যঙ্কালৌ বিশশ্রমুঃ ॥ ৭২ ॥

দত্তং। কৃষ্ণভুক্তশেষং। তত্তস্য কৃষ্ণস্যাধরমধুর্মিষ্টমিত্যাদি তৎকরেণ কৃষ্ণকরেণ স্পৃষ্টং ॥ ৭০ ॥

রাধিকাদ্যা মরাল্যাদিভ্যোঽপি কৃষ্ণাবশিষ্টমন্নং প্রাশ্য অধিকং জহৃষুঃ। মরাল্যো হংস্যঃ রমণস্য ভুক্তাবশিষ্টং সন্মৃণালং প্রাশ্য। এণ্যো মৃগ্যঃ কিশলয়কুলং পল্লবকুলং প্রাশ্য ভ্রমর্য্যোমরন্দং মধু প্রাশ্য। চকোর্য্য ঐন্দবমমৃতং প্রাশ্য যথা হৃষ্যন্তি ॥ ৭১ ॥

কৃষ্ণতাম্বূলচর্ব্বিতমাস্বাদয়ন্ত্য স্তা দাসীভিঃ সেবিতাঃ পল্যঙ্কেষু বিশশ্রমুঃ বিশ্রামং চক্রুঃ ॥ ৭২ ॥

বাঞ্ছিত এবং শ্রীরাধার স্বনেত্র দ্বারা অবলোকিত, সুতরাং অপরিমিত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ॥ ৭০ ॥

হংসীগণ যেরূপ হংসের ভুক্তাবশেষ মৃণাল ভোজন করে, হরিণী সকল যেমন কিশলয় (পল্লব কুল) ভোজন করে, ভ্রমরীবৃন্দ যেরূপ সুন্দর মকরন্দ (পুষ্পরস) ভোজন করে এবং চকোরীনিকর যেরূপ সুধাকরের সুধাপান করে তদ্রূপ শ্রীরাধিকা স্বরমণ শ্রীকৃষ্ণের ভোজনাবশিষ্ট অন্ন সমধিকরূপে ভোজন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন ॥ ৭১ ॥

অনন্তর শ্রীরাধাদি সখীসকল ভোজন শেষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চর্ব্বিত তাম্বূল

তুলসীরূপমঞ্জর্য্যৌ তত্তচ্ছেষান্নতেমনম্।
বৃন্দায়ৈ মালতীদ্বারা প্রেষয়ামাসতু র্মুদা ॥ ৭৩ ॥
ততস্তে ভোজয়িত্বান্যা বয়স্যা দাসিকা অপি।
সগণৈঃ সহ সংহৃষ্টৈঃ স্বেশাশেষান্নমাদতুঃ ॥ ৭৪ ॥
তত্রেষ্টব্যঞ্জনাদীনামন্যোন্যপরিবেশনে।
ভোজনাদৌ তয়োরাসীদ্ব্যতিদানকলিঃ ক্ষণং ॥ ৭৫ ॥
ভুক্ত্বাচম্য তদায়াতে রাধায়াশ্চরণান্তিকং।
তাম্বূলচর্ব্বিতং তস্যা অশ্নন্ত্যৌ তামসেবতাম্ ॥ ৭৬ ॥

তত্তয়ো রাধাকৃষ্ণয়োঃ তাসাং বা শেষান্নেন সহ শেষব্যঞ্জনং বৃন্দায়ৈ ॥ ৭৩ ॥

তে তুলসীরূপমঞ্জর্য্যৌ। অন্যা বয়স্যা দাসিকা অপি ভোজয়িত্বা স্বেশা রাধিকা তস্যাঃ শেষান্নং ॥ ৭৪ ॥

তত্র ইষ্টব্যঞ্জনাদীনাং পরস্পরপরিবেশনে তয়োস্তুলসীরূপমঞ্জর্য্যো-র্ভোজনাদৌ ব্যতিদানে পরস্পরদানে কলহঃ ক্ষণমাসীৎ। স্বস্য প্রিয়জনৈ-রিষ্টবস্তুভোজনাৎ যথা সুখাধিক্যং তথা স্বস্য ভোজনাৎ ন ভবেৎ অতঃ কলিঃ কলহঃ অভূৎ ॥ ৭৫—৭৬ ॥

ভোজন পূর্ব্বক দাসীবর্গ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া পরম তৃপ্তি লাভ করত আপন আপন পর্য্যঙ্কে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন ॥ ৭২ ॥

এদিকে তুলসী ও রূপমঞ্জরী এই দুইজনে তত্তৎ ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন ও ব্যঞ্জন মালতীদ্বারা বৃন্দাদেবীর সমীপে আনন্দ সহকারে পাঠাইয়া দিলেন ॥ ৭৩ ॥

তৎপর তুলসী ও রূপমঞ্জরী, অন্যান্য বয়স্যা ও দাসীসকলকে ভোজন করাইয়া স্বীয়গণের সহিত হৃষ্টমনে নিজেশ্বরী শ্রীরাধার ভুক্তাবশেষ অন্ন ও ব্যঞ্জনাদি ভোজন করিতে লাগিলেন ॥ ৭৪ ॥

এবং সেই ভোজনকালে স্ব স্ব বাঞ্ছিত ব্যঞ্জনাদি পরস্পর পরস্পরকে পরি-বেশন করাতে ভোজনাদি বিষয়ে ক্ষণকাল উভয়ের ব্যতিদান (পরস্পর দেওয়া লওয়াতে) কিছু কাল কলহ উপস্থিত হইল ॥ ৭৫ ॥

ভোজনান্তে আচমন করিয়া তুলসী ও রূপমঞ্জরী দুইজনে শ্রীরাধার সমীপে

হৃদমৃতরুচিরত্নদ্রাবিণী হর্ষসিন্ধুং
নয়নকুবলয়ালিং চালমুৎফুল্লয়ন্তী।
ব্রজবসতিজনানাং সাধুসায়ন্তনীয়া
জয়তি বিশদলীলাকৌমুদী গোকুলেন্দোঃ ॥ ৭৭ ॥

শ্রীচৈতন্যপদারবিন্দমধুপ শ্রীরূপসেবাফলে
দিষ্টে শ্রীরঘুনাথদাসকৃতিনা শ্রীজীবসঙ্গোদ্গতে।
কাব্যে শ্রীরঘুনাথভট্টবরজে গোবিন্দলীলামৃতে
সায়ংকেলিময়োঽত্র বিংশতিতমঃ সর্গোঽগমৎ পূর্ণতাং ॥

গোকুলেন্দোঃ সাধুসায়ন্তনী সায়ংকালকৃতা বা বিশদলীলা সৈব কৌমুদী জ্যোৎস্না সা জয়তি। জ্যোৎস্নাধর্ম্মমাহ। ব্রজবসতিজনানাং হৃন্মনস্তদেবামৃতরুচিরত্নং চন্দ্রকান্তমণিস্তস্য দ্রাবিণী হর্ষসিন্ধুং নয়নকুবলয়শ্রেণীঞ্চালমতিশয়েনোৎফুল্লয়ন্তী ॥ ৭৭ ॥

শ্রীগোবিন্দলীলামৃতকাব্যস্য সায়ংকেলিময়বিংশতিসর্গটীকা সংপূর্ণাসীৎ ॥

গমন করতঃ তদীয় চর্ব্বিত তাম্বূল ভক্ষণ করিতে করিতে শ্রীরাধার সেবা করিতে লাগিলেন ॥ ৭৬ ॥

যাহা ব্রজবাসি সকলের হৃদয়রূপ অমৃতরুচিরত্ন অর্থাৎ চন্দ্রকান্তমণির এবং হর্ষসিন্ধু ও নেত্ররূপ কুবলয় অর্থাৎ নীলোৎপলের বিকাশকারিণী সেই গোকুলচন্দ্রের সায়ন্তনী অর্থাৎ সায়ংকাল সমুদ্ভবা বিশদ লীলারূপিণী কৌমুদী জয়যুক্ত হউক ॥ ৭৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যমহাপ্রভুর পদারবিন্দের মধুপায়ি ভ্রমর স্বরূপ শ্রীরূপগোস্বামীর সেবার ফল, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামি কর্ত্তৃক প্রেরিত, শ্রীমজ্জীবগোস্বামীর সঙ্গ হেতু সমুদ্ভূত এবং শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর বর প্রভাবে প্রাদুর্ভূত শ্রীগোবিন্দলীলামৃত কাব্যে সায়ংকেলিময় এই বিংশতি সর্গ সম্পূর্ণ হইল ॥

একবিংশতিঃ সর্গঃ।

রাধাং সালীগণান্তামসিতসিতনিশাযোগ্যবেশাং প্রদোষে
দূত্যা বৃন্দোপদেশাদভিসৃতযমুনাতীরকল্পাগকুঞ্জাং।
কৃষ্ণং গোপৈঃ সভায়াং বিহিতগুণিকলালোকনং স্নিগ্ধমাত্রা
যত্নাদানীয় সংশায়িতমথ নিভৃতং প্রাপ্তকুঞ্জং স্মরামি ॥ ১ ॥

অথাযযৌ হরেঃ পিতা বহিঃসভাং ব্রজেশিতা
নিজাগ্রজানুজৈর্যুতঃ সুমুৎসমুদ্রসংপ্লুতঃ।

তাং রাধাং কৃষ্ণঞ্চ স্মরামি প্রদোষে। কীদৃশাং রাধাং সালীগণাং অসিতনিশা কৃষ্ণপক্ষীয়নিশা সিতনিশা শুক্লপক্ষীয়নিশা তদ্যোগ্যকৃষ্ণশুক্ল-বর্ণবস্ত্রাদিভির্বেশো যস্যা স্তাং। বৃন্দোপদেশাৎ দূত্যা সহাভিসৃতং যমুনা-তীরস্থকল্পবৃক্ষস্য কুঞ্জং যয়া তাং। কৃষ্ণং কীদৃশং। সভায়াং গোপৈঃ সহ বিহিতং কৃতং গুণিনাং কলালোকনং যেন তং। মাত্রা স্নেহযুতয়া সভায়াঃ আনীয় সংশায়িতং। অথ নিভৃতং যথা স্যাত্তথা প্রাপ্তকুঞ্জং ॥ ১ ॥

হরেঃ পিতা নন্দঃ ব্রজেশিতা ব্রজেশ্বরঃ জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠভ্রাতৃভির্যুতঃ সুষ্ঠুমুদাং সমুদ্রে সংপ্লুতঃ সংমগ্নঃ বহিঃ সভামাযযৌ। সহাখিলব্রজপ্রজাঃ। অখিলগুণি-

---

অনন্তর শ্রীরাধা কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষীয় রজনীর উপযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ ও শুক্লবর্ণ বস্ত্ররচিত বেশ ধারণ পূর্ব্বক সখীবৃন্দের সহিত সম্মিলিত হইয়া সায়ংকালে বৃন্দাদেবীর উপদেশ মতে দূতীর সহিত যমুনাতীরবর্ত্তি কল্পবৃক্ষ সুশোভিত কুঞ্জমধ্যে অভিসার করিলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণও গোপসকলের সহিত সভা-মধ্যে গুণিগণের কৌশল সন্দর্শন পূর্ব্বক স্নেহময়ী যশোদা কর্ত্তৃক সভা হইতে আনীত হইয়া শয্যোপরি শায়িত হওত গোপনভাবে সঙ্কেতকুঞ্জে গমন করি-লেন, সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আমি স্মরণ করি ॥ ১ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের পিতা ব্রজেশ্বর শ্রীনন্দ, জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতৃসকলের সহিত আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া বহিঃস্থ সভায় গমন করিলেন এবং ব্রজস্থিত

সহাখিলব্রজপ্রজা স্তমাগমন্ গুণিব্রজা
হরের্বিলোকনাশয়া সমৃদ্ধয়া সিতাশয়াঃ ॥ ২ ॥
শ্রেণীমুখ্যলোকবিপ্র- গোপবৃন্দসঙ্গিনঃ
স্বস্ববিদ্যয়াঽঘবৈরিতোষণাত্তিরঙ্গিণঃ।
আযযুঃ স্বগীতবাদ্যহাস্যলাস্যনন্দিনঃ
সূতবংশশংসিনৃত্যগানকর্ত্তৃবন্দিনঃ ॥ ৩ ॥
তে গোপরাজ্ঞা মিলিতা যথাযথং
সগৌরবং সপ্রনয়ানুকম্পিতম্।

ব্রজা স্তং নন্দমাগমন্। কীদৃশঃ সমৃদ্ধয়া বৃদ্ধয়া হরের্বিলোকনাশয়া সিতাশয়া বদ্ধাশয়াঃ। যদ্বা। সিতঃ শুক্লঃ শুদ্ধঃ আশয়ো যেষাং তে ॥ ২ ॥

শ্রেণীমুখ্যাঃ তৈলিকতাম্বুলিকাদয়ো লোকাঃ তৈঃ সহ বিপ্রগোপবৃন্দং সঙ্গে যেষাং তে স্বস্ববিদ্যয়া অঘবৈরিণঃ কৃষ্ণস্য তোষণেঽত্তিরঙ্গো বিদ্যতে যেষাং তে। স্বেষাং গীতাদৌ নন্দিনঃ আনন্দযুক্তাঃ। "সূতাঃ পৌরাণিকাঃ প্রোক্তাঃ মাগধা-বংশশংসিনঃ। বন্দিনস্ত্বমলপ্রজ্ঞাঃ প্রস্তাবসদৃশোক্তয়" ইত্যমরঃ। নৃত্যকর্ত্তার-শ্চাযযুঃ ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বোক্তা গোপরাজামিলিতা ইতি পাঠে আ সম্যক্ মিলিতা ইত্যর্থঃ।

প্রজাবৃন্দের সহিত নিখিল গুণিগণ শ্রীকৃষ্ণের সন্দর্শন আশায় বদ্ধচিত্ত হইয়া শ্রীনন্দ মহারাজের সমীপে গমন করিলেন ॥ ২ ॥

তৎপর শ্রেণীমুখ্য অর্থাৎ তৈলিক তাম্বুলিকাদি মর্দ্দন ও তিলক রচনা-কারী এবং তাম্বূলিকাদি মর্দ্দন ও তিলক রচনাকারী এবং তাম্বূল সজ্জকারী লোকদিগের সহিত বিপ্র ও গোপগণের সঙ্গে সূত (পৌরাণিক) বংশশ সী (মাগধ) নর্ত্তক, গায়ক ও বন্দী (প্রস্তাব সদৃশ বক্তা) গণ অঘারি শ্রীকৃষ্ণের পরিতোষার্থ কৌতুকী হইয়া গীত, বাদ্য, হাস্য ও নৃত্য করিতে করিতে আনন্দিত চিত্তে সভামধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৩ ॥

অনন্তর তাহারা ব্রজরাজের সহিত মিলিত হইলে, তিনি তাহাদিগকে

সম্মানিতাস্তেন মুদান্বিতাঃ স্থিতাঃ
কৃষ্ণেক্ষণোৎকণ্ঠিতনেত্রচেতসঃ ॥ ৪ ॥
শেতে সুতঃ শ্রমভরাদ্বিহিতাশনোঽসৌ
লোকাস্তদীক্ষণতৃষো বত কিং বিধেয়ম্ ।
ইত্থং বিচিন্তয়তি গোপপতাবকস্মাৎ
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সখিকুলৈঃ সহিতঃ সমায়াৎ ॥ ৫ ॥
স্বান্তাম্বুধিং নেত্রচকোরবৃন্দং
রোমৌষধীশ্চস্মিতকৈরবালিম্ ।

গোপরাজ্ঞা মিলিতা স্তেন যথাযথং যথাযোগ্যং সগৌরবং যথা স্যাৎ প্রণয়েন সহানুকম্পিতং যথা স্যাত্তথা। সম্মানিতা মুদান্বিতা অপি কৃষ্ণদর্শনার্থমুৎকণ্ঠিতানি নেত্রচেতাংসি যেষাং তে স্থিতাঃ ॥ ৪ ॥

অসৌ সুতঃ কৃষ্ণঃ শেতে। লোকাঃ কৃষ্ণদর্শনায় সতৃষ্ণাঃ। ইত্থং গোপপতৌ নন্দে চিন্তয়তি সতি অকস্মাদিত্যাদি ॥ ৫ ॥

ঘোষনিবাসিনাং স্বান্তাম্বুধিং সংফুল্লয়ন্ নেত্রচকোরাদিকং সংফুল্লয়ন্ হরীন্দুঃ সভারূপোদয়পর্ব্বতে উদিতোঽভূৎ ॥ ৬ ॥

যথাযোগ্য গৌরব, প্রণয় ও অনুকম্পা পূর্ব্বক সম্মানিত করিলেন, তখন তাহারা আনন্দান্বিত হইলেও শ্রীকৃষ্ণদর্শনার্থ উৎসুকনেত্র ও উৎসুকচিত্ত হইয়া রহিল ॥ ৪ ॥

পুত্র শ্রীকৃষ্ণ গুরুতর আহার করিয়া শ্রমভরে শয়ন করিলেন, এদিকে ব্রজরাজ নন্দ "কৃষ্ণদর্শনার্থ লোক সকল উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিল, হায়! এখন কি করা কর্ত্তব্য" এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলে, অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণ নিজে সখাবৃন্দের সহিত আগমন করিলেন ॥ ৫ ॥

অনন্তর কৃষ্ণরূপী চন্দ্র ঘোষনিবাসী আভীরগণের হৃদয়রূপ সমুদ্র, চকোর-

সংফুল্লয়ন্ ঘোষকৃতালয়ানাং
সভোদয়াদ্রাবুদিতো হরীন্দুঃ ॥ ৬ ॥
বিপ্রান্ গুরূন্ স্বাঞ্জলিবন্ধবন্দনৈঃ
সমান্ সখীংশ্চ স্মিতমিশ্রিতেক্ষণৈঃ।
পাল্যাংস্তথান্যান্ সদয়াবলোকনৈঃ
সম্ভাষ্য তান্ সোঽপি বিবেশ সঙ্গিভিঃ ॥ ৭ ॥
বেদধ্বানৈ র্জয়জয়রবৈঃ পূর্ব্ববংশ্যানুবাদৈ-
স্তত্তল্লীলাবিরুদপঠনৈ র্বাদিতৈ র্ভূরিবাদ্যৈঃ।
হর্ষোদ্ঘোষৈঃ স্তুতিকলকলৈঃ সঙ্গতানাং জনানাং
ঘোষঃ কৃষ্ণে ব্যতনুততরাং স্বস্য নাম্নো নিরুক্তিম্ ॥ ৮ ॥

বিপ্রান্ গুরূন্ বন্দনৈঃ সমাদীন্ সস্মিতেক্ষণৈঃ। পাল্যাদীন্ সদয়াবলোকনৈঃ সম্ভাষ্য সঙ্গিভিঃ সহ স কৃষ্ণঃ ॥ ৭ ॥

সঙ্গতানাং জনানাং বেদধ্বানাদিভি র্ঘোষ আভীরপল্লী শ্রীনন্দস্য গ্রামঃ ঘোষঃ ইতি স্বস্য নাম্নো নিরুক্তিং তন্নামতিশয়েন কৃষ্ণে ব্যতনুত। বিরুদং কবয়ঃ প্রাহুঃ গুণোৎকর্ষাদিবর্ণনমিতি নাটকচন্দ্রিকা ॥ ৮ ॥

রূপ নয়নবৃন্দ, রোমরূপ ওষধি এবং হাস্যরূপ কৌমুদীকে সংফুল্লিত করিয়া সভারূপ উদয়াচলে উদিত হইলেন ॥ ৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ সভাগত হইয়া ব্রাহ্মণ ও গুরুগণকে নিজ অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক বন্দনা, সমবয়স্ক বয়স্যবৃন্দকে সহাস্যে দর্শন এবং প্রতিপালনীয় ভক্ত প্রভৃতি অন্যান্য জনসকলকে সকরুণ দৃষ্টি দ্বারা সম্ভাষণ করত সঙ্গি সমূহের সহিত সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। ৭ ॥

সভামণ্ডপে সমাগত ব্যক্তি সকলের বেদধ্বনি, জয় জয় ধ্বনি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বংশীয়দিগের নাম কীর্ত্তন, সেই সেই লীলার গুণোৎকর্ষ বর্ণন পাঠ, ভূরি ভূরি বাদ্য, হর্ষের সহিত উচ্চ শব্দ এবং স্তুতিজন্য কলকল ধ্বনি দ্বারা আভীরপল্লী শ্রীকৃষ্ণের সমীপে স্বীয় নামের সার্থকতা সম্পাদন করিল।

ব্রজেন্দ্রেণেরিতঃ ক্ষত্তা লোকানুৎকরচালনৈঃ।
কোলাহলান্নিবার্য্যৈতান্ যথাস্থানং ন্যবেশয়ৎ ॥ ৯ ॥
তেষ্ পবিষ্টেষু নৃপেঙ্গিতেন তে
বিচক্ষণাঃ স্বস্বকলাঃ পৃথক্ পৃথক্।
প্রদর্শয়ন্তঃ ক্রমশঃ কলাবিদঃ
সলালসান্ সভ্যজনানতোষয়ন্ ॥ ১০ ॥
ছালিক্যাদিনৃত্যমেকে হন্যে লাস্যং তাণ্ডবং পরে।
নৃসিংহ রামচরিতরূপকাভিনয়ে পরে ॥ ১১ ॥

ব্রজেন্দ্রেণেরিত আজ্ঞপ্তঃ ক্ষত্তা অগ্রবর্ত্তী বেত্রধারী দূতঃ লোকান্ উচ্চৈঃ কৃত্বা করস্য চালনৈঃ কোলাহলাৎ মুখশব্দজান্নিবার্য্যৈতাল্লোকান্ যথাযোগ্যস্থানং ন্যবেশয়ৎ ॥ ৯ ॥

তেষু জনেষ্ পবিষ্টেষু কলা নাট্যাদিস্তাং বিদন্তি জানন্তীতি কলাবিদো বিচক্ষণা নৃপেঙ্গিতেন স্বস্বকলাঃ ক্রমশঃ দর্শয়ন্তঃ সভ্যজনান্ ॥ ১০ ॥

কলাঃ প্রাচ। ছালিক্যং স্থাল্যাং স্থিত্বা নৃত্যভেদমেকে সমদর্শয়ন্নিতি পরেণান্বয়ঃ। লাস্যং স্ত্রী নৃত্যং। তাণ্ডবং পুংনৃত্যং। নৃসিংহরাময়ো-

---

তাৎপর্য্য এই যে, ঘোষ শব্দের অর্থ কোলাহল ধ্বনি এবং আভীরপল্লী সুতরাং আভীরপল্লীতে শব্দ হওয়ায় স্বনামেরই সার্থক্য হইল ॥ ৮ ॥

অগ্রবর্ত্তি বেত্রধারী দূত ব্রজেশ্বর শ্রীনন্দ কর্তৃক আজ্ঞপ্ত হইয়া করচালনা করত লোক সকলকে কোলাহল হইতে উচ্চৈঃস্বরে নিবারণ করিয়া যথাস্থানে উপবেশন করাইল ॥ ৯ ॥

অনন্তর নন্দ প্রভৃতি গোপসকল সভামণ্ডপে উপবিষ্ট হইলে বাদিত্রাদি চতুঃষষ্টি কলাবেদী বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ ব্রজরাজের ইঙ্গিতে ক্রমশঃ স্বস্ব কলা পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রদর্শন করিয়া অতিশয় লালসান্বিত (শুশ্রূষু ও দিদৃক্ষু) সভ্যসকলকে যথাক্রমে পরিতুষ্ট করিতে লাগিল ॥ ১০ ॥

কেহ কেহ স্থালীর উপর দণ্ডায়মান হইয়া নৃত্য এবং কেহ কেহ লাস্য

বিদ্যাং বাংশনটীমন্যে সূত্রসঞ্চারিকাং পরে।
নানেন্দ্রজালান্যপরে নিপুণাঃ সমদর্শয়ন্॥ ১২॥
শ্রাবয়ামাসুরিতরে পুণ্যাঃ পৌরাণিকীঃ কথাঃ
গীতানি বিবিধান্যেকে কেচিৎ বংশানুবর্ণনং॥ ১৩॥
চতুর্বিধানাং বিদ্যানাং ভেদানন্যে শ্রুতিপ্রিয়ান্।
কেচিৎ কৃষ্ণস্য জন্মাদিলীলাঢ্যাং বিরুদাবলীং॥ ১৪॥
যুগ্মকং॥

শ্চরিতস্য চ রূপকমভিনয়ঞ্চ। নৃসিংহরাময়োরূপকং রূপধারণং চরিতস্যাভিনয়ং সদৃশচেষ্টিতমদর্শয়ন্॥ ১১॥

বংশনটী বংশোপরি কৃতাং নটনরূপবিদ্যাং। সূত্রস্য নাশাদিদ্বারা প্রবেশনির্গমাদিকাং। নানেন্দ্রজালানি নানাদেশস্থদ্রব্যাদেরানয়নং বৃক্ষফলাদেঃ সদ্যোৎপাদনাদীনি॥ ১২॥

ইতরে পৌরাণিকীঃ পুরাণোক্তকথাঃ। পূর্ব্ববংশজাতানাং চরিত্রানুবর্ণনং॥ ১৩॥

চতুর্ব্বিধানাং ততমানদ্ধং শুষিরং ঘনমেষাং বাদ্যানাং ভেদান্। "ততং বীণাদিকং বাদ্যমানদ্ধং মুরজাদিকং বংশ্যাদিকন্তু শুষিরং কাংস্যতালাদিকং

অর্থাৎ স্ত্রীনৃত্য, কেহ কেহ তাণ্ডব অর্থাৎ পুরুষ নৃত্য কেহ কেহ নৃসিংহ ও রামচন্দ্রের চরিত্রের অভিনয় অর্থাৎ তত্তৎ রূপ ধারণ পূর্ব্বক তদীয় ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শন। কেহ কেহ বংশনটী (বংশের উপর নৃত্য) কেহ কেহ সূত্রসঞ্চারিকা অর্থাৎ নাসিকাদি ছিদ্র দিয়া সূত্রের প্রবেশ নির্গমনাদি এবং অন্যান্য নিপুণতর জনসকল নানাবিধ ইন্দ্রজাল দেখাইতে লাগিল॥ ১১—১২॥

কেহ কেহ পুণ্য পৌরাণিক কথা, কেহ কেহ নানাবিধ গান এবং কেহ পূর্ব্ব বংশজাত জনসকলের চরিত্রানুবর্ণন, অপর কেহ কেহ চতুর্ব্বিধ বিদ্যার অর্থাৎ তত, আনদ্ধ, শুষির ও ঘন প্রভৃতি* বহুবিধ শ্রবণ সুখকর বাদ্য এবং

* বীণাবাদ্যকে তত, মুরজের (মৃদঙ্গবিশেষ পাখোয়াজের) বাদ্যকে আনদ্ধ, বংশী প্রভৃতির বাদ্যকে শুষির এবং কাংস্যতালাদি বাদ্যকে ঘন বলা যায়॥

তেভ্যো ব্রজেশাদিসভাসদো দদু-
র্বাসোধনালঙ্করণান্যনেকধা।
তে তানি কৃষ্ণেক্ষণপূর্ণমানসাঃ
স্বীচক্রুরাচারতয়া ন তৃষ্ণয়া ॥ ১৫ ॥
কৃষ্ণাননেন্দোঃ স্মিতকৌমুদীং ভৃশং
নিপীয় সভ্যাঽক্ষিচকোরসন্ততিঃ।
রমন্ত্যঽপি স্বাশ্রুমিষাদতৃপ্তিভাক্
পিবত্যহো প্রেমগতিঃ সুদুর্গমা ॥ ১৬ ॥

ঘন*মিতামরঃ। বিরুদাবলীলক্ষণং যথা বিরুদং কবয়ঃ প্রাহুর্গুণোৎকর্ষাদি-বর্ণনং ॥ ১৪ ॥

তেভ্যো নর্ত্তকাদিভ্যো বস্ত্রধনাদীনি ব্রজেশাদয়ো দদুঃ। তে নর্ত্তকাদয়-স্তানি বস্ত্রাদীনি আচারতয়া স্বীচক্রু র্নতু তৃষ্ণয়া। তত্র হেতুমাহ কৃষ্ণেক্ষণ-পূর্ণমানসাঃ ॥ ১৫ ॥

সভ্যানাং নেত্ররূপচকোরাণাং ততিঃ সমূহঃ কৃষ্ণমুখেন্দোঃ স্মিতজ্যোৎস্নাং ভৃশং নিপীয় স্বাশ্রুমিষাদ্বমন্ত্যপ্যহো অদ্ভুতং অতৃপ্তিভাক্ সতী পিবতি। তত্র-হেতুমাহ। প্রেম্নো গতিঃ সুদুর্গমা। তে নর্ত্তকাদয়ঃ অশ্রুপুলকাদিযুক্তাঃ কৃষ্ণ-মুখদর্শনে তৃপ্তিং ন যযুরিতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

কেহ কেহ বা শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদি লীলাযুক্ত বিরুদাবলী অর্থাৎ গুণোৎকর্ষ বর্ণন করিতে আরম্ভ করিল ॥ ১৩—১৪ ॥

অনন্তর নন্দ প্রভৃতি সভাসদ্ সকল পরিতুষ্ট হইয়া সেই সেই গায়ক, বাদক ও নর্ত্তকগণকে বহু বহু বস্ত্র, ধন এবং ভূষণ প্রদান করিলেন, কিন্তু তাহারা শ্রীকৃষ্ণদর্শনে পূর্ণমনা হইয়া আচার বশতই গ্রহণ করিল, অভিলাষ-পরতন্ত্র হইয়া নহে ॥ ১৫ ॥

সে যাহা হউক তৎকালে সভাসকলের নেত্র রূপ চকোর পঙ্ক্তি শ্রীকৃষ্ণের বদন চন্দ্রের স্মিতকৌমুদী অর্থাৎ হাস্যরূপ জ্যোৎস্না অতিশয় রূপে পান করত

তাবদ্‌ব্রজেশা প্রহিতঃ স রক্তকঃ
সভাং সমেত্যাহ নমন্ ব্রজেশ্বরং ।
ব্রজাবনীশোৎকমনা ব্রজেশ্বরী
দিদৃক্ষতে শ্রীযুতভর্ত্তৃদারকং ॥ ১৭ ॥
ততো ব্রজেন্দ্রেণ কৃতাগ্রহোৎকরঃ
সভ্যান্নিজালোকবিয়োগকাতরান্ ।
সিঞ্চন্ স্বহার্দ্রস্মিতবীক্ষণামৃতৈঃ
কৃষ্ণঃ প্রপেদে নিজমাতৃমন্দিরং ॥ ১৮ ॥

যশোদয়া প্রহিতঃ প্রস্থাপিতোরক্তকনামা স কৃষ্ণদাসঃ সভামেত্য ব্রজেশ্বরং নমন্নাহ। হে ব্রজাবনীশ উৎকমনা উৎকণ্ঠিতা ব্রজেশ্বরী শ্রীযুতং ভর্ত্তৃদারকং কুমারং কৃষ্ণং দিদৃক্ষতে। "কুমারো ভর্ত্তৃদারক" ইত্যমরঃ॥ ১৭ ॥

ব্রজেন্দ্রেণ কৃত আগ্রহস্তোৎকরোঽতিশয়ঃ যস্য সঃ কৃষ্ণঃ সভ্যান্ নিজাবলোকস্য বিয়োগেনাভাবেন কাতরান্। আর্দ্রেণ কোমলেন স্মিতেন সহিতৈর্বীক্ষণামৃতৈঃ সিঞ্চন্ নিজমাতৃগৃহং প্রপেদে॥ ১৮ ॥

প্রীত হইলেও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে স্বীয় অশ্রুজলে তৃপ্তি লাভ করিতে পারিল না, কারণ প্রেমের গতি সুদুর্গম হইয়া থাকে । তাৎপর্য্য এই যে, সেই সকল নর্ত্তকাদি অশ্রু পুলক প্রভৃতিতে অভিব্যাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখাবলোকনে পারি তৃপ্তি লাভ করিতে পারিল না। ১৬ ॥

ইতিমধ্যে যশোদাপ্রেরিত রক্তক নামক এক জন শ্রীকৃষ্ণের দাস সভায় আগমন পূর্ব্বক ব্রজরাজ শ্রীনন্দকে নমস্কার করিয়া কহিল, হে ব্রজরাজ! ব্রজেশ্বরী অতিশয় উৎকণ্ঠিতা হইয়া শ্রীযুত ভর্ত্তৃদারককে অর্থাৎ কুমার শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে অভিলাষ করিতেছেন॥ ১৭ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ,ব্রজেশ্বরের অত্যন্ত আগ্রহে সভ্যসকলকে দর্শনের বিয়োগে কাতর হইবে জানিয়া অতিশয় দয়াসূচক সুমধুর হাস্য ও দর্শনামৃতে অভিষিক্ত করিয়া স্বীয় জননীর গৃহে গমন করিলেন॥ ১৮ ॥

তাবাগতৌ সমধুমঙ্গলমিত্রবৃন্দৌ
মাতা সুতাবথ নিবেশ্য সুমৃষ্টবেদ্যাং।
দুগ্ধং ঘনং সশশিশর্করমীষদুষ্ণং
স্তন্যাশ্রুসিক্তসিচয়ালমপায়য়ত্তৌ ॥ ১৯ ॥
ততো গতে মিত্রগণে নিজালয়ং
সরোহিণীকা জননী সুবৎসলা।
আনীয় শয্যানিলয়ে নিজে নিজে
বটুং বলং কৃষ্ণমশীশয়ৎ পৃথক্ ॥ ২০ ॥

মধুমঙ্গলমিত্রবৃন্দৈঃ সহাগতৌ তৌ সুতৌ মাতা সুমার্জ্জিতবেদ্যাং নিবেশ্য শশী কর্পূরঃ শর্করা চ তৎসহিতং ঈষদুষ্ণং ঘনং পাকাতিশয়েন সান্দ্রং দুগ্ধং স্তন্যদুগ্ধেনাশ্রুভিশ্চ স্নিগ্ধমার্দ্রং সিচয়ং বস্ত্রং যস্যাস্তথা সতী তৌ অলমতিশয়েনাপায়য়ৎ ॥ ১৯ ॥

নিজগৃহং মিত্রগণে গতে সতি জননী নিজে নিজে শয্যাগৃহে বটুং বলং কৃষ্ণঞ্চ পৃথগশীশয়ৎ ॥ ২০ ॥

তৎপর রাম ও কৃষ্ণ মধুমঙ্গল প্রভৃতি বালকবৃন্দের সহিত সমাগত হইলে, জননী যশোদা পুত্রযুগলকে সুমার্জ্জিত বেদিকার উপরে উপবিষ্ট করাইয়া কর্পূর ও শর্করাযুক্ত ঈষদুষ্ণ ঘনাবর্ত্তন দুগ্ধ পান করাইলেন তখন জননীর স্তন হইতে দুগ্ধধারা নির্গত হইয়া বসনাঞ্চল অভিষিক্ত করিতে লাগিল ॥ ১৯ ॥

অনন্তর মিত্রসমূহ স্ব স্ব গৃহে গমন করিলে বাৎসল্যময়ী যশোদা রোহিণীর সহিত পুত্রদ্বয় ও মধুমঙ্গলকে নিজালয়ে নিজ নিজ শয্যায় পৃথক্ পৃথকরূপে শয়ন করাইলেন ॥ ২০ ॥

শায়য়িত্বা হথ তাংস্তত্তদ্দাসান্ সংযুজ্য সেবনে ।
তেষাং স্বচ্ছন্দনিদ্রায়ৈ চলিতা সা নিজালয়ং ॥ ২১ ॥
যান্তী দাসানবদদথ সা স্নেহবিক্লিন্নচিত্তা
বৎসা বৎসো বনবিহরণৈঃ শ্রান্তিভাগ্মে যথাসৌ ।
অত্রায়াতান্ বিবিদিষুজনান্ বারয়ন্তি বহিষ্ঠৈ-
রাপ্রত্যূষং স্বপিতি নিভৃতং তদ্বিধেয়ং ভবদ্ভিঃ ॥ ২২ ॥
শ্রীরাধিকাপ্যশকলেন্দুকরোজ্জ্বলায়াং
রাত্রাবিহাত্মরমণাপ্তিসমুৎসুকাসৌ ।

তেষাং স্বচ্ছন্দনিদ্রার্থং তত্তদ্দাসান সেবনে সংযুজ্য সা নিজালয়ং গতা ॥২১॥
যান্তী সা দাসানবদৎ হে বৎসাঃ বনবিহরণৈঃ শ্রান্তিভাগসৌ মে বৎস আপ্রত্যূষং উষঃকালমভিব্যাপ্য নিভৃতং যথা স্বপিতি তদ্ভবদ্ভি র্বিধেয়ং । কীদৃশৈঃ । অত্রায়াতান্ বক্তুমিচ্ছূন্ জনান্ বারয়দ্ভি বহিষ্ঠৈঃ ॥ ২২ ॥
শ্রীরাধিকাপি অশকলেন্দোঃ । "ভিত্তং শকলখণ্ডে বা" ইত্যমরকোষাৎ ।

তাহার পর জননী তাঁহাদিগকে শয়ন করাইয়া তাঁহাদিগের স্বচ্ছন্দ নিদ্রার নিমিত্ত তত্তৎদাসদিগকে সেবনবিষয়ে নিযুক্ত করত স্বভবনে গমন করিলেন ॥ ২১ ॥

অপিচ, গমনসময়ে শ্রীযশোদা স্নেহ বিহ্বলচিত্তে ভৃত্যগণকে কহিলেন যে, হে বৎসগণ ! মদীয় পুত্র বন বিহরণে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছে অতএব উষাকাল পর্য্যন্ত যাহাতে সুখে নিদ্রা যাইতে পারে তাহাতে বিশেষ যত্নবান্ হইবা এবং কেহ কোন কথা কহিতে আসিলে বহির্দ্দেশ হইতেই তাহাদিগকে কথা বলিতে নিষেধ করিবে ॥ ২২ ॥

এদিকে সুচতুরা শ্রীরাধা পূর্ণমণ্ডল শশধরের কিরণমালায় সমুজ্জ্বল রজনীতে

সঙ্কেতকুঞ্জগমনত্বরিতা সখীভিঃ
শুক্লাভিসাররচনাং চতুরা চকার ॥ ২৩ ॥
হংসাংশুকা সশশিচন্দনলিপ্তকায়া
মুক্তাবিভূষণচিতা ধৃতমল্লিকাস্রক্ ।
যত্নেন মূকিতস্বনূপুরকিঙ্কিণীকা
রাধা যযৌ স্বসদৃশালিযুতা নিকুঞ্জং ॥ ২৪ ॥
কদাচিত্তামস্যামসিতবসনা সা মৃগমদৈ-
র্বিলিপ্তাঙ্গী কালাগুরুতিলকচিত্রোৎপলকুলৈঃ ।

অশকলস্য পূর্ণচন্দ্রস্য করেণ কিরণেনোজ্জ্বলায়াং রাত্রৌ কৃষ্ণপ্রাপ্তৌ সমুৎসুকা শুক্লাভিসাররচনাং চকার ॥ ২৩ ॥

রচনামাহ। হংসবৎ শুক্লবর্ণমংশুকং বস্ত্রং যস্যাঃ সা। শশী কর্পূরস্তদ্যুক্তচন্দনেন লিপ্তং শরীরং যস্যাঃ সা। মূকিতে শব্দরহিতীকৃতে স্বনূপুরং কিঙ্গিণী ক্ষুদ্রঘণ্টিকা চ তে যস্যাঃ। স্বসদৃশাভিস্তুল্যবেশাভিঃ সখীভির্যুতা নিকুঞ্জং যযৌ ॥ ২৪ ॥

তামস্যামন্ধকাররাত্রৌ অসিতং কৃষ্ণবর্ণং বসনং যস্যাঃ সা। মৃগমদাদীনাং কান্তিভিরন্ধকারস্য বর্ণসাম্যাৎ নিরাবাধা বাধারহিতা প্রিয়ং ॥ ২৫ ॥

স্বকান্ত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ লাভার্থ সমুৎসুখচিত্তে সখীসকলের সহিত ত্বরান্বিত হইয়া জ্যোৎস্নাকালের উপযুক্ত ভূষাধারণ অর্থাৎ শুক্ল অভিসার রচনা করিলেন ॥ ২৩ ॥

রচনার প্রকার এই যে, হংসের ন্যায় শুভ্রবস্ত্র ধারণ করিয়া সকর্পূর চন্দনে লিপ্তাঙ্গী ও মুক্তাভূষণে আচিতাঙ্গী হইয়া তথা মল্লিকামালা ধারণ পূর্ব্বক সযত্নে নূপুর ও কিঙ্কিণীকে নিঃশব্দ করিয়া সমানবেশধারিণী সখী সকলের সহিত সঙ্কেতকুঞ্জে গমন করিলেন ॥ ২৪ ॥

আর অন্য কোন একদিন অন্ধকার রাত্রিতে কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক মৃগমদ দ্বারা বিলিপ্তাঙ্গী হইয়া কৃষ্ণবর্ণ তিলকের চিত্র তথা উৎপলমালায় অঙ্গ

কৃতোত্তংসা নানাসিতিমণিকৃতালঙ্কৃতিযুতা
নিরাবাধা রাধা প্রিয়মভিসরত্যালিসহিতা ॥ ২৫ ॥
বৃক্ষচ্ছায়ে পথি পথি ভিয়া বঞ্চয়ন্তী স্বগম্যং
স্থানং বংশীবটবিটপিনঃ শাখয়া লক্ষয়ন্তী।
ন্যস্য স্বীয়ে হৃদয়কমলে সোহ্যমানা নিগূঢ়ং
যন্ত্রাকারে ব্রজবনভুবা প্রাপ কৃষ্ণাসমীপং ॥ ২৬ ॥

সা রাধা বৃক্ষাণাং ছায়া যত্র তত্র। যদ্বা ছায়াবাহুল্যে ইতি সূত্রেণ বৃক্ষাণাং বাহুল্যাচ্ছায়ায়া নপুংসকত্বং বৃক্ষচ্ছায়ায়ামিত্যর্থে বৃক্ষচ্ছায়ে পথি পথীত্যেকস্মিন্ পথি প্রতিপাদনে তু পথো বাহুল্যমিত্যর্থঃ। তত্র স্বগম্যং স্বগমনং বঞ্চয়ন্তী সতী বংশীবটাখ্যস্য বিটপিনো বৃক্ষস্য শাখয়া স্থানং সঙ্কেত-স্থানং লক্ষয়ন্তী অঙ্কয়ন্তী পরিচয়ন্তী জানন্তী পশ্যন্তী বা। কিম্বা। সখীর্জ্ঞাপয়ন্তী দর্শয়ন্তী বা। "লক্ষ দর্শনাঙ্কয়োঃ" লক্ষয়ন্তীতি চুরাদিঃ প্রেরণন্বা। ব্রজবনভুবা নিগূঢ়ং যথা স্যাত্তথা যন্ত্রাকারে স্বীয়ে হৃদয়কমলে ন্যস্য ধৃত্বা উহ্যমানা প্রাপ্য-মানা সতী আলিসহিতা রাধা যমুনাতীরং প্রাপ। কৃষ্ণায়া যমুনায়াঃ সমীপং তৎস্থানং প্রাপ। ব্রজভুবোঽদ্ভুতা শক্তিরিয়ং শ্রীকৃষ্ণতৎপরিকরাণাং যদা যত্র

বিলিপ্ত ও কর্ণভূষণ করত নানাবিধ কৃষ্ণবর্ণ-মণি-নির্ম্মিত অলঙ্কার ধারণ করিয়া শ্রীরাধা, বয়স্যাবৃন্দ সমভিব্যাহারে নির্ব্বাধে প্রিয়তমের সমীপে অভিসার করি-লেন ॥ ২৫ ॥

এবং বৃক্ষসমূহের ছায়াশোভিত পথে পথে ভয়ে স্বগম্য অর্থাৎ নিজে যে স্থানে যাইবেন সেই স্থানের বিষয় গোপন করত বংশীবট নামক বৃহৎ বটতরুর শাখাদ্বারা সঙ্কেত স্থান লক্ষ্য করিয়া যন্ত্রাকার (যন্ত্রসদৃশ) স্বীয় হৃদপদ্মে গম্যস্থান সুস্থিরভাবে ধারণপূর্ব্বক সখীসকলের সহিত শ্রীরাধা যমুনাতীরে গমন করিলেন। তাৎপর্য্য এই যে কাষ্ঠাদিনির্ম্মিত যন্ত্র অর্থাৎ বাষ্পীয়শকটাদির উপরিস্থিত জনসকলকে যদ্রূপ কিয়ৎক্ষণ মধ্যে বহুদূরে লইয়া যায়, তদ্রূপ যেন

জানুদঘ্নজলং তীর্ত্বা যমুনানির্ঝরং মুদা ।
দ্বীপায়মানং সঙ্কেতীকৃতকৃষ্ণাতটং যযৌ ॥ ২৭ ॥
শ্রীগোবিন্দস্থলাখ্যং তটমদমমলং কৃষ্ণসংযোগপীঠং
বৃন্দারণ্যোত্তমাঙ্গং ক্রমনতমভিতঃ কূর্ম্মপৃষ্ঠস্থলাভং ।
কুঞ্জশ্রেণীদলাঢ্যং মণিময়গৃহসৎকর্ণিকং স্বর্ণরম্ভা-
শ্রেণীকিঞ্জল্কমেষা দশশতদলরাজীবতুল্যং দদর্শ ॥ ২৮ ॥

গন্তুমিচ্ছা ভবেৎ তদৈব তত্র স্থলে তান্ প্রাপয়তি । যথা কাষ্ঠাদিনির্ম্মিতযন্ত্রং যন্ত্রোপরিস্থান্ জনান্ ক্ষণেনৈব দূরদেশং নয়তি তথেত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

যমুনায়া নির্ঝরং জানুপরিমিতং জলং যত্র তং তীর্ত্বা দ্বীপমিবাচরিতং দ্বীপায়মানং সঙ্কেতীকৃতং কৃষ্ণায়া যমুনায়াস্তটং যযৌ ॥ ২৭ ॥

এষা শ্রীরাধা দশশতদলরাজীবতুল্যং সহস্রদলকমলসদৃশং শ্রীগোবিন্দ-স্থলাখ্যং তটং শ্রুতিনেত্রহারীতি চত্বারিংশৎশ্লোকস্থং দদর্শ । কীদৃশং তটং । কৃষ্ণস্য শ্রীরাধায়াশ্চ যোগঃ সংযোগো যত্র তথাভূতং পীঠং যোগপীঠাখ্যং । বৃন্দাবনস্যোত্তমাঙ্গং মস্তকরূপং অভিতশ্চতুর্দ্দিক্ষু ক্রমনতং । ক্রমনতৌ দৃষ্টান্তমাহ কূর্ম্মপৃষ্ঠস্থলতুল্যং । কমলসদৃশং যদুক্তং তদেবাহ । কুঞ্জশ্রেণয় এব দলানি দল-

---

বেগযুক্ত স্বীয় হৃদয়যন্ত্রে আরূঢ় হইয়া শ্রীরাধা ক্ষণকাল মধ্যে বহুদূরবর্ত্তি যমুনা-তীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২৬ ॥

যাহাতে জানুপরিমিত জল এমন একটী যমুনার নির্ঝর উত্তীর্ণ হইয়া দ্বীপের ন্যায় সঙ্কেতস্থল যমুনার তটে গিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২৭ ॥

অনন্তর শ্রীরাধা, সহস্রদল পদ্মতুল্য শ্রীগোবিন্দস্থল নামক শ্রুতিনেত্রহারি (এই চত্বারিংশৎশ্লোকে) বর্ণিত তট অবলোকন করিলেন এবং শ্রীরাধা-কৃষ্ণের সম্মিলনের পীঠ অর্থাৎ যোগপীঠস্বরূপ শ্রীবৃন্দাবনের শীর্ষস্থানীয় চতুর্দ্দিক্ যথাক্রমে কূর্ম্ম অর্থাৎ কচ্ছপের পৃষ্ঠস্থলের ন্যায় অবনত, কুঞ্জশ্রেণীরূপ

বহন্ত্যা কৃষ্ণয়োদীচ্যাং পূর্ব্বপশ্চিমভাগয়োঃ ।
নির্যন্নির্ঝরবাহুভ্যাং ক্রোড়ীকৃতমিবাভিতঃ ॥ ২৯ ॥
শালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চলদলবকুলৈর্নারিকেলৈ রসালৈঃ
কুদ্দালৈঃ সপ্রিয়ালৈর্দধিফলসরলৈঃ শ্রীফলোলূখলৈশ্চ ।
উদ্দালৈঃ কন্দরালৈঃ সলকুচতিলকৈর্জম্ভলৈঃ পীতশালৈঃ ।
প্লক্ষৈস্তূলৈঃ পলাশৈরবলুগুড়ফলৈর্গালবৈগ্রন্থিলৈশ্চ ॥ ৩০

তুল্যাস্তৈরাঢ্যং যুক্তং । মণিময়গৃহং সংকর্ণিকাতুল্যং যত্র তৎ। স্বর্ণবর্ণকদলী-শ্রেণ্যেব কিঞ্জল্কাঃ কেশরাণি কেশরতুল্যা যত্র তৎ ॥ ২৮ ॥

উদীচ্যামুত্তরস্যাং দিশি বহন্ত্যা যমুনয়া পূর্ব্বপশ্চিমভাগদ্বয়ে নির্যদ্ভ্যাং নির্গচ্ছদ্ভ্যাং নির্ঝররূপবাহুভ্যামভিতঃ ক্রোড়ীকৃতমিব ॥ ২৯ ॥

পুনঃ কীদৃশং। যত্তটং লতারাজিভি র্বিরাজিতানি অঙ্গানি যেষাং তৈঃ সালাদিভির্ভূরুহৈ র্বৃক্ষৈ র্ব্যাপ্তমিতি পঞ্চমশ্লোকেনান্বয়ঃ। সালৈঃ তালৈঃ তমালৈঃ চলদলৈরশ্বত্থৈঃ বকুলৈঃ রসালৈঃ নারিকেলৈরাম্রৈঃ কুদ্দালৈঃ কোবিদারৈঃ। "কোবিদারে চমরিকঃ কুদ্দালো যুগপত্রক" ইত্যমরঃ। সপ্রিয়ালৈঃ প্রিয়ালসহিতৈ র্দধিফলৈঃ কপিত্থৈঃ সরলৈশ্চ শ্রীফলৈ র্বিল্বৈঃ উলূখলৈ-

---

দলরাজীতে পরিব্যাপ্ত, মণিময় গৃহসমূহই যাহার কর্ণিকাসদৃশ এবং স্বর্ণবর্ণ কদলী শ্রেণীরূপ কেশর যাহাতে নিত্য বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥ ২৮ ॥

অপিচ, উত্তরবাহিনী শ্রীযমুনার পূর্ব্ব ও পশ্চিমপ্রদেশে নির্ঝররূপ ভুজদ্বয়ে যাহাকে ক্রোড়ীকৃত করিয়াই যেন রাখিয়াছে ॥ ২৯ ॥

অপর, যাহাদের অঙ্গনিচয় লতাসমূহ দ্বারা সুশোভিত তাদৃশ শাল, তাল, তমাল, অশ্বত্থ, বকুল, নারিকেল, রসাল, আম্র, কোবিদার, পিয়াল, দধিফল, সরল, শ্রীফল (বিল্ব), উলূখল (গুগ্‌গুলু), উদ্দাল (বহুদারক) কন্দরাল অর্থাৎ গন্ধপিপ্‌পলী, লকুচ (মাদার), তিলক, জম্ভল অর্থাৎ জম্বীর, পীতশাল (প্রাসন), প্লক্ষ (বট), অর্থাৎ ব্রহ্মদারু, পলাশ, অবলু (শোনালু)

গোলীঢ়ৈঃ কণ্টকিফলৈর্মধুষ্ঠীলৈ র্মধূলকৈঃ।
কৃতমালৈ দ্রু কিলিমৈঃ ফলাধ্যক্ষৈ হঁলিপ্রিয়ৈঃ ॥ ৩১ ॥
মঞ্জুলৈ র্বঞ্জুলৈঃ কোলৈ র্বঞ্জুলৈ র্বঞ্জুলৈরপি।
দ্রুমোৎপলৈঃ কর্পরালৈঃ কুলকৈর্দেববল্লভৈঃ ॥ ৩২ ॥

গুগ্গুলুভিঃ। উদ্দালৈ র্বহুদারকৈঃ কন্দরালৈ র্গন্ধপিপ্পলীভিঃ লকুচৈঃ সহ তিলকৈঃ জন্তলৈ র্জম্বীরৈঃ। পীতশালৈরাসনৈঃ। প্লক্ষৈ র্বটৈঃ। তূলৈ-র্ব্রহ্মদারুভিঃ। পলাশৈঃ অবলুভিঃ গুড়ফলৈঃ পীলুভিঃ গালবৈ র্লোধ্রৈঃ গালবঃ শারবোলোধ্র ইতি গ্রন্থিলৈঃ করীরৈঃ। "করবীরে করীরে তু ক্রকর-গ্রন্থিলাবুভা" বিত্যমরঃ ॥ ৩০ ॥

গোলীঢ়ৈঃ। গোলীঢ়ো ঝাটলোঘণ্টা পাটলির্মোক্ষমুষ্ককৌ। কণ্টকিফলৈঃ পনসৈঃ। মধুষ্ঠীলৈঃ মধুলকৈঃ কৃতমালৈঃ দ্রুকিলিমৈ র্দেবদারুভিঃ। ফলা-ধ্যক্ষৈ রাজাদনৈঃ। হলিপ্রিয়ৈঃ কদম্বৈঃ ॥ ৩১ ॥

বঞ্জুলৈরশোকৈঃ। "বকুলো বঞ্জুলোঽশোকে" ইত্যমরঃ। কোলৈর্বদরৈঃ। বঞ্জুলৈ র্বকুলৈঃ। বঞ্জুলৈঃ করিপিপ্পল্যাখ্যৈঃ। দ্রুমোৎপলৈঃ কর্পরালৈঃ। কুলকৈর্দেববল্লভৈঃ কেসরৈঃ ॥ ৩২ ॥

গুড়ফল (পীলু), গালব অর্থাৎ লোধ্র, গ্রন্থিল (করীর), গোলীঢ় (ঘণ্টা-পারলী), কণ্টকিফল (কাঁঠাল), মধুষ্ঠীল (মৌলবৃক্ষ), মধূলক অর্থাৎ জল-জাতমৌলা, কৃতমাল (সোঁদাল), দ্রুকিলিম অর্থাৎ দেবদারু, ফলাধ্যক্ষ (রাজাদন) হলিপ্রিয় অর্থাৎ কদম্ব, মনোহর বঞ্জুল অর্থাৎ অশোক, কোল (বদর) বঞ্জুল অর্থাৎ বকুল, বঞ্জুল (গজপিপ্পলী), দ্রুমোৎপল অর্থাৎ স্থল-পদ্ম, কর্পরাল (পার্ব্বত্য পীলু), কুলক অর্থাৎ পটোললতা, অপর অপারিজাত হইয়াও পারিজাত, দারিদ্র্যনাশক মন্দার বৃক্ষ এবং সম্মদতানক অর্থাৎ সকলের

কল্পদ্রুমৈ র্বাঞ্ছিতদানকল্পৈ-
রপারিজাতৈরপি পারিজাতৈঃ ।
মন্দারবৃক্ষৈরপি রাঙ্ক্যদারৈঃ
সন্তানকৈঃ সম্মদতানকৈশ্চ ॥ ৩৩ ॥
শশ্বদ্ধরেশ্চিত্তশরীরচন্দনৈ-
র্যচ্চন্দনৈঃ শ্রীহরিচন্দনৈরপি ।
মহাবদান্যৈরিতরৈশ্চ ভূরুহৈ-
র্ব্যাপ্তং লতারাজিবিরাজিতাঙ্গকৈঃ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চভিঃ কুলকং ॥

পারিজাতৈরপি মন্দারৈঃ অপি। সন্তানকৈঃ সন্তানৈশ্চ। মন্দারঃ পারিজাতকং। "সন্তানঃ কল্পবৃক্ষ"শ্চেত্যমরঃ ॥

চন্দনৈঃ হরিচন্দনৈঃ। "পুংসি বা হরিচন্দন"মিত্যমরঃ। ইতরৈরুক্তেভ্যো ভিন্নৈ-র্ভূরুহৈশ্চ এতৈঃ সর্ব্বৈঃ। কীদৃশৈঃ মঞ্জুলৈ র্মনোহরৈঃ। পুনঃ কল্পদ্রুমৈ র্বাঞ্ছিতানাং বরাণাং দানে কল্পৈঃ সমর্থৈঃ। যদ্বা। কল্পদ্রুমৈ দেবিবৃক্ষৈরর্থাদপ্রাকৃতৈঃ বাঞ্ছিতদানকল্পৈঃ প্রাণিনাং বাঞ্ছিতানাং শ্রীকৃষ্ণাদীনামপি লীলোপযোগিনাং বাঞ্ছিতানাং বস্তূনাঞ্চ দানে কল্পৈঃ সমর্থ্যৈঃ অপারিজাতৈঃ অপবর্জ্জিতমরিজাতং প্রাণিনাং কামক্রোধাদিক্ষুৎপিপাসাদিশত্রুসমূহো যেভ্যঃ সকাশাৎ। কিম্বা। বর্জ্জিতমরিজাতং জন্মামরণাদিশেষাস্তৈঃ সদৈব নবনবায়মানৈরিত্যর্থঃ। মহাবদান্যৈঃ। "বদান্যো দাতৃমহতো"রিত্যমরঃ। অতো রাঙ্ক্যদারৈঃ রঙ্কস্য ভাবো-রাঙ্ক্যং দুঃখং তস্য দারো বিদারণং যেভ্যস্তৈঃ। কিম্বা। রাঙ্ক্যং দারয়ন্তীতি রাঙ্ক্য-দারাস্তৈঃ কর্ম্মণ্যন্ সম্মদতানকৈঃ সর্ব্বেষাং হর্ষবিস্তারকৈঃ অন্যেষাং হর্ষং বিস্তারকত্ব কিং বক্তব্যং। শশ্বৎ সদা পুনঃ পুন র্বা হরেঃ সর্ব্বেষাং দুঃখহরণশীলস্য পরম-

---

আনন্দবিস্তারক, সন্তানক অভিলষিত বস্তুপ্রদ এই পঞ্চবিধ কল্পবৃক্ষ এবং সর্ব্ব-দুঃখ হরণ সমর্থ শ্রীহরির চিত্ত ও শরীরের চন্দন অর্থাৎ আহ্লাদদায়ক চন্দনের

শ্রীবাসন্তী সপ্তলা স্বর্ণযূথী-
জাতী যূথীমল্লিকামুদ্গরাদ্যৈঃ
বিষ্ণুক্রান্তা কৃষ্ণলা ভীরুবিম্বা-
কুব্জস্ফোতাদ্যৈশ্চ বল্লীসমূহৈঃ ॥ ৩৫ ॥
লবঙ্গাশোককুন্দাম্রলতাভিশ্চান্বিতঞ্চ যৎ।
দ্রাক্ষাভুজগবল্লীনাং বলজৈশ্চ ক্বচিৎ ক্বচিৎ ॥ ৩৬ ॥
যুগ্মকং ॥

সুখপ্রদস্য শ্রীকৃষ্ণস্য চিত্তশরীরচন্দনৈঃ চিত্তশরীরয়োশ্চন্দনবদাহ্লাদকৈঃ ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥

তৎ যোগপীঠং পুনঃ কীদৃশং তদাহ শ্রীত্যাদি দ্বাভ্যাং। শ্রীযুক্তা বাসন্তী মাধবীলতা। সপ্তলা বনমল্লিকা। স্বর্ণযূথী। জাতী যূথী মল্লিকা। মুদ্গরাদ্যৈঃ। বিষ্ণুক্রান্তা অপরাজিতা। কৃষ্ণলা গুঞ্জা। "চিঞ্চাগুঞ্জে তু কৃষ্ণলে"ত্যমরঃ। ভীরুঃ শতমূলী বিম্বা বিম্বফললতা। কুব্জা আস্ফোতাদ্যৈ র্বল্লীসমূহৈশ্চ। লবঙ্গাদিভি-র্লতাভিশ্চান্বিতং। ক্বচিৎ ক্বচিৎ। দ্রাক্ষাণাং ভুজগবল্লীনাং তাম্বূলবল্লীনাঞ্চ-বলজৈঃ ক্ষেত্রৈশ্চান্বিতং। "বলজে ক্ষেত্রপূর্দ্বারে বলজা বল্গুদর্শনা" ইতি নানার্থঃ। "বলজং গোপুরে ক্ষেত্রে শস্যে সঙ্গরয়োরপি। বলজা বরযোষায়া"মিতি মেদিনী ॥ ৩৫—৩৬ ॥

চন্দনের ন্যায় সুশীতল হরিচন্দন, অধিক কি বলিব, মহাবদান্য অন্যান্য বহুতর বৃক্ষরাজীতে যে যোগপীঠ নিরন্তর সমাকীর্ণ ॥ ৩১—৩৪ ॥

অপিচ শোভমান মাধবীলতা সপ্তলা অর্থাৎ নবমল্লিকা, স্বর্ণযূথী, জাতী, যূথী, মল্লিকা, মুদ্গরাদি বিষ্ণুক্রান্তা অর্থাৎ অপরাজিতা, কৃষ্ণলা অর্থাৎ গুঞ্জা, শতমূলী, বিম্বা অর্থাৎ বিম্বফললতা-তেলাকুঁচো, কুব্জা অর্থাৎ অপামার্গ (আপাঙ্) এবং আস্ফোতা অর্থাৎ বনোদ্ভবা-কাষ্ঠমল্লিকা প্রভৃতি লতানিচয় অপর, লবঙ্গ, অশোক, কুন্দ ও আম্রলতা দ্বারা যাহার কোন কোন স্থান আবৃত এবং কোন কোন স্থান দ্রাক্ষা ও ভুজগবল্লী অর্থাৎ তাম্বূললতার বলজসমূহে অসঙ্কীর্ণ হইয়া রহিয়াছে ॥ ৩৫—৩৬॥

বল্ল্যঃ সর্ব্বা যত্র তাঃ কল্পবল্ল্যো
বৃক্ষাঃ সর্ব্বে কল্পবৃক্ষা বকারেঃ ।
গোপীনাঞ্চাভীষ্টপূর্ত্তৌ সমর্থা-
জাত্যা যা যে তাদৃশঃ কিন্তু তাস্তে ॥ ৩৭ ॥
পুষ্পবত্যোঽপ্যমালিন্যাঃ সংদৃষ্টরজসোঽপ্যহো ।
সুকুমার্য্যঃ সপ্রসবা অপি মুগ্ধা লতা ইহ ॥ ৩৮ ॥

যত্র পীঠে তাঃ সর্ব্বাঃ বল্ল্যঃ কল্পবল্ল্যঃ সর্ব্বেঃ বৃক্ষাঃ কল্পবৃক্ষাঃ। কৃষ্ণগোপ্যো-রভীষ্টপূর্ত্তিবিষয়ে সমর্থাঃ কিন্তু জাত্যা যা লতাঃ যে বৃক্ষাঃ তা লতাঃ তে বৃক্ষাঃ তাদৃশাস্তদাকারাঃ ॥ ৩৭ ॥

ইহ পীঠে লতাঃ। স্ত্রীজাতয়োঽপি স্ত্রীভ্যোঽপি বিলক্ষণা ইত্যাহ, বৈলক্ষণ্যং যথা পুষ্পবত্যঃ বিকসিতকুসুমা অপি পুনঃ অমালিন্যাঃ। সংদৃষ্টরজসঃ সম্যক্ দৃষ্টানি রজাংসি ধূলয়ঃ পরাগা যাসাং তা অপি পুনঃ সুকুমার্য্যাঃ সুন্দর-কোমলপত্রশাখাদিযুতাঃ সপ্রসবাঃ সফলা অপি পুনঃ মুগ্ধাঃ সুন্দর্য্যঃ সন্তী-ত্যূহং। পুষ্পফলানামেককালোদয়াৎ অহো আশ্চর্য্যমিতি। অস্মিন্নর্থে অপি শব্দানাং সমুচ্চয়ার্থঃ। স্ত্রীজাতিতঃ স্ত্রীত্বারোপেতু গর্হার্থাঃ। যথা পুষ্পবত্যো-ঽপ্যমালিন্যঃ। সংদৃষ্টরজসোঽপি সুষ্ঠু কুমার্য্যো বালিকাঃ। সপ্রসবাঃ প্রসূত-পুত্রা অপি মুগ্ধা অশৃঙ্গারবিদঃ এতৎ সর্ব্বমহো আশ্চর্য্যং ॥ ৩৮ ॥

সেই স্থানে যত লতা ও যত বৃক্ষ রহিয়াছে তৎসমুদায়ই কল্পবৃক্ষ, সুতরাং বকারি শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজাঙ্গনাসকলের অভীষ্টপূরণ বিষয়ে সমর্থ হইলেও যে যে বৃক্ষ ও লতা যে জাতীয়, সেই সেই বৃক্ষ ও লতা সেই জাতীয়ই ছিল ॥ ৩৭ ॥

অপর, এই পীঠে লতাসকল স্ত্রীজাতি হইলেও স্ত্রীগণ হইতে কোন্ কোন অংশে বিলক্ষণ অর্থাৎ পুষ্পবতী (বিকসিত কুসুমা) অমালিনী অর্থাৎ অপুষ্প-বতী তথা যাহাতে সম্যক্‌রূপে রজ [ধূলি] দেখা যাইতেছে, তাদৃশ হইয়াও

যত্রানিশং কৃষ্ণসঙ্গাদ্গোপ্যঃ শ্যামলতাং গতাঃ।
স্তব্ধাঃ স্থাবরতাং প্রাপ্তাঃ সন্তি শ্যামলতাচ্ছলাৎ ॥ ৩৯ ॥
সহচর্য্যশ্চ দাস্যশ্চ রাধেশালোকমোদতঃ।
স্তব্ধাঃ কণ্টকিতা মূর্ত্তিভেদৈ গু্ল্মতয়া স্থিতাঃ ॥ ৪০ ॥
যুগ্মকং ॥

শ্রীভূলীলাঃ সেবনে নন্দসূনো-
র্লুব্ধা লব্ধাঃ স্বাস্রুতাং ভূরিপুণ্যৈঃ।

যত্রানিশং সদা কৃষ্ণসঙ্গাৎ গোপ্যঃ শ্যামলতাং শ্যামবর্ণতাং গতাঃ। শ্যামলতাচ্ছলাৎ স্তব্ধা সত্যঃ স্থাবরতাং প্রাপ্তাঃ সন্তি ॥ ৩৯ ॥

সহচর্য্যঃ সখ্যো দাস্যশ্চ রাধেশঃ কৃষ্ণস্তস্য রাধেশয়োরাধাকৃষ্ণয়োর্বা দর্শনানন্দাৎ স্তব্ধাঃ সত্যঃ স্থাবরতাং প্রাপ্তা মূর্ত্তিভেদৈঃ কণ্টকিতাঃ পুলকেন কণ্টকযুতা গুল্মলতাখ্যতয়া স্থিতাঃ ॥ ৪০ ॥

কৃষ্ণসেবনে লুব্ধাঃ শ্রীভূলীলাশক্তয়ঃ ভূরিপুণ্যৈঃ ক্রমেণ জাতী ধাত্রী শ্রীতুলসী

কুসুমময়ী অর্থাৎ সুন্দর অথচ কোমলপত্র শাখাদিসংযুক্ত, অপিচ সপ্রসবা [ফলযুক্ত] হইয়াও মুগ্ধা অর্থাৎ সুন্দরী হইয়া রহিয়াছে* ॥ ৩৮ ॥

যে যোগপীঠে গোপীসকল অবিরত কৃষ্ণসঙ্গে শ্যামলতা অর্থাৎ শ্যামবর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া শ্যামলতার ছলে স্তব্ধ হওত স্থাবরত্ব প্রাপ্ত করিয়াছিলেন ॥ ৩৯ ॥

সহচরী ও দাসীবৃন্দ রাধাকান্ত শ্রীকৃষ্ণ অথবা শ্রীরাধাকৃষ্ণের দর্শনজনিত আনন্দ বশতঃ স্থাবরত্ব লাভ করিয়াই মূর্ত্তিভেদে কণ্টকিতা অর্থাৎ লোমাঞ্চিতাঙ্গী গুল্মলতার ন্যায় হইয়া বর্ত্তমান রহিলেন ॥ ৪০ ॥

শ্রী, ভূ, লীলাদি শক্তিসকল বহু বহু পুণ্যবলে ক্রমে জাতী, ধাত্রী ও

* পুষ্প ও ফলসমূহের উদয় ইহাই আশ্চর্য্য, এই শ্লোকে লতাজাতির সহিত যে স্ত্রীগণের সাদৃশ্য দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে স্ত্রীপক্ষের অর্থটী অশ্লীলার্থে পরিপূর্ণ হইলেও সংক্ষেপে প্রকটিত হইল। পুষ্পবতী রজস্বলা স্ত্রী হইয়াও সুকুমারী বালিকা তথা প্রসবযুক্ত অর্থাৎ পুত্রাদি প্রসব করিয়াও মুগ্ধা অর্থাৎ শৃঙ্গারাদি কিছুই জানে না, ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়।

জাতা ধাত্রী শ্রীতুলস্যাত্মনাদ্ধা
কুর্ব্বন্ত্যস্তদ্যত্র নিত্যং বসন্তি ॥ ৪১ ॥
ব্রাহ্মী হৈমবতী চাত্র কৃষ্ণালোকনতৃষ্ণয়া।
সোমবল্লী হরীতক্যোশ্ছলেন স্থাস্নুতাং গতে ॥ ৪২ ॥
কৃষ্ণায়া নন্দদা ভান্তি পদ্মিন্যোঽত্র জলে স্থলে।
চরস্থিরতয়া তদ্বজ্জলে রাজীবপালয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

স্বরূপেণাদ্ধা সাক্ষাৎ স্থাবরতাং লব্ধাঃ সত্যঃ তৎকৃষ্ণসেবনং কুর্ব্বন্ত্যঃ সত্যো যত্র নিত্যং বসন্তি ॥ ৪১ ॥

ব্রাহ্মী সাবিত্রী হৈমবতী পার্ব্বতী চাত্র সোমবল্লী হরিতক্যোর্ম্মিষেণ স্থাবরতাং গতে। ব্রাহ্মীতু মৎস্যাক্ষী বয়স্থা সোমবল্লরীতি। হরীতকী হৈমবতীতি চামরঃ ॥ ৪২ ॥

অত্র জলে পদ্মিন্যঃ কমলিন্যঃ স্থলে পদ্মিন্যা করিণ্যঃ। তদ্বজ্জলেচরস্থিরতয়া রাজীবপালয়ঃ। স্থিরতয়া রাজীবপালয়ঃ মৎস্যবিশেষাঃ। রাজীবঃ শকুলস্তিমিরিত্যমরঃ। স্থিরতয়া রাজীবপালয়ঃ পদ্মশ্রেণয়ঃ। এতাঃ কৃষ্ণায়া নন্দদা হর্ষদাঃ। কৃষ্ণয়া যমুনায়াঃ নন্দদা সমৃদ্ধিদা বা ভান্তি। টু নদি সমৃদ্ধৌ ॥ ৪৩ ॥

তুলসীরূপ ধারণ পূর্ব্বক সাক্ষাৎ স্থাবরত্ব লাভ করিয়া নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের অবলোকন করত যে স্থানে নিত্য বাস করিতেছেন ॥ ৪১ ॥

এবং ব্রহ্মপত্নী সাবিত্রী ও হিমালয়পুত্রী হৈমবতী এই উভয়ে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনাভিলাষে এই স্থানে সোমলতা ও হরিতকীর ছলে বৃক্ষযোনি লাভ করত স্থাবর হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৪২ ॥

এস্থলে জলে পদ্মিনী অর্থাৎ কমলিনী এবং স্থলে পদ্মিনী করিণীগণ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দদায়িনী হইয়া শোভা পাইতেছে এবং সেইরূপ চরস্থিররূপে অর্থাৎ চঞ্চলরূপে জলে রাজীবপালি (তিমিনামক) মৎস্যগণ তথা স্থলে স্থিররূপে পদ্মশ্রেণীও শ্রীকৃষ্ণের আনন্দপ্রদা হইয়া শোভা পাইতেছে ॥ ৪৩ ॥

যত্র ভাতি স্থিরা ফুল্লা রজনী দিবসেঽপ্যহো ।
দিনেঽপি কৃষ্ণপক্ষেঽপি জ্যোৎস্নী চ স্থাস্নুতাং গতা ॥ ৪৪
শরালি র্ভাত্যপ্সুচরা শরালিশ্চ স্থিরা স্থলে ।
চরস্থিরতয়া যত্র ঝষা ভান্তি জলে স্থলে ॥ ৪৫ ॥

যত্র দিবসে স্থিরা ফুল্লা চ সতী রজনী ভাতি। অত্র দিবসে রজনী রাত্রিস্তস্যাঃ স্থিতিবিরোধঃ রজনী লতাবিশেষঃ স্থিরা ইতি বিরোধাভাবাদ্বিরোধাভাসালঙ্কারঃ। "জনী জতুকা রজনী"ত্যমরঃ। জ্যোৎস্নী চন্দ্রকয়ান্বিতেতি চন্দ্রকিরণযুক্তা রাত্রিঃ সা দিনেঽপি কৃষ্ণপক্ষেঽপি স্থাস্নুতাং গতা ইতি বিরোধঃ। জ্যোৎস্নীলতা ইতি বিরোধাভাবাৎ বিরোধাভাসঃ। "জ্যোৎস্নী পটোলিকা জালী"ত্যমরঃ ॥ ৪৪ ॥

অপ্সুচরা শরালিঃ পক্ষিবিশেষঃ। স্থলে স্থিরা শরালিঃ শরাণাং মুঞ্জানাং শ্রেণীঃ। চরতয়া জলে ঝষা মৎস্যাঃ স্থিরতয়া স্থলে ঝষা গোরখভটাঃ। "গাঙ্গেরুকী নাগবলা ঝষা হ্রস্ব গবেধুকা" ইত্যমরঃ ॥ ৪৫ ॥

যে স্থানে রজনী দিবসেও প্রফুল্লিত হইয়া স্থিরভাবে শোভা পায় এবং দিনেও কৃষ্ণপক্ষে জ্যোৎস্নী অর্থাৎ জ্যোৎস্নাযুক্ত হইয়া স্থির হইয়াছে, ইহা একটী মহান্ বিরোধ। অবিরোধ এই যে, রজনী ও জ্যোৎস্নী লতাবিশেষ, অতএব তাহার কৃষ্ণপক্ষে বিকাশ দোষাবহ নহে, দ্বিতীয়ত কৃষ্ণপক্ষে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে জ্যোৎস্না অর্থাৎ কৌমুদীর বিকাশও আশ্চর্য্য নহে ॥ ৪৪ ॥

যে স্থানের জলে শরালি চঞ্চল এবং স্থলে শরালি স্থিরভাবে তথা চঞ্চল ও স্থিরভাবে যথায় মৎস্য জল ও স্থল উভয় স্থানেই শোভা পাইয়া থাকে ॥

তাৎপর্য্য। জলে চঞ্চল শরালি অর্থাৎ পক্ষিবিশেষ, স্থলে স্থির শরালি অর্থাৎ শরবৃক্ষের শ্রেণী, তথা জলে চঞ্চল ঝষ অর্থাৎ মৎস্যবিশেষ, স্থলে স্থির ঝষ অর্থাৎ গোরখভট ॥ ৪৫ ॥

শালা ভান্তি চরাস্তোয়ে যত্র শালা স্থিরা স্থলে।
রোহিতোঽপ্সু চরস্তীরে রোহিতৌ চ চরস্থিরৌ ॥ ৪৬ ॥
কমলা ভান্তি কুঞ্জেষু যত্র কৃষ্ণস্য তুষ্টয়ে।
দীব্যন্তি কমলাস্তীরে কমলে কমলান্যপি ॥ ৪৭ ॥

যত্র তোয়ে চরাঃ শালাঃ রোহিতমৎস্যা ভান্তি। "রোহিতোমদ্গুরঃ শাল" ইত্যমরঃ। স্থলে স্থিরা শালা বৃক্ষা গৃহাণি বা ভান্তি। "শালদ্রুস্কন্দশাখায়াং গৃহগেহৈকদেশয়ো"রিতি মেদিনী। অপ্সু চরো রোহিতমৎস্যঃ মৎস্যবিশেষস্তীরে স্থলেচররোহিতো মৃগবিশেষঃ। স্থিররোহিতো বৃক্ষবিশেষঃ। "রোহিতং কুঙ্কুমে রক্তে ঋজু শক্রশরাসনে। পুংসি স্যান্মীনমৃগয়ো র্ভেদেরোহিতকদ্রুমে" ইতি মেদিনী ॥ ৪৬ ॥

যত্র কৃষ্ণস্য তুষ্টয়ে কুঞ্জেষু কমলা নায়িকা ভান্তি তীরে কমলাঃ কুরঙ্গামৃগবিশেষা ভান্তি। "স্যাৎ কুরঙ্গস্তু কমল" ইত্যমরঃ। "মৃগভেদেতু কমলঃ কমলাঃ শ্রী বরস্ত্রিয়ো"রিতি মেদিনী কমলে জলে কমলানি পদ্মানি ভান্তি "সলিলং কমলং জলমিতি বা পুংসি পদ্মং নলিনমরবিন্দং মহোৎপলং। সহস্রপত্রং কমলমিতি চামরঃ ॥ ৪৭ ॥

যে স্থানে জলে চঞ্চল ও স্থলে স্থির হইয়া শালগণ শোভা পাইতেছে, এখানেও জলে চঞ্চলশাল অর্থাৎ রোহিতমৎস্য এবং স্থলে স্থিরশাল অর্থাৎ শালবৃক্ষ ॥ ৪৬ ॥

যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষের নিমিত্ত কুঞ্জে কমলা নায়িকা এবং তীরদেশে কমলা (কুরঙ্গী) তথা কমলে অর্থাৎ জলে (কমল) পদ্ম শোভা পাইতেছে ॥ ৪৭ ॥

বিরহিতমপি রক্তাক্ষৈঃ, প্রাণিভিরভিতঃ সদা যদিদং।
রক্তাক্ষৈ রক্তাক্ষৈ, রক্তাক্ষৈশ্চান্বিতং সততং ॥ ৪৮ ॥
বিযুতং কলিকারৈর্যৎ সংযুতং কলিকারকৈঃ।
ভীমৈঃ সত্ত্বৈর্বিহীনঞ্চ স্থিরৈর্ভীমৈঃ সদান্বিতং ॥ ৪৯ ॥

রক্তাক্ষৈঃ ক্রূরৈঃ প্রাণিভিঃ সদা বিরহিতং যদপীদন্তীরং তদপি সততং রক্তাক্ষৈরন্বিতমিত্যত্র ভাবাভাবয়োরেকত্র স্থিতেরসম্ভবাদ্বিরোধঃ রক্তাক্ষৈঃ সারসৈঃ রক্তাক্ষৈঃ পারাবতৈঃ রক্তাক্ষৈঃ চকোরৈশ্চান্বিতমিত্যত্র রক্তাক্ষ-শব্দেন সারসাদি পরতয়া ব্যাখ্যানাৎ বিরোধাভাবাদ্বিরোধাভাসঃ। এবমগ্রে জ্ঞেয়ং। "রক্তাক্ষঃ সারসে ক্রূরে পারাবত চকোরয়ো"রিতি বিশ্বপ্রকাশঃ ॥৪৮॥

যৎকলিকারৈঃ কলিং কলহং কুর্ব্বন্তীতি কলিকারাঃ। কর্ম্মণ্যন্ তৈঃ। যদ্বা। রলয়োরৈক্যাৎ কলিকালৈ র্বিযুক্তং রহিতং কলিকারৈঃ করঞ্জাখ্য-বৃক্ষৈঃ সংযুতং। "প্রকীর্য্যা পূতিকরজঃ পূতিকঃ কালকারক" ইত্যমরঃ। ভীমৈ-র্ভয়ানকৈঃ সত্ত্বৈর্জঙ্গমৈঃ প্রাণিভি র্বিহীনং স্থিরৈঃ স্থাবরৈ র্ভীমৈরম্লবেতস-বৃক্ষৈঃ সদান্বিতং "ভীমোঽম্লবেতসে ঘোরে শম্ভৌ মধ্যমপাণ্ডবে" ইতি মেদিনী ॥৪৯॥

অপর যে স্থানের তীরদেশ রক্তাক্ষ অর্থাৎ ক্রূর প্রাণিসকল কর্ত্তৃক সর্ব্বদা বিরহিত হইয়াও রক্তাক্ষযুক্ত হইয়া শোভা পাইতেছে। এস্থলে ইহাই বিরোধ ও তাহার পরিহার এই যে রক্তাক্ষ সারস, রক্তাক্ষ পারাবত এবং তৃতীয় রক্তাক্ষ চকোর ॥ ৪৮ ॥

যে স্থান কলিকার সমূহে বিযুক্ত হইয়াও কলিকার নিচয়ে সংযুক্ত তথা ভয়ানক ব্যাঘ্রাদি জন্তুসকলে বিহীন হইয়াও ভয়ানক ও স্থিরতর জন্তুগণে নিয়তকাল ব্যাপৃত। এই বিরোধ। কলিকার কলহকারী জন্তুসকল এবং কলিবার করঞ্জবৃক্ষ। সত্ত্ব-প্রাণী এবং স্থাবর-বৃক্ষ এই বিরোধপরিহার ॥৪৯॥

বিহীনমপি খর্জ্জুরৈররিষ্টৈশ্চ পলাশকৈঃ।
খর্জ্জুরৈরপ্যরিষ্টৈশ্চ পলাশৈশ্চান্বিতং সদা ॥ ৫০ ॥
কনকাচিতভূঃ কনকৈঃ কনকৈঃ
কনকৈঃ কনকৈঃ কনকৈশ্চ বৃতা।
বিবভাবিতসাক্রমুকৈঃ ক্রমুকৈঃ
ক্রমুকৈঃ ক্রমুকৈরপি যা নিচিতা ॥ ৫১ ॥

খর্জ্জূরৈঃ খলৈঃ খর্জ্জুরোরুপ্যখলয়োরিতি মেদিনী। অরিষ্টমমঙ্গলং তৈঃ সূতিকাগৃহৈশ্চ "অরিষ্টং সূতিকাগৃহ"মিত্যমরঃ। পলং মাংসমশ্নাতীতি পলাশকা রাক্ষসাস্তৈশ্চ বিহীনমপি খর্জ্জূরবৃক্ষৈ অরিষ্টৈঃ অরিষ্টঃ ফেনিলঃ সমাবিত্যমরাৎ রীঠাখ্যবৃক্ষৈঃ সর্ব্বতোভদ্রবৃক্ষৈ র্বা পলাশবৃক্ষৈশ্চ সদান্বিতং যদিদি শেষঃ ॥৫০॥

ইহ যোগপীঠস্থলে যা কনকাচিতভূঃ স্বর্ণময়ীভূঃ কনকৈশ্চম্পকৈঃ কনকৈঃ কিংশুকৈঃ কনকৈ র্নাগকেশরৈঃ কনকৈঃ কনকৈ র্ধুস্তূরৈঃ কাঞ্চনারৈশ্চ বৃতা সা ভূঃ ক্রমুকৈঃ লোধ্রবৃক্ষৈঃ ক্রমুকৈঃ ভদ্রমুস্তকবৃক্ষৈঃ ক্রমুকৈঃ গুবাকৈঃ ক্রমুকৈঃ ব্রহ্মদারুবৃক্ষৈঃ নিচিতা ব্যাপ্তা। "কনকং চম্পকে স্বর্ণে কিংশুকে নাগকেশরে। ধুস্তূরে কাঞ্চনারেচেতি। ক্রমুকঃ পট্টিকালোধ্রে ভদ্রমুস্তক পূগয়োঃ। ফলে কার্পাসকে চৈব ক্রমুকৌ ব্রহ্মদারুণী"তি বিশ্বঃ ॥ ৫১ ॥

খর্জ্জূর ও পলাশযুক্ত অরিষ্ট অর্থাৎ অশুভসূচক চিহ্নচয় বিবর্জ্জিত হইয়াও যে খর্জ্জূর ও পলাশযুক্ত অরিষ্টসমূহে নিয়ত সংযুক্ত এইটী বিরোধ। খর্জ্জূর ভয়ানক প্রাণী এবং অরিষ্ট সূতিকাগৃহ। এইরূপ অর্থে বিরোধ পরিহার হয় ॥ ৫০ ॥

এই যোগপীঠ স্থলে কনকাচিতভূ অর্থাৎ স্বর্ণময়ী ভূমি, কনক (চম্পক), কনক (কিংশুক), কনক (নাগকেশর), কনক (ধুস্তূর) এবং কনক অর্থাৎ কাঞ্চনবৃক্ষসমূহে আবৃত, তথা ক্রমুক অর্থাৎ লোধ্র, ক্রমুক অর্থাৎ ভদ্রমুস্তক, ক্রমুক অর্থাৎ গুবাকবৃক্ষ এবং ক্রমুক অর্থাৎ ব্রহ্মবৃক্ষে পরিব্যাপ্ত হইয়া শোভা পাইতেছে ॥ ৫১ ॥

প্রিয়কৈ র্জঙ্গমৈ র্যুক্তং প্রিয়কৈঃ প্রিয়কৈঃ স্থিরৈঃ।
ময়ূরৈ র্জঙ্গমৈ স্তদ্বন্ময়ূরৈঃ স্থাবরৈরপি ॥ ৫২ ॥
বকুলৈশ্চ নবকুলৈ স্তমালৈ র্নতমালকৈঃ।
সদ্রুমা বিদ্রুমা চেতি বৃতা শ্চর্য্যাস্তি যন্মহী ॥ ৫৩ ॥

জঙ্গমৈঃ প্রিয়কৈঃ মৃগৈঃ কদলীকন্দলীচীনশ্চমূরপ্রিয়কাবপীত্যমরঃ। স্থিরৈঃ প্রিয়কৈঃ প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষৈঃ। সর্জ্জকাসনবন্ধূকপুষ্পপ্রিয়কজীবকা"ইত্যমরঃ। প্রিয়কৈঃ কদম্বৈঃ। নীপপ্রিয়ক কদম্বাস্ত হলিপ্রিয় ইত্যমরঃ। চরৈর্ময়ূরৈঃ পক্ষিভিঃ স্থাবরৈঃ ময়ূরৈঃ বৃক্ষভেদৈঃ যুক্তং তদিতি শেষঃ ময়ূরো লোচমস্তক ইতি। অপামার্গঃ শৈখরিকো ধামার্গবময়ূরকাবিতি চামরঃ ॥ ৫২ ॥

যদযস্য স্থলস্য মহী আশ্চর্য্যাস্তি। কথং। বকুলৈ র্বকুলবৃক্ষৈঃ প্রসিদ্ধৈ-র্বৃতা কীদৃশৈঃ নবানি মনোহরাণি কুলানি সমূহা যেষাং তৈঃ। তমাল-বৃক্ষৈশ্চ বৃতা। কীদৃশৈঃ নতপত্রপল্লবপুষ্পফলাদিভারেণ নতা নম্রা মালা শ্রেণী যেষাং তৈঃ সদ্রুমা দ্রুমৈ র্বৃক্ষৈঃ সহ বর্ত্তমানা বিদ্রুমাঃ প্রবালাস্তে সন্ত্যস্যামিতি অস্ত্যর্থেঽচ। অত্র বকুলৈ র্নবকুলৈরিতি সদ্রুমা বিদ্রুমা ইতি চ বিরোধঃ ভাবাভাবয়োরেকত্র সত্তাভাবাৎ। নবকুলাদিশব্দানামর্থান্তরবিব-রণান্নবিরোধ স্তস্মাদ্বিরোধাভাসালঙ্কারঃ ॥ ৫৩ ॥

অপর, যেস্থানে জঙ্গম অর্থাৎ ইতস্ততঃ গমনশালি প্রিয়কসমূহে যুক্ত হই-য়াও স্থিরতর প্রিয়কগণে সংযুক্ত এবং গমনশীল ময়ূরসকল যুক্ত হইয়াও স্থাবর ময়ূরগণে পরিবৃত। এইটী বিরোধ। প্রিয়ক মৃগ, প্রিয়ক প্রিয়ঙ্গু বা কদম্ববৃক্ষ তথা ময়ূরপক্ষিবিশেষ এবং বৃক্ষবিশেষ, এই অর্থে বিরোধ পরিহার হয় ॥ ৫২ ॥

যে স্থলের ভূখণ্ড নবকুল অর্থাৎ বকুলবৃক্ষ বর্জ্জিত হইয়াও বকুলবৃক্ষে পরিবৃত, তথা নতমাল অর্থাৎ তমাল বর্জ্জিত হইয়াও তমালবৃক্ষে পরিশোভিত এবং দ্রুমযুক্ত হইয়াও যে বিদ্রুম অর্থাৎ দ্রুম শূন্য হইয়া আশ্চর্য্যরূপে শোভা পাইতেছে। এই বিরোধ। নবকুল-অভিনবশ্রেণীযুক্ত এবং বিদ্রুম, প্রবাল ও দ্রুম বৃক্ষ, এই অর্থে বিরোধ পরিহার হয় ॥ ৫৩ ॥

কৃষ্ণসারৈঃ কৃষ্ণসারৈ রুরুভী রুরুভিশ্চ যৎ ।
সম্বরৈঃ সম্বরৈ র্ব্যাপ্তং রোহিষৈরোহিষপ্রিয়ৈঃ ॥ ৫৪ ॥
যৎ কর্ণহারি হারীত ভরদ্বাজশুকোক্তিভিঃ ।
বৎসগালবশাণ্ডিল্যান্বিতং মুনিসদো যথা ॥ ৫৫ ॥

যৎযোগপীঠং। কৃষ্ণং সরন্তানুসরন্তীতি কৃষ্ণসারাঃ কর্ম্মণ্যান্ কিম্বা কৃষ্ণঃ সারো বলং জীবনং যেষাং তৈঃ "সারোবলে স্থিরাংশে চে"ত্যমরঃ। তাদৃশৈঃ কৃষ্ণসারৈঃ পুংহরিণৈঃ। "ধন্যাঃ স্ম মূঢ়মতয়োহপি হরিণা এতা যা নন্দনন্দনমুপাত্ত বিচিত্রবেশং। আকর্ণ্যবেণুরণিতং সহ কৃষ্ণসারাঃ পূজাং দধুর্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈ"রিত্যাদ্যুক্তেঃ। উরুভির্মহদ্ভিঃ রুরুভির্মৃগভেদৈঃ শং সুখং বৃণুতে সম্যগ্ ভজন্তীতি শম্বরাঃ সম্যক্ সুখিন ইত্যর্থঃ। "বৃঙসম্ভক্তৌ" তাদৃশৈঃ শম্বরৈঃ মৃগবিশেষৈঃ রোহিষৈ র্মৃগভেদৈঃ রোহিষপ্রিয়ৈ স্তৃণভেদৈশ্চ ব্যাপ্তং ॥ ৫৪ ॥

তদ্যোগপীঠং হারীতভরদ্বাজশুকানাং পক্ষিণামুক্তিভিঃ শব্দৈঃ কর্ণহারি কর্ণসুখদং বৎসগালবশাণ্ডিল্যৈ র্বৃক্ষভেদৈরন্বিতঞ্চ কিমিব মুনিসদোমুনিসভা যথা। হরীত ভরদ্বাজ শুকাখ্যমুনীনামুক্তিভি র্বাক্যৈঃ কর্ণহারী। বৎসগালবশাণ্ডিল্যৈ র্মুনিভিশ্চান্বিতঞ্চ তথা ॥ ৫৫ ॥

যে যোগপীঠ কৃষ্ণসার অর্থাৎ কৃষ্ণই যাহাদের জীবন তাদৃশ কৃষ্ণসার মৃগসকলে পরিবৃত তথা উরু অর্থাৎ মহৎ রুরু নামক মৃগবিশেষে সমাকীর্ণ এবং শম্বর অর্থাৎ শুভার্থি শম্বর নামক মৃগবিশেষ তথা রোহিষ মৃগবিশেষ ও রোহিষপ্রিয় অর্থাৎ তৃণবিশেষ দ্বারা পরিব্যাপ্ত ॥ ৫৪ ॥

মুনিদিগের আশ্রম যেমন হারীত, ভরদ্বাজ ও শুকনামক মুনিদিগের বাক্য দ্বারা কর্ণহারী এবং বৎস, গালব ও শাণ্ডিল্য মুনিগণে সমলঙ্কৃত, তদ্রূপ এই যোগপীঠও হারীত, ভরদ্বাজ ও শুকপক্ষিয় কর্ণহারী অর্থাৎ সুশ্রাব্যবাক্য তথা বৎস, গালব ও শাণ্ডিল্য প্রভৃতি বৃক্ষগণে পরিশোভিত ॥ ৫৫ ॥

শ্রুতিঋতুবসুকোণৈ র্মণ্ডলাঙ্গৈশ্চ কৈশ্চি-
দ্বিবিধমণি বিচিত্রৈ র্দিক্ষু সোপানযুক্তৈঃ।
গলহৃদুদরনাভিশ্রেণিজানূরুদঘ্নৈ-
র্বলিতললিতমূলা কুট্টিমৈঃ সালবালৈঃ ॥ ৫৬ ॥
নীলরক্তমণিবদ্ধকুট্টিমাঃ কেচিদিন্দুমণিজালবালকাঃ।
নীলরক্তমণিজালবালকাঃ কেঽপি চন্দ্রমণিবদ্ধকুট্টিমাঃ ॥৫৭

অস্মিন্ যোগপীঠে ব্রততয়ো লতা স্তদ্রূপবলয়ৈঃ শ্লিষ্টা আলিঙ্গিতাঃ শাখা যেষাং তে। প্রফুল্লাশ্চ বৃক্ষা দীব্যন্তীতি তৃতীয়শ্লোকেনান্বয়ঃ। কীদৃশা বৃক্ষাঃ সালবালৈঃ আলবালেন বৃক্ষমূলজলাধারেণ সহিতৈঃ কুট্টিমৈ বেদিকাভি-র্বলিতানি বদ্ধানি ললিতানি মূলানি যেষাং তে। "স্যাদালবালমাবালবাপ" ইত্যমরঃ। কীদৃশৈঃ কুট্টিমৈঃ শ্রুতয় শ্চত্বারঃ ঋতবঃ ষট্ বসবোঽষ্টৌ তৎ-সংখ্যানি কোণানি যেষাং তৈঃ। কৈশ্চিৎ কৈট্টিমৈ র্মণ্ডলাঙ্গৈ র্মণ্ডলাকারৈঃ কুট্টিমানাং চতুষ্কোণ ষট্কোণাষ্ট কোণাকারং মণ্ডলাকারঞ্চোক্তা মণিনির্ম্মিত-ত্বমাহ। বিবিধমণিভি র্বিচিত্রৈঃ দিক্ষু সোপানযুক্তৈ উচ্চাংশমাহ। গলদঘ্নৈঃ গলদেশপরিমিতোচ্চৈঃ। এবং হৃৎ উদরনাভিশ্রোণিজানু উরুপরিমিতৈঃ বিবিধমণিনির্ম্মিতালবালৈঃ সহ বিবিধমণিনির্ম্মিতৈঃ কুট্টিমৈ র্বদ্ধা বৃক্ষা ইত্যুক্ত্বা তদ্ভেদানাহ। কেচিদ্বৃক্ষাঃ নীলমণিরক্তমণিভি র্বদ্ধকুট্টিমাঃ তেষু কুট্টিমেষু ইন্দুমণিভি র্জাতান্যালবালানি যেষাং তে কেঽপি বৃক্ষাঃ চন্দ্রমণি-

---

অপিচ, চারি, ছয় এবং অষ্টকোণযুক্ত মণ্ডলাকার বিবিধ মণি ভূষিত, প্রত্যেক দিকে সোপানযুক্ত, গলা, বক্ষ, উদর, নাভি, নিতম্ব, জানু এবং উরু পরিমাণে উচ্চ, তথা আলবাল অর্থাৎ জলের বাঁধ সমন্বিত কুট্টিম অর্থাৎ বেদিকাদ্বারা সে বৃক্ষ সমূহের মূলদেশ নিবদ্ধ থাকায় অতি সুন্দর শোভা হইয়াছে। কোন স্থানে বা নীলবর্ণ ও রক্তবর্ণ মণিদ্বারা কুট্টিমবদ্ধ, কোন বৃক্ষ বা চন্দ্রকান্তমণিনির্ম্মিত আলবালদ্বারা বেষ্টিত, কোন কোন তরুর চন্দ্রকান্তমণিনির্ম্মিত কুট্টিম ও নীলরক্ত মণিনির্ম্মিত আলবাল, অপর, যে সকল

বৃক্ষা হৈমা হরিমণিময়ৈঃ কাঞ্চনৈরৈন্দ্রনীলা-
বৈদুর্য্যাভাঃ স্ফটিকমণিজৈঃ স্ফাটিকাঃ পদ্মরাগৈঃ।
গ্লৌকান্তাঙ্গামরকতময়ৈ স্তৈশ্চ তে হন্যে তথান্যৈ-
র্দীব্যন্ত্যস্মিন্ ব্রততিবলয়ৈঃ শ্লিষ্টশাখাঃ প্রফুল্লাঃ ॥ ৫৮ ॥

সন্দানিতকং ॥

হরিমণিভুবি হৈমা বৈদ্রুমা বৈদ্রুমাশ্চ
স্ফটিকমণিধরায়াং স্ফাটিকাঃ স্বর্ণভূমৌ।

নির্ম্মিত বদ্ধকুট্টিমাঃ　নীলস্বক্তমণিজাতালবালাঃ কুট্টিমবৃক্ষয়োর্বর্ণভেদেন শোভামাহ। যে বৃক্ষা হৈমাঃ স্বর্ণবর্ণাস্তে বৃক্ষা হরিমণিময়ৈরিন্দ্রনীলমণিময়ৈঃ কুট্টিমৈঃ বদ্ধাঃ যে ইন্দ্রনীলমণি বর্ণা বৃক্ষা স্তে কাঞ্চনৈ র্বদ্ধাঃ বৈদুর্য্যবর্ণা বৃক্ষা-স্ফটিকমণিজৈঃ কুট্টিমৈঃ স্ফাটিকাঃ পদ্মরাগৈঃ গ্লৌশ্চন্দ্র স্তৎকান্তমণিবর্ণা মরকতময়ৈঃ তথা হন্যেহন্যৈঃ অন্যরত্নকুট্টিমৈঃ তে তৈশ্চ যদ্রত্নবর্ণা স্তদ্রত্ন কুট্টিমৈশ্চ বদ্ধা ইতি বোদ্ধ্যং ব্রততিবলয়ৈরিত্যনেনান্বয়ো বা ॥ ৫৬—৫৮ ॥

যস্মিন্ হরিমণিময্যাং ভুবি ভূমৌ হৈমাঃ সুবর্ণবর্ণা দ্রুমা বৃক্ষাঃ বৈ নিশ্চিতং স্ফটিকমণিময়ভূমৌ বৈদ্রুমাঃ প্রবালবর্ণা বৃক্ষাঃ স্বর্ণভূমৌ স্ফাটিকাঃ স্ফটিকবর্ণা

বৃক্ষ স্বর্ণবর্ণ তাহারা ইন্দ্রনীলমণি নির্ম্মিত কুট্টিমে বদ্ধ, আর যে সকল বৃক্ষ ইন্দ্রনীলমণি সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট তাহারা স্বর্ণদ্বারা নিবদ্ধ, বৈদুর্য্যমণির ন্যায় বর্ণ-শালী বৃক্ষসকল স্ফটিকমণিনির্ম্মিত কুট্টিমবদ্ধ, স্ফটিকবর্ণ বৃক্ষ পদ্মরাগ মণি-কুট্টিমবদ্ধ, চন্দ্রকান্তমণিবর্ণ বৃক্ষ অর্থাৎ শুক্লবর্ণবৃক্ষ এবং মরকত অর্থাৎ হরিদ্বর্ণ মণিনির্ম্মিত কুট্টিমবদ্ধ, এইরূপ যে বৃক্ষ যে যে বর্ণের তাহারা তদ্ভিন্ন-বর্ণের কুট্টিমে নিবদ্ধ, সেই সকল বৃক্ষশাখা লতাবলয়ে আশ্লিষ্ট ও প্রফুল্লিত হইয়া নিরন্তর যোগপীঠে শোভা পাইতেছে ॥ ৫৬—৫৮ ॥

অপিচ, যে যোগপীঠে, ইন্দ্রনীলমণিময় ভূমিতে হেমবর্ণ, স্ফটিকবর্ণ ভূমিতে

অরুণমণিধরায়াং শাক্রনীলাশ্চ যস্মিন্
মরকতমণিধাত্র্যাং পদ্মরাগা বিভান্তি ॥ ৫৯ ॥
স্বর্ণস্কন্ধাঃ শিতিসিতমণি স্থূলশাখোপশাখাঃ
কেচিদ্বৃক্ষা মরকতদলাঃ পদ্মরাগপ্রবালাঃ ।
বিভ্রাজন্তে স্ফটিককুসুমাঃ স্থূলমুক্তাফলৌঘা
শ্চান্যেতত্তন্মণিবিরচনাবৈপরীত্যেন যস্মিন্ ॥ ৬০ ॥
তেষাং ফলান্যখিলবাঞ্ছিতদানাগানাং
দীব্যন্তি রত্ন পৃথুসম্পুটসন্নিভানি ।

বৃক্ষাঃ। এবমগ্রেঽপি অরুণভূমৌ শাক্রনীলা ইন্দ্রনীলমণিবর্ণা বৃক্ষাঃ। মরকতমণিধাত্র্যাং পৃথিব্যাং ভূমৌ বৃক্ষা ভান্তি। ধাত্রীজনন্যামলকী বসুমত্যুপমাত্রিম্বিতি মেদিনী ॥ ৫৯ ॥

যস্মিন্ কেচিদ্বৃক্ষাঃ স্বর্ণস্কন্ধাঃ শিতিঃ শ্যামঃ শ্যামমণেঃ স্থূলশাখাঃ সিতঃ শুক্লঃ শুক্লমণেরুপশাখাঃ মরকতস্য দলানি পত্রাণি যেষাং তে। পদ্মরাগমণেঃ প্রবালাঃ কিশলয়াঃ যেষাং তে স্থূলমুক্তাং ফলৌঘা যেষাং তে অন্যে বৃক্ষাঃ তত্তন্মণিভি বিরচনায়া বৈপরিত্যেন বিভ্রাজন্তে। কিশলোঽস্ত্রী কিশলয়ঃ প্রবালঃ প্রবলোঽপি স ইতি বাচস্পতিঃ ॥ ৬০ ॥

যত্র তেষামগানাং বৃক্ষাণাং ফলানি অখিলবাঞ্ছিতদানি দিব্যন্তি ফলানি

বিদ্রুম অর্থাৎ প্রবালবর্ণ, স্বর্ণবর্ণভূমিতে স্ফটিকবর্ণ, অরুণবর্ণভূমিতে ইন্দ্রনীলমণিময় এবং মরকতমণিময় ভূমিতে পদ্মরাগ বৃক্ষসকল শোভা পাইতেছে ॥৫৯॥

অপর যে যোগপীঠে কোন কোন বৃক্ষের স্কন্ধ অর্থাৎ মূলশাখা স্বর্ণবর্ণ এবং শাখা ও উপশাখা কৃষ্ণবর্ণ ও শুভ্রবর্ণ, কোন কোন বৃক্ষের দলশ্রেণী মরকতবর্ণ প্রবাল অর্থাৎ নূতনপত্র পদ্মরাগবর্ণ, কুসুমনিচয় স্ফটিকবর্ণ, ফলসমূহ স্থূলমুক্তাসদৃশ এবং অন্যান্য বৃক্ষসকল ঐ রূপ নিজের যে যে বর্ণ তাহার ইতরবর্ণ স্কন্ধ, শাখা ও পত্রাদিতে পরিশোভিত ॥ ৬০ ॥

এবং তাহাদের ফলগুলি সমস্ত বাঞ্ছিত ফল প্রদানে তৎপর ও রত্নসমূহের

শ্রীকৃষ্ণকৃষ্ণরমণীচয়যোগ্যবস্ত্রা-
লঙ্কারগন্ধপটবাসযুতানি যত্র ॥ ৬১ ॥
স্বভাবমালাকৃতিপুষ্পভাজাং
ফলানি তাসাং রুরুচুর্লতানাং ।
কুষ্মাণ্ডতুম্বীসদৃশানি যত্র
শ্রীকৃষ্ণলীলোচিতবস্তুভাঞ্জি ॥ ৬২ ॥
কুসুমরচিতশয্যোল্লোচভূষোপধানৈঃ
সমধুচষকতাম্বূলাম্বুগন্ধাদিপাত্রৈঃ ।

কীদৃশানি রত্নাধারপৃথুসম্পুটানাং তুল্যানি কৃষ্ণস্য কৃষ্ণরমণীসমূহস্য চ যোগ্য-বস্ত্রালঙ্কারগন্ধপটবাসৈঃ গন্ধচূর্ণৈ র্যুতানি ॥ ৬১ ॥

যত্র স্বভাবাদেব মালানামাকৃতিরাকারো যেষাং তাদৃশপুষ্পভাজাং তাসাং লতানাং ফলানি রুরুচু র্দিদীপুঃ। "রুচ দীপ্তৌ।" ফলানি কীদৃশানি কুষ্মাণ্ডতুম্বী সদৃশানি শ্রীকৃষ্ণলীলায়াং উচিতানি যোগ্যানি বস্তূনি ভজন্তীতি তানি। তদ্বস্তু যুক্তানীত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥

যত্র কুঞ্জা বিভান্তীতি পরশ্লোকেনান্বয়ঃ। কিম্ভূতাঃ পুষ্পশয্যা উল্লোচশ্চন্দ্রা-তপঃ ভূষা উত্তমালঙ্করণানি উপধানং মস্তকাধার এতৈঃ সমধু মধুনা সহ

বিস্তৃতপাত্রের ন্যায়, তথা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের রমণীদিগের উপযুক্ত বস্ত্র, অলঙ্কার, গন্ধ ও পটবাসযুক্ত হইয়া সর্ব্বদা শোভা পাইতেছে ॥ ৬১ ॥

অপর, যে যোগপীঠের লতাসমূহের আকার স্বভাবতই মালার ন্যায় এবং সর্ব্বদা যাহাদের কুসুম হয়, তথা কুষ্মাণ্ড ও তুম্বীসদৃশ ফলসকলও শ্রীকৃষ্ণের লীলার উপযুক্ত হইয়া অবিরত শোভা পাইতেছে ॥ ৬২ ॥

অপিচ, যে যোগপীঠের কুঞ্জসমূহের মণিনির্ম্মিত ভূমিভাগ কুসুমরচিত শয্যা, চন্দ্রাতপ, ভূষণ, উপাধান এবং মধুপূর্ণ চষক অর্থাৎ পানপাত্র, তাম্বূল,

ব্যজনমুকুরসিন্দুরাঞ্জনামত্রকৈশ্চা-
ন্বিত মণিনিচিতান্ত র্ভূ্র্মযো ভূরিচিত্রাঃ ॥ ৬৩ ॥
কুসুমিতবহুবল্লীমণ্ডলৈ র্ভিত্তিকল্পৈ-
রুপরিচ পটলাভৈঃ শ্লিষ্টশাখাসমূহৈঃ।
নিবিড়দলফলানাং ছাদিতাঃ পাদপানাং
মণিময়গৃহতুল্যা যত্র কুঞ্জা বিভান্তি ॥ ৬৪ ॥
যুগ্মকং ॥
যত্রাতিচিত্রাম্বরপুষ্পচিত্রিতাঃ
শাখাসু সৎকল্পপলাসিনাং সিতাঃ।

চষকং পানপাত্রং তেন। তাম্বূলাদিপাত্রৈঃ ব্যজনেন মুকুরেণ দর্পণেন এতৈঃ সিন্দুরাঞ্জনয়োরমত্রকৈরমত্রৈঃ পাত্রৈশ্চান্বিতা যুক্তা মণিনিচিতাশ্চান্তর্ভূর্ময্যো যেষাং তে। পুনঃ ভূরীণি চিত্রাণি যেষু তে পুনঃ কিম্ভূতাঃ কুঞ্জাঃ ভিত্তিকল্পৈঃ ভিত্তয়ঃ ইব কল্পন্ত ইতি তৈ র্ভিত্তিরূপৈঃ কুসুমিত বহুবল্লীমণ্ডলৈরুপরিচ পটলাভৈশ্ছাদনরূপৈঃ। নিবিড়ফলদলানাং পাদপানাং শ্লিষ্টৈঃ পরস্পরসংলগ্নৈঃ শাখাসমূহৈশ্ছাদিতাঃ। আতো মণিময় গৃহতুল্যাঃ ॥ ৬৩—৬৪ ॥

যত্র যোগপীঠে সৎকল্পপলাসিনাং কল্পবৃক্ষাণাং শাখাসু সিতাঃ বদ্ধাঃ হিন্দোলিকা দীব্যন্তি কীদৃশ্যঃ অতিচিত্রাম্বরৈঃ পুষ্পৈশ্চ চিত্রিতাঃ ॥ ৬৫ ॥

জল ও গন্ধাদির পাত্র, ব্যজন অর্থাৎ চামর ও তালবৃন্তাদি দর্পণ, সিন্দূর ও অঞ্জনাদির অমত্রক অর্থাৎ পাত্রাদিদ্বারা বিচিত্র হইয়া রহিয়াছে, ঘনসন্নিবিষ্ট দল ও ফলযুক্ত বৃক্ষসকলের তথা ভিত্তির ন্যায় বহুকুসুমিত লতামণ্ডল উপরিভাগে পটলাভ অর্থাৎ আচ্ছাদন সদৃশ পরস্পর সংশ্লিষ্টশাখানিচয় দ্বারা আচ্ছাদিত, অতএব মণিময় গৃহের ন্যায় হইয়া যে স্থানের কুঞ্জসমূহ শোভা পাইতেছে ॥ ৬৩—৬৪ ॥

অপর, যে যোগপীঠের হিন্দোলিকা অর্থাৎ দোলা অতি আশ্চর্য্য বস্ত্র ও

দীব্যন্তি নানামণিভিঃ সুচিত্রিতা

হিন্দোলিকাঃ শ্রীহরিরাধিকাপ্রিয়াঃ ॥ ৬৫ ॥

কপোতপারাবতকোকিলানাং

হারীতকাপিঞ্জলটৈটিট্টিভানাং ।

মায়ূরচাকোরকচাতকানাং

চাষালি লাবাবলিবর্ত্তকানাং ॥ ৬৬ ॥

যচ্ছৌকশারীততিচাটকানাং

কালিঙ্গপাদায়ুধতৈত্তিরাণাং ।

যদ্যোগপীঠং কপোতাদীনাং স্বনৈঃ শব্দৈ বিলাসৈশ্চ শ্রুতিনেত্রহারি কপোতেত্যাদি স্বার্থেহণ্। কপোতাদিত্রয়ং প্রসিদ্ধং তেষাং বিশেষাঃ হারীতোমদগুঃ কারণ্ডবঃ প্লবঃ" ইত্যমরঃ কাপিঞ্জলঃ পক্ষীবিশেষঃ। "কোষষ্টিক-টিট্টিভ" ইত্যমরঃ। ময়ূরাদিত্রয়ং সিদ্ধং চাষালি চাতকশ্রেণী লাবাবলিঃ। "তিত্তিরিঃ ককুভো লাবো জীবঞ্জীবশ্চকোরক" ইত্যমরঃ। বর্ত্তকোবর্ত্তিকা-দয়ঃ ॥ ৬৬ ॥

শুকশারী চাটকানাং। কলিঙ্গভৃঙ্গধূম্যাটঃ ফিঙ্গা ইত্যাখ্যাস্তস্য। পাদায়ুধঃ

কুসুমে বিচিত্র এবং উৎকৃষ্ট কল্পতরুর শাখাসমূহে নিবদ্ধ সুতরাং শ্রীরাধা-কৃষ্ণের পরমানন্দপ্রদ হইয়া শোভা পাইতেছে ॥ ৬৫ ॥

কপোত, পারাবত, কোকিল, হারীত, কপিঞ্জল, টিট্টিভ, ময়ুর, চকোর, চাতক, চাষ, লাব, বর্ত্তক, শুক, শারিকা, চটক, কালিঙ্গ (ফিঙ্গা) চরণায়ুধ (কুক্কুট) তিত্তির, ভরদ্বাজ, ভাষ, এবং কৌকুভনামক পক্ষিসকলের রব ও

ব্যাঘ্রাটভাষা গুলিকৌক্কুভানাং
স্বনৈর্বিলাসৈঃ শ্রুতিনেত্রহারি ॥ ৬৭ ॥

যুগ্মকং। চত্বারিংশতা কুলকং ॥

বিস্তীর্ণা রত্নচিত্রান্তা তদন্তঃকনকস্থলী।
নিকুঞ্জমণ্ডলৈঃ কল্পদ্রুমানামস্তি বেষ্টিতা ॥ ৬৮ ॥

মধ্যে বিচিত্রমণিমন্দিরমস্তি তস্যাঃ
কল্পদ্রুমাঙ্কমনু কুট্টিমশোভিদিক্ষু।

কুক্কুটঃ। তিত্তিরী তিত্তিরীত্যাখ্যা। "ব্যাঘ্রাটঃ স্যাদ্ভরদ্বাজ" ইতি চামরঃ। ভাষা বলির্ভাব ইত্যাখ্যঃ। কৌক্কুভঃ পক্ষীবিশেষঃ ॥ ৬৭ ॥

পুনঃ কীদৃশং তদ্যোগপীঠং তদ্বর্ণয়ত্যূনবিংশতিশ্লোকৈঃ তদন্ত স্তন্মধ্যে কল্পদ্রুমাণাং নিকুঞ্জমণ্ডলৈ র্বেষ্টিতা কনকস্থল্যস্তি। কীদৃশী স্থলী বিস্তীর্ণা রত্নচিত্রান্তা রত্নৈশ্চিত্রোঽন্তঃ স্বরূপং যস্যাঃ সা। রত্নৈশ্চিত্রেত্যর্থঃ। "অন্তঃপ্রান্ত-স্বরূপয়ো"রিতি বিশ্ব ॥ ৬৮ ॥

তস্যাঃ কনকস্থল্যা মধ্যে কল্পদ্রুমাঙ্কমনুকল্পবৃক্ষস্য ক্রোড়ে মূলে ইত্যর্থঃ। বিচিত্রমণিমন্দিরমস্তি। কীদৃশং। দিক্ষু পূর্ব্বাদিষু কুট্টিমচতুর্ভিঃ শোভি শোভা-যুতং সোপানপালিভি র্ললিতং বিদিক্ষু বহ্ন্যাদিকোণেষু সন্তানকাদ্যপরবৃক্ষ-

---

ও বিহারদ্বারা যোগপীঠ শ্রবণ ও নয়নকে হরণ অর্থাৎ শব্দদ্বারা শ্রবণ ও রূপ-দ্বারা নয়ন আকর্ষণ করিতেছে ॥ ৬৬—৬৭ ॥

পুনর্ব্বার ঊনবিংশতিশ্লোকে যোগপীঠ বর্ণন করত কহিতেছেন,—তন্মধ্যে কনকস্থলী অর্থাৎ স্বর্ণময় ভূখণ্ড, শেষভাগে রত্নসমূহে চিত্রিত ও কল্পতরুর নিকুঞ্জমণ্ডল দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছে ॥ ৬৮ ॥

তথা সেই কনকস্থলীর মধ্যভাগে বিচিত্র মণিরচিত মন্দির, কল্পতরুর অধোভাগে চতুর্দ্দিক কুট্টিম অর্থাৎ বেদিকা দ্বারা শোভিত এবং সোপানশ্রেণী-

সোপানপালিললিতং বলিতং বিদিক্ষু
সন্তানকাদ্যপরবৃক্ষচতুষ্টয়েন ॥ ৬৯ ॥
স্বকান্তিজালায়তলোলপক্ষৈ-
রূর্দ্ধ ক্রমাৎ কুঞ্চিতপূর্ব্বপাদৈঃ।
পশ্চাদধোন্যস্তদরায়তান্য-
স্বীয়াঙ্ঘ্রিযুগ্মার্পিতদেহভারৈঃ ॥ ৭০ ॥
মাণিক্যনেত্রৈ রবিকান্তগাত্রৈ-
রুৎপুচ্ছকর্ণৈঃ কপিশোচ্ছটৌঘৈঃ।

চতুষ্টয়েন বলিতং যুক্তং। আদিশব্দেন হরিচন্দন মন্দারপারিজাতাঃ বস্তুতস্তু কল্পবৃক্ষা এব ॥ ৬৯ ॥

তন্মন্দিরং কীদৃশং যস্যাস্তম্মধ্যে কাঞ্চননির্ম্মিতমষ্টচ্ছদপদ্মসন্নিভং কৃষ্ণস্য সিংহাসনমস্তীতি তৃতীয়শ্লোকেনান্বয়ং। কীদৃশং সিংহাসনং সুচেলতুল্যা হেমনির্ম্মিত কর্ণিকা যস্য তৎ। মণীনাং কান্তয় এব কেশরা যস্য তৎ। খট্টায়মানং খট্টতুল্যং পুনঃ কীদৃশং। যৎ সিংহাসনমুড্ডীয়মানৈরিব রত্নসিংহৈ রত্নকৃতসিংহৈ বিয়তি আকাশে ইব পৃথ্বীতোভিন্নমিব দিক্ষু চতুর্দ্দিক্ষূহ্যমানং ধার্য্যমানং কোনচতুষ্টয়ে সিংহচতুষ্টয়োপরি স্থিতমাসনং সিংহাসনমিতি মধ্যপদলোপী কীদৃশৈঃ সিংহৈঃ স্বেষাং তেষাং সিংহানাং কান্তিজালঃ কিরণসমূহস্তদেবায়তৌ বিস্তৃতৌ লোলৌ চঞ্চলৌ পক্ষৌ যেষাং তৈঃ ঊর্দ্ধক্রমাদূর্দ্ধমাক্রমণাৎ কুঞ্চি-

---

দ্বারা মনোহর ও বিদিক্ অর্থাৎ দিঙ্মধ্য অর্থাৎ অগ্নি প্রভৃতি চতুষ্কোণে সন্তানাদি কল্পতরু চতুষ্টয়ে পরিবেষ্টিত হইয়া শোভা পাইতেছে ॥ ৬৯ ॥

যে মন্দির কাঞ্চন নির্ম্মিত অষ্টদল কমলসদৃশ সিংহচিহ্নিত আসনে অর্থাৎ সিংহাসনে বিরাজিত এবং ঐ সিংহের নিজকান্তি মালাই সুদীর্ঘ ও চঞ্চল পক্ষ হইয়াছে, তথা অগ্রভাগের অল্পায়ত চরণযুগল সঙ্কুচিত, পশ্চাদ্ভাগের চরণদ্বয় অধোভাগে অর্পিত থাকায় তাহাতে দেহভার বিন্যস্ত রহিয়াছে। উহার নয়নযুগল মাণিক্যময়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কান্তি সমন্বিত, কর্ণযুগল ও পুচ্ছ উন্নমিত,

উড্ডীয়মানৈরিব রত্নসিংহৈ-
র্বহ্যমানং বিয়তীব দিক্ষু ॥ ৭১

সুচেলতুল্যোরুহেমকর্ণিকং
খট্টায়মানং মণিকান্তিকেশরং।
যস্যান্তরষ্টচ্ছদপদ্মসন্নিভং
কৃষ্ণস্য সিংহাসনমস্তি কাঞ্চনং ॥ ৭২ ॥

সন্দানিতকং ॥

লঘুরত্নালয়স্বাঙ্কৈঃ কুঞ্জৈঃ কল্পলতাবৃতৈঃ।
অষ্টভিঃ কল্পবৃক্ষাণাং বহির্যদ্দিক্ষুশোভিতং ॥ ৭৩ ॥

তানি পূর্ব্বচরণানি যেষাং তৈঃ পশ্চাদধোদেশে ন্যস্তানি স্থাপিতানি দরেষদার-তান্যন্যানীতরাণি স্বীয়াঙ্ঘ্রি, যুগ্মানি তেম্বর্পিতো দেহভারো যৈস্তৈঃ মাণিক্যানাং নেত্রাণি যেষাং তৈঃ রবিঃ সূর্য্য স্তৎকান্তমণীনাং গাত্রং শরীরং যেষাং তৈঃ উর্দ্ধদেশে কৃতা পুচ্ছকর্ণা যৈ স্তৈঃ কপিশঃ কপিশবর্ণ উৎকৃষ্টানাং স্কন্ধো-: পরিকেশানামোঘঃ সমূহো যেষাং তৈঃ ॥ ৭০—৭২ ॥

যন্মন্দিরং বহির্বাহ্যে দিক্ষ্বষ্টসু দিক্ষু কল্পবৃক্ষাণামষ্টভিঃ কুঞ্জৈঃ শোভিতং কীদৃশৈঃ। লঘুঃ ক্ষুদ্রোরত্নালয়ঃ স্বেষামঙ্কে ক্রোড়ে যেষাং তৈঃ কল্পলতাভিরাবৃতৈঃ ॥ ৭৩ ॥

অঙ্গের ছটা কপিশ অর্থাৎ পিঙ্গলবর্ণ ও নিজে সর্ব্বদা যেন আকাশমণ্ডলে উড্ডীয়মান। অপিচ, যে শ্রীমন্দিরের স্বর্ণকর্ণিকাই সুন্দর চেল অর্থাৎ শোভন বস্ত্রের তুল্য এবং মণিকান্তি কেশর ও যাহার প্রান্তভাগ অষ্টদলে বিভক্ত থাকায় অষ্টদলপদ্মের ন্যায় ও খট্টাতুল্য হইয়াছে ॥ ৭০—৭২ ॥

অপর, যে মন্দিরের বহির্ভাগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রত্নালয় তুল্য মূলদেশ ও কল্পলতাবৃত কুঞ্জদ্বারা তথা আটটী কল্পবৃক্ষে শোভিত হইয়াছে ॥ ৭৩ ॥

বল্লীযুক্কল্পবৃক্ষাণি কুঞ্জানাং তদ্বহির্বহিঃ ।
ক্রমাদ্বিগুণসংখ্যানাং বহুভি র্মণ্ডলৈর্বৃতং ॥ ৭৪ ॥
ভাস্বতা মৃগপক্ষ্যাদিমিথুনৈ রত্নচিত্রিতৈঃ ।
শূন্যহেমস্থলীপ্রান্তভাগেন তদ্বহির্বৃতং ॥ ৭৫ ॥
তদ্বহিঃ কদলীষণ্ডৈঃ সফলৈঃ শীতলচ্ছদৈঃ ।
বৃতং নানাজাতিভেদৈঃ কর্পূরাকরবল্কলৈঃ ॥ ৭৬ ॥

পুনঃ কীদৃশং মন্দিরং তত্তেষামষ্টকুঞ্জানাং বহির্বহিঃ ক্রমাদ্দ্বিগুণসংখ্যানাং ষোড়শানাং তদ্বহির্দ্বাত্রিংশতস্তদ্বহিশ্চতুঃষষ্ট্যা স্তদ্বহিরষ্টোত্তরশতসংখ্যৈবং ক্রমে বল্লীযুক্ কল্পবৃক্ষাণি কুঞ্জানাং বহুভিরনেকৈ র্মণ্ডলৈর্বৃতং ॥ ৭৪ ॥

তত্তেষাং কুঞ্জমণ্ডলানাং বহিঃ রত্নচিত্রিতৈ র্মৃগপক্ষ্যাদিমিথুনৈঃ সহ ভাস্বতা প্রকাশমানেন শূন্যহেমস্থল্যাঃ প্রান্তভাগেন বৃতং ॥ ৭৫ ॥

তদ্বহিঃ কর্পূরাণামাকরা উৎপাদকা বল্কলা যেষাং তৈঃ নানাজাতিভেদৈঃ সফলৈঃ ফলসহিতৈঃ শীতলানি ছদানি পত্রাণি যেষাং তৈঃ কদলীনাং ষণ্ডৈঃ সমূহৈর্বৃতং ॥ ৭৬ ॥

অপিচ, সেই অষ্টকুঞ্জের বহির্ভাগে ক্রমশঃ দ্বিগুণসংখ্যক অর্থাৎ ষোড়শ ও তাহার বহির্ভাগে তাহার দ্বিগুণ অর্থাৎ দ্বাত্রিংশ, তদ্বহির্ভাগে তাহার দ্বিগুণ অর্থাৎ চতুঃষষ্টি, তাহার বহির্ভাগে তাহার দ্বিগুণ অর্থাৎ একশত অষ্টসংখ্যক-কুঞ্জ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এইরূপে ক্রমশঃ দ্বিগুণ কল্পতরুসমূহ লতাবেষ্টিত হইয়া তথা বহু বহু কুঞ্জমণ্ডলে যে মন্দির পরিবৃত রহিয়াছে ॥ ৭৪ ॥

ঐ মন্দিরের বহির্ভাগ রত্নচিত্রিত মৃগপক্ষ্যাদির মিথুন (স্ত্রীপুরুষ) এবং শূন্য ও দীপ্তিশালী হেমস্থলীর প্রান্তভাগে পরিবৃত রহিয়াছে ॥ ৭৫ ॥

তাহার বহির্দ্দেশ নানাজাতীয় কদলীবৃক্ষশ্রেণী দ্বারা পরিবৃত, ঐ সকল কদলীবৃক্ষ সর্ব্বদা ফলযুক্ত, দলসমূহ সুশীতল এবং ঐ কদলীর দলসমস্ত কর্পূরের আকর অর্থাৎ ঐ জাতীয় কদলীর বল্কল হইতে কর্পূর জন্মিয়া থাকে ॥ ৭৬ ॥

তদ্বহির্বেষ্টিতং পুষ্পোদ্যানেনাতিপ্রথীয়সা।
পৃথক্ তত্তৎপুষ্পবাটীবলিতেন সমন্ততঃ ॥ ৭৭ ॥
তদ্বহির্ভূরিভেদানাং নম্রাণাং ফলভারতঃ।
আরামমণ্ডলৈ স্তৈ স্তৈ র্বেষ্টিতং ফলভূরুহাং ॥ ৭৮ ॥
তয়োর্মধ্যেঽরণ্যদেবী কুঞ্জদাসীশতান্বিতৈঃ।
সেবোপকরণাগারনিকরৈঃ পরিতোবৃতং ॥ ৭৯ ॥

তদ্বহিঃ পৃথক্ তত্তৎপুষ্পাণাং পূর্ব্বোক্তমালত্যাদিপুষ্পাণাং বাটীভিঃ পুষ্পোদ্যানৈ র্বলিতেন বেষ্টিতেন অতিপ্রথীয়সা বিস্তীর্ণেন পুষ্পোদ্যানেন অত্র পুষ্পোদ্যানেন ইতি জাতাবেকবচনং পুষ্পোদ্যানৈরিত্যভিপ্রায়ঃ। সমন্ততঃ সর্ব্বতোদিক্ষু বেষ্টিতং ॥ ৭৭ ॥

তদ্বহি র্ভূরিভেদানাং পনসাম্রাদীনাং ফলভারতঃ ফলভারান্নম্রাণাং ফলভূরুহাং ফলবৃক্ষাণাং তৈস্তৈঃ পূর্ব্বোক্তৈরারামমণ্ডলৈরুপবনমণ্ডলৈর্বেষ্টিতং ॥ ৭৮ ॥

তয়োঃ পুষ্পবাটী আরাময়ো র্মধ্যেঽরণ্যদেবীনাং কুঞ্জদাসীনাঞ্চ শতেন সমূহেনান্বিতৈ র্যুক্তৈঃ সহ সেবোপকরণানাং পুষ্পফলবস্ত্রালঙ্কার ভক্ষ্যভোজ্য সুগন্ধ কস্তূর্য্যাদীনামাগারনিকরৈঃ পরিতোবৃতং॥ ৭৯ ॥

তাহার বহির্ভাগ চতুর্দ্দিকে পৃথক্ পৃথক্ পুষ্পবাটী সমন্বিত ও সুবিস্তৃত পুষ্পোদ্যানে পরিবৃত রহিয়াছে ॥ ৭৭ ॥

তাহার বহির্ভাগ ফলভরে বিনত ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষসকলের উপবন মণ্ডলী দ্বারা বেষ্টিত ॥ ৭৮ ॥

এবং সেই পুষ্পবটিকা ও উপবনের মধ্যে অরণ্যদাসী ও কুঞ্জদাসীসমন্বিত সেবার উপকরণ গৃহসমূহদ্বারা যাহা পরিবৃত ॥ ৭৯ ॥

বহির্বহিঃ ক্রমাত্তস্মাদ্বৃতং তত্তল্লতাযুতৈঃ।
সান্তরালৈঃ পৃথক্কৃতৈস্তৈঃ শ্রেণীভূতৈ দ্রুমণ্ডলৈঃ ॥ ৮০ ॥
করলভ্য হরিৎপীতারুণাচ্ছফলগুচ্ছকৈঃ।
তদ্বহির্বৃতকণ্ঠানাং পূগানাং মণ্ডলৈর্বৃতং ॥ ৮১ ॥
আলবালনিটিলোপরিসুপ্তৈ-
র্বেষ্টিতং সুফলগুচ্ছকবৃন্দৈঃ।
ভূষণালিভিরিবাঙ্কিতকণ্ঠৈ-
র্নারিকেলবলয়ৈ র্বহিরস্মাৎ ॥ ৮২ ॥

তস্মাদারামাদ্বহির্বহিঃ ক্রমাৎ সান্তরালৈরবকাশসহিতৈ রসংলগ্নৈঃ তত্তল্লতাঃ পূর্ব্বোক্তস্তাভির্যুতৈঃ পৃথক্‌শ্রেণীভূতৈ. স্তৈস্তৈ দ্রুমমণ্ডলৈর্বৃতং ॥ ৮০ ॥

তদ্বহিঃ করেণ লভ্যা হস্ত প্রাপ্যা হরিৎপীতারুণ বর্ণাশ্চ তেহচ্ছা নির্ম্মলাশ্চ ফলানাং গুচ্ছাস্তৈর্বৃতকণ্ঠানাং পূগানাং গুবাকবৃক্ষাণাং মণ্ডলৈর্বৃতং ॥ ৮১ ॥

অস্মাদ্বহি র্নারিকেলবৃক্ষাণাং বলয়ৈঃ শ্রেণীভির্বেষ্টিতং। কীদৃশৈঃ। আলবালস্য বৃক্ষসেচনার্থং জলাধারস্য নিটিলো মস্তকস্তদুপরি সুপ্তৈঃ পতিতৈঃ। পুনঃ কীদৃশৈঃ। ভূষণালিভিরিব সুফলগুচ্ছকানাং বৃন্দৈরঙ্কিতকণ্ঠৈঃ ॥ ৮২ ॥

এইরূপ তথা হইতে বহির্ভাগ ক্রমশঃ সেই সেই লতাযুক্ত ঘনসন্নিবিষ্ট শ্রেণীভূত বৃক্ষসকলে পরিবেষ্টিত ॥ ৮০ ॥

হস্ত দ্বারা অনায়াসে যাহার হরিৎবর্ণ, পীতবর্ণ এবং রক্তবর্ণ ফল ও স্তবক গ্রহণ করা যায় তাদৃশ আবৃতকণ্ঠ গুবাকবৃক্ষ সমূহে তাহার বহির্ভাগ পরিবেষ্টিত ॥ ৮১ ॥

আলবালের শিরোভাগোপরি প্রসুপ্ত ফল ও গুচ্ছকসমূহ সমন্বিত এবং ভূষণনিচয় দ্বারা যাহার কণ্ঠদেশ চিহ্নিত, তাদৃশ নারিকেল বৃক্ষে যাহার সেই স্থান হইতে বহির্ভাগ বেষ্টিত ॥ ৮২ ॥

চম্পকাশোকনীপাম্রাদীনাং কৃষ্ণাতটোপরি।
পুন্নাগবকুলাদীনাং নিকুঞ্জৈস্তদ্বহির্বৃতং ॥ ৮৩ ॥
তীরনীরানম্রশাখৈঃ ফুল্লবাসন্তিকাবৃতৈঃ।
মঞ্জুলৈ র্বাঞ্জুলৈঃ কুঞ্জৈ র্বাঞ্জুলৈশ্চাভিতোবৃতং ॥ ৮৪ ॥
স্বপার্শ্বয়োঃ শ্রীবকুলাবলিভ্যাং
সংচ্ছাদিতান্যত্র চিতানি রত্নৈঃ।
আমন্দিরাদযামুনতীর্থগানি
চত্বারি বর্ত্মানি বিভান্তি দিক্ষু ॥ ৮৫ ॥

তদ্বহিঃ যমুনাতটোপরি চম্পকাদীনাং পুন্নাগো নাগকেশর স্তদাদীনাং বৃক্ষাণাং নিকুঞ্জৈর্বৃতং ॥ ৮৩ ॥

যমুনায়া স্তীরস্থনীরমভিব্যাপ্য নম্রশাখা যেষাং তৈঃ ফুল্লমাধবীলতাবৃতৈঃ মঞ্জুলৈ র্মনোজ্ঞৈঃ বাঞ্জুলৈরাশোকৈ র্বাঞ্জুলৈ র্বেতসৈঃ পানিচ্ছিটকাখ্যৈঃ কুঞ্জৈরভিতঃ সর্ব্বতোদিক্ষু বৃতং। বকুলোবঞ্জুল ইতি বঞ্জুলশ্চিত্রকৃচ্ছাথ ইতি অথ বেতসে। "রথাভ্র পুষ্পবিদুলশীতবানীরবঞ্জুলা" ইতি চামরঃ ॥ ৮৪ ॥

অত্র স্থলে মন্দিরমারভ্য যমুনায়া স্তীর্থগানি দিক্ষু চত্বারি বর্ত্মানি বিভান্তি। কীদৃশানি পার্শ্বদ্বয়ে বকুলশ্রেণীভ্যাং চিতানি মধ্যে রত্নৈশ্চিতানি ॥ ৮৫ ॥

যমুনার তীরের উপরিস্থ চম্পক, অশোক, কদম্ব, আম্র, পুন্নাগ ও বকুলাদি বৃক্ষসকলের শ্রেণী বিরচিত নিকুঞ্জনিচয়ে পরিবেষ্টিত ॥ ৮৩ ॥

যমুনার তীরবর্ত্তি জলে যাহার শাখা বিনম্র, প্রফুল্ল মাধবীলতায় পরিবেষ্টিত মনোহর অশোকতরু এবং বেতস অর্থাৎ পানছিট্‌কা বৃক্ষগণের কুঞ্জ দ্বারা যাহার সকল দিক্ পরিবৃত ॥ ৮৪ ॥

এই স্থানে মন্দিরের নিকট হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীযমুনার ঘাট পর্য্যন্ত চারিদিকে চারিটী পথ শোভা পাইতেছে, এই পথের দুই পার্শ্ব শোভাযুক্ত বকুল শ্রেণীতে পরিবেষ্টিত এবং মধ্যস্থান বিবিধ রত্নে পরিবৃত ॥ ৮৫ ॥

যস্যৈশান্যাং দিশি মণিতটং ব্রহ্মকুণ্ডং যদাস্তে
তস্যৈশান্যাং শিব ইহ সদা সোঽস্তি গোপীশ্বরাখ্যঃ।
তস্যোদীচ্যাং তটভুবি তরুঃ সোঽস্তি বংশীবটাখ্য-
স্তিষ্ঠন্ বংশ্যাহ্বয়তি রমণীঃ কুট্টিমে যস্য কৃষ্ণঃ॥ ৮৬॥
ঊনবিংশত্যা কুলকং॥

জানূরুদঘ্নৈঃ কটিনাভিমাত্রৈ-
র্হৃৎকণ্ঠমূর্দ্ধদ্বয়সৈঃ ক্বচিচ্চ।
কুত্রাপ্যগাধৈঃ সলিলৈরঘারেঃ
সম্পাদয়িত্রী জলকেলিসৌখ্যং॥ ৮৭॥

যস্য যোগপীঠস্যৈশান্যাং দিশি ব্রহ্মকুণ্ডমাস্তে। অস্য ব্রহ্মকুণ্ডস্যৈশান-কোণে গোপীশ্বরাখ্যঃ শিবোঽস্তি শিবস্যোত্তরে যমুনাতটে বংশীবটাখ্য স্তরু-রস্তি। যস্য বংশীবটস্য কুট্টিমে বেদ্যাং শ্রীকৃষ্ণস্তিষ্ঠন্ বংশ্যা রমণী ব্রজসুন্দরী-রাহ্বয়তি॥ ৮৬॥

পুনস্তদ্যোগপীঠং বর্ণয়ন্ সন্ তদ্বিশেষণতয়া যমুনাং বর্ণয়তি জানূরুদঘ্নৈ-রিত্যাদি সপ্তভিঃ সা কীদৃশী। জানু উরুকটিনাভিহৃৎকণ্ঠমূর্দ্ধদ্বয়সৈঃ জান্বাদি-

---

যে যোগপীঠের ঈশানদিকে মণিখচিত তট ব্রহ্মকুণ্ড, ঐ ব্রহ্মকুণ্ডের ঈশানকোণে গোপীশ্বর নামক শিব বর্ত্তমান আছেন, তাঁহার উত্তরদিকে যমুনাতটে বংশীবট নামে বৃক্ষ বিদ্যমান, যে বংশীবটের কুট্টিমে অর্থাৎ বেদি-কায় থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনি করত রমণী সকলকে আহ্বান করিয়া থাকেন॥ ৮৬॥

পুনর্ব্বার ঐ যোগপীঠ বর্ণন করত তাহার বিশেষণ রূপে যমুনাকে বর্ণন করিতেছেন,—

জানু, উরু, কটি, নাভি, বক্ষঃ, কণ্ঠ ও মস্তক পরিমিত জল এবং কোথাও বা অগাধ জল দ্বারা যমুনাদেবী জলকেলি সম্পাদন করিতেছেন॥ ৮৭॥

কহ্লার কোকনদ কৈরবপুণ্ডরীকৈ-

রিন্দীবরাম্বুরুহহল্লকহেমপদ্মৈঃ।

ফুল্লৈর্লসন্মধুকরৈঃ সরসৈ র্মনোজ্ঞা

তত্তৎপরাগমকরন্দসুগন্ধতোয়া॥ ৮৮॥

চক্রাঙ্গমদ্গুপ্লবচক্রবাক-

সরারিকোয়ষ্টিকসারসানাং।

কাদম্বকারণ্ডবখঞ্জনানাং

স্বনৈ র্বিলাসৈ র্যুততীরনীরা॥ ৮৯॥

পরিমিতৈঃ সলিলৈঃ পরিমিতার্থে দ্বয়সট্ প্রত্যয়ঃ। অথাবে জলকেলিসৌখ্যং সম্পাদয়িত্রী॥ ৮৭॥

ফুল্লৈঃ সরসৈঃ লসন্মধুকরৈঃ কহ্লারাদিভি র্মনোজ্ঞা। তত্তত্তেষাং কহ্লরাদীনাং পুষ্পরজঃ পুষ্পরসৈঃ সুগন্ধং যস্যাঃ সা তোয়ং "সৌগন্ধিকন্তু কহ্লার"মিতি। "রক্তোৎপলং কোকনদ"মিতি। "সিতে কুমুদকৈরব" ইতি। "পুণ্ডরীকং সিতাম্ভোজ"মিতি। "ইন্দীবরঞ্চ নীলেহস্মিন্নি"তি। অম্বুরুহং কমলং হল্লকং রক্তসন্ধ্যকমিতি চামরঃ॥ ৮৮॥

চক্রাঙ্গোহংসঃ সারীতোমদ্গুঃ কারণ্ডবঃ প্লবঃ সরারিরাটিবাটিবাড়িশ্চেতি কোযষ্টিকষ্টিট্টিভকঃ না ইতি সারসঃ স্বনামপ্রসিদ্ধঃ "কাদম্বঃ কলহংসঃ স্যা"দিতি চামরঃ। খঞ্জনশ্চ এষাং স্বনৈঃ শব্দৈর্বিলাসৈশ্চ যুতং তীরং নীরঞ্চ যস্যাঃ সা॥ ৮৯॥

যে যমুনা ফুল্ল, সরস ও শোভন মধুকরযুক্ত কহ্লার, কোকনদ, শ্বেতকুমুদ, পুণ্ডরীক অর্থাৎ শুক্লপদ্ম, ইন্দীবর (নীলকুমুদ) অম্বুরুহ (পদ্ম) হল্লক অর্থাৎ রক্তসন্ধ্যক স্বর্ণপদ্ম প্রভৃতি দ্বারা মনোজ্ঞ এবং ঐ পুষ্প সকলের পরাগ সমূহে যাহার জল নিরন্তর সুগন্ধ॥ ৮৮॥

অপর, হংস, মদ্গু, প্লব, চক্রবাক, সরারি, টিট্টিভ, সারস, কলহংস, কারণ্ডব এবং খঞ্জনপক্ষির সবিলাসধ্বনিতে যাহার জল ও তীরপ্রদেশ নিয়তকাল প্রতিধ্বনিত হইতেছে॥ ৮৯॥

গোকর্ণরোহিষিকশম্বরকৃষ্ণসারৈ-
র্ন্যঙ্কেণরঙ্কুপৃষতৈ র্গবয়ৈঃ শশৈশ্চ।
গন্ধর্ব্বরোহিত সমূরুচমূরুচীনৈ-
রন্যৈ র্মৃগৈ র্বলিততীরবনান্তভাগাঃ ॥ ৯০ ॥
একানি নির্ঝরবৃতান্যভিতোহপরাণি
প্রান্তেঽতিমুক্তসুনিকুঞ্জশতান্বিতানি।
অন্যানি দিক্ষু কুসুমোপবনাবৃতানি
পূর্ণেন্দুমণ্ডলনিভানি মনোহরাণি ॥ ৯১ ॥

গোকর্ণাদিভিরন্যৈ র্মৃগৈর্বলিতং যুতং তীরং বনঞ্চ যস্যাঃ সা। গোকর্ণ-রোহিষিকশম্বর কৃষ্ণসারন্যঙ্কু এণ রঙ্কু পৃষত গবয় শশ গন্ধর্ব্বরোহিতময়ূরচীনৈ-র্মৃগভেদৈঃ। "গোকর্ণপৃষতৈণাশ্চ রোহিতাশ্চমরোমৃগা" ইত্যমরঃ "কৃষ্ণসাররুরু ন্যঙ্কুরঙ্কুশম্বর রোহিষা" ইত্যমরঃ। "গন্ধর্ব্বঃ সরভোরামঃ সৃমরোগবয়ঃ শশ" ইতি চামরঃ ॥ ৯০ ॥

সা পুনঃ কথম্ভূতা তদাহ দ্বাভ্যাং। যস্যাঃ যমুনায়াঃ পুলিনানি ভান্তি। একানি মুখ্যানি পুলিনান্যভিতো নির্ঝরৈ রাবৃতানি অপরাণি "অতিমুক্তঃ পুণ্ড্রকঃ স্যা"দিত্যমরঃ। প্রান্তেঽতিমুক্তানাং সুনিকুঞ্জশতৈরন্বিতানি অন্যানি

তথা গোকর্ণ, রোহিষিক, শম্বর, কৃষ্ণসার, ন্যঙ্কু, এণ, রঙ্কু, পৃষত, গবয়, শশ, গন্ধর্ব্ব, রোহিত, সমরু, চমরু এবং চীন নামক ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় মৃগ সকল দ্বারা যাহার তীর ও কাননের প্রান্তভাগ নিয়তকাল পরিবেষ্টিত, অপিচ যাহার পুলিনের কোন কোন ভাগ নির্ঝর পরিবৃত, অপর প্রান্ত অতিমুক্তের সুন্দর নিকুঞ্জ সমূহে পরিবৃত, অন্য বিভাগের প্রত্যেক দিক্ কুসুমিত উপবনে আবৃত, তথা অন্য সমস্তপ্রদেশ সম্পূর্ণ চন্দ্রমণ্ডলতুল্য কর্পূর চূর্ণের মদখর্ব্বকারি বালুকানিচয় যে স্থানে বর্ত্তমান, এবং পূর্ণচন্দ্রের কান্তি

কর্পূরচূর্ণমদনিন্দকবালুকানি
পূর্ণামৃতদ্যুতিকরাদ্দ্বিগুণোজ্জ্বলানি।
শ্রীকৃষ্ণবল্লববধূচয়রাসনৃত্য-
লক্ষ্মান্বিতানি পুলিনানি চ ভান্তি যস্যাঃ॥ ৯২॥
যুগ্মকং॥

যস্যোত্তরায়াং যমুনাদিশি স্বয়ং
সারণ্যতীরৈঃ পুলিনাতিরাজিতৈঃ।
স্বৈর্নির্ঝরৈর্ভূরিভিরন্তরান্তরা
সংবেষ্ট্য রাসস্থলিকাং বিভাতি সা॥ ৯৩॥
সপ্তভিঃ কুলকং॥

পুলিনাদি দিক্ষু কুসুমানামুপবনৈরাবৃতানি। পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলসদৃশানি কর্পূরচূর্ণস্য মদনিন্দকা বালুকা যেষাং তানি পূর্ণচন্দ্রস্য করাৎ কিরণাদ্দ্বিগুণোজ্জ্বলানি কৃষ্ণগোপীসমূহকৃতরাসনৃত্যস্য চিহ্নৈরন্বিতানি॥ ৯১—৯২॥

যস্য যোগপীঠস্যোত্তরস্যাং দিশি স্বয়ং সা যমুনাসারণ্যতীরৈঃ সরণিঃ পন্থাস্তৎসম্বন্ধি তীরং যেষাং তৈঃ পুলিনৈরতিশয়েন রাজিতৈর্ভূরিভিঃ স্বৈর্নির্ঝরৈরন্তরান্তরা মধ্যে রাসস্থলিকাং সংবেষ্ট্য বিভাতি। মানসরোবরং মধ্যে কৃত্বা পুরা শ্রীযমুনা উত্তরদিশায়ামাসীৎ। যত্রাধুনা শ্রীযমুনা বর্ত্ততে তত্রাদৌ শ্রীযমুনা নির্ঝরৈরাসীৎ॥ ৯৩॥

পতিত হওয়াতে দ্বিগুণ উজ্জ্বলিত হইয়াছে এবং শ্রীকৃষ্ণ ও গোপবধূ সকলের রাস নৃত্যের চিহ্ন যাহাতে বর্ত্তমান, তাদৃশ পুলিন সকল যে যমুনা তীরে শোভা পাইতেছে॥ ৯০—৯২॥

যোগপীঠের উত্তর ভাগ যে যমুনার দিকে, সেই যমুনা শোভিত অরণ্যতীর এবং স্বীয় প্রচুরতর নির্ঝর সমূহে মধ্যে মধ্যে রাসস্থলীকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক শোভা পাইতেছে॥ ৯৩॥

কল্পদ্রুমাধঃস্থিতরত্নমন্দিরং
গোপালসিংহাসনযোগপীঠং ।
যমাগমজ্ঞাঃ প্রবদন্তি যং হরেঃ
প্রিয়াগণঃ কেলিনিকুঞ্জমাহ চ ॥ ৯৪ ॥
এবম্বিধং তং স্থলরাজতল্লজং
কন্দর্পলীলাসুখসত্রমন্দিরং ।
গোবিন্দসংস্মারকমাত্মনো গুণৈ-
র্বীক্ষ্যাপরাধা সসখীততি র্মুদং ॥ ৯৫ ॥

যুগ্মকং ॥

এবং বিধং তং স্থলরাজতল্লজং প্রশস্তস্থলরাজং বীক্ষ্য। সখীততিভিঃ সহ রাধা মুদমাপেতি পরশ্লোকেন সম্বন্ধঃ। "মতল্লিকামচর্চ্চিকা প্রকাণ্ডমুদ্ঘতল্লজৌ। প্রশস্তবাচকান্যমূনীত্যমরঃ। কীদৃশং কল্পদ্রুমস্যাধঃ স্থলে স্থিতং রত্নমন্দিরং যস্মিন্। আগমজ্ঞাঃ যং গোপালসিংহাসনযোগপীঠং বদন্তি হরেঃ প্রিয়াগণোঽয়ং কেলিকুঞ্জমাহচ কন্দর্পলীলাভিঃ সুখানাং সত্রস্য মন্দিরং আত্মনোগুণৈ-র্গোবিন্দস্য সম্যক্ স্মারকং ॥ ৯৪—৯৫ ॥

যে স্থানে কল্পতরুর অধোভাগে রত্নমন্দির অবস্থিত এবং আগমজ্ঞ পণ্ডিত-সকল শ্রীগোপালের সিংহাসনরূপ যোগপীঠ বলিয়া বর্ণন করেন, তথা শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীবৃন্দ যাহাকে কেলিকুঞ্জ বলিয়া থাকেন, এবম্বিধ কন্দর্পলীলাসম্বন্ধীয় আনন্দ যজ্ঞের মন্দির ও স্বীয় গুণে শ্রীগোবিন্দের সংস্মারক সেই উৎকৃষ্ট স্থান দর্শন করিয়া শ্রীরাধিকা সখীসকলের সহিত পরমানন্দ লাভ করি-লেন ॥ ৯৪—৯৫ ॥

বৃন্দা সবৃন্দাত্র বিভূষয়ন্তী
কুঞ্জানি নানারচনোপচারৈঃ।
নিজেশয়োর্বর্ত্মনি দত্তদৃষ্টিঃ
স্বেশামকস্মান্মিলিতাং দদর্শ ॥ ৯৬ ॥
অভ্যুদ্গতাদৈ্য বিনিবেদ্য হল্লকে-
সা কেশবোত্তংসচরে মুদান্বিতা।
সংদর্শয়ন্তী বনকুঞ্জমঞ্জুতাং
নিকুঞ্জরাজং প্রতিতামনৈষীৎ ॥ ৯৭ ॥

অত্র স্থলে বৃন্দেন স্বগণেন সহ বৃন্দা নানারচনোপচারৈঃ কুঞ্জানি বিভূষয়ন্তী সতীনিজেশয়ো রাধাকৃষ্ণয়ো র্বর্ত্মনি মার্গে দত্তা দৃষ্টি র্যয়া সা। অকস্মান্মিলিতাং স্বেশাং রাধাং দদর্শ ॥ ৯৬ ॥

সা বৃন্দা অভ্যুদ্গতা অভিগমনং কুর্ব্বতী কেশবস্ত কৃষ্ণস্যোত্তংসচরে পূর্ব্বং কর্ণভূষণে হল্লকে রক্তসন্ধ্যাকে অস্যৈ রাধায়ৈ বিনিবেদ্য তাং রাধাং বনকুঞ্জয়ো র্মঞ্জুতাং মনোজ্ঞতাং সংদর্শয়ন্তী সতী নিকুঞ্জরাজং প্রত্যনৈষীৎ ॥ ৯৭ ॥

এই যোগপীঠে বৃন্দাদেবী স্বীয়গণ সমভিব্যাহারে নানাবিধ রচনা ও উপচার দ্বারা কুঞ্জ সমূহ বিভূষিত করত নিজেশ্বর শ্রীরাধাকৃষ্ণের আগমন পথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবামাত্রই অকস্মাৎ নিজেশ্বরী শ্রীরাধাকে সমাগত দর্শন করিতে পাইলেন ॥ ৯৬ ॥

এবং বৃন্দাদেবী শ্রীরাধার নিকট আগমন করত শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ব পরিহিত কর্ণভূষণ স্বরূপ দুইটী রক্তসন্ধ্যাক পুষ্প শ্রীরাধাকে প্রদান করত কাননের মনোহারিণী শোভা দেখাইতে দেখাইতে নিকুঞ্জরাজ শ্রীকৃষ্ণের সমীপে লইয়া যাইতে লাগিলেন ॥ ৯৭ ॥

শোভাং বনস্যেন্দুকরানুরঞ্জিতাং
সোদ্দীপনীং ভাবততেঃ স্বভাবতঃ ।
নিকুঞ্জবৃন্দস্যচ বৃন্দয়াচিতাং
বীক্ষ্যাস লোলা হরিসঙ্গমাপ্তয়ে ॥ ৯৮ ॥
তস্যা উদ্দীপ্তভাবালীবাত্যয়োচ্চালিতং মনঃ ।
কৃষ্ণাপ্ত্যাশাপগোৎকণ্ঠাবর্ত্তে তূলমিবাপতৎ ॥ ৯৯ ॥

সা রাধা বনস্য নিকুঞ্জবৃন্দস্যচ শোভাং বীক্ষ্য হরিসঙ্গমাপ্তয়ে লোলা চঞ্চলা সতৃষ্ণা বাস। কীদৃশীং শোভাং বৃন্দয়াচিতাং নানারচনোপচারৈ র্বিভূষিতাং চন্দ্রকরানুরঞ্জিতাং স্বভাবতো ভাবততেরুদ্দীপনীং ॥ ৯৮ ॥

তস্যাঃ রাধায়া মনঃ ধূমায়িতজ্বলিতদীপ্তেভ্যোভাবেভ্যশ্চতুর্থা উদ্দীপ্তা যে ভাবা স্তেষামালী সৈব ব্যাত্যা বায়ুসমূহস্তয়া তূলবদুচ্চালিতং উর্দ্ধং নীতং ভূত্বা কৃষ্ণস্যাপ্তিঃ প্রাপ্তি স্তত্র যা আশা সৈবাপগা নদী তস্যামুৎকণ্ঠারূপাবর্ত্তে ঘূর্ণ্যামাপতৎ তূলখণ্ডো যথা বাত্যানীতোনদীঘূর্ণামধ্যে পতিত্বা ঘূর্ণাতি তথাঽভূদিত্যর্থঃ ॥ ৯৯ ॥

এদিকে শ্রীরাধা বৃন্দাদেবীর সহিত চন্দ্রকিরণে অনুরঞ্জিত সুতরাং স্বভাবতই ভাব পরম্পরায় উদ্দীপন কারিণী ও বৃন্দার বর্দ্ধিত নিকুঞ্জ সমূহের শোভা সন্দর্শন করত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভার্থ অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন ॥ ৯৮ ॥

ঐ সময়ে, ধূমায়িত, জ্বলিত ও দীপ্ত ভাবের মধ্যে চতুর্থ উদ্দীপ্ত ভাব সমূহ রূপ বায়ুশ্রেণীতে শ্রীরাধার মন উচ্চলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্তি আশারূপ নদীর উৎকণ্ঠা রূপ আবর্ত্ত অর্থাৎ ঘূর্ণায় তুলার ন্যায় পতিত হইল ॥ ৯৯ ॥

কুঞ্জং মুহুর্বিশতি পশ্যতি তত্র চিত্রা-
ন্যস্মান্নিরেতি সরণিং সরতি প্রিয়স্য।
পত্রে ক্বচিচ্চলতি তং মনুতে সমেতং
বৃন্দাঞ্চ পৃচ্ছতি তদাগমমুৎসুকেয়ং ॥ ১০০ ॥
সংকল্পান্ হরিণা বিলাসবিততেঃ প্রাপ্তৌ বিকল্পান্ হরেঃ
সংজল্পান্ স্ফুরতামুনাচ পুরতঃ সন্তন্বতী ভূরিশঃ।
আকল্পং স্বতনোঃ সুকল্পমপি সা তল্পঞ্চ সংস্কুর্ব্বতী
স্বকুল্পং কালমনল্প কল্পসদৃশং মেনে প্রিয়াপ্ত্যুৎসুকা ॥১০১॥

মনসোঘূর্ণনাত্তস্যাশ্চেষ্টিতমাহ। মুহুঃ কুঞ্জং বিশতি তত্র কুঞ্জে চিত্রাণি পশ্যতি। অস্মাৎ কুঞ্জান্নিরেতি নির্গচ্ছতি। প্রিয়স্য সরণিং পন্থানং সরতি গচ্ছতি। ক্বচিৎ পত্রে চলতি সতি সমেতমাগতং তং কৃষ্ণং মনুতে। উৎসুকেন তদাগমং তস্য কৃষ্ণস্যাগমং বৃন্দাঞ্চ পৃচ্ছতি ॥ ১০০ ॥

সা শ্রীরাধা হরিণা সহ বিলাসততেঃ বিলাসশ্রেণেঃ সংকল্পানভিলাষান্ "সংকল্পঃ কর্ম্ম মানস"মিত্যমরঃ। হরেঃ প্রাপ্তৌ বিকল্পান্ হরিরাগমিষ্যত্যেব কিম্বা কেনাপি বিঘ্নেন নাগমিষ্যতীত্যাদি প্রকারান্ স্ফুরতা স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তেনামুনা কৃষ্ণেন সহ সংজল্পান্ পরস্পরকথোপকথনানি ভূরিশঃ সন্তন্বতী সতী স্বতনোঃ

উৎকণ্ঠাবর্ত্তে বিঘূর্ণিত হইয়া শ্রীরাধার মন কখনও কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিতে, কখন আশ্চর্য্য অবলোকন করিতে, কখন কুঞ্জ হইতে নির্গমন করিতে এবং কখনও বা প্রিয়তমের পথে অনুসরণ করিতে লাগিল, কখন বা কানন মধ্যে পত্র চলিত হইলে কান্ত আগমন করিয়াছেন ভাবিয়া তদাগমনে উৎসুক বশতঃ যেন বৃন্দাদেবীকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥ ১০০ ॥

এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিলাস সমূহের সঙ্কল্প অর্থাৎ মানসিক ব্যাপার প্রাপ্তি বিষয়ে বিকল্প অর্থাৎ "শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিবেন বা কোন বিঘ্ন বশত আগমন করিবেন না" এইরূপ সংশয় এবং স্ফূর্ত্তিশালি শ্রীকৃষ্ণের সহিত

অথাত্র ঘোষেশসুতঃ সবিত্র্যাং
স্বং শায়য়িত্বা স্বগৃহং গতায়াং।
ক্ষণং স বিশ্রম্য বহিঃ স্বদাসান্
প্রস্থাপ্য গেহাচ্ছয়নাদুদস্থাৎ ॥ ১০২ ॥
কীলয়িত্বা পুরোদ্বারং দাসান্ প্রস্থাপ্য তদ্বহিঃ।
গন্তুমুৎকামনাঃ কুঞ্জং পক্ষদ্বারেণ নির্যযৌ ॥ ১০৩ ॥

স্বশরীরস্যাকল্পং ভূষণং সুকল্পং সুভূষিতং তল্পং শয্যামপি সংস্কুর্ব্বতী চ স্বল্পমপি কালং অনল্পশ্চাসৌ কল্প স্তস্য সদৃশং মেনে। অত্র হেতুমাহ। প্রিয়েত্যাদি ॥ ১০১ ॥

অথাত্র আত্রাচ স্বগৃহে সময়ে বা কৃষ্ণঃ সবিত্র্যাং মাতরি স্বমাত্মানং শায়য়িত্বা স্বগৃহং গতায়াং সত্যাং স কৃষ্ণঃ ক্ষণং বিশ্রম্য গৃহাদ্বহিঃ স্বদাসান্ প্রস্থাপ্য শয়নাৎ তল্পাদুদস্থাৎ উত্থিতঃ ॥ ১০২ ॥

তদ্বহিঃ দাসান্ প্রস্থাপ্য পুরোদ্বারং কীলয়িত্বা শৃঙ্খলাদিভিঃ রুদ্ধং কৃত্বা কৃষ্ণঃ কুঞ্জং গন্তুমুৎকমনাঃ পক্ষদ্বারেণ খিড়কীত্যাখ্যদ্বারেণ নির্যযৌ ॥ ১০৩ ॥

পরস্পর নানাবিধ কথোপকথন করিলেন, তথা স্বীয় ভূষণ সুন্দররূপে ভূষিত ও শয্যাকে উত্তমরূপে পরিষ্কৃত করিয়া অল্প কালকেও কল্প ন্যায় ভাবিতে লাগিলেন ॥ ১০১ ॥

অনন্তর গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, স্বীয় জননী শ্রীযশোদা শয্যায় শয়ন করাইয়া স্বগৃহে গমন করিলে দাসসকলকে বিদায় দিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করত শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন ॥ ১০২ ॥

এবং দাসবৃন্দকে বহির্ভাগে স্থাপন পূর্ব্বক পুরোদ্বারকে শৃঙ্খলাদি দ্বারা বদ্ধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জ গমন মানসে উৎসুক হওত পক্ষদ্বার অর্থাৎ খিড়কী দ্বার দিয়া নির্গত হইলেন ॥ ১০৩ ॥

অনাচ্ছন্নং হিত্বা শশিকরচিতং ঘোষবসতেঃ
পুরদ্বারং সম্ভাবিতবিবিধলোকাগমগমং।
সুখং পশ্চাৎস্তৃত্যা বিটপিবৃতয়া যামি বিপিনং
বিচার্য্যেত্থং গন্তুং পদযুগমধাদ্যর্হি স পুরঃ॥ ১০৪ ॥
তদৈব সা স্বৈ ব্রজভূরতর্কিতং
নিধায় যন্ত্রার্পিতযানসন্নিভে।
মনোজবে হৃৎকমলে নিনায় তং
কুঞ্জালয়ং তন্মনসা সহ দ্রুতং॥ ১০৫ ॥

যুগ্মকং॥

ঘোষবসতেঃ পুরদ্বারমনাচ্ছন্নং। শশিকরেণ জ্যোৎস্নয়াচিতং সম্ভাবিতং বিবিধজনানাং গমনাগমনং যত্র তং। হিত্বা বিটপিভি বৃ'তয়া পশ্চাৎ স্তৃত্যা-সুখং যথাস্যাত্তথা বিপিনং যামীত্থং বিচার্য্য সঃ কৃষ্ণঃ গন্তুং পুরোহগ্রে যর্হি পদ-যুগমধাৎ। তদৈব সা ব্রজভূরতর্কিতং যথাস্যাত্তথা যন্ত্রার্পিতযানসন্নিভে যন্ত্রা-র্পিতবাহনতুল্যে মনোজবে মনসো মন ইব বা জবোবেগো যস্য তস্মিন্। স্বে স্বীয়ে হৃৎকমলে তং কৃষ্ণং নিধায় তস্য কৃষ্ণস্য মনসা সহ দ্রুতং কুঞ্জালয়ং নিনায় প্রাপয়ামাস॥ ১০৪—১০৫॥

"ঘোষবসতির পুরদ্বার অনাবৃত, জ্যোৎস্নাব্যাপ্ত এবং অনেকানেক লোকের গমনাগমন সম্ভব এই বিবেচনায় উক্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষাচ্ছন্ন গৃহের পশ্চাদ্ভাগের পথ দিয়াই গমন করি" এইরূপ বিচার পূর্ব্বক গমনার্থ পাদ নিক্ষেপ করিলেন॥ ১০৪॥

এবং পাদবিক্ষেপ কালেই পৃথিবী সহসা যন্ত্রার্পিত বাহন ও মনের ন্যায় স্বীয় হৃদয়পদ্মে শ্রীকৃষ্ণকে স্থাপিত করিয়া তথা মনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে কুঞ্জভবনে লইয়া গিয়া উপস্থিত করাইলেন॥ ১০৫॥

জ্যোৎস্নাপূর্ণং তূর্ণমুল্লঙ্ঘ্য যত্না-
চ্ছায়াচ্ছন্নং বর্ত্ম গৃহ্ণংস্তরূণাং ।
আয়াতোঽহং প্রেয়সী সা গতা মে
কিম্বা নেত্থং কৃষ্ণ আসীত্তদোৎকঃ ॥ ১০৬ ॥
ইতস্তাবজ্জ্যোৎস্নোজ্জ্বলিতপবনান্দোলিতদলং
তমালং রাধারাৎ কনকচিতমালোক্য মুদিতা ।
প্রিয়ং মত্বায়ান্তং বিহসিতুমমুং কৌতুকবতী
নিলীনাসীৎ কুঞ্জালয়মনুবয়স্যাল্যনুমতা ॥ ১০৭ ॥

জ্যোৎস্নাপূর্ণং বর্ত্ম যত্নাৎ তূর্ণমুল্লঙ্ঘ্য তরূণাং ছায়াচ্ছন্নং বর্ত্ম গৃহ্ণন্নহমায়াতঃ মে প্রেয়সী সা রাধা আগতা কিম্বা নাগতা ইত্থমনেন প্রকারেণ কৃষ্ণস্তদোৎক আসীৎ ॥ ১০৬ ॥

তাবদিতোঽত্র রাধা আরাৎ সমীপে জ্যোৎস্নয়োজ্জ্বলিতশ্চাসৌ পবনেনান্দোলিতানি দলানি যস্য স চেতি তং কনকচিতং কনকবদ্ধং মূলঞ্চ তমালং তমালবৃক্ষমালোক্য ভাবাবেশেন জ্যোৎস্নাজন্যোজ্জ্বলে হাসভ্রান্ত্যা মূলবদ্ধকনকে পীতবসনভ্রান্ত্যা পবনকৃতান্দোলনে আগমনভ্রান্ত্যা তমালে কৃষ্ণভ্রান্ত্যা তং প্রিয়ং

"আমি জ্যোৎস্নাপূর্ণ পথ ত্যাগপূর্ব্বক বৃক্ষসকলের নিবিড়তর ছায়া দ্বারা সমাচ্ছন্ন পথে আসিয়াছি, আমার প্রেয়সী শ্রীরাধা আসিয়াছেন কিনা" এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন ॥ ১০৬ ॥

এদিকে শ্রীরাধা, পবনান্দোলিত, জ্যোৎস্না দ্বারা উজ্জ্বলিত ও কনকবদ্ধমূলদেশ সমন্বিত তমালবৃক্ষ সন্দর্শন করিয়া প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিতেছেন, অর্থাৎ শ্রীরাধা ভাবাবেশে জ্যোৎস্না জন্য উজ্জ্বলে হাস্য ভ্রান্তি, মূলবদ্ধ কনকে পীতাম্বর ভ্রান্তি, পবনকৃত আন্দোলনে আগমন ভ্রান্তি এবং তমালবৃক্ষে কৃষ্ণভ্রান্তি হেতু প্রিয়তম আগমন করিতেছেন ভাবিয়া তাঁহাকে

রত্নপ্রদীপাদিকধারিভিত্তি-
প্রলগ্নহৈমপ্রতিমালিমধ্যে।
স্থিতা প্রিয়ং প্রেক্ষ্য পুরঃ স্ফুরন্তং
দৃষ্টাস্ম্যনেনেতি মুহুর্নিলিল্যে ॥ ১০৮ ॥
তাবৎ কৃষ্ণোঽপি তত্রায়াদ্বৃক্ষাচ্ছন্নেন বর্ত্মনা।
বৃন্দাভ্যেত্য দদৌ তস্মৈ কর্ণিকারাবতংসকৌ ॥ ১০৯ ॥

সন্দানিতকং ॥

কৃষ্ণমায়াস্তং মত্বা। তং বিহসিতুং বয়স্যালিভিরনুমতা কৌতুকবতী রাধা কুঞ্জালয়েন্ন নিলীনাসীৎ ॥ ১০৭ ॥

রত্নদীপধারি স্বর্ণপ্রতিমা শ্রেণিমধ্যে স্থিতা রাধা পুরঃস্ফুরন্তং প্রিয়ং প্রেক্ষ্যানেন দৃষ্টাস্মীতি মত্বা মুহুর্নিলিল্যে ॥ ১০৮ ॥

তাবৎ সময়ে কৃষ্ণোঽপি বৃক্ষাচ্ছন্নপথা:তত্রায়াৎ। তং বৃন্দাভ্যেত্য তস্মৈ কৃষ্ণায় কর্ণিকারপুষ্পকৃতাবতংসকৌ কর্ণভূষণৌ দদৌ ॥ ১০৯ ॥

পরিহাস করিবার নিমিত্ত বয়স্যাসকলের অনুমতিতে শ্রীরাধা কৌতূহলবতী হইয়া কুঞ্জালয়ে লুক্কায়িত ভাবে অবস্থিত রহিলেন ॥ ১০৭ ॥

শ্রীরাধা যে স্থলে লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে, সেই স্থানের ভিত্তির প্রান্ত-দেশে রত্নপ্রদীপ ও সুবর্ণ প্রতিমা বর্ত্তমান থাকায় স্ফূর্ত্তিশীল প্রিয়তমকে সন্মুখে দর্শন করিয়া "প্রিয়তম আমাকে দেখিয়াছেন" এই ভাবিয়া লুক্কায়িত থাকিয়াও পুনর্ব্বার লুক্কায়িত হইতে লাগিলেন ॥ ১০৮ ॥

ইতিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণও বৃক্ষাচ্ছন্ন পথে সমাগত হইলেন, তখন বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণের সমীপে আগমন করিয়া তাঁহাকে কর্ণিকার পুষ্প রচিত দুইটী কর্ণভূষণ সমর্পণ করিলেন ॥ ১০৯ ॥

রত্নপ্রদীপাদিকপারিভিত্তি-
প্রান্তস্থহৈমপ্রতিমালিমধ্যে।
স্থিতা প্রিয়ং প্রেক্ষ্য পুরঃ স্ফুরন্তং
দৃষ্টাস্ম্যনেনেতি মুহুর্নিলিল্যে ॥ ১০৮ ॥
তাবৎ কৃষ্ণোঽপি তত্রায়াদ্‌বৃক্ষাচ্ছন্নেন বর্ত্মনা।
বৃন্দাভ্যেত্য দদৌ তস্মৈ কর্ণিকারাবতংসকৌ ॥ ১০৯ ॥

সন্দানিতকং ॥

কৃষ্ণমায়াঙ্কঃ মত্বা। তং বিহসিতুং বয়স্যালিভিরনুমতা কৌতুকবতী রাধা কুঞ্জালয়েন নিলীনাসীৎ ॥ ১০৭ ॥

রত্নদীপধারি স্বর্ণপ্রতিমা শ্রেণিমধ্যে স্থিতা রাধা পুরঃস্ফুরন্তং প্রিয়ং প্রেক্ষ্যানেন দৃষ্টাস্মীতি মত্বা মুহুর্নিলিল্যে ॥ ১০৮ ॥

তাবৎ সময়ে কৃষ্ণোঽপি বৃক্ষাচ্ছন্নপথা: তত্রায়াৎ। তং বৃন্দাভ্যেত্য তস্মৈ কৃষ্ণায় কর্ণিকারপুষ্পকৃতাবতংসকৌ কর্ণভূষণৌ দদৌ ॥ ১০৯ ॥

পরিহাস করিবার নিমিত্ত বয়স্যাসকলের অনুমতিতে শ্রীরাধা কৌতূহলবতী হইয়া কুঞ্জালয়ে লুক্কায়িত ভাবে অবস্থিত রহিলেন ॥ ১০৭ ॥

শ্রীরাধা যে স্থলে লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে, সেই স্থানের ভিত্তির প্রান্ত-দেশে রত্নপ্রদীপ ও স্বর্ণ প্রতিমা বর্ত্তমান থাকায় স্ফূর্ত্তিশীল প্রিয়তমকে সম্মুখে দর্শন করিয়া "প্রিয়তম আমাকে দেখিয়াছেন" এই ভাবিয়া লুক্কায়িত থাকিয়াও পুনর্ব্বার লুক্কায়িত হইতে লাগিলেন ॥ ১০৮ ॥

ইতিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণও বৃক্ষাচ্ছন্ন পথে সমাগত হইলেন, তখন বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণের সমীপে আগমন করিয়া তাঁহাকে কর্ণিকার পুষ্প রচিত দুইটী কর্ণভূষণ সমর্পণ করিলেন ॥ ১০৯ ॥

পুলকমুকুলজালা বাষ্পধারামরন্দা

বিকৃতিমলয়বাতোৎকম্পিতা সালিপালিঃ ।

স্মিতকুসুমসিতাঙ্গী গদ্গদালিস্বনাসী-

দুদয়তি দয়িতে হস্মিন্ মাধবী মাধবীব ॥ ১১০ ॥

কৃষ্ণোঽপি তাসামবলোকজাতা-

নন্দোত্থভাবালিবিভূষিতাঙ্গঃ ।

কান্তাবলোকোজ্জ্বলাক্ষিচেতাঃ

কান্তামপশ্যন্নবদত্তদালীঃ ॥ ১১১ ॥

সা ললিতাদ্যালিপালিঃ অস্মিন্ দয়িতে উদয়তি সতি মাধবী বসন্তর্ত্তুসম্বন্ধিনী মাধবীলতেবাসীৎ। কীদৃশী পুলকমেব মুকুলজালং যস্যাঃ সা বাষ্পস্য ধারৈব মরন্দো মধু যস্যাঃ বিকৃতি বিকারঃ সৈব মলয়বাতস্তেনোৎকম্পিতা। স্মিতমেব কুসুমং তেনাসিতাঙ্গী শুক্লাঙ্গী। গদ্গদং গদ্গদবচনমেবালিস্বনো ভ্রমরশব্দো যস্যাং সা কৃষ্ণদর্শনেন তাসামষ্টসাত্ত্বিকত্বমভূদিত্যর্থঃ ॥ ১১০ ॥

কৃষ্ণোঽপি তাসাং দর্শনজভাববিভূষিতাঙ্গঃ সন্ কান্তাবলোকনায়োজ্জ্বলানি অক্ষিণী চেতশ্চ যস্য সঃ কান্তাং রাধামপশ্যন্ তদালী [তস্যা রাধায়া আলীঃ কিম্বা। তা আলীরবদৎ ॥ ১১১ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত হইলে ললিতাদি সখীসকল বসন্তকাল সম্বন্ধিনী মাধবীলতার ন্যায় হইলেন, যেহেতু ঐ সখীগণের অঙ্গে পুলকই মুকুল জাল, আনন্দ জন্য বাষ্প ধারাই মকরন্দ এবং কন্দর্প জন্য বিকারই মলয় বাতাস তদ্দ্বারা তাঁহারা কম্পিতাঙ্গী, হাস্যরূপ পুষ্পে তাঁহাদিগের অঙ্গ শুভ্র, তথা গদ্গদ অর্থাৎ অস্ফুট স্বরই তাঁহাদিগের ভ্রমর ধ্বনি হইল ॥ ১১০ ॥

এদিকে শ্রীকৃষ্ণও সেই সখীসকলের অবলোকন জন্য আনন্দ সমুদ্ভূত ভাব সমূহে বিভূষিতাঙ্গ এবং কান্তার সন্দর্শনে চঞ্চলনয়ন ও চঞ্চলচিত্ত হইয়া কান্তাকে অবলোকন করিতে করিতে সখীদিগকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১১১ ॥

বয়স্যা বঃ সখ্যঃ ক নু নিজগৃহে তাম্বিরহিতাঃ
কথং যূয়ং প্রাপ্তাঃ কুসুমমবচেতুং রবিকৃতে ।
কুতস্তৎসৌরভ্যং প্রসরতি তদঙ্গেন মিলিতা-
চ্ছরীরাদস্মাকং বিতথমিদমস্ত্বেব বিতথং ॥ ১১২ ॥
তাং বিনা ন বনে যুষ্মদ্গতিঃ সম্ভাব্যতে ক্বচিৎ ।
চন্দ্রমূর্ত্তিং বিনাকাশে নেক্ষ্যন্তে তন্মরীচয়ঃ ॥ ১১৩ ॥

হে সখ্যঃ বঃ বয়স্যা রাধা ক ? তা আহু র্নিজগৃহে, স আহ তদিত্যাদি তা আহুঃ, রবিকৃতে কুসুমমবচেতুং। স আহ কুত ইত্যাদি। তা আহুরস্মাকং তদঙ্গেনেতি। স আহ ইদং বিতথং মিথ্যাবাক্যং তা আহুর্বিতথমেবাস্তু। “বিতথং ত্বনৃতং বচ” ইত্যমরঃ ॥ ১১২ ॥

কৃষ্ণঃ মিথ্যাত্বং সিদ্ধয়তি তামিতি। চন্দ্রং বিনা চন্দ্রজ্যোৎস্নেব তাং বিনা যুষ্মদ্গতি র্ন সংভাব্যতে ॥ ১১৩ ॥

হে সখীগণ! তোমাদের বয়স্যা শ্রীরাধা কোথায়? সখীগণ কহিলেন, আপন গৃহে, শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমরা কেন আসিলে? সখীসকল কহিলেন, আমরা সূর্য্যপূজার নিমিত্ত পুষ্পচয়ন করিতে আসিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা হইলে তাঁহার অঙ্গের সৌরভ আসিতেছে কেন? সখীগণ কহিলেন, আমাদের অঙ্গ শ্রীরাধার অঙ্গের সহিত মিলিত হওয়ায় আমাদের অঙ্গ হইতেই রাধাঙ্গসৌরভ নির্গত হইতেছে। তখন শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, ইহা মিথ্যা কথা। সখীগণ কহিলেন, ভাল, মিথ্যাই হউক ॥ ১১২ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সখীগণের বাক্যের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ করিয়া কহিলেন, যেমন চন্দ্র ব্যতিরেকে আকাশে জ্যোৎস্না দর্শন হয় না, তদ্রূপ শ্রীরাধা ভিন্ন তোমাদের এই বনে আগমন সম্ভব হইতে পারে না ॥ ১১৩ ॥

নেয়ং চন্দ্রতনূঃ কিন্তু শ্রীরিয়ং বৃষভানুজা।
যৈকদেশে স্থিতা ব্যাপ্নোত্যমুং ত্বাং চ স্বদীপ্তিভিঃ ॥ ১১৪॥
এবং নর্ম্মালিভিস্তন্বন্ বৃন্দয়াসৌ দৃশেরিতঃ।
কান্তা সংদর্শনোৎকণ্ঠঃ প্রাবিশৎ স্বর্ণমন্দিরং ॥ ১১৫ ॥
রাধাকান্ত্যুচ্ছলৎ স্বর্ণগেহকান্ত্যাখিলে কৃতে।
পীতাদ্বৈতেঽন্তরেঽপশ্যৎ সর্ব্বং হেমময়ং হরিঃ ॥ ১১৬ ॥

তা আহুঃ ইয়ং চন্দ্রতনূর্ন কিন্তু বৃষভানুজা। বৃষভানুরেব বৃষভানুর্জ্যৈষ্ঠ-সূর্য্যাস্তস্মাজ্জাতা শ্রীর্দ্যুতিঃ যা শ্রীরেকদেশে স্থিতাপি অমুং চন্দ্রং ত্বাঞ্চ স্বকান্তিভির্ব্যাপ্নোতি। চন্দ্রং মলিনয়তি ত্বামুৎকণ্ঠয়তীত্যর্থ ॥ ১১৪ ॥

অসৌ কৃষ্ণঃ আলিভিঃ সহৈবং নর্ম্ম তন্বন্ বৃন্দয়েরিতঃ স্বর্ণমন্দিরং প্রাবিশৎ ॥ ১১৫ ॥

রাধাকান্ত্যা হেতুনোচ্ছলন্ত্যা স্বর্ণগৃহকান্ত্যাঽখিলে পীতাদ্বৈতে পীতেন পীতবর্ণেনাদ্বৈতে ঽভিন্নে কৃতে সতি হরিরন্তরে গৃহমধ্যে সর্ব্বং হেমময়মপশ্যৎ ॥ ১১৬ ॥

সখীসকল কহিলেন, ইহা চন্দ্রতনূ নহে, এইটী বৃষভানুজাশ্রী অর্থাৎ বৃষরাশিস্থ ভানুর অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠমাসীয় সূর্য্য সমুদ্ভূত দ্যুতি, যিনি এক স্থানে থাকিয়াই চন্দ্র এবং তোমাকে স্বীয় কান্তি দ্বারা ব্যাপ্ত করিয়াছেন অর্থাৎ চন্দ্রকে মলিন করিয়া তোমাকে উৎকণ্ঠিত করিয়াছেন ॥ ১১৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে সখীসকলের সহিত উপহাস বিস্তার করত কান্তার অবলোকনে উৎকণ্ঠিত হইয়া শ্রীবৃন্দাদেবীর ইঙ্গিতে স্বর্ণমন্দিরে গিয়া প্রবেশ করিলেন ॥ ১১৫ ॥

স্বর্ণমন্দিরের হেমকান্তিতে এবং রাধাঙ্গের হেমকান্তিতে দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হওত সমস্ত বস্তু পীতবর্ণের সহিত অদ্বৈত অর্থাৎ অভিন্ন হইলে মন্দিরমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত বস্তুই সুবর্ণময় দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ১১৬ ॥

তাবৎ স্বকান্তিমিলনাৎ প্রোচ্ছলন্ত্যাচ তত্ত্বিষা।
ব্যাপ্তং সাপশ্যদত্রত্যং সর্ব্বং মরকতপ্রভং ॥১১৭॥
পঞ্চালিকান্তরেঽন্বিষ্য পশ্যন্নপি মুহুঃ প্রিয়াং।
স্তব্ধাং স্বালোকমুদ্ভীভ্যাং মেনে পঞ্চালিকাং প্রিয়ঃ ॥১১৮
তাং লালসা দয়িতসঙ্গতয়ে পুরস্তা-
দ্দ্রাগ্বামতাপসৃতয়েচ চকর্ষ পশ্চাৎ।

তাবৎ সা রাধা স্বস্যাঃ কান্তে র্মিলনাদুচ্ছলন্ত্যা তত্তস্য কৃষ্ণস্য কান্ত্যাচ ব্যাপ্তং তত্রত্যং মন্দিরে স্থিতং সর্ব্বং মরকতপ্রভমপশ্যৎ ॥ ১১৭ ॥

প্রিয়ঃ কৃষ্ণঃ পঞ্চালিকাঃ স্বর্ণপ্রতিমাঃ তাসামন্তরে মধ্যেঽন্বিষ্য মুহুঃ পশ্যন্নপি স্বস্যাবলোকেন মুদানন্দো ভীর্ভয়ঞ্চ তাভ্যাং স্তব্ধাং প্রিয়াং পঞ্চালিকাং স্বর্ণপ্রতিমাং মেনে ॥ ১১৮ ॥

তাং রাধাং দয়িতস্য সঙ্গতয়ে সঙ্গার্থং লালসা পুরস্তাৎ অগ্রে চকর্ষ। বামতা বামাং দ্রাক্ শীঘ্রমপসৃতয়ে গমননিবৃত্ত্যর্থং পশ্চাদ্দেশে চকর্ষ। তন্মন্তস্যামুদুত্থা-

---

এদিকে মন্দির মধ্যস্থিতা শ্রীরাধাও স্বীয়কান্তির সম্মিলন হেতু কৃষ্ণকান্তি বর্দ্ধিত হওয়ায় উভয় কান্তির সম্মিলনে মন্দিরস্থ সকল বস্তু মরকতবর্ণে রঞ্জিত অবলোকন করিতে লাগিলেন ॥ ১১৭ ॥

প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চালিকা অর্থাৎ স্বর্ণপুত্তলিকা সমূহের মধ্যে অন্বেষণ করত বারম্বার দর্শন করিলেও শ্রীকৃষ্ণ নিজদর্শন জন্য আনন্দ ও ভয়ে স্তব্ধীভূত প্রিয়তমাকে পঞ্চালিকা অর্থাৎ স্বর্ণপ্রতিমা বলিয়া বোধ করিলেন ॥১১৮॥

এতদবস্থায় শ্রীরাধাকে প্রিয়তমের সঙ্গতি জন্য লালসা আকর্ষণ করিতে লাগিল এবং শীঘ্র গমননিবৃত্তি নিমিত্ত বাম্য স্বভাব পশ্চাৎ দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিল, এই কালের মধ্যে প্রতিকালবর্ত্তিনী সখীর ন্যায় আনন্দ জনিত জড়তা আসিয়া বামতাকে নিবারণ পূর্ব্বক শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের অগ্র

তাবন্মুহুর্থজড়তৈত্য নিবার্য্য তাং তাং
বামাসখীব নিরুরোধ হরেঃ পুরস্তাৎ ॥ ১১৯ ॥
তাং স্প্রষ্টুমুৎসুকতয়েরিতমন্তিকাপ্তং
তং স্তব্ধতাধ্বনি রুরোধ বলান্মুহুর্থা।
তাং লালসেত্য বিনিবার্য্য হঠাৎ প্রিয়াং তং
প্রাপয্য তৎকরমধারয়দাশু সোগ্রা ॥ ১২০ ॥

জড়তা জাড্যমেত্যাগত্য। তাং বামতাং নিবার্য্য তাং রাধাং বামা সখীব হরেঃ পুরস্তাৎ নিরুরোধ জাড্যভাবেন শ্রীরাধা ততোঽপগন্তুং ন সমর্থা বভূবেত্যর্থঃ ॥ ১১৯ ॥

তাং রাধাং স্প্রষ্টুমুৎসুকতয়া ঔৎসুক্যেন কর্ত্রেরিতং প্রেরিতং অন্তিকাপ্তং তস্যা অন্তিকে সমীপে আপ্তংতং কৃষ্ণং মুহুর্থা হর্ষোত্থাস্তব্ধতাঽধ্বনি পথি রুরোধ লালসৈত্য আগত্য তাং স্তব্ধতাং হঠাৎ বিনিবার্য্য তং কৃষ্ণং প্রিয়াং রাধাং প্রাপয্য উগ্রা সা লালসা তৎকরং রাধাকরমাশ্বধারয়ৎ ॥ ১২০ ॥

হইতে নিরোধ করিল অর্থাৎ জড়তা বশতঃ শ্রীরাধা সেই স্থান হইতে আর গমন করিতে সমর্থা হইলেন না। তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে শ্রীরাধার প্রথমতঃ লালসা ও বামতা রূপ ব্যভিচারীভাব উপস্থিত হইলে জড়তা অর্থাৎ স্তম্ভ নামক সাত্ত্বিক ভাব তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল ॥ ১১৯ ॥

ঔৎসুক্য ভাব শ্রীরাধাকে স্পর্শ করিতে ইচ্ছুক হইয়াই শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার সমীপে প্রেরণ করিল এবং শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ জন্য স্তব্ধতা অর্থাৎ নিশ্চেষ্টতা পথিমধ্যে রোধ করিল অর্থাৎ স্তব্ধতা বশতঃ শ্রীরাধার নিকট যাইতে পারিলেন না, অতঃপর লালসা আসিয়া ঐ স্তব্ধতাকে অকস্মাৎ নিবারণ করত শ্রীরাধার নিকটে শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া গেল ও অত্যুগ্র লালসা শ্রীরাধার হস্ত শ্রীকৃষ্ণের হস্তে সমর্পিত করিয়া দিল ॥ ১২০ ॥

তৎস্পর্শতঃ পুলককম্পাদৃগম্বুকীর্ণা
বৈবর্ণ্যঘর্ম্মজলভাক্ তরলায়তাক্ষী।
পশ্যন্ত্যমুং কুটিলচিল্লিলতাত্তিরোদৃক্
প্রান্তেন সা প্রিয়করাৎ স্বকরঞ্চকর্ষ॥ ১২১॥

স্মেরারুণান্ত কুটিলাশ্রুকলাঞ্চিপক্ষ্ম
হেলোল্লসচ্চপললোচনমুৎস্মিতার্দ্রং।
কণ্ঠাধ্বখঞ্জিতসহুঙ্কৃতিভর্ৎসনোক্তি
প্রেক্ষ্যামিতাং মুদমবাপ হরিঃ প্রিয়াস্যং॥১২২॥

তত্তস্য স্পর্শাৎ পুলকাদিভিঃ কীর্ণা ব্যাপ্তা বৈবর্ণ্যস্বেদভাক্ সা রাধা কুটিলচিল্লিলতয়া সহ তির্য্যক্ নেত্রা তেনামুং কৃষ্ণং পশ্যন্তী প্রিয়স্য করাৎ স্বকরং চকর্ষ॥ ১২১॥

হরিঃ প্রিয়ামুখং প্রেক্ষ্যামিতামপরিমিতাং মুদমবাপ। কীদৃশং মুখং স্মেরে বিকসিতেচ তে অরুণান্তেচ অশ্রুকলাঞ্চি পক্ষ্মণীচ হেলয়া শৃঙ্গারভাবজয়া উল্লসন্তীচ চপলে তে লোচনে যত্র তৎ। মুদা হর্ষেণ হেতুনা যৎস্মিতং তেনার্দ্রং তচ্চ তচ্চ তৎকণ্ঠস্যাধ্বনি মার্গে খঞ্জিতা ভুগ্না হুংকৃত্যা সহ ভর্ৎসনোক্তি র্যত্র তৎ॥ ১২২॥

এদিকে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের করস্পর্শে পুলক, কম্প, অশ্রু, বিবর্ণতা ও ঘর্ম্মজলে ব্যাপ্ত তথা চঞ্চল ও আয়তাক্ষী হইয়া কুটিলতম নয়নলতার বক্রভঙ্গী অর্থাৎ কটাক্ষপাতে অবলোকন করত প্রিয়ার হস্ত হইতে স্বীয় হস্ত আকর্ষণ করিয়া লইলেন॥ ১২১॥

যে মুখ ঈষৎ হাস্যযুক্ত, শেষভাগে অরুণ বর্ণ, কুটিল, অশ্রু লাঞ্ছিত পক্ষ্মযুক্ত হেলা অর্থাৎ সুরত বিষয়ে অত্যন্তাসক্তি প্রযুক্ত উল্লষিত ও চঞ্চল নয়ন যুক্ত, সমুন্নত মধুর হাস্য শোভিত এবং কণ্ঠপথে হুঙ্কার নির্গত হইতে না হইতেই যাহার অর্দ্ধ পথে ভগ্ন হইতেছে, তথা ভর্ৎসনোক্তিতে যাহা পরিপূর্ণ তাদৃশ প্রিয়তমার বদন অবলোকন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অপরিমিত হর্ষ লাভ করিলেন॥ ১২২॥

নাসারসজ্ঞাশ্রুতিনেত্রবর্ষ্মভি-
র্লুব্ধৈঃ স্বতত্তদ্বিষয়ে প্রিয়ৌ মিথঃ ।
তৌ লুণ্ঠয়ামাসতুরঙ্গনীবৃতং
প্রিয়া ছলাচ্ছদ্মময়ং বলাৎ স্ফুটং ॥ ১২৩ ॥
গূঢ়ৌ পুনঃ স্বর্ণঘটৌ বিমোষিতুং
সরীসৃপন্তং নিজকঞ্চুকান্তরে ।
কামাঙ্কুশাস্ত্রং করতস্করং হরেঃ
করেণ সারুদ্ধ পরং ন বাঞ্ছিতং ॥ ১২৪ ॥

স্বেষাং নাসাদীনাং তত্তদ্বিষয়ে তেষাং নাসাদীনাং ক্রমেণ গন্ধরসশব্দরূপ-স্পর্শাকারবিষয়ে লুব্ধৈ র্নাসাদিভিঃ করণৈঃ তৌ প্রিয়ৌ রাধাকৃষ্ণৌ মিথঃ পরস্পরং অঙ্গরূপনীবৃতং দেশং লুণ্ঠয়ামাসতুঃ। কথং প্রিয়া ছলাচ্ছদ্মময়ং বলাৎ-স্ফুটং। প্রিয়া শ্রীরাধা ছলং কৃত্বা ভ্রূতর্জনাদিকং কৃত্বা ছদ্মং গূঢ়ং যথাস্যাত্তথা প্রিয়স্যাঙ্গদেশং লুণ্ঠয়ামাস। অয়ং শ্রীকৃষ্ণঃ বলাৎকারেণ স্ফুটং ব্যক্তং যথা স্যাত্তথা প্রিয়ায়া অঙ্গদেশং লুণ্ঠয়ামাসেত্যর্থঃ। লুণ্ঠাপহরণে ধাতুঃ ॥ ১২৩ ॥

পুনঃ গূঢ়ৌ গুপ্তৌ স্বর্ণঘটৌ বিমোষিতুং চোরয়িতুং নিজকঞ্চুকমধ্যে সরী-সৃপন্তং গচ্ছন্তং কামাঙ্কুশাস্ত্রং হরেঃ করতস্করং কররূপচৌরং পরং কেবলং সা

নাসিকা, জিহ্বা, কর্ণ, নয়ন, ও দেহ এই ইন্দ্রিয় সকল প্রত্যেকে স্ব স্ব বিষয় অর্থাৎ গন্ধ, রস, শব্দ, রূপ ও স্পর্শ এই সমস্ত বিষয়ে লুব্ধ, অতএব শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়ে পরস্পর নিজ নিজ ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা অন্যের বিষয় অর্থাৎ অঙ্গাদি লুণ্ঠন অর্থাৎ অপহরণ করিতে লাগিলেন অর্থাৎ দুই জনে দুই জনের অঙ্গে স্ব স্ব অভীষ্ট সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১২৩ ॥

অপর গুপ্ত দুইটী সুবর্ণ ঘট অর্থাৎ স্তনযুগল চুরি করিবার নিমিত্ত কুঞ্চমধ্যে কামাঙ্কুশের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের হস্তরূপ তস্কর গমন করিলে শ্রীরাধা স্বীয় হস্ত দ্বারা

ইতি সুমধুরলীলানন্দসিন্ধৌ নিমগ্নে
শিথিলিততনুচিত্তে প্রেয়সি প্রেয়সী সা।
প্রিয়সহনিজলীলালোকনায়াগতালী-
বলিতমুদিতবাম্যা কুট্টিমং প্রাপ গেহাৎ॥ ১২৫ ॥
হরিরপি রসভঙ্গৈঃ প্রাপিতস্তৎসমীপং
তদবকলনভীত্যা সা নিলিল্যে সখীষু।

রাধা করেণাবরুদ্ধ ন বাঞ্ছিতমরুদ্ধেত্যর্থঃ। যদ্বা করতস্করমরুদ্ধ পরং ততো ভিন্নং তস্য হরের্বাঞ্ছিতং নারুদ্ধেত্যর্থঃ॥ ১২৪ ॥

প্রেয়সি কৃষ্ণে সুমধুরলীলানন্দসিন্ধৌ নিমগ্নে সতি তথা শিথিলিতে তনু-চিত্তে যস্য তথাভূতে প্রেয়সি কৃষ্ণে সতি। সা প্রেয়সী রাধা প্রিয়েণ সহ নিজ-লীলায়া দর্শনায়াগতালিভি র্বলিতং যুক্তং কুট্টিমং বহির্বেদীং উদিতবাম্যা সা গেহাৎ প্রাপ॥ ১২৫ ॥

রসভঙ্গৈঃ রসতরঙ্গৈ হরিরপি তস্যা রাধায়াঃ সমীপং প্রাপিতং, তস্য

কেবল তাহাকেই অবরুদ্ধ করিলেন পরন্তু শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক বাসনাকে রোধ করিতে পারিলেন না॥ ১২৪ ॥

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ সুমধুর লীলাজন্য আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া শিথিলাঙ্গ ও শিথিলমনা হইলে প্রিয়তমা শ্রীরাধা বামতাহেতু প্রিয়তমের সহিত নিজ লীলার দর্শনার্থ সমাগত সখীসকলে অন্বিত বহির্ভাগেরবেদিকাতে গৃহ হইতে গমন করিলেন॥ ১২৫ ॥

এদিকে শ্রীকৃষ্ণও রসতরঙ্গ প্রযুক্ত তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন, তাহা দর্শনে শ্রীরাধা, ইনি আমাকে গ্রহণ করিবেন এই ভয়ে ভীতা হওত সখী-

স পুনরিহ বিচিন্বন্ তাসু তাং তচ্ছলাত্তাঃ
প্রণয়কুটিলদৃষ্টিঃ সংস্পৃশন্ মোদমাপ ॥ ১২৬ ॥
যদপি হৃদি বিবৃদ্ধাং কাঞ্চিদাশান্তয়োস্তাং
ন্যরুণদতিবলিষ্ঠা বামতৈত্য প্রিয়ায়াঃ।
তদপি সুখসমৃদ্ধিং প্রাপতুস্তাবুদগ্রাং
প্রথয়তি হি সুখাব্ধীন্ বামতাপ্যঙ্গনানাং ॥ ১২৭ ॥

কৃষ্ণস্যাবকলনে গ্রহণে যা ভীতিস্তয়া সা রাধা সখীষু নিলিল্যে। "ভঙ্গস্তরঙ্গ ঊর্ম্মির্বে" ইত্যমরঃ। স তাসু সখীষু মধ্যে তাং বিচিন্বন্ তচ্ছলাৎ তস্যা অন্বেষণচ্ছলাৎ প্রণয়েন কুটিলা দৃষ্টিঃ যাসাং তাঃ সখীঃ সংস্পৃশন্ মুদমাপ ॥ ১২৬ ॥

যদপি তয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ হৃদি কাঞ্চিদাশাং বিবৃদ্ধাং প্রিয়ায়া রাধায়া অতিবলিষ্ঠা বামতা এত্যাগত্য তামাশাং ন্যরুণৎ তদপি তৌ রাধাকৃষ্ণৌ উদগ্রাং অতিশয়াং সুখসমৃদ্ধিং প্রাপতুঃ। অত্র হেতুমাহ। অঙ্গনানাং বামতাপি সুখাব্ধীন্ প্রথয়তি ॥ ১২৭ ॥

সকলের মধ্যে লুক্কায়িত হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সীকে অন্বেষণ করিতে করিতে তচ্ছলে প্রণয়বশতঃ কুটিলদৃষ্টি সখীগণের অঙ্গ স্পর্শ করত পরমানন্দ লাভ করিলেন ॥ ১২৬ ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের মনোমধ্যে যে আশা বৃদ্ধি পাইতেছে, প্রিয়তমা শ্রীরাধার অতিশয় বলবতী বামতা আসিয়া হঠাৎ ঐ বৃদ্ধিশীল আশাকে নিরোধ করিল, তাহাতে উভয়েই অপার সুখ সমৃদ্ধিই লাভ করিলেন। কারণ, অঙ্গনাসকলের বামতা অর্থাৎ প্রতিকূলতা ও সুখসাগরকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে ॥১২৭॥

শ্রীচৈতন্যপদারবিন্দমধুপশ্রীরূপসেবাফলে
দিষ্টে শ্রীরঘুনাথদাসকৃতিনা শ্রীজীবসঙ্গোদ্গতে।
কাব্যে শ্রীরঘুনাথভট্টবরজে গোবিন্দলীলামৃতে
সর্গঃ পূর্ব্বনিশাবিলাসবলিতো হগাদেকবিংশাভিধঃ ॥১২৮

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে পূর্ব্বনিশায়াং প্রদোষে যে বিলাসাস্তৈ র্বলিত একবিংশঃ সর্গঃ সমাপ্তোঽভূৎ। ইতি সদানন্দবিধায়িন্যামেকবিংশ-সর্গার্থঃ ॥ ১২৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যমহাপ্রভুর পদারবিন্দের মধুপায়ি ভ্রমর স্বরূপ শ্রীরূপ গোস্বামীর সেবার ফল, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামি কর্তৃক প্রেরিত, শ্রীমজ্জীব গোস্বামীর সঙ্গ হেতু সমুদ্ভূত এবং শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর বর-প্রভাবে প্রাদুর্ভূত এই মহাকাব্য শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে পূর্ব্বনিশা প্রদোষকালীয় লীলা-বর্ণনাত্মক একবিংশ সর্গ সমাপ্ত হইল ॥ ১২৮ ॥

দ্বাবিংশঃ সর্গঃ ।

তাবুৎকৌ লব্ধসঙ্গৌ বহুপরিচরণৈ র্বৃন্দয়া রাধ্যমানৌ
প্রেষ্ঠালীভির্লসন্তৌ বিপিনবিহরণৈর্গানরাসাদিলাস্যৈঃ ।
নানালীলানিতান্তৌ প্রণয়িসহচরীবৃন্দসংসেব্যমানৌ
রাধাকৃষ্ণৌ নিশায়াং সুকুসুমশয়নে প্রাপ্তনিদ্রৌ স্মরামি ॥১
বৃন্দা সবৃন্দাথ সহালিবৃন্দৌ
বৃন্দাবনেশাবনুনাথ্য নাথৌ ।

তৌ রাধাকৃষ্ণৌ স্মরামি। কীদৃশৌ, নিশায়াং দ্বাদশ-দণ্ডমিতে নক্তকালে আদাবুৎকৌ পরস্পরং মিলিতুমুৎসুকৌ পশ্চাল্লব্ধসঙ্গৌ। ততঃ প্রেষ্ঠালীভিঃ সহ বৃন্দয়া বহুপরিচরণৈরারাধ্যমানৌ। ততস্তাভিঃ সহ বিপিনবিহরণৈ-র্গানরাসাদিনৃত্যৈ র্লসন্তৌ সন্তৌ নানালীলাভি র্নিতান্তৌ গাঢ়তরৌ । যদ্বা নিঃশেষেণ তান্তৌ শ্রান্তৌ ভূত্বা প্রণয়িনা সহচরীবৃন্দেন সম্যক্ ব্যজনহিমাম্বু-তাম্বুলপাদসম্বাহনাদিনা সেব্যমানৌ সন্তৌ কুসুমশয্যায়াং প্রাপ্তনিদ্রৌ ॥ ১ ॥

নিজগণেন, সহিতা সতী সা বৃন্দা অথানন্তরং আলিবৃন্দসহিতৌ নাথৌ বৃন্দাবনেশৌ তৌ অনুনাথ্য সংপ্রার্থ্য অনুনয়ং কৃত্বা তদালয়স্য যদ্রত্নমন্দিরাৎ

অনন্তর যে শ্রীরাধাগোবিন্দ পরস্পরে লব্ধসঙ্গ ও প্রিয়তম সখীবৃন্দসহ বৃন্দাদেবীকর্তৃক বহুবিধ সেবাদ্বারা আরাধ্যমান, তথা ঐ সখীসকলের সহিত বনবিহার, গান ও রাস নৃত্যাদি দ্বারা নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া প্রণয়শীল সহচরীগণ কর্তৃক সম্যক্ ব্যজন, হিমাম্বু, তাম্বুল ও পাদসম্বাহনাদি দ্বারা সেব্যমান হইয়াছ নিশাকালে কুসুমশয্যায় শয়ন করিলেন, আমি সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণকে স্মরণ করি ॥ ১ ॥

তদনন্তর স্বীয় গণসহ শ্রীবৃন্দাদেবী সেই গৃহের রত্নমন্দির হইতে উৎকৃ

তদালয়ালিন্দমনিন্দশোভং

পূর্ণেন্দুকান্ত্যাজ্জ্বলিতং নিনায় ॥ ২ ॥

সা তত্র তৌ পুষ্পচিতান্তরায়াং

সুচীনবস্ত্রাস্তরণান্বিতায়াং।

কলিন্দকন্যানীলশীতলায়াং

ন্যবীবিশৎ কাঞ্চনবেদিকায়াং ॥ ৩ ॥

আবেশনাদালিগণোপনীতৈ-

র্বিচিত্রপুষ্পাভরণৈশ্চ মাল্যৈঃ।

তাম্বূলগন্ধব্যজনৈঃ সুতোয়ৈঃ

সা তৌ নিজেশৌ সগণৌ সিষেবে ॥ ৪ ॥

শ্রীরাধাকুট্টিমমাপ তস্যালয়স্যালিন্দং নিনায়। কীদৃশং অনিন্দশোভাং। ন নিন্দা যস্যাঃ সা শোভা যস্য তং "প্রঘাণ প্রঘণালিন্দা বহির্দ্বারপ্রকোষ্ঠকে" ইত্যমরঃ ॥ ২ ॥

সা বৃন্দা তত্রালিন্দে কাঞ্চনবেদিকায়াং তৌ ন্যবীবিশৎ উপবেশয়ামাস। কিম্ভূতায়াং পুষ্পৈশ্চিতমস্ত মধ্যং যস্যাস্তস্যাং পুষ্পোপরি সুসূক্ষ্মবস্ত্রস্যাস্তরণেনান্বিতায়াং ॥ ৩ ॥

আবেশনাৎ শিল্পগৃহাৎ আলিগণেনোপসমীপে নীতৈ বিচিত্রপুষ্পাভরণাদিভিঃ সা বৃন্দা সগণৌ সিষেবে ॥ ৪ ॥

শোভাযুক্ত পূর্ণচন্দ্রের কান্তির ন্যায় উজ্জ্বলিত শ্রীরাধার কুট্টিমে সখীগণ সমন্বিত শ্রীবৃন্দাবনের অধীশ্বর শ্রীরাধাকৃষ্ণকে প্রার্থনা করিয়া লইয়া গেলেন ॥২॥

এবং মধ্যভাগে কুসুমচিত্রিত, সূক্ষ্ম বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত এবং কলিন্দকন্যা যমুনা সংস্পর্শি পবনে সুশীতল কাঞ্চনবেদিতে উপবেশন করাইলেন ॥ ৩ ॥

অনন্তর আবেশন অর্থাৎ শিল্পশালা হইতে সখীবৃন্দ কর্তৃক আনীত বিচিত্র

তৎকাননং তাং রজনীং প্রিয়াস্তাঃ
কৃষ্ণাং চ তাং তৎপুলিনানি তানি।
সমীক্ষ্য কৃষ্ণো হৃদি জাতয়াভবৎ
স প্রেরিতো রাসবিলাসবাঞ্ছয়া ॥ ৫ ॥
সগণোঽরণ্যবিহৃতিশ্চক্রভ্রমণনর্ত্তনং।
হল্লীসকং যুগ্মনৃত্যং তাণ্ডবং লাস্যমেককং ॥ ৬ ॥
তত্তৎপ্রবন্ধগানঞ্চ সনৃত্যং রতিনর্ম্মণী।
জলখেলেত্যমূন্যেষ রাসাঙ্গানি ব্যধাৎ ক্রমাৎ ॥ ৭ ॥
দ্বাভ্যামন্বয়ঃ ॥

কৃষ্ণস্তৎ কাননাদিকং সমীক্ষ্য হৃদি জাতয়া রাসবিলাসবাঞ্ছয়া প্রেরিতোঽভবৎ ॥ ৫ ॥

এষ কৃষ্ণঃ অমূনি রাসাঙ্গানি। ক্রমাৎ ব্যধাদকরোদিতি পরেণান্বয়ঃ। অঙ্গান্যাহ। আদাবরণ্যবিহারং ততঃ চক্রভ্রমণেন সহ নর্ত্তনং। নর্ত্তনৈরিতি পাঠে তাদৃশনর্ত্তনৈঃ সহ সগণো গণেন সহারণ্যবিহৃতি র্বনবিহারং। হল্লীসকং "নারীণাং মণ্ডলীনৃত্যং বুধা হল্লীসকং বিদুঃ"। যুগ্মনৃত্যং স্ত্রীপুরুষয়োরেকদা মিলিত্বা নৃত্যং। তাণ্ডবং পুরুষনৃত্যং। লাস্যং স্ত্রীনৃত্যং। এককং একৈকেন কৃতং নৃত্যং। তথাহি শ্রীনারদকৃতপঞ্চমসারসংহিতায়াং দ্বিতীয়াধ্যায়ে।

কুসুমাভরণ, মালা, তাম্বূল, গন্ধ, ব্যজন এবং শীতল জল লইয়া বৃন্দাদেবী নিজেশ্বর শ্রীরাধাকৃষ্ণকে উপভোগ করাইলেন ॥ ৪ ॥

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ তাদৃশ, রজনী, প্রিয়বর্গ এবং পুলিন অবলোকনে হৃদয়জাত রাসবিলাসের বাঞ্ছায় প্রেরিত হইলেন, অর্থাৎ তত্তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের রাসবিলাসে বাঞ্ছা হইল ॥ ৫ ॥

এবং বনবিহার, মণ্ডলীবন্ধনে ভ্রমণ ও নর্ত্তন, হল্লীসক (স্ত্রীগণের মণ্ডলীনৃত্য) যুগ্মনৃত্য (স্ত্রী পুরুষে দুইজনে নৃত্য) তাণ্ডব (পুরুষনৃত্য) লাস্য (স্ত্রীনৃত্য)

জ্যোৎস্নোজ্জ্বলং মন্দসমীরবেল্লিতং
স্বসঙ্গমোদ্দীপ্তবসন্তজৃম্ভিতং।
নৃত্যন্ময়ূরং পিকভৃঙ্গনাদিতং
বনং সমীক্ষ্যাত্র বিহর্ত্তুমৈচ্ছৎ ॥ ৮ ॥
বংশীগানেন তাস্বেষ জ্ঞাপয়ামাস বাঞ্ছিতং।
তন্নাম্নৈবানুগানেন স তাভিশ্চানুমোদিতঃ ॥ ৯ ॥

"পুংনৃত্যং তাণ্ডবং প্রাহুঃ স্ত্রীনৃত্যং লাস্যমুচ্যতে" ইতি। সনৃত্যং নৃত্যসহিতং তত্তৎ প্রবন্ধানাং লোকপ্রসিদ্ধানাং। রতিঃ রসন্তলীলা। নর্ম্ম পরিহাসবাক্যাদি জলক্রীড়া চেত্যেতানি ॥ ৬—৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণঃ বনং সমীক্ষ্যাত্র বনে বিহর্ত্তুমৈচ্ছৎ বনং বিশিনষ্টি জ্যোৎস্নয়া চন্দ্রকিরণেনোজ্জ্বলং মন্দপবনচালিতং। স্বস্য সঙ্গমেনোদ্দীপ্তবসন্তর্ত্তুনাচ জৃম্ভিতং নব্যপত্রপুষ্পাদিভি বিকাশিতং। নৃত্যন্তো ময়ূরা যত্র তৎ। পিকভৃঙ্গৈ নাদিতং শব্দিতং অনেন বসন্তধর্ম্মমুদ্দীপনোবিভাবশ্চোক্তঃ ॥ ৮ ॥

এষ কৃষ্ণঃ বংশীগানেন তাসু গোপীষু স্ববাঞ্ছিতং জ্ঞাপয়ামাস। তন্নাম্না

একক নৃত্য, সখীসকলের রচিত প্রবন্ধগান, নৃত্য, রতি, পরিহাস ও জলকেলি ইত্যাদি বহুবিধ রাসলীলার অঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ নিজগণ সহ ক্রমশঃ বিধান করিলেন ॥ ৬—৭ ॥

তৎপর শ্রীকৃষ্ণ জ্যোৎস্না দ্বারা উজ্জ্বল, মন্দ মন্দ পবনে চঞ্চলীকৃত স্বসঙ্গার্থ উদ্দীপ্ত বসন্ত কর্তৃক পরিবর্দ্ধিত ময়ূরের নৃত্য যুক্ত এবং কোকিল ও ভ্রমরের নিনাদে প্রতিধ্বনিত বন দর্শন করিয়া তাঁহাতে বিহার করিতে বাসনা করিলেন ॥ ৮ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বংশীগান দ্বারা স্বীয় অভিলাষ অবগত করাইলেন এবং গোপীসকলও প্রত্যুত্তরস্বরূপ কৃষ্ণনামযুক্ত গান দ্বারা অনুমোদন করিলেন ॥৯॥

কাননে সুধাংসুকান্তিশুভ্রমঞ্জুবিগ্রহে
পুষ্পিতে সমন্ত্বয়াদ্য মে প্রিয়ালিবর্গ হে।
রন্তুমত্র বাঞ্ছিতানি চিত্তবৃত্তিরুদ্বহে-
দেবমস্তু কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কান্ত হে ॥ ১০ ॥
উত্থিতঃ স্বরমণীগণসঙ্গী বৃন্দয়াপ্যনুগতোমৃদুগায়ন্।
প্রত্যগং প্রতিলতং প্রতিকুঞ্জং প্রদক্ষিণতয়া ভ্রমতিস্ম ॥১১

কৃষ্ণনাম্নৈবানুগানেন প্রত্যুত্তরাকারেণ তাভিঃ গোপীভিঃ স কৃষ্ণোঽনুমোদিতশ্চ বভূবেতি শেষঃ ॥ ৯ ॥

উক্তার্থস্য ব্যক্তিমাহ,—হে প্রিয়ালিবর্গ! অত্র কাননে হদ্য ত্বয়া প্রিয়ালিবর্গেণ সমং রন্তুং মে চিত্তবৃত্তির্বাঞ্ছিতানি অভিলাষানুদ্বহেৎ। কাননে কথম্ভূতে। শুভ্রাংশোশ্চন্দ্রস্য কান্তিভি র্জ্যোৎস্নাভিঃ শুভ্রোনির্ম্মলো মঞ্জুর্মনোহরশ্চ বিগ্রহো মূর্ত্তির্বৃক্ষলতাদিসমূহো যস্য তত্র। ইতি শ্রুত্বা তা হৃষ্টা আহুঃ,—হে কৃষ্ণ হে কান্ত এবমস্তু। অত্র সম্বোধনপদস্য বাহুল্যং তাসামনেকানাং সম্বোধনাদিতি বোধ্যং ॥ ১০ ॥

আদৌ বনবিহারমাহ,—বৃন্দয়াপি সহ স্বরমণীগণসঙ্গী স কৃষ্ণঃ উত্থিতঃ সন্ বৃন্দয়ানুগতো ভূত্বা মৃদু গায়ন্ প্রদক্ষিণতয়া অগং অগং বৃক্ষং বৃক্ষং প্রতি প্রত্যগং লতাং প্রতি প্রতিলতং কুঞ্জং কুঞ্জং প্রতি প্রতিকুঞ্জঞ্চ ভ্রমতি স্ম বভ্রাম ॥ ১১ ॥

অনুমোদনের প্রকার যথা—

হে প্রেয়সীগণ! এই কাননে অদ্য প্রিয় আলিবর্গ যে তোমরা, তোমাদিগের সহিত মদীয় চিত্ত-বৃত্তি নানাবিধ অভিলাষ বহন করিতেছে, কারণ এইকালে বৃক্ষ ও লতাদির মূর্ত্তি, চন্দ্রিমার কৌমুদীমালায় শুভ্র ও মনোহর হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া সখীসকল প্রফুল্ল মনে বলিলেন, হে কৃষ্ণ! হে কান্ত! যাহা বলিলে তাহাই হউক ॥ ১০ ॥

গোপীগণের এইরূপ উত্তর শ্রবণ করিয়া স্বীয় রমণীসকলের সহিত উত্থিত

মৃদুমলয়ানিলৈর্জিতলতাতরুপত্রচয়ং
সুমধুরপঞ্চমধ্বনিকলাচনকোকিলকং।
ধ্বনদলিবর্হিণং প্রণয়িনীগণগীতগুণো
বনমবগাহ্য তৎ স রমতে হরিরত্র মুদা ॥ ১২ ॥
মূর্চ্ছোত্থিতা ইব পুনর্নবতামিবাপ্তাঃ
স্নাতা ইবামৃতরসৈ র্মধুচিত্রিতা বা।
বৃন্দাবনে তরুলতামৃগপক্ষিভৃঙ্গা
আসন্ হরে র্বনবিহারবিলোকহর্ষাৎ ॥ ১৩ ॥

হরিঃ প্রণয়িনীগণৈ র্গীতগুণঃ সন্ তৎ বনমবাহ্য প্রবিশ্যাত্র বনে মুদা রমতে। বনং কীদৃশং ? মৃদুমলয়পর্ব্বতবায়ুনা এজিতঃ কম্পিতো লতাতরূণাং পত্রাণাং চয়ঃ সমূহো যত্র তৎ। সুমধুরপঞ্চমধ্বনিকলায়াং চনা নিপুণাঃ কোকিলা যত্র তৎ। ধ্বনন্তোঽলয়ো ভ্রমরা বর্হিণো ময়ূরাশ্চ যত্র তৎ। "ময়ূরে-বর্হিণোবর্হী"ত্যমরঃ ॥ ১২ ॥

হরের্বনবিহারবিলোকজন্য হর্ষাদ্বৃন্দাবনে তর্ব্বাদয়ঃ। আদৌ মূর্চ্ছিতাঃ পশ্চাদুত্থিতা ইব। আদৌ জীর্ণাঃ পুনর্নবতাং প্রাপ্তা ইব। আদৌ মূর্চ্ছিতা পীড়িতাঃ ততঃ পরং পুনরমৃতরসৈঃ স্নাতা ইব মধুনা বসন্তেন চিত্রিতা বা

হওত মৃদু মৃদু স্বরে গান করিয়া প্রতিবৃক্ষ, প্রতিলতা এবং প্রতিকুঞ্জে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

প্রণয়িনীবর্গ শ্রীকৃষ্ণের গুণ গান করিলে শ্রীকৃষ্ণ বনে প্রবেশ করিয়া সানন্দে বিহার করিতে লাগিলেন এবং বিহারকালে ঐ বনের বৃক্ষসমূহের পত্রনিচয় মন্দ মন্দ মলয় পবনে দোলিত হইতে লাগিল, সুমধুর পঞ্চমস্বর উচ্চারণে সুবিখ্যাত কোকিল, ভ্রমর ও ময়ূরসকল স্বধ্বনি করিতে লাগিল ॥ ১২

মূর্চ্ছাপগমে লোকসমূহ যেরূপ নূতনত্ব লাভ করে, অমৃতরসে স্নানানন্তর অথবা বসন্তঋতু দ্বারা জনসকল যেরূপ বিচিত্রিত হয়, তদ্রূপ শ্রীবৃন্দাবনের তরু, লতা, পশু, পক্ষী ও ভ্রমরগণ প্রথমতঃ কৃষ্ণবিরহে শীর্ণ ও রোগ প্রভৃতি দ্বারা

কৃত্বাগ্রে দ্বিজমৃগচঞ্চরীকবৃন্দং
কৃষ্ণেক্ষোৎসুকমটবী প্রহর্ষিণীয়ং।
চন্দ্রাংশূৎকরবলিতা মরুচ্চলারা-
দায়ান্তং ত্বরিতমিবাভ্যুপৈতি কৃষ্ণং ॥ ১৪ ॥
গৌরাঙ্গীণাং বপুঃ কান্তির্মিলিতেন্দুরুচা বনং।
বিলিপ্তং ভাতি ধৌতং বা জলেন কলধৌতয়োঃ ॥ ১৫ ॥

ইবার্থে আসন্ বভূবুঃ শ্রীকৃষ্ণদর্শনাদ্যভাবজদুঃখতো হঠাৎ তদ্দর্শনজহর্ষাতিশয়প্রাপ্তাবেতে দৃষ্টান্তাঃ ॥ ১৩ ॥

মরুদ্ভিশ্চলা চঞ্চলা চন্দ্রস্যাংশূনামুৎকরৈরতিশয়ৈর্বলিতা যুক্তা। ইয়ং প্রহর্ষিণী হর্ষবতী অটবী কৃষ্ণস্যেক্ষায়াং দর্শনে উৎসুকং দ্বিজমৃগচঞ্চরীকাণাং পক্ষিমৃগভ্রমরাণাং বৃন্দমগ্রে কৃত্বা আরাৎ সমীপে আয়ান্তং কৃষ্ণং ত্বরিতমভ্যুপৈতীব বভূবেতি শেষঃ ॥ ১৪ ॥

গৌরাঙ্গীণাং বপুষঃ কান্তিভির্মিলিতয়া চন্দ্ররুচা বিলিপ্তং বনং কলধৌতয়োর্জলেন ধৌতমিব ভাতি। "কলধৌতং রৌপ্যহেম্নো"রিত্যমরঃ। রৌপ্যং জলং চন্দ্রকিরণগোপীবপুঃকান্ত্যোঃ রূপ্যস্বর্ণজলাভ্যামুপমা ॥ ১৫ ॥

পীড়িত ছিল, পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণের বনবিহার অবলোকন জন্য আনন্দ সহকারে সহসা অত্যন্ত আনন্দ প্রাপ্ত হইল ॥ ১৩ ॥

তৎকালে সেই অটবী চন্দ্রকিরণে সম্বলিতা, পবনবেগে কম্পিতা ও কৃষ্ণদর্শনে প্রহর্ষণী হইয়া পক্ষি, মৃগ ও ভ্রমরসকলকে অগ্রে করিয়া সমীপে সমাগত শ্রীকৃষ্ণকে যেন অভ্যুত্থানই করিতে লাগিল ॥ ১৪ ॥

ঐ সময়ে গৌরাঙ্গী ব্রজসুন্দরীগণের অঙ্গকান্তির সহিত সম্মিলিত চন্দ্রকিরণে বনকে বিলিপ্ত প্রায় সন্দর্শন করিয়া বোধ হইল যেন রৌপ্য ও স্বর্ণ জলের দ্বারা ধৌত হইয়া শোভা পাইতেছে ॥ ১৫ ॥

শ্রীরাধিকাঙ্গদ্যুতিবৃন্দসঙ্গমাৎ
কৃষ্ণাঙ্গচঞ্চৎদ্যুতয়ো বিরেজিরে।
সুধাংশুমূর্ত্তের্দ্যুতি পুঞ্জরঞ্জিতা-
শ্চলত্তমালাগদলালয়ো যথা ॥ ১৬ ॥
স্বাগতাঃ স্থ সুখিনঃ খগা! মৃগাঃ!
শর্ম্ম বো লসতি কিং নগা! লতাঃ!
ভব্যমব্যবহিতং মধুপা! ব-
স্তানপৃচ্ছদখিলানিতি কৃষ্ণঃ ॥ ১৭ ॥
কিশলয়করভাক্ সুপুষ্পিতাগ্রা
মধুপপিকালিনিনাদমঞ্জুগানা।

চন্দ্রদ্যুতিপুঞ্জৈরঞ্জিতাশ্চপলা স্তমালস্যাগস্য :দলানাং পত্রাণামালয়ঃ শ্রেণ্যো যথা বিরাজন্তে তথা রাধাঙ্গকান্তিবৃন্দসঙ্গাৎ কৃষ্ণাঙ্গস্য চঞ্চৎকান্তয়ো বিরেজিরে ॥ ১৬ ॥

হে খগাঃ যূয়ং সুখিনঃ স্থ। হে নগাঃ হে লতাঃ বো যুষ্মাকং শর্ম্ম সুখং কিং লসতি বর্ত্ততে? হে মধুপা বো হব্যবহিতং বিঘ্নরহিতং ভব্যং কুশলং লসতীতি কৃষ্ণস্তানখিলানপৃচ্ছৎ ॥ ১৭ ॥

পবনগুরুণা বিচালিতেয়মটবী হরিমবলোক্য ননর্ত্ত। কীদৃশী। কিশলয়ৈঃ

জ্যোৎস্না রাত্রিতে চঞ্চল তমালপত্র যেমন চন্দ্রের উদয়শীল কিরণসমূহে অনুরঞ্জিত হইয়া শোভা পায়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের চঞ্চল দেহকান্তি শ্রীরাধার গৌরকান্তিতে সম্মিলিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল ॥ ১৬ ॥

"হে পক্ষিসকল! তোমরা সুখী আছ ত? হে তরুগণ! হে লতাগণ তোমাদের কুশল ত? হে মধুপগণ! তোমাদের নির্ব্বিঘ্নে কুশল ত? শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে বনস্থ সকলকেই কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৭ ॥

অপর এই অটবী, শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন পূর্ব্বক নর্ত্তকীর ন্যায় নৃত্য করিতে

পবনগুরুবিচালিতাটবীয়ং
হরিমবলোক্য ননর্ত্ত নর্ত্তকীব ॥ ১৮ ॥
রাধাকৃষ্ণাবন্বনুচলতোঽসংখ্যান্ ভৃঙ্গান্
শ্রান্তান্ মত্বা পায়য়িতুমিব স্বং মাধ্বীকং ।
বাতালীবেল্লৎকিশলয়হস্তেনোৎফুল্লা
শশ্বৎ প্রেমার্দ্রাহ্বয়তি মুদা বাসন্তীয়ং ॥ ১৯ ॥

পল্লবা এব করাস্তান্ ভজতীতি কিশলয়করভাক্ সুপুষ্পিতমগ্রং যস্যাঃ নর্ত্তকীপক্ষে। প্রসন্নদৃষ্টী সা মধুপপিকালীনাং নিনাদো :মঞ্জু গানং যস্যাঃ সা ॥ ১৮ ॥

রাধাকৃষ্ণাঙ্গয়োঃ সৌরভেন তয়োশ্চলতোঽসংখ্যান্ ভ্রমরান্ শ্রান্তান্ মত্বা প্রেমার্দ্রেয়ং বাসন্তীমাধব্যুৎফুল্লা স্বং মধু পায়য়িতুমিব বায়ুচালিতকিশলয়া হস্তেনভ্রান্ আহ্বয়তি ॥ ১৯ ॥

লাগিলেন। নর্ত্তকীর সাধর্ম্ম্য এই যে যাহার সম্মুখে বিকশিত কুসুম রহিয়াছে তাদৃশ পত্র সমূহ—কর এবং মধুপ, ও ভ্রমর সকলের ধ্বনিইমনোহর গান হইল এবং গুরু অর্থাৎ অতিশয় পবন দ্বারা শাখা সঞ্চালনই হস্তপদাদির কম্পন হইল ॥ ১৮ ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের সর্ব্বদিকে গমনশীল অঙ্গসৌরভে সমাগত অসংখ্য ভ্রমর সকল পরিশ্রান্ত দর্শন করিয়া এই বাসন্তী অর্থাৎ মাধবীলতা প্রেমভরে আর্দ্রীভূত ও উৎফুল্লাঙ্গী হইয়া স্বীয় মধু পান করাইবার নিমিত্তই যেন বায়ুচালিত পত্র রূপ কর দ্বারা তাহাদিগকে আহ্বান করিতেছেন ॥ ১৯ ॥

নিজকুলধর্ম্মমপোহ্য গোপিকা
সুখয়তি কৃষ্ণমিতীব শিক্ষয়া।
অপি সুরভৌ স্ফুটিতাথ তন্মুদে
তমলিরুতৈরিহ নৌতি মালতী ॥ ২০ ॥
চঞ্চন্মত্তভ্রমরবিলসিতাপাঙ্গালোকা কুসুমবিহসিতা।
নৃত্যন্তীবানিলচলবপুষা মল্লীবল্লী হরিমুদমতনোৎ ॥ ২১ ॥
স্বসবিধময়িতং বীক্ষ্য কৃষ্ণং লতালী
প্রমুদিতবিহগধ্বাননান্দীমুখীয়ং।

গোপিকা নিজকুলধর্ম্মমপোহ্য ত্যক্ত্বা কৃষ্ণং সুখয়তি ইতি শিক্ষয়া ইব সুরভৌ বসন্তকালে স্ফুটিতা মালত্যপি তস্য কৃষ্ণস্য মুদে হর্ষয়ালিরুতৈ স্তং নৌতি স্তৌতি ॥ ২০ ॥

মল্লীবল্লী অনিলেন হেতুনা চঞ্চলেন বপুষা নৃত্যতীব হরের্মুদমতনোৎ। চঞ্চন্মত্তভ্রমরাণাং বিলসিতমেবাপাঙ্গৈ নেত্রান্তৈরালোকো দর্শনং যস্যাঃ সা কুসুমান্যেব বিহসিতং হাস্যং যস্যাঃ সা ॥ ২১ ॥

স্বস্য সবিধং নিকটং অয়িতং প্রাপ্তং কৃষ্ণং বীক্ষ্য ইয়ং লতালী প্রমুদি-

---

"গোপিকা স্ব কুলধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সুখ দিতেছেন" মালতী-লতা এই রূপ শিক্ষা পাইয়াই যেন বসন্ত কালে বিকশিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের আনন্দের নিমিত্ত ভ্রমর ধ্বনিতে সেই শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতেছে ॥ ২০ ॥

অপিচ, যাহার চঞ্চল মত্ত ভ্রমরগণের বিকসিতই অপাঙ্গ অর্থাৎ নেত্রান্ত দ্বারা অবলোকন এবং কুসুম সকলই যাহার হাস্য, সেই মল্লিকালতা বায়ুহেতু চঞ্চল অঙ্গ দ্বারা নৃত্য করিয়াই যেন শ্রীকৃষ্ণের পরমানন্দ বিস্তার করিল ॥ ২১ ॥

লতাসকল শ্রীকৃষ্ণকে স্ব নিকটে সমাগত দর্শন করিয়া প্রমুদিত পক্ষিবৃন্দের

মলয়জপবনোল্লালসৎপল্লবৈজৎ-
করবিবৃতনয়ৈ র্নৃত্যতীব প্রমোদাৎ ॥ ২২ ॥
প্রণয়তি কুঞ্জাবলিরপি গুঞ্জা-
ততিকৃতচিত্রা কুসুমবিচিত্রা ।
নবদলতল্পাহত্যালিপিকজল্পা
সদয়িতকৃষ্ণাদিকহৃদি তৃষ্ণাঃ ॥ ২৩ ॥

তানাং বিহগানাং পক্ষিণাং ধ্বনিঃ শব্দ এব নান্দী নাট্যারম্ভে মঙ্গলবাণী যস্যাঃ সা মলয়জপবনেনোল্লালসতোহতিশয়েন পুনঃ পুনর্ব্বা লসন্তঃ পল্লবাএব এজৎ-করাঃ কম্পমানকরাস্তৈ র্বিবৃতৈ র্ব্বিস্তারিতৈ র্নয়ৈ র্নৃত্যাভিনয়ৈঃ প্রমোদা-ন্নৃত্যতীব বভাবিতি শেষঃ ॥ ২২ ॥

কুঞ্জাবলিরপি দয়িতয়া শ্রীরাধয়া সহ বর্ত্তমানঃ সদয়িতঃ সচাসৌ কৃষ্ণ-শ্চেতি স আদি র্যেষাং তেষাং হৃদি তৃষ্ণাঃ সদৈব ক্রীড়াহভিলাষন্ প্রণয়তি প্রকাশয়তি প্রকর্ষেণ প্রাপয়তি বা কীদৃশী। গুঞ্জাততিভিঃ কৃতং চিত্রং শ্যাম-রক্তাদিচিত্ররচনা যত্র সা । পুনঃ। কুসুমৈর্বিচিত্রা মনোহরা। পুনঃ নব-দলানাং কোমলপত্রাণাং তল্পং শয্যা যত্র সা। পুনঃ অতিশয়েনালিপিকানাং জল্পো ধ্বনিরূপকথনং যত্র সা ॥ ২৩ ॥

ধ্বনিকেই যেন মুখে নান্দী অর্থাৎ নাট্যারম্ভে মঙ্গল পাঠ করিতে লাগিল এবং মলয়জপবনের বেগে উল্লাসিতপল্লবকে কম্পান্বিত ভুজরূপে কল্পনা করিয়া পরমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিল ॥ ২২ ॥

তথা কুঞ্জশ্রেণী ও গুঞ্জাসকল দ্বারা বিচিত্রিত ও কুসুমদ্বারা বিচিত্রা এবং নবীনপত্ররূপ শয্যাযুক্ত হইয়া অলিসমূহের সমধিক ঝঙ্কারদ্বারা প্রিয়তমার সহিত শ্রীকৃষ্ণের এবং অন্যান্য সখীবৃন্দের হৃদয়ে সমধিক তৃষ্ণা জন্মাইতে লাগিল ॥ ২৩ ॥

রাধাশম্পালিঙ্গিতদেহে হ্যমৃতবর্ষে
মন্দ্রধ্বানে কৃষ্ণপয়োদে স্ফুরিতেঽগ্রে।
কেকাধ্বানৈরুন্নতপিঞ্ছৈঃ শিখিনীভি-
র্নৃত্যত্যারান্মত্তময়ূরাবলিরুচ্চৈঃ॥ ২৪॥

ধ্বনদলিবিহগং শীতবাতেরিতং
পরিণতফলযুক্ চন্দ্রিকারূষিতং।
বিকচকুসুমসৎসৌরভং শ্রীহরে-
র্বনমিদমতনোদিন্দ্রিয়াণাং মুদং॥ ২৫॥

রাধৈব শম্পা বিদ্যুত্তয়া আলিঙ্গিতো দেহো যস্য তস্মিন্। অমৃতানাং রূপ-রাগাদীনাং বর্ষা যত্র তত্র। মন্দ্রো গম্ভীরো ধ্বানো বংশীধ্বনিঃ কণ্ঠধ্বানশ্চ যত্র তস্মিন্ কৃষ্ণপয়োদেঽগ্রে স্ফুরিতে সতি শিখিনীভি র্ময়ূরীভিঃ সহ মত্ত-ময়ূরাবলিঃ কেকাভিঃ স্ববাণীভিরুন্নতৈঃ পিঞ্ছৈশ্চ সহোচ্চৈরারান্নিকটে নৃত্যতি আরাং দূরান্তিকয়োঃ॥ ২৪॥

ইদং বনং হরেরিন্দ্রিয়াণাং মুদমতনোৎ কণ্ডতৃতং। ধ্বনন্তোঽলিবিহগা-যত্র ইতি কর্ণস্য। শীতবাতেরিতমিতি ত্বচঃ। পরিণতৈঃ পক্বৈঃ ফলৈ র্যুজ্যত ইতি পরিণতফলযুগিতি রসনায়াঃ। চন্দ্রিকাভি র্জ্যোৎস্নাভীরূষিতমিতি নেত্রস্য বিকচকুসুমানাং সৎ সৌরভং যত্র তৎ ইতি নাসায়াঃ॥ ২৫॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণরূপী জলধর অগ্রভাগে শ্রীরাধারূপিণী সৌদামিনীতে আলি-ঙ্গিত হইয়া গম্ভীরধ্বনিতে ও মধ্যে মধ্যে স্ফূর্ত্তি প্রকাশের সহিত সুধা বর্ষণ অর্থাৎ রাগাদিবর্ষণ করিতে থাকিলে উন্নত পিঞ্ছ ময়ূরবৃন্দ কেকারব করত ময়ূরীসকলের সহিত নিকটে নিকটে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল॥ ২৪॥

তখন এই বন, ভ্রমর ও পক্ষিসকলের ধ্বনি, শীতল বায়ু, পরিপক্ব ফল এবং চন্দ্রকিরণে অনুরঞ্জিত ও প্রস্ফুটিত পুষ্প সকলের সৌরভ সমন্বিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয় বর্গের আনন্দ বিধান করিতে লাগিল॥ ২৫॥

অথ দরফুল্লমশোকলতাস্তবকযুগং বৃষভানুসুতা।
স্বয়মবচিত্য হরেঃ শ্রবসোশ্চপলকরেণ দধৌ সুমুখী ॥ ২৬
তদনু চ চলিতা স্বয়ং হরিণাঽপ্যসৌ
প্রণয়কলহে সদাপ্যপরাজিতা।
তদপি সচ তৎকরাদপহৃত্য তৎ
স্তবকযুগলং প্রিয়াশ্রবসো র্ন্যধাৎ ॥ ২৭ ॥

বৃষভানুসুতাদরেষৎফুল্লমশোকলতায়াঃ স্তবকয়োঃ পুষ্পগুচ্ছয়োঃ যুগং স্বয়মবচিত্য উত্থাপ্য ভাবাবেশাচ্চলেন করেণ হরেঃ শ্রবসোঃ কর্ণয়ো র্দ্বয়ে দধৌ ॥ ২৬ ॥

তদনু তৎপশ্চাৎ স্তবকযুগমানেতুং শ্রীহরিশ্চলিতস্তেন সহ অসৌ শ্রীরাধাঽপি চলিতা পুনরপি স্তবকযুগং কৃষ্ণস্য কর্ণে দাতুমুদ্যতাপি হরিণা সহ প্রণয়কলহে সদা অপরাজিতা অপরাভূতা। তদপি স কৃষ্ণস্তস্যা রাধায়াঃ করাৎ স্তবকযুগমপহৃত্য প্রিয়ায়া স্তস্যা রাধায়াঃ শ্রবসো র্ন্যধাৎ। কৃষ্ণেন সহ প্রণয়কলহে শ্রীরাধায়াঃ সর্ব্বত্র জয়েঽপি শ্রীরাধায়াঃ কর্ণয়োরশোকস্তবকদানে কৃষ্ণস্যৈব জয়োঽভূৎ ॥ ২৭ ॥

তৎপর বৃষভানুনন্দিনী সুমুখী শ্রীরাধিকা অশোকলতার ঈষৎ বিকশিত দুইটী গুচ্ছ স্বয়ং চয়ন করিয়া ভাবাবেশ বশতঃ চঞ্চল হস্তদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কর্ণযুগলে সমর্পণ করিলেন ॥ ২৬ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার কর্ণে দিবার নিমিত্ত দুইটী অশোকস্তবক আনিতে গমন করিলে, তাঁহার সহিত শ্রীরাধাও গমন করিলেন, যদিচ প্রণয়কলহে সর্ব্বদাই শ্রীরাধার জয় হইয়া থাকে, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ, প্রিয়ার হস্ত হইতে স্তবক যুগল কাড়িয়া লইয়া প্রিয়ার দুই কর্ণে পরাইয়া দিলেন ॥ ২৭ ॥

সুকণ্ঠীভিঃ কণ্ঠীরবমধুরমধ্যাভিরভিতঃ
কলং গায়ন্তীভিঃ সরসমনুগীতামলগুণঃ।
স্পৃশন্নঙ্গান্যাসাং স্তবককুসুমাদ্যর্পণমিষা-
দকুণ্ঠামুৎকণ্ঠাং নিভৃতরতয়েঽবর্দ্ধয়দয়ং ॥ ২৮ ॥
কিলকিঞ্চিতবিব্বোকবিলাসললিতাদিকৈঃ।
কৃষ্ণস্তা ভূষিতাশ্চক্রে স্বসঙ্গাদ্ভাবভূষণৈঃ ॥ ২৯ ॥

সুষ্ঠু কণ্ঠঃ কণ্ঠস্বরো যাসাং তাভিঃ কণ্ঠীরবাৎ সিংহাৎ মধুরং সুন্দরং মধ্যং যাসাং তাভিঃ। অভিতঃ সর্ব্বতঃ স্থিত্বা কলং মধুরং গায়ন্তীভিঃ শ্রীগোপীভিঃ সরসং যথা তথা। অনু পুনঃ পুনর্গীতোঽমলো গুণো যস্য সোঽয়ং শ্রীকৃষ্ণঃ স্তবককুসুমাদ্যর্পণমিষাৎ আসামঙ্গানি স্পৃশন্ নিভৃতরতয়েঽকুণ্ঠামুৎকণ্ঠাম-বর্দ্ধয়ৎ ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণঃ স্বসঙ্গাদ্ধেতোঃ কিলকিঞ্চিতাদিভির্ভাবরূপভূষণৈস্তা গোপীর্ভূষিতা-শ্চক্রে। কিলকিঞ্চিতাদি লক্ষণমাদৌ দর্শিতং ॥ ২৯ ॥

তৎপর কণ্ঠীরব অর্থাৎ সিংহ সদৃশ ক্ষীণাঙ্গী, সুকণ্ঠী ও মধুরভাষিণী গোপা-ঙ্গনাসকল শ্রীকৃষ্ণের বিমল গুণকীর্ত্তন করিতে থাকিলে তাহাদিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ স্পর্শকরত স্তবক ও পুষ্প দানচ্ছলে নির্জন রতির জন্য তাহাদের অত্যন্ত উৎকণ্ঠা বর্দ্ধন করিলেন ॥ ২৮ ॥

এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বসঙ্গ প্রযুক্ত কিলকিঞ্চিত, বিব্বোক ও ললিতাদি প্রভৃতি গোপী সকলের অঙ্গজভাব রূপ ভূষণ সমূহ দ্বারা তাহাদিগকে ভূষিত করি-লেন ॥ ২৯ ॥

স্ববর্ণিতাভি র্বল্লীভিরলিধ্বনিমিষাদসৌ
অনুগীতোঽনন্দয়ত্তাঃ পুষ্পাদানমিষাৎ স্পৃশন্ ॥ ৩০ ॥
যদযজ্জগৌ চন্দ্রলতাদিকং হরি-
স্তেনৈব পশ্চাৎ প্রিয়য়া যুতং হরিং।
বর্ণার্থয়োঃ ক্বাপি বিপর্য্যয়েণ তাঃ
কৃষ্ণস্য নাম্নাঽনুজগুঃ ক্ব চালয়ঃ ॥ ৩১ ॥

যেন কৃষ্ণেন বর্ণিতাভিস্তাভি র্বল্লীভি র্বল্লীস্থানামলীনাং ধ্বনিমিষাদসৌ কৃষ্ণঃ অনুপশ্চাদগীতঃ সন্ তাভ্যঃ পুষ্পাণামাদানমিষাৎ স্পৃশন্ তা বল্লীরনন্দয়দানন্দয়ৎ ॥ ৩০ ॥

ক্ব চাপি সময়ে হরি র্যদ্যচ্চন্দ্রলতাদিকং যেন বর্ণশব্দস্বরতালমানগ্রামমূর্চ্ছনাদিনা জগৌ। আলয়ঃ সখ্যঃ প্রিয়য়া রাধয়া যুতং হরিং তেনৈব বর্ণাদিনা ক্বাপি সময়ে অনু পশ্চাৎ জগুঃ। ক্বচ সময়ে তা গোপ্যো বর্ণবিপর্য্যয়েণ কৃষ্ণস্য নাম্না জগুঃ ॥ ৩১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বর্ণিত লতাসমূহে উপরি সংস্থিত ভ্রমরসকলের ধ্বনিহেতুক শ্রীকৃষ্ণ অনুগীত হইয়া কুসুম চয়নচ্ছলে স্পর্শ করত তাঁহাদিগকে সুখি করিলেন ॥ ৩০ ॥

কোন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ বর্ণ, শব্দ, স্বর, তাল, মান, গ্রাম, ও মূর্চ্ছনাদিযুক্ত যে কোন চন্দ্রলতাদির গান করিতে লাগিলেন তৎক্ষণাৎ সখীসকল প্রিয়াযুক্ত শ্রীকৃষ্ণকে উল্লেখ করত বর্ণ ও অর্থকে বিপরীত করিয়া কৃষ্ণের নামে গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩১ ॥

জগদাহ্লাদকশীলঃ প্রমদাহৃদি বর্দ্ধিতমনসিজপীলঃ।
রাধানুরাধিকান্তর্বিলসন্ শুশুভে কলানিধিঃ সোহয়ং ॥৩২
জগদাহ্লাদকশীলঃ প্রমদাহৃদি বর্দ্ধিতমনসিজপীলঃ।
রাধানুরাধিকান্তর্বিলসন্ শুশুভে কলানিধিঃ সোহয়ং ॥৩৩
সন্মালত্যামস্যাং মালত্যাং মালতীভিঃ ফুল্লাভিঃ :
সংবেষ্টিত ইহ পরিতঃ পুন্নাগোহয়ং বিরাজতে গহনে ॥৩৪

শ্রীকৃষ্ণঃ প্রথমং জগৌ। সোহয়ং কলানিধিশ্চন্দ্রঃ রাধানুরাধয়োঃ স্তন্নাম-নক্ষত্রয়োরন্তর্মধ্যে বিলসন্ শুশুভে। কীদৃশঃ জগদাহ্লাদকং শীলং স্বভাবো যস্য সঃ। প্রমদানাং স্ত্রীণাং হৃদি বর্দ্ধিতা মনসিজস্য কন্দর্পস্য পীলা ডলয়োরৈক্যাৎ পীড়া যেন সঃ ॥ ৩২ ॥

অমুমেব শ্লোকং শ্রীগোপ্যঃ জগুঃ। অয়ং কলানিধিঃ কলানাং বিলাস-বৈদগ্ধীনাং নিধিরাশ্রয়ঃ শ্রীকৃষ্ণঃ রাধানুরাধয়োঃ শ্রীরাধাললিতয়োঃ মধ্যে বিলসন্ শুশুভে। একশব্দকৃতশ্লোকদ্বয়ং অনুপ্রাসালঙ্কারঃ কথ্যতে ॥ ৩৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণঃ সন্মালত্যাং সতী প্রশস্তা মালতী জ্যোৎস্নাং যস্যাং তস্যামস্যাং

শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ এই রূপে গান করিলে পর, যাঁহার স্বভাব জগৎকে আনন্দিত করিতে তৎপর, যিনি প্রমদা সকলের মনোমধ্যে কামপীড়া বর্দ্ধিত করেন, সেই রাধা ও অনুরাধা নামক নক্ষত্রের মধ্যবর্ত্তী হইয়া কলানিধি চন্দ্র শোভা পাইতেছে ॥ ৩২ ॥

গোপীগণও এই শ্লোকেই গান করিলেন এই যে যাঁহার স্বভাব জগৎকে আনন্দিত করিলে তৎপর, যিনি প্রমদাসকলের কন্দর্পপীড়া বর্দ্ধিত করেন, সেই রাধা ও অনুরাধা অর্থাৎ শ্রীরাধা ও ললিতার মধ্যবর্ত্তী কলানিধি অর্থাৎ বিলাস বৈদগ্ধ্যাদি কলাসকলের নিধি অর্থাৎ আস্পদ শ্রীকৃষ্ণ শোভা পাইতে-ছেন ॥ ৩৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন প্রশস্তা মালতী অর্থাৎ জ্যোৎস্নাযুক্ত এই মালতী অর্থাৎ

সন্মালত্যামস্যাং মালত্যাং মালতীভিঃ ফুল্লাভিঃ।
সংবেষ্টিত ইহ পরিতঃ পুন্নাগোঽয়ং বিরাজতে গহনে ॥৩৫

মাধবালিঙ্গিতা মাধবী ভ্রাজতে
মাধবশ্চানয়া ফুল্লয়া রাজতে।
বিশ্বমপ্যেতয়োঃ সঙ্গমানন্দত-
শ্চক্ষুষী নন্দয়ন্ মোদতে সর্ব্বতঃ ॥৩৬॥

মালত্যাং রাত্রৌ ফুল্লাভি র্মালতীভি স্তন্নামলতাভিঃ পারিতঃ সংবেষ্টিতঃ পুন্নাগো নাগকেশরোঽয়ং ইহ গহনে বনে বিরাজতে ॥ ৩৪ ॥

শ্রীগোপ্যঃ মালতীভি র্নায়িকাভিঃ। পুন্নাগঃ পুরুষশ্রেষ্ঠঃ শ্রীকৃষ্ণঃ। অন্যৎ সমানার্থকং। অত্র ফুল্লাভির্ইতি দ্বিতীয়পাদান্তস্য গুরো র্লঘুত্বং বোধ্যং ॥ ৩৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণঃ মাধবেন বসন্তেনালিঙ্গিতা মাধবী লতা ভ্রাজতে মাধবো বসন্তশ্চ ফুল্লয়ানয়া মাধব্যা লিঙ্গিতো রাজতে। এতয়ো র্মাধবীমাধবয়োঃ সঙ্গমানন্দেন বিশ্বমপি চক্ষুষী নন্দয়ৎ সর্ব্বতো মোদতে ॥ ৩৬ ॥

মালতী নাম্নী লতা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পুন্নাগ অর্থাৎ নাগকেশর এই কাননমধ্যে শোভা পাইতেছে ॥ ৩৪ ॥

গোপী সকল বলিলেন, প্রশস্তমালতী জ্যোৎস্নাযুক্ত, এই মালতীতে অর্থাৎ রাত্রিতে প্রফুল্লিতমালতী অর্থাৎ নায়িকাগণে সংবেষ্টিত হইয়া পুন্নাগ অর্থাৎ পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ শোভা পাইতেছেন ॥ ৩৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, মাধবী (লতা) মাধব (বসন্ত) কর্ত্তৃক আলিঙ্গিতা হইয়া শোভা পাইতেছেন এবং মাধবীকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত মাধবও শোভা হইতেছে। অপিচ ইহাদের উভয়ের সঙ্গমানন্দে ব্রহ্মাণ্ডই যেন নয়নযুগলকে আনন্দিত করিয়া শোভা পাইতেছে ॥ ৩৬ ॥

মাধবালিঙ্গিতা মাধবী ভ্রাজতে
মাধবশ্চানয়া ফুল্লয়া রাজতে।
বিশ্বমপ্যেতয়োঃ সঙ্গমানন্দত-
শ্চক্ষুষী নন্দয়ন্ মোদতে সর্ব্বতঃ ॥ ৩৭ ॥
সংফুল্লা সংফুল্লোমিলনান্মিথ ইহ বনে সদালীমাং।
কাঞ্চনবল্লী চাসৌ সুখদা তাপিঞ্ছমৌলিশ্চ ॥ ৩৮ ॥
সংফুল্লো সংফুল্লো মিলনান্মিথ ইহ বনে সদালীমাং।
কাঞ্চনবল্লীচাসৌ সুখদা তাপিঞ্ছমৌলিশ্চ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীগোপ্যঃ। মাধবঃ কৃষ্ণঃ মাধবী রাধা। অন্যৎ সমার্থকং ॥ ৩৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণঃ ইহ বনে সংফুল্লা কাঞ্চনবল্লী সংফুল্ল স্তাপিঞ্ছমৌলি স্তমালশ্রেষ্ঠশ্চ অলীনাং ভ্রমরাণাং মিলনাৎ মিথঃ পরস্পরং সদা সুখদা সুখদশ্চ বৃক্ষে লতায়া-বেষ্টনান্মিথঃ শোভাপ্রদাবিতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

শ্রীগোপ্যঃ। সংফুল্লা কাঞ্চনবল্লী শ্রীরাধা সংফুল্লস্তাপিঞ্ছমৌলি স্তাপিঞ্ছং বর্হং মৌলৌ যস্য স যদ্বা পিঞ্ছমৌলিঃ সুখদাতা কাঞ্চনবল্লীচ চকারাৎ সুখ

গোপী সকল কহিলেন, মাধব (শ্রীকৃষ্ণ) কর্তৃক আলিঙ্গিতা হইয়া মাধবী (শ্রীরাধা) শোভা পাইতেছেন এবং মাধবী কর্তৃক আলিঙ্গিতা হইয়া মাধবও শোভা পাইতেছেন এবং উভয়ের সঙ্গমানন্দে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই যেন শোভিত হইয়া রহিয়াছে ॥ ৩৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, এই বনমধ্যে সংফুল্লা কাঞ্চনলতা ও সংফুল্ল তমাল বৃক্ষ ভ্রমরসকলের সহিত সর্ব্বদা সম্মিলন হেতু উভয়ে সুখদ অর্থাৎ শোভাযুক্ত হইয়াছে ॥ ৩৮ ॥

গোপীসকল বলিলেন, এই বনমধ্যে সংফুল্লিত কাঞ্চনলতা শ্রীরাধা এবং

শংসন্নিব মদনাজ্ঞাং মদয়ন্ হৃদয়ং কলং গায়ন্।
নবপদ্মিনীষু রাত্রৌ বিলসতি মধুসূদনশ্চিত্রং॥ ৪০॥
শংসন্নিব মদনাজ্ঞাং মদয়ন্ হৃদয়ং কলং গায়ন্।
নবপদ্মিনীষু রাত্রৌ বিলসতি মধুসূদনশ্চিত্রং॥ ৪১॥
রজনীরমণস্তমসাং শমনো
নলিনীকুলমুন্মহসামপনুৎ।

দাত্রীত্যর্থঃ। শ্রীকৃষ্ণশ্চ আলীনাং সখীনাং মিলনাৎ মিথঃ পরস্পরং সুখদা সুখদশ্চ॥ ৩৯॥

শ্রীকৃষ্ণঃ মধুসূদনঃ ভ্রমরঃ কলং মধুরং গায়ন্ গানেন হৃদয়ং শৃণ্বতাং হৃদয়ং মদয়ন্ হর্ষয়ন্ মদনস্যাজ্ঞাং শংসন্ কথয়ন্নিব রাত্রৌ নবপদ্মিনীষু বিলসতি। চিত্রং ইদমিতি শেষঃ॥ ৪০॥

শ্রীগোপ্যঃ। কৃষ্ণো মধুরং গায়ন্ হৃদয়ং মদয়ন্ মদনাজ্ঞাং শংসন্নিবনবপদ্মিনীষু উত্তমস্ত্রীষু রাত্রৌ চিত্রং নানাবিধং বিলসতি॥ ৪১॥

শ্রীকৃষ্ণঃ। এষ শিতিগুঃ "শিতী ধবলমেচকা"বিত্যমরঃ। শিতিঃ শুক্লা

সংফুল্ল তাপিঞ্ছমৌলি শ্রীকৃ আলী (সখী) বৃন্দের সহিত সম্মীলন হেতুক পরস্পর সুখদ অর্থাৎ উভয়ে আনন্দিত হইয়া শোভা হইয়েছেন॥ ৩৯॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, মধুসূদন (ভ্রমর) গান দ্বারা শ্রোতৃবর্গে হৃদয়কে আনন্দিত করিয়া মদনের আজ্ঞা যেন প্রচার করত রাত্রিতে নবপদ্মিনী সকলে বিলাস করিতেছে, ইহা অতিশয় আশ্চর্য্য॥ ৪০॥

গোপীসকল কহিলেন, মধুসূদন (শ্রীকৃষ্ণ) মধুর গানদ্বারা হৃদয়কে আনন্দিত করিয়া মদনের আজ্ঞা যেন প্রচার করতঃ নবপদ্মিনী অর্থাৎ উত্তম স্ত্রীগণের রাত্রিতে চিত্র (নানাপ্রকারে) বিলাস করিতেছেন॥ ৪১॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, এই অন্ধকারনাশক রজনীকান্ত শিতি অর্থাৎ ধবলকান্তি

শিতিগুর্গগনে শিতিভে বিঘনে
সুবভো কুমুদাবক এষ মুদা। ॥ ৪২ ॥
রমণীরমণস্তমসাং শমনঃ
খলিনীকুলমুন্মহসামপনুৎ।
শিতিগুর্গহনে শিতিভে বিঘনে
বিবভো কুমুদাকর এষ মুদা ॥ ৪৩ ॥

গৌঃকান্তি র্যস্য সঃ। শিতিভে শিতিঃ শুক্লা ভা দীপ্তি র্যস্য অস্মিন্ বিঘনে মেঘরহিতে গগনে সুবভৌ। "ভা দীপ্তৌ" ধাতুঃ। কীদৃশঃ কুমুদাবকঃ কুমুদানামবকো রক্ষকঃ" অব রক্ষণে" ধাতুঃ। পুনঃ রজনীষু রমণং যস্য সঃ। তমসাং শমনঃ নাশকঃ নলিনীকুলস্য মুদো হর্ষস্য মহসাং কান্তীনাঞ্চাপনুৎ নাশকঃ ॥ ৪২ ॥

শ্রীগোপ্যঃ। এষঃ শিতিগুঃ শিতিঃ কৃষ্ণা গৌঃ কান্তি র্যস্য স কৃষ্ণঃ রমণীষু রমণং যস্য সঃ তমসাং পাপানাং শমনঃ খলিনীনাং খলশ্রেণীনাং কুলস্য সমূহস্য মুন্মহসাং হর্ষকান্তীনাং অপনুৎ নাশকৃৎ কুমুদাকরঃ। কোঃ পৃথিব্যামুদামাকরঃ বিঘনে বিভিঃ পক্ষিভি র্ঘনে সান্দ্রে শিতিভে নীলবর্ণে গহনে বনে বিবভৌ। অক্ষরস্য ক্বাপি বিপর্য্যয়েণেতি যদুক্তং তদত্র জ্ঞেয়ং ॥ ৪৩ ॥

শশধর বিঘন (মেঘশূন্য) সুগন্ধযুক্ত এবং শিতিভ (ধবলকাকি) শুভ্র আকাশে থাকিয়া কুমুদসকলকে রক্ষা করত নলিনী সমূহের হর্ষ নষ্ট করিতেছেন ॥ ৪২ ॥

গোপীসকল কহিলেন, রমণীতে রমণশীল, অন্ধকারনাশক, শিতিগু (কৃষ্ণকান্তি) এই শ্রীকৃষ্ণ বিঘন অর্থাৎ বিশেষ প্রকার ঘন (নিবিড়) শিতিভ অর্থাৎ নীলবর্ণ গহনে (বনে) থাকিয়া কু-মুদ অর্থাৎ কুৎসিত (পাপকার্য্যাদিতেই) যাহাদের মুদ অর্থাৎ হয় তাদৃশ খল অর্থাৎ দুর্জনে আনন্দ (দুষ্কর্ম্মজন্য হর্ষ) বিদূরিত করিয়া পাইতেছেন ॥ ৪৩ ॥

কমলিনীমলিনীকরণে পটু-
র্বিধুরিতাধুরিতানিহ চক্রবান্ ।
নিবিদধদ্বিদধদ্ভগণে ধৃতিং
ন স মুদে সমুদেতি বিধুর্ম্মম ॥ ৪৪ ॥
স সুদৃশাং সুদৃশাং রুচিকৃদ্রুচি-
র্বিরহিতারহিতা নিজতারকাঃ ।

কৃষ্ণঃ কমলিনীনাং পদ্মিনীনাং মলিনীকরণে পটু র্নিপুণঃ স বিধুশ্চন্দ্রঃ ইহ রাত্রৌ চক্রবান্ কেশা বিদ্যন্তে অস্যেতি কেশব ইতিবৎ অস্ত্যর্থে বপ্রত্যয়ঃ চক্রং চক্রশব্দো নাম্নি বিদ্যতে যেষাং তান্ চক্রবান্। চক্রকানিতি পাঠে তু স্বার্থে কঃ। চক্রানিত্যর্থঃ সুগমঃ। "কোকশ্চক্রশ্চক্রবাকোরথাঙ্গাহ্বয়নামক" ইত্যমরঃ। তান্ বিধুরিতাধুরিতান্ বিশিষ্টশ্চাসৌ ধুরোভারোদুঃখঞ্চেতি বিধুরঃ সোহস্যাস্তীতি বিধুরী তস্য ভাবো বিধুরিতা স এব ধুরোভারোজাত এষামিতি বিধুরিতাধুরিতা স্তথাবিধান্ অর্থাৎ পীড়িতান্ নিবিদধৎ। অতিশয়েন কুর্ব্বন্ ভগণে নক্ষত্রগণে ধৃতিং বিদধৎ সন্ স মম মুদে হর্ষায় ন সম্যগুদেত্যেব ॥ ৪৪ ॥

শ্রীগোপ্যঃ স প্রসিদ্ধো বিধুঃ বিধুনোতি দুঃখমিতি বিধুঃ, "ধুঞ্ কম্পনে" ডুপ্রত্যয়ঃ। যদ্বা বিদধাতি সুখমিতি বিধুঃ, ডু ধাঞ্ ডুপ্রত্যয়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন কমলিনী অর্থাৎ পদ্মিনী সকলের মালিন্য সম্পাদনে বিশেষ নিপুণ বিধু অর্থাৎ চন্দ্র 'চক্রবান্ বিধুরিতাধুরিতান্' অর্থাৎ চক্রবাক-বৃন্দকে দুঃখিত ভাবে আক্রান্ত করিয়া নক্ষত্র সমূহের ধৈর্য্যবিধান করত সম্যক্ রূপে উদিত হইতেছেন ॥ ৪৪ ॥

গোপীসকল কহিলেন, বিধু অর্থাৎ যিনি বিশেষ প্রকারে দুঃখ খণ্ডন বা সুখকে বিধান করেন সেই রুচিকর শ্রীকৃষ্ণ সুনেত্রা ব্রজাঙ্গনাসকলের সুন্দর নয়নসমূহের রুচিকর হইয়া স্বীয়প্রেয়সীবর্গকে বিরহশূন্য করত অসুরাদি

সুবিদধদ্বিদধৎ কুমুদাবনং
বরমুদে স মুদেতি বিধুর্হি নঃ ॥ ৪৫ ॥
ইত্থং গায়ন্ মধুরবিপিনশ্রীভরালোকতৃপ্তঃ
কান্তাবল্লীরপি বিরচয়ন্ স্বাভিমর্দ্দেন ফুল্লাঃ।
ভ্রামং ভ্রামং ভ্রমরনিকরৈঃ স্বানুগৈর্বেষ্টিতোঽসৌ
তাভি র্বংশীবটবিটপিনঃ কুট্টিমং প্রাপ কৃষ্ণঃ ॥ ৪৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণঃ হি নিশ্চিতং নোঽস্মাকং বরমুদে উৎকৃষ্টহর্ষায় অরং শীঘ্রং রলয়োঃ সাবর্ণ্যাদলমতিশয়ং বা উদেতি। সমুদেতি পাঠে সুগমঃ। কীদৃশঃ সুদৃশাং সুদৃশাং সুষ্ঠু দৃশাং চক্ষুষাং রুচিকৃৎ স্পৃহাকৃৎ রুচিঃ কান্তি র্যস্য সঃ কিং কুর্ব্বন্ নিজতারকাঃ। তারকাশব্দেন লক্ষণয়াঽতিশয়োক্ত্যা বা গোপীবিরহিণো-ভাব স্তয়া রহিতা বঞ্চিতাঃ সুষ্ঠু বিদধৎ কুর্ব্বন্ পুনঃ কিং কুর্ব্বন্ কুমুদাবনং কোঃ পৃথিব্যা মুদাং হর্ষাণামাসম্যগবনং রক্ষণং বিদধৎ কুর্ব্বন্ ॥ ৪৫ ॥

ইত্থং গায়ন্ কান্তা গোপী র্বল্লী লতাশ্চ স্বস্যাভিমর্দ্দেন করাদিকৃতেন ফুল্লাঃ বিরচয়ন্ কুর্ব্বন্। অভিমর্শেনেতি পাঠে স্বাঙ্গস্পর্শেন মধুরবিপিনস্য শোভা তস্যা ভরস্যাতিশয়স্যাবলোকেন তৃপ্তি র্যস্য স কৃষ্ণ স্বস্যানুগৈ র্ভ্রমরনিকরৈ-র্বেষ্টিতস্তাভি র্গোপীভিঃ সহ ভ্রামং ভ্রামং ভ্রান্ত্বা ভ্রান্ত্বা বংশীবটাখ্যবিটপিনো বৃক্ষস্য কুট্টিমং বেদীং প্রাপ ॥ ৪৬ ॥

বিনাশ করিয়া পৃথিবীর হর্ষবর্দ্ধন পূর্ব্বক আমাদিগের আনন্দবর্দ্ধনার্থ উদিত হইতেছেন ॥ ৪৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ এই রূপ গান করিয়া ও মধুর বনের শোভা সমূহে পরিতৃপ্ত হইয়া কান্তা অর্থাৎ গোপীগণ ও বল্লী অর্থাৎ লতাগণ এই উভয়কেই পথরদ্বারা কিম্বা অঙ্গ স্পর্শদ্বারা প্রফুল্লিত করিলেন এবং পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগামি ভ্রমরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সেই বংশীবট বৃক্ষের কুট্টিম অর্থাৎ বেদীতে গমন করিলেন ॥ ৪৬ ॥

তত্রোপবিষ্টঃ স দদর্শ কৃষ্ণাং
স্বদর্শনানন্দবিবৃদ্ধতৃষ্ণাং।
ফেনালিহাসাং খগনাদগানাং
স্বসঙ্গমায়োৎকহৃষীকবর্গাং ॥ ৪৭ ॥
স্পর্শোৎসবায়োচ্ছলদূর্ম্মিহস্তাং
লোলাব্জরক্তোৎপলফুল্লনেত্রাং।
সমুচ্ছলন্নক্রমুখোচ্চনাসা-
মাবর্ত্তগর্ত্তোৎসুককর্ণপালীং ॥ ৪৮ ॥
যুগ্মকং ॥

তত্রোপবিষ্টঃ স কৃষ্ণঃ কৃষ্ণাং যমুনাং দদর্শ। কীদৃশীং। স্বস্য দর্শনানন্দেন বিবৃদ্ধা তৃষ্ণা যস্যাস্তাং। ফেনালি হাস্যং যস্যাস্তাং খগানাং পক্ষিণাং নাদো গানং যস্যাস্তাং স্বসঙ্গার্থং উৎকো হৃষীকাণাং ইন্দ্রিয়াণাং বর্গো যস্যাস্তাং স্পর্শোৎসবায় উচ্ছলদূর্ম্ময়স্তরঙ্গা হস্তা যস্যা স্তাং লোলান্যব্জানি রক্তোৎপলানি চ ফুল্লানি নেত্রাণি যস্যা স্তাং সমুচ্ছলন্নক্রমুখং কুম্ভীরাদি উচ্চনাসা যস্যা স্তাং আবর্ত্তজন্যগর্ত্তানাং উৎসুককর্ণানাং পালি র্যস্যা স্তাং ॥ ৪৭—৪৮ ॥

এবং তথায় উপবেশন করত শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণা অর্থাৎ যমুনা কে অবলোকন করিলেন, আহা! যমুনার আচার্য্য শোভা এই যে তৎকালীন কৃষ্ণদর্শনানন্দে তাঁহার তৃষ্ণা বৃদ্ধিশীল হইতে লাগিল, তথা ফেন সমূহই হাস্যরূপে এবং জলচর পক্ষিসকলের নিনাদই গানরূপে পরিণত হইল ও কৃষ্ণসঙ্গমার্থ তাঁহার ইন্দ্রিয় সমূহ উৎসুক হইয়া উঠিল ॥ ৪৭ ॥

অপিচ, কৃষ্ণাঙ্গের স্পর্শজন্য হর্ষভরে তরঙ্গরূপ হস্ত উচ্ছলিত হইল, প্রফুল্ল-রক্তপদ্মরূপ নয়ন চঞ্চল হইয়া উঠিল, নক্র অর্থাৎ কুম্ভীর প্রভৃতি জলজন্তুরূপ নাসিকা উচ্ছলিত হইল এবং আবর্ত্ত (ঘূর্ণা) রূপ কর্ণসকল উৎসুক হইল ॥ ৪৮ ॥

পুলিনানি সমীক্ষ্যাসৌ তত্র রন্তুমনা হরিঃ।
কৃষ্ণাপারং গন্তুকামঃ সমুত্তস্থৌ প্রিয়াগণৈঃ ॥ ৪৯ ॥

অথাগতানাং স্বজলান্তিকং সা
তেষাং পদাব্জেষু তরঙ্গহস্তৈঃ।
সমর্প্য পদ্মান্যথ তানি কৃষ্ণা
তৈস্তৈঃ স্পৃশন্তীব মুহুর্ব্ববন্দে ॥ ৫০ ॥

গতিশিঞ্জিতে মুররিপোর্ব্বনিতানাং
দ্রুতমভ্যসন্নিব নিজৈর্গতিনাদৈঃ।

পুলিনানি সমীক্ষ্য তত্র পুলিনে রন্তুমনা হরিঃ কৃষ্ণায়া যমুনায়াঃ পারং গন্তুকামঃ সন্ প্রিয়াগণৈঃ সহ সমুত্তস্থৌ ॥ ৪৯ ॥

অথ সা কৃষ্ণা যমুনা স্বজলান্তিকমাগতানাং তেষাং কৃষ্ণাদীনাং পদাব্জেষু তরঙ্গহস্তৈঃ পদ্মানি সমর্প্য তানি পদাব্জানি তৈস্তৈস্তরঙ্গহস্তৈঃ স্পৃশন্তী ইব মুহুর্ব্ববন্দে ॥ ৫০ ॥

মুররিপোঃ কৃষ্ণস্য বনিতানাং চ গতিশিঞ্জিতে গমনভূষণশব্দৌ দ্রুতমভ্য-

---

অনন্তর, শ্রীকৃষ্ণ, যমুনার পুলিন সমূহ দর্শন করিয়া সেই স্থানে বিহার করিতে ইচ্ছা করত যমুনাপারে গমন করিতে অভিলাষী হইয়া প্রিয়াসকলের সহিত তথা হইতে উত্থিত হইলেন ॥ ৪৯ ॥

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি সকলে স্বীয় জলসমীপে সমাগত হইলে যমুনা তরঙ্গরূপ হস্তদ্বারা তাঁহাদিগের চরণে পদ্মসমূহ সমর্পণ করিলেন এবং সেই সমর্পিত পদ্মসকলকেই যেন নিজে স্পর্শ করত বারম্বার বন্দনা করিয়াছিলেন ॥ ৫০ ॥

শ্রীকৃষ্ণের বনিতাগণের গমন হেতু ভূষণ শব্দ উপস্থিত হইলে যমুনা-

তমিত্থাভ্যুপৈতি পুরতস্তটকচ্ছাৎ
কলহংসিকালিবলিতঃ কলহংসঃ ॥ ৫১ ॥
স্খলদগতিতয়াচ্যুতাগতিমুদা
সমৃদ্ধজলতাং জগাম যমুনা ।
স্বপারময়িতুং সমুৎকমথ তং
সমীক্ষ্য তনুতাং জলোদ্ধতগতিঃ ॥ ৫২ ॥
জানুদ্বয়সতোয়ায়াং কৃষ্ণায়াং কৃষ্ণতুষ্টয়ে ।
গুল্ফদঘ্নজলা আসন্ নির্ঝরাঃ পুলিনাবৃতাঃ ॥ ৫৩ ॥

সন্ তদভ্যাসং কুর্ব্বন্ ইব নিজৈর্গতিনাদৈঃ হংসীভিঃ সহ কলহংসস্তটকচ্ছাৎ তটনিকটাৎ পুরত স্তং কৃষ্ণমভ্যুপৈতি ॥ ৫১ ॥

যমুনা অচ্যুতস্যাগতিরাগমনং তেন যা মুৎ হর্ষ স্তেন স্খলদগতিতয়া স্খলিতা স্তব্ধা গতির্জলবেগো যস্যাস্তত্তয়া সমৃদ্ধজলতাং বহুজলতাং জগাম অথ স্বস্য পারময়িতুং গন্তুং সমুৎসুকং তং কৃষ্ণং সমীক্ষ্য জলোদ্ধতগতিঃ জলৈরুদ্ধতা প্রখরা গতি র্যস্যা স্তাদৃশী সতী তনুতাং ক্ষীণতাং জগাম ॥ ৫২ ॥

কৃষ্ণস্য তুষ্টয়ে কৃষ্ণায়াং যমুনায়াং জানুদ্বয়স-তোয়ায়াং জম্বুপরিমিত-

---

স্থিত কলহংস যেন ঐ শব্দ অভ্যাস করিবার নিমিত্তই হংসীবর্গের সহিত যমুনার কচ্ছ অর্থাৎ জলপ্রায় ভূভাগ হইতে ইহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল ॥ ৫১ ॥

শ্রীকৃষ্ণের আগমন জন্য আনন্দে যমুনার গতি স্খলিত হওয়ায় জলস্তব্ধ হইল এবং নিজপারে গমন করিবার জন্যই যেন শ্রীকৃষ্ণকে সমুৎসুক দর্শন করিয়া যমুনা জলোদ্ধতগতি অর্থাৎ জলদ্বারা উপলব্ধি হইলেন ॥ ৫২ ॥

শ্রীকৃষ্ণের পরিতুষ্টির নিমিত্ত যমুনা আপন জলকে জানুপরিমিত করিলে পুলিনের নির্ঝর সকলেরও জল গুল্ফপরিমিত হইয়া উঠিল ॥ ৫৩ ॥

তীর্ত্বা তীর্ত্বা সুখেনৈতান্ ক্রমেণ নির্ঝরান্ হরিঃ।
বভ্রাম পুলিনেষ্বেষু বিহরন্ সপ্রিয়াগণঃ ॥ ৫৪ ॥

সাকূতসস্মিতবিলোকননর্ম্মজল্পৈ-
রালিঙ্গনস্তননখার্পণচুম্বনাদ্যৈঃ।
তাসাং স্বসঙ্গজমনোজবিলাসতৃষ্ণাং
কুর্ব্বন্ মুহুঃ স বিপুলাং বিললাস কৃষ্ণঃ ॥ ৫৫ ॥

ততঃ পুলিনমাগত্য স চক্রভ্রমণাভিধং।
তত্র রন্তুমনাশ্চক্রমারুরোহ প্রিয়াগণৈঃ ॥ ৫৬ ॥

তোয়ায়াং সত্যাং। পরিমিতার্থে দ্বয়সট্ প্রত্যয়ঃ। পুলিনাবৃতা নির্ঝরা :গুল্ফ-দঘ্নজলা গুল্ফপরিমিতজলা আসন্ বভূবুঃ ॥ ৫৩ ॥

সপ্রিয়াগণো হরিঃ সুখেনৈতান্নির্ঝরান্ ক্রমেণ তীর্ত্বা তীর্ত্বা এষু পুলিনেষু বিহরন্ বভ্রাম ॥ ৫৪ ॥

স কৃষ্ণঃ সাকুতঃ সস্মিতবিলোকনৈঃ পরিহাসবাক্যৈরালিঙ্গনৈঃ স্তনেষু নখার্পণৈশ্চুম্বনাদ্যৈস্তাসাং স্বস্য সঙ্গজন্যমনোজবিলাসে তৃষ্ণাং বিপুলাং কুর্ব্বন্ বিললাস। শ্রীভাগবতে। "বাহুপ্রসারপরিরম্ভ" ইত্যাদিবদত্রাপি রময়াঞ্চকার ইতি বোধ্যং ॥ ৫৫ ॥

স কৃষ্ণস্তদনন্তরং পুলিনমাগত্য তত্র চক্রভ্রমণাভিধং রন্তুমনাঃ সম্ প্রিয়াগণৈঃ সহ চক্রমারুরোহ ॥ ৫৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ, প্রিয়াবর্গের সহ ঐ নির্ঝর সকল বারম্বার অনায়াসে উত্তীর্ণ হওত পুলিনসমূহে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥

এবং অভিপ্রায়যুক্ত হাস্য, দর্শন, পরিহাস, বাহুবাক্যকথন, আলিঙ্গন, স্তন মধ্যে নখাঘাত এবং বদনচুম্বন প্রভৃতি নানাবিধ ব্যাপারে গোপীগণের বিলাসতৃষ্ণাকে বিপুলরূপে বর্দ্ধিত করিয়া বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫ ॥

তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ পুলিনে আগমন করিয়া বিলাস বাসনায় চক্রভ্রমণ নামক চক্রে প্রিয়াবর্গের সহিত আরোহণ করিলেন ॥ ৫৬ ॥

বিতস্তিমাত্রোচ্চনিখাতশঙ্কুগ-
ত্রিনেমিচক্রোপরি রাধয়া সহ।
স্থিতঃ স মধ্যেহন্যসখীগণৈঃ ক্রমা-
দ্বহিশ্চকারাথ সুমণ্ডলত্রয়ীং ॥ ৫৭ ॥
আবৃত্য পূর্ণং রসধারয়া হরিং
রাধোপগূঢ়ং কিল মণ্ডলত্রয়ী।
সুবর্ণবল্ল্যঞ্চিতমালশাখিনং
স্বর্ণালবালালিরিবাবভাবসৌ ॥ ৫৮ ॥

বিতস্তিমাত্রোচ্চশ্চাসৌ পৃথিব্যাং নিখাতশ্চ যঃ শঙ্কু স্তত্রগং তদুপরি স্থিতং চক্রং তত্র ত্রিনেমিচক্রোপরি রাধয়া সহ মধ্যে স্থিতং স কৃষ্ণঃ অন্যসখীগণৈর্বহিঃ ক্রমাৎ সুমণ্ডলত্রয়ীঞ্চকার ॥ ৫৭ ॥

অসৌ মণ্ডলত্রয়ীরসস্য ধারয়া পরম্পরয়া পূর্ণং রাধয়োপগূঢ়মালিঙ্গিতং হরিং আবৃত্য মধ্যে কৃত্বা সুবর্ণবল্ল্যাঞ্চিতং যুক্তং তমালবৃক্ষং আবৃত্য স্বর্ণস্য আলবালালিরিবাবভৌ ॥ ৫৮ ॥

চক্রভ্রমণের প্রকার এই যে, বিতস্তি অর্থাৎ অর্দ্ধহস্তমাত্র উচ্চ, পৃথিবীতে নিখাত যে শঙ্কু অর্থাৎ গোঁজ, তাহার উপরিস্থ চক্র ঐ চক্র তিনটী নেমি (অর্থাৎ অগ্রদিকে তিন থাক ছিল,) তাহার উপর শ্রীরাধার সহিত মধ্যভাগে শ্রীকৃষ্ণ আরোহণ পূর্ব্বক অন্য সখীবৃন্দ দ্বারা বাহিরে তিনটী মণ্ডলী করিলেন ॥ ৫৭ ॥

আহা ঐ তিনটী মণ্ডলী অর্থাৎ গোপীশ্রেণী রস পরম্পরায় পরিপূর্ণ শ্রীরাধাকর্তৃক আলিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণকে আবরণ অর্থাৎ মধ্যে করিয়া স্বর্ণলতাবৃত তমাল তরুকে আবরণ পূর্ব্বক যেমন স্বর্ণলতা শোভা পায় তাহার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৫৮ ॥

আদিশ্য হল্লীশককেলিরঙ্গে
রাধামুকুন্দৌ ললিতাদিকালীঃ।
তত্রাংসবিন্যস্তভুজৌ মিথস্তা-
বনৃত্যতাং লাস্যবিদাং বরিষ্ঠৌ ॥ ৫৯ ॥
নৃত্যন্নিতম্বিনীনাং তদ্বৈদগ্ধ্যপদচালনৈঃ।
কুলালচক্রবচ্চক্রং ভ্রমদাসীত্তয়োরপি ॥ ৬০ ॥
বিধায় রাধাং ললিতাবিশাখয়ো-
র্মধ্যে তদংশার্পিতবাহুরচ্যুতঃ।

রাধামুকুন্দৌ হল্লীশককেলিরঙ্গে মণ্ডলীনৃত্যরঙ্গে ললিতাদিকালীরাদিশ্য প্রবর্ত্ত্য। "নারীণাং মণ্ডলীনৃত্যং বুধা হল্লীশকং বিদুঃ"। তত্র লাস্যবিদাং বরিষ্ঠৌ তৌ মিথোঽংসে স্কন্ধে ন্যস্তভুজৌ সন্তৌ অনৃত্যতাং ॥ ৫৯ ॥

নৃত্যন্তীনাং নিতম্বিনীনাং সখীনাং তত্তত্র নৃত্যে বৈদগ্ধ্যেন পদচালনৈ-স্তয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োরপি বৈদগ্ধ্যেন পাদচালনৈঃ হেতুভিশ্চক্রং তাভিরারূঢ়ং তাভ্যামারূঢ়মপি কুলালচক্রবৎ ভ্রমদাসীৎ ভ্রমণশীলমভূৎ। কুলালচক্রং মৃণ্ময়ঘটাদি-নির্ম্মাপকচক্রং ॥ ৬০ ॥

স অচ্যুতঃ ললিতাবিশাখয়োর্মধ্যে রাধাং বিধায় কৃত্বা। তত্তস্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ কিম্বা তয়োর্ললিতাবিশাখয়োরংসে স্কন্ধেঽর্পিতৌ ভুজৌ যেন তথাভূতঃ সন্

অনন্তর নৃত্যবিদ্‌গণের মধ্যে বিজ্ঞতম শ্রীরাধাকৃষ্ণ ললিতাদি সখীবৃন্দকে হল্লীশক অর্থাৎ মণ্ডলীনৃত্য করিতে আজ্ঞা করিয়া পরস্পর স্কন্ধে হস্তপ্রদান পূর্ব্বক নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫৯ ॥

নিতম্বিনী সকলের বিশেষ চাতুর্য্য সহকারে পাদ বিক্ষেপ করায় রাসচক্রটী কুলাল চক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিল ॥ ৬০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাকে ললিতা ও বিশাখার মধ্যে করিয়া তাঁহার স্কন্ধে অথবা ললিতাবিশাখার স্কন্ধদ্বয়ে হস্তযুগল অর্পণ করত নর্ত্তকীবৃন্দ গান করিতে

গায়ন্ স গায়ন্তিরলং কদাপ্যসৌ
বভ্রাম নৃত্যন্ সহ নর্ত্তকীগণৈঃ ॥ ৬১ ॥
লঘুভ্রমচ্চক্রগতেঃ সমা তাসাং গতিঃ ক্বচিৎ।
ক্বচিন্মন্দা ক্বচিচ্ছীঘ্রা বিবিধাসীৎ প্রিয়া হরেঃ ॥ ৬২ ॥
তাসাং দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে ন্যস্তদোঃ স্ফুরন্।
সচলৎস্বর্ণবল্লীনাং নৃত্যত্তাপিঞ্ছবদ্বভৌ ॥ ৬৩ ॥

গায়ন্ সন্ কদাপি গায়ন্তিস্তৈর্নর্ত্তকীগণৈর্নৃত্যন্তীভিরন্যব্রজাঙ্গনাভিঃ সহ অলং অতিশয়েন নৃত্যন্নসৌ বভ্রাম ॥ ৬১ ॥

লঘু যথাস্যাত্তথা ভ্রামচ্চক্রস্য গতের্হেতো স্তাসাং গতিঃ ক্বচিৎ সমা ক্বচিৎ মন্দা ক্বচিৎ শীঘ্রা বিবিধা চ হরেঃ প্রিয়া প্রীতিকরাসীৎ। এবম্ভূতা হরের্গতি-স্তাসাং প্রীতিকরাসীদ্বা ॥ ৬২ ॥

তাসাং গোপীনাং দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে প্রবিশ্য তত্তাসাং অংসেষু স্কন্ধেষু ন্যস্তদোর্ন্যস্তভুজঃ স কৃষ্ণঃ স্ফুরন্ সন্ চলৎ স্বর্ণবল্লীনাং মধ্যে নৃত্যত্তাপিঞ্ছ-বন্নৃত্যত্তমালবদ্বভৌ ॥ ৬৩ ॥

লাগিলে তাহাদিগের সহিত নিজেও গান করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬১ ॥

কখন চক্রের গতি লঘু হইলে তাহাদিগেরও গতি লঘু এবং কখন চক্রগতি মন্দ বা শীঘ্র হইলে তাহাদিগেরও গতি মন্দ বা শীঘ্র হইতে লাগিল এইরূপে কৃষ্ণপ্রিয়া ব্রজাঙ্গনা সকলের রাসমণ্ডলে নানাপ্রকার গতি হইল ॥ ৬২ ॥

সেই সকল গোপীসকলের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগের স্কন্ধে হস্ত বিন্যাস করত চঞ্চল স্বর্ণলতার মধ্যগত তমালতরুর সদৃশ শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৬৩ ॥

সোঽলাতচক্রবৎ ক্বাপি লঘুগত্যাভ্রমত্তথা।
হিত্বা মাং ক্বাপ্যসৌ নাগাদিতি তা মেনিরে যথা ॥ ৬৪ ॥
স একাং মণ্ডলীং কৃত্বা প্রান্তে সর্ব্বপ্রিয়াগণৈঃ।
তাসাং মধ্যে স্ফুরন্নৃত্যন্ চক্রঞ্চ ভ্রময়ন্ বভৌ ॥ ৬৫ ॥
স্বশক্তিং দর্শয়ন্ চক্রাদ্যুগপদ্বা ক্রমাচ্চলাৎ।
অবরুহ্য মুহুস্তত্তৎ স্থানমাশ্বারুরোহ সঃ ॥ ৬৬ ॥

ক্বাপি সময়ে স কৃষ্ণঃ লঘুগত্যা শীঘ্রগত্যা অলাতচক্রবত্তথা অভ্রমৎ যথ তা গোপ্যঃ মাং হিত্বা ত্যক্ত্বাসৌ কৃষ্ণঃ ক্বাপি নাগাদিতি প্রত্যেকং মেনিরে। অলাতচক্রং কাষ্ঠস্য ভ্রমণবেগেন কাষ্ঠপ্রান্তদেশস্থবহ্নের্মণ্ডলাকারদর্শনং। ৬৪।

স কৃষ্ণঃ প্রিয়াগণৈশ্চক্রস্য প্রান্তে অন্তভাগে একাং মণ্ডলীং কৃত্বা তাসাং গোপীনাং মধ্যে স্ফুরন্ নৃত্যন্ চক্রঞ্চ ভ্রময়ন্ বভৌ ॥ ৬৫ ॥

স শ্রীকৃষ্ণঃ স্বশক্তিমিতি একস্মিন্নেব কালে তাসাং মধ্যে স্থিতিনৃত্যচক্রভ্রমণ-কর্ত্তৃত্বরূপাং বক্ষ্যমাণাং স্বশক্তিং দর্শয়ন্ চলাৎ ভ্রমিতাচ্চক্রাৎ যুগপদেকদা ক্রমাদ্বা অবরুহ্য তত্তৎস্থানং চক্রস্য যৎস্থলাৎ ভূম্যামবরোহং করোতি তস্য তত্তৎস্থানমাশু শীঘ্রং মুহুঃ পুনঃ পুনঃ আরুরোহ ॥ ৬৬ ॥

অলাতচক্র অর্থাৎ অগ্নিযুক্ত কাষ্ঠকে ঘুরাইলে যেমন মণ্ডলাকার তেজ লক্ষিত হয় সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ গোপীসকলের মধ্যে চক্রের দ্রুতগতিহেতু অবিকল সেইরূপ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন যাহাতে প্রত্যেক গোপীই মনে করিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ আমার সমীপেই আছেন, অন্যত্র গমন করেন নাই ॥ ৬৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ, চক্রের প্রান্তভাগে একটী পৃথক্ মণ্ডলী করিয়া প্রিয়াসকলের সহিত তন্মধ্যে নৃত্য করিতে করিতে চক্রকে ভ্রমণ করাইয়া শোভিত হইলেন ॥ ৬৫ ॥

এবং শ্রীকৃষ্ণ স্ব শক্তি অর্থাৎ এককালে সেই সমস্ত গোপীসকলের মধ্যে অবস্থান, নৃত্য ও চক্রভ্রমণকর্ত্তৃত্ব রূপ (বক্ষ্যমাণ) নিজ শক্তি প্রদর্শন

গোপ্যশ্চ যুগপৎ সর্ব্বাঃ কদাপ্যেকৈকশঃ ক্বচিৎ !
অবরুহ্যারমারুহ্য চক্রুর্ম্মণ্ডলবন্ধনং ॥ ৬৭ ॥
বিলস্যেত্থং হরিস্তাভিশ্চক্রভ্রমণনর্ত্তনৈঃ।
রাসলীলাবিশেষায় চক্রাদবরুরোহ সঃ ॥ ৬৮ ॥
স্বলহরিমৃদুহস্তৈঃ সংস্কৃতং কৃষ্ণ আল্যা-
কুমুদসুরভিবাতৈর্ম্মার্জিতং স্ফারমগ্র্যং।

গোপ্যশ্চেতি যথা শ্রীকৃষ্ণশ্চক্রাদবরোহণারোহণরূপাং স্বশক্তিমদর্শয়ৎ তথা গোপ্যশ্চ যুগপদেককালে সর্ব্বাঃ কদাপি সময়ে একৈকশঃ সত্যশ্চক্রাদবরুহ্য শীঘ্রং ভূম্যামাগত্য পুনশ্চক্রোপরি গত্বা মণ্ডলবন্ধনং চক্রুঃ ॥ ৬৭ ॥

ইত্থমুক্তপ্রকারেণ হরিস্তাভিঃ সহ চক্রস্য ভ্রমণং ভ্রমণসময়ে চক্রোপরি নর্ত্তনং তৈ বিলস্য রাসলীলায়াঃ প্রকারভেদায় চক্রাদবরুরোহ ॥ ৬৭ ॥

স কৃষ্ণ স্তাভিঃ গোপীভিঃ সহ অনঙ্গোল্লাসরঙ্গাখ্যং পুলিনবরমায়াৎ অগচ্ছৎ। কীদৃশং। কৃষ্ণ আল্যা ইত্যত্রাসমস্তরূপকং। কৃষ্ণা শ্রীযমুনা সৈবালীত্যর্থঃ। তয়া কর্ত্র্যা লহরয় এব মৃদুহস্তা স্তৈঃ করণৈঃ সংস্কৃতং কুমুদস্য সুগন্ধিপবনৈ-

---

করাইয়া ভ্রমিতচক্র হইতে এক সময় কিম্বা ক্রমপূর্ব্বক চক্রের যে স্থান হইতে ভূমিতে অবতরণ করেন, চক্রের সেই সেই স্থলে শীঘ্র পুনঃ পুনঃ আরোহণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৬ ॥

তদবলোকনে গোপীসকল অবরোহণ ও আরোহণ (নামাউঠা) রূপ নিজশক্তি অবলোকন করাইয়া এক সময়ে সকলে, কখনও বা একাকিনী হইয়া চক্র হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ভূমিতে আগমন করিয়া পুনশ্চ চক্রোপরি গমন করত মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্য করিলেন ॥ ৬৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ চক্রভ্রমণ ও নৃত্য সহকারে তাঁহাদিগের সহিত বিলাস করিয়া রাসলীলা বিশেষের জন্য চক্র হইতে অবতীর্ণ হইলেন ॥ ৬৮ ॥

এবং অবতীর্ণ হইয়া "অনঙ্গোল্লাসরঙ্গ" নামক পুলিনে সখীসকলের সহিত

শশিকিরণসুধাভিঃ সিক্তলিপ্তং স তাভিঃ
পুলিনবরমনঙ্গোল্লাসরঙ্গাখ্যমায়াৎ ॥ ৬৯ ॥
বিধায় কৃষ্ণঃ পরিতঃ সুমণ্ডলীং
তস্মিন্মিথোবদ্ধকরৈঃ প্রিয়াগণৈঃ।
তদন্তরায়ং প্রিয়য়া বভৌ যথা
বিশাখয়েন্দুঃ পরিবেশমধ্যগঃ ॥ ৭০ ॥

মার্জিতং স্ফারং বিস্তীর্ণং অগ্র্যং অগ্রে বর্ত্তমানং শ্রেষ্ঠং বা। শশিকিরণসুধাভিঃ সিক্তং লিপ্তঞ্চ ॥ ৬৯ ॥

অয়ং কৃষ্ণস্তস্মিন্ পুলিনে মিথঃ পরস্পরং বদ্ধকরৈঃ প্রিয়াণাং গণৈঃ শোভনাং মণ্ডলীং বিধায় তত্তস্যা মণ্ডল্যা অন্তরা মধ্যে প্রিয়য়া শ্রীরাধয়া সহ তথা বভৌ। পরিবেশস্য মণ্ডলস্য মধ্যগো বিশাখয়া সহ ইন্দুর্যথা ভাতি। "পরিবেশস্তু পরিধিরুপসূর্য্যকমণ্ডল" ইত্যমরঃ ॥ ৭০ ॥

উপস্থিত হইলেন। ঐ পুলিন যমুনার স্বহস্তরূপ লহরীদ্বারা কুমুদ কুসুমের সুরভিযুক্ত পবনদ্বারা মার্জ্জিত, সুবিস্তৃত, চন্দ্রকিরণে সিক্ত ও লিপ্ত হইয়া রহিয়াছেন ॥ ৬৯ ॥

ঐ স্থানে শ্রীকৃষ্ণ পরস্পর বদ্ধকর প্রিয়বর্গ দ্বারা সুন্দর মণ্ডলী রচনা করিয়া ঐ মণ্ডলীর মধ্যে প্রিয়তমা শ্রীরাধার সহিত সেই রূপ শোভিত হইলেন, যেমন পরিধির মধ্যস্থ চন্দ্র বিশাখা নক্ষত্রের সহিত শোভিত হইয়া থাকেন ॥ ৭০ ॥

পরিভ্রমত্তল্ললনালিমণ্ডলং
বভৌ যথা কামকুলালভূপতেঃ।
রাসাদিলীলাখ্যঘটাদিনির্ম্মিতৌ
স্বর্ণচক্রং হরিদণ্ডচালিতং ॥ ৭১ ॥
তন্মণ্ডলং ভাতি বিলাসসাগরে
রোদ্ধুং মনোমীনমিহৈব কিং হরেঃ।

তল্ললনালীনাং মণ্ডলং কামএব কুলালভূপতিঃ কুম্ভকারশ্রেষ্ঠস্তস্য স্বর্ণ-চক্রং ললনালীমণ্ডলমেব কামকুলালস্য স্বর্ণচক্রমিত্যর্থঃ। তৎ রাসাদি-লীলাখ্যঘটাদীনাং নির্ম্মিতৌ নির্ম্মাণবিষয়ে হরিদণ্ডচালিতং হরিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স এব দণ্ডো হরিদণ্ডঃ। স এব হরিদণ্ডো হরিমণিনির্ম্মিতো দণ্ডশ্চক্রমধ্যাধঃস্থ-শ্চক্রভ্রমণহেতুরূপ স্তেন হরিদণ্ডেন কর্তৃভূতহেতুনা চালিতং ভ্রমৎ সৎ যথা যথাযোগ্যং বভৌ ॥ ৭১ ॥

হরের্ম্মনোমীনং ইহৈব বিলাসসাগরে রোদ্ধুং তন্মণ্ডলং হৈমং হেম-

যেমন কুম্ভকার ঘট নির্ম্মাণ করিবার সময় চক্রকে হস্তদ্বারা সঞ্চালিত করিলে ঐ চক্র শোভা পাইয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণরূপী কুলালরাজ রাসাদি ঘটাদি নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত সেই স্বর্ণচক্রস্থিত ললনামণ্ডলকে বাহুদণ্ড দ্বারা চালনা করায় ভ্রাম্যমাণ হইয়া শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৭১ ॥

কৈবর্ত্ত যেমন মৎস্য ধরিবার নিমিত্ত নদ্যাদিতে জাল প্রসারিত করে এবং ঐ জালের উপরি কতকগুলি অলাবুফল বন্ধন করিয়া ভাসাইয়া দেয়, তদ্রূপ এই বিলাস-সাগরের মধ্যে কন্দর্পরূপী কৈবর্ত্ত মানস মৎস্যকে ধরিবার

কন্দর্প-কৈবর্ত্তবরপ্রসারিতং
হৈমং মহাজালমুরোজতুম্বিকং ॥ ৭২ ॥
পরস্পরাবদ্ধকরপ্রিয়াততে-
র্দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যগতঃ ক্বচিৎপ্রভুঃ।
প্রিয়াযুগাংশার্পিতদোর্যুগোঽস্ফুর-
ত্তাভিঃ স নানাগতিনর্ত্তনৈর্ভ্রমন্ ॥ ৭৩ ॥
ভুজশিরসি বিরাজদ্দোর্যুগং স্বপ্রিয়াল্যাঃ
প্রচলদজয়দেতন্মণ্ডলং কৃষ্ণমূর্ত্তেঃ।

নির্ম্মিতং মহাজালং কন্দর্পরূপকৈবর্ত্তবরেণ প্রসারিতং সৎ ভাতি কিং। কীদৃশং উরোজাঃ স্তনাস্তুম্বিকানি যত্র তৎ ॥ ৭২ ॥

ক্বচিৎসময়ে পরস্পরমাবদ্ধাঃ করা যয়া তস্যাঃ প্রিয়াততে র্দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যগতঃ সন্ প্রিয়াযুগস্যাংসে স্কন্ধেঽর্পিতং দোর্যুগং যেন তথাভূতঃ সন্ তাভিঃ সহ নানাগতিভিঃ নর্ত্তনৈশ্চ ভ্রমন্ সঃ প্রভুরেকেনৈব স্বরূপেণ নানাগতিনর্ত্তনৈর্ভ্রমন্ অনন্তগোপীনাং দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে গত্বা প্রিয়াযুগস্য স্কন্ধে স্বস্য ভুজদ্বয়-দানে সমর্থোঽস্ফুরৎ ॥ ৭৩ ॥

কৃষ্ণমূর্ত্তেঃ প্রচলদেতন্মণ্ডলং জলদশকলানাং মেঘখণ্ডানাং জালং সমূহ-

---

নিমিত্ত যেন গৌরাঙ্গী ব্রজাঙ্গনারূপ হৈম (স্বর্ণ সূত্র নির্ম্মিত) জাল বিস্তার করিয়া তাহাদিগের স্তনরূপ তুম্বী অর্থাৎ অলাবু ফল ভাসাইয়া দিয়াছেন ॥৭২॥

কথনও বা প্রেয়সীসকল পরস্পর বদ্ধকর হইলে শ্রীকৃষ্ণ দুই দুই জনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দুই দুই প্রিয়ার স্কন্ধে বাহুদ্বয় অর্পণ করত তাঁহাদিগের সহিত নানাবিধ নৃত্য পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ রাসচক্রে ভ্রমণ করত শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৭৩ ॥

সৌদামিনী যদি সুস্থির হয় এবং সৌদামিনীর মধ্যস্থলে যদি মেঘমণ্ডলের

জলদশকলজালং মধ্যমধ্যাতিরাজৎ
স্থিরতড়িদুপগূঢ়ং সংভ্রমচ্চক্রবাতৈঃ ॥ ৭৪ ॥
কদাচিদেক এবায়ং স্বীয়ভ্রমণলাঘবাৎ ।
ভ্রমন্নলাতচক্রাভঃ সর্ব্বাসাং পার্শ্বগোঽস্ফুরৎ ॥ ৭৫ ॥
হরিহরিদয়িতানাং বংশিকাকণ্ঠগানৈ-
র্মিলিতবলয়কাঞ্চীনূপুরালীস্বনৌঘঃ ।

মজয়ৎ। কীদৃশং মণ্ডলং স্বপ্রেয়ল্যাঃ স্বস্য প্রিয়াণাং প্রেয়সীনাং আল্যাঃ শ্রেণ্যা ভুজশিরসি স্কন্ধে বিরাজদ্দোর্যুগং যত্র তৎ। ভুজশিরসি ইত্যেকবচনা-দেকৈকস্যা একৈকাস্মিন্ স্কন্ধে ইত্যর্থঃ। জলদশকলজালং কীদৃশং মধ্যে মধ্যে হতিশয়েন রাজন্তীভিঃ স্থিরতড়িদ্ভিরুপগূঢ়মালিঙ্গিতং। পুনশ্চক্রবাতৈর্ভ্রমচ্চ। অনেন শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তীনাং মেঘখণ্ডমণ্ডলজয়িত্বং শ্রীগোপীনাং বিদ্যুচ্ছ্রেণী জয়িত্বং ভ্রমণলীলায়াশ্চক্রবাতজয়িত্বঞ্চায়াতং ॥ ৭৪ ॥

কদাচিৎসময়ে এক এবায়ং কৃষ্ণঃ স্বীয়ভ্রমণস্য লাঘবাৎ বেগাৎ অলাত-চক্রসদৃশো ভ্রমন্ সন্ সর্ব্বাসাং গোপীনাং পার্শ্বগঃ সন্নস্ফুরৎ ॥ ৭৫ ॥

হরে ইতি হরের্বংশিকাগানৈ র্হরিপ্রিয়াণাং কণ্ঠগানৈশ্চ সহ মিলিতৌ বলয়কাঞ্চীনূপুরশ্রেণীনাং স্বনৌঘঃ ধ্বনিসমূহঃ। কীদৃশঃ নটনগতৌ বিরা-

---

খণ্ড সকল চক্রবাত অর্থাৎ চক্রাকার বায়ু সমূহে ঘূর্ণিত হইলে যেমন শোভা প্রকাশ পায়, তদ্রূপ রাসচক্রে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তিসকল প্রত্যেক প্রেয়সীবৃন্দের মস্তকে ভুজযুগল অর্পণ করত প্রচলিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৭৪॥

শ্রীকৃষ্ণ কখনও বা একাকীই স্বীয় ভ্রমণের বেগহেতু অলাত চক্রের ন্যায় ভ্রমণ করত ব্রজাঙ্গনা সকলের পার্শ্বগত হইয়া স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিলেন ॥৭৫॥

শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি প্রিয়াবর্গের কণ্ঠধ্বনির সহিত বলয়, কাঞ্চী ও

নটনগতিবিরাজৎ পাদতালানুগামী
নিজবরমধুরিম্না ব্যানশেতসৌ জগন্তি ॥ ৭৬ ॥
অনিবদ্ধং নিবদ্ধঞ্চ দ্বিধা গীতঞ্চ তে জগুঃ।
সারিগমপধন্যাখ্য স্বরানাললপুঃ পৃথক্ ॥ ৭৭ ॥

স্ফুরতঃ স্ফুরতঃ পাদতালাননুগচ্ছতীতি সঃ। কিম্বা তত্র বিরাজন্তঃ পাদতালা অনুগামিনো যস্য এবম্ভূতঃ সন্ নিজস্য বরমহিম্না জগন্তি সর্ব্বং জগৎ ব্যানশে ব্যাপ্নোৎ "অশূঙ্ ব্যাপ্তৌ সংঘাতে চ" ॥ ৭৬ ॥

তে শ্রীকৃষ্ণাদয়ঃ অনিবদ্ধং নিবদ্ধঞ্চেতি দ্বিবিধং গীতঞ্চ জগুঃ। অনিবদ্ধ-নিবদ্ধয়ো র্লক্ষণং যথা সঙ্গীতদর্পণে। "বদ্ধং ধাতুভিরঙ্গৈশ্চ নিবদ্ধমভিধীয়তে। আলপ্তি বন্ধহীনত্বাদনিবদ্ধমিতীরিতং"। আদাবনিবদ্ধং গীত্বা পশ্চান্নিবদ্ধং জগুরিত্যত্র নিবদ্ধং বিবৃণোত্যুত্তরার্দ্ধেন। প্রথমং সারিগমপধন্যাখ্যান্ ষড়জঋষভগান্ধার মধ্যমপঞ্চমধৈবতনিষাদেত্যাখ্যান্ সপ্তস্বরান্ পৃথগেকৈকং কৃত্বা আললপুঃ। স্বরলক্ষণন্তু তত্রৈব। "স্নিগ্ধশ্চ রঞ্জকশ্চাসৌ স্বর ইত্যভিধীয়তে"। স পুনস্তত্রৈব। "স্বয়ং যো রাজতে নাদঃ স স্বরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ"। তে যথা। "ষড়্জর্ষভৌচ গান্ধারোমধ্যমঃ পঞ্চম স্তথা। ধৈবতশ্চ নিষাদশ্চ স্বরাঃ স্যুঃ শ্রুতিসম্ভবাঃ। ময়ূরচাতকচ্ছাগক্রৌঞ্চকোকিলদর্দ্দুরাঃ। মাতঙ্গশ্চ স্বরানাহুঃ ক্রমেণৈতান্ সুদুর্গমা"নিতি ॥ ৭৭ ॥

নূপুরের শব্দসমূহে মিশ্রিত হইয়া এবং নৃত্যগতিশোভাশীল পাদতলের অনু-গামী হইয়া আপনার অত্যুৎকৃষ্ট মাধুর্য্য নিখিল জগৎকে ব্যাপ্ত করিল ॥৭৬॥

শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজাঙ্গনাসকল অনিবদ্ধ ও নিবদ্ধ ভেদে ও দুই প্রকার গানই করিতে লাগিলেন, তন্মধ্যে প্রথম নিবদ্ধ অর্থাৎ সা, রি, গ, ম, প, ধ, নি এই সপ্ত স্বরের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আলাপ কারতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৭৭ ॥

শুদ্ধাশ্চাবিকৃতাং জাতিং দ্বিবিধাঞ্চ মুদা জগুঃ ।
তত্র সপ্তবিধাং শুদ্ধামেকাদশবিধাং পরাং ॥ ৭৮ ॥
ষড়্জমধ্যমগান্ধার ভেদাদ্ গ্রামাংস্ত্রিভেদকান্ ।
তত্র মর্ত্যাগোচরং তে গান্ধারগ্রামমুজ্জগুঃ ॥ ৭৯ ॥

শুদ্ধাঃ বিকৃতাঞ্চ দ্বিবিধাং জাতিঞ্চ জগুঃ। তত্র তন্মধ্যে সপ্তবিধাং শুদ্ধাং জগুঃ। একাদশবিধাং পরাং বিকৃতাং জগুঃ। জাতিলক্ষণং যথা তত্রৈব। "যাভ্যো রাগাঃ সম্ভবন্তি জাতয়স্তাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। তাঃ সপ্তশুদ্ধা বিকৃতা একাদশ সমীরিতাঃ" ॥ ৭৮ ॥

ষড়্জ মধ্যমগান্ধারভেদাৎ ত্রীন্ ভেদকান্ ভেদান্ গ্রামান্ জগুঃ। তত্র ত্রয়াণাং গ্রামাণাং মধ্যে মর্ত্যাগোচরং মনুষ্যৈরগম্যং গান্ধারগ্রামমুৎকর্ষেণ জগুঃ। গ্রামত্রয়লক্ষণং তত্রৈব "স্বরাণাং স্থবাবস্থানাং সমূহো গ্রাম উচ্যতে। ষড়্জ মধ্যমগান্ধারভেদাৎ স ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ। ষড়্জগ্রামঃ পঞ্চমে স্বচতুর্থ শ্রুতিসংস্থিতে। :স্বোপান্তশ্রুতিগে তস্মিন্ মধ্যমগ্রাম উচ্যতে। ঋময়োঃ শ্রুতিমেকৈকাং গান্ধারশ্চেৎ সমাশ্রিতঃ। পশ্রুতিং ধোনিষাদশ্চ ধশ্রুতি সশ্রুতি শ্রিতঃ। গান্ধারগ্রামমাচষ্ট তদা তন্নারদো মুনি"রিতি। "গান্ধারঃ সপরীবারোগ্রামস্তু দিবি গীয়ত" ইতি ॥ ৭৯ ॥

আনন্দ সহকারে প্রথমতঃ শুদ্ধ ও বিকৃত ভেদে দুই প্রকার জাতি গান করিলেন, তন্মধ্যে শুদ্ধজাতি সপ্ত প্রকার ও বিকৃত জাতি একাদশ প্রকার হইয়া থাকে ॥ ৭৮ ॥

ষড়্জ, মধ্যম ও গান্ধার ভেদে গ্রাম তিন প্রকার, তন্মধ্যে মনুষ্যের অগোচর যে গান্ধার গ্রাম তাহাই উচ্চারণ করিয়াছেন ॥ ৭৯ ॥

শ্রুতীঃ সপ্তস্বরগতা দ্বাবিংশতিভিদা জগুঃ।
সমীরসংখ্যাংস্তানাংশ্চ মূর্চ্ছনাস্ত্বেকবিংশতিঃ ॥ ৮০ ॥
পঞ্চদশপ্রকারাংশ্চ গমকাংস্তিরিপাদিকান্।
চালাদি বহুভেদঞ্চ স্থায়ং রম্যমিমে জগুঃ ॥ ৮১ ॥

সপ্তস্বরগতা দ্বাবিংশতিপ্রকারাঃ শ্রুতী র্জগুঃ। সমীরসংখ্যান্ একোনপঞ্চাশৎপ্রকারান্ তানান্ জগুঃ। একবিংশতিপ্রকারা মূর্চ্ছনা জগুঃ। তে কৃষ্ণাদয় ইতি প্রকরণবোধ্যং। এষাং লক্ষণানি তত্রৈব। তত্র শ্রুতয়ঃ। "তীব্রা কুমুদ্বতী মন্দা ছন্দোবত্যস্ত ষড়্জগাঃ। দয়াবতী রঞ্জনী চ রতিকা ঋষভে স্থিতা। রৌদ্রী ক্রোধাচ গান্ধারে বজ্রিকাহথ প্রসারিণী। প্রীতিশ্চ মার্জ্জনীত্যেতাঃ শ্রুতয়ো মধ্যমাশ্রিতাঃ। ক্ষিতী রক্তাচ সন্দীপিন্যাবাপিন্যথ পঞ্চমে। মন্দন্তী রোহিণী রাম্যেত্যেতা ধৈবতসংশ্রয়াঃ। উগ্রাচ ক্ষোভিণী তে দ্বে নিষাদে বসতঃ শ্রুতী"। ইতি দ্বাবিংশতি শ্রুতয়ঃ। অথ তানাঃ। "ক্রমাৎ স্বরাণাং সপ্তানামারোহশ্চাবরোহণং। মূর্চ্ছনেত্যুচ্যতে গ্রামত্রয়ে তাঃ সপ্ত সপ্ত চ। অথ মূর্চ্ছনা-এব তানাঃ স্যুঃ শুদ্ধা আরোহণাশ্রিতাঃ। তেষাং ভূরিতরাভেদাঃ কস্তান্ কার্ৎস্ন্যেন বক্ষতি" ॥ ৮০ ॥

ইমে শ্রীকৃষ্ণাদয়ঃ। তিরিপাদিকান্ পঞ্চদশগমকান্ জগুঃ। তত্র চালাদি বহুভেদঞ্চ স্থায়ঞ্চ রম্যং মনোহরং যথাস্যাত্তথা জগুঃ। গমকলক্ষণং তত্রৈব। "স্বরস্য কম্পোগমকঃ শ্রোতৃশ্চিত্তসুখাবহঃ। ভেদাঃ পঞ্চদশৈবাস্য কথিতা স্তিরিপাদয়ঃ। লঘিষ্ঠোডমরু ধ্বানকম্পোহনুকৃতিসুন্দরঃ। দ্রুততুর্য্যাংশবেগেন তিরিপঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ''। এবন্তু উপকান্দোলিত বলকরুণাদয়ঃ পঞ্চদশগমকাঃ সঙ্গীতদর্পণে জ্ঞেয়াঃ। "স্থায়া অপি ভবন্ত্যত্র গমকাবয়বাত্মনা প্রসিদ্ধাস্তদ্বিদাং তেতু নোক্তা বিস্তারভীতিতঃ" ॥ ৮১ ॥

তৎপর সপ্ত স্বরগত দ্বাবিংশতি প্রকার শ্রুতি এবং উনপঞ্চাশৎ প্রকার তান্ ও একবিংশতি প্রকার মূর্চ্ছনা গান করিলেন ॥ ৮০ ॥

আর, পঞ্চদশ প্রকার তিরিপ নামক গমক সকলকে তালাদি বহুভেদে সুস্থির ও রমণীয় ভাবে শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি সকলেই গান করিলেন ॥ ৮১ ॥

শুদ্ধসালগভেদেন নিবদ্ধং দ্বিবিধং জগুঃ ।
শুদ্ধং সংজ্ঞাত্রয়ং তত্র প্রবদ্ধং বস্তুরূপকং ॥ ৮২ ॥
প্রবন্ধে স্বরপাঠাদিভেদান্নানাবিধান্ জগুঃ ।
রাগান্নানাপ্রকারাংশ্চ গ্রহাংশ্চ ন্যাসসংযুতান্ ॥ ৮৩ ॥

শুদ্ধসালগভেদেন শুদ্ধশ্চ সালগশ্চ তাভ্যাং ভেদকাভ্যাং ভেদেন। কিম্বা শুদ্ধসালগয়োর্গ্রহণে তৎসঙ্গিং সংকীর্ণস্যাপি গ্রহণাৎ শুদ্ধসালগসঙ্কীর্ণৈ স্ত্রিভির্ভেদকৈ র্ভেদেন নিবদ্ধং কৃত্বা ত্রিবিধং পূর্ণষাড়বৌড়বাখ্যং রাগবিশেষং জগুঃ। কিম্বা তেন ভেদেন ত্রিবিধং কৃত্বা পূর্ণষাড়বৌড়বাখ্য ত্রিবিধ রাগবিশেষং কৃত্বা নিবদ্ধং পূর্ব্ব ষষ্ঠশ্লোকার্থে নিরুক্তং ধাত্বঙ্গরঙ্গগীতং জগুঃ। অত্রার্থে দ্বয়ে রাগবিশেষো গীতঞ্চেতে দ্বে পদে বিশেষেণ লব্ধে। তত্র তন্মধ্যে শুদ্ধস্য সংজ্ঞা ত্রয়ং প্রবন্ধ বস্তুরূপকং চেতি ত্রয়ং জগুঃ। তেষাং লক্ষণানি তত্রৈব। "সচ রাগস্ত্রিধা পূর্ণষাড়বৌড়বভেদতঃ। তত্র সপ্তস্বরৈঃ পূর্ণঃ ষট্‌স্বরৈঃ ষাড়বোমতঃ। পঞ্চস্বরৈরৌড়বঃ স্যাৎ প্রত্যেকং ত্রিবিধস্তু সঃ। স রাগঃ। শুদ্ধ সালগ সঙ্কীর্ণভেদৈ র্ভরতসম্মতঃ। অন্যোপজীবিতা শূন্যঃ শুদ্ধোঽন্যস্তু জীবনাৎ। সালগঃ সতু বিজ্ঞেয়ঃ সঙ্কীর্ণোদ্বয়জীবনাৎ"। ইতি ॥ ৮২ ॥

প্রবন্ধে প্রবন্ধবস্তু রূপকাণাং মধ্যে শুদ্ধবিশেষে নানাবিধান্ স্বরপাঠাদি ভেদান্ জগুঃ। নানাপ্রকারান্ রাগাংশ্চ জগুঃ ন্যাসসংযুক্তান্ গ্রহাংশ্চ জগুঃ তে শ্রীকৃষ্ণাদয় ইতি। তত্রৈব রাগগ্রহন্যাসানাং লক্ষণানি। যোঽয়ং ধ্বনিবিশেষস্তু স্বরবর্ণবিভূষিতঃ। রঞ্জকোজনচিত্তানাং স রাগঃ কথিতো বুধৈঃ। গীতাদৌ স্থাপিতা যস্তু স গ্রহঃ স্বর উচ্চতে। ন্যাসস্বরস্তু বিজ্ঞেয়ো যস্তু গীতসমাপকঃ। ইতি ॥ ৮৩ ॥

তদনন্তর, শুদ্ধ ও সালগভেদে নিবদ্ধকে দুই প্রকারে গান করিলেন তন্মধ্যে নিবন্ধের তিনটী সংজ্ঞা হয় যথাপ্রবন্ধ, বস্তু ও রূপক ॥ ৮২ ॥

প্রবন্ধমধ্যেও আবার স্বর ও পাঠাদি ভেদে নানা প্রকার রাগ এব বিবিধপ্রকার ন্যাসযুক্ত গ্রহসমূহকেও গান করিলেন ॥ ৮৩ ॥

সপ্তস্বরাংস্তু সংপূর্ণান্ ষট্ স্বরান্ ষাড়বাভিধান্।
পঞ্চস্বরানৌড়বাংশ্চ জগুস্তে তাংস্ত্রিভেদকান্ ॥ ৮৪ ॥
মল্লার কর্ণাটক নট্ট সাম-
কেদার কামোদক ভৈরবাদীন্।
গান্ধার দেশাগ বসন্তকাংশ্চ
রাগানগায়ন্ সহ মালবাংস্তে ॥ ৮৫ ॥

সংপূর্ণান্ সংপূর্ণাখ্যান্ সপ্তস্বরান্ ষাড়বাখ্যান্ ষট্ স্বরান্ ঔড়বাখ্যান্ পঞ্চস্বরাংশ্চ। এবং ত্রিভেদকান্ স্বার্থে ক ত্রীন্ ভেদান্ তে জগুঃ। কিম্বা এতাং ত্রীন্ ভেদান্ স্বরান্ তান্ পূর্ব্বোক্তাংস্ত্রীন্ ভেদান্ শুদ্ধসালগ সঙ্কীর্ণান্ রাগাংশ্চ জগুঃ ॥ ৮৪ ॥

অথ রাগান্নামভি র্ব্যঞ্জয়ন্তি মল্লারেত্যাদি। মল্লারকর্ণাটকেত্যাদীন্ মালব-সহিতান্ রাগান্ তে কৃষ্ণাদয়োঽগায়ন্। মল্লারাদীন্ মালবঞ্চাগায়-ন্নিত্যর্থঃ। নতু সর্ব্বত্র মালবস্য সাহিত্যং। মল্লারস্য ধ্যানং যথা শ্রীনারদকৃত-পঞ্চমসারসংহিতায়াং "বিদ্বান্ সুশীলোঽতিসুকান্তিদেহঃ কান্তাপ্রিয়া-ধার্ম্মিক ওজসাঢ্যঃ। কামাতুরঃ পিঙ্গনেত্রযুগ্মো মল্লাররাগঃ কুসুমপ্রিয়শ্চে"তি। এবং সর্ব্বোষামুক্তানাং বক্ষ্যমাণানাঞ্চ রাগাণাং রাগিণীনাঞ্চ ধ্যানানি দর্পণ-পঞ্চমসারসংহিতাদৌ সন্তি। বাহুল্যভয়াদত্র ন লিখিতানি ॥ ৮৫ ॥

অপিচ, সম্পূর্ণনামক সপ্তস্বর, ষাড়বনামক সপ্তস্বর এবং উত্তরনামক পঞ্চস্বর এইরূপে তিনপ্রকার ভেদ করিয়া গান করিতে লাগিলেন ॥ ৮৪ ॥

অনন্তর মল্লার, কর্ণাটক, নট্ট, সামকেদার, কামোদ, ভৈরব, গান্ধার, দশাগ, বসন্ত এবং মালবরাগ গান করিলেন ॥ ৮৫ ॥

শ্রীগুজ্জরীং রামকিরীঞ্চ গৌরী-
মাসাবরীং গোণ্ডকিরীঞ্চ তোড়ীং।
বেলাবলীং মণ্ডলগুজ্জরীঞ্চ
বরাটিকাং দেশবরাটিকাঞ্চ ॥ ৮৬ ॥
মাগধীং কৌশিকীং পালীং ললিতাং পঠমঞ্জরীং।
সুভগাং সিন্ধুড়ামেতা রাগিণী স্তাঃ ক্রমাজ্জগুঃ ॥ ৮৭ ॥
যুগ্মকম্ ॥
ঘনানদ্ধততানাস্তাঃ শুষিরানাঞ্চ ভেদকান্।
বৃন্দয়োপহৃতাং স্তাংশ্চ ক্রমেণাবাদয়ন্মুহুঃ ॥ ৮৮ ॥

অথ সহ গানাদধিকং শ্রীকৃষ্ণং রঞ্জয়িতুকামাঃ সত্যঃ স্বতো রঞ্জিকাঃ স্ত্রীজাতী-রাগিণীঃ কৃষ্ণাভিলাষজ্ঞাঃ শ্রীগোপ্যঃ এব জগুঃ শ্রীগুজ্জরীতি দ্বাভ্যাং শ্রীগুজ্জর্য্যাদি রাগিণী স্তাঃ শ্রীগোপ্যঃ ক্রমাজ্জগুঃ ॥ ৮৬—৮৭ ॥

বৃন্দয়োপহৃতান্ দত্তান্ তান্ প্রসিদ্ধান্ ঘনানদ্ধততানানাং শুষিরাণাঞ্চ ভেদকান্ ভেদান্ ক্রমেণ তা গোপ্যা মুহুরবাদয়ন্। "ততং বীণাদিকং বাদ্য-মানদ্ধং মুরজাদিকং। বংশ্যাদিকন্তু শুষিরং কংশ্যতালাদিকং ঘন"মিত্যমরঃ। সারসংহিতায়াং "ততং বাদ্যং তু দেবানাং গন্ধর্ব্বাণাং তু শৌষিরং। আনদ্ধং

তথা শ্রী, গুজ্জরী, রামকিরী গৌরী, আসাবরী, গোণ্ডকিরী, তোড়ি, বেলাবলী, মঙ্গল, গুজ্জরী, বরাটিকা, দেশ বরাটিকা, মাগধী, কৌশিকী, পালী, ললিতা, পঠমঞ্জরী, সুভগা এবং সিন্দূড়া এই সমুদায় রাগিণীকে গোপীসকল ক্রমশঃ গান করিলেন ॥ ৮৬ ॥ ৮৭ ॥

তদনন্তর, বৃন্দাকর্ত্তৃক উপহৃত অর্থাৎ প্রদত্ত ঘন (কাংস্যাদি বাদ্য) আনদ্ধ, (মুরজাদি বাদ্য) তত (বীণাদিবাদ্য) ও শুষির (বংশ্যাদি বাদ্য) ইত্যাদি চতুর্ব্বিধ বাদ্য যথাক্রমে বারম্বার বাদ্য করিতে লাগিলেন ॥ ৮৮ ॥

মুরজং ডমরুং ডম্ফং মণ্ডুঞ্চ মমকাদিকং।
মুরলীং পাবিকাং বংশীং মন্দিরাং করতালিকাং॥ ৮৯॥
বিপঞ্চীং মহতীং বীণাং কচ্ছপীং কব্রিনাসিকাং।
স্বরমণ্ডলিকাং রুদ্রবীণাঞ্চ তা অবাদয়ন্॥ ৯০॥
যুগ্মকম্॥

পতাকাং ত্রিপতাকাঞ্চ হংসাস্যং কর্ত্তরীমুখং।
শুকাস্যং মৃগশীর্ষঞ্চ সন্দংশঃ খটকামুখং॥ ৯১॥

রাক্ষসানাং তু মানবানাং ঘনং বিদুঃ। নিজাবতারে গোবিন্দঃ সর্ব্বমেবানয়ৎ ক্ষিতৌ। চতুর্ব্বিধেষু বাদ্যেষু স্বয়ং বদতি ভারতী। এতেষাং ধ্বনিরত্নানাং ভোক্তা নারায়ণঃ স্বয়ং। চতুর্ব্বিধেষু বাদ্যেষু প্রধানং মুরজোমতঃ। যস্য সংযোগমাসাদ্য সর্ব্বং বাদ্যং সুশোভতে। মুরজঃ পদ্মিনীপত্রদ্বয়োপমমুখদ্বয়ঃ”। ইতি। এবং সর্ব্ববাদ্যানাং লক্ষণানি সঙ্গীতশাস্ত্রে সন্তি, বাহুল্য-ভয়াদত্র ন লিখিতানি। মুরজাদীনি রুদ্রবীণাং তানিচ বাদ্যানি তা গোপ্যো অবাদয়ন্॥ ৮৮—৯০॥

তাঃ শ্রীগোপ্যঃ পতাকাদীনষ্টৌশুকাস্যাদীন্ হস্তকান্নর্ত্তনে দর্শয়ামাসুঃ। হস্তকলক্ষণং যথা শাস্ত্রান্তরে। “নর্ত্তনে বক্তি জনকঃ পদার্থাকৃতিকারকঃ। পদেতরাঙ্গুলিন্যাসবিশেষোহস্তকঃ স্মৃতঃ”। ইতি। “অসংযুতঃ সংযুতশ্চ বিপ্রযুক্তশ্চ

তৎপর মুরজ, ডমরু, ডম্ফ, মণ্ডু, মমক, মুরলী, পাবিকা, বংশী, মন্দিরা এবং করতাল প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্য বাজাইতে লাগিলেন॥ ৮৯॥

তাহার পর বিপঞ্চী, মহতী, বীণা, কচ্ছপী, কব্রিনাসিকা, স্বরমণ্ডলিকা এবং রুদ্রবীণা প্রভৃতি নানাবিধ বীণার বাদ্য করিতে লাগিলেন॥ ৯০॥

তৎপর নৃত্য ক্রিয়াতে সর্প কচ্ছপাদি জন্তুর ন্যায় হস্তচরণাদির ভঙ্গি

নৃত্যকালে সর্পফণা, হংসগ্রীবাদি ও ত্রিশূলাদির ন্যায় যে হস্তের ভঙ্গি করা যায় তাহার নাম হস্তক। গীতশাস্ত্রে ঐ হস্তকের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া-

সূচীমুখং চার্দ্ধচন্দ্রং পদ্মকোসাহিতুণ্ডিকং ।

স ত্রিধা। তত্রৈকহস্ততশ্চার্থপ্রকাশঃ স্যাদসংযুতঃ। হস্তদ্বয়যুতেরর্থ প্রকাশঃ সংযুতো ভবেৎ। হস্তাভ্যাং বিপ্রযুক্তাভ্যাং যদার্থঃ স্যাৎ প্রকাশিতঃ। নটস্য হস্তকো নাম্না বিপ্রযুক্তঃ স উচ্যতে" ইতি। অথ পতাকাদিভেদানাং লক্ষণানি। যথা। কুঞ্চিতাঙ্গুষ্ঠকঃ সম্যক্ তর্জ্জনীমূলমাশ্রিতঃ। পতাকো যত্র সহিত-প্রসারিতকরাঙ্গুলিরিতি। ১। কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠয়োরগ্রসংযোগো যত্র ভাতি সঃ। তর্জ্জনীমধ্যমানামা প্রসারস্ত্রিপতাককঃ। ২। তর্জ্জনীমধ্যমাঙ্গুষ্ঠা মিলিতাগ্রাঃ পরে পুনঃ। অঙ্গুলী বিরলে চোর্দ্ধে হংসাস্যো হস্তকস্তু সঃ। ৩। কনিষ্ঠা হ্যনামিকা হ্যঙ্গুষ্ঠা মিলিতাগ্রাঃ পরাঙ্গুলী। যত্র প্রসৃতভিন্নে স কর্ত্তরীমুখ হস্তকঃ। ৪। তর্জ্জন্যনামিকাঙ্গুষ্ঠা ব্যক্তা যত্রাগ্রসংযুতাঃ। পতাকস্য তদা তু স্যাৎ শুক-তুণ্ডকহস্তকঃ। ৫। অঙ্গুষ্ঠমধ্যমানামাঃ সংযুতাগ্রাঃ পরাঙ্গুলী। যত্রোর্দ্ধং প্রসৃতে স স্যান্ মৃগশীর্ষকহস্তকঃ ৬। তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠকৌ যত্র মিলিতাবগ্রকুঞ্চিতৌ। বিরলোর্দ্ধাঃ পরাঙ্গুল্যঃ সংদংশঃ সতু কথ্যতে। ৭। বক্তিকে মধ্যমাঙ্গুল্যো-

---

করিয়া যে দেখান যায় তাহাকে হস্তক কহে, কিন্তু রাসলীলাতে গোপীসকল পতাকা, ত্রিপতাকা, হংসাস্য, কর্ত্তরীমুখ, শুকাস্য, মৃগশীর্ষ, সন্দংশ, খটকা

ছেন, তাহার অর্থ সংক্ষেপে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। ঐ হস্তক প্রথমতঃ তিন প্রকার যথা, অসংযুত, সংযুত ও বিপ্রযুক্ত। একহস্তেই যেখানে গীতার্থ প্রকাশ করা হয়, তাহাকে অসংযুত বলা যায়। দুই হস্তে অর্থ প্রকাশ হইলে সংযুত হয়। দুই হস্ত দূরে প্রসারিত করিয়া অর্থ প্রকাশ করিলে তাহাকে বিপ্রযুক্ত কহে।

অথ পতকাদি লক্ষণের অর্থ।

বৃদ্ধাঙ্গুলীকে বক্র করিয়া তর্জ্জনীর মূলে সংলগ্ন করিলে "প্রসারিতকরা-ঙ্গুলি নামে পতাকা হয়। ১। কনিষ্ঠা ও বৃদ্ধাঙ্গুলীর অগ্রে অগ্রে সংযোগ করিয়া তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলীকে প্রসারিত করিলে তাহাকে "ত্রিপতাক" কহে। ২। তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ এই তিনটীর অগ্রভাগ পরস্পর সংযুক্ত হইলে "হংসাস্য" নামে হস্তক হয়। ৩। কনিষ্ঠা, অনামিকা

নর্ত্তনে দর্শয়ামাসুস্তা ইত্যাদিকহস্তকান্ ॥ ৯২ ॥

যুগ্মকম্ ॥

বিরলোর্দ্ধে পরে পুনঃ। পত্রাগ্রেঽঙ্গুষ্ঠতর্জ্জন্যৌ যুক্তে তট খটকামুখং। ৮। অয়ন্ত হস্তকঃ সংযুতএব। অস্যার্থঃ। মধ্যমাঙ্গুল্যাবিত্যুক্তে হস্তয়োরিতি জ্ঞাতং। মধ্যমেচ তে অঙ্গুলৌ চেতি মধ্যমাঙ্গুল্যাবিতি সমাসঃ। যত্র তে বক্রিকে বক্রে। অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জন্যৌ স্বগ্রযুক্তৌ। অত্রাঙ্গুষ্ঠয়োস্তর্জ্জন্যোশ্চৈকৈকবচনেনাঙ্গুষ্ঠতর্জ্জন্যোরিত্যুক্তমিতি জ্ঞেয়ং। প্রাণ্যঙ্গতূর্যাসেনানামেকবদ্ভাবইতি পাণিনীয়সূত্রং। পুনঃ পরে তথৈকবচনেনোক্তে অনামাকনিষ্ঠে বিরলোর্দ্ধে তৎ খটকামুখং। অর্থাদ্ধস্তয়ো র্মধ্যমে বক্রে। অঙ্গুষ্ঠাবগ্রে মিলিতৌ। তথা তর্জ্জন্যৌ চাগ্রে মিলিতে অনামে কনিষ্ঠেচ বিরলোর্দ্ধে যত্র সবতঃ সখটকামুখহস্তকঃ।৯। অঙ্গুষ্ঠমধ্যমে সংযুক্তাগ্রে চোর্দ্ধাঽগ তর্জ্জনী। কনিষ্ঠা অনামিকে চোর্দ্ধে সূচীমুখমিতীরিতং। ১০। পতাকাঙ্গুষ্ঠকশ্চেত্তৎ স্যাদাকৃষ্টোঽন্যতঃ পুনঃ। অর্দ্ধচন্দ্র ইতি প্রোক্তো ভরতাদিমুনীশ্বরৈঃ। ইতি। অস্যার্থঃ। চেদ্যদি অঙ্গুষ্ঠোঽন্যত আকৃষ্টঃ স্যাত্তদা পতাকা পুনরর্দ্ধচন্দ্রহস্তকঃ স্যাৎ। ১১। ধনুর্লতাগ্রমিলিতাঙ্গুলিকঃ পদ্মকোষকঃ। পতাকো নিম্নমধ্যো যঃ সতু স্যাদাহিতুণ্ডিকঃ। ১২। ॥৯১-৯২

মুখ, সূচীমুখ, অর্দ্ধচন্দ্র, পদ্মকোষ ও অহিতুণ্ডিক, ইত্যাদি বহুপ্রকার হস্তক (হস্তভঙ্গী-পতাকা) প্রদর্শন করিলেন ॥ ৯১—৯২ ॥

ও অঙ্গুষ্ঠ এই তিনটী অঙ্গুলীর অগ্র পরস্পর সংলগ্ন ও অপর দুইটী (তর্জ্জনী, মধ্যমা) প্রসারিত থাকিলে তাহাকে "কর্ত্তরীমুখ" অর্থাৎ কাটারীর মত মুখ নামে হস্তক কহে। ৪। তর্জ্জনী, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠের অগ্র মিলিত হইলে "শুকতুণ্ড" নামে হস্তক হয়। ৫।

অঙ্গুষ্ঠ, মধ্যমা ও অনামিকার অগ্রভাগকে সংযুক্ত করিয়া হস্ত উত্তোলিত করিলে "মৃগশীর্ষক" নামে হস্তক হয়। ৬। তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ কুঞ্চিত-ভাবে সংযুক্ত করিয়া ও অপর অঙ্গুলীকে বিরলভাবে ঊর্দ্ধে অবস্থিত রাখিলে তাহাকে "সদংশ" নামে পতাক কহে। ৭।

দুই হস্তের মধ্যভাগে মুখ থাকিবে, অঙ্গুষ্ঠ দুইটী অগ্রে অগ্রে সংযুক্ত

দধুস্তালান্ বহুবিধান্ কাশ্চিত্তু ধ্রুবলক্ষণান্ ।
মণ্ঠলক্ষণকাংশ্চান্যান্ কাংশ্চিত্তদ্বিলক্ষণান্ ॥ ৯৩ ॥
অতীতানাগতসমৈ গ্রহৈশ্চ ত্রিবিধৈ যুতান্ ।
সমা গোপুচ্ছিকা স্রোতোবহাদিযতিভি যুতান্ ॥ ৯৪ ॥

বহুবিধাংস্তালান্ দধুঃ । তা উক্তাঃ শ্রীগোপা ইতি শেষঃ । তালান্ কথম্ভূতাংস্তদাহ চতুর্ভিঃ । কাশ্চিত্তু ধ্রুবলক্ষণান্ । "ধ্রুবোঽস্তস্য পাদঃ স্যাচ্ছোটিকাশব্দপূর্ব্বক" ইতি তত্রৈব । মণ্ঠলক্ষণকাংশ্চ মণ্ঠলক্ষণকা বিজয়াদয়ো দ্বাত্রিংশৎ তত্র দর্পণে জ্ঞেয়াঃ । অন্যান্ কাংশ্চিত্তত্তন্মণ্ঠকাদিতো বিলক্ষণান্ অন্যজাতীয়ান্ । অতীতানাগতসমৈস্ত্রিবিধৈ গ্রহৈর্যুতাংশ্চ । এষাং লক্ষণানি তত্রৈব । "সমোঽতীতো ঽনাগতশ্চ বিষমশ্চ গ্রহা মতাঃ । চত্বারো জ্ঞেয়কাস্তালে সূক্ষ্মদৃষ্ট্যা বিচক্ষণৈঃ । গীতাদিসমকালস্তু সমপাণিঃ সমগ্রহঃ । গীতাদৌ বিগিতে পশ্চাত্তালবৃত্তি বিধীয়তে । অতীতাখ্যো গ্রহো জ্ঞেয়ঃ সোঽবপাণি-

---

কতকগুলি গোপাঙ্গনা বহুবিধ ধ্রুব, মূল, মণ্ড ইত্যাদি নামক ও এতদ্বিপরীত বহু প্রকার তাল ধারণ করিতে লাগিলেন ॥ ৯৩ ॥

ঐ তাল অতীত, অনাগত (ভবিষ্যৎ) ও সম, এই তিন গ্রহ (তাল) তদ্‌যুক্ত সমা, গোপুচ্ছিকা ও স্রোতোবহা নামক তিন প্রকার যতি (বিরাম)

থাকিবে, তর্জ্জনী দুইটীও অগ্রে মিলিত থাকিবে, অনামিকা ও কনিষ্ঠার উর্দ্ধভাগ বিরল হইলে "খটকামুখ" নামে হস্তক হইয়া থাকে । ৮ । অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমার অগ্রভাগ সংযুক্ত তর্জ্জনী, কনিষ্ঠা ও অনামিকা উর্দ্ধভাবে অবস্থিত থাকিলে তাহাকে "সূচীমুখ" নামে হস্তক কহে । ৯ । অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীকে অন্য দিকে আকৃষ্ট করিয়া লইলে তাহাকে ভরতাদি প্রাচীন নাট্যগ্রন্থপ্রণেতা মুনীশ্বরসকল "অর্দ্ধচন্দ্র" নামে হস্তক বলিয়া থাকেন । ১০ । ধনু কোণভাগের ন্যায় সমস্ত অঙ্গুলী সংযত হইলে তাহাকে "পদ্মকোষ" কহে । ১১ । ঐ পদ্মকোষ নামক পতাকাকেই যদি মধ্যভাগ নিম্ন করা যায় তাহাকে "অহিতুণ্ড" অর্থাৎ সর্পমুখ নামে পতাকা কহে । ১২ । ॥ ৯১—৯২ ॥

লয়ৈশ্চ ত্রিবিধৈ র্যুক্তান্ দ্রুতমধ্যবিলম্বিতৈঃ।
নিঃশব্দশব্দযুক্তেন দ্বিধা ধরণসংযুতান্ ॥ ৯৫ ॥
বর্দ্ধমানাভিধস্ত্বেকো হীয়মানাভিধঃ পরঃ।
ইত্যাবর্ত্তদ্বয়াঢ্যেন মানেন চ সমন্বিতান্ ॥ ৯৬ ॥
চতুর্ভিঃ কুলকং ॥

রিতি স্মৃতঃ। পূর্ব্বং তালপ্রবৃত্তিঃ স্যাৎ পশ্চাদ্গীতাদিরুচ্যতে। অনাগতঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স এষো পরিপাণিকঃ। আদ্যন্তয়ো র্ন নিয়মো বিষমগ্রহশব্দভাক্ গীতমধ্যাবসানেষু প্রয়োগং সূক্ষ্মমাচরেৎ। তালো বিতালোঽনুতালঃ প্রতিতালশ্চতুর্ব্বিধঃ। সমগ্রহো ভবেত্তালোবিতালোঽতীতকঃ স্মৃতঃ। অনাগতোঽনুতালঃ স্যাদ্বিষমঃ প্রতিতালক” ইতি। সমাদিভি র্যতিভি র্যুতান্। সমাদয়ো যথা তত্র। তত্র যতিঃ লয়প্রবৃত্তিনিয়মো যতিরিত্যভিধীয়তে। সমা স্রোতোবহা চান্যা মৃদঙ্গা চ প্রকীর্ত্তিতা। পিপীলিকাচ গোপুচ্ছা যতয়ঃ পঞ্চধা স্মৃতাঃ। আদিমধ্যাবসানেষু লয়ৈকত্বে ত্রিধা মতা। লয়াত্রয়াদাদিমধ্যাবসানেষু যথাক্রমাৎ”। এবং সমা। এবমন্যাস্তত্র জ্ঞেয়াঃ। “দ্রুতমধ্যবিলম্বিতৈ স্ত্রিবিধৈ র্লয়ৈশ্চ যুতান্। ক্রিয়ানন্তরবিশ্রান্তি র্লয়ঃ স ত্রিবিধো মতঃ। দ্বিগুণদ্বিগুণৌ জ্ঞেয়ৌ তস্মান্মধ্যবিলম্বিতৌ। মার্গভেদাচ্চিরক্ষিপ্রমধ্যভাগোঽপ্যনেকধা। লয়োঽক্ষরে পদে বাক্যে যোঽন্যো নাত্রোপযুজ্যতে”। ইতি। “নিঃশব্দশব্দযুক্তেন দ্বিধাচ রবসংযুতান্”। তে যথা তত্র। তে তদ্ভেদরবাঃ। “নিঃশব্দা শব্দযুক্তা চ ক্রিয়া চ দ্বিবিধা মতা। নিঃশব্দা চ কলা প্রোক্তা চতুর্দ্ধা সা প্রকীর্ত্তিতা। অবাপাদিপ্রভেদেন তল্লক্ষণমথোচ্যতে। অবাপশ্চাথ নিষ্কামো বিক্ষেপশ্চ বিশেষকঃ। নিঃশব্দেতি চতুর্দ্ধোক্তা সশব্দা চ চতুর্ব্বিধা। ধ্রুবঃ শম্পা তথা কালঃ সন্নিপাত ইতীরিতঃ”। এষাং প্রত্যেকং লক্ষণানি তত্রৈব জ্ঞেয়ানি। বর্দ্ধমানাভিধো-

---

যুক্ত দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত এই তিন লয় (সাম্য যাহাকে সম কহে) তদ্যুক্ত এবং নিঃশব্দ ও শব্দযুক্ত ভেদে দুই প্রকার ধারণ সমন্বিত, তন্মধ্যে প্রথমটীকে বর্দ্ধমান ও দ্বিতীয়টীকে হীয়মান বলে। এইরূপ দুইটী আবর্ত্তযুক্ত মান অর্থাৎ

চঞ্চৎপুটং চাচপুটং রূপকং সিংহনন্দনং।
গজলীলামেকতালং নিঃসারী মাদি-তালকং ॥ ৯৭ ॥
অড্ডকং প্রতিমণ্ঠঞ্চ ঝম্পঞ্চ ত্রিপুটং যতিং।
নলকূবরমুদ্দঘট্টং কুট্টকং কোকিলারবং ॥ ৯৮ ॥
উপাট্টং দর্পণং রাজকোলাহলশচীপ্রিয়ৌ।
রঙ্গবিদ্যাধরং বাদকানুকূলককঙ্কণে ॥ ৯৯ ॥
শ্রীরঙ্গাখ্যং চ কন্দর্পং যট্‌পিতাপুত্রকং তথা।
পার্ব্বতীলোচনং রাজচূড়ামণিজয়প্রিয়ৌ ॥ ১০০ ॥
রতিলীলং ত্রিভঙ্গীঞ্চ চচ্চরৎ বারবিক্রমং।
ইত্যাদীন্নর্ত্তনে তালান্ দধুঃ কৃষ্ণোহস্য চ প্রিয়াঃ ॥১০১॥

হীয়মানাভিধশ্চেতি দ্বাভ্যামাবর্ত্তাভ্যামাঢ্যেন মানেন চ সমন্বিতান্। আব-র্ত্তয়ো র্লক্ষণং তত্রৈব জ্ঞেয়ং। মানলক্ষণং তত্রৈব। "ক্রিয়য়োরন্তরং যস্তু বিশ্রামো মান উচ্যতে" ইতি ॥ ৯৩—৯৬ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণোহস্য প্রিয়াঃ গোপ্যশ্চ চঞ্চৎপুটাদিতালান্ দধুরিতি পঞ্চভি-রন্বয়ঃ। তত্র চঞ্চৎপুট,চাচপুটয়ো র্লক্ষণং যথা। চতুরস্রস্তথা ত্র্যস্র ইতি তালো দ্বিধা মতঃ। চঞ্চৎপুটশ্চাচপুট ইতি নাম্নী তয়োঃ ক্রমাৎ"। ইতি অনয়ো-বহবোভেদা এবং সর্ব্বেষামাত্রোক্ততালানাং লক্ষণানি ভেদপ্রকারাংশ্চ তত্রৈব জ্ঞেয়ং বাহুল্যভয়াত্তৎ সর্ব্বং ন লিখিতং ॥ ৯৭—১০১ ॥

দুই স্বরের মধ্যবর্ত্তি বিশ্রাম দ্বারা যে পূর্ব্বোক্ত ধ্রুবাদি তাল নিত্য মিলিত রহিয়াছে ॥ ৯৪—৯৬ ॥

চঞ্চৎপটু, চাচপটু, রূপক, সিংহনন্দন, গজলীলা, একতাল, নিঃসারী মাদি, অড্ডক, প্রতিমণ্ঠ, ঝম্প (ঝাঁপতাল) ত্রিপুট, যতি, নলকূবর, মুদ্দঘট্ট, কুট্টক, কোকিলারব, উপাট্ট, দর্পণ, রাজকোলাহল, শচীপ্রিয়, রঙ্গবিদ্যাধর, বাদক, অনুকূলকঙ্কণ শ্রীরঙ্গ, কন্দর্প, যট্‌পিতাপুত্রক, পার্ব্বতীলোচন, রাজচূড়া-

শ্রীচৈতন্যপদারবিন্দমধুপশ্রীরূপসেবাফলে
দিষ্টে শ্রীরঘুনাথদাসকৃতিনা শ্রীজীবসঙ্গোদ্গতে।
কাব্যে শ্রীরঘুনাথভট্টবরজে গোবিন্দলীলামৃতে
সর্গোরাসবিলাসবর্ণনময়ো দ্বাবিংশকোঽয়ং গতঃ ॥ ১০২ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে রাসবিলাসবর্ণনে দ্বাবিংশঃ সর্গোঽয়ং সমাপ্তো-ঽভূৎ। ইতি সদানন্দবিধায়িন্যাং দ্বাবিংশসর্গার্থঃ ॥

মণি, জয়প্রিয়, রতিলীল, ত্রিভঙ্গি, চচ্চরৎ, বারবিক্রম এই চতুস্ত্রিংশৎ [৩৪] তাল শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজাঙ্গনাগণ ধারণ করিলেন ॥ ৯৭—১০১

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যমহাপ্রভুর পদারবিন্দের মধুপায়ি ভ্রমর স্বরূপ শ্রীরূপ গোস্বামীর সেবার ফল, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর কর্তৃক প্রেরিত, শ্রীমজ্জীব গোস্বামীর সঙ্গ হেতু সমুদ্ভূত এবং শ্রীরঘুনাথ দাস ভট্ট গোস্বামীর বর প্রভাবে প্রাদুর্ভূত শ্রীগোবিন্দলীলামৃত কাব্যে রাসবিলাস বর্ণনময় দ্বাবিংশসর্গ সমাপ্ত হইল ॥

অথ ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ ।

অথ প্রবন্ধগানং স নানাতালৈঃ পৃথগ্বিধং ।
কর্ত্তুমারভতৈতাভি র্বিদগ্ধাভিঃ সনর্ত্তনং ॥ ১ ॥
শ্রীরাধয়া নৃত্যতি কৃষ্ণচন্দ্রে
গায়ন্ত্য আসন্ ললিতাদয়স্তদা ।
চিত্রাদয়োঽন্যাঃ কিল তালধারিকা
বৃন্দাদয়ঃ সভ্যতয়া ব্যবস্থিতাঃ ॥ ২ ॥
কৃষ্ণে নৃত্যত্যেকলে রাধিকাদ্যা
গায়ন্তি স্মাশ্চর্য্যতালৈ র্দ্রুহৈঃ ।

অথানন্তরং স শ্রীকৃষ্ণঃ এতাভির্গোপীভিঃ সহ নানাতালৈঃ সনর্ত্তনং যথা স্যাত্তথা পৃথগ্বিধং কৃত্বা প্রবন্ধগানং কর্ত্তুমারভত ॥ ১ ॥

অথ তৎ প্রবন্ধগানং বিবৃণোতি শ্রীরাধয়েত্যাদিভিঃ । কৃষ্ণচন্দ্রে শ্রীরাধয়া সহ নৃত্যতি সতি তদা ললিতাদয়ঃ গায়ন্ত্য আসন্ অগায়ন্ । অন্যাশ্চিত্রাদয় স্তালধারিকা আসন্ বৃন্দাদয়ঃ সভ্যতয়া ব্যবস্থিতা আসন্ । "গীতবাদিত্রনৃত্যাদে র্ভদ্রাভদ্রবিবেচকাঃ । সভামধ্যে স্থিতা যেতু সভ্যাস্তে পরিকীর্ত্তিতা" ইতি ॥ ২ ॥

ততঃপরঃ শ্রীকৃষ্ণে একলে নৃত্যতি সতি শ্রীরাধাদ্যা দ্রুহৈরাশ্চর্য্যৈস্তালৈর্গায়ন্তিস্ম জগুরিত্যর্থঃ । তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে সভ্যে সতি শ্রীরাধিকাদ্যাঃ ক্রমেণা-

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ নানাপ্রকার তাল দ্বারা ভিন্ন ২ প্রকারে প্রবন্ধ গান এবং সুরসিকা ব্রজাঙ্গনাদিগের সহিত নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১ ॥

তৎপর শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলে ললিতা প্রভৃতি সখীবৃন্দ গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং চিত্রাদি সখীগণ গানের

তস্মিন্ সভ্যে রাধিকাদ্যাঃ ক্রমেণা-

শ্চর্য্যং নৃত্যং সাঙ্গহারং ব্যধুস্তাঃ ॥ ৩ ॥

রঙ্গে ক্রমাচ্ছ্রেণিভ্যাস্থিতানা-

মন্তঃপটত্বং নটতাং গতানাং।

বীণাদিবাদ্যাবলিধারিকাণাং

নানাপ্রবন্ধাদিকগায়িকানাং ॥ ৪ ॥

শ্চর্য্যং নৃত্যং সাঙ্গহারমঙ্গবিক্ষেপৈঃ সহিতং যথা স্যাত্তথা ব্যধুরকার্ষুঃ। "অঙ্গহারোঽঙ্গবিক্ষেপ ইত্যমরঃ" ॥ ৩ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণাদীনাং নৃত্যং সাধারণতয়া অতিমনোহরং বর্ণয়তি রঙ্গ ইতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। রঙ্গে রঙ্গস্থলে শ্রেণিতয়া স্থিতানাং নটতাং তেষাং কৃষ্ণাদীনামন্তঃপটত্বং বস্ত্রাবৃতিত্বং গতানাং বীণাদিবাদ্যাবলিধারিকাণাং নানাপ্রবন্ধাদিকগায়িকানামঙ্গনানাং তাসাং ততঘনশুষিরৈর্বীণাদিকাংস্যতালাদিবংশ্যাদিভি র্বাদ্যৈরাঢ্যস্য যুক্তস্যানদ্ধস্য মুরজাদের্বাদ্যসমূহস্য তাসাং কণ্ঠানাঞ্চ স্বরৌঘে স্বরসমূহে মৃদুবিবিধগতিত্বেঽপি মৃদুঃ কোমলা বিবিধা নানা চাতুর্য্যবতী চ গতির্যাসাং তাসাং ভাবোমৃদুবিবিধগতিত্বং। অর্থান্মৃদুবিবিধগতিঃ। তথৈক্যং প্রাপ্তে সতি। তথা তত্তৎস্বরসমূহতদ্গত্যোঃ পরস্পরং মিলনে সতি গতৌ স্বরানুরূপায়াং সত্যাং স্বরে গত্যানুরূপে সতিচ তাঃ

তাল প্রদান করিতে লাগিলেন, তথা বৃন্দাপ্রভৃতি সখীসকল সভ্যরূপে (নৃত্যাদির সদসৎবিবেচকরূপে) অবস্থিত রহিলেন ॥ ২ ॥ ৩ ॥

রঙ্গালয়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি সকলে নৃত্য করিতে থাকিলে চতুর্দ্দিকে যেন বসনাবরণ স্বরূপ হইয়া দণ্ডায়মান হওত বীণাদি বাদ্যযন্ত্রধারণ পূর্ব্বক বিবিধ প্রবন্ধ গান করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে তাঁহাদিগের বীণাধ্বনি, কাংস্যধ্বনি, বংশীধ্বনি, মুরজধ্বনি ও কণ্ঠোত্থিতধ্বনি, বিবিধ পদচালনা মৃদুগতি হইলেও একরূপ হইয়া উঠিল,

ততঘনশুষিরাঢ্যানদ্ধকণ্ঠস্বরৌঘে
মুহুর্বিবিধগতিত্বেহপ্যৈক্যমাপ্তেহঙ্গনানাং ।
তদনুগপদতালৈ র্ভ্রূকরাঙ্গাক্ষিচালৈ-
র্ননৃতুরিহ সকৃষ্ণাস্তাঃ প্রবিশ্য ক্রমেণ ॥ ৫ ॥

যুগ্মকং ॥

কৃষ্ণঃ শ্রীমান্মুহুরিহ সমাগত্য তাসাং সমধ্যা-
ন্নানাতাল ক্রমবশতয়া চালয়ন্ শ্রীপদাব্জে ।
ধুন্বন্ পাণী নটতি নিগদন্নিত্থমানন্দয়ংস্তা-
স্তত্তা তথৈ দৃগিতি দৃগি থৈ দৃক্ ততৈ দৃক্ ততৈ থা ॥৬॥

শ্রীরাধাদ্যাঃ শ্রীকৃষ্ণেন সহিতাঃ সত্য ইহ উক্তপ্রকারাবৃত্তেরঙ্গে তদ্রঙ্গস্থলে প্রবিশ্য তদনুগপদতালৈঃ তাসামন্তঃপটভূতানাং বিবিধবাদ্যগীতগতিশীলানাং বাদ্যগীতগতীনামনুগতৈঃ পাদতালৈ র্ভ্রূকরাঙ্গাক্ষিচালৈশ্চ সহ ক্রমেণ শ্রীকৃষ্ণ-রাধাললিতেত্যাদিক্রমেণ ননৃতুঃ। "ততং বীণাদিকংবাদ্যমানদ্ধং মুরজাদিকং। বংশ্যাদিকন্তু শুষিরং কাংস্যতালাদিকং ঘন"মিত্যমরঃ ॥ ৪-৫ ॥

অথ কৃষ্ণাদীনাং নৃত্যং পৃথক্ পৃথক্ বর্ণয়তি কৃষ্ণ ইত্যাদিভিঃ। স শ্রীমান্ কৃষ্ণস্তাসাং গোপীনাং মধ্যাদিহ রঙ্গস্থলে সমাগত্য প্রবিশ্য নানাতাল ক্রম-বশতয়া মুহুঃ পুনঃ পুনঃ শ্রীপদাব্জে চালয়ন্ পাণী করপদ্মে ধুন্বন্ তাঃ গোপীরানন্দয়ন্ সন্ তত্তা থৈ থৈ দৃগিতি দৃগথৈ দৃক্ ততৈ দৃক্ ততৈ থা ইত্থং নিগদন্ নটতি ॥ ৬ ॥

কারণ তদনুগত পদতাল, ভ্রূক্ষেপ, হস্ত, অঙ্গ ও নেত্রচালনা করত সকলেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত রঙ্গস্থলে প্রবেশ করত যথাক্রমে নৃত্য করিতে লাগি-লেন ॥ ৪—৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ শোভাশীল হইয়া পুনঃ পুনঃ তাহাদিগের মধ্যে হইতে সমাগত হইয়া নানাবিধ তাল ও ক্রমভঙ্গিতে সুন্দর পাদপদ্ম যুগল ও হস্তদ্বয়কে সঞ্চালন

থোদিক্ দাং দাং কিট কিট কণঝেং থোক্কু থোদিক্কু আরে
ঝেংদ্রাং ঝেংদ্রাং কিটিকিটিকিটিধাং ঝেঙ্কুঝেং ঝেঙ্কুঝেং ঝেং।
থোদিক্দাং দাং দৃমি দৃমি দৃমিধাং কাঙ্কুঝেং কাঙ্কুঝেংদ্রা
মাগত্যৈবং নটতি স হরিশ্চারুপাঠপ্রবন্ধং ॥ ৭ ॥

কূজৎকাঞ্চীকটকবিরণন্নূপুরধ্বানরম্যং
পাণিদ্বন্দ্বং মুহুরিহ নদৎকঙ্কণং চালয়ন্তী।
রাধাকৃষ্ণদ্যুতিঘনচয়ে চঞ্চলেব স্ফুরন্তী
নৃত্যন্তীত্থং গদতি তথথৈ থৈ তথৈ থৈ তথৈ থা ॥ ৮ ॥

স হরিরাগত্য থোদিক্ দাং দাং কিট কিটেত্যাদ্যারভ্য কাঙ্কু ঝেং দ্রাং কুঝেং দ্রামিত্যন্তং পাঠপ্রবন্ধং চারু যথা স্যাত্তথা নটতি ॥ ৭ ॥

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণস্য দ্যুতিরেব ঘনচয়ো মেঘসমূহস্তত্র চঞ্চলেব তড়িদিব স্ফুরন্তী সতী। কূজতাং কাঞ্চীকটকানাং বিরণতো নূপুরয়োশ্চ ধ্বানৈরম্যং যথা স্যাত্তথা। নদন্তি কঙ্কণানি যত্র তথাভূতং পাণিদ্বন্দ্বং মুহুশ্চালয়ন্তী সতী। ইহ রঙ্গস্থলে নৃত্যন্তী সতী তথ থৈ থৈ তথৈ থৈ তথৈ থা ইত্থং বদতি ॥ ৮ ॥

করিয়া "তাঃ, তত্তা, তথৈ, দৃগথি, দৃক্, তথৈ, দৃক্, তথৈ থা" ইহাই উচ্চারণ পূর্ব্বক সখীবর্গকে আনন্দিত করিতে করিতে নৃত্যারম্ভ করিলেন ॥ ৬ ॥

"থো, দিক্, দাং, দাং, কিট, কিট, কণঝেং, থোক্কু, থো দিক্কু, আরে, ঝেং, দ্রাং ঝেংদ্রাং কিটি, কিটি, কিটি, ধাং ঝেঙ্কু, ঝেং ঝেকু, ঝেং ঝেং থো দিক্, দাং দাং, দৃমি, দৃমি, দৃমি, ধাং, কাঙ্কু ঝেং ঝেং, কাং, কু ঝেং, এইরূপ স্বর উচ্চারণ করত শ্রীকৃষ্ণ সহসা আসিয়া সুচারু প্রবন্ধ পাঠ করিতে করিতে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গদ্যুতিরূপ মেঘমণ্ডলের মধ্যে চঞ্চলাসৌদামিনীর ন্যায় শ্রীরাধা "তথথৈ, থৈ, তথৈ, থৈ, তথৈ থা" এইরূপ উচ্চারণ করিতে করিতে নৃত্য

ধাং ধাং দৃক্ দৃক্ চণ্ড চণ্ড নিঙাং ণং নিঙাং ণং নিঙাং নাং
তুত্তুক্ তুং তুং গুড়ু গুড়ু গুড়ুধাং দ্রাং গুড়ুদ্রাং গুড়ুদ্রাং ।
ধেক্ ধেক্ ধো ধো কিরিটি কিরিটি দ্রাং দ্রিমিদ্রাং দ্রিমি দ্রা-
মাগত্যৈবং মুহুরিহ মুদা শ্রীমদীশা ননর্ত্ত ॥ ৯ ॥

ঝাং ঝাং কুর্ব্বৎকনকবলয়ে ধুন্বতী পাণিপদ্মে
তাসাং মধ্যাৎ সপদি ললিতাহপ্যাগতা কৃষ্ণকান্ত্যা ।
শ্যামে রঙ্গে তড়িদিব ঘনে নৃত্যতীত্থং বদন্তী
থৈ থৈ থো থো তিগড় তিগড় থো তথৈ থো তথৈতা ॥ ১০

শ্রীমদীশা শ্রীমতী রাধা ইহ রঙ্গস্থলে আগত্য ধাং ধাং দৃক দৃক্ ইত্যাদি দ্রাং দ্রিমিদ্রাং দ্রিমিদ্রামিত্যাত্থং বদন্তী সতী মুদা হর্ষেণ মুহুর্নর্ত্ত ॥৯॥

তাসাং শ্রেণিতয়া স্থিতানাং শ্রীব্রজসুন্দরীণাং মধ্যাৎ শ্রীললিতাহপি কৃষ্ণস্য কান্ত্যা শ্যামে শ্যামবর্ণে রঙ্গে রঙ্গস্থলে ঘনে তড়িদিব সপদ্যাগতা প্রবিষ্টা সতী থৈ থৈ থো থো তিগড়িতিগ থৈ থৈ তথৈ থা ইত্থং বদন্তী সতী নৃত্যতি ॥ ১০ ॥

করিতে লাগিলেন এবং ঐ নৃত্যে কাঞ্চী, কটক, শব্দায়মান নূপুরের মরণীয় ধ্বনির সহিত রমণীয় কঙ্কণ ধ্বনি সমন্বিত হস্তদ্বয় সঞ্চালিত হইতে লাগিল ॥ ৮ ॥

ধাং ধাং, দৃক্, দৃক্, চণ্ড, চণ্ড,নিঙাং, নং, নিঙাং ণং,নিঙাং ণং, নিঙাং নাং, তুত্তুক্, তুংতুং, গুড়ু, গুড়ু গুড়ুধাং, দ্রাং গুড়ুদ্রাং, গুড়ুদ্রাং ধেক্, ধেক্, ধো, ধো, কিরিটি, কিরিটি, ধাং দ্রাং দ্রিমিদ্রাং দ্রিমিদ্রাং মদীশ্বরী শ্রীরাধা আগমন করিয়া এইরূপে বারম্বার নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

তৎপরে ললিতাও তাঁহাদিগের মধ্যে হইতে আসিয়া কনক বলয়ের ঝঙ্কার সম্বলিত পাণি পদ্ম চালিত করিয়া রঙ্গভূমি কৃষ্ণকান্তিতে শ্যামবর্ণ হইলে

দৃমি দৃমি দৃমি ধো ধো ধো মৃদঙ্গাদিনাদৈঃ
কণ কণ কণ বীণাশব্দমিশ্রৈর্ বিশাখা।
নটতি ঝণণ ঝং ঝংকার্য্যলঙ্কারজালা
দৃগিতি দৃগিতি দৃকৃথৈ থো তথো থো ব্রুবাণা ॥ ১১ ॥
কাচিৎ স্বনন্নূপুরকিঙ্কিণীকা-
মুহুঃ ক্বণৎকঙ্কণপাণিযুগ্মং।
বিধুন্বতীত্থং নটতীরয়ন্তী
থৈয়া তথৈয়া তথথৈ তথৈয়া ॥ ১২ ॥

ক্বণ কণ ক্বণ ইতি বীণায়াঃ শব্দেন মিশ্রৈ র্যুক্তৈ র্দৃমি দৃমি দৃমি ধো ধো ধো ইতি মৃদঙ্গাদীনাং নাদৈ র্বিশাখা নৃত্যতি। কিম্ভূতা সতী ঝণন ঝং ঝদিতি শব্দকর্ত্তৃং শীলমলঙ্কারজালং যস্যাঃ সা। পুনঃ দৃগিতি দৃগিতীত্যাদি শব্দান্ ব্রুবাণা ॥ ১১ ॥

কাচিৎ সখী। স্বনন্ত্যোনূপুরকিঙ্কিণ্যো যস্যাস্তথা ভূতা সতী মুহুঃ ক্বণন্তি কঙ্কণানি যত্র তথাভূতং পাণিযুগ্মং বিধুন্বতী সতী থৈয়া তথৈয়া তথথৈ তথৈয়া ইত্থমীরয়ন্তী সতী নটতি ॥ ১২ ॥

থৈ, থৈ, থো, 'থা, তিগড়, তিগড়, থো, থৈ, তথৈ, থো, তথৈ, তা, এই বলিতে বলিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

এবং ক্বণ, ক্বণ, কণ,এইরূপ বীণা শব্দের সহিত মিশ্রিত মৃদঙ্গের দৃমি, দৃমি, ধো, ধো ধো, এই শব্দ সহকারে ঝণন, ঝ,ঝং" এইরূপ শব্দযুক্ত অলঙ্কার সমূহের শব্দ করিয়া দৃগিতি দৃগিতি দৃক্,থৈ, থো, তথো, থো, এই বলিয়া বিশাখাও নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

কোন সখী শব্দায়মান নূপুর ও কিঙ্কিণীর সহিত কঙ্কণযুক্ত হস্তকে

পাদন্যাসৈঃ শ্রীকরদ্বন্দচালৈ-
র্নৃত্যত্যন্যা নূপুরধ্বানমিশ্রৈঃ ।
তালোত্থানায়েত্থমুচ্চারয়ন্তী
থৈ থৈ থৈ থৈ থৈ তথৈ থৈ তথৈ থাঃ ॥ ১৩ ॥

রঙ্গং প্রাপ্তা তদনুত্তথান্যা নৃত্যন্তী সা লপতি তদেত্থং ।
থৈয়া থৈয়া তথ তথ থৈয়া থৈয়া থৈয়া তিগড় তথৈয়া ॥ ১৪ ॥
আআ ঈআতি আআতি আইআতি অআ আতিআ আতি আআ
আআ জ্যোৎস্নোজ্জ্বলাঙ্গং নটদিব পুলিনং রাধিকে পশ্য আরে ।

অন্যা গোপী নূপুরধ্বনিমিশ্রৈঃ পাদন্যাসৈঃ পৃথিব্যাং পাদয়োঃ পাতৈঃ শ্রীযুক্তকরদ্বন্দ্বস্য চালনৈশ্চ নৃত্যতি। কিং কুর্ব্বতী সতী। তালানামুত্থানায় থৈ থৈ থৈ থৈ থৈ তথৈ থৈ তথৈ থা ইত্থমুচ্চারয়ন্তী ॥ ১৩ ॥

তদনু তৎপশ্চাত্তথা সা প্রসিদ্ধা অন্যা গোপী রঙ্গং প্রাপ্তা সতী তদা নৃত্যন্তী সতী থৈয়া থৈয়া তথ তথ থৈয়া থৈয়া থৈয়া তিগড় তথৈয়া। ইত্থং লপতি ॥ ১৪ ॥

এবং সখীষু নৃত্যন্তীষু শ্রীকৃষ্ণঃ পুনরুল্লসন্ৃতাঞ্চকার আ আ ইত্যাদি হে রাধে পশ্য জ্যোৎস্নয়োজ্জ্বলমঙ্গং যস্য তথাভূতং পুলিনং আ আ ঈ আতি

সঞ্চালন করত "থৈয়া, তথৈয়া, ততথৈ, তথৈয়া" এইরূপে শব্দ করত নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

কোন কোন গোপী পাদন্যাস ও হস্তদ্বয় পরিচালিত করিয়া নূপুরের ধ্বনি সহকারে তালোত্থানের নিমিত্ত, "থৈ, থৈ, থৈ, থৈ, থৈ, তথৈ, থা" এইরূপ উচ্চারণ করিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৩ ॥

তৎপশ্চাৎ অন্য কোন গোপী রঙ্গালয়ে আসিয়া "থৈয়া, থৈয়া, তথ, তথ, থৈয়া, থৈয়া, থৈয়া, তিগড়, তথৈয়া এইরূপ শব্দ করিয়া নৃত্য করিতে লাগি-লেন ॥ ১৪ ॥

এই প্রকার সখীগণ নৃত্য করিলে পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণ উল্লসিত ভাবে

আ আ আ, আতি আ আ, নর্ত্তিত বিপিনং মন্দবাতেরিতং আ আ আ এতি কৃষ্ণঃ পুনরিহ নিগদন্ সালসাঙ্গং ননর্ত্ত ॥ ১৫ ॥

আ ই অ আ ই অতিপ্রিয়হাস-
শ্চন্দ্রতি কুন্দতি হংসতি আরে।

ইত্যাদি নৃত্যবিশেষং নটদিব ভাতীতি শেষঃ। বিপিনঞ্চ মন্দবায়ুনেরিতং প্রেরিতং সৎ আ আ ঈ আতীত্যাদি নৃত্যবিশেষং নটতি ইতি নিগদন্ সন্ শ্রীকৃষ্ণঃ আ আ আ এতি তত্তন্নৃত্যবিশেষং পুনরিহ রঙ্গভূমৌ সালসাঙ্গং অলসং মদনমদঘূর্ণিতং আলসং সম্যগ্দেদীপ্যমানং বা। তচ্চ তচ্চ বা তদঙ্গঞ্চেতি তৎ অলসাঙ্গং আলসাঙ্গং বা তেন সহিতং যথা স্যাত্তথা ননর্ত্ত। লস দীপ্তৌ। গুণিগ্রহণেন গুণা এব গৃহ্যন্তে। অতঃ সাহিত্যং ঘূর্ণনেন। দীপ্ত্যা বা নত্বঙ্গেন। অঙ্গস্য স্বতঃ সিদ্ধত্বাৎ। তথাহি মাঘে, "সালকাননযোগেঽপি সালকাননবঞ্চিতা" ইতি ॥ ১৫ ॥

ততঃ শ্রীরাধাপি। হে প্রিয় তে তব হাসশ্চন্দ্রতি চন্দ্র ইবাচরতি সর্ব্বমাহ্লাদয়তি। কুন্দতি কুন্দপুষ্পমিব বিকসতি। কিম্বা কুন্দশব্দেন কুন্দলতা গৃহ্যতে। সেব স্বকুট্মলানি ইব তব দন্তান্ প্রকাশয়তি। হংসতি হংস-ইব বিলসতি সর্ব্বং রঞ্জয়তি। ক্ষীরতি ক্ষীরমিব মধুরায়তে রোচতে। হীরতি

"আ আ, ঈ আ, তিআ, আতি, অই, অতি, অআ, আতিআ, আআআ" এই-রূপ শব্দে নৃত্য করিলেন এবং হে রাধে! দেখ জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বলাঙ্গ হইয়া যেন পুলিনও নৃত্য করিতেছে। আ আ আ, আতি, আ আ এই বলিয়া বনও যেন মন্দবায়ুতে সঞ্চালিত হইয়া নৃত্য করিতেছে, পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণ আ, আ, আ, আ, এতি ইহাই বলিয়া অলসাঙ্গে নৃত্য করিতে আরম্ভ করি-লেন ॥ ১৫ ॥

তদনন্তর শ্রীরাধা অহে প্রিয়! তোমার হাস্য—চন্দ্র, কুন্দ, হংস, ক্ষীর,

ক্ষীরতি হীরতি হারতি আরে
আ ই অ আ ই অ নৃত্যতি রাধা ॥ ১৬ ॥
তা ধিক্ তা ধিক্ ধিগিতি নিনাদং
কুর্ব্বন্ রাসে বরমুরজোঽয়ং।

হীরমিব দীপ্যতে। ভবতি সংযোগিনীনাং ভূষায়তে বিয়োগিনীনাং তু বিষায়তে ইতি ব্যঙ্গং। হারতি হারো মুক্তাসরে মুধীতি মেদিনী। হার ইব শ্রেণীযতি পুনঃ পুনরুদয়তি। কিম্বা মুধিব যুদ্ধমিবাচরতি। তৎসঙ্গরঙ্গবিপক্ষস্যাস্মাকং মানাভিমানাদেঃ অন্যাসাঞ্চ পাতিব্রত্যাদিধর্ম্মস্য চ বিনাশভূমির্ভবতি। এতৈঃ শুক্লৈশ্চন্দ্রাদিভিরুপমেয়ত্বাৎ শুক্লায়তে চ। যুদ্ধস্য চ ক্ষত্রাণাং যশোধর্ম্মময়ত্বাচ্ছুক্লত্বং জ্ঞেয়ং। ইতি বদন্তী সতী আ ই অ আ ই অ আরে আরে আ ই অ আ ই অ ইতি নৃত্যবিশেষং নৃত্যতি ॥ ১৬ ॥

শ্রীব্রজাঙ্গনানাং নৃত্যকৌশলং সর্ব্বতঃ কোট্যধিকমিতি গ্রন্থকর্ত্তারো বর্ণয়ন্তি তাধিগিতি। অয়ং বর উত্তমোঽচেতনোঽপি সারাসারবিবেকচতুরঃ স চাসৌ মুরজোমৃদঙ্গশ্চেতি সঃ বরমুরজঃ। রাসে আসাং শ্রীগোপীনাং লাস্যৈরতিশয়-

---

হীর ও হারের ন্যায় ধবলকায় হইয়াছে, এই বলিয়া আই, অআই, অআরে, আরে, আই, অআই অ এইরূপ উচ্চারণ করত নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

শ্রীব্রজসুন্দরীদিগের নৃত্য কৌশল সর্ব্বাপেক্ষা কোটি গুণ অধিক, ইহাই গ্রন্থকর্ত্তা বর্ণন করিতেছেন ॥

বর অর্থাৎ উত্তম ও অচেতন হইয়া সচেতনের ন্যায় সারাসার বিবেকচতুর এই মুরজ (মৃদঙ্গ) রাসনৃত্যে "তাধিক্, তাধিক্, তাধিক্, একপক্ষে তদাকার শব্দ অথবা "তাহাদিগকে ধিক্, তাহাদিগকে ধিক্, তাহাদিগকে ধিক্" এই

লাস্যৈস্ত্বাসামতিশয়তুষ্টো
নিন্দত্যন্যাঃ সুরবনিতাঃ কিং ॥ ১৭ ॥
বৈণিক্যো বৈণবিকাশ্চ গায়ন্ত্যস্তালধারিকাঃ।
মৌরজিক্যশ্চ নৃত্যন্তি নর্ত্তকীভিঃ সমং মুদা ॥ ১৮ ॥
আবিষ্টানাং গাননৃত্যেঽঙ্গনানাং
তত্তদ্‌গত্যাহত্যুচ্ছ সদ্‌গাঢ়বন্ধং।

তুষ্টঃ সন্ তাধিক্ তাধিক্ দিগিতি তাস্তাশ্চ দিক্ দিক্ ধিগিতি নিনাদং পুনঃ কুর্ব্বন্ সুরবনিতা উর্ব্বশ্যাদীরপ্সরসঃ। অন্যাঃ গন্ধর্ব্বকিন্নর্য্যাদাশ্চ। এতা ব্রজাঙ্গনানাং লাস্যকৌশলস্য লেশমপি ন জানন্তীতি মত্বা নিন্দতি কিং ইত্যহং মন্যে ॥ ১৭ ॥

তাসাং নৃত্যোল্লাসং বর্ণয়তি বৈণিক্য ইতি। বৈণিক্যোবীণাবাদিন্যঃ বৈণবিক্যোবেণুবাদিন্যঃ। গায়ন্ত্যো গানপরাঃ তালধারিকাস্তালবাদিন্যঃ মৌরজিক্যো মৃদঙ্গবাদিন্যশ্চ নর্ত্তকীভিঃ সমং মুদা হর্ষেণ নৃত্যন্তি স্বস্ববাদন-গানপরাঃ সত্যো নৃত্যন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

গাননৃত্যে গানমিত্যুপলক্ষণেন গানবাদনসহিতনৃত্যে আবিষ্টানামঙ্গনানাং তাসাং গোপীনাং তত্তদ্‌গত্যা তেষাং তেষাং নৃত্যগীতবাদ্যানাং গত্যা তত্তদনু-

---

বলিয়া ব্রজসুন্দরীদিগের নৃত্যকৌশলে সমধিক পরিতুষ্ট হইয়াই যেন সুরবনিতা অর্থাৎ উর্ব্বশী প্রভৃতিকে তিরস্কার করিতেছে ॥ ১৭ ॥

অপিচ, বীণাবাদিনী ও বেণুবাদিনী গোপীসকল গান করিতে করিতে তাল ধরিতে লাগিলেন এবং মৃদঙ্গবাদিনী ব্রজাঙ্গনাগণ নর্ত্তকীদিগের সহিত আনন্দে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৮ ॥

গীতবাদ্য সহিত নৃত্যে অঙ্গনাসকল আবিষ্ট হইলে গান ও নৃত্যের

নীবীবেণীকঞ্চুকাদি স্বয়ং তৎ
কৃষ্ণঃ ক্ষিপ্রং নৃত্যমধ্যে ববন্ধ ॥ ১৯ ॥
তে নানাশব্দবন্ধেন সসৃজুর্গায়নী জনাঃ ।
স ঋ গা ম প ধৈন্যাখৈ্যঃ স্বরৈরাগান্নবান্নবান্ ॥ ২০ ॥
স্বরানালাপয়ন্ শুদ্ধান্ সঙ্কীর্ণাংশ্চ সপ্তধা ।
গীতঞ্চ মার্গদেশীয়ভেদাত্তা বহুধা জগুঃ ॥ ২১ ॥

রূপেণ পাদাদিন্যাসভঙ্গ্যাঽতিশয়েনোচ্ছ্বসন্ স্রংসন্ গাঢ়োবন্ধো যস্য তথাভূতং নীবীবেণীকঞ্চুকাদি শ্রীকৃষ্ণঃ স্বয়ং ক্ষিপ্রং তৎ ক্ষণমেব তত্তত্র নৃত্যমধ্যে ববন্ধ। নীব্যাদীনাং সামান্যান্নপুংসকত্বমত্র ॥ ১৯ ॥

তে গায়নীজনা গানপরাঃ শ্রীগোপ্যো নানাশব্দবন্ধেন ষ ঋ গা ম প ধৈন্যাখ্যঃ ষড়্ভ ঋষভ গান্ধার মধ্যম পঞ্চম ধৈবত নিষাদেত্যাখ্যা যেষাং তৈঃ সপ্তভিঃ স্বরৈর্নবান্ নবান্ পূর্ব্বান্ পূর্ব্বান্। কিম্বা অপূর্ব্বাদপূর্ব্বান্। কিম্বা নূয়তে ইতি নব উত্তমস্তত্তদ্রূপান্। কিম্বা উত্তমাদপ্যুত্তমান্ রাগান্ সসৃজুঃ ॥ ২০ ॥

তাঃ শ্রীগোপ্যঃ শুদ্ধান্ শুদ্ধাখ্যান্ সঙ্কীর্ণান সঙ্কীর্ণাখ্যাংশ্চ। কিম্বা আদ্যন্তগ্রহণেন মধ্যস্থস্য সালগস্য চ গ্রহণাৎ শুদ্ধান্ সালগান্ সঙ্কীর্ণাংশ্চ

গতানুসারে অত্যন্ত উচ্চ ও প্রগাঢ় রূপে আবদ্ধ নীবী, বেণী ও কঞ্চুকাদি শিথিল হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তৎক্ষণাৎ নৃত্যমধ্যে বন্ধন করিয়া দিলেন ॥১৯॥

সেই গানশালিনী ব্রজাঙ্গনাসকল ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত এবং নিষাদ স্বরের নানাবিধ বন্ধে নব নব অপূর্ব্ব ও উত্তম হইতেও উত্তম রাগ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২০ ॥

অপিচ, সেই ব্রজাঙ্গনাসকল শুদ্ধ (অমিশ্রিত) এবং সঙ্কীর্ণ (মিশ্রিত)

প্রাবৃণ্নভ ইব সঘনং সূচীমূলমিব সশুষিরং গানং।
গগনমিবাতিততং তদ্রত্নমিব বভৌ সদানদ্ধং ॥ ২২ ॥

স্বরান্ সহস্রধা তত্তদ্ভেদৈঃ সহস্রপ্রকারান্ কৃত্বা আলাপয়ন্ আলপন্। গীতঞ্চ মার্গভেদাদ্দেশীয়ভেদাচ্চতুর্ব্বিধং কৃত্বা জগুঃ। শুদ্ধসালগসংকীর্ণানাং মার্গ-দেশীয়য়োশ্চ লক্ষণানি যথা তত্রৈব সংগীতদর্পণে। "অন্যোপজীবিতাশূন্যঃ শুদ্ধোঽন্যস্য তু জীবনাৎ। সালগঃ সতু বিজ্ঞেয়ঃ সঙ্কীর্ণো দ্বয়জীবনা"দিতি। "গীতং বাদ্যং নর্ত্তনঞ্চ ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে। মার্গদেশীয়ভেদেন সঙ্গীতং দ্বিবিধং মতং। তত্র দেশস্থয়া রীত্যা যৎ স্যাল্লোকানুরঞ্জকং। দেশে দেশেতু সঙ্গীতং তদ্দেশীয়মিতীর্য্যতে"। মার্গলক্ষণং তত্রৈব দ্বিতীয়প্রাণে বিবৃতমস্তি। বাহুল্য-ভয়াদত্র ন লিখিতং ॥ ২১ ॥

তৎ নৃত্যস্থলে জাতং শ্রীগোপীনাং গানং বভৌ ররাজ। কিমিব। প্রাবৃণ্নভ-ইব। প্রাবৃষো বর্ষাকালস্য নভ আকাশং যথা সঘনং সমেঘং স্যাৎ তথেদং সঘনং কাংস্যতালাদিবাদ্যসহিতং। "স্ত্রিয়াং প্রাবৃট্ স্ত্রিয়াং ভূম্নি" ইত্যমরঃ। শুষিরেণ বিবরেণ সহিতং। তথেদং শুষিরেণ বংশ্যাদিবাদ্যেন সহিতং। "শুষিরং বিবরং বিল"মিত্যমরঃ। পুনঃ গগনমিব। গগনং যথা অতিততং অতিবিস্তৃতং তথেদমত্যতিশয়ং। ততং বীণাদিকং যত্র তথাভূতং। পুনঃ রত্নমিব রত্নং যথা সদানদ্ধং বদ্ধং। "নহ বন্ধনে"। তথেদং সদানদ্ধং সৎ উত্তমমানদ্ধং মুরজা-দিকং যত্র তৎ। "ততং বীণাদিকং বাদ্যমানদ্ধং মুরজাদিকং। বংশ্যাদিকন্তু শুষিরং কাংস্যতালাদিকং ঘন"মিত্যমরঃ ॥ ২২ ॥

স্বর আলাপ তথা সহস্র প্রকার গীত, মার্গ ও দেশীয় ভেদে বহুবিধ গান করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥

নৃত্যস্থলে ব্রজসুন্দরীসকলের গান বর্ষাকালের মেঘযুক্ত আকাশের ন্যায় সঘন অর্থাৎ কাংস্যবাদ্যযুক্ত, সূচীর মূলদেশ যেমন শুষির (ছিদ্র) বিশিষ্ট

যোঽয়ং মহান্ ধ্বনিরভূন্নটনর্ত্তকীনাং
মঞ্জীরসদ্বলয়কঙ্কণকিঙ্কিণীজঃ।
পত্তালসম্পদনুগামিতয়া চতুর্ষু
বাদ্যেষু তেষু কিল পঞ্চমতাং স লেভে ॥ ২৩ ॥
আস্যে গীতিস্তদভিনয়নং শ্রীকরে শ্রীপদাব্জে
তালো গ্রীবাকটিষু ধুবনং নেত্রয়োর্দোলনঞ্চ।

নটনর্ত্তকীনাং শ্রীকৃষ্ণব্রজসুন্দরীণাং মঞ্জীরাদিজন্মা যোঽয়ং মহান্ ধ্বনিরভূৎ। অত্র বর্ণনাবেশেন সাক্ষাদিব স্ফুরণাৎ অয়মিত্যগ্রপ্রসারিতাঙ্গুলী নির্দ্দিষ্টঃ। স ধ্বনিঃ পত্তালসম্পদনুগামিতয়া পত্তালাঃ পাদতালাস্ত এব সম্পদঃ স্বপোষিকাস্তাসামনুগামিতয়া। তা অনুগামিন্যো যস্য বা তত্তয়া। তত্তালেতি পাঠে তু। তৎ স তালো ঘনপ্রধানং কাংস্যতালঃ সম্পদস্তস্য সম্পদস্তদাদি-বাদ্যরূপা ততঃ শুষিরানদ্ধরূপাশ্চ। সচ তাশ্চ তে। তেষামনুগামিতয়া তে অনু-গামিনো যস্য বা তত্তয়া অর্থাত্তত্তৎসাহিত্যেন তেষু চতুর্ষু ঘনাদিষু বাদ্যেষু মধ্যে পঞ্চমতাং লেভে ॥ ২৩ ॥

তদা তস্মিন্নৃত্যকালে বল্লবীনামাস্যে গীতির্গীতং। শ্রীকরৈঃ তস্য গীতস্য অভিনয়নং অর্থব্যঞ্জনং। শ্রীপদাব্জে তালঃ। গ্রীবাকটিষু ধুবনং কম্পনং।

তদ্রূপ শুষির অর্থাৎ বংশ্যাদির শব্দযুক্ত, গগন যেমন অতিতত অর্থাৎ অতি-বিস্তৃত, তদ্রূপ অতিশয় তত অর্থাৎ বীণাদির বাদ্য সমন্বিত এবং রত্ন যেমন সদানদ্ধ (আবদ্ধ) তদ্রূপ সৎ (প্রশস্ত) আনদ্ধ অর্থাৎ মৃদঙ্গ বাদ্য সহিত সংযুক্ত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল ॥ ২২ ॥

নট নর্ত্তকী অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজাঙ্গনাগণের মঞ্জীর, বলয়, কঙ্কণ ও কিঙ্কিণী হইতে যে এই একটী সুমহান্ শব্দ হইল, তাহাই পদ সমুত্থিত শব্দের অনুগমন হেতু অর্থাৎ প্রত্যেক বাদ্যের সহিতই মিশ্রিত হইয়া প্রত্যেক বাদ্যেই পঞ্চমত্ব উপস্থিত হইল ॥ ২৩ ॥

নৃত্যকালে ব্রজসুন্দরীগণের মুখে গান, হস্তে অভিনয়, অর্থাৎ অর্থ

সব্যাসব্যাগমনগমনং তারকায়াং কটাক্ষঃ
কৃষ্ণাস্যাব্জে মনসিজসুখং বল্লবীনাং তদাসীৎ ॥ ২৪ ॥
জাতয়ঃ শ্রুতয়ো যাশ্চ মূর্চ্ছনাগমকাশ্চ যে।
নোচ্চরন্তি বিনা বীণাং কণ্ঠে তাংস্তাংশ্চ তা জগুঃ ॥ ২৫ ॥
অসংমিশ্রা জাতীঃ শ্রুতিগমকরম্যাঃ স্বরততেঃ
সমুন্নীনে্য যৈকা মুদিতহরিণা সাধ্বিতি গিরা।

নেত্রয়োর্দ্দোলনমিতস্ততশ্চলনং। তারকায়াং নেত্রকনীনিকায়াং সব্যাসব্যৌ বামদক্ষিণৌ ভাগৌ প্রতি আগমনঞ্চ গমঞ্চ তৎ। "তারকাক্ষ্ণোঃ কনীনিকে" ত্যমরঃ। শ্রীকৃষ্ণস্য মুখাব্জে মনসিজসুখং আসীৎ শ্রীকৃষ্ণমুখদর্শনে সম্ভোগসুখমাসীদিত্যর্থঃ। দর্শনস্য সম্ভোগবিশেষোক্তত্বাৎ। আসীদিতি অকর্ম্মকপ্রয়োগাৎ প্রথত্নং বিনৈবৈতৎ সর্ব্বমাসীদিতি জ্ঞেয়ং ॥ ২৪ ॥

পুনঃ সূচীমূলমিব তদ্যথা সশুষিরং যা জাতয়ঃ শ্রুতয়ো মূর্চ্ছনাশ্চ যে চ গমকাঃ বীণাং বিনা নোচ্চরন্তি তা জাত্যাদীস্তাংশ্চ গমকান্ তা গোপাঃ কণ্ঠে জগুঃ ॥ ২৫ ॥

যা একা কাচিৎ গোপী স্বরততের্জাতীরসংমিশ্রব্যক্তাঃ শ্রুতিগমকরম্যাশ্চ কৃত্বা উন্নীন্যে উচ্চৈরগায়ৎ। ইয়ং সা গোপী তেন মুদিতহরিণা সাধ্বিতি গিরা পুপূজে তদা। তদপি চ তাঃ স্বরততে র্জাতিরপি চ যা গোপী ধ্রুবাভোগং

প্রকাশ, চরণকমলে তাল প্রদান, গ্রীবা ও কটিতে কম্পন, নয়নযুগলের দোলন অর্থাৎ ইতস্ততঃ সঞ্চালন দক্ষিণ ও বামভাগে গমনাগমন, তারকায় কটাক্ষপাত এই সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের বদনকমলে কন্দর্প জন্য সুখ হইয়া উঠিল ॥ ২৪ ॥

যে জাতি, শ্রুতি, মূর্চ্ছনা ও গমক বীণা ব্যতিরেকে উচ্চারিত হয় না, সেই সকলকে ব্রজাঙ্গনাগণ স্বস্ব কণ্ঠে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

যে কোন একটী গোপী স্বরসমূহের জাতি সমূহকে অসংমিশ্র ব্যক্ত ও শ্রুতি গমকে রমণীয় করিয়া উচ্চস্বরে গান করিলে শ্রীকৃষ্ণ গানশ্রবণে আন-

ধ্রুবকে তেনেয়ং তদপি চ তদাভোগমনয়দ্
ধ্রুবাভোগং সাস্মাদলভত তরাং মানমধিকং ॥ ২৬ ॥
ছালিক্যনৃত্যে রাধায়া দেয়মন্যদপশ্যতা ।
তুষ্টেনাত্মার্পিতস্তস্যৈ কৃষ্ণেনালিঙ্গনচ্ছলাৎ ॥ ২৭ ॥
কৃষ্ণে কান্তাং নটয়তি মুদা ক্বাপি বংশীপ্রগানৈ-
র্নর্ম্মোন্নীতং স্খলনমিহ সা তস্য দৃষ্ট্যা দিশন্তী ।

অনয়ৎ। ধ্রুবং নীত্বা আভোগঞ্চানয়ৎ। সা অস্মাচ্ছ্রীকৃষ্ণাদধিকং মানং পূজামলভততরাং। অতিশয়েনালভতেত্যর্থঃ। ধ্রুবাভোগয়োর্লক্ষণং যথা তত্র দর্পণে। “ধাতুপ্রবন্ধাবয়বঃ স চোদ্গ্রাহাদিভেদতঃ। চতুর্দ্ধা কথিতো ভাগস্তদা উদ্গ্রাহসংজ্ঞকঃ। আদাবুদ্গৃহ্যতে গীতং যেনোদগ্রাহঃ স উচ্যতে। মেলাপকো দ্বিতীয়স্তূদ্গ্রাহধ্রুবকমেলনাৎ। ধ্রুবত্বাদ্ধ্রুব সংজ্ঞস্তু তৃতীয়ো ভাগ-উচ্যতে। আভোগস্ত্বন্তিমো ভাগোগীতপূর্ণত্বসূচক” ইতি ॥ ২৬ ॥

শ্রীরাধায়াঃ ছালিক্যনৃত্যে ছালিক্যমিতি নৃত্যবিশেষস্তস্মিন্ তুষ্টেন তস্যৈ দেয়মন্যৎ কিমপ্যপশ্যতা কৃষ্ণেনালিঙ্গনচ্ছলাৎ তস্যৈ আত্মার্পিতঃ ॥ ২৭ ॥

ইহ নৃত্যস্থলে ক্বাপি সময়ে শ্রীকৃষ্ণো বংশীপ্রগানৈঃ কান্তাং মুদা নটয়তি সতি তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য স্খলনং গানানাং স্খলনং সা কান্তা শ্রীরাধা নর্ম্মোন্নীতং

ন্দিত হইয়া “সাধু সাধু” এই ধন্যবাদে ঐ গোপীর সম্মান করিলেন, তৎপরে ঐ গোপী উত্তমরূপে ভ্রূভঙ্গি করিলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক-রূপে সম্মান করিলেন ॥ ২৬ ॥

তখন শ্রীরাধার ছালিক্য নৃত্য অবলোকনে শ্রীকৃষ্ণ সন্তোষ হইয়া অন্য দানের উপযুক্ত কিছুই দর্শন করিতে না পাইয়া আলিঙ্গনচ্ছলে যেন স্বীয় আত্মাই সমর্পণ করিলেন ॥ ২৭ ॥

নৃত্যস্থলে কোন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ বংশীবাদ্য করিয়া কান্তাকে সহর্ষে নৃত্য করাইলে, কান্তা শ্রীরাধা পরিহাস পূর্ব্বক গানের স্খলন অর্থাৎ ভুল ধরা

তালং তস্য স্খলিতমপি সংভালয়ন্ত্যাত্মনো দ্রাক্
তং চাপ্যেষা নটয়তি তথা ক্বাপি বীণাদিগানৈঃ ॥ ২৮ ॥
কৃষ্ণেন রাধাঽথ তয়া সমং হরি-
র্যথা ননর্ত্তাত্র জগাববাদয়ৎ।
সাহায্যকোৎকাপি তয়োঃ সখীততি-
র্নালং তথাসীন্নৃতিগানবাদনে ॥ ২৯ ॥

নর্ম্মণা কৌতুকেনোচ্ছলিতং স্থাপিতং যথা স্যাত্তথা দৃষ্ট্যা দিশন্তী সখী গায়ন্তং তং কিম্বা পশ্যন্তীরন্যাঃ দর্শয়ন্তী সতী তস্য স্খলিতং তালমপি দ্রাক্ শীঘ্রং সম্ভালয়ন্তী। ক্বাপি সময়ে এষা শ্রীরাধাপি আত্মনো বীণাদিগানৈস্তঞ্চ কৃষ্ণং তথা নটয়তি ॥ ২৮ ॥

অত্র রঙ্গস্থলে কৃষ্ণেন সমং রাধা। অথানন্তরং তয়া সমং হরিশ্চ যথা ননর্ত্ত জগাববাদয়ং। তথা তয়োঃ সাহায্যকে সহায়ত্বে উৎকা উৎকণ্ঠিতাঽপি সখীততি র্নৃত্তৌ নৃত্যে গানে বদনেঽপ্যালং সমর্থা নাসীৎ ॥ ২৯ ॥

নয়নভঙ্গিতে আদেশ করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ গান করিতে কিম্বা সখীসকলকে অবলোকন করিতে থাকিলে তাঁহার স্খলিত তালকেও শীঘ্র সম্ভালন (পূর্ণ) করিয়া দিলেন এবং কদাচিৎ বীণা বাদ্যাদিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং নৃত্য করাইলেন ॥ ২৮ ॥

এই রঙ্গস্থলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধা, অনন্তর শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ, যেরূপ নৃত্য, গান ও বাদ্য করিতে লাগিলেন, সখীসকল তাঁহাদিগের সাহায্যার্থ উৎসুক হইয়াও নৃত্য, গীত ও বাদ্যে তদ্রূপ হইতে পারিলেন না ॥ ২৯ ॥

তালাবসানে হরিরাত্মপাণি-
ন্যাসং প্রিয়াবক্ষসি সংবিধত্তে।
প্রিয়াপি সব্যেন করেণ তুষ্টা
নিরস্যতীশস্য করং রুষেব ॥ ৩০ ॥
জানুভ্যাং ক্ষিতিমালম্ব্য প্রসার্য্যৈকা ততৌ ভুজৌ।
জুঘূর্ণে কাঞ্চনাবেগক্ষিপ্তেব স্মরচক্রিকা ॥ ৩১ ॥
লীলোৎসর্পাপসর্পাভ্যাং দোঃপ্রসারনিকুঞ্চনৈঃ।
অঙ্গান্যঙ্গৈঃ স্পৃশন্ত্যন্যা নৃতিং চক্রেঽন্যদুষ্করাং ॥ ৩২ ॥

তালস্যাবসানে অন্তে হরিরাত্মনঃ স্বস্য পাণিন্যাসং প্রিয়াবক্ষসি সংবিধত্তে করোতি প্রিয়া তুষ্টাপি সব্যেন করেণ ঈশস্য কৃষ্ণস্য করং রুষেব নিরস্যতি নিবারয়তি ॥ ৩০ ॥

একা গোপী জানুভ্যাং ক্ষিতিং পৃথিবীমালম্ব্য ভুজৌ ততৌ কৃত্বা বামদক্ষিণয়োর্বিস্তীর্ণৌ কৃত্বা প্রসার্য্য লম্বয়িত্বা জুঘূর্ণে। কেব বেগেন ক্ষিপ্তা কাঞ্চননির্ম্মিতা স্মরস্য চক্রিকেব ॥ ৩১ ॥

অন্যা কাচিদ্গোপী লীলয়োৎসর্পাপসর্পাভ্যাং দোষোঃ বাহ্বোঃ প্রসারৈর্নিকুঞ্চনৈশ্চাঙ্গৈরঙ্গানি স্পৃশন্তী সতী নৃতং চকার। কিম্ভূতাং। অন্যদুষ্করাং অন্যৈঃ কর্ত্তুং দুঃশক্যাং ॥ ৩২ ॥

তালের অবসানে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় হস্ত প্রিয়ার বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিলেন এবং প্রিয়া শ্রীরাধা পরিতুষ্টা হইলেও যেন রোষ বশতই বামকরে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের হস্তকে নিরাস করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

কোন একটী গোপী দুই জানু দ্বারা ভূমি অবলম্বন করিয়া সুবিস্তৃত ভুজযুগল প্রসারিত করতঃ বেগে বিক্ষিপ্ত স্বর্ণময়ী কামচক্রিকার ন্যায় ঘুরিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

অন্য কোন ব্রজবালা লীলাবশত উৎসর্পণ ও অপসর্পণ অর্থাৎ উত্থান ও

স্পৃষ্ট্বা করৈকেন ভুবং ক্বচিৎ পরা
দেহং পরাবৃত্য মুহুর্মুহুর্দিবি।
পতন্ত্যনৃত্যদ্ভুবি সা কদাপ্যসৌ
বিনা তদালম্বনমম্বরে পরং॥ ৩৩॥
ঊর্দ্ধে স্থিতোত্তানতয়া বিভুগ্না
ক্ষীণোদরী পার্ষ্ণিগবেণিরেকা।

পরা কাচিদ্গোপী ক্বচিৎ রাসে ক্বচিৎ সময়ে ক্বচিৎ প্রদেশে বা করৈকেন একেন করেণ ভুবং স্পৃষ্ট্বা দিবি আকাশে দেহং মুহুর্মুহুঃ পরাবৃত্য ভ্রাময়িত্বা ভুবি পতন্তী সতী অনৃত্যৎ। সোক্তাসৌ গোপী পুনঃ কদাপি সময়ে তদালম্বনং পৃথিব্যালম্বনং বিনাপি পরং কেবলে অম্বরে আকাশে তথা দেহং মুহুর্মুহুঃ পরাবৃত্যানৃত্যৎ। পরমিত্যব্যয়ং। গোপীনামাকাশে নৃত্যং নাশ্চর্য্যং সর্ব্ব-শক্তিমত্বাৎ। অগ্রে বক্ষ্যমাণস্য গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যমিত্যেতৎ শ্লোকে বর্ণিতস্য ব্রহ্মাদীনাং নৃত্যাদেঃ কর্তৃত্বাচ্চ॥ ৩৩॥

একা গোপী পৃষ্ঠে আততা সংযোজিতা শিঞ্জিনী গুণো যস্যাঃ তথাভূতা

পলায়ন, ও বাহুর আকুঞ্চন প্রসারণ এবং এক এক অঙ্গদ্বারা এক এক অঙ্গ স্পর্শ করিয়া অন্যোর উৎকর নৃত্য করিতে লাগিলেন॥ ৩২॥

কোন ব্রজসুন্দরী কখন রাসে, কোন সময়ে এবং কোন প্রদেশে বা এক হস্তে ভূমি স্পর্শ করিয়া আকাশে স্বদেহ পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করাইয়া ভূমিতে পতিত হইয়া নৃত্য এবং কখন কখন বা ভূমি অবলম্বন না করিয়াই নিরালম্বে অর্থাৎ শূন্যপথে নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ৩৩॥

অপর কোন একটী ক্ষীণোদরী গোপী ঊর্দ্ধদেশে বদনকে উত্তান, উপর-

ননর্ত্ত পৃষ্ঠাততশিঞ্জিনীকা

কৃষ্টা তনো হেম-ধনু-র্লতেব ॥ ৩৪ ॥

মঞ্জীরান্তর্গত বিবরগান্ কাপি তালানুরোধা-

দেকদ্বিত্রিক্রমবশতয়া বাদয়ন্তী কলায়ান্ ।

সর্ব্বান্ কাপি স্থগয়তি পদৌ চালয়ন্ত্যত্যপূর্ব্বং

নৃত্যন্ত্যেষা গুণিভিরখিলৈঃ সাধুবাদৈঃ পুপূজে ॥ ৩৫ ॥

সতী কৃষ্টায়া অতনোঃ কন্দর্পস্য হেমনির্ম্মিতা ধনুর্লতা তদ্বৎ উত্তানতয়ো-র্দ্ধে স্থিতা সতী ক্ষীণং পৃষ্ঠে লগ্নমিব উদরং যস্যাস্তথাভূতা পার্ষ্ণিলগ্না বেণি-র্যস্যাস্তথাভূতা বিভুগ্না বক্রা সতী ননর্ত্ত। "ধনুর্জ্যা শিঞ্জিনী গুণ" ইত্যমরঃ। "তদ্গ্রন্থী ঘুটিকে গুল্‌ফৌ পুমান্ পার্ষ্ণিরধস্তয়ো"রিতি চ ॥ ৩৪ ॥

কাপি গোপী পাদৌ চালয়ন্তী সতী মঞ্জীরান্তর্গত-বিবরগান্ নূপুরয়ো-র্মধ্যস্থবিবরগতান্ কলায়ান্ চণকসদৃশস্বর্ণাদিনির্ম্মিতবিশেষান্ তালানুরোধাৎ তালানুরোধং কৃত্বা তালান্ অনুসৃত্য একদ্বিত্রিক্রমবশতয়া একঞ্চ দ্বৌচ ত্রীংশ্চ ইতি ক্রমেণ কৃত্বা সর্ব্বান্ বাদয়ন্তী সতী স্থগয়তি তাননিবৃত্তৌ নিবর্ত্তয়তি।

ভাগকে বক্র, বেণিকে পার্ষ্ণি অর্থাৎ গুল্‌ফদেশে লম্বিত করণানন্তর পৃষ্ঠ-দেশকে বিস্তৃত ধনুলতার সদৃশী হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥

কোন গোপী পদচালনা করিয়া নূপুরের মধ্যবর্ত্তি কলায় গুলিকে তালের গত্যানুরোধে এক, দুই, তিন এইরূপ ক্রমে ক্রমে বাদিত করিলেন এবং কখনও বা সমস্ত কলায়কেই নিস্তব্ধ করিয়া অতি অপূর্ব্ব নৃত্য করিতে লাগিলেন তাহা দর্শন পূর্ব্বক রঙ্গস্থলের গুণিসকল "সাধু সাধু" বলিয়া সম্মান করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যং বিধিশিবরচিতং যচ্চ বৈকুণ্ঠলোকে
যল্লক্ষ্মীকান্তলক্ষ্মীচয়নয়রচিতং স্বেন যদ্যৎপ্রণীতং ।
অন্যাগম্যং যদাভি র্ব্রজবরললনানর্ত্তকীভিশ্চ সৃষ্টং
রাসে কৃষ্ণস্তদেতন্মুহুরিহ কুতুকী সর্ব্বমাভি র্ব্যতানীৎ ॥৩৬

ক্বাপি সময়ে অত্যপূর্ব্বং নৃত্যন্তী সতী অখিলৈ র্গুণিভিঃ শ্রীকৃষ্ণাদিভিঃ সভ্যৈঃ সাধুবাদৈঃ সাধু সাধ্বিতি বাদৈঃ পুপূজে ॥ ৩৫ ॥

বৈকুণ্ঠলোকে বিধিশিবেতি বিধিশিবাদিভি র্দেবৈঃ রচিতং ভগবৎসন্তোষার্থং অতি প্রযত্নেনৈব কৃতং যৎ গীতং বাদ্যং নৃত্যং চেতি ত্রিকং। লক্ষ্মীকান্তেন শ্রীমন্নারায়ণেন লক্ষ্মীচয়েন চ নয়েন নীত্যা তৎপরত্বেন রচিতং যদ্গীতাদিত্রিকং স্বেন সর্ব্বকলাবিদা তেন শ্রীকৃষ্ণেন প্রণীতং প্রকাশিতং যদ্গীতাদিত্রিকং। অন্যাগম্যং অন্যৈরগম্যঞ্চেতি তৎ যত্ত্রিকং। আভিঃ শ্রীব্রজবরললনারূপনর্ত্তকীভিশ্চ সৃষ্টং যত্ত্রিকং। তদেতৎ সর্ব্বং কুতুকী শ্রীকৃষ্ণঃ আভিঃ শ্রীরাধাদিব্রজসুন্দরীভিঃ সহ রাসে মুহু র্ব্যতানীৎ পূর্ব্বতো বিস্তারয়ামাস একৈকং কোটিকোটিগুণীচকারেত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

বৈকুণ্ঠলোকে শ্রীভগবান্‌কে সন্তোষ করিবার নিমিত্ত অতি যত্ন সহকারে ব্রহ্মা ও শিবপ্রভৃতি কর্ত্তৃক রচিত যত প্রকার গীত, বাদ্য ও নৃত্য এবং লক্ষ্মীকান্ত ও লক্ষ্মীবর্গের রচিত যত প্রকার নৃত্যাদি এবং নিজেও যতপ্রকার রচনা করিয়াছেন, ব্রজস্থা উৎকৃষ্ট ললনা নর্ত্তকীবৃন্দ যাহা যাহা অন্যের অসাধ্য নৃত্য সৃষ্টি করিয়াছেন, রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাদি ব্রজসুন্দরীসকল দ্বারা সেই নৃত্যাদিই অবিষ্কার করিলেন ॥ ৩৬ ॥

কাশ্চিৎ পশ্যতি কাশ্চ চুম্বতি পরাঃ সাকূতমালোকতে
কাসাঞ্চিদ্দশনচ্ছদৌ পিবতি সোঽন্যাসাং কুচৌ কর্ষতি।
বক্ষোজে নখরানতর্কিতমধাৎ কাসাঞ্চ নৃত্যে ভ্রম-
ন্নেবং রাসমিষেণ তাঃ স রময়ন্‌রেমে রসাব্ধৌ হরিঃ॥৩৭॥
এবং গায়ন্ গায়য়ংস্তান্ স্বদারাং-
শ্চিত্রং নৃত্যন্নর্ত্তয়ন্নর্ত্তিতৈস্তৈঃ।
গীতৈশ্চৈতান্ শ্লাঘয়ন্ শ্লাঘিতৈস্তৈ-
রেমেঽত্যুচ্চৈর্ব্বালকো বা স্ববিম্বৈঃ॥ ৩৮॥

স হরিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ নৃত্যে ভ্রমন্ সন্ অতর্কিতং যথাস্যাত্তথা কাশ্চিদ্গোপীঃ পশ্যতি। কাশ্চ চুম্বতি। পরা অন্যা সাকূতং সাভিপ্রায়ং যথা স্যাত্তথা-লোকতে পশ্যতি। কাসাঞ্চিদ্দশনচ্ছদাবোষ্ঠাধরৌ পিবতি। অন্যাসাং কুচৌ কর্ষতি কাসাঞ্চ বক্ষোজে নখরানধাৎ। এবং রাসস্য মিষেণ ব্যাজেন রসাব্ধৌ তাঃ শ্রীরাধাদীঃ রময়ন্ সন্ স্বয়ং রেমে॥ ৩৭॥

স উক্তঃ শ্রীকৃষ্ণঃ এবং তান্ স্বদারান্ শ্রীব্রজসুন্দরী গায়য়ন্ নর্ত্তয়ন্ সন্। তৈ গীতো নর্ত্তিতশ্চ স্বয়ং চিত্রং যথা স্যাত্তথা গায়ন্ নৃত্যন্ তৈঃ শ্লাঘিতঃ এতান্ শ্লাঘয়ন্ সন্ তৈঃ সহাত্যুচ্চৈরতিশয়ং রেমে। কৈঃ ক ইব। স্ববিম্বৈঃ স্বপ্রতিবিম্বৈ র্বালকো যথা ক্রীড়তি তথা। বাশব্দ উপমার্থঃ॥ ৩৮॥

শ্রীকৃষ্ণ নৃত্যে ভ্রমণ করিতে করিতে অতর্কিতরূপে কতিপয় গোপীকে সন্দর্শন, কতিপয় গোপীর অধর, ওষ্ঠ চুম্বন, কতিপয় গোপীকে সাভিপ্রায়ে অবলোকন, কতিপয় গোপীর কুচাকর্ষণ এবং কতিপয় গোপীর স্তনোপরি নখাঘাত করত শ্রীকৃষ্ণ রাসচ্ছলে রস-সাগরে শ্রীরাধা প্রভৃতিকে রমিত করিয়া স্বয়ং রমণ করিলেন॥ ৩৭॥

শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে স্বীয় দারা শ্রীব্রজসুন্দরীদিগকে গান এবং নর্ত্তন করাইয়া স্বয়ং তাহাদিগের কর্ত্তৃক গীত ও নর্ত্তিত হওত আশ্চর্য্যরূপে গান এবং নৃত্য করিলেন, তথা তাহাদিগকে প্রশংসা করত এবং তাহাদিগের কর্ত্তৃক

কাচিৎ সমাঘ্রায় ভুজং নিজাংসে
ন্যস্তং হরেঃ সাধুপটীরলিপ্তং।
আনন্দমগ্নোৎপুলকাশ্রুকম্পা।
সংচুম্ব্য শম্পেব বভৌ স্থিরাব্‌ভ্রে ॥ ৩৯ ॥
সা নৃত্যজাশ্রান্তিরমূর্ম্মগাক্ষী-
র্বিশ্রাময়ামাস বিলাসবৃন্দাৎ।
স্নেহাকুলালীব বিভূষয়ন্তী
স্বেদাঙ্কুরৈর্ভালকপোলয়োস্তাঃ ॥ ৪০ ॥

কাচিদ্গোপী নিজাংসে স্বস্যাঃ স্কন্ধে ন্যস্তং সাধুপটীরেণোত্তমচন্দনেন লিপ্তং হরের্ভুজং সমাঘ্রায় আনন্দমগ্নোৎপুলকাশ্রুকম্পা সতী অভ্রে মেঘে স্থিরা শম্পেব বভৌ ॥ ৩৯ ॥

সা নৃত্যেন জাতা শ্রান্তিঃ স্নেহাকুলা সখীব অমূর্ম্মগাক্ষীঃ শ্রীগোপীঃ স্বেদাঙ্কুরৈর্ভালকপোলয়ো র্বিভূষয়ন্তী সতী বিলাসবৃন্দাত্তা বিশ্রাময়ামাস। যদ্যপি তাঃ শ্রীকৃষ্ণসঙ্গবিলাসে সন্ততমতৃপ্তা স্তথাপি সময়মনুসৃত্যাগ্রতায়াঃ শ্রান্তেঃ সেবামঙ্গীকৃত্য বিশশ্রমুরিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

প্রশংসিত হইয়া বালক যেমন আপন প্রতিবিম্ব অবলোকন করিয়া তাহার সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকে, তদ্রূপ গোপীগণ কর্ত্তৃক শ্লাঘিত হইয়া তাহাদিগের সহিত বিবিধ রাসক্রীড়া সম্পাদন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

কোন গোপী শ্রীকৃষ্ণের চন্দনলিপ্ত বাহু স্বীয় স্কন্ধে স্থাপন পূর্ব্বক আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন এবং তজ্জন্য আনন্দে নিমগ্ন হইয়া কম্প, অশ্রু ও পুলকে পরিবৃতাঙ্গী হওত মেঘে স্থির সৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৩৯॥

তখন সেই নৃত্যশ্রমজাতশ্রান্তি—স্নেহাকুলা সখীর ন্যায় ব্রজসুন্দরীদিগের ললাট ও কপোল স্বেদাঙ্কুর দ্বারা বিভূষিত করিয়াই যেন তাঁহাদিগকে বিলাস-

শিথিলবসনকেশাঃ শ্বাসবেল্লৎকুচাগ্রাঃ
শ্রমজলযুতভালাঃ সালসাঙ্গ্যঃ ক্রিয়াসু।
ক্লমজনিতরুচাপি প্রেষ্ঠনেত্রাতিতুষ্টিং
পুপুষুরধিকমেতা রাসনৃত্যাবসানে ॥ ৪১ ॥
ফুল্লপুণ্ডরীকষণ্ডগর্ব্বখণ্ডিচক্ষুষো-
হিণ্ডদণ্ডজেশকুণ্ডলেঽস্য গণ্ডমণ্ডলে।
কাপি তাণ্ডবাতিপণ্ডিতা স্বগণ্ডমণ্ডলং
ন্যস্য তেন দত্তমত্তি পর্ণপূগচর্ব্বিতং ॥ ৪২ ॥

রাসে নৃত্যাবসানে এতাঃ শ্রীগোপ্যঃ ক্লমজনিতয়া রুচা কান্ত্যাপি প্রেষ্ঠস্য শ্রীকৃষ্ণস্য নেত্রয়োরতিতুষ্টিমধিকং যথা স্যাত্তথা পুপুষুঃ। কীদৃশ্যঃ? শিথিলেত্যাদিবিশিষ্টাঃ ॥ ৪১ ॥

ফুল্লানাং পুণ্ডরীকাণাং সিতাম্ভোজানাং ষণ্ডস্য সমূহস্য গর্ব্বং খণ্ডিতুং শীলং যয়োস্তথাভূতে চক্ষুষী যস্য তস্য অস্য কৃষ্ণস্য হিণ্ডৌ ছলন্তৌ অণ্ডজেশৌ মকরৌ তাবিব তদাকারে কুণ্ডলে যত্র তথাভূতে গণ্ডয়োর্ম্মণ্ডলে। তাণ্ডবেঽতিপণ্ডিতা কাপি গোপিকা স্বগণ্ডমণ্ডলং ন্যস্য তেন দত্তং পর্ণপূগচর্ব্বিতমত্তি। "নূদস্তু গূগঃ ক্রমুকো গুবাকঃ খপুর" ইত্যমরঃ ॥ ৪২ ॥

বৃন্দ হইতে বিশ্রাম করাইল অর্থাৎ যদিচ তাঁহারা কৃষ্ণসঙ্গ বিলাসে অতৃপ্ত তথাপি সময় অনুসরণ পূর্ব্বক সমাগত শ্রান্তিসেবা অঙ্গীকার করিলেন ॥ ৪০ ॥

গোপীসকল রাসনৃত্যের অবসানকালে বসন ও কেশ শিথিল, নিঃশ্বাস বায়ুতে কুচাগ্র কম্পিত, কপোল শ্রমজল যুক্ত এবং কার্য্যবিশেষে অলসাঙ্গ হইয়া শ্রমজনিত ক্লান্তি দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণের নয়নযুগলের অত্যন্ত প্রীতি সম্পাদন করিলেন ॥ ৪১ ॥

প্রফুল্লপুণ্ডরীকসকলের গর্ব্বখর্ব্বকারি নেত্রশালি শ্রীকৃষ্ণের অণ্ডজেশ অর্থাৎ মকরের ন্যায় অর্থাৎ মকরাকৃতি কুণ্ডলশালি গণ্ডমণ্ডলে কোন এক গোপী

স্বস্পর্শোৎপুলকাকীর্ণে তৎস্পর্শোৎপুলকাঞ্চিতং।
কৃষ্ণস্যাংসে ভুজং ন্যস্য বিশশ্রাম ক্ষণং পরা॥ ৪৩॥
কুচশিরসি নিধায়ান্যোন্যসংস্পর্শহর্ষাৎ
পুলকিনি পুলকাঢ্যং স্বেদিনিস্বেদযুক্তং।
শতশত-শশিশীতং নৃত্যজক্লান্তিদিগ্ধা
স্বরমণকরমেকা শ্রান্তিশান্তিং জগাম॥ ৪৪॥

পরা গোপী কৃষ্ণস্যাংসে স্কন্ধে ভুজং ন্যস্য ক্ষণং বিশশ্রাম। স্কন্ধে কিম্ভূতে স্বস্যাঃ স্পর্শেন হেতুনোৎপুলকৈঃ কীর্ণে ব্যাপ্তে। ভুজং কিম্ভূতং তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য স্পর্শাদ্ধেতোরুৎকৃষ্টৈঃ পুলকৈঃ অঞ্চিতং মণ্ডিতং॥ ৪৩॥

একা গোপী নৃত্যজয়া ক্লান্ত্যা দিগ্ধোপচিতা সতী কুচয়োঃ শিরস্যুপরি স্বস্য রমণস্য শ্রীকৃষ্ণস্য করং নিধায় শ্রান্তিশান্তিং জগাম প্রাপ। কুচশিরসি কিম্ভূতে পরস্পরসংস্পর্শেন হর্ষাৎ পুলকিনি স্বেদবতি। করং কিম্ভূতং পুলকাঢ্যং স্বেদযুক্তং। এবমপি। শতশত-শশিভ্যোঽপি শীতং॥ ৪৪॥

নিজগণ্ডমণ্ডল বিন্যাস করত শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক প্রদত্ত চর্ব্বিত পর্ণ ও গুবাক লইয়া ভোজন করিলেন॥ ৪২॥

কোন এক গোপী স্বীয়স্পর্শে উদগত পুলকে পরিব্যাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধদেশে কৃষ্ণস্পর্শে পুলকাঞ্চিত স্বীয়বাহু স্থাপনপূর্ব্বক ক্ষণকাল বিশ্রাম করিলেন॥ ৪৩॥

কোন এক গোপী নৃত্যজন্য পরিশ্রমে কাতরা হইয়া স্বীয় কুচযুগলের মস্তকে স্বরমণ শ্রীকৃষ্ণের হস্ত স্থাপন করিয়া শ্রমশান্তি লাভ করিলেন, সেই সময়ে কুচদ্বয়ের মস্তক এইরূপ শোভা সম্পন্ন হইল যে, পরস্পর সংস্পর্শে হর্ষ-হেতু পুলক ও স্বেদযুক্ত এবং শ্রীকৃষ্ণের হস্তও পুলক ও স্বেদ সমন্বিত হইয়া শত শত শশধর অপেক্ষাও যেন সুশীতল বলিয়া বোধ হইল॥ ৪৪॥

মুহুঃ করাব্জেন দয়াব্ধিমগ্ন-
স্তাসাং মুখাৎ স্বেদজলানি কৃষ্ণঃ ।
সংমার্জয়ন্নপ্যশকন্নমার্ষ্টুং
তৎস্পর্শসৌখ্যাদ্দ্বিগুণীকৃতানি ॥ ৪৫ ॥
একাস্থ সখ্যামৃতদিগ্ধবুদ্ধিঃ
কান্তস্য সংব্যানপটাঞ্চলেন ।
মমার্জ সস্বেদজলং নিজাস্যং
স্বস্যাপি তেনাস্য চ তাদৃশং তৎ ॥ ৪৬ ॥

দয়াব্ধিমগ্নঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স্বকরাব্জেন তাসাং মুখাব্জাৎ স্বেদজলানি মুহুঃ সংমার্জয়ন্নপি মার্ষ্টুং নাশকৎ। তত্র হেতুমাহ। স্বস্য কৃষ্ণস্য স্পর্শসৌখ্যাদ্ধেতোর্দ্বিগুণীকৃতানি ॥ ৪৫ ॥

একা গোপী। সুষ্ঠু সখ্যমেবামৃতং তেন দিগ্ধা সংযুক্তা বুদ্ধির্যস্যাস্তথাভূতা সতী কান্তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য সংব্যানপটস্যোত্তরীয়বস্ত্রস্যাঞ্চলেন স্বেদজলসহিতং নিজমুখং মমার্জ। স্বস্য স্বস্যা অপি তেন সংব্যানপটাঞ্চলেনাস্য শ্রীকৃষ্ণস্য তাদৃশং সস্বেদজলং তৎ মুখং চকারান্মমার্জ ॥ ৪৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ দয়াসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া স্বীয় করকমল দ্বারা ব্রজসুন্দরী সকলের ঘর্ম্মজল বদন হইতে পুনঃ পুনঃ মার্জ্জনা করিলেও কৃষ্ণহস্তস্পর্শে সাত্ত্বিকভাবের উদয় হেতু দ্বিগুণীকৃত ঘর্ম্মজল আর মার্জ্জন করিতে পারিলেন না ॥ ৪৫ ॥

অন্য এক গোপী সখ্যরূপ অমৃতে লিপ্তবুদ্ধি হইয়া কান্তের উত্তরীয় বসনাঞ্চল দ্বারা স্বীয় বদনের ঘর্ম্মজল এবং শ্রীকৃষ্ণও ঐ গোপীর পরিধেয় বসনাঞ্চল দ্বারা স্বীয় বদনের ঘর্ম্মজল মার্জ্জন করিলেন ॥ ৪৪ ॥

কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গাদিবিলাসসিন্ধো-

রানন্দজালস্য তরঙ্গমগ্নাঃ।

ভ্রস্যৎস্বমাল্যাম্বরকুণ্ডলানাং

নাসন্নলং সম্বরণে মৃগাক্ষ্যঃ ॥ ৪৭ ॥

ইত্থং সমাপ্য বিবিধাঙ্গমনন্যসিদ্ধং

তাভিঃ সমং সরস-রাসবিলাস নৃত্যং।

প্রোদ্যৎস্মরং পুনরমুং রতিকেলিনৃত্যং

কর্ত্তুং সমুৎকমনসং হি বিবিদ্য বৃন্দা॥ ৪৮ ॥

মৃগাক্ষ্যঃ শ্রীগোপ্যঃ। কৃষ্ণস্যাঙ্গসঙ্গাদয়ো বিলাসা এব সিন্ধু স্তত্র যৎ আনন্দজালং আনন্দসমূহস্তস্য তরঙ্গা লহর্য্যঃ পরম্পরাঃ। কিম্বা। তদানন্দাজ্জাতমালস্যং বৈবশ্যমেব তরঙ্গাঃ। কিম্বা। আনন্দ এব জালং জলসমূহস্তস্য তরঙ্গাস্তেষু মগ্নাঃ সত্যঃ। ভ্রশ্যতাং স্বমাল্যাম্বরকুণ্ডলানাং সম্বরণেহলং সমর্থা-না মাসন্॥ ৪৭ ॥

বিবিধান্যঙ্গানি যস্য তথাভূতং। অনন্যসিদ্ধং স্বতঃসিদ্ধং সরসরাসবিলাসনৃত্যং। ইত্থমনেন রূপেণ তাভিঃ সহ সমাপ্য পুনঃ হি নিশ্চিতং রতিকেলিনৃত্যং কর্ত্তুং সম্যক্ উৎসুকং মনো যস্য তথাভূতং। তত্র হেতুমাহ। প্রোদ্যন্ স্মরঃ কন্দর্পো যস্য তমচ্যুতং শ্রীকৃষ্ণং বৃন্দা বিবিদ্য বিশিষ্টং জ্ঞাত্বা॥ ৪৮ ॥

কতিপয় গোপী শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শাদিরূপ বিলাস সিন্ধুর আনন্দ সমূহ রূপ তরঙ্গ মধ্যে নিমগ্ন হইয়া নিজাঙ্গের মাল্য, বস্ত্র ও কুণ্ডল সমূহ নিমগ্ন হইলেও তৎসকলকে সম্বরণ করিতে সমর্থ হইলেন না॥ ৪৭ ॥

এইরূপে শ্রীবৃন্দাদেবী শ্রীকৃষ্ণের বিবিধাঙ্গ অনন্যসিদ্ধ ব্রজাঙ্গনাদিগের সহিত সরস রাসবিহার নৃত্য সমাপন করাইয়া পুনর্ব্বার যাহাতে কামভাব সম্যক্ প্রকারে উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে তাদৃশ রতিকেলি নৃত্য করিবার নিমিত্ত

হিমবালুকবালুকেঽমলে, পুলিনে সহ রাধয়াঽচ্যুতং ।
বিনিবেশ্য তয়োঃ পুরঃ সখীনিচয়ং সগণান্যবীবিশৎ ॥ ৪৯
যুগ্মকং ॥

কুসুমফলরসৈস্তৈ র্ভূরিভেদৈঃ কৃতানি
মণিচষকভৃতানি স্বাদুবৈশিষ্ট্যভাঞ্জি ।
বিবিধফলবিদংশৈরন্বিতানি ন্যধাৎ সা
হরি হরি দয়িতানামগ্রতঃ সন্মধূনি ॥ ৫০ ॥

অমুমচ্যুতং রাধয়া সহ পুলিনে নিবেশ্য তয়োঃ পুরঃ সখীনিচয়ং ন্যবীবিশৎ নিবেশয়ামাস। পুলিনে কীদৃশে অমলে। পুনঃ হিমবালুকবালুকা হিমবালুকা কর্পূরঃ সৈব সেব বা বালুকা যত্র তত্র ঘনসারশ্চন্দ্রসংজ্ঞঃ "শিতাভ্রো-হিমবালুককে"ত্যমরঃ ॥ ৪৯ ॥

যুগ্মকং। সা বৃন্দা। হরে র্হরিদয়িতানাং চাগ্রে সন্মধূনি ন্যধাৎ। কীদৃশানি তৈঃ প্রসিদ্ধৈ র্ভূরিভেদৈ র্নানাবিধৈঃ কুসুমানাং ফলানাঞ্চ রসৈঃ কৃতানি। মণিনির্ম্মিতেষু চষকেষু পানপাত্রেষু ভৃতানি পুনঃ স্বাদুবৈশিষ্ট্যযুক্তানি। বিবিধফলবিদংশৈ যুক্তানিচ ॥ ৫০ ॥

শ্রীকৃষ্ণকে উৎসুকচিত্ত দর্শন করিয়া হিমবালুকা অর্থাৎ কর্পূরের ন্যায় সুবিমল বালুকাচিত যমুনাপুলিলে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া তাঁহাদিগের অগ্রে সখীসকলকে স্বস্ব কার্য্যে নিযোজিত করিলেন ॥ ৪৮—৪৯ ॥

অনন্তর শ্রীবৃন্দাদেবী নানাবিধ কুসুমফলের রস দ্বারা বিরচিত স্বাদু বিশিষ্ট মধুকে মণিনির্ম্মিত পানপাত্রে পরিপূর্ণ করিয়া নানাপ্রকার ফলকে বিদংশরূপে শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধিকার সন্মুখে স্থাপন করিলেন ॥ ৫০ ॥

প্রত্যঙ্গনাযুগলমধ্যমসৌ স্বশক্ত্যা
কৃষ্ণঃ স্ফুরংস্তদধরামৃতবাসিতানি।
হাসৈর্বিদংশসদৃশৈরপি তৈর্বিদংশৈ-
স্তাঃ পায়য়ন্নপিবদেষ মধূনি তানি ॥ ৫১ ॥
কন্দর্পমাধ্বীকমদাকুলাঙ্গীং
কন্দর্পমাধ্বীকমদানুশিষ্টে।
রাধাং সমাদায় হরৌ প্রবিষ্টে
বিন্যস্ততল্পং পুলিনান্তকুঞ্জং ॥ ৫২ ॥

অসৌ কৃষ্ণঃ স্বশক্ত্যা প্রত্যঙ্গনাযুগলানাং মধ্যে মধ্যে স্ফুরন্ সন্ বিদংশসদৃশৈর্হাসৈ স্তৈ র্বিদংশৈরপি সহ তাঃ শ্রীগোপী র্মধূনি পায়য়ন্নপি তত্তাসং মধরামৃতেন বাসিতানি সুরভীকৃতানি যুক্তানি বা তানি মধুনি এষ শ্রীকৃষ্ণঃ স্বয়ং অপিবৎ ॥ ৫১ ॥

কন্দর্পমাধ্বীকয়ো র্মদেনাকুলমঙ্গং যস্যাঃ তাং রাধামাদায় নীত্বা কন্দর্পমাধ্বীকমদেনানুশিষ্টে প্রেরিতে মত্তে হরৌ বিন্যস্তং তল্পং শয্যা যস্মিন্ তং পুলিনস্যান্তঃকুঞ্জং প্রান্তদেশবর্ত্তিনমেকান্তকুঞ্জং প্রবিষ্টে সতি ॥ ৫২ ॥

তৎপর শ্রীকৃষ্ণ নিজের ঐশী শক্তি প্রকাশ করিয়া প্রতি অঙ্গনার মধ্যগত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন এবং হাস্য পরিহাস করিতে করিতে তাঁহাদিগের ওষ্ঠে দন্তাঘাত করত বিদংশের সহিত তাঁহাদিগকে মধুপান করাইলেন এবং আপনিও পান করিলেন ॥ ৫১ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ, কন্দর্প ও মাধ্বীক মদে উন্মত্ত হইয়া কন্দর্প ও মাধ্বীকমদে আকুলিতাঙ্গী প্রিয়তমা শ্রীরাধাকে সঙ্গে লইয়া বিচিত্র শয্যায় শোভিত পুলিনের কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিলে বৃন্দাদেবীও কন্দর্পমদদ্বারা ব্যাকুলতাবশতঃ

কন্দর্পমদবৈক্লব্যাদ্বর্ণাপূর্ণেক্ষণাঃ সখীঃ
বৃন্দাপ্যাদায় কুঞ্জেষু পৃথক্ পৃথগশায়য়ৎ ॥ ৫৩ ॥
যুগ্মকং ॥

স্বাধীনভর্তৃকাবস্থাং প্রাপয্য রাধিকাং তয়া ।
সহাযযৌ বহিঃ কৃষ্ণঃ স্ময়ন্ পূর্ণমনোরথঃ ॥ ৫৪ ॥
তয়েরিতঃ স কুঞ্জেষু প্রবিশ্য যুগপৎ পৃথক্ ।
স্বাস্বীনভর্তৃকাবস্থাং প্রাপয়ামাস তাঃ সখীঃ ॥ ৫৫ ॥

কন্দর্পমদেন বৈক্লব্যাদ্ধেতো ঘূর্ণয়া পূর্ণানীক্ষণানি যাসাং তাঃ সখীরপি বৃন্দা নীত্বা পৃথক্ পৃথক্ কুঞ্জেষশায়য়ৎ ॥ ৫৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণঃ শ্রীরাধাং স্বাধীনভার্তৃকাবস্থাং প্রাপয্য ক্রীড়ান্তে তস্যা বেশভূষণাদিকং তদাদেশেন প্রযত্নাদ্বিধায় তয়া সহ পূর্ণমনোরথঃ সন্ স্ময়ন্ সন্ বহিরাযযৌ ॥ ৫৪ ॥

তয়া শ্রীরাধায়া ঈরিতঃ প্রেরিতঃ সন্ স কৃষ্ণঃ পৃথক্ একৈকং ভূত্বা কুঞ্জেষু প্রবিশ্য তাঃ সখীঃ স্বাদীনভর্তৃকাবস্থাং প্রপয়ামাস ॥ ৫৫ ॥

উদ্ঘূর্ণায় পূর্ণাক্ষী সখীসকলকে সঙ্গে লইয়া পৃথক্ পৃথক্ কুঞ্জে শয়ন করাইলেন ॥ ৫২—৫৩ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে স্বাধীনভর্তৃকা অবস্থা প্রাপ্ত করাইয়া অর্থাৎ ক্রীড়ান্তে তাঁহার বেশভূষণাদি তাহারই আদেশে সম্পাদন করতঃ তাঁহার সহিত পূর্ণ মনোরথ হইয়া হাস্য করিতে করিতে কুঞ্জের বহির্ভাগে আগমন করিলেন ॥ ৫৪ ॥

তৎপরে শ্রীরাধিকাকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ প্রেরিত হইয়া প্রত্যেক সখীকে কুঞ্জে প্রবেশ করাইয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহাদিগকে স্বাধীনভর্তৃকার অবস্থা প্রাপ্ত করাইলেন ॥ ৫৫ ॥

নির্গত্য: কুঞ্জনিকরাৎ কৃষ্ণস্তাভিরলক্ষিতঃ।
একঃ সন্ রাধিকামাগাৎ স্বদর্শনমৃদুস্মিতাং ॥ ৫৬ ॥
তত্রাগতা কুঞ্জততের্নিবীতা
দৃষ্ট্বা নিজালীঃ পুরতো হসন্তীঃ।
যত্নাবৃত স্বাঙ্গচয়ালিপালি-
র্নম্রাননা লোলদৃগেতয়োচে ॥ ৫৭ ॥
যো নায়কঃ সোঽত্র স বৃন্দয়া ময়া
রঙ্গে স্থিতঃ ক্বাপি গতো নহি ক্ষণং।

শ্রীকৃষ্ণস্তাভিরলক্ষিতং যথা স্যাত্তথা কুঞ্জনিকরাৎ কুঞ্জসমূহাৎ নির্গতো-ভূত্বা একঃ সন্ সং রাধাং আগাদাগমৎ কীদৃশীং। তত্তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য দর্শনেনন মৃদু মধুরং স্মিতং যস্যা স্তাং ॥ ৫৬ ॥

কুঞ্জততে নির্বীতা তত্রাগতা পুরতো হসন্তী নিজালীঃ শ্রীরাধাং দৃষ্ট্বা যত্নেনাবৃতঃ আচ্ছাদিতঃ স্বাঙ্গচয়ো যয়া সা নম্রাননা লোলদৃক্ চ। এবম্ভুতা আলিপালিঃ সখীশ্রেণী তয়া শ্রীরাধয়া উচে ॥ ৫৭ ॥

যঃ শ্রীকৃষ্ণো নায়কঃ সোঽত্র রঙ্গে রঙ্গস্থলে সবৃন্দয়া ময়া সহ স্থিতোঽস্তি

তৎপর শ্রীকৃষ্ণ সখীসকলের অলক্ষিতে কুঞ্জমধ্য হইতে বহির্ভাগে আগমন করত একাকী হইয়া নিজ দর্শনে মধুর হাস্যবদনা শ্রীরাধাকে লাভ করিলেন ॥ ৫৬ ॥

শ্রীরাধা কুঞ্জের বহির্ভাগ হইতেই দর্শন করিলেন যে সখীসকল বসনাবৃতাঙ্গ হইয়া হাস্য করিতেছেন, এমন অবস্থায় তিনি লজ্জায় নতমুখী হইয়া সখীগণকে কহিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥

যে নায়ক শ্রীকৃষ্ণ এই রঙ্গস্থলে বৃন্দা ও আমার সহিতই অবস্থিত রহিয়াছেন, ক্ষণকালও বহির্গত হন নাই, এই নায়কই তোমাদিগকে রতিনর্তনে

নানর্ত্তয়দ্বো রতিনর্ত্তনেঽসকৌ
দশেদৃশী বো বপুষঃ কুতোঽভবৎ ॥ ৫৮ ॥
হরি র্হসন্নাহ নিকুঞ্জরঙ্গে
নট্যাস্ত্বিমা মূর্ত্তিমতোজ্জ্বলেন ।
রত্যাখ্যনৃত্যে রসনায়কেন
সংনর্ত্তিকা যৎ স্ফুটতত্ত্বদঙ্কাঃ ॥ ৫৯ ॥
কৃষ্ণে স্বসখ্যাং প্রণয়োদ্গমের্ষ্যা-
স্তা ঊচুরস্মিন্ রতিনৃত্য এষা ।

ক্বাপি ক্ষণমপি নহি গতোঽস্তি অতোঽসকাবসৌ নায়কো বো যুষ্মান্ রতি-নর্ত্তনেনানর্ত্তয়ৎ । বো যুষ্মাকং বপুষ ঈদৃশী দশা কুতোঽভবৎ ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রুত্বা হরি র্হসন্নাহ, মূর্ত্তিমতা রসনায়কেন রসশ্রেষ্ঠেন রসরূপনায়-কেন বা । উজ্জ্বলেন শৃঙ্গাররসেন অর্থান্ময়া কুঞ্জরঙ্গে কুঞ্জ এব রঙ্গস্থলং তত্র রত্যাখ্যনৃত্যে রতিরিত্যাখ্যা যস্য তস্মিন্নৃত্যে ইমা নট্যঃ সম্যঙ্ নর্ত্তিতা আস্বঃ । যৎ স্ফুটতত্ত্বদঙ্কাঃ স্ফুটাব্যক্তাস্তে তে রতিনৃত্যসম্বন্ধিনো হঙ্কাশ্চিহ্নানি যাসু তথাভূতা ভান্তীতি শেষঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রুত্বা তাঃ সখ্যঃ কৃষ্ণে স্বসখ্যাং শ্রীরাধায়াং চ প্রণয়োদ্গমের্ষ্যাঃ

নৃত্য করাইয়াছেন, অথচ তোমাদিগের শরীরের এরূপ দশা কিজন্যই বা উপস্থিত হইল ॥ ৫৮ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিতে করিতে বলিলেন, যে মূর্ত্তি-মান্ রসনায়ক অর্থাৎ রসশ্রেষ্ঠ অথবা রসরূপ নায়ক উজ্জ্বলতম (শৃঙ্গার রস) অর্থাৎ আমিই এই কুঞ্জরূপ রঙ্গস্থলে এই নটীসকলকে সম্যক্‌রূপে নৃত্য করাইয়াছি, এ নিমিত্তই ইহাদিগের অঙ্গে নৃত্যচিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে ॥ ৫৯ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ এবং নিজসখী শ্রীরাধার প্রতি প্রণয় সম্বলিত ঈর্ষা প্রকাশ

ত্বাং নর্ত্তয়ন্তী সততং গুরুস্তে-
কর্ত্তুং ত্বয়া বাঞ্ছতি নঃ প্রশিষ্যাঃ ॥ ৬০ ॥
নিজেচ্ছয়া যাত্র গুরূপসত্তিঃ
স্যাচ্ছিষ্যতা শাস্ত্রমতা তয়ৈব।
বলাৎকৃতা নৈব ততো ন শিষ্যা-
বয়ং গুরুস্ত্বং বিফলঃ শ্রমো বাং ॥ ৬১ ॥

সত্য উচুঃ। হে কৃষ্ণ অস্মিন্ রতিনৃত্যে ত্বাং সততং নর্ত্তয়ন্তী এষা তে তব গুরু রাধা ত্বয়া স্বশিষ্যদ্বারেণ নোঽস্মান্ প্রশিষ্যাঃ শিষ্যস্য তব শিষ্যাঃ কর্ত্তুং বাঞ্ছতি ॥ ৬০ ॥

নিজেচ্ছয়া শিষ্যেচ্ছয়া যা গুরূপসত্তি গুরোঃ সেবা সঙ্গো বা তয়ৈব শিষ্যতা-শাস্ত্রমতা শাস্ত্রং শাস্ত্রবিহিতং মতং যস্যাস্তথাভূতা স্যাৎ। ততো হেতোঃ সা শিষ্যেচ্ছাকৃতগুরূপসত্তি র্বলাৎ কৃতা নৈব উচিতৈব অতস্ত্বং স্বগুরো রাধয়া উপসত্তিং নিজেচ্ছয়া অচিরেতি ভাবঃ। "উপসত্তিঃ সঙ্গমাত্রে সেবায়ামপি যোষিতী"তি মেদিনী। বয়ং শিষ্যা ন ত্বং গুরুর্ন। অত্রৈকোঽপি নকার উভয়ত্র যোজ্যঃ। "ন খলু গোপিকানন্দনোভবা"নেত্যৎশ্লোকস্য শ্রীতোষণার্থবৎ। ততো বাং যুবয়োঃ শ্রমোঽস্মাকং ত্বদুপসত্তৌ তবাস্মৎস্বীকৃতৌ চ যত্নৌ বিফল এব ॥ ৬১ ॥

পূর্ব্বক কহিলেন, হে কৃষ্ণ! আমাদের এই বয়স্যা শ্রীরাধাই এই রতিনৃত্যে সদাকাল তোমাকে নৃত্য করাইতেছেন, অতএব ইনিই তোমার নৃত্যবিষয়ে গুরু, এবং তোমার দ্বারা আমাদিগকেও অনুশিষ্য অর্থাৎ শিষ্যের শিষ্য করিতে অভিলাষ করিতেছেন ॥ ৬০ ॥

নিজেচ্ছা অর্থাৎ শিষ্যেচ্ছায় যে গুরূপসত্তি অর্থাৎ গুরুসেবা বা সঙ্গ তাহাকে শাস্ত্রে শিষ্যতা বলিয়া থাকেন, পরন্তু সেই গুরূপসত্তি তুমি বলপূর্ব্বক বিধান করিয়াছ, কিন্তু তাহা উপযুক্ত নহে, অতএব আমরা শিষ্যা নহি, তোমাদের উভয়ের পরিশ্রম বিফল ॥ ৬১ ॥

জানাসি নো নো নকুলাঙ্গনানাং
বৃত্তিং বিশুদ্ধাং সখি ভোগিনি ! ত্বং।
তথাপি সম্পাদয়িতুং স্বসাম্যং
কিং খিদ্যসে প্রের্য্য বৃথা ভুজঙ্গং ॥ ৬২ ॥

হে সখি হে ভোগিনি হে সর্পি নকুলাঙ্গনানাং নোঽস্মাকং বিশুদ্ধাং বৃত্তিং নো জানাসি ইতি নেত্রস্ফারভ্রূবৃতিযুক্ততর্জ্জননিষেধঃ। অর্থাৎ জানাস্যেব। তথাঽপি স্বস্যা সাম্যং সম্পাদয়িতুং ভুজঙ্গং সর্পং স্বপতিং প্রের্য্য বৃথা কিং কিমর্থং খিদ্যসে। প্রেরণরূপখেদং প্রাপ্নোষি।অনেন ব্যপদেশার্থেন সাক্ষাদর্থস্তু হে সখি ভোগিনি। সখে দর্শয় সন্নিধিং। সখ উদেয়িবান্ সন্ততাং কুলে ইত্যাদ্যুক্তেঃ সখা কৃষ্ণস্তেন সহ ভোগো বিলাসসুখং বিদ্যতে যস্যাঃ। "ভোগঃ সুখে ধনে সর্পশরীরফণয়োরপী"তি মেদিনী। কিম্বা তস্য ভোগঃ সম্ভোগো-বিদ্যতে যস্যাঃ তথাভূতে। সখিকর্ত্তৃকভোগশীলে বা। অর্থাৎ সখি ভোগি-নীতি ভ্রাতৃ র্ভোগিনীতিবৎ সম্বোধনং। হে রাধে কুলাঙ্গনানাং নোঽস্মাকং বিশুদ্ধাং বৃত্তিং নো জানাসি ন জানাস্যেব। তথাপি স্বসাম্যং সম্পাদয়িতুং ভুজঙ্গং স্বং কামুকং পুরুষং। "ভুজঙ্গঃ পন্নগে শিঙ্গো" ইতি নানার্থঃ। কিম্বা ভুজঙ্গং ভুজগতং কুঞ্জে ভুজাভ্যাং বদ্ধং। ইদানীন্তু তদ্বৎ স্ববশীকৃতং হস্তং গৃহীতং বা। কৃষ্ণং অমুং প্রের্য্য বৃথা কিং খিদ্যসে ॥ ৬২ ॥

হে সখি ! হে ভোগিনি ! হে সর্পি ! আমরা নকুলাঙ্গনা, আমাদের যে বিশুদ্ধবুদ্ধি তাহা তুমি অবগত নও, তথাপি নিজের সমতাসম্পাদন করিবার নিমিত্ত নিজপতি ভুজগ (সর্প বা লম্পটকে) প্রেরণা করত কেনই বা তুমি বৃথা খিন্নমনাঃ হইতেছ ॥ ৬২ ॥

ইত্থং বিধায় পুরুনর্ম্মবিহারনৃত্যং
তাভিঃ সমং মদকরীব করেণুভিঃ সঃ।
তত্তচ্ছ্রমাপনয়নায় কলিন্দপুত্র্যাং
কর্ত্তুং সমারভত বারিবিহারনৃত্যং ॥ ৬৩ ॥
তোয়ে তদোরুদ্বয়সে কদাচিৎ
স নাভিমাত্রে ক্বচ কণ্ঠদঘ্নে।
আকৃষ্য তা স্তাভিরলং নিষিক্তঃ
প্রিয়া হসংস্তাঃ কুতুকী ন্যষিঞ্চৎ ॥ ৬৪ ॥

স শ্রীকৃষ্ণস্তাভি র্গোপীভিঃ সমং ইত্থং পুরু পূর্ণং বিহারনৃত্যং বিধায় তত্তচ্ছ্রমাণামপনয়নায় নাশায় করেণুভি র্হস্তিনীভিঃ সহ মদকরীব কলিন্দপুত্র্যাং শ্রীযমুনায়াং বারিবিহারনৃত্যং কর্ত্তুং সমারভত ॥ ৬৩ ॥

স কুতুকী শ্রীকৃষ্ণঃ তদা তস্মিন্‌কালে উরুদ্বয়সে উরুপরিমিতে তোয়ে। কদাচিৎ সময়ে নাভিমাত্রে তোয়ে। ক্বচ সময়ে কণ্ঠদঘ্নে কণ্ঠপরিমিতে তোয়ে দ্বয়সমাত্রদঘ্না এতে পরিমাণার্থপ্রত্যয়াঃ। তাঃ প্রিয়া আকৃষ্য তাভিরলমতিশয়েন নিষিক্তঃ সন্‌ হসন্‌ তা ন্যষিঞ্চৎ ॥ ৬৪ ॥

মদমত্ত হস্তী যেমন হস্তীনীসকলের সহিত নৃত্য পূর্ব্বক নদীতে অবতরণ করত বিশ্রাম করিয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়াবর্গের সহিত সমধিক নৃত্য করণানন্তর সেই সেই নৃত্য জন্য পরিশ্রমের অপনোদন করিবার নিমিত্ত কলিন্দকন্যা যমুনাতে জলবিহার নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৬৩ ॥

অপিচ ঐ যমুনার কোন স্থানে জানুপরিমিত, কোন স্থানে নাভিপরিমিত এবং কোথাও বা কণ্ঠপরিমিত জলে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই পরিশ্রান্তা প্রেয়সীবৃন্দকে ঐ জলে আকর্ষণ করত পরস্পর জলসিক্ত হইয়া মহাকুতুহলে জলসেচন ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন ॥ ৬৪ ॥

এককৈকাভিঃ পঞ্চষাভিঃ সমস্তাভিঃ পৃথক্ পৃথক্ ।
নানালীলাগ্লহাং তাভির্ব্যাত্যুক্ষীং বিদধে হরিঃ ॥ ৬৫ ॥
জয়ে তং তং সমাদাতুং গ্লহং দাতুং পরাজয়ে ।
অনিচ্ছুভির্দ্বয়ং কর্ত্তুং স তাভিঃ কলহায়তে ॥ ৬৬ ॥

এককৈকাভিঃ পঞ্চষাভিঃ পঞ্চভিঃ ষড়্‌ভিশ্চ সমস্তাভি র্গোপীভিঃ সহ হরিঃ পৃথক্ পৃথক্ একৈকমণ্ডলে একৈকোভূত্বা ব্যাত্যুক্ষীং জলসেচনক্রীড়াং বিদধে। কথন্তূতাভিঃ। নানা লীলাগ্লহাস্তাভিঃ। গ্লহোক্রীড়াপরাজয়ে দেয়ো নির্বন্ধঃ পণঃ সোহস্তে যাসাং তা গ্লহাস্তাঃ। নানালীলা এব গ্লহাস্তা যাসাং তাভিঃ। যদ্বা। :তাভি রিতিচ্ছেদঃ। ব্যাত্যুক্ষীং কীদৃশীং। নানালীলাশ্চুম্বনালিঙ্গনাদয়ো গ্লহা যস্যা স্তাং ॥ ৬৫ ॥

জয়ে স্বাসাং জয়ে তং তং গ্লহং তস্মাৎ কৃষ্ণাৎ সমাদাতুং সম্যগ্‌ গ্রহীতুং। পরাজয়ে তস্মৈ দাতুং। এতদ্বয়ং কর্ত্তুমনিচ্ছুভিস্তাভিঃ স কৃষ্ণঃ কলহায়তে কলহং করোতি ॥ ৬৬ ॥

তৎপর এক এক, পাঁচ পাঁচ, ছয় ছয়, অথবা গোপীসকলের সহিত শ্রীকৃষ্ণ পৃথক্ পৃথক্ এক একটী মণ্ডলে এক এক হইয়া নানাবিধ পণ করত জলযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন ॥ ৬৫ ॥

এবং অন্যকে জয় করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে পণ গ্রহণ করিতে এবং পরাজয় হইলে পণ প্রত্যর্পণ করিতে লাগিলেন, তথা আদান প্রদান উভয় কার্য্যে যাঁহারা অনিচ্ছুক হইলেন, তাঁহাদিগের সহিত তৎকালে কলহ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৬৬ ॥

রাত্রৌ চ চক্রমিথুনেন যুতানি ভৃঙ্গঃ
ফুল্লাম্বুজানি পিবতীতি হরৌ ব্রুবাণে।
দোঃস্বস্তিকেন রুরুধুর্হৃদয়ং প্রিয়াস্তা-
বাসোঽঞ্চলেন বদনঞ্চ বিশঙ্কিতা দ্রাক্ ॥ ৬৭ ॥
নিজদৃগ্বিজিতশফর্য্যা ঘট্টিতপ্রসৃতা স্বয়ং হরিং চকিতা।
যং পরিরেভে রাধা সখ্যং মেনে স তেনাস্যাঃ ॥ ৬৮ ॥

রাত্রৌ চ চক্রমিথুনেন চক্রবাকযুগলেন যুতানি তন্নিকটে স্থিতানি ফুল্লাম্বুজানি ভৃঙ্গঃ পিবতীতি হরৌ ব্রুবাণে সতি। যদ্যপি স্বতো বৃন্তানাং পক্ষিণাং যুগ্মেন যুতানি তথাপি স্ব চাঞ্চল্যেন তদ্‌যুগানি স্পৃষ্ট্বা তানি নিঃশঙ্কং পিবতীতি স্বদৃষ্টান্তস্বভূং ভ্রমরদ্যাবার্গ্যাং দর্শয়তি সতি তাঃ প্রিয়াঃ শ্রীগোপ্যো-বিশঙ্কিতাঃ সত্যো দোঃস্বস্তিকেন দোর্ভ্যাং স্বস্তিকবন্ধনেন বামদক্ষিণপাণিভ্যাং দক্ষিণবামস্কন্ধগ্রহণেন হৃদয়ং বক্ষঃ বাসোঽঞ্চলেন বদনঞ্চ দ্রাক্ শীঘ্রং রুরুধুঃ ॥ ৬৭ ॥

নিজদৃশা বিজিতয়া শফর্য্যা লজ্জয়া শ্রীরাধাপদো র্মধ্যে লয়েন তয়া ঘট্টিতে স্পৃষ্টে প্রসৃতে জঙ্ঘে যস্যাঃ সা। অতশ্চকিতা সতী রাধা স্বয়ং যং হরিং পরিরেভে তেন হেতুনা পরিরম্ভেণ স হরিস্তস্যাঃ সখ্যং মেনে। "প্রোষ্ঠী তু শফরীদ্বয়ো"রিত্যমরঃ। জঙ্ঘাতু প্রসৃতেতি চ ॥ ৬৮ ॥

"রাত্রিকালে চক্রবাক মিথুনে সংযুক্ত হইলে, ভ্রমর প্রফুল্ল কমলের মধুপান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে" শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে প্রেয়সীবর্গ শঙ্কিত হইয়া বাম ও দক্ষিণ বাহুযুগল স্বস্তিকাকার করত তদ্দ্বারা কুচদ্বয় এবং বসনাঞ্চল দ্বারা মুখপদ্ম প্রত্যেকের অবরুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৭ ॥

শ্রীরাধার দৃষ্টিতে পরাজিতা শফরী লজ্জাবশতঃ শ্রীরাধার চরণযুগলের মধ্যে যাইয়া পদস্পর্শ করিলে শ্রীরাধা চকিত হইয়া যে কান্তকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সখ্যভাব মনে করিলেন ॥ ৬৮ ॥

কমলাকমলি সখীনাং কমলাকমলি চ বিসাবিসি প্রধনং।
যদভূৎ তৎ পশ্যত ইহ দূরাচ্চিত্রং হরের্মনো বিজিতং ॥৬৯॥

দ্বিত্রালিঃ পঞ্চষাভিশ্চ সপ্তাষ্টাভিঃ সহাচ্যুতঃ।
ব্যতনোন্মণ্ডলীভূয় জলমণ্ডুকবাদ্যকং ॥ ৭০ ॥

নির্লেপতাং কুচযুগানি নিরঞ্জনত্বং
নেত্রাণি মোক্ষমগমন্ রসনাঃ কচাশ্চ।

ইহ জলবিহারে সখীনাং কমলাকমলি কমলং জলং তেন তেন প্রবৃত্তং। পুনঃ কমলাকমলি কমলং পদ্মং তেন তেন প্রবৃত্তং। বিসাবিসি বিসং মৃণালং তেন তেন প্রবৃত্তঞ্চ প্রধনং যুদ্ধং যদভূৎ তদ্দূরাৎ পশ্যতো হরে র্মনো-বিজিতং তাভিঃ পরাস্তং কৃতং বভূবেতি শেষঃ। ইদং চিত্রং যুদ্ধে তাভি-স্তাসাং কাপি জিতা নাসীৎ দূরাৎ পশ্যতো হরের্মনোবিজিতমিতি চিত্রত্বে হেতুঃ ॥ ৬৯ ॥

অচ্যুতঃ। দ্বিত্রাভির্দ্বাভ্যাং ত্রিভিশ্চ। পঞ্চষাভিঃ পঞ্চভিঃ ষড়্ভিশ্চ। সপ্তা-ষ্টাভিঃ সপ্তভিরষ্টভিশ্চ তাভিঃ সহ মণ্ডলীভূয় জলমণ্ডুকবাদ্যকং ব্যতনোৎ ॥৭০॥

তদ্ঘনরসে তস্মিন্ জলে। "মেঘপুষ্পং ঘনরস"মিত্যমরঃ। তস্মিন্ ঘনে নিবিড়ে রসে জলে ক্রীড়ায়াং বা। রসো গন্ধরসে জলে। "শৃঙ্গারাদৌ বিষে বীর্য্যে তিক্তাদৌ দ্রবরাগয়ো"রিতি মেদিনী। রমণীষু মগ্নাসু সতীষু। অমূষাং রমণীনাং

অনন্তর সখীসকল পরস্পর কমল, জল ও মৃণালদ্বারা যে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, তাহাতে সখীগণের কাহারও জয় বা পরাজয় হইল না, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে দূর হইতে দর্শন করাতেই যে তাঁহার মন পরাজিত হইল, ইহাই অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে ॥ ৬৯ ॥

সে যাহা হউক, তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ দুই, তিন, পাঁচ, ছয় অথবা সাত আট জন ব্রজসুন্দরী মণ্ডলীবন্ধন করিয়া জল মণ্ডুক বাদ্য বিস্তার করিলেন ॥ ৭০ ॥

তৎকালে ব্রজসুন্দরীগণ ঘনরস অর্থাৎ নিয়ত জলমধ্যে নিমগ্ন থাকায়

নীব্যশ্চ নির্গুণদশাং সহ হারমাল্যা-
মগ্নাস্থ তদ্ঘনরসে রমণীষ্বমূষাং ॥ ৭১ ॥

কুচযুগানি। নির্লেপতাং নির্লেপতা নির্গতো লেপঃ কুঙ্কুমচন্দনাদিলেপনং যেভ্যস্তেষাং ভাবঃ নির্লেপতা। নির্গতো লেপঃ প্রকৃতিবন্ধো যেষাং ব্রহ্মৈক-নিষ্ঠানাং তেষাং ভাবস্তাং। নেত্রাণি নিরঞ্জনত্বং নির্গতমঞ্জনং কজ্জলং যেভ্যস্তেষাং ভাবঃ। তদেব নিরঞ্জনত্বং নির্গতমঞ্জনং উপাধি র্যেষাং মুক্তানাং তেষাং ভাবস্তং। রসনাঃ কিঙ্কিণ্যঃ কচাশ্চ মোক্ষং মোক্ষঃ স্রংসঃ। সএব মোক্ষো মুক্তি স্তং। হারৈঃ মুক্তামণিমালাভিঃ মাল্যৈঃ পুষ্পমালাভিশ্চ। "মাল্যং কুসুম-তৎস্রজো"রিতি মেদিনী। সহ বর্ত্তমানা নীব্যশ্চ। নির্গুণদশাং নির্গতা স্ত্রোটিতা গুণা গ্রথনতন্তবো যাসাং তাসাং দশা সৈব নির্গুণদশা নির্গতা-গুণাঃ সত্ত্বরজস্তমাংসি যেষাং তেষাং দশা তাং। অগমন প্রাপুঃ। অগমন্নিতি ক্রিয়া সর্ব্বত্র যোজ্যা। তাস্থ তদ্রসে মগ্নাস্থ তদীয়ানি তানি কুচাদীনি নির্লেপত্বাদি শুষ্কজ্ঞাননিষ্ঠধর্ম্মানাপুরিতি বিরোধাভাসঃ। কিম্বা। "ভক্তিং লব্ধ-বতঃ সাধোঃ কিমন্যদবশিষ্যতে" ইত্যাদ্যুক্তে স্তানি তে মুক্তানাং ধর্ম্মাঃ স্বকৃতার্থায় স্বয়মেবাশ্রিতা ইত্যুচিতমেব ॥ ৭১ ॥

তাঁহাদিগের স্তনযুগল নির্লেপ অর্থাৎ কুঙ্কুমাদি লেপশূন্যতা নয়নসমূহ নিরঞ্জনত্ব অর্থাৎ কজ্জলশূন্যতা, রসনা অর্থাৎ ক্ষুদ্রঘণ্টিকা, কেশ, এবং নীবী (কটিবন্ধন রজ্জু) মোক্ষ অর্থাৎ শৈথিল্য এবং মুক্তাহার নির্গুণ (দশা) ছিন্নসূত্রত্ব প্রাপ্ত হইল॥

পক্ষান্তরে। গোপীগণ ঘনরস অর্থাৎ প্রগাঢ় বিলাসে মগ্ন হইলে তাঁহা-দিগের অঙ্গস্পর্শরূপ পুণ্যবশতঃ কুচদ্বয় নির্লেপ অর্থাৎ প্রাকৃতিক (মায়িক) সংসারবন্ধ হইতে মুক্ত হইল, নয়নসমূহ নিরঞ্জন অর্থাৎ মায়িক শরীরাদিরূপ উপাধি পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ হইল। রসনা, কেশ ও নীবীসকল মোক্ষ (মুক্তি) এবং মুক্তাহার নির্গুণ অর্থাৎ স্বত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ হইতে নির্ম্মুক্ত হইল ॥ ৭১ ॥

আলেপনালঙ্করণৈরমূষা-
মনাবৃতা বারিবিহারধৌতা ।
ক্লিন্নাম্বরোদ্যৎসহজাঙ্গশোভা
লোভায় কৃষ্ণস্য দৃশোস্তদাসীৎ ॥ ৭২ ॥

তাসাং বক্ষশ্চন্দনৈঃ শ্বেততোয়া
কৃষ্ণা সাম্যং গঙ্গয়াহসৌ গতাপি ।
শৌরে স্তত্তৎকেলিসৌভাগ্যলাভা-
ত্তাভিঃ শশ্বৎ সুষ্ঠু সা তামজৈষীৎ ॥ ৭৩ ॥

আলেপনালঙ্কারৈরনাবৃতা। বারিবিহারেণ ধৌতা। ক্লিন্নমার্দ্রং সদঙ্গলগ্নমম্বরং যত্র সা। অমূষামুদ্যন্তী সহজা অঙ্গশোভা কৃষ্ণস্য দৃশোর্লোভায় তদাসীৎ ॥ ৭২ ॥

অসৌ কৃষ্ণা যমুনা। তাসাং রমণীনাং বক্ষসাং চন্দনৈঃ শ্বেতং তোয়ং জলং যস্যাস্তথাভূতা সতী গঙ্গয়া সাম্যং গতাপি। শশ্বৎ পুনঃ পুনস্তাভিঃ শ্রীগোপীভিঃ সহ শৌরে স্তৎকেলিসৌভাগ্যলাভাৎ। সা যমুনা তাং গঙ্গাং সুষ্ঠু অজৈষীৎ ॥ ৭৩ ॥

এইরূপ গোপীসকল জলক্রীড়ায় অত্যন্ত আসক্ত হইলে তাঁহাদিগের জলসিক্ত দেহের নির্গত শোভাসমূহ আলেপনরূপ অলঙ্করণে আবৃত এবং বারিবিহারে ধৌত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের নয়নযুগল অতিশয় লুব্ধ হইয়া উঠিল ॥ ৭২ ॥

গোপীগণের কুচ-চন্দনে কালিন্দীর জল শ্বেতবর্ণ হইলে গঙ্গার সহিত কৃষ্ণা অর্থাৎ যমুনা সমান হইলেও শ্রীকৃষ্ণের সেই জলকেলিরূপ সৌভাগ্য লাভ করিয়া গোপীসকল দ্বারাই গঙ্গাকে পরাজয় করিলেন ॥ ৭৩ ॥

ইত্থং বিধায়াম্বুবিহারনৃত্যং
কান্তঃ সকান্তাভিরবাপ্ততীরঃ।
সখীকুলৈ র্মার্জ্জিতকেশবর্ম্মা
দধার প্রত্যুদ্গমনীয়বস্ত্রং ॥ ৭৪ ॥

বৃন্দা তাভিঃ সমং কৃষ্ণমানীয় স্বর্ণমণ্ডপং।
তৎপূর্ব্বকুট্টিমে পুষ্পাস্তরণে তং ন্যবীবিশৎ ॥ ৭৫ ॥

ততঃ সবৃন্দোপনিনায়বৃন্দা
কল্পাগবল্লীফলসম্পুটাংস্তান্।

স কান্তঃ শ্রীকৃষ্ণঃ কান্তাভিঃ সহ ইত্থং বারিবিহায়নৃত্যং বিধায়। অবাপ্ত-তীরস্তীরঙ্গতঃ সন্ সখীকুলৈ র্মার্জ্জিতানি কেশা বর্ম্ম চ যস্য তথাভূতঃ সন্ পরিধানোত্তরীয়রূপং ধৌতবস্ত্রদ্বয়ং দধার ॥ ৭৪ ॥

বৃন্দা তাভিঃ শ্রীগোপীভিঃ সমং শ্রীকৃষ্ণমানীয় তত্তস্য স্বর্ণমণ্ডপস্য পূর্ব্ব-কুট্টিমে পুষ্পাসনে ন্যবীবিশদ্বাসয়ামাস ॥ ৭৫ ॥

ততস্তদনন্তরং বৃন্দেন স্বগণেন সহ বর্ত্তমানা বৃন্দা তান্ প্রসিদ্ধান্ কল্পাগবল্লী ফলসম্পুটান্ কল্পা বাঞ্ছিতদানে সমর্থাশ্চ তে হগা বৃক্ষাস্তা বল্লাশ্চেতি তেষাং ফলান্যেব সম্পুটাস্তান্। উপ কৃষ্ণাদীনাং সমীপং নিনায় প্রাপয়ামাস।

শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ জলমধ্যে বিহার ও নৃত্যকার্য্য সমাপন করত কান্তাবর্গের সহিত তীরভূমিতে উপস্থিত হইলেন এবং সখীসকল কেশ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মার্জ্জনী দ্বারা মার্জ্জিত করিলে পর উত্তরীয় ও পরিধেয় দুইখানি ধৌতবসন পরিধান করিলেন ॥ ৭৪ ॥

তৎপর শ্রীবৃন্দাদেবী গোপীসকলের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে সুবর্ণ মণ্ডপে লইয়া গেলেন এবং সেই পূর্ব্বতন বেদিকার উপরি কুসুমশয্যায় তাঁহাদিগকে শয়ন করাইলেন ॥ ৭৫ ॥

অনন্তর শ্রীবৃন্দাদেবী সখীবর্গের সহিত মিলিত হইয়া কল্পতরুর ফলকে

পূর্ণান্ বিচিত্রাম্বরভূষণানু-
লেপাঞ্জনৈ র্নাগজবর্ণ কৈশ্চ ॥ ৭৬ ॥
তত্তন্নামাঙ্কিতানালীততিরাদায় পেটকান্ ।
কৃষ্ণং রাধাং সখীশ্চামূঃ পৃথক্ পৃথগভূষয়ৎ ॥ ৭৭ ॥
হরিরুজ্জ্বলরসমূর্ত্তী রতিপরিণতিমূর্ত্তয়ো হি রাধাদ্যাঃ ।
বিধুরয়মস্য কলাস্তা একাত্মানোঽপি তৎপৃথগ্দেহাঃ ॥৭৮॥

কিম্ভূতান্। বিচিত্রৈ র্মনোহরৈরম্বরভূষণানুলেপাঞ্জনৈঃ। নাগজং সিন্দূরং বর্ণকা স্তিলকাদ্যার্থং কস্তূর্য্যাদয়ঃ শ্রীকৃষ্ণাঙ্গভূষণার্থং গৈরিকাদয়শ্চ তৈশ্চ পূর্ণান্ ॥ ৭৬ ॥

আলীততিঃ সেবাপরা সখীশ্রেণী। তত্তন্নামাঙ্কিতান্ তেষাং কৃষ্ণাদীনাং নামভিরঙ্কিতান্ লিখিতান্ পেটকান্ তত্তৎফলরূপান্ আদায় অমূং কৃষ্ণং রাধাং সখী র্ললিতাদীশ্চ পৃথক্ পৃথগভূষয়ৎ ॥ ৭৭ ॥

হরিরুজ্জ্বলরসমূর্ত্তিরুজ্জ্বলরস এব মূর্ত্তি র্যস্য সঃ। শ্রীরাধাদ্যা রতিপরিণতি-মূর্ত্তয়ঃ রতেঃ পরিণতিঃ পরিপাক এব মূর্ত্তয়ো যাসাং তাঃ। অয়ং শ্রীকৃষ্ণঃ বিধুশ্চন্দ্রঃ। তাঃ শ্রীরাধাদয়ঃ অস্য কলাঃ। তত্তস্মাত্তে একাত্মনঃ। তথাপি ক্রীড়ার্থং পৃথক্ পৃথগ্দেহাদি যেষাং তথাভূতাঃ ॥ ৭৮ ॥

বিচিত্র বসন, ভূষণ, অনুলেপ সিন্দূর এবং তিলকদ্বারা সম্পুটিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণাদির সমীপে লইয়া উপঢৌকন প্রদান করিলেন ॥ ৭৬ ॥

এবং সেবাপরায়ণা সখীসকল সেই দ্রব্যের পেটারীগুলিকে শ্রীকৃষ্ণাদির নামে অঙ্কিত করিয়া আগমন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা ও বয়স্যাবর্গকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিভূষিত করিলেন ॥ ৭৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উজ্জ্বল রসমূর্ত্তি অর্থাৎ শৃঙ্গার-রসস্বরূপ, শ্রীরাধাদি রতির পরিণতি-মূর্ত্তি অর্থাৎ শৃঙ্গার-রসের স্থায়িভাব রতির পরিপাকাবস্থাস্বরূপ। তথা শ্রীকৃষ্ণ

মিথঃ স্নেহাভ্যঙ্গরম্যাঃ সখ্যোদ্বর্ত্তনসুপ্রভাঃ।
তারুণ্যামৃতসুস্নাতা লাবণ্যরসনোজ্জ্বলাঃ ॥ ৭৯ ॥
মিথঃসৌভাগ্যতিলকাঃ সৌন্দর্য্যস্থাসকাঞ্চিতাঃ।
অষ্টাভিশ্চিত্রিতাঙ্গ্যশ্চ স্তম্ভাদ্যৈর্ভাববর্ণকৈঃ ॥ ৮০ ॥

একাত্মতাং বর্ণয়তি মিথ ইতি চতুর্ভিঃ। তাঃ প্রিয়াঃ শ্রীরাধাদয়ঃ প্রিয়েণ শ্রীকৃষ্ণেন সহিতাঃ সত্যো মিথঃ পরস্পরং স্নেহপ্রভাভ্যঙ্গোগাত্রশিরো মর্দ্দনীয়ং তৈলং তেন রম্যাঃ। সখ্যমেবোদ্বর্ত্তনং স্নানাদৌ গাত্রকেশলেপনীয়ং তেন সুষ্ঠু প্রভা যাসাং তাঃ। তারুণ্যমেবামৃতং তেন সুস্নাতাঃ। লাবণ্যমেব বসনং তেনোজ্জ্বলাঃ। তথা মিথঃ সৌভাগ্যমেব তিলকং যাসাং তাঃ। সৌন্দর্য্যমেব

চন্দ্রস্বরূপ এবং শ্রীরাধাদি তাঁহার কলাস্বরূপ অতএব চন্দ্র ও কলাতে একাত্মা হইলেও পৃথক্ পৃথক্ অবয়ব ধারণ করত অবস্থিত রহিয়াছেন ॥ ৭৮ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধা ও সখীসকলের একাত্মতাই চারিটী শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে যথা—

শ্রীরাধাদি প্রেয়সীসকল শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া পরস্পরের স্নেহ অর্থাৎ প্রীতিরূপ স্নেহ (গাত্র ও মস্তকাদির মার্জ্জনীয় তৈল) দ্বারা রমণীয়, সখ্যভাবরূপ উদ্বর্ত্তন অর্থাৎ স্নানাদিকালে কেশে লেপনীয় তৈল দ্বারা সুন্দর প্রভাশালী, যৌবনরূপ অমৃতদ্বারা সুস্নাত এবং লাবণ্যরূপ বস্ত্রদ্বারা উজ্জ্বলাঙ্গী হইয়াছেন ॥ ৭৯ ॥

এবং পরস্পরের সৌভাগ্যরূপ তিলকে শোভিত, সৌন্দর্য্যরূপ স্থাসক (চাকচিক্য) যুক্ত, স্তম্ভস্বেদাদি অষ্টপ্রকার সাত্ত্বিকভাবে চিত্রিতাঙ্গ হইয়াছেন ॥ ৮০ ॥

কিলকিঞ্চিতবিব্বোকাদ্যুন্মাদোৎসুক্যাদিভিঃ।
নানাভাবৈরলঙ্কারৈঃ সুষ্ঠ্বলঙ্কৃতমূর্ত্তয়ঃ ॥ ৮১ ॥
সপ্রিয়াস্তাঃ প্রিয়া যদ্যপ্যন্তরিত্থং বিভূষিতাঃ।
প্রিয়ালিভি র্বহিরপি ভূষিতা ভূষণৈর্ব্বভুঃ ॥ ৮২ ॥
চতুর্ভিঃ কুলকং ॥
অনঙ্গগুটিকাং সীধুবিলাসং দুগ্ধলড্ডুকং।
আনীতং রূপমঞ্জর্য্যা যদ্বানি বৃন্দয়া বনাৎ ॥ ৮৩ ॥

স্থাসকশ্চার্চ্চিক্যং তেনাঞ্চিতাঃ। অষ্টাভিঃ স্তম্ভাদ্যৈ র্ভাবরূপবর্ণৈকৈশ্চিত্রিতাঙ্গ্যঃ। কিলকিঞ্চিতাদি নানাভাবালঙ্কারৈরলঙ্কৃতা মূর্ত্তয়ো যাসাং তাঃ। যদ্যপীত্থমন্ত র্বিভূষিতা স্তথাপি বহিরপি প্রিয়ালিভি র্ভূষণৈ র্ভূষিতাঃ সত্যো বভুঃ শুশুভিরে ॥ ৭৯—৮২ ॥

অথ তেষাং ভোজনাদিনাপি তামেকাত্মতাং দর্শয়তি অনঙ্গেতি দ্বাভ্যাং। রূপমঞ্জর্য্যা আনীতং যদনঙ্গগুটিকাদিকং। বনাদ্বৃন্দয়া আনীতানি যানি ফলানি। কণ্ডূতানি। রসরূপাণি। অষ্টিবল্কলাদিহেয়াংশবর্জ্জিতানি

কিলকিঞ্চিত, বিব্বোক, উন্মাদ ও ঔৎসুক্যাদি নানাপ্রকার ব্যভিচারিভাব এবং অঙ্গজ ও স্বভাবজ বিবিধ অলঙ্কারে সুন্দররূপে অলঙ্কৃতমূর্ত্তি হইয়াছেন ॥ ৮১ ॥

এই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রেয়সীসকল প্রিয়তমের সহিত সংযুক্ত থাকায় মনোমধ্যে ভূষিত থাকিলেও সখীগণ তাঁহাদিগকে নানাবিধ ভূষণে ভূষিত করায় দ্বিগুণশোভা প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥ ৮২ ॥

অতঃপর ভোজনাদিকার্য্যেও তাঁহাদিগের একাত্মতা দেখাইতেছেন যথা—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণাদির ভোজনার্থ রূপমঞ্জরী অনঙ্গগুটিকাদি, অমৃতবিলাস, দুগ্ধ ও লড্ডুকাদি লইয়া আসিলেন এবং শ্রীবৃন্দাদেবী অষ্টি অর্থাৎ আঁঠি বল্কলাদি

ফলানি রসরূপাণি মধুতুল্যরসানি চ।
তান্যত্ত্বাচম্য তাভিঃ স বিবেশ কেলিমন্দিরং ॥ ৮৪ ॥
যুগ্মকং ॥

তস্মিন্মুক্তচতুর্দ্বারি যমুনানিলশীতলে।
কোটিসূর্য্যাংশুসদ্রত্নচয়াংশুপরমোজ্জ্বলে ॥ ৮৫ ॥
মনোজকেলীনিলয়েঽগুরুধূপাতিসৌরভে।
বিন্যস্তরত্নপর্য্যঙ্কে হংসতূলিকয়ান্বিতে ॥ ৮৬ ॥

ইত্যর্থঃ। পুনঃ। মধুতুল্যরসানি মধুতুল্যো মিষ্টঃ সৌরভ্যযুক্তো মাদকশ্চ রসো যেষাং তানি। তানি স শ্রীকৃষ্ণস্তাভিঃ সহ অত্ত্বা ভুক্ত্বা আচম্য কেলিমন্দিরং বিবেশ ॥ ৮৩—৮৪ ॥

অথ কেলিমন্দিরসৌষ্ঠবং তত্র তয়োঃ শয়নং চ বর্ণয়তি তস্মিন্নিত্যাদিত্রিভিঃ। তস্মিন্ কেলিমন্দিরে কীদৃশে। মুক্তান্যুদ্ঘাটিতানি চত্বারি দ্বারাণি যস্য তত্র। পুনঃ যমুনায়া অনিলেন শীতলে। কোটিসূর্য্যাণাং অংশব ইবাংশবঃ কিরণা যেষাং তেষাং সদ্রত্নানামংশুভিঃ পরমোজ্জ্বলে। মনোজসম্বন্ধিকেলীনাং নিলয়ে নিবাসে। ইতি সার্থনামানি। পুনঃ। অগুরূণাং ধূপেন গুরুণোত্তমেন ধূপেন বা অতিসৌরভে। ঈদৃশে তত্র মন্দিরে বিন্যস্তোমধ্যে পাতিতো যো রত্নপর্য্যঙ্ক স্তস্মিন্। কীদৃশে। হংসতূলিকয়াঽন্বিতে ঈদৃশে তত্র পর্য্যঙ্কে সূক্ষ্মাম্বরেণাবৃতস্যাচ্ছাদিতস্যাবৃন্তানাং সতামুত্তমানাং কোমলসুগন্ধসদ্যঃ

বর্জ্জিত ও মধুর সদৃশ সুরস ও সৌরভযুক্ত ফল লইয়া আসিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তৎসমস্ত শ্রীরাধাদির সহিত ভোজন করত আচমনানন্তর কেলিমন্দিরে প্রবেশ করিলেন ॥ ৮৩—৮৪ ॥

তৎপর যাহার দ্বারচতুষ্টয়ই উন্মুক্ত ও যমুনার বায়ুতে সুশীতল, কোটিসূর্য্যের কিরণের ন্যায় উজ্জ্বল রত্নসমূহের কিরণমালায় যাহা পরম উজ্জ্বল, কামকেলির যাহা নিলয়, অগুরুধূপের সুগন্ধ যাহাতে বিদ্যমান, যাহাতে রত্নপর্য্যঙ্ক অবস্থিত, যাহা হংসতুলিকাদ্বারা পরিব্যাপ্ত, যে শয্যার উপরিভাগ সূক্ষ্ম-

সূক্ষ্মাম্বরাবৃতাবৃন্তসংপুষ্পাস্তরণোপরি ।
নানোপধানচিত্রান্তে কৃষ্ণঃ সুষ্বাপ কান্তয়া ॥ ৮৭ ॥
সন্দানিতকং ॥

পর্য্যঙ্কপার্শ্বস্থিতখট্টিকাযুগে
সুখং নিবিষ্টৌ ললিতাবিশাখিকে ।
কৃষ্ণাস্যতাম্বূলসুচর্ব্বিতাননে
তাম্বূলমাস্বাদয়তাং নিজেশ্বরৌ ॥ ৮৮ ॥

স্ফুটিতানাং পুষ্পাণামাস্তরণস্য শয্যায়াঃ। উপরি কীদৃশে তত্র। নানাবিধৈর্নানাবর্ণৈঃ শিরঃকরপাদাদিযোগ্যৈ বৃংহন্মধ্যমলঘুভেদযুক্তৈরুপধানৈশ্চিত্রোঽন্তঃ সীমা যত্র। তত্র শ্রীকৃষ্ণঃ কান্তয়া শ্রীরাধয়া সহ সুষ্বাপ ॥ ৮৫ ॥ ৮৭ ॥

পর্য্যঙ্কস্য তস্য পার্শ্বয়োঃ স্থিতে খট্টিকাযুগে খট্টাদ্বয়ে শ্রীললিতাবিশাখে সুখং নিবিষ্টে সত্যৌ নিজেশ্বরৌ তাম্বুলমাস্বাদয়তাং অভোজয়তাং। কীদৃশে। কৃষ্ণাস্যতাম্বূলসুচর্ব্বিতাননে। কৃষ্ণস্যাস্যসম্বন্ধি। অর্থাত্তেনাস্যান্মুখাৎ স্বাস্যে দত্তং। ইত্থং ভূতং তাম্বুলমাননয়ো যয়োস্তে ॥ ৮৮ ॥

বস্ত্রে এবং বৃন্তরহিত (বোঁটাছাড়ান) কুসুমে আচ্ছাদিত, তথা নানাবিধ উপাধানে (বালিশে) পরিব্যাপ্ত সেই শয্যার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ, কান্তার সহিত শয়ন করিলেন ॥ ৮৫—৮৭ ॥

তখন পর্য্যঙ্কের পার্শ্বস্থিত দুইখানি ক্ষুদ্র খট্টায় ললিতা ও বিশাখা উপবেশন করিয়া নিজেশ্বর শ্রীরাধাকৃষ্ণকে তাম্বুলসেবা করাইতে লাগিলেন এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণও চর্ব্বিত তাম্বূল ললিতা বিশাখার মুখে দিয়া দুইজনকে আস্বাদন করিতে লাগিলেন ॥ ৮৮ ॥

শ্রীরূপরতিমঞ্জর্য্যৌ পাদসম্বাহনং তয়োঃ।
চক্রতুশ্চাপরা ধন্যা ব্যজনৈস্তাববীজয়ন্॥ ৮৯॥
ক্ষণং তৌ পরিচর্য্যেত্থং নির্গতাঃ কেলিমন্দিরাৎ।
সখ্যস্তাঃ সুষুপুঃ স্বে স্বে কল্পবৃক্ষলতালয়ে॥ ৯০॥
শ্রীরূপমঞ্জরীমুখ্যাঃ সেবাপরসখীজনাঃ।
তল্লীলামন্দিরবহিঃকুট্টিমে শিশ্যিরে সুখং॥ ৯১॥
যৎপালিতং তাতমুখৈর্বিবর্দ্ধিতং
লীলারসৈর্মিত্রগণৈর্নিষেবিতং।

শ্রীরূপরতিমঞ্জর্য্যৌ তয়োঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ পাদসম্বাহনং চক্রতুঃ। অপরাঃ সখ্যো ধন্যাস্তৌ ব্যজনৈরবীজয়ন॥ ৮৯॥

তাঃ সখ্য ইত্থং তৌ ক্ষণং পরিচর্য্য কেলিমন্দিরান্নির্গত্য স্বে স্বে কুঞ্জে সুষুপুঃ॥ ৯০॥

শ্রীরূপমঞ্জর্য্যাদয়ঃ সেবাপরাঃ সখ্যস্তস্য লীলামন্দিরস্য বহিঃকুট্টিমে সুখং শিশ্যিরে॥ ৯১॥

এবং শ্রীকৃষ্ণস্য নিশান্তাদিনক্তান্তাষ্টকাললীলাবর্ণনং সমাপ্য তস্য দাসাদিচতুর্ব্বিধপরিকরেষু মধ্যে মধুরপরিকরাণামেব সর্ব্বতঃ সুখোৎকর্ষ-ইতি দর্শয়তি যদিতি। যৎ কৃষ্ণরসামৃতফলং। রসঃ প্রেমা দাস্যসখ্যবাৎসল্য-

---

সে সময় শ্রীরূপমঞ্জরী ও রতিমঞ্জরী শ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণসম্বাহন এবং অন্যান্য ধন্যতমা সখীবৃন্দ চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন॥ ৮৯॥

এইরূপে সখীসকল ক্ষণকাল শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরিচর্য্যাপূর্ব্বক বিলাসমন্দির হইতে বহির্গত হইয়া স্বীয় স্বীয় কল্পতরুর লতাকুঞ্জে গিয়া শয়ন করিলেন॥৯০॥

অনন্তর শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি সেবাপরায়ণা সখীসকল সেই লীলামন্দিরের বহির্ভাগস্থ কুট্টিমে অর্থাৎ বেদিকার উপর সুখে শয়ন করিলেন॥ ৯১॥

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের নিশান্তাদি রাত্রির শেষপর্য্যন্ত অষ্টকালীন লীলাবর্ণন সমাপন করিয়া তাঁহার দাসাদি চতুর্ব্বিধ অর্থাৎ "দাস, সখা, পিতা, মাতা ও

ভক্তৈঃ সদাস্বাদিতমেতদালিভিঃ
শ্রীরাধয়া কৃষ্ণরসামৃতং ফলং ॥ ৯২ ॥

মধুররূপঃ স এবামৃতমিবামৃতং যস্য স রসামৃতঃ। কৃষ্ণ এব রসামৃতঃ কৃষ্ণরসামৃতঃ। সুকৃতমেব বন্ধুঃ সুকৃতবন্ধুরিতিবদবধারণপূর্ব্বপদকর্ম্মধারয়ঃ। এবং কৃষ্ণরসামৃতমেব ফলং। ইদং তু পদদ্বয়ং কচিন্ন সমস্যতে ইতি সূত্রাৎ মুখং চন্দ্রো বিরাজতে ইতিবদসমস্ততয়া কৃষ্ণরসামৃতং ফলমিতি দ্বিত্বে স্থিতং। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপরসামৃতফলঃ। তাতমুখৈঃ শ্রীনন্দযশোদাদিভিঃ। লীলারসৈঃ। প্রিয়ানুকরণং লীলা। প্রিয়ং প্রীতিপাত্রমনু অনুলক্ষ্য ক্রিয়তে যৎ তৎপ্রিয়ানুকরণং তদেব লীলা। "লীলাবিলাসক্রিয়য়ো"রিতি নানার্থঃ। অতঃ ক্রিয়াপি লীলা সৈব রসস্তৈ র্বাৎসল্যরূপৈঃ করণৈঃ সদা পালিতং। যত্তৎ ফলং মিত্রগণৈঃ শ্রীসুবলমধুমঙ্গলাদিভিঃ। লীলারসৈঃ সখ্যরূপৈঃ করণৈঃ সদা বর্দ্ধিতং। যত্তৎ ফলং ভক্তৈ র্দাসৈঃ শ্রীরক্তকপত্রকাদিভি লীলারসৈ র্দাস্যরূপৈঃ করণৈঃ সদা নিষেবিতং। তদেতৎ কৃষ্ণরূপরসামৃতফলং আলিভিঃ সহ শ্রীরাধয়া লীলারসৈ র্মধুররূপৈঃ সদা আস্বাদিতং। তৎ সম্ভোগসুখমনুভূতমিত্যর্থঃ ॥৯২॥

প্রিয়াগণ" এই চতুর্ব্বিধ পরিকরের মধ্যে মধুর পরিকর সকলেরই সর্ব্বতোভাবে সুখোৎকর্ষ ইহাই দেখাইতেছেন। যথা—

যে ফল শ্রীনন্দযশোদা কর্ত্তৃক পরিপালিত মিত্রবৃন্দ শ্রীসুবল মধুমঙ্গলাদি কর্ত্তৃক লীলারস সমূহদ্বারা নিরন্তর বর্দ্ধিত, যে ফল ভক্ত অর্থাৎ শ্রীরক্তক পত্রক প্রভৃতি দাসকর্ত্তৃক দাস্যরূপ লীলারস সমূহে অবিরত নিষেবিত, সেই এই শ্রীকৃষ্ণরূপ রসামৃতফল সখীনিকরের সহিত শ্রীরাধাকর্ত্তৃক মধুররূপ লীলারসদ্বারা সর্ব্বদা আস্বাদিত হইল অর্থাৎ শ্রীরাধা, সখীগণের সহিত সেই সম্ভোগসুখ অনুভব করিলেন ॥ ৯২ ॥

কৃষ্ণস্য বৃন্দাবিপিনেঽত্র রাধয়া
লীলা অনন্তা মধুরাশ্চকাসতি।
ক্ষণে ক্ষণে নূতননূতনাঃ শুভা-
দিঙ্মাত্রমেতন্ময়কা প্রদর্শিতং ॥ ৯৩ ॥
শ্রীরূপদর্শিতদিশা লিখিতাষ্টকাল্যা
শ্রীরাধিকেশকৃতকেলিততির্ময়েয়ং।

মধুরলীলানাং আনন্ত্যং দর্শয়তি কৃষ্ণস্যেতি। অত্র বৃন্দাবনে শ্রীরাধয়া সহ শ্রীকৃষ্ণস্য মধুরলীলা অনন্তাঃ সত্যশ্চকাসতি রাজন্তে। কিম্ভূতাঃ। ক্ষণে ক্ষণে নূতনাদপি নূতনা অত্যপূর্ব্বা ইত্যর্থঃ। পুনঃ শুভাঃ। তাসাং দিঙ্মাত্রমেতন্ময়া প্রদর্শিতং ॥ ৯৩ ॥

লীলাপ্রদর্শনহেতুমাহ শ্রীরূপেতি। ইয়মাষ্টকাল্যা অষ্টসু কালেষু জাতা শ্রীরাধিকেশকৃতকেলিততিঃ। শ্রীরাধিকায়া ঈশঃ শ্রীকৃষ্ণস্তেন শ্রীরাধিকয়া সহেশেন কৃষ্ণেন বা। শ্রীরাধিকা চ ঈশঃ কৃষ্ণশ্চ তাভ্যাং বা কৃতা কেলিততিঃ। শ্রীরূপগোস্বামিনা দর্শিতা যা দিক্ শ্রীস্মরণমঙ্গলরূপা তয়া তদ্বলেন ময়া লিখিতা কিম্বা শ্রীরূপগোস্বামিনা দর্শিতা দিশা যস্যাঃ সেতি কেলিততিবিশে-ষণং। অত্রেতি কেলিতত্যাং কেলিততিমধ্যে। শ্রীবৃন্দাবনে বা। অস্য

অতঃপর গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ঠাকুর মহাশয় বলিতেছেন,—বৃন্দাবনে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের অনন্তমধুরলীলা প্রতিক্ষণে নব নব ভাব প্রকাশ পাইতেছে, আমি ক্ষুদ্রাধম কেবল তাহার দিঙ্মাত্র প্রকাশ করি-লাম ॥ ৯৩ ॥

শ্রীরূপগোস্বামিপাদের প্রদর্শিত পথের অর্থাৎ তদ্দর্শিত স্মরণমঙ্গলের অনু-সারে শ্রীরাধাকৃষ্ণের "প্রাতঃ, পূর্ব্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন, সায়াহ্ন, প্রদোষ, মধ্যরাত্র এবং নিশান্ত" এই অষ্টকালীয় লীলাসকল আমি লিখিলাম। রাগ-

সেবাঽস্য যোগ্যবপুষাঽনিশমত্র চাস্যা-
রাগাধ্বসাধকজনৈর্মনসা বিধেয়া ॥ ৯৪ ॥
পাদারবিন্দভৃঙ্গেণ শ্রীরূপরঘুনাথয়োঃ ।
কৃষ্ণদাসেন গোবিন্দলীলামৃতমিদং চিতং ॥ ৯৫ ॥
যৈরেতৎ পরিপীয়তে হৃদি লসত্তৃষ্ণাতিরেকান্মুহু-
র্ব্রহ্মাদ্যৈরপি দুর্গমং ব্রজবিধোর্লীলামৃতং রাধয়া ।

শ্রীকৃষ্ণস্য অস্যাঃ শ্রীরাধায়াশ্চ সেবা। রাগাধ্বসাধকজনৈরাগমার্গসাধক-ভক্তৈর্মনসা মনোভাবিতেন যোগ্যবপুষা শ্রীগুর্ব্বাজ্ঞা তৎসেবাযোগ্যসিদ্ধ-বপুষা। কিম্বা সাধকাবস্থায়াং মনসা। এতদ্ভঙ্গেতু তদ্যোগ্যবপুষা। অনিশং সময়ানুসারং। বিধেয়া কার্য্যা ॥ ৯৪ ॥

অথ গ্রন্থকর্ত্তা সহজস্বদৈন্যেন স্বনাম বক্তি শ্রীরূপেত্যাদি শ্লোকেন। শ্রীরূপরঘুনাথদাসগোস্বামিনোঃ পদারবৃন্দভৃঙ্গেণ কৃষ্ণদাসেন কৃষ্ণদাসনাম্না ময়া ইদং গোবিন্দলীলামৃতং চিতং চয়ীকৃতং। অপারিমিতানন্ত্যসিদ্ধশ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃতসমুদ্রাদ্ভৃঙ্গেণ পুষ্পান্মধ্বিব কিঞ্চিদিদমুদ্ধৃতমিত্যর্থঃ ॥ ৯৫ ॥

এতদগ্রন্থাস্বাদমাহাত্ম্যং দর্শয়তি যৈরিতি। শ্রীরাধয়া সহ ব্রজবিধোঃ শ্রীকৃষ্ণলীলৈবামৃতমেতৎ। যৈ ভক্তৈর্হৃদি লসন্ত্যাস্তৃষ্ণায়া অতিরেকা-দতিশয়াদ্ধেতোঃ স্তৃষ্ণা অতিরেকং কৃত্বা বা পরিপীয়তে। অত্যাগ্রহেণ শ্রূয়তে

মার্গানুগত সাধক ভক্তগণ, মনোভাবিত যোগ্যদেহ অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের আদেশানুরূপ তৎসেবাযোগ্য সিদ্ধদেহ দ্বারা অথবা সাধকাবস্থায় মনের দ্বারা এই লীলা আস্বাদন করিবেন ॥ ৯৪ ॥

শ্রীরূপ ও রঘুনাথদাস গোস্বামির চরণ কমলের ভৃঙ্গস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণদাস নামক আমি এই গোবিন্দলীলামৃতকে সঞ্চয় অর্থাৎ রচিত করিলাম অর্থাৎ ভ্রমর যেমন পুষ্প হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া থাকে তদ্রূপ আমিও অপরিমিত অনন্তসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত সমুদ্র হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম ॥ ৯৫ ॥

বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধিকার সহিত লীলামৃতস্বরূপ ব্রহ্মাদিদেব

বৃন্দারণ্যবিলাসিনীকুমুদিনীবৃন্দস্য বন্ধু র্ব্রজে
কারুণ্যাদচিরেণ বাঞ্ছিততমং তেষাং তনোতু স্বয়ং ॥ ৯৬ ॥
শ্রীচৈতন্যপদারবিন্দমধুপশ্রীরূপসেবাফলে
দিষ্টে শ্রীরঘুনাথদাসকৃতিনা শ্রীজীবসঙ্গোদ্গতে।

পঠাতে বা। ইদং কীদৃশং। ব্রহ্মাদৈারপি দুর্গমং অগোচরং, বৃন্দারণ্যবিলাসিন্যঃ শ্রীরাধাদ্যা ব্রজসুন্দর্য্যস্তা এব কুমুদিন্যস্তাসাং বৃন্দস্য বন্ধুঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্তেষাং বাঞ্ছিততমং অতিশয়েন বাঞ্ছিতং। ভাবে ক্তঃ। বাঞ্ছিতমিতি লক্ষণোক্তং বাঞ্ছিতার্হং বস্তু শ্রীরাধয়া সহ স্বচরণারবিন্দপ্রেমসেবালভনং। ব্রহ্মাদৈারপি দুর্গমমিতি বাঞ্ছিতস্য বিশেষণং বা কিম্বা কর্ম্মণি ক্তঃ। বাঞ্ছিতমিতি বিশেষ্যবোধকবিশেষণং। "অয়মুদয়তি মুদ্রাভঞ্জনঃ পদ্মিনীনা"মিতিবৎ। এতদ্বিশেষণবোধিতং বিশেষ্যং তল্লভনং ব্রহ্মাদৈারপি দুর্গমমিতি বিশেষণবদুক্তং বা বিশেষ্যং তল্লভনং। বিশেষ্যস্য বিশেষণবদুক্তি র্যথা শ্রীগীতগোবিন্দে। "মীলদ্দৃষ্টিমিলৎকপোলপুলকং সীৎকারধারাবশাদব্যক্তাকুলকেলিকাকুবিলসদ্দন্তাংশুধৌতাধরঃ। শ্বাসোত্তুঙ্গপয়োধরোপরিপরিষঙ্গী কুরঙ্গীদৃশো হর্ষোৎকর্ষবিমুক্তিনিঃসহতনোর্ধন্যো ধয়ত্যাননমিত্যত্র ধন্য ইতিবিশেষণবদুক্তং বিশেষ্যং শ্রীকৃষ্ণঃ। কারুণ্যাৎ ব্রজে স্বধাম্নি শ্রীমদ্বৃন্দাবনে স্বয়মচিরেণ তনোতু বিস্তারয়তু। শ্রীচরণারবিন্দসেবাং সন্ততং প্রাপয়ত্বিত্যর্থঃ ॥ ৯৬ ॥

শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ রজন্যাং যে বিলাসাস্তৈর্ব্বলিতস্ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ পূর্ণোঽভূদিতি শেষঃ ॥ ৯৭ ॥

দুর্ল্লভ এই গোবিন্দলীলামৃতকে যিনি হৃদয়ের সমধিক তৃষ্ণাবশতঃ পান করিবেন, বৃন্দারণ্যের বিলাসিনীরূপ কুমুদিনীসকলের বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ অচিরাৎ তাঁহার অভিলষিত কৃষ্ণপ্রাপ্তি ফল স্বয়ং বিস্তার করিবেন ॥ ৯৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যমহাপ্রভুর পদারবিন্দের মধুপায়ি ভ্রমর স্বরূপ শ্রীরূপ গোস্বামীর সেবার ফলে, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর কর্ত্তৃক প্রেরিত শ্রীমজ্জীব

কাব্যে শ্রীরঘুনাথভট্টবরজে গোবিন্দলীলামৃতে
সর্গোঽয়ং রজনীবিলাসবলিতঃ পূর্ণস্ত্রয়োবিংশকঃ ॥ ৯৭ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণদাসকবিরাজগোস্বামিবিরচিতং
শ্রীগোবিন্দলীলামৃতং মহাকাব্যং সমাপ্তং ॥

শ্রীমদ্গোবিন্দলীলামৃতবলিতসদর্থালিতঃ কাংশ্চিদর্থাং
ষ্টীকা যত্নাদ্যথাদৃগ্ব্যরচি কিল ময়া শ্রীলবৃন্দাবনে অস্মিন্।
এতাং শাকার্কখাব্ধিক্ষিতিশরদি সহঃপূর্ণিমেন্দ্বহ্নি পূর্ণাং
নাম্না বৃন্দাবনেন প্রচুরতরমুদঃ সাধবঃ শীলয়ন্তু ॥

ইতি শ্রীসদানন্দবিধায়িন্যাং ত্রয়োবিংশসর্গার্থঃ। সমাপ্তেয়ং শ্রীবৃন্দাবন-চক্রবর্ত্তিবিরচিতা সদানন্দবিধায়িনী নাম টীকা ॥

১৭১২ শকাব্দে অগ্রহায়ণে পৌষমাসে পূর্ণিমায়াং টীকেয়ং পূর্ণেয়ং ॥

গোস্বামীর সঙ্গ হেতু সমুদ্ভূত এবং শ্রীরঘুনাথ দাস ভট্ট গোস্বামীর বর প্রভাবে প্রাদুর্ভূত শ্রীগোবিন্দলীলামৃত মহাকাব্যের এই রজনী বিলাসময় ত্রয়োবিংশসর্গ সমাপ্ত হইল ॥ ৭৭ ॥

শ্রীধাম নবদ্বীপ নিবাসি পণ্ডিত শ্রীশচীনন্দন গোস্বামি ভক্তিরত্ন কৃত
শ্রীগোবিন্দলীলামৃততের অনুবাদ সম্পূর্ণ।

সন ১৩১৪ ২৮শে অগ্রহায়ণ।

সমাপ্ত